ব্রহ্মসূত্র
(বেদান্ত-দর্শন)

শ্রীমদ্ভগবদ্‌রামানুজাচার্য্য-বিরচিত

শ্রীভাষ্য
সমেত

তৃতীয় ভাগ

[তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়]

গ্রন্থ সমাপ্ত।

শ্রীযতীন্দ্র রামানুজাচার্য্য
কর্ত্তৃক অনূদিত

॥ শ্রীবলরাম ধর্ম্ম সোপান ॥
পোঃ অঃ বলরাম ধর্মসোপান
খড়দহ, ২৪ পরগণা

প্রকাশক ঃ
শ্রীনারায়ণদাস রামানুজদাস
শ্রীবলরাম ধর্মসোপান
পোঃ অঃ—বলরাম ধর্মসোপান-৭৪৩১২১
খড়দহ, ২৪ পরগণা।

মূল্য — কুড়ি টাকা মাত্র

প্রথম মুদ্রণ— শ্রীগুরুপূর্ণিমা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান
পোঃ অঃ বলরাম ধর্মসোপান
খড়দহ, ২৪ পরগণা।

২। শ্রীবলরাম প্রকাশনী (কলিকাতা আশ্রম)
১০১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬।

[শ্রীবলরাম ধর্মসোপান কর্তৃক গ্রন্থসত্ত্ব সংরক্ষিত]

শ্রীধর্মসোপান প্রেস, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে শ্রীনারায়ণদাস রামানুজদাস কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পূর্বাভাস

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব, জীবের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এখন তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের ব্রহ্মলাভের উপায়রূপ উপাসনার বিষয়ে আলোচনা হইবে। সাংসারিক বস্তুতে বৈরাগ্য উদয়পূর্বক এই উপাসনার দিকে যাহাতে আকর্ষণ বৃদ্ধি হয় সেই উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে সাংসারিক জীবের পুনঃ পুনঃ গতাগতির বিষয় এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূর্ছা সমস্ত অবস্থাতেই তাহারা যে দোষযুক্ত এবং পরমব্রহ্ম যে সেই সমস্ত দোষশূন্যলেশশূন্য এবং অশেষ কল্যাণগুণাকর তাহা প্রতিপাদিত হইবে।

এই ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে বিভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার সাধনসমূহও সমালোচনাপূর্বক মীমাংসিত হইবে।

প্রথম পাদে পাপকারীর দুঃখ ফলভোগ ও কীট মশকাদি হীন যোনিতে জন্ম এবং যজ্ঞাদি কর্মকর্ত্তারও তদনুগুণ সুখভোগান্তে পুনরায় দুঃখবহুল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের বিষয় বর্ণনা করা হইবে। এতদ্দ্বারা ভগবদুপাসনার অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে উদ্গীথাদি অন্যান্য ক্ষুদ্র উপাসনা যে অল্প এবং অনিত্য ফলদায়ক তাহাও প্রদর্শিত হইবে। এই উপাসনার প্রসঙ্গে পরস্পর আপাতবিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যগুলির বিচার দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে।

দ্বিতীয় পাদে স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা ও জাগ্রৎ এই চারিটি অবস্থাকেই জীবের পূর্ব কর্মকৃত সুখ-দুঃখ ভোগরূপ দোষের উল্লেখ করিয়া, ব্রহ্ম জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করিয়াও যে তিনি উক্ত দোষসংস্পর্শলেশরহিত নির্দোষ তাহা প্রতিপন্ন করিয়া ব্রহ্মের স্বপ্রকাশরূপতা, জ্ঞানস্বভাব, অব্যক্ত স্বভাব, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দুই প্রকার রূপ এবং তাঁহার নির্দোষত্ব ও অনন্ত কল্যাণগুণকরত্ব—এই উভয়লিঙ্গত্ব, শাস্ত্রবাক্য বিচার দ্বারা এবং সদৃষ্টান্ত যুক্তির সহিত নিরূপিত হইয়াছে। তদনন্তর এই প্রকার স্বরূপ স্বভাব এবং গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের সর্ববিধ ফলপ্রদানে যে কর্তৃত্ব আছে তাহাও বিচারপূর্বক প্রতিপন্নকরতঃ এই ব্রহ্মই উপাস্য বস্তু তাহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

তৃতীয় পাদটি ব্রহ্মের উপাসনাবিষয়ক বা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক। ইহাতে শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থলে যে সমস্ত বিভিন্ন 'ব্রহ্মবিদ্যার' উল্লেখ আছে সেগুলির স্বরূপ নাম ফল উপাস্য গুণ এবং অঙ্গসমূহ আলোচনাপূর্বক বিভিন্ন বিদ্যার ভেদ অথবা ঐক্য নির্ণীত হইয়াছে।

তৃতীয় পাদে ব্রহ্মবিদ্যার নাম, উপাস্য, ফল, অনুষ্ঠানবিধি প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গের প্রকৃত মর্ম নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল ব্রহ্মবিদ্যাসম্পর্কিত যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে উক্ত বিষয় অস্পষ্ট বলিয়া সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে অথচ যাহা পূর্ব পাদে আলোচিত হয় নাই সেই বিষয়গুলি চতুর্থ পাদের প্রথম তিনটি অধিকরণে আলোচিত হইয়া নির্ণীত হইয়াছে।

অতএব এই চতুর্থ পাদের প্রথম অংশটি তৃতীয় পাদেরই অনুবৃত্তিস্বরূপ। অবশিষ্ট অংশ বিভিন্ন আশ্রম প্রভৃতিতে বিভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনকারীদিগের অনুষ্ঠানবিষয়ক কতকগুলি নির্দেশ, যাহার প্রকৃত মর্মবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে সেইগুলি বিচারপূর্বক যথাযথ নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মলাভের উপায়রূপ ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার সাধনপ্রণালী বিচারিত হইয়াছে। এখন চতুর্থ অধ্যায়ে পূর্বাধ্যায়োক্ত ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপগত সংশয় ভঞ্জন করা হইয়াছে, তৎপরে বিদ্যাফল এবং মোক্ষ সম্বন্ধে বিচারপূর্বক নিরূপণ করা হইয়াছে।

ইহাতে প্রথম পাদের ১২টি সূত্রে ব্রহ্মবিদ্যা সাধনকালে উপাসক আপনাকে কিরূপে চিন্তা করিবে এবং পূর্বাধ্যায়োক্ত প্রাণবিদ্যা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্মবিদ্যার প্রাণ অগ্নি প্রভৃতি প্রতীকাদিকে উপাসক কিরূপে ভাবনা করিবে তাহাই বিচারিত হইয়াছে। অতএব এই ১২টি সূত্র পূর্বাধ্যায়ের শোধক বা পূরক। অবশিষ্ট অংশে উপাসনা সিদ্ধ হইলে উপাসক এই দেহেই কিরূপ অবস্থা লাভ করে সেই বিষয়গুলি মীমাংসিত হইয়াছে। বিদ্যাফল সিদ্ধ হইলে উপাসকের তৎপূর্বকালীন পাপ পুণ্য যে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী পাপ যে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না তাহাই কথিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহান্তে দেহত্যাগের প্রণালী বা উৎক্রমণ প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় পাদে এই নিষ্ক্রান্ত বিদ্বানের মূর্ধন্য নাড়ী দ্বারা অর্চিরাদিমার্গে বিভিন্ন দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

চতুর্থ পাদে পরমপদ প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষদিগের ব্রহ্মরূপতা লাভ হইলে যে অবস্থায় স্থিতি হয় তাহা অবধারিত হইয়াছে এবং এই মুক্ত পুরুষদিগের বিবিধ ঐশ্বর্যাদি মহিমার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সমগ্র বেদান্তদর্শনের সারসংগ্রহ—

মুমুক্ষু পুরুষের জ্ঞাতব্য বিষয়—নিখিলদোশগন্ধরহিত অতিশয় অনন্ত কল্যাণগুণাকর অখিল জগতের একমাত্র কারণবস্তু ব্রহ্মই মুমুক্ষু জীবের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়। ব্রহ্মবিষয়ে এই শাস্ত্রজ্ঞানের পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তনরূপ উপাসনা দ্বারা মোক্ষরূপ ফল লাভ হয়। যাবজ্জীবন এইরূপ ব্রহ্ম-উপাসনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া বদ্ধ জীব মৃত্যুর পর দেহান্তে অর্চিরাদি মার্গে গমনকরতঃ মুক্তিলাভ পূর্বক পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং এই মুক্ত জীবের নিজ স্বাভাবিক স্বরূপ রূপ সত্যসংকল্পত্ব সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণের আবির্ভাব হয়। তখন এই মুক্ত পুরুষ অনন্ত মহাবিভূতিমান অতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মের রূপ গুণ বিভূতি লীলা আদি নিরন্তর অনুভবকরতঃ আনন্দসাগরে মগ্ন থাকে এবং তাহাকে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

সূচীপত্র*

তৃতীয় অধ্যায় — প্রথম পাদ

প্রথম অধিকরণ—তদন্তর প্রতিপত্ত্যধিকরণ (সূত্র ১—৭)

সূত্র ১—জীব বর্ত্তমান দেহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় ভাবী দেহোপাদান ভূতসূক্ষ্মগুলি সঙ্গে লইয়া যায় কিনা, এ বিষয়ের বিচার···১ ; (পূর্বপক্ষ) প্রয়াণকালে জীবের সহিত ভূতসূক্ষ্মের আগমন···২ ; (সিদ্ধান্ত)—জীবের সহিত ভূতসূক্ষ্মের গমন প্রতিপাদন···৩।

সূত্র ২—প্রয়াণকালে পঞ্চবিধ সূক্ষ্ম ভূতেরই জীবানুগমন সমর্থন···৫।

সূত্র ৩—প্রয়াণকালে জীবের সঙ্গে প্রাণানুগমন দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন···৬।

সূত্র ৪—মৃত্যুকালে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগ্নি প্রভৃতিতে লয়-প্রতিপাদক শ্রুতি অনুসারে জীবের সঙ্গে প্রাণের গতি সম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার সমাধান···৭।

সূত্র ৫—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে প্রথম প্রশ্নে জল-হোমের অনুল্লেখ-নিবন্ধন সূক্ষ্ম ভূতের সহগমনে পুনশ্চ আপত্তি ও তাহার সমাধান···৮।

সূত্র ৬—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে প্রশ্ন ও প্রতিবচনে জীবের উল্লেখ না থাকায় পুনশ্চ আপত্তি ও তাহার সমাধান···১০।

সূত্র ৭—পুনশ্চ জীবোল্লেখ সম্বন্ধে আশঙ্কা ও তাহার সমাধান···১১।

দ্বিতীয় অধিকরণ—কৃতাত্যয়াধিকরণ (সূত্র ৮—১১)

সূত্র ৮—কর্মী জীবগণের চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগমনের সময় প্রাক্তন কর্ম কিছু অবশিষ্ট থাকে কিনা, এ বিষয়ের মীমাংসা —(পূর্বপক্ষ)—যে কর্মফল ভোগের জন্য জীব চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে তাহার সেইখানেই নিঃশেষরূপে ভোগাশঙ্কা···১৪ ; (সিদ্ধান্ত)—কিঞ্চিৎ কর্ম অবশিষ্ট থাকিতেই জীবের চন্দ্রমণ্ডল হইতে পতন এবং তদনুসারে জন্ম ধারণ প্রতিপাদন ১৫

সূত্র ৯—(পূর্বপক্ষ)—সঞ্চিত শুভাশুভ কর্মানুসারে জীবের জন্মলাভের আশঙ্কা ১৭ ; (সিদ্ধান্ত)—শ্রুতির 'চরণ' শব্দানুসারে ভুক্তাবশিষ্ট কর্মানুসারেই জন্ম সমর্থন···১৮।

সূত্র ১০—(পূর্বপক্ষ)—স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত আচারের আনর্থক্য শঙ্কা—১৯ ; (সিদ্ধান্ত)—জন্মের প্রতি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচারেরও কারণত্ব স্থাপন···১৯।

সূত্র ১১—বাদরীর মতানুসারে 'চরণ' শব্দের পুণ্য-পাপার্থতা প্রদর্শন···১৯।

তৃতীয় অধিকরণ—অনিষ্টাদিকার্য-অধিকরণ (সূত্র ১২—২১)

সূত্র ১২—(পূর্বপক্ষ) যাঁহারা যাগ যজ্ঞাদি কর্ম করে না, সেই সমস্ত পাপীদেরও চন্দ্রমণ্ডলে গমনের সম্ভাবনা প্রদর্শন···২১।

---

* পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কৃত শ্রীভাষ্যের সূচীপত্রের বিষয়বস্তু এখানে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সূত্র ১৩—পাপীদের অগ্রে যমালয়ে পাপের ফলভোগ, অনন্তর চন্দ্রমণ্ডলে গমনের সম্ভাবনা প্রদর্শন···২২।

সূত্র ১৪—উক্তার্থে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন···২৩।

সূত্র ১৫—সপ্ত প্রকার নরক কথন—২৪।

সূত্র ১৬—নরকে যমের প্রাধান্য কথন···২৪।

সূত্র ১৭—(সিদ্ধান্ত) কর্মী ও কর্মাঙ্গবিদ্যাসম্পন্ন পুরুষদিগের চন্দ্রমণ্ডলে গমন নিরূপণ ২৫

সূত্র ১৮—পাপ-পুণ্যরহিত অজ্ঞ লোকের ডাঁশ-মশকাদির জন্ম কথন···২৭।

সূত্র ১৯—উক্তার্থে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—২৮।

সূত্র ২০—উক্তার্থে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন···২৯।

সূত্র ২১—স্বেদজের উদ্ভিজ্জে অন্তর্ভাব কথন···৩০।

চতুর্থ অধিকরণ—তৎস্বাভাব্যাপত্তি-অধিকরণ (সূত্র ২২)

সূত্র ২২—চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগমনকালে কর্মীদিগের আকাশাদি স্বভাব প্রাপ্তি নিরূপণ···৩০।

পঞ্চম অধিকরণ—নাতিচির-অধিকরণ (সূত্র ২৩)

সূত্র ২৩—কর্মীদিগের আকাশাদি স্বভাব পরিত্যাগে বিলম্বাভাব কথন···৩২।

ষষ্ঠ অধিকরণ—অন্যাধিষ্ঠিত-অধিকরণ (সূত্র ২৪—২৭)

সূত্র ২৪—(পূর্বপক্ষ) কর্মীদিগের অন্য জীবাধিষ্ঠিত শস্য মধ্যে প্রবেশ কথন···৩৩।

সূত্র ২৫—যজ্ঞীয় হিংসায় পাপাভাব কথন···৩৫।

সূত্র ২৬—কর্মীদিগের শস্যদেহ হইতে রেতঃসেকক্ষম দেহে প্রবেশ নিরূপণ···৩৯।

সূত্র ২৭—স্ত্রীদেহে প্রবেশের পর দেহপ্রাপ্তি কথন···৩৯।

দ্বিতীয় পাদ

প্রথম অধিকরণ—সন্ধ্যা-অধিকরণ (সূত্র ১—৬)

সূত্র ১—(পূর্বপক্ষ) স্বপ্নদৃশ্য পদার্থে জীবের সৃষ্টিকর্তৃত্ব কথন···৪০।

সূত্র ২—শ্রুতির সাহায্যে উক্তার্থে জীবের কর্তৃত্ব সমর্থন···৪১।

সূত্র ৩—(সিদ্ধান্ত) স্বপ্নদৃশ্যের মায়িকত্ব কথন···৪২।

সূত্র ৪—পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্যাদি শক্তির তিরোধান এবং তন্নিবন্ধনই বন্ধন মোক্ষ ব্যবস্থা কথন···৪৪।

সূত্র ৫—দেহসম্বন্ধই জীবের শক্তি তিরোধানের কারণ কথন···৪৫।

সূত্র ৬—স্বপ্নদর্শনের শুভাশুভ-সূচকত্ব কথন···৪৬।

দ্বিতীয় অধিকরণ—তদভাব-অধিকরণ (সূত্র ৭, ৮)

সূত্র ৭—(পূর্বপক্ষ) হিত নামক নাড়ী ও আত্মা এতদুভয় স্থানে যথাসম্ভব সুষুপ্তির সম্ভাবনা কথন···৪৭; (সিদ্ধান্ত)—নাড়ী, পুরীতৎ ও আত্মা—এই স্থানত্রয়ক্রমে সুষুপ্তি নিরূপণ···৪৯।

সূত্র ৮—সুষুপ্তি ভঙ্গ সময়ে ব্রহ্ম হইতে জীবের উত্থান কথন···৪৯।

তৃতীয় অধিকরণ—কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধি-অধিকরণ (সূত্র ৯)

সূত্র ৯—জাগরণ সময়ে সুষুপ্ত জীবেরই পুনরুত্থান নিরূপণ···৫০।

চতুর্থ অধিকরণ—মুগ্ধ-অধিকরণ—(সূত্র ১০)

সূত্র ১০—মূর্ছাবস্থায় স্বরূপ নিরূপণ···৫৩।

পঞ্চম অধিকরণ—উভয়লিঙ্গ-অধিকরণ (সূত্র ১১—২৫)

সূত্র ১১—(পূর্বপক্ষ) জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থার সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন ব্রহ্মের সম্বন্ধেও দোষ স্পর্শাশঙ্কা ৫৪; (সিদ্ধান্ত)—স্থানত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ সত্ত্বেও ব্রহ্মের নির্দোষত্ব উপপাদন এবং উভয়লিঙ্গত্ব কথন···৫৭।

সূত্র ১২—শ্রুতির সাহায্যে পুনশ্চ ব্রহ্মের সদোষত্ব শঙ্কা খণ্ডন···৫৮

সূত্র ১৩—কঠশাখীদের মতানুসারে এক স্থানে অবস্থান সত্ত্বেও ব্রহ্মের নির্দোষত্ব প্রদর্শন···৬০।

সূত্র ১৪—শরীরে অবস্থান সত্ত্বেও ব্রহ্মের অরূপত্ব সমর্থন···৬১।

সূত্র ১৫—ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব সমর্থন···৬৩।

সূত্র ১৬—ব্রহ্মের জ্ঞানস্বভাবত্ব সমর্থন···৬৪।

সূত্র ১৭—উক্ত বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শন···৬৪।

সূত্র ১৮—উক্ত বিষয়ে জল সূর্যাদি প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত কথন···৬৬।

সূত্র ১৯—(পূর্বপক্ষ) জল সূর্যাদির সহিত দেহস্থ পরমাত্মার বৈষম্য প্রদর্শন···৬৭।

সূত্র ২০—(সিদ্ধান্ত) বৃদ্ধি হ্রাসাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত আপত্তির পরিহার কথন···৬৮।

সূত্র ২১—"নেতি নেতি" শ্রুতির তাৎপর্য বর্ণনা···৭১।

সূত্র ২২—ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বভাব কথন···৭৪।

সূত্র ২৩—ভক্তিস্বরূপে নিদিধ্যাসনের অবস্থায় ব্রহ্মে তাদৃশরূপের অভিব্যক্তি কথন···৭৫।

সূত্র ২৪—ব্রহ্মের প্রকাশাদি স্বভাবের ন্যায় মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ নিরূপণ···৭৬।

সূত্র ২৫—ব্রহ্মে কল্যাণময় অনন্ত গুণ সদ্ভাব কথন···৭৭।

ষষ্ঠ অধিকরণ—অহিকুণ্ডলাধিকরণ (সূত্র ২৬—২৯)

সূত্র ২৬—অহিকুণ্ডলের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব ও বহুরূপত্ব শ্রুতির উপপাদন···৭৮।

সূত্র ২৭—তেজের দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব সমর্থন···৮০।

সূত্র ২৮—প্রকারান্তরে একত্ব ও নানাত্বের উপপাদন···৮১।

সূত্র ২৯—জড়ধর্ম নিষেধক শ্রুতির সাহয্যে পুনশ্চ ব্রহ্মের অংশাশিভাব উপপাদন···৮২।

সপ্তম অধিকরণ—পরাধিকরণ (সূত্র ৩০—৩৬)

সূত্র ৩০—(পূর্বপক্ষ) শ্রুতিতে ব্রহ্মকে 'সেতু' ও পরিমিত বলায় তদতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্বাশঙ্কা প্রদর্শন···৮৩।

সূত্র ৩১—(সিদ্ধান্ত) সাদৃশ্য নিবন্ধন ব্রহ্মের সেতু প্রভৃতি শব্দে উল্লেখের সমর্থন···৮৬।

সূত্র ৩২—উপাসনার সুবিধার জন্য ব্রহ্মের সেতু প্রভৃতি শব্দে উল্লেখের উপপাদন···৮৭।

সূত্র ৩৩ — পুনশ্চ স্থানবিশেষের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মের পরিমাণ নির্দেশের সমর্থন···৮৮।

সূত্র ৩৪—যুক্তি দ্বারা ব্রহ্ম পরিমাণের সমর্থন···৮৮।

সূত্র ৩৫—শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মাতিরিক্ত বৃহৎ পদার্থের সত্তা নিরসন···৮৯।

সূত্র ৩৬—ব্রহ্মের সর্বব্যাপকতা সমর্থন···৯১।

অষ্টম অধিকরণ—ফলাধিকরণ (সূত্র ৩৭—৪০)

সূত্র ৩৭—সর্ববিধ ফলপ্রদানে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব কথন···৯৩।

সূত্র ৩৮—উক্তার্থে শ্রুতি প্রদর্শন···৯৪।

সূত্র ৩৯—(পূর্বপক্ষ) জৈমিনির মতে ধর্ম হইতে ফলপ্রাপ্তি কথন···৯৪।

সূত্র ৪০—বাদরায়ণাচার্যের মতানুসারে পরমেশ্বরের ফলপ্রদত্ব সমর্থন···৯৫।

তৃতীয় পাদ

প্রথম অধিকরণ—সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়াধিকরণ (সূত্র ১—৫)

সূত্র ১—বিভিন্ন বেদশাখায় বিহিত একজাতীয় ব্রহ্মোপাসনার একত্র নির্ণয়···১০০।

সূত্র ২—উপাসনার একত্বসম্বন্ধে আশঙ্কা ও তাহার সমাধান···১০৩।

সূত্র ৩—যজ্ঞাঙ্গ স্নানের দৃষ্টান্তে শিরোব্রতের অধ্যয়নাঙ্গত্ব নিরূপণ···১০৪।

সূত্র ৪—শ্রুতির সাহায্যে বিদ্যার একত্ব সমর্থন···১০৫।

সূত্র ৫—এক উপাসনায় উক্ত গুণের তৎসমানজাতীয় অন্য উপাসনার উপসংহারে প্রয়োজন কথন···১০৬।

দ্বিতীয় অধিকরণ—অন্যথাত্ব অধিকরণ (সূত্র ৬—৯)

সূত্র ৬—(পূর্বপক্ষ) ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদ্‌গীথোপাসনার পার্থক্য-আশঙ্কা···১০৭।

সূত্র ৭—(সিদ্ধান্ত) ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদ্‌গীথবিদ্যার স্বরূপগত ভেদনিবন্ধন উভয়ের পার্থক্য নিরূপণ···১১২।

সূত্র ৮—উদ্‌গীথনামের ঐক্য সত্ত্বেও বিদ্যাভেদ ব্যবস্থাপন···১১৩।

সূত্র ৯—উদ্‌গীথের প্রণবার্থত্ব নির্দ্ধারণ···১১৬।

তৃতীয় অধিকরণ—সর্বাভেদ-অধিকরণ (সূত্র ১০)

সূত্র ১০—জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণযোগে প্রাণোপাসনার একত্ব নিরূপণ···১১৭।

চতুর্থ অধিকরণ—আনন্দাদি অধিকরণ (সূত্র ১১—১৭)

সূত্র ১১—ব্রহ্মগুণ আনন্দ প্রভৃতি ধর্মের সমস্ত ব্রহ্মোপাসনায় চিন্তার উপদেশ···১২২।

সূত্র ১২—প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি ব্রহ্মগুণসমূহের সর্বত্র উপসংহারের আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন···১২৩।

সূত্র ১৩—প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণ অপেক্ষা আনন্দাদি গুণের বৈলক্ষণ্য কথন···১২৪।

সূত্র ১৪—প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন কথন···১২৬।

সূত্র ১৫—প্রিয়শিরঃ প্রভৃতির অ-ব্রহ্মগুণত্ব কথন···১২৭।

সূত্র ১৬—পরমাত্মার আনন্দগুণ কথন···১২৮।

সূত্র ১৭—আনন্দাদি গুণের পরমাত্মধর্মত্ব উপপাদন···১২৯।

পঞ্চম অধিকরণ—কার্যাখ্যান-অধিকরণ (সূত্র ১৮)

সূত্র ১৮—আহারের পূর্বে ও পরে আচমনীয় জলে প্রাণবাসত্ব চিন্তা নিরূপণ···১৩১।

ষষ্ঠ অধিকরণ—সমানাধিকরণ (সূত্র ১৯)

সূত্র ১৯—ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ—'অহঃ' ও 'অহম্' এই নামদ্বয়ের উভয়স্থলে প্রয়োগ কথন···১৩৪।

সপ্তম অধিকরণ—সম্বন্ধ-অধিকরণ (সূত্র ২০—২২)

সূত্র ২০—(পূর্বপক্ষ) অক্ষি ও আদিত্যরূপ অধিষ্ঠানের ভেদ সত্ত্বেও উপাস্য এক হওয়ায় 'অহঃ' এবং 'অহং' নামদ্বয় এক···১৩৬।

সূত্র ২১—(সিদ্ধান্ত) স্থানভেদে উক্ত নামদ্বয়ের পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ নিরূপণ···১৩৭।

সূত্র ২২—শ্রুতি দ্বারা স্বসিদ্ধান্ত সমর্থন···১৩৮।

অষ্টম অধিকরণ—সম্ভৃতি-অধিকরণ (সূত্র ২৩)

সূত্র ২৩—সম্ভৃতি ও দ্ব্যব্যাপ্তি গুণের সর্বত্র প্রয়োগ নিষেধ···১৩৯।

নবম অধিকরণ—পুরুষবিদ্যা-অধিকরণ (সূত্র ২৪)

সূত্র ২৪—সবনত্রয়ের ভেদবশতঃ 'পুরুষবিদ্যা' নামক উপাসনার ভেদ কথন···১৪১।

দশম অধিকরণ—বেধাদি অধিকরণ (সূত্র ২৫)

সূত্র ২৫—'শুক্রং প্রবিধ্য' ইত্যাদি মন্ত্রের বিদ্যাঙ্গত্ব খণ্ডন ও অধ্যয়নাঙ্গত্ব নিরূপণ ১৪৪

একাদশ অধিকরণ—হানি-অধিকরণ (সূত্র ২৬)

সূত্র ২৬—জ্ঞানীর মৃত্যু সময়ে পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ এবং পুত্রাদি কর্তৃক তাহার গ্রহণ সম্বন্ধে পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত নিরূপণ···১৪৭।

দ্বাদশ অধিকরণ—সাম্পরায়-অধিকরণ (সূত্র ২৭—৩১)

সূত্র ২৭—জ্ঞানীর পুণ্য পাপ ত্যাগের সময় নিরূপণ···১৫৩।

সূত্র ২৮—পুণ্য পাপ ত্যাগ সম্পর্কিত বাক্যের সমন্বয় নির্দেশ···১৫৬।

সূত্র ২৯—উক্ত বিষয়ে পূর্বপক্ষ···১৫৬।

সূত্র ৩০—উক্ত আপত্তির সমাধান···১৫৭।

সূত্র ৩১—কর্মানুসারে কার্যাধিকারবিশেষ প্রাপ্ত জীবগণের অধিকার পর্যন্ত অবস্থিতি কথন···১৫৯।

ত্রয়োদশ অধিকরণ—অনিয়ম-অধিকরণ (সূত্র ৩২)

সূত্র ৩২—উপাসক মাত্রেরই দেবযানপথে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি নিরূপণ···১৬১।

চতুর্দশ অধিকরণ—অক্ষর-অধিকরণ (সূত্র ৩৩, ৩৪)

সূত্র ৩৩—অক্ষর-ব্রহ্মসম্বন্ধী অস্থূলত্বাদি ধর্মের সর্বত্র ব্রহ্মোপাসনার উপসংহার কথন ১৬৪

সূত্র ৩৪—অস্থূলত্বাদি গুণোপসংহারের আবশ্যকতা প্রদর্শন···১৬৮।

পঞ্চদশ অধিকরণ—অন্তরত্বাধিকরণ (সূত্র ৩৫—৩৭)

সূত্র ৩৫—শ্রুত্যুক্ত 'সর্বান্তর' পদের পরমাত্মার্থত্ব নিরূপণ···১৬৯।

সূত্র ৩৬—উষস্ত কহোলের প্রশ্নার্থের পরস্পর বিনিময় ব্যবস্থাপন···১৭৫।

সূত্র ৩৭—ছান্দোগ্য একই পরদেবতার পূর্বাপর কীর্ত্তন নিরূপণ···১৭৮।

ষোড়শ অধিকরণ—কামাদ্যধিকরণ (সূত্র ৩৮—৪০)

সূত্র ৩৮—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়োক্ত সত্যকামত্বাদি গুণের অভেদ নিরূপণ···১৮১।

সূত্র ৩৯—'নেতি নেতি' শ্রুতিতে সত্যকামত্বাদি গুণের অপ্রতিসিদ্ধত্ব কথন···১৮৪।

সূত্র ৪০—সগুণোপাসনার মোক্ষসাধকত্ব নিরূপণ···১৮৮।

সপ্তদশ অধিকরণ—তন্নির্দ্ধারণানিয়ম-অধিকরণ (সূত্র ৪১)

সূত্র ৪১—কর্মকালে কর্মাঙ্গ উপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতা খণ্ডন···১৮৯।

অষ্টাদশ অধিকরণ—প্রদানাধিকরণ (সূত্র ৪২)

সূত্র ৪২—অপহতপাপ্মত্বাদি গুণচিন্তার সঙ্গে গুণী পরমাত্মচিন্তার আবশ্যকতা কথন···১৯২।

উনবিংশ অধিকরণ—লিঙ্গভূয়স্ত্ব-অধিকরণ (সূত্র ৪৩)

সূত্র ৪৩—তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত 'নারায়ণ' শব্দে সমস্ত পরাবিদ্যোপাস্য ব্রহ্মের গ্রহণ কথন···১৯৫।

বিংশ অধিকরণ—পূর্ববিকল্প-অধিকরণ (সূত্র ৪৪—৫০)

সূত্র ৪৪—(পূর্বপক্ষ) 'বাক্‌চিত, মনশ্চিত' প্রভৃতি শ্রুত্যুক্ত অগ্নিগুলি প্রকৃত যজ্ঞাগ্নির বৈকল্পিক কিনা এইরূপ আশঙ্কা প্রদর্শন···১৯৯।

সূত্র ৪৫—বাক্‌চিতাদি অগ্নির বৈকল্পিকত্বপক্ষ সমর্থন···২০১।

সূত্র ৪৬—(সিদ্ধান্ত) বাক্‌চিতপ্রভৃতির বিদ্যারূপত্ব স্থাপন···২০২।

সূত্র ৪৭—শ্রুতি-লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে বিদ্যাঙ্গত্ব সমর্থন···২০৪।

সূত্র ৪৮—হেত্বন্তর দ্বারা বিদ্যাঙ্গত্ব সমর্থন···২০৬।

সূত্র ৪৯—মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াময়-যজ্ঞাঙ্গত্বে অনুপপত্তি প্রদর্শন···২০৭।

সূত্র ৫০—মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াময় যজ্ঞ প্রকরণে উল্লেখের কারণ প্রদর্শন···২০৯।

একবিংশ অধিকরণ—শরীরে ভাবাধিকরণ (সূত্র ৫১, ৫২)

সূত্র ৫১—(পূর্বপক্ষ) শরীরে অবস্থিত আত্মার জীবধর্মে উপাস্যত্ব কথন···২১০।

সূত্র ৫২—(সিদ্ধান্ত) দেহে অবস্থিত আত্মার মুক্তধর্মে উপাসনা নিরূপণ···২১২।

দ্বাবিংশ অধিকরণ—অঙ্গাববদ্ধ-অধিকরণ (সূত্র ৫৩, ৫৪)

সূত্র ৫৩—যজ্ঞাঙ্গ সম্বন্ধীয় উদ্গীথাদি উপাসনার বিচার···২ ৫।

সূত্র ৫৪—মন্ত্রাদির দৃষ্টান্তে তদর্থ সমর্থন···২১৭।

ত্রয়োবিংশ অধিকরণ—ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণ (সূত্র ৫৫)

সূত্র ৫৫—দ্যুলোকাদি সমস্ত অবয়ববিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা নিরূপণ···২১৮।

চতুর্বিংশ অধিকরণ—শব্দাদিভেদ-অধিকরণ (সূত্র ৫৬)

সূত্র ৫৬—সদ্বিদ্যা ও ভূমবিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যার ভিন্নত্ব নিরূপণ···২২৩।

পঞ্চবিংশ অধিকরণ—বিকল্প-অধিকরণ (সূত্র ৫৭, ৫৮)

সূত্র ৫৭—ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন সদ্বিদ্যা প্রভৃতির বিকল্পানুষ্ঠান নিরূপণ···২২৬।

সূত্র ৫৮—কাম্য উপাসনাগুলির মধ্যে যে কোন একটির অথবা সমুদয়েরও অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন···২২৯।

ষড়্‌বিংশ অধিকরণ—যথাশ্রয়ভাব-অধিকরণ (সূত্র ৫৯—৬৪)

সূত্র ৫৯—(পূর্বপক্ষ) কর্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনায় কর্মাঙ্গের সহিত উপাসনানুষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রদর্শন···২২৯।

সূত্র ৬০—উক্ত বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন···২৩২।

সূত্র ৬১—উক্তার্থে যুক্তি প্রদর্শন···২৩২।

সূত্র ৬২—দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বপক্ষের যুক্তি দৃঢ়ীকরণ···২৩৩।

সূত্র ৬৩—(সিদ্ধান্ত) কর্মাঙ্গানুষ্ঠানের সহিত তদাশ্রিত উপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতা খণ্ডন···২৩৪।

সূত্র ৬৪—উক্তার্থে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন···২৩৬।

চতুর্থ পাদ

প্রথম অধিকরণ—পুরুষার্থ-অধিকরণ (সূত্র ১—২০)

সূঃ ১—বাদরায়ণের মতানুসারে বিদ্যা হইতে মুক্তিলাভ নিরূপণ···২৩৮।

সূঃ ২—(পূর্বপক্ষ) জৈমিনির মতে বিদ্যার মুক্তিসাধনত্ব কথায় অর্থবাদত্ব (প্রশংসা-পরত্বমাত্র) কথন···২৩৯।

সূঃ ৩—উক্তার্থে শিষ্টসম্মতি প্রদর্শন···২৪২।

সূঃ ৪—কথিত বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন ২৪৩।

সূঃ ৫—উক্তার্থে যুক্তি প্রদর্শন ২৪৪।

সূঃ ৬—শ্রৌত বিধি দ্বারা স্বমত সমর্থন ২৪৪।

সূঃ ৭—প্রকারান্তরে বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব সমর্থন ২৪৫।

সূঃ ৮—(সিদ্ধান্ত) বাদরায়ণের মতানুসারে সিদ্ধান্ত নিরূপণ ২৪৬।

সূঃ ৯—বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব পক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রদর্শন ২৪৯।

সূঃ ১০—বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব খণ্ডন ২৫০।

সূঃ ১১—মৃত ব্যক্তির সহিত বিদ্যা ও কর্মের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গমন কথন ২৫১।

সূঃ ১২—বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব বিষয়ে জৈমিনি প্রদর্শিত যুক্তির খণ্ডন ২৫২।

সূঃ ১৩—জৈমিনি প্রদর্শিত নিয়ম শ্রুতির অর্থান্তর কথন ২৫৩।

সূঃ ১৪—প্রকারান্তরে নিয়ম শ্রুতির উপপাদন ২৫৫।

সূঃ ১৫—বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তির গার্হস্থ্যত্যাগে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন ২৫৫।

সূঃ ১৬—বিদ্যার কর্মোপমর্দকত্ব প্রদর্শন ২৫৬।

সূঃ ১৭—কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীর বিদ্যানুশীলন প্রদর্শন ২৫৭।

সূঃ ১৮—আচার্য জৈমিনির মতে সন্ন্যাসাশ্রমের অবৈধতা কথন ২৫৮।

সূঃ ১৯—বাদরায়ণের মতানুসারে সন্ন্যাসাশ্রমের সদ্ভাব প্রদর্শন ২৫৯।

সূঃ ২০—সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতা প্রতিপাদন ২৬২।

দ্বিতীয় অধিকরণ—স্তুতিমাত্রাধিকরণ (সূত্র ২১—২২)

সূত্র ২১—(পূর্বপক্ষ) যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথাদি বিষয়ে উপদিষ্ট রসতমত্বাদি দৃষ্টির প্রশংসামানে তাৎপর্য কথন···২৬৪; (সিদ্ধান্ত) যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথাদি বিষয়ে রসতমত্বাদি দৃষ্টির বিধেয়ত্ব নিরূপণ···২৬৬।

সূত্র ২২—রসতমত্বাদি দৃষ্টির বিধেয়ত্ব সমর্থন···২৬৭।

তৃতীয় অধিকরণ—পারিপ্লবাধিকরণ (সূত্র ২৩—২৪)

সূত্র ২৩—(পূর্বপক্ষ) উপনিষদুক্ত সমস্ত আখ্যায়িকারই পারিপ্লব-প্রয়োগাঙ্গত্ব কথন···২৬৭; (সিদ্ধান্ত) উপনিষদুক্ত আখ্যায়িকাসমূহের বিদ্যা-মাহাত্ম্য প্রকাশনের তাৎপর্য প্রতিপাদন···২৬৮।

সূত্র ২৪—একবাক্যতা দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন···২৬৯।

চতুর্থ অধিকরণ—অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণ (সূত্র ২৫)

সূত্র ২৫—উর্দ্ধরেতাদিগের যজ্ঞাঙ্গ বিদ্যায় অধিকার প্রতিপাদন···২৬৯।

পঞ্চম অধিকরণ—সর্বাপেক্ষাধিকরণ (সূত্র ২৬)

সূত্র ২৬—কর্মনিরত গৃহস্থগণের বিদ্যায় অগ্নিহোত্রাদি কর্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রতিপাদন···২৭১।

ষষ্ঠ অধিকরণ—শমাদ্যধিকরণ (সূত্র ২৭)

সূত্র ২৭—গৃহস্থগণেরও শমদমাদি সংযমের আবশ্যকতা প্রতিপাদন···২৭৪।

সপ্তম অধিকরণ—সর্বান্নানুমত্যধিকরণ (সূত্র ২৮—৩১)

সূত্র ২৮—প্রাণাত্মদর্শীর অনশনে প্রাণ যাইবার উপক্রম হইলে, সর্বান্নভক্ষণে শাস্ত্রানুমতি প্রদর্শন···২৭৬।

সূত্র ২৯—বিশুদ্ধ আহারে চিত্তশুদ্ধি কথন···২৭৯।

সূত্র ৩০—উক্তার্থে স্মৃতি-প্রমাণ প্রদর্শন···২৭৯।

সূত্র ৩১—যথেচ্ছ আহার নিষেধে প্রমাণ প্রদর্শন···২৮০।

অষ্টম অধিকরণ—বিহিতত্বাধিকরণ (সূত্র ৩২—৩৫)

সূত্র ৩২—মুক্তি বিষয়ে অভিলাষশূন্য গৃহস্থের পক্ষে আশ্রমোচিত কর্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা কথন···২৮১।

সূত্র ৩৩—বিদ্যালাভের সহকারি কারণরূপেও কর্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা কথন···২৮৩।

সূত্র ৩৪—যজ্ঞাঙ্গ ও আশ্রমাঙ্গ উভয়বিধ কর্মেরই একরূপত্ব কথন···২৮৩।

সূত্র ৩৫—আশ্রমোচিত কর্মের সহিত বিদ্যার অবিরোধ খ্যাপন···২৮৪।

নবম অধিকরণ—বিধুরাধিকরণ (সূত্র ৩৬—৩৯)

সূত্র ৩৬—অনাশ্রমী লোকদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার নিরূপণ···২৮৫।

সূত্র ৩৭—উক্ত বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শন···২৮৬।

সূত্র ৩৮—প্রকারান্তরে স্বসিদ্ধান্তের সমর্থন···২৮৭।

সূত্র ৩৯—অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমিত্বের প্রতিপাদন···২৮৭।

দশম অধিকরণ—তদ্ভূত-অধিকরণ (সূত্র ৪০—৪৩)

সূত্র ৪০—ব্রহ্মচর্যাদি নৈষ্ঠিক ধর্মাবলম্বীর তত্তৎ আশ্রমের অপরিত্যাজ্যতা প্রতিপাদন ২৮৮

সূত্র ৪১—নৈষ্ঠিক ধর্মচ্যুতদিগের পাতিত্য ও প্রায়শ্চিত্তাভাব কথন···২৯১।

সূত্র ৪২—মতবিশেষে নৈষ্ঠিক ধর্ম ত্যাগের উপপাতকত্ব এবং তাহাতে প্রায়শ্চিত্তের সদ্ভাব কথন···২৯২।

সূত্র ৪৩—উভয় মতেই নৈষ্ঠিক ধর্মত্যাগিদিগের ব্রহ্মবিদ্যার অনধিকার খ্যাপন···২৯৩।

একাদশ অধিকরণ—স্বাম্য-অধিকরণ (সূত্র ৪৪, ৪৫)

সূত্র ৪৪—(পূর্বপক্ষ) আত্রেয়ের মতে কর্মাঙ্গ-উপাসনায় যজমানের কর্তৃত্ব কথন···২৯৪।

সূত্র ৪৫—(সিদ্ধান্ত) ঔড়ুলোমির মতানুসারে ঋত্বিকের কর্তৃত্ব নিরূপণ···২৯৫।

দ্বাদশ অধিকরণ—সহকার্যান্তরবিধি-অধিকরণ (সূত্র ৪৬—৪৮)

সূত্র ৪৬—ব্রহ্মবিদ্যায় 'মৌনের' সহকারী-সাধনত্ব নিরূপণ···২৯৭।

সূত্র ৪৭—শ্রুতিতে কেবলই গৃহস্থের উল্লেখে কারণ প্রদর্শন···৩০২।

সূত্র ৪৮—শ্রুতিতে 'মৌনের' ন্যায় অপরাপর আশ্রমিধর্মেরও উপদেশ প্রদর্শন···৩০৩।

ত্রয়োদশ অধিকরণ—অনাবিষ্কার-অধিকরণ (সূত্র ৪৯)

সূত্র ৪৯—শ্রুত্যুক্ত 'বাল্য' শব্দের অর্থ নিরূপণ···৩০৪।

চতুর্দশ অধিকরণ—ঐহিকাধিকরণ (সূত্র ৫০)

সূত্র ৫০—প্রতিবন্ধকের অভাবে ইহলোকেই বিদ্যাফল স্বর্গাদি প্রাপ্তির সম্ভাবনা কথন ৩০৬

পঞ্চদশ অধিকরণ—মুক্তিফল-অধিকরণ (সূত্র ৫১)

সূত্র ৫১—প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহলোকেই বিদ্যাফল মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কথন ৩০৮

তৃতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় — প্রথম পাদ

(ব্রহ্মবিদ্যার ফল সম্বন্ধে বিচার)

প্রথম অধিকরণ—আবৃত্তি-অধিকরণ (সূত্র ১, ২)

সূত্র ১—(পূর্বপক্ষ) ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত উপাসনার একবার অনুষ্ঠানেই ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রদর্শন···৩১০ ; (সিদ্ধান্ত) ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত বারংবার সাধনানুষ্ঠানের আবশ্যকতা সমর্থন···৩১২ ।

সূত্র ২—অনুকূল প্রমাণে সিদ্ধান্ত সমর্থন···৩১৪ ।

দ্বিতীয় অধিকরণ—আত্মত্বোপাসনা-অধিকরণ (সূত্র ৩)

সূত্র ৩—(পূর্বপক্ষ) আত্মস্বরূপে ব্রহ্মের উপাসনা নিষেধ···৩১৪ ; (সিদ্ধান্ত) আত্মভাবেই ব্রহ্মোপাসনার কর্ত্তব্যতা, বিধান এবং বৈপরীত্যের নিষেধ···৩১৬।

তৃতীয় অধিকরণ—প্রতীক-অধিকরণ (সূত্র ৪, ৫)

সূত্র ৪—(পূর্বপক্ষ) প্রতীক মনঃ প্রভৃতিকেও আত্মারূপে উপাসনা করিবে···৩১৯ ; (সিদ্ধান্ত) মনঃ প্রভৃতি প্রতীকবস্তুকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিবে না···৩২০ ।

সূত্র ৫—মনঃ প্রভৃতি প্রতীকবস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টির কর্ত্তব্যতা সমর্থন···৩২১ ।

চতুর্থ অধিকরণ—আদিত্যাদিমত্য-অধিকরণ—(সূত্র ৬)

সূত্র ৬—(পূর্বপক্ষ) কর্মাঙ্গ উদ্গীথানি উপাসনাস্থলে আদিত্য প্রভৃতিতেই উদ্গীথাদি দৃষ্টি কর্ত্তব্য···৩২১ ; (সিদ্ধান্ত) কর্মাঙ্গ উদ্গীথ প্রভৃতিতেই আদিত্যাদি দৃষ্টির কর্ত্তব্যতা সমর্থন···৩২২ ।

পঞ্চম অধিকরণ—আসীন-অধিকরণ (সূত্র ৭—১১)

সূত্র ৭—আসনবিশেষে উপবেশনপূর্বক উপাসনার কর্ত্তব্যতা নিরূপণ···৩২৩ ।

সূত্র ৮—ধ্যানাত্মক উপাসনায় আসনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন···৩২৪ ।

সূত্র ৯—স্থিরতাসাপেক্ষ উপাসনায় আসনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন···৩২৪ ।

সূত্র ১০—আসনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন···৩২৫ ।

সূত্র ১১—উপাসনায় একাগ্রতার অনুকূল দেশকালের প্রয়োজনীয়তা···৩২৬ ।

ষষ্ঠ অধিকরণ—আপ্রয়াণ-অধিকরণ (সূত্র ১২)

সূত্র ১২—মৃত্যুকাল পর্যন্ত উপাসনার প্রয়োজনীয়তা সমর্থন···৩২৬ ।

সপ্তম অধিকরণ—তদধিগম-অধিকরণ (সূত্র ১৩)

সূত্র ১৩—(পূর্বপক্ষ) ব্রহ্মবিদ্যালাভে পূর্বতন ও পরভবিক পাপের নাশ হয় না···৩২৮ ।

(সিদ্ধান্ত)—ব্রহ্মবিদ্যালাভে পূর্বতন পাপের বিনাশ ও পরভবিক পাপপুণ্যের অসংস্পর্শ হওয়া প্রতিপাদন···৩৩০ ।

অষ্টম অধিকরণ—ইতরাধিকরণ (সূত্র ১৪)

সূত্র ১৪—ব্রহ্মবিদ্যা উদয়ে পূর্ব ও পরভবিক পুণ্যেরও বিনাশ ও অসংস্পর্শ প্রতিপাদন···৩৩২ ।

নবম অধিকরণ—অনারব্ধ কার্য-অধিকরণ (সূত্র ১৫)

সূত্র ১৫—(পূর্বপক্ষ) ব্রহ্মবিদ্যালাভে প্রারব্ধ কর্মেরও বিনাশ প্রতিপাদন···৩৩৪।

(সিদ্ধান্ত)—ব্রহ্মবিদ্যালাভে প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত কর্মের ক্ষয় প্রতিপাদন···৩৩৫।

দশম অধিকরণ—অগ্নিহোত্রাদি-অধিকরণ (সূত্র ১৬—১৮)

সূত্র ১৬—(পূর্বপক্ষ) অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্মের অনুষ্ঠেয়ত্ব কথন···৩৩৬।

(সিদ্ধান্ত)—অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা স্থাপন···৩৩৭।

সূত্র ১৭—"তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের সামঞ্জস্য স্থাপন···৩৩৮।

সূত্র ১৮—বিদ্যাসহকারে কৃত কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন···৩৩৯।

একাদশ অধিকরণ—ইতরক্ষপণ-অধিকরণ (সূত্র ১৯)

সূত্র ১৯—ভোগ দ্বারা প্রারব্ধফলক পুণ্য ও পাপের ক্ষয় উপপাদন···৩৩৯।

দ্বিতীয় পাদ

(জ্ঞানীর দেহত্যাগের প্রণালী কথন)

প্রথম অধিকরণ—বাগধিকরণ (সূত্র ১,২)

সূত্র ১—(পূর্বপক্ষ) বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয় কথন···৩৪২; (সিদ্ধান্ত) দেহত্যাগ-কালে বাগিন্দ্রিয়ই মনেতে মিলিত হয়, তাহার বৃত্তি নহে, ইহা প্রতিপাদন···৩৪৩।

সূত্র ২—ইন্দ্রিয়ের অণুত্ব কথন···৩৪৪।

দ্বিতীয় অধিকরণ—মনো-অধিকরণ (সূত্র ৩)

সূত্র ৩—দেহত্যাগ সময়ে সর্বেন্দ্রিয় সহকারে মনের প্রাণের সম্মিলন কথন···৩৪৪।

তৃতীয় অধিকরণ—অধ্যক্ষাধিকরণ (সূত্র ৪)

সূত্র ৪—দেহাধ্যক্ষ জীবে যাইয়া প্রাণের সম্বন্ধ নিরূপণ···৩৪৬।

চতুর্থ অধিকরণ—ভূতাধিকরণ (সূত্র ৫,৬)

সূত্র ৫—জীব সমন্বিত প্রাণের ভূত-সম্বন্ধ কথন···৩৪৮।

সূত্র ৬—ভূতে প্রাণ সংযোগ সমর্থন···৩৪৯।

পঞ্চম অধিকরণ—আসৃত্যুপক্রম-অধিকরণ (সূত্র ৭—১৩)

সূত্র ৭—(পূর্বপক্ষ) বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ভেদে উৎক্রমণের পার্থক্য সম্ভাবনা···৩৫০; (সিদ্ধান্ত) বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের উৎক্রমণে একরূপত্ব কথন···৩৫১।

সূত্র ৮—ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সংসারগতি কথন···৩৫৩।

সূত্র—৯ দেহত্যাগের পরেও জীবের সূক্ষ্মশরীর সম্বন্ধ কথন···৩৫৪।

সূত্র ১০—তৎকালে বন্ধসম্ভাব সমর্থন···৩৫৫।

সূত্র ১১—সূক্ষ্মশরীরের সম্ভাবনিবন্ধনই উৎক্রমণকালে দৈহিক উষ্ণতার উপলব্ধি কথন···৩৫৫।

সূত্র ১২—শাখান্তর প্রামাণ্যানুসারে উক্ত অর্থের সমর্থন···৩৫৬।

সূত্র ১৩—এ বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শন···৩৬১।

ষষ্ঠ অধিকরণ—পরসম্পত্তি-অধিকরণ (সূত্র ১৪)

সূত্র ১৪—জীব সমন্বিত ভূতবর্গের পরমাত্মাতে লয় কথন···৩৬১।

সপ্তম অধিকরণ—অবিভাগাধিকরণ (সূত্র ১৫)

সূত্র ১৫—জীবসমন্বিত ভূতগণের পরমাত্মাতে অবিভাগাবস্থান নিরূপণ···৩৬৩।

অষ্টম অধিকরণ—তদোকো-অধিকরণ (সূত্র ১৬)

সূত্র ১৬—মৃত্যু সময়ে বিদ্বানের হৃদয়াগ্রভাগের প্রজ্বলন কথন···৩৬৪।

নবম অধিকরণ—রশ্ম্যনুসার-অধিকরণ (সূত্র ১৭)

সূত্র ১৭—সূর্যরশ্মি অবলম্বনে বিদ্বানের ঊর্দ্ধগতি নিরূপণ···৩৬৭।

দশম অধিকরণ—নিশাধিকরণ (সূত্র ১৮)

সূত্র ১৮—বিদ্বানের রাত্রি মৃত্যুতেও রশ্মি সম্বন্ধ সমর্থন···৩৬৯।

একাদশ অধিকরণ—দক্ষিণায়ন-অধিকরণ (সূত্র ১৯,২০)

সূত্র ১৯—দক্ষিণায়ণে মৃত বিদ্বানেরও ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথন···৩৭১।

সূত্র ২০—দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ পথ দুইটীর নিত্য স্মরণীয়তা সমর্থন···৩৭৪।

তৃতীয় পাদ

প্রথম অধিকরণ—অর্চিরাদি-অধিকরণ (সূত্র ১)

সূত্র ১—মৃত্যুর পর বিদ্বানের অর্চিরাদি পথে গমন নিরূপণ···৩৭৬।

দ্বিতীয় অধিকরণ—বায়ু-অধিকরণ (সূত্র ২)

সূত্র ২—'সংবৎসর' গমনের পর এবং আদিত্য প্রাপ্তির পূর্বে বায়ুপ্রাপ্তি কথন···৩৭৯।

তৃতীয় অধিকরণ—বরুণাধিকরণ (সূত্র ৩)

সূত্র ৩—বিদ্যুৎপ্রাপ্তির পরে বরুণপ্রাপ্তি সমর্থন ···৩৮৩।

চতুর্থ অধিকরণ—আতিবাহিক-অধিকরণ (সূত্র ৪,৫)

সূত্র ৪—শ্রুত্যুক্ত অর্চি প্রভৃতি শব্দের আতিবাহিকত্ব অর্থ নিরূপণ···৩৮৬।

সূত্র ৫—বিদ্যুৎলোকে গমনের পর বৈদ্যুৎপুরুষের সাহায্যে বিদ্বানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথন···৩৮৮।

পঞ্চম অধিকরণ—কার্যাধিকরণ (সূত্র ৬--১৫)

সূত্র ৬—বাদরি আচার্যের মতে ব্রহ্মোপাসকদিগের হিরণ্যগর্ভলোকে গমন কথন···৩৮৯

সূত্র ৭—হেতু দ্বারা পূর্বোক্ত কথার সমর্থন···৩৯১।

সূত্র ৮—হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্ম শব্দের গৌণার্থতা কথন···৩৯৩।

সূত্র ৯—কর্ত্তব্য অবসানে হিরণ্যগর্ভের সহিত ব্রহ্মলোকবাসিগণের বিমুক্তি প্রদর্শন···৩৯৩

সূত্র ১০—স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যে কথিত বিষয়ের সমর্থন···৩৯৪।

সূত্র ১১—জৈমিনীর মতে ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থতা কথন···৩৯৪।

সূত্র ১২—উক্তার্থের অনুকূলে প্রমাণ প্রদর্শন···৩৯৬।

সূত্র ১৩—উক্ত বিষয়ে অপর হেতু প্রদর্শন···৩৯৭।

সূত্র ১৪—বাদরায়ণের মতে প্রতীকোপাসক ভিন্ন উপাসকদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিরূপণ ৩৯৮।

সূত্র ১৫—এ পক্ষে বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন···৪০১।

চতুর্থ পাদ

প্রথম অধিকরণ—সম্পদ্যাবির্ভাব-অধিকরণ (সূত্র ১—৩)

সূত্র ১—পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির পর জীবের স্বরূপাবির্ভাব কথন···৪০২।

সূত্র ২—'স্বেন'-শব্দে মুক্ত আত্মার স্বরূপ কথন···৪০৬।

সূত্র ৩—প্রকরণানুসারে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ নিষ্পাপত্ব সমর্থন···৪০৭।

দ্বিতীয় অধিকরণ—অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণ (সূত্র ৪)

সূত্র ৪—মুক্ত পুরুষের অভিন্নরূপে ব্রহ্মানুভূতি সমর্থন···৪০৯।

তৃতীয় অধিকরণ—ব্রাহ্মাধিকরণ (সূত্র ৫—৬)

সূত্র ৫—জৈমিনির মতে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপে মুক্তের আবির্ভাব কথন···৪১৩।

সূত্র ৬—ঔড়ুলোমির মতে চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মরূপে মুক্তের স্বরূপাবির্ভাব কথন···৪১৪।

সূত্র ৭—বাদরায়ণের মতে উক্ত উভয়রূপেই মুক্তের স্বরূপাবির্ভাব নিরূপণ···৪১৫।

চতুর্থ অধিকরণ—সঙ্কল্প-অধিকরণ (সূত্র ৮, ৯)

সূত্র ৮—মুক্ত পুরুষের স্বেচ্ছানুসারে জ্ঞাতি প্রভৃতি প্রিয় সমাগম নিরূপণ···৪১৮।

সূত্র ৯—মুক্ত পুরুষের অন্যাধীনতা নিরসন···৪১৯।

পঞ্চম অধিকরণ—অভাব-অধিকরণ (সূত্র ১০—১৬)

সূত্র ১০—বাদরির মতে মুক্ত পুরুষের শরীরেন্দ্রিয়াদির অভাব প্রতিপাদন···৪২০।

সূত্র ১১—জৈমিনির মতে মুক্ত পুরুষেরও শরীরেন্দ্রিয়াদির সদ্ভাব কথন···৪২১।

সূত্র ১২—বাদরায়ণের মতে উভয়বিধ ভাব সমর্থন···৪২২।

সূত্র ১৩—মুক্তির সময়ে দেহাভাব সত্ত্বেও স্বীয় সংকল্প দ্বারা ভগবানের লীলারস আস্বাদন কথন···৪২৩।

সূত্র ১৪—মুক্ত পুরুষের দেহাদি সদ্ভাবে জাগ্রৎকালের ন্যায় অনুভব নিরূপণ···৪২৪।

সূত্র ১৫—মুক্তাবস্থায় অণুস্বরূপ আত্মারও অন্যত্র ভোগ সদ্ভাবনা সমর্থন···৪২৫।

সূত্র ১৬—নিত্যের সর্বজ্ঞতা সমর্থন···৪২৭।

ষষ্ঠ অধিকরণ—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জ-অধিকরণ (সূত্র ১৭—২২)

সূত্র ১৭—মুক্ত পুরুষের জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি ঈশ্বরীয়কার্য ভিন্ন কার্যে অধিকার নিরূপণ···৪২৮।

সূত্র ১৮—মুক্তের অধিকার সম্বন্ধে বিরোধের আশঙ্কা খণ্ডন···৪৩২।

সূত্র ১৯—মুক্ত পুরুষের নির্বিকার ব্রহ্মভোগ কথন···৪৩৩।

সূত্র ২০—কথিত ব্রহ্মানুভব বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শন···৪৩৫।

সূত্র ২১—উক্তার্থে যুক্তি প্রদর্শন···৪৩৭।

সূত্র ২২—মুক্ত পুরুষের সংসারে অপুনরাবৃত্তি সমর্থন···৪৩৮।

চতুর্থ অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—৪৪১

শ্রীরামানুজ-দর্শনের রূপরেখা—৪৪২

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

১—তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণম্* (সূত্র ১—৭)

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ॥৩।১।১

অন্বয়ার্থ ঃ—তদন্তর-প্রতিপত্তৌ—দেহান্তর প্রাপ্তির সময় ; সংপরিষক্তঃ—(জীব) সম্যক্ আলিঙ্গিত হইয়া ; রংহতি—গমন করে ; প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্—প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতে (ইহা জানা যায়)।

সরলার্থ—এখন জীবের উৎক্রমণ প্রণালী নিরূপিত হইতেছে—জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে প্রবেশের সময় দেহ-উপাদান সূক্ষ্মভূতে বেষ্টিত হইয়া গমন করে ; ইহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণের প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে অবধারিত হইতেছে।

মূল শ্রীভাষ্য

অতিক্রান্তাধ্যায়দ্বয়েন নিখিলজগদেককারণং নিরস্তনিখিলদোষ-গন্ধমপরিমিতোদারগুণসাগরং সকলেতরবিলক্ষণং পরং ব্রহ্ম মুমুক্ষু-

---

ভাষ্যানুবাদ

ইতিপূর্বে দুইটি অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, নিখিল জগতের যিনি একমাত্র 'কারণ', যিনি সর্বপ্রকার দোষগন্ধহীন, অপরিমিত উদার গুণের সাগর এবং অন্যান্য সর্ববস্তু হইতে বিলক্ষণ, সেই পরব্রহ্মকেই মুমুক্ষুগণের উপাস্য বলিয়া

*** অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—জীবের দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ ও দেহান্তরের উদ্দেশ্যে গমন, (২) সংশয় —দেহ হইতে নিষ্ক্রমণকালে জীব তাহার ভাবী দেহের উপাদান সূক্ষ্ম ভূতসমূহ লইয়াই যায় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—ভূতসূক্ষ্ম যখন সর্বত্রই সুলভ, তখন তাহাদের আর সঙ্গে লইবার আবশ্যক হয় না, জীব তাহা না লইয়াই লোকান্তরে গমন করে ; (৪) সিদ্ধান্ত —না, পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশ্ন ও প্রতিবচন অনুসারে জানা যায় যে, জীব ভূতসূক্ষ্ম সহিতই লোকান্তরে গমন করে। (৫) নির্ণয়—অতএব, জীবের দেহান্তের আরম্ভেও তাহার উপাদান হইতেছে পূর্বতন ভূতসূক্ষ্মই ; নূতন ভূতসূক্ষ্ম নহে।

ভিরুপাস্যতয়া বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তীত্যয়মর্থঃ স্মৃতি-ন্যায়বিরোধ-পরিহার-পরপক্ষ-প্রতিক্ষেপ-বেদান্তবাক্যপরস্পর-বিরোধপরিহাররূপ-কার্যস্বরূপসংশোধনৈস্তদ্দুর্দ্ধর্ষণত্বহেতুভিঃ সহ স্থাপিতঃ; অতোঽধ্যায়-দ্বয়েন ব্রহ্মস্বরূপং* প্রতিপাদিতম্। উত্তরেণেদানীং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ৈঃ সহ প্রাপ্তিপ্রকারশ্চিন্তয়িতুমিষ্যতে।

তত্র তৃতীয়াধ্যায়ে উপায়ভূতোপাসনবিষয়া চিন্তা বর্ত্ততে। উপাসনারম্ভাভ্যর্হিতোপায়শ্চ প্রাপ্যবস্তুব্যতিরিক্তবৈতৃষ্ণ্যম্, প্রাপ্যতৃষ্ণা চেতি; তৎসিদ্ধ্যর্থং জীবস্য লোকান্তরেষু সঞ্চরতো জাগ্রতঃ স্বপতঃ সুষুপ্তস্য মূর্চ্ছতশ্চ দোষাঃ, পরস্য চ ব্রহ্মণস্তদ্রহিততা, কল্যাণগুণা-করত্বং চ প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ পাদয়োঃ প্রতিপাদ্যন্তে।

তত্র দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্নয়ং জীবো দেহান্তরারম্ভহেতুভির্ভূত-সূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষক্ত এব গচ্ছতি, উত ন, ইতি চিন্তায়াম্- যত্র যত্র জীবো যাতি, তত্র তত্র ভূতসূক্ষ্মাণাং সুলভত্বাদসম্পরিষক্তো যাতি ইতি প্রাপ্তম্। পশ্চাদপি পূর্বপক্ষবীজান্যুপন্যস্য নিরসিষ্যতি। তত্র সিদ্ধান্তমাহ—

সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদন করিতেছে। যাহাতে এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত না হইতে পারে, সেই জন্যই স্মৃতি ও যুক্তির বিরোধ খণ্ডনপূর্বক পরপক্ষ নিরসনের এবং বেদান্তবাক্যসমূহের পরস্পরগত বিরোধের পরিহাররূপ কার্যের দ্বারা সংশোধনপূর্বকই এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন এই অধ্যায়ে ও পরবর্ত্তী অংশে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও প্রণালী চিন্তা করিবার ইচ্ছা হইতেছে।

তন্মধ্যে, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মলাভের উপায়রূপী উপাসনার চিন্তার নির্দেশ আছে। উপাসনা আরম্ভের শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে—প্রাপ্য বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে বৈরাগ্য এবং প্রাপ্য বিষয়ে তৃষ্ণা বা অনুরাগ। তদুত্তর-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে লোকান্তর-গমনশীল জীবেরই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা অবস্থাতে সমস্ত দোষ-সম্বন্ধ, পক্ষান্তরে পরব্রহ্মের সমস্ত দোষ-রাহিত্য এবং কল্যাণগুণাকরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পূর্বপক্ষ— তন্মধ্যে এই জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে গমন সময়ে, দেহান্তর-আরম্ভের হেতুভূত সূক্ষ্মভূতসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে কিনা, এ বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, জীব যেখানে যেখানে গমন করে, সেই সেই স্থানেই যখন ভূতসূক্ষ্ম সুলভ, তখন এই জীব ভূতসূক্ষ্মে বেষ্টিত না হইয়াই গমন করে—এইরূপই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

---

*—ব্রহ্মণঃ স্বরূপং—পাঠভেদঃ।

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ — ইতি। "সংজ্ঞা-মূর্ত্তিক্লৃপ্তিঃ" (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।১৭) ইতি মূর্ত্তিশব্দেন দেহঃ প্রস্তুতঃ; স তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যতে। তদন্তর-প্রতিপত্তৌ দেহান্তরগমনে ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো জীবো রংহতি গচ্ছতীত্যর্থঃ। কুতঃ? প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ — প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাম্। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামেবং প্রশ্নপ্রতিবচনে আম্নায়েতে—শ্বেতকেতুং কিল আরুণেয়ং পাঞ্চালঃ প্রবাহণঃ কর্মিণাং গন্তব্যদেশম্, পুনরাবৃত্তিপ্রকারম্, দেবযানপিতৃযাণপথব্যাবর্ত্তনে, অমুষ্য লোকস্যাপ্রাপ্তারং চ বেত্থেতি পৃষ্ট্বা ইদমপি পপ্রচ্ছ — "বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি?" (ছান্দো ৫।৩।৩) ইতি। তত ইমং পশ্চিমং প্রশ্নং প্রতিব্রুবংশ্চ দ্যুলোকমগ্নিত্বেন রূপয়িত্বা "তস্মিন্নেতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি" (ছান্দো ৫।৪।২) ইত্যাদিনা দেবাখ্যা জীবস্য প্রাণাঃ

ইতঃপর, পূর্বপক্ষের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ডন করা হইতেছে—

উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—(বর্ত্তমান সূত্র)

সিদ্ধান্ত—

"তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ" ইত্যাদি। (এই সূত্রের অর্থ—) 'সংজ্ঞা-মূর্ত্তিক্লৃপ্তি' (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১৭), এই সূত্রে 'মূর্ত্তি' শব্দে 'দেহ' বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে সূত্রে 'তৎ' শব্দে এই দেহকেই বুঝাইতেছে। আলোচ্যমান সূত্রের অর্থ এই যে, তদন্তর প্রতিপত্তিতে অর্থাৎ দেহান্তর গমন সময়ে জীব সূক্ষ্মভূতসমূহে পরিষ্বক্ত বা পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে। যদি প্রশ্ন হয়—এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ কি, তদুত্তরে বলি—এ বিষয়ে প্রশ্ন ও প্রতিবচন তাহার কারণ। 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' প্রকরণে, এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচনে পঠিত আছে যে, পাঞ্চালপতি প্রবাহণ রাজা অরুণতনয় শ্বেতকেতুকে—কর্মীদের গন্তব্যস্থান, (সে স্থান হইতে) প্রত্যাগমনের প্রণালী, দেবযান ও পিতৃযাণ নামক পথদ্বয়ের বিচ্ছেদ স্থান, এবং কাহারা চন্দ্রলোকে গমন করে না, এ সমস্ত বিষয় তুমি জান কি—এইরূপ প্রশ্নের পরে ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'তুমি জান কি পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জলসমূহ কিরূপ পুরুষপদবাচ্য হইয়া থাকে? তাহার পর এই শেষ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে যাইয়া দ্যুলোককে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া, 'সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দিয়া থাকেন, এই আহুতি হইতে সোমরাজ সমুৎপন্ন হন', ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন

অগ্নিত্বেন রূপিতে দ্যুলোকে শ্রদ্ধাখ্যং বস্তু প্রক্ষিপন্তি; সা চ শ্রদ্ধা সোমরাজাখ্যামৃতময়দেহরূপেণ পরিণমতে; তং চামৃতময়ং দেহং ত এব প্রাণাঃ পর্জন্যেঽগ্নিত্বেন রূপিতে প্রক্ষিপন্তি; স চ দেহস্তত্র প্রক্ষিপ্তো বর্ষং ভবতি; তচ্চ বর্ষং ত এব প্রাণাঃ পৃথিব্যামগ্নিত্ব-রূপিতায়াং প্রক্ষিপন্তি; তচ্চ তত্র প্রক্ষিপ্তমন্নং ভবতি; তচ্চান্নং ত এব পুরুষেঽগ্নিত্বরূপিতে প্রক্ষিপন্তি; তচ্চ তত্র রেতো ভবতি; তচ্চ ত এব যোষায়ামগ্নিত্বরূপিতায়াং প্রক্ষিপন্তি; তচ্চ তত্র প্রাক্ষিপ্তং গর্ভো ভবতি, ইত্যুক্ত্বা আহ — "ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" (ছান্দো ৫।৯।১) ইতি। এবং পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়ামাপঃ পুরুষশব্দাভিলপ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। এবমুক্তে পূর্বাস্বপ্যাহুতিষু অনুবর্ত্ত-মানানামেবাপাং সূক্ষ্মরূপাণামিদানীং পুরুষাকারত্বং ভবতীত্যুক্তং ভবতি। অত এবং প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যাং দেহহেতুভূতৈর্ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ তত্র তত্র যাতীতি গম্যতে ॥৩।১।১

যে, জীবের দেবতাসংজ্ঞক প্রাণসমূহ অগ্নিরূপে পরিকল্পিত দ্যুলোকে শ্রদ্ধা নামক বস্তু অর্পণ করেন; সেই শ্রদ্ধাই সোমরাজ নামক অমৃতময় দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে এবং সেই প্রাণসমূহই আবার সেই অমৃতময় দেহটিকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পর্জন্যে (মেঘে) নিক্ষেপ করে; মেঘে নিক্ষিপ্ত সেই দেহই বর্ষারূপে (বর্ষার বারিধারারূপে) পরিণত হয়; পূর্বোক্ত প্রাণসমূহই আবার সেই বর্ষণকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পৃথিবীতে প্রক্ষেপ করে; পৃথিবীতে প্রক্ষিপ্ত সেই জলই আবার অন্নের (শস্যের) আকার ধারণ করে; সেই অন্নকেই আবার প্রাণসমূহই অগ্নিরূপে কল্পিত পুরুষে (জীবদেহে) নিক্ষেপ করে; সেই পুরুষ-দেহে তাহাই শুক্ররূপে পরিণত হয়; সেই শুক্রকেই সেই প্রাণসমূহই আবার অগ্নিরূপে পরিকল্পিত স্ত্রীদেহে নিষিক্ত করে; সেখানে তাহা গর্ভাকার ধারণ করে। এই কথার পরে বলিয়াছেন—'এইরূপে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত (অর্পিত) জলসমূহই পুরুষ-পদবাচ্য হয়'। এইরূপে পঞ্চমী আহুতিতে অর্পিত (আহুত) জলসমূহই পুরুষ-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ দেবমনুষ্যাদিরূপে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, প্রথম আহুতিতে নিয়ত-সম্বদ্ধ সূক্ষ্ম জলসমূহই পরিশেষে পুরুষাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব, উক্ত প্রকার প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে প্রতীতি হইতেছে যে, দেহের উপাদানস্বরূপ ভূতসূক্ষ্মের সহযোগেই জীব উপরি-উক্ত স্থানসমূহে গমন করিয়া থাকে ॥৩।১।১

ননু "আপঃ পুরুষবচসঃ" (ছান্দো ৫।৯।১) ইত্যুক্তে অপাং পুরুষাকারপরিণাম-প্রতীতেঃ গচ্ছতা জীবেন তাসামেব পরিষঙ্গঃ প্রতীয়তে ; অতঃ কথং সর্বেষাং ভূতসূক্ষ্মাণাং পরিষঙ্গ ইতি ; তত্রাহ—

যদি শঙ্কা হয়—'অপ্ সমূহ পুরুষ-পদবাচ্য হয়', এই কথা বলিলে জলেরই পুরুষাকারে পরিণতি প্রতীতি হয় ; সুতরাং পরলোকগামী জীবের সঙ্গে একমাত্র জলেরই সম্বন্ধ প্রতীতি হইতেছে। অতএব, সমস্ত ভূতসূক্ষ্মের সহিতই পরিষঙ্গ বা সম্বন্ধ বলা হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলা হইয়াছে—'ত্র্যাত্মকত্বাৎ ....' ইত্যাদি।

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥৩।১।২

অন্বয়ার্থ ঃ—ভূয়স্ত্বাৎ—(সূক্ষ্মভূতবস্তুতে জলের) আধিক্য হেতু (শ্রুতিতে কেবল জলের উল্লেখ আছে) ; তু—কিন্তু ; ত্র্যাত্মকত্বাৎ—সমস্ত বস্তুরই ত্রিবৃৎকরণ হইয়াছে বলিয়া (এই জলকে সমস্ত ভূতসূক্ষ্মের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে)।

সরলার্থ—অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি। দেহারম্ভকাণামপাং* কেবলানাং ন দেহারম্ভসম্ভবঃ। দেহাদ্যারম্ভায় হি "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" (ছান্দো ৬।৩।৩) ইতি ত্রিবৃৎকরণম্। কেবলানামপাং শ্রবণং তু তাসাং ভূয়স্ত্বাৎ। দেহে চ লোহিতাদিভূয়স্ত্বেন আরম্ভকেষ্বপাং ভূয়স্ত্বং গম্যতে ॥৩।১।২

অনুবাদ

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি উক্ত আশঙ্কা নিবারণ করিতেছে। দেহান্তরের আরম্ভক হইলেও, শুধু জলই দেহান্তর উৎপাদন করিতে পারে না। কারণ, 'দেহাদি কার্য সমুৎপাদনার্থেই তাহাদিগের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন', এইভাবে ত্রিবৃৎকরণের আবশ্যক হইয়াছিল। তবে যে কেবল জলেরই উল্লেখ রহিয়াছে, দেহে জলের আধিক্যই তাহার একমাত্র কারণ। বিশেষতঃ দেহমধ্যে জলীয় রুধির প্রভৃতি ভাগের আধিক্য থাকায় দেহারম্ভক পদার্থসমূহের মধ্যেও জলেরই আধিক্য প্রতীত হইতেছে ॥৩।১।২

---

* দেহারম্ভিকাণামপাং — পাঠভেদঃ।

প্রাণগতেশ্চ ॥৩।১।৩

অন্বয়ার্থঃ—প্রাণগতেঃ চ—প্রাণের অনুগমন হইতেও (বুঝা যায় যে তৎসহ ইন্দ্রিয়গণও অনুগমন করে)।

সরলার্থ—জীবের উৎক্রমণের সময় প্রাণ যখন তাহার অনুগমন করে তখন এই প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গণও অনুগমন করে। এই শ্রুতি হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে স্থূলদেহ হইতে নির্গমনকালে জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণও অনুগমন করে।

মূল

ইতশ্চ ভূতসূক্ষ্ম-পরিষক্তস্য গমনমিতি গম্যতে। উৎক্রামতি জীবে প্রাণানাং তদনুগতিঃ শ্রূয়তে—"তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনুৎক্রামতি, প্রাণমনুৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি" (বৃহদা ৪।৪।২) ইতি। স্মর্যতে চ—

"মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥" (গীতা ১৫।৭,৮)

ইতি। ন চ নিরাশ্রয়াণাং গতিরুপপদ্যতে, ইতি তদাশ্রয়ভূতানাং ভূতসূক্ষ্মাণামপি গতিরভ্যুপগন্তব্যা ॥৩।১।৩

অনুবাদ

এই কারণেও, (সমস্ত) ভূতসূক্ষ্মে সম্মিলিত হইয়া জীবের গমন প্রতীত হইতেছে—যেহেতু, জীব যখন উৎক্রমণ করে (অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমন করে), সেই সময় প্রাণেরও অনুগমন কথিত আছে। যথা শ্রুতি—'জীব উৎক্রমণ করিবার সময় প্রাণ তাহার অনুগমন করে (বৃহদা ৪।৪।২)' ইত্যাদি। স্মৃতিও বলিতেছেন—"(জীব সুষুপ্তি ও মৃত্যুকালে) মনের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। দেহাধিপতি জীব যে সময় শরীর গ্রহণ করে এবং যে সময় দেহ হইতে নির্গমন করে, সেই সময় বায়ু যেরূপ পুষ্পমধ্য হইতে গন্ধরাশি লইয়া যায়, তদ্রূপ (জীবও) এই সমস্ত (ইন্দ্রিয়কে) গ্রহণ করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়।" নিরাশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের গমন করা কখনই সম্ভব হয় না; অতএব, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়রূপে সূক্ষ্ম ভূতসমূহেরও সঙ্গে সঙ্গে গমন অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য ॥৩।১।৩

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন, ভাক্তত্বাৎ ॥৩।১।৪

অন্বয়ার্থঃ—(উৎক্রমণকালে) অগ্ন্যাদি-গতি-শ্রুতেঃ—অগ্নি প্রভৃতিতে বাগাদি ইন্দ্রিয় প্রবেশের উল্লেখ হেতু (ইন্দ্রিয়গণ অনুগমন করে না) ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায় ; ন—তাহা ঠিক নহে ; ভাক্তত্বাৎ—(কারণ এই উল্লেখ) ভাক্ত বা গৌণ।

সরলার্থ—অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্" (বৃহদা ৩।২।১৩) ইত্যাদিনা প্রাণানাং জীবমরণকালে অগ্ন্যাদিষু অপ্যয়শ্রবণাৎ ন তেষাং জীবেন সহ গমনম্, ইতি গতিশ্রুতিরন্যথা নেয়া, ইতি চেৎ, ন ; ভাক্তত্বাৎ অগ্ন্যাদিষ্বপ্যয়শ্রবণস্য। কথং ভাক্তত্বম্ ? "ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ" (বৃহদা ৩।২।১৩) ইত্যনপিয়ড্ভির্লোমাদিভিঃ সহ শ্রবণাৎ। অতশ্চক্ষুরাদ্যপ্যয়শ্রুতিরধিষ্ঠাতৃদেবতাপক্রমণপরা ॥৩।১।৪

অনুবাদ

এখন প্রশ্ন এই যে, 'যে সময় এই মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয় এবং চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়', ইত্যাদি বাক্যে জীবের মরণকালে প্রাণসমূহের অগ্নি প্রভৃতিতে লয়ের কথা শ্রুত হয়, অতএব, জীবের সঙ্গে যে প্রাণসমূহের গমন শ্রুতি, তাহা অন্য অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। তদুত্তরে বলা হইতেছে—না, তাহা বলিতে পারেন না ; কারণ, যেহেতু অগ্নি প্রভৃতিতে প্রাণসমূহের যে অপ্যয় শ্রবণ তাহা ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ। তাহার কারণ এই যে, 'লোমসমূহ ওষধিসমূহকে (অর্থাৎ তৃণলতা প্রভৃতিকে) প্রাপ্ত হয় এবং কেশসমূহ বনস্পতিকে (বৃক্ষাদিকে) প্রাপ্ত হয়', এই সকল বাক্যে সত্য সত্যই এইরূপে যাহারা বিলীন হয় না, সেই কেশলোমাদির সহিত 'প্রাণসমূহের অগ্নিতে লয়' প্রভৃতি বাক্য একত্রে পঠিত হইয়াছে। সুতরাং চক্ষু, প্রাণ প্রভৃতির অপ্যয়-শ্রুতিতে (আদিত্য, অগ্নি প্রভৃতিতে লয়ের কথা), কেবল তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারই দেহ হইতে বহির্গমন-বোধক মাত্র (কিন্তু চক্ষু প্রভৃতির বিলয়বোধক নহে) ॥৩।১।৪

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন, তা এব হি উপপত্তেঃ ॥৩।১।৫

অন্বয়ার্থ ঃ—(অনুগমনবোধক শ্রুতিতে জলের) প্রথমে অশ্রবণাৎ—প্রথমে উল্লেখ না থাকায় (জল অনুগমন করে না) ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বল ; ন—তাহা ঠিক নহে ; (এই শ্রুতিতে প্রথমে যে শ্রদ্ধা শব্দের উল্লেখ আছে) তা এব—সেই শব্দেই (জলকে বুঝাইতেছে) ; হি—যেহেতু ; উপপত্তেঃ—এইরূপ অর্থ যুক্তিসম্মত।

সরলার্থ—'দেবতাগণ (ইন্দ্রিয়সমূহ) এই দ্যুলোক-অগ্নিতে শ্রদ্ধার আহুতি অর্পণ করেন', এই প্রথমোক্ত দ্যুলোক-অগ্নিতে 'অপ্' শব্দের উল্লেখ না থাকায়, অধিকন্তু শ্রদ্ধা শব্দের উল্লেখ থাকায়, যদি সন্দেহ হয় যে, জীবের সঙ্গে (ভূত-সূক্ষ্ম) জল গমন করে না ; তদুত্তরে বলি ; না, তাহা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, প্রশ্ন ও উত্তরের সঙ্গতি রক্ষার জন্য বুঝিতে হয় যে, এই শ্রদ্ধা শব্দে সেই জলেরই প্রতীতি হইতেছে ; নতুবা, জলবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা শব্দের উল্লেখ করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

মূল

যদুক্তমদ্ভিঃ সূক্ষ্মাভিঃ ভূতান্তর-সংসৃষ্টাভিঃ পরিষক্তো জীবো গচ্ছতীতি প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যামবগম্যতে ইতি, তন্নোপপদ্যতে, দ্যুলোকাগ্নিবিষয়ে প্রথমে হোমে অপাং হোম্যত্বাশ্রবণাৎ। "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" (ছান্দো ৫।৪।২) ইতি শ্রদ্ধৈব হোম্যত্বেন শ্রুতা। শ্রদ্ধা নাম জীবস্য মনোবৃত্তিবিশেষত্বেন প্রসিদ্ধা ; অতো নাপস্তত্র হোম্যা ইতি চেৎ, ন ; যতঃ তাঃ — আপ এব শ্রদ্ধাশব্দেন তত্রাভিধীয়ন্তে ; কুতঃ ? প্রশ্ন-প্রতিবচনোপপত্তেঃ। "বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ

অনুবাদ

যদি প্রশ্ন হয় যে (পূর্বপক্ষ)—পূর্বে যে বলা হইয়াছে, প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতে জানা যায় যে, জীব অপরাপর ভূত-সংসৃষ্ট সূক্ষ্ম জলে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিয়া থাকে, সে কথাও সঙ্গত হইতেছে না ; কারণ, দ্যুলোক-অগ্নিতে প্রথম যে হোম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অপের আহুতি শ্রুত হয় নাই ; পরন্তু, 'সেই এই অগ্নিতে (দ্যুলোকে) দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন', এই বাক্যে শ্রদ্ধাই হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইয়াছে। জীবের মনোবৃত্তি বিশেষই শ্রদ্ধা নামে প্রসিদ্ধ ; অতএব, জল কখনই সেখানে হোমীয় দ্রব্য হইতে পারে না।

তদুত্তরে বলি (সিদ্ধান্ত)—না, একথাও বলিতে পারা যায় না ; যেহেতু, সেখানে সেই 'অপ' বা জলই শ্রদ্ধা শব্দে অভিহিত হইয়াছে। কেননা, প্রশ্ন ও তাহার প্রতিবচনের সঙ্গতিই ইহার কারণ। 'পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল যেরূপ

পুরুষবচসো ভবন্তি" (ছান্দো ৫।৩।৩) ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনোপক্রমে হি শ্রদ্ধা দ্যুলোকাগ্নৌ হোম্যত্বেন শ্রুতা; তত্র যদি শ্রদ্ধাশব্দেনাপো নোচ্যেরন্; ততোঽন্যথা প্রশ্নঃ, অন্যথা প্রতিবচনম্, ইত্যসঙ্গতং স্যাৎ। "ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসঃ" (ছান্দো ৫।৯।১) ইতি প্রতিবচননিগমনং চ শ্রদ্ধায়া অপ্ত্বমেব সূচয়তি। 'বেত্থ যথা' ইতি হি প্রশ্নগতঃ প্রকারঃ 'ইতি তু পঞ্চম্যাম্' ইতি 'ইতি' শব্দেন পরিহারে নিগম্যতে। শ্রদ্ধা-সোমরাজ-বর্ষান্ন-রেতোগর্ভ-রূপেণাপাং পরিণাম-মুক্ত্বা হি এবমাপঃ পুরুষবচস ইতি নিগম্যতে। শ্রদ্ধাশব্দস্য চাপ্সু বৈদিকপ্রয়োগো দৃশ্যতে—"অপঃ প্রণয়তি, শ্রদ্ধা বা আপঃ" (অষ্ট ২।৪।৩৩) ইতি। "শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি" (ছান্দো ৫।৪।২) ইতি সোমাকারেণ পরিণামশ্চ অপামেবোপ-পদ্যতে। অতো ভূতান্তর-সংসৃষ্টাভিরদ্ভিঃ সম্পরিষক্তো জীবো রংহতীত্যুপপন্নম্ ॥৩।১।৫

পুরুষ-পদবাচ্য হয়, তাহা জান কি?' এই প্রশ্নের উত্তরের প্রারম্ভে শ্রদ্ধাই দ্যুলোক-অগ্নিতে হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইয়াছে। তথাপি, যদি শ্রদ্ধা শব্দে জল অভিহিত না হয়, তাহা হইলে তো প্রশ্ন হইল একপ্রকার এবং তাহার প্রতিবচন বা উত্তর হইল অন্য প্রকার, সুতরাং অসঙ্গতই হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, 'এইরূপে, পঞ্চমী আহুতিতে আহুত 'অপ্' পুরুষ-পদবাচ্য হয়', প্রতিবচনের এই উপসংহার-বাক্যও শ্রদ্ধারই অপ্ত্ব (জলত্ব) সূচনা করিতেছে। 'ইতি তু পঞ্চম্যাম্'—এই প্রতিবচনবাক্যে 'ইতি' শব্দের দ্বারাও 'বেত্থ যথা' বাক্যের এই প্রশ্নগত প্রকার বা বিশেষত্বই নিরূপিত হইতেছে। প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, সোমরাজ, বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ ও গর্ভরূপে হোমীয় জলের ক্রম-পরিণতি বলিয়া, শেষে উপসংহারে বলিতেছেন যে, 'এই প্রকারেই হোমীয় জল পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে।' আবার, বেদেও শ্রদ্ধা শব্দের জলার্থে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'অপ্ প্রণয়ন করিবে, শ্রদ্ধাই অপ্' ইতি। 'দেবতাগণ শ্রদ্ধার হোম করেন, সেই আহুতি হইতে সোমরাজ সমুদ্ভূত হয়'; এই যে সোম-আকারে পরিণতি, তাহাও জলের পক্ষেই সম্ভবপর হয়। অতএব, জীব যে অপরাপর ভূতসূক্ষ্ম সহ জলসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, তাহা সঙ্গতই হইতেছে ॥৩।১।৫

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥৩।১।৬

অন্বয়ার্থঃ—অশ্রুতত্বাৎ—(শ্রুতিবাক্যে জীবের উল্লেখ) এইরূপ শোনা যায় না বলিয়া (জীবের অনুগমন সিদ্ধ হয় না); ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায়; ন—তাহা বলা যায় না; ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ—যজ্ঞকর্ত্তাদিগের (অনুগমন) প্রতীয়মান হয়।

সরলার্থ—পুনরায়, যদি প্রশ্ন হয়—'প্রশ্নে ও প্রতিবচনে জীবের উল্লেখ না থাকায়, জীবই যে ভূতসূক্ষ্মে বেষ্টিত হইয়া যায় তাহা বলিতে পারা যায় না। তদুত্তরে বলি—না, এই স্থানে যজ্ঞাধিকারী জীবেরই গতিবোধক শ্রুতি রহিয়াছে; অতএব, জীব যে ভূতসূক্ষ্মে বেষ্টিত হইয়া যায়, এ কথা সঙ্গতই বলা হইয়াছে।

মূল

যৎ পুনরুক্তম্ — অদ্ভিঃ সংপরিষক্তো জীবো যাতীত্যয়মর্থ এতস্মাদ্বাক্যাদবগম্যত ইতি; তন্নোপপদ্যতে, অস্মিন্ বাক্যে জীবস্যাশ্রবণাৎ। অত্র হি শ্রদ্ধাদয় এবাম্বু-অবস্থাবিশেষা* হোম্যত্বেন শ্রুতাঃ, ন তু জীবস্তৎপরিষ্বক্তঃ, ইতি চেৎ; তন্ন, ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ—অস্মিন্নেব বাক্যে হি উত্তরত্র ব্রহ্মজ্ঞান-বিধুরেষ্টাপূর্ত্ত-দত্তকারিণো দ্যুলোকং প্রাপ্য সোমরাজানো ভবন্তি, পুণ্যকর্মাবসানে চ পুনরাগত্য গর্ভং প্রাপ্নুবন্তীত্যুচ্যতে—"অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" (ছান্দো ৫।১০।৩) ইত্যারভ্য "পিতৃ-

---

অনুবাদ

পুনরায় যদি সন্দেহ হয় — জীব জলসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, এই অর্থই যে কথিত বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, এই বাক্যে জীবের উল্লেখই নাই। কেননা, এখানে কেবল জলেরই অবস্থাবিশেষ শ্রদ্ধা প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইতেছে, কিন্তু তৎসমুদয় সংযুক্ত জীবের কোন কথাই নাই।

তদুত্তরে বলি—না, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, সেই স্থলে ইষ্ট প্রভৃতি কর্মকারীদের প্রতীতি রহিয়াছে। এই বাক্যের শেষাংশেই কথিত আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানরহিত কেবলই যজ্ঞকারী পুরুষগণ দ্যুলোক প্রাপ্ত হইয়া সোমরাজা হন, এবং পূর্বকর্মের অবসানে পুনর্বার এখানে আসিয়া গর্ভাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, 'এই যাহারা (গৃহস্থগণ) প্রথমে ইষ্টা পূর্ত্ত ও দত্ত—এই তিনটি কর্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা ধূম-মার্গ (দক্ষিণাপথ)

---

* এবাবস্থাবিশেষা — পাঠভেদঃ।

লোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসম্, এষ সোমো রাজা, তৎ দেবানামন্নম্, তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" (ছান্দো ৫।১০।৪) ; "তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" (ছান্দো ৫।১০।৫) ; "যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি" (ছান্দো ৫।১০।৬) ইতি। অত্রাপি দ্যুলোকাগ্নৌ "শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি" (ছান্দো ৫।৪।২) ইতি তদেকার্থত্বাৎ শ্রদ্ধাবস্থ-দেহবিশিষ্টঃ সোমরূপ-দেহবিশিষ্টো ভবতীত্যুক্তমিতি গম্যতে। দেহস্য জীববিশেষণতৈক-স্বরূপস্য বাচকঃ শব্দো বিশেষ্যে জীবে এব পর্যবস্যতি; অতঃ সংপরিষ্বক্তো জীবো যাতীত্যুপপদ্যতে ॥৩।১।৬

প্রাপ্ত হন' এই হইতে আরম্ভ করিয়া (বলা হইয়াছে যে), 'পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে (গমন করে)। ইহা দেবগণের প্রসিদ্ধ, অন্ন সোমরাজা, দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করেন' ; 'যতকাল পুণ্যক্ষয় না হয়, ততকাল সেখানে (চন্দ্রলোকে) অবস্থান করিয়া অনন্তর সেই পথেই আবার ফিরিয়া আসে' ; 'যে যে প্রাণী রেতঃসেক করে, বহুলাংশে তদ্রূপই হইয়া থাকে'। পূর্ববাক্যের সহিত একবাক্যতা অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধাবস্থাপন্ন দেহবিশিষ্টকেই সোমরূপ দেহবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। এই দেহ জীবেরই বিশেষণীভূত ; সুতরাং দেহবাচক শব্দও প্রকৃতপক্ষে তদ্বিশেষ্যভূত জীবেই পর্যবসিত হইতেছে। অতএব, জীব যে সম্পরিষ্বক্ত অর্থাৎ ভূতসূক্ষ্ম-বেষ্টিত হইয়া গমন করে, সে কথা সঙ্গত হইতেছে ॥৩।১।৬

ননু চ "তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইতি দেবৈর্ভক্ষ্যমাণত্ববচনাৎ "সোমো রাজা" ইতি ন জীব উচ্যতে, জীবস্যানদনীয়ত্বাৎ,* তত্রাহ—

(পুনরায় সন্দেহ—) ভাল কথা, 'তাহাকে দেবগণ ভক্ষণ করেন', এই শ্রুতিতে সোমরাজকে দেব-ভক্ষ্য বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, 'সোমো রাজা' শব্দ এ স্থলে তো জীবরূপে অভিহিত হইতে পারে না ; কারণ, জীব তো আর ভক্ষণযোগ্য হইতে পারে না। এই সন্দেহ নিরসন করিতেছেন বক্ষ্যমাণ সূত্রে 'ভাক্তম্' ইত্যাদি বাক্যে।

ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ, তথা হি দর্শয়তি ॥৩।১।৭

অন্বয়ার্থ ঃ—বা—অথবা ; (ভক্ষণ শব্দটি) ভাক্তং—গৌণার্থবোধক ; অনাত্ম-বিত্ত্বাৎ—যেহেতু (উক্ত যজ্ঞকর্ত্তার) আত্মজ্ঞানের অভাব থাকে ; তথা হি দর্শয়তি—শ্রুতিতে এইরূপ অর্থই দেখা যায়।

---

* জীবস্যাভক্ষ্যণীয়ত্বাৎ — পাঠভেদঃ।

সরলার্থ—আশঙ্কা হইতে পারে যে, দেবগণের পক্ষে জীবকে ভক্ষণ করা যখন অসম্ভব, অথচ যখন সোমরাজাকে ভক্ষণীয় বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, তখন সোম-রাজা শব্দে জীব অভিহিত হয় নাই। এই শঙ্কা নিরসনে বলা হইতেছে—(যে সব কর্মী (ইষ্টাপূর্ত্ত ইত্যাদি কর্মে কর্মী) চন্দ্রলোকে গমন করে, তাহাদের আত্মজ্ঞান না থাকায়) ঐ ভক্ষণ প্রকৃত ভক্ষণ নহে, পরন্তু লোকের নিকট গবাদি পশুর ন্যায় দেবগণের উপভোগ সাধন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দেবগণের ভক্ষণই নাই।

মূল

বা-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি। ইষ্টাদিকারিণোঽনাত্মবিত্ত্বাৎ স দেবানাং ভোগোপকরণত্বেন ইহামুত্র চ বর্ত্ততে। ইহ ইষ্টাদিনা তদারাধনং কুর্বন্নুপকরোতি ; আরাধন-প্রীতৈর্দ্দেবৈর্দ্দত্তম্ অমুং লোকং প্রাপ্য তত্র তৎসমানভোগস্তদুপকরণং ভবতি। "যথা পশুরেবং স দেবানাম্" (বৃহদা ১।৪।১০) ইত্যনাত্মবিদো দেবানামুপকরণত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ। স্মৃতিরপি আত্মবিদাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিম্, অনাত্মবিদাং চ দেব-ভোগ্যত্বং দর্শয়তি — "দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি" (গীতা ৭।২৩) ইতি। অতো জীবস্য দেবানাং ভোগোপকরণত্বাভিপ্রায়-

---

অনুবাদ

সূত্রস্থ 'বা' শব্দে উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্ত হইতেছে। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতা পুরুষের আত্মজ্ঞান না থাকায়, সে ইহলোকে ও পরলোকে দেবগণের ভোগোপ-করণরূপে অবস্থান করে। ইহলোকে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের আরাধনা করতঃ উপকার করে। তাহার পর ঐহিক আরাধনায় প্রীত দেবগণের প্রদত্ত (স্বর্গাদি) পরলোক প্রাপ্ত হইয়া সেখানেও আবার তাহাদেরই অনুরূপ ভোগ লাভ করিয়া তাহাদের উপকরণরূপী ভোগ্য হইয়া থাকে। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি যে, দেবগণের ভোগ-উপকরণ হয়, তাহা 'লোকের যেরূপ পশু, দেবগণের নিকট কর্মানুষ্ঠাতাও তদ্রূপ', এই শ্রুতি, এবং 'দেব-যাজী পুরুষেরা দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়' এই গীতাবাক্যেও, আত্মজ্ঞের ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং অনাত্মজ্ঞের দেবভোগ্যতাই প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, অনাত্মজ্ঞ যজ্ঞাদি কর্মকর্ত্তা জীব দেবগণের ভোগের উপকরণীভূত হয়। এই অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে দেবগণের ভক্ষণীয় অন্নস্বরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকভাবে ভোজনের বস্তু হিসাবে বলা হয় নাই। অতএব, ঐ 'ভক্ষণ' শব্দটি ভাক্ত অর্থাৎ গৌণার্থবোধক, অবাস্তব। এই

মন্নত্বেন ভক্ষ্যত্ববচনম্; অতস্তদ্ভাক্তম্। তেন তৃপ্তিরেব চ দেবানাং ভক্ষণমিতি শ্রূয়তে "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" (ছান্দো ৩।৬।১) ইতি। তস্মাদ্ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো জীবো রংহতিতি সিদ্ধম্ ॥৩।১।৭

জন্য কেবল তৃপ্তি-লাভই দেবগণের ভক্ষণস্থানীয় বলিয়া শ্রুতিতে আছে। যথা শ্রুতি—'দেবগণ, নিশ্চয়ই ভক্ষণ করেন না, নিশ্চয়ই পান করেন না, পরন্তু এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন।' অতএব, জীব যে সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে তাহা সিদ্ধ হইল ॥৩।১।৭

১—তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণ সমাপ্ত।

২—কৃতাত্যয়াধিকরণম্* (সূঃ ৮—১১)

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবং চ ॥৩।১।৮

অন্বয়ার্থঃ কৃতাত্যয়ে — কৃতকর্মের শেষে; অনুশয়বান্ — কর্মশেষের সহিত (আগমন করে); দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং— দৃষ্ট (শ্রুতি) এবং স্মৃতিশাস্ত্র হইতে (এইরূপ বুঝা যায়); যথেতম্ চ — এবং (মৃত্যুর পর) যেরূপভাবে গমন করে; অনেবং — সেরূপভাবে প্রত্যাগমন করে না।

সরলার্থঃ জীব যে চন্দ্রমণ্ডলে স্বকৃত কর্মফল ভোগের শেষে, ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের সহিত ফিরিয়া আসে, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়। বিশেষ এই যে, চন্দ্রমণ্ডলে গমনের যেরূপ ক্রম, প্রত্যাবর্ত্তনের ক্রম কিন্তু কিঞ্চিৎ ভিন্ন। চন্দ্রলোক হইতে আকাশে অবতরণমাত্র আরোহণের অনুরূপ, কিন্তু বায়ু ধূমাদিতে অবতরণ আরোহণের অনুরূপ নহে।

---

* অধিকরণ তাৎপর্য—

(১) বিষয়—'যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা অথৈতমেবাধ্বানং নিবর্ত্তন্তে'—এই শ্রুত্যুক্ত জীবের পুনরাগমন (২) সংশয়—জীব ফিরিয়া আসিবার কালে, ভুক্তাবশিষ্ট কর্মও তাহার সঙ্গে থাকে কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—চন্দ্রলোকে যখন সমস্ত কর্মই উপভুক্ত হইয়া যায়, তখন প্রত্যাবর্ত্তনকালে কোন কর্মশেষ থাকে না। (৪) উত্তর বা সিদ্ধান্ত—না, এই জীব কর্মশেষ লইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করে; কারণ 'যাবৎ সম্পাতং' প্রভৃতি শ্রুতিতে যে কর্মভোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল সেখানে ভোগেরই উপযুক্ত কর্মের কথা (৫) নির্ণয়—অতএব চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় নিশ্চয়ই কর্মশেষ তাহার সহচর হয় এবং তদনুসারেই এখানে বিভিন্ন প্রকার জন্ম পরিগ্রহ হয়।

মূল

কেবলেষ্টাপূর্ত্ত-দত্তকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযাণেন পথা গমনম্, কর্মফলাবসানে পুনরাবর্ত্তনং চাম্নাতম্— "যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈত-মেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" (ছান্দো ৫।১০।৫) ইতি। তত্র প্রত্যবরোহন্ জীবঃ কিমনুশয়বান্ প্রত্যবরোহতি, উত ন, ইতি সংশয্যতে। কিং যুক্তম্?

কর্মণঃ কৃৎস্নস্যোপভুক্তত্বাৎ নানুশয়বানিতি প্রাপ্তম্। অনুশয়ো হি উপভুক্তশিষ্টং কর্ম; তচ্চ কৃৎস্নফলোপভোগে সতি নাবশিষ্যতে। "যাবৎ সংপাতমুষিত্বা" ইতি বচনাৎ কৃৎস্নোপভোগশ্চ জ্ঞায়তে। সম্পতন্তি অনেন স্বর্গং লোকমিতি সম্পাতঃ—কর্মোচ্যতে।

শ্রুত্যন্তরং চ —"প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে॥"
(বৃহদা ৪।৪।৬) ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

অনুবাদ

যাহারা কেবলই ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে, (জ্ঞানের অনুশীলন করে না,) তাহাদের যে ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে গমন হয় এবং কর্মফল শেষ হইলে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়, সেই প্রসঙ্গে ইহাও কথিত আছে—'স্বকৃত কর্মের ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে (চন্দ্রমণ্ডলে) অবস্থান করিয়া অনন্তর এই পথ অবলম্বন করিয়াই পুনরাগমন করে'।

এখানে সংশয় হইতেছে যে, জীব অবরোহণকালে কি অনুশয় সহকারে (কর্মশেষ সঙ্গে লইয়া) আগমন করে? অথবা অনুশয়-রহিতভাবে (কোন কর্মশেষ না লইয়াই) ফিরিয়া আসে? কোন্ পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত?

পূর্বপক্ষ— সেখানে যখন নিঃশেষরূপেই কর্মফল উপভুক্ত হইয়া যায়, তখন সেই জীব কর্মশেষ লইয়া অবতরণ করে না—ইহাই যুক্তিসঙ্গত। (অনুশয়=ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম)। সেখানে যে সমস্ত কর্মফলের ভোগ হয় তাহাই 'যাবৎসম্পাতমুষিত্বা' এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে। যাহার দ্বারা স্বর্গলোকে সম্যক্ পতন বা গমন করা হয় তাহাই 'সম্পাত' শব্দে অভিহিত। 'সম্পাত' শব্দে কর্মই অভিহিত হয়। এতদনুরূপ বাক্য অন্য শ্রুতিতেও পাওয়া যায়। যথা—'এই জীব এখানে যা কিছু শুভাশুভ কর্ম করে সেই কর্মের শেষ হইলে, কর্মলব্ধ সেই লোক হইতে পুনরায় কর্ম করিবার নিমিত্ত ইহলোকে আগমন করে'। পূর্বপক্ষের এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

অনুশয়বান্ প্রত্যবরোহতি ইতি। কুতঃ? দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাম্—শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। শ্রুতিস্তাবৎ—"তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং ক্ষত্রিয়যোনিং বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্—শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা" (ছান্দো ৫।১০।৭) ইতি প্রত্যবরূঢ়ান্ প্রতি শ্রূয়তে। অমুষ্মাল্লোকাৎ প্রত্যবরূঢ়েষু রমণীয়কর্মাণো রমণীয়াং ব্রাহ্মণাদিযোনিং প্রতিপদ্যন্তে; কপূয়চরণাঃ কুৎসিতকর্মাণঃ কুৎসিতাংশ্চ শূকর-চণ্ডালাদিযোনিং প্রতিপদ্যন্তে, ইতি প্রত্যবরূঢ়াণাং পুণ্যপাপকর্মযোগং দর্শয়তি। স্মৃতিরপি "বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশ-জাতিকুলরূপায়ুঃ শ্রুত-বিত্ত-বৃত্ত-সুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে, বিষঞ্চো বিপরীতা নশ্যন্তি" (গৌতম ১ প্রঃ, ১১ অঃ, ১২,১৩) ইতি। তথা—"ততঃ পরিবৃত্তৌ কর্মফলশেষেণ জাতিং রূপং বর্ণং

সিদ্ধান্তপক্ষ—

অনুশয়সম্পন্ন (ভুক্তাবশিষ্টসম্পন্ন) ব্যক্তিই প্রত্যাগমন করে, অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে লোকে তাহার কৃতকর্মের শেষাংশ লইয়াই আসে। কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে ইহা জানা যায়। যথা শ্রুতি — অতএব, "ইহলোকে যাহারা রমণীয় কর্ম করে, তাহারা অবিলম্বে রমণীয় যোনি — ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি অথবা বৈশ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যাহারা কুৎসিত কর্মকারী তাহারা অবিলম্বে কুৎসিত যোনি — শূকরযোনি কিংবা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" অতএব এই প্রকার শ্রুতিবাক্যে বুঝা যায় যে, চন্দ্রলোক হইতে যাহারা ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহাদের মধ্যে শুভ কর্মকারী ব্যক্তিরা রমণীয় ব্রাহ্মণাদি জন্ম লাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাহারা কুৎসিত কর্মকারী তাহারা শূকর চণ্ডালাদি কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্মৃতিও এইরূপ কথাই বলিতেছেন, যথা—'নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্মনিষ্ঠ বিভিন্ন বর্ণীয় ও আশ্রমী পুরুষেরা মৃত্যুর পরে কর্মফল অনুভব করিয়া, তদনন্তর সেই ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের দ্বারা বিশিষ্ট দেশ জাতি কুল রূপ আয়ু..... শ্রুত (শিক্ষা), ধন চরিত্র সুখ এবং মেধাসম্পন্ন অর্থাৎ উপদেশ-ধারণক্ষম বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া জন্ম প্রাপ্ত হন। কিন্তু, যাহারা (বিষঞ্চ) বিপরীত কর্মকারী তাহারা বিনষ্ট হয়' (গৌতম সং), এইরূপই দেখা যায়। 'তাহার পর যখন পরিবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হয় তখন ভুক্তাবশিষ্ট কর্মানুসারে

বলং মেধাং প্রজ্ঞাং দ্রব্যাণি ধর্মানুষ্ঠানমিতি প্রতিপদ্যন্তে, তচ্চক্রবদুভয়োর্লোকয়োঃ সুখ এব বর্ত্ততে" (আপস্তম্ব ২।১।২,৩) ইতি। "যাবৎ সম্পাতম্" ইতি ফলদানপ্রবৃত্ত-কর্মবিশেষবিষয়ম্; "যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্" ইতীদমপি তদ্বিষয়মেব। অভুক্তফলানাং অকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং চ কর্মণাং কর্মান্তরফলানুভবাৎ নাশোঽপ্যনুপপন্নঃ। অতোঽমুং লোকং গতাঃ সানুশয়া এব যথেতম্ অনেবং চ পুনর্নিবর্ত্তন্তে — আরোহণপ্রকারেণ প্রকারান্তরেণ চ পুনর্নিবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। আরোহণং হি ধূম-রাত্র্যপরপক্ষ-দক্ষিণায়নষণ্মাস-পিতৃলোকাকাশ-চন্দ্রক্রমেণ; অবরোহণং তু চন্দ্রমসঃ স্থানাদাকাশ-বায়ুধূমাভ্র-মেঘক্রমেণ। তত্রাকাশাবরোহণাৎ যথেতম্; বায়্বাদিপ্রাপ্তেঃ পিতৃলোকাদ্যপ্রাপ্তেশ্চানেবম্ ॥৩।১।৮

জাতি, রূপ, বল, বর্ণ, মেধা, প্রজ্ঞা (জ্ঞান), দ্রব্য ও ধর্মানুষ্ঠান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই অবশিষ্ট কর্মও চক্রের ন্যায় ইহকালে ও পরকালে কেবলই সুখ-সম্পাদন করিয়া থাকে' (আপস্তম্ব)। 'যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্' (এই পুরুষ ইহকালে যাহা কিছু করিয়া থাকে)—এই শ্রুতিও উপরি-উক্ত কর্ম বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। পুনশ্চ, যে সমস্ত কর্মের ফল ভুক্ত হয় নাই, এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও বিনষ্ট হয় নাই, অপরাপর কর্মের ভোগে সে সমস্ত কর্মের বিনাশ যুক্তিসিদ্ধ হয় না। অতএব, চন্দ্রলোকগত পুরুষেরা সানুশয় অবস্থায়ই (কৃতকর্মের অবশিষ্ট অংশ লইয়াই) মার্গের কতক অংশ আরোহণের ক্রমানুসারে এবং মার্গের অবশিষ্ট অংশ প্রকারান্তরেও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যথা, আরোহণের ক্রম—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস, পিতৃলোক, আকাশ ও চন্দ্রলোক। কিন্তু প্রত্যবরোহণের ক্রম অন্যরূপ; যথা—চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র ও মেঘ। তন্মধ্যে আকাশাদিতে অবরোহণটি আরোহণেরই তুল্য; আর, বায়ু প্রভৃতির প্রাপ্তি অথচ পিতৃলোকাদির অপ্রাপ্তির উল্লেখ হেতু আরোহণক্রম হইতে ব্যতিক্রম হইতেছে* ॥৩।১।৮

---

* সূত্রটির অভিপ্রায় এই যে, যাহারা ইষ্ট পূর্ত্ত ও দত্ত এই ত্রিবিধ কর্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে, আত্মজ্ঞানের কিছুমাত্র অনুশীলন করে নাই, মৃত্যুর পর তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করে; সেখানে আপন আপন কর্মফল ভোগ করিতে যত সময় লাগে, ততকাল থাকিয়া পুনশ্চ মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমন করে। এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কর্মী পুরুষেরা চন্দ্রলোকে স্বকৃত কর্মের ফল নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া এখানে

চরণাদিতি চেৎ ; ন, তদুপলক্ষণার্থেতি কাষ্ণাজিনিঃ ॥৩।১।৯

অন্বয়ার্থঃ চরণাৎ—(এইরূপ প্রসঙ্গীয় শ্রুতিবাক্যে) চরণ অর্থাৎ আচরণবোধক শব্দের উল্লেখ থাকায় (ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের সম্বন্ধ কল্পনা করা উচিত নয়) ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায় ; ন—তাহা ঠিক নয় ; তদুপলক্ষণার্থা—এখানে, আচরণটিশব্দ কর্মেরই বোধক ; ইতি কাষ্ণাজিনিঃ—ইহা কাষ্ণাজিনি নামক আচার্যের অভিমত।

সরলার্থঃ যদি বল, 'যাহারা ইহলোকে রমণীয় চরণশীল' ইত্যাদি শ্রুতিতে আচার-বোধক 'চরণ' শব্দ থাকায়, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় কর্মসম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না ; না—এ কথা ঠিক নহে ; কারণ, ঐ 'চরণ' শব্দ আচার সমন্বিত কর্মেরই বোধক—ইহা কাষ্ণাজিনি নামক আচার্যের অভিমত।

মূল

'রমণীয়চরণাঃ' 'কপূয়চরণাঃ' (ছান্দো ৫।১০।৭) ইতি ন চরণ-শব্দেন পুণ্যপাপরূপং কর্মাভিধীয়তে, চরণশব্দস্য লোক-বেদয়োরা-

---

অনুবাদ

(পূর্বপক্ষ) যদি বলা যায়, শ্রুতিতে উক্ত 'রমণীয়চরণাঃ' ও 'কপূয়চরণাঃ', এই 'চরণ' শব্দে পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম বুঝাইতেছে না ; কারণ, লোকব্যবহারে

প্রত্যাগমন করে, এবং যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ করে, অথবা চন্দ্রলোকে তাহাদের অভুক্তও কিঞ্চিৎ কর্ম থাকে ; সেই কর্ম-শেষটুকু লইয়া এখানে আসে এবং তদনুরূপই জন্ম পরিগ্রহ করে। উক্ত আশঙ্কা নিরাসার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, কর্মী পুরুষগণ চন্দ্রলোকে কর্মফল ভোগ করে সত্য, কিন্তু নিঃশেষরূপে ফল ভোগ সেখানে সম্ভব হয় না। মনে করুন, কোন লোক এমন একটি ভোজনালয়ে যাইয়া আশ্রয় লইল, যেখানে দৈনিক দশ টাকার কমে থাকিতে পারা যায় না ; সেই আশ্রিত ব্যক্তি যতকাল প্রতিদিন দশ টাকা দিতে পারিল, ততদিন সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকিল ; কিন্তু যখনই তাহার সঞ্চিত টাকার পরিমাণ দশের কম হইয়া পড়িল, তখনই তাহাকে সেইস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইল ; কেননা, সেখানে দশ টাকার কমে থাকা সম্ভব হয় না। ঠিক এইরূপ, চন্দ্রলোকে ভোগোপযোগী নহে এরূপ অভুক্ত কর্ম অবশিষ্ট থাকিতেও কর্মী পুরুষেরা সেখান হইতে আপন আপন ভুক্তাবশিষ্ট কর্মটুকু লইয়া (অনুশয়বান্ হইয়া) ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, এবং সেই সহচর কর্মই তাহাদের ভোগোপযুক্ত জন্মস্থান নির্দেশ করিয়া দেয় ; অতএব ভুক্তাবশিষ্ট কর্মসহকারেই চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন করে, এবং এখানেও তদনুসারেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আপন আপন কর্মানুযায়ী ফল উপভোগ করিয়া থাকে।

চারে প্রসিদ্ধেঃ। লৌকিকাঃ খলু চরণমাচারঃ শীলং বৃত্তমিতি পর্যায়ানভিমন্যন্তে ; বেদে চ "যান্যনবদ্যানি কর্মাণি, তানি সেবিতব্যানি ...যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি" (তৈত্তি-শিক্ষা ১১।২) ইতি চরণকর্মণী ভেদেন ব্যপদিশ্যেতে ; অতঃ চরণাৎ শীলাৎ যোনি-বিশেষপ্রাপ্তিঃ, নানুশয়াৎ, ইতি চেৎ ; তন্ন। চরণশ্রুতিঃ কর্মোপ-লক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিরাচার্যো মন্যতে, কেবলাদাচারাৎ সুখদুঃখ-প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ। সুখদুঃখে হি পুণ্যপাপরূপকর্মফলে ॥৩।১।৯

ও বেদে আচারার্থেই 'চরণ' শব্দ প্রসিদ্ধ। লোকেরা চরণ আচার শীল বৃত্ত এই শব্দগুলিকে সমানার্থক বলিয়া মনে করেন ; বেদেও, 'যে সমস্ত কর্ম নির্দোষ বা অনবদ্য, সে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিবে', 'আমাদের যে সমস্ত সুচরিত অর্থাৎ সাধুব্যবহার, তুমি সে সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অর্থাৎ তদনুরূপ আচারশীল হইবে।' এইরূপে আচরণ ও কর্ম পৃথক্ শব্দে নির্দিষ্ট আছে। অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, 'চরণ' বা আচার হইতেই জন্ম বিশেষ লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু কর্মশেষ হইতে নহে।

(সিদ্ধান্ত—) না, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, কার্ষ্ণাজিনি নামক আচার্য মনে করেন যে, শ্রুত্যুক্ত এই 'চরণ' শব্দটি কর্মেরও বোধক অর্থাৎ এখানে 'চরণ' শব্দটি আচরণের ন্যায় পুণ্য-পাপরূপ কর্মেরও বোধক হইতেছে। কারণ, কেবল আচার হইতে সুখ-দুঃখ প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। যেহেতু সুখ ও দুঃখ হইতেছে পুণ্য ও পাপরূপ কর্মেরই ফলস্বরূপ ॥৩।১।৯

আনর্থক্যমিতি চেৎ, ন,তদপেক্ষত্বাৎ ॥৩।১।১০

অন্বয়ার্থঃ আনর্থক্যম্—আচরণ শব্দ কর্মবাচক নহে ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বল ; ন—না তাহা নহে ; তদপেক্ষত্বাৎ—কারণ পুণ্য কর্ম সদাচারসাপেক্ষ এবং পাপ-কর্ম কদাচারসাপেক্ষ।

সরলার্থঃ পূর্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে শ্রুতিতে চরণ শব্দ আচরণ বা ব্যবহার অর্থে প্রযুক্ত হয় এবং কর্মবোধক অর্থে কর্ম শব্দের প্রয়োগ হয়, অতএব আচরণ এবং কর্ম শব্দের ব্যবহারে পার্থক্য আছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—না তাহা বলা যায় না। কারণ, কার্ষ্ণাজিনি নামক আচার্য মনে করেন যে শ্রুতিতে এই চরণ শব্দ কর্মেরই বোধক ; কারণ তাহা না হইলে কেবলমাত্র আচার হইতে সুখদুঃখ প্রাপ্তি সম্ভব নয়—এই সুখ দুঃখ কর্মেরই ফল।

মূল

এবং তর্হি অফলত্বাদাচারস্য স্মৃতিবিহিতস্যানর্থক্যমেবেতি চেৎ; তন্ন, তদপেক্ষত্বাৎ পুণ্যস্য কর্মণঃ। আচারবত এব পুণ্যকর্মস্বধিকারঃ —"সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্বকর্মসু" (দক্ষ স্মৃ ২। ১৯); "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" ইত্যাদিবচনেভ্যঃ। অতশ্চরণশ্রুতিঃ কর্মোপলক্ষণার্থেতি কাঙ্কাজিনেরভিপ্রায়ঃ ॥৩।১।১০

অনুবাদ

যদি বলা যায়, এইরূপ হইলে তো নিষ্ফলত্ব হেতু স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচারসমূহ নিশ্চয়ই নিরর্থক হইয়া পড়ে? উত্তর—না, তাহা হয় না; কারণ, পুণ্য কর্মমাত্রই সদাচার-সাপেক্ষ। কেননা, 'সন্ধ্যাবিহীন (সদাচারহীন) ব্যক্তি সর্বদা সর্ব কর্মে অনধিকারী', 'আচারহীন লোককে বেদসমূহও পবিত্র করে না।' এই সকল বাক্য হইতে জানা যায় যে, আচারশীল ব্যক্তিরই পুণ্য কর্মের অধিকার। অতএব, কাঙ্কাজিনি আচার্য মনে করেন যে, উল্লিখিত 'চরণ' পুণ্য কর্মেরই বোধক ॥৩।১।১০

সুকৃত-দুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥৩।১।১১

অন্বয়ার্থ ঃ (চরণ শব্দ) সুকৃত-দুষ্কৃতে— পুণ্য এবং পাপবোধক; এব—নিশ্চয়; ইতি তু বাদরিঃ—ইহা কিন্তু বাদরি নামক আচার্য মনে করেন।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য (প্রথম স্তবক)।

মূল

'পুণ্যং কর্মাচরতি', 'পাপং কর্মাচরতি' ইতি কর্মণি চরতেঃ প্রয়োগাৎ, পৃথগ্‌নির্দেশস্য চ প্রত্যক্ষশ্রুতিসিদ্ধাচারানুমিত-শ্রুতিসিদ্ধ-বিষয়ত্বেন 'গোবলীবর্দ্দন্যায়েনোপপত্তেঃ' "মুখ্যে সম্ভবতি ন লক্ষণা

অনুবাদ

'বাদরি' নামক আচার্য মনে করেন— 'পুণ্যকর্ম আচরণ করিতেছে, পাপকর্ম আচরণ করিতেছে' ইত্যাদি স্থলে কর্মরূপ অর্থে 'চর' ধাতুর প্রয়োগ থাকায় এবং 'গো-বলীবর্দ'১ ন্যায়ানুসারেও সাক্ষাৎ শ্রুতিসিদ্ধ শ্রুতিতে ও

১ 'গো-বলীবর্দ' ন্যায়টি এইরূপ—বলীবর্দ অর্থ ষণ্ড (ষাঁড়), ষণ্ড কখনও গো ভিন্ন নহে; তথাপি লোকে ষণ্ডের বিশেষত্ব জ্ঞাপনার্থ যেরূপ গোর উল্লেখ করিয়াও পৃথগ্‌-ভাবে আবার ষণ্ডের উল্লেখ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আলোচ্য শ্রুতিতেও অনবদ্য কর্মের উল্লেখের পরও আবার 'সুচরিত' শব্দে পৃথক্ করিয়া কর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং এইরূপ পৃথক্ নির্দেশ হইতেই কর্ম ও সুচরিতের পার্থক্য হইতে পারে না।

ন্যায্যা” ইতি সুকৃত-দুষ্কৃতে এব চরণশব্দাভিধেয়ে ইতি বাদরিরাচার্যো মন্যতে।

অত্র বাদরিমতমেব স্বমতম্; আচারানুমিত-শ্রুতিবিহিত-সন্ধ্যাবন্দনাদেঃ কর্মান্তরাধিকারসম্পাদনং ফলমিতি তু স্বীকৃতম্। অতঃ সানুশয়া এব প্রত্যবরোহন্তি ॥৩।১।১১

আচার-অনুমিত কর্মবিষয়েও (কর্ম ও আচারের) পৃথক্ নির্দেশের সার্থকতা সম্ভব হওয়ায়, বিশেষ করিয়া সম্ভাবনা সত্ত্বেও লক্ষণার অবলম্বন সমুচিত না হওয়ায়, সুকৃত পুণ্য এবং দুষ্কৃত পাপই 'চরণ' শব্দের মুখ্যার্থ*।

এখানে, এই 'বাদরি'-আচার্যের সিদ্ধান্তই ভাষ্যকারের অভিমত। কার্ষ্ণাজিনির মতে, শিষ্টাচার-অনুমিত অর্থাৎ সাধুলোকের আচার দর্শনে শ্রুতির অনুমোদন অনুমিত হয়। এইভাবে শ্রুতি-বিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্মের যে অপরাপর কর্মে অধিকার সম্পাদন করাই মুখ্য ফল তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে†। অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, সানুশয় লোকেরাই প্রত্যাবর্ত্তন করে, (নিরনুশয় লোকেরা নহে) ॥৩।১।১১

২—কৃতাত্যয়াধিকরণ সমাপ্ত।

---

* তাৎপর্য—শিষ্টজনানুষ্ঠিত কর্মমাত্রই শ্রুতিমূলক; শিষ্টজনেরা এরূপ কোন কার্যই করিতে পারেন না, যাহা শ্রুতিবিহিত নহে। তন্মধ্যে কতকগুলি কর্মের বিধায়ক সাক্ষাৎ শ্রুতি পাওয়া যায়, আবার কতকগুলি কর্মের বিধায়ক শ্রুতি পাওয়া না; হয়ত তদ্বোধক স্মৃতিবাক্য মাত্র পাওয়া যায়; কিন্তু যাহা শ্রুতিবিহিত নহে, এরূপ কর্ম কখনই সজ্জনগণের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না; এই জন্য তদ্বিধায়ক শ্রুতিরও অস্তিত্ব অনুমান বা কল্পনা করিয়া লইতে হয়। ইহার মধ্যে, যে সমস্ত শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাওয়া যায়, সে সমস্তকে বলে প্রত্যক্ষ বা কৃপ্ত শ্রুতি, আর যে সমস্ত শ্রুতি স্বরূপতঃ অপ্রত্যক্ষ, কোন শিষ্টাচার দর্শনে কিংবা স্মৃতিবাক্য অনুসারে অনুমান করিয়া লইতে হয়, সে সমুদয়কে বলে—শিষ্টাচারানুমিত বা কল্প্য শ্রুতি। আলোচ্য স্থানে, 'অনবদ্যানি কর্মাণি' এই কর্ম প্রত্যক্ষ শ্রুতিসিদ্ধ; কারণ, প্রচলিত শ্রুতিতেই কর্ম-শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে; আর 'অস্মাকং সুচরিতানি' এই স্থলীয় কর্ম শিষ্টাচারানুমিত শ্রুতিসিদ্ধ; কারণ, শ্রুতিতে আচার-বোধক কেবল 'সুচরিত' শব্দমাত্র আছে, কর্ম-শব্দ নাই; সুতরাং ঐ আচার হইতেই তদনুকূল কর্ম-বিধায়ক শ্রুতিরও অনুমান করিতে হয়।

† তাৎপর্য—পূর্বে ষষ্ঠ-সূত্রোক্ত কার্ষ্ণাজিনির অভিমত সিদ্ধান্ত হইতে বাদরিমতের পার্থক্য এই যে, কার্ষ্ণাজিনি বলিয়াছেন, সুচরিত-শব্দের আচার-অর্থ হইলেও এখানে লক্ষণা দ্বারা কর্ম-অর্থও বুঝিতে হইবে। আর বাদরি বলিলেন যে, না—সুচরিত শব্দের কর্ম অর্থও শ্রুতিসম্মত; সুতরাং মুখ্যার্থ সম্ভব থাকিতে কখনই লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না। কার্ষ্ণাজিনির অভিমত সিদ্ধান্তাংশ এই যে,

৩—অনিষ্টাদিকার্য-অধিকরণম্* (সূত্র ১২—২১)

(পূর্বপক্ষঃ)

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥৩।১।১২

অন্বয়ার্থ ঃ অনিষ্টাদিকারিণাম্ অপি চ—যাহারা ইষ্টকারী বা যজ্ঞকারী নহে তাহাদেরও ; শ্রুতম্—(চন্দ্রলোকে গমন) শোনা যায়।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

কেবলেষ্টাপূর্ত্তদত্তকারিণশ্চন্দ্রমসং গত্বা সানুশয়া এব নিবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তম্ ; ইদানীম্ অনিষ্টাদিকারিণোঽপি চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি নেতি

অনুবাদ

প্রথমে পূর্বপক্ষ কথিত হইতেছে। (সূত্র ১২—১৬)

যাহারা (আত্মজ্ঞানী না হইয়াও) ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্তসংজ্ঞক কর্মের অনুষ্ঠাতা তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করিয়া পুনরায় সানুশয় অবস্থায়ই তথা হইতে প্রত্যাগমন করে—এই কথা বলা হইয়াছে। এখন চিন্তা করা হইতেছে যে, যাহারা ইষ্টাদি কর্ম করে না, যাহারা পাপী, তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে

সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্মগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রুতিবিহিত না হইলেও শিষ্টাচার হইতে তদ্বিধায়ক শ্রুতির অনুমান করিতে হয়। এবং সেই অনুমিত শ্রুতিবিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্মের ফল হইতেছে—কর্মান্তরে লোকের অধিকার সম্পাদন করা, অর্থাৎ অগ্রে সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম না করিলে কেহই অপর কোন কর্ম করিবার অধিকারী হইতে পারে না ; সুতরাং ঐ অধিকার সম্পাদন করাই সন্ধ্যাবন্দনাদির মুখ্য ফল।

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

১। বিষয়—পাপীদের মৃত্যুর পরে গন্তব্যস্থান। ২। সংশয়—বিহিত কর্মে বিমুখ ও নিষিদ্ধ কর্মে তৎপর পাপীদিগেরও চন্দ্রলোকে গমন হয় কি না? ৩। পূর্বপক্ষ—'যে বৈ কে চ' ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন নির্বিশেষে সকলের সম্বন্ধেই চন্দ্রলোকে গমনের কথা আছে, তখন বুঝিতে হইবে পাপীরাও চন্দ্রলোকে অবশ্যই গমন করে। (৪) সিদ্ধান্ত—'অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি' শ্রুতির এই স্থলে চন্দ্রলোকে গমনকে পুণ্যকর্মের ফলরূপে নির্দেশ করায় বুঝিতে হইবে যে পাপীরা কখনই চন্দ্রলোকে গমন করে না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—চন্দ্রলোকে পুণ্যকর্মারই গমন হয় পাপীদের হয় না, অতএব, সকলেরই পুণ্যকর্মকারী হওয়া উচিত।

চিন্ত্যতে। যে বিহিতং ন কুর্বন্তি, নিষিদ্ধং চ কুর্বন্তি, তে উভয়েঽপি পাপকর্মাণোঽনিষ্টাদিকারিণঃ। কিং যুক্তম্? তেঽপি চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীতি; কুতঃ? তেষামপি হি তদ্‌গমনং শ্রুতম্—"যে বৈ কে চাস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি" (কৌষী ১।২) ইত্যবিশেষেণ সর্বেষামেব গতিশ্রবণাৎ ॥৩।১।১২

কি না? যাহারা বিহিত কর্ম করে না এবং যাহারা নিষিদ্ধ কর্মকারী পাপ কর্মকারী তাহারা উভয়েই এখানে 'অ-নিষ্টাদিকারী' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। তাহাদের পক্ষে কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? (পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—) তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে, এই পক্ষই যুক্তিযুক্ত। কারণ, 'যে কোন লোক এই লোক হইতে প্রয়াণ করে অর্থাৎ মৃত হয়। তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে' এই শ্রুতিবাক্যে সাধারণভাবে সকলেরই চন্দ্রলোকে গমনের উল্লেখ দেখা যায় ॥৩।১।১২

এবং তর্হি সুকৃত-দুষ্কৃতকারিণোরুভয়োরপ্যবিশিষ্টৈব গতিঃ স্যাৎ? নেত্যাহ—

ইহাতে প্রশ্ন যদি হয়—একথা হইলে তো সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্মানুষ্ঠাতা উভয়েরই গতির কোন পার্থক্য থাকে না? তদুত্তর—না; এইজন্য বলিতেছেন, বক্ষ্যমাণ সূত্র—'সংযমনে তু' ইত্যাদি।

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্‌গতিদর্শনাৎ ॥৩।১।১৩

অন্বয়ার্থঃ সংযমনে—(কিন্তু) যমালয়ে; অনুভূয়—অনুভবের পর; ইতরেষাম্—যজ্ঞকারী ব্যতিরিক্ত জীবদের; আরোহাবরোহৌ—চন্দ্রমণ্ডলে গমন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন (হয়); তদ্‌গতিদর্শনাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপই দেখা যায়।

সরলার্থঃ বঙ্গানুবাদ দেখ।

মূল

তু-শব্দঃ শঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়তি; ইতরেষাং অনিষ্টাদিকারিণাং

অনুবাদ

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি উক্ত আশঙ্কা নিবারণ করিতেছে। ইতর সকলের অর্থাৎ অ-নিষ্টাদিকারীদের, যাহারা যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে না,

চন্দ্রারোহাবরোহৌ সংযমনে—যমশাসনে তৎপ্রযুক্ত-যাতনা অনুভূয়ৈব, নান্যথা ; কুতঃ ? তদ্‌গতিদর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি পাপকর্মণাং যমবশ্যতয়া তদ্‌গমনম্ "অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে" (কঠঃ ১।২।৬) ; "বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানম্" (আরণ্য ২ প্রঃ, ১ পঃ) ইত্যাদিষু ॥৩।১।১৩

তাহাদিগেরও যে, চন্দ্রলোকে আরোহণ এবং সেখান হইতে অবরোহণ হয়, তাহা কিন্তু সংযমনে অর্থাৎ যমালয়ে যমরাজের নির্দিষ্ট নরক-যাতনা ভোগের পরই হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। কারণ, সেখানেও তাহাদের গতি দৃষ্ট হয়। পাপকর্মকারীদের যে, যমবশ্যতা গ্রহণপূর্বক যমালয়ে গমন হয়, তাহা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা শ্রুতি—'যে ব্যক্তি মনে করে যে কেবল এই দৃশ্যমান লোকই আছে, পরলোক বলিয়া কিছুই নাই, সে ব্যক্তি বারবার আমার (যমের) অধীনতা প্রাপ্ত হয়।' লোকসমূহের যমসদনে গমন এবং যমরাজাকে দর্শন করা হয় ॥৩।১।১৩

স্মরন্তি চ ॥৩।১।১৪

অন্বয়ার্থঃ স্মরন্তি চ—স্মৃতিশাস্ত্রে বা পুরাণেও (এইরূপ উল্লেখ আছে)।
সরলার্থঃ (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

মূল

স্মরন্তি চ সর্বেষাং যমবশ্যতাং পরাশরাদয়ঃ "সর্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল" (বি-পুঃ ৩.৭।৫) ইত্যাদিষু ॥৩।১।১৪

অনুবাদ

পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণও 'হে ভগবন্, ইহারা সকলেই যমবশ্যতা প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি উক্তি স্থলে সকলের সম্বন্ধেই যমবশ্যতার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। ॥৩।১।১৪

অপি সপ্ত ॥৩।১।১৫

অন্বয়ার্থঃ (নরক) সপ্ত—সপ্ত-সংখ্যক ; অপি—ও
সরলার্থঃ (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

মূল

পাপকর্মণাং গন্তব্যত্বেন রৌরবাদীন্ সপ্ত নরকানপি স্মরন্তি। ॥৩।১।১৫

অনুবাদ

পাপীদিগের গন্তব্যরূপে 'রৌরব' প্রভৃতি সাতটি নরকের১ উল্লেখ স্মৃতিতে পাওয়া যায় ॥৩।১।১৫

ননু সপ্তসু লোকেষু গচ্ছতাং কথং যমসদনপ্রাপ্তিঃ; অত আহ—

যাহারা সপ্তবিধ নরকে গমন করে তাহাদের কি প্রকারে এই যমসদন প্রাপ্তি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন 'তত্রাপি··· ··' ইত্যাদি সূত্রে।

তত্রাপি তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥৩।১।১৬

অন্বয়ার্থঃ তত্র অপি—সেখানেও; তদ্ব্যাপারাদ্—যমের আজ্ঞানুসারেই (গমন করিয়া থাকে); অবিরোধঃ—(অতএব) কোন বিরোধ নাই।

সরলার্থঃ এই সপ্তবিধ নরকেও যমের আজ্ঞানুসারেই পাপীদের গমন হয়। সুতরাং পূর্ব সূত্রে কোন বিরোধ নাই।

মূল

তেষ্বপি সপ্তসু যমাজ্ঞয়ৈব গমনাদবিরোধঃ। অতোঽনিষ্টাদিকারিণামপি যমলোকং প্রাপ্য স্বকর্মানুরূপং যাতনাশ্চানুভূয় পশ্চাচ্চন্দ্রারোহাবরোহৌ স্তঃ ॥৩।১।১৬

অনুবাদ

এই সপ্ত প্রকার নরকেও যমের আজ্ঞানুসারেই গমন হয়। সুতরাং এ বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, যাহারা যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে নাই তাহারা প্রথমে যমলোকে গমন করে, সেখানে স্বীয় কর্মানুরূপ বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে চন্দ্রলোকে আরোহণ এব সেখান হইতে অবরোহণ করিয়া থাকে ॥৩।১।১৬

---

১ নরক—পাপকর্মের জন্য দুঃখভোগের স্থানবিশেষ। মহাভারতে সাতটি প্রধান নরকের নাম উল্লেখ আছে। সপ্ত নরক—যথা,

'রৌরবোঽথো মহাংশ্চৈব বহির্বৈতরণী তথা।
তামিসশ্চান্ধতামিস্রা দ্বৌ নিত্যৌ পরিকীর্ত্তিতৌ ॥'

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

(সূত্র ১২—১৬) পূর্বপক্ষের উত্তরে এখন (সূত্র ১৭) সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন—

বিদ্যাকর্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥৩।১।১৭

অন্বয়ার্থঃ তু—তু-শব্দ পূর্বপক্ষ-খণ্ডনবোধক ; বিদ্যা-কর্মণোঃ — বিদ্যা এবং কর্মের (বিশেষ মার্গে গতি) ; ইতি প্রকৃতত্বাৎ—এইরূপ শ্রুতিতে নির্দেশ থাকায়।

সরলার্থঃ অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন এবং ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে গমন—এই উভয়ই বিদ্যা (জ্ঞান) এবং কর্মের ফলরূপে নিরূপিত হইয়াছে। 'তৎ যে ইত্থং বিদুঃ' ইত্যাদি বাক্যে বিদ্যা এবং 'অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্' ইত্যাদি বাক্যে কর্ম প্রস্তাবিত হইয়াছে। অতএব পাপীদের পক্ষে অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন কিংবা ধূমাদি মার্গে চন্দ্রলোকে গমন, কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

মূল

তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রপ্রাপ্তিরস্তীত্যেতন্নোপপদ্যতে ; কুতঃ ? বিদ্যা-কর্মণোরিতি ; বিদ্যা-কর্মণোঃ ফলভোগার্থত্বাৎ দেবযান-পিতৃযাণয়োঃ। এতদুক্তং ভবতি—অনিষ্টাদিকারিণাং যথা বিদ্যা-বিধুরত্বাৎ দেবযানেন পথা গমনং ন সম্ভবতি, তদ্বদেব ইষ্টাপূর্ত্তদত্তবিধুরত্বাৎ পিতৃযাণেন চন্দ্রগমনমপি ন সম্ভবতি—ইতি।

অনুবাদ

সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্বপক্ষ নিরসন করিতেছে। যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম করে নাই, সেই সমস্ত পাপীগণেরও যে (পূর্ব সূত্রে) চন্দ্রলোকে গমন হয় বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ দেবযান ও পিতৃযাণ উভয়েরই একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে—বিদ্যা ও কর্মের ফলভোগ সাধন করা। অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যাবিহীন বলিয়া অ-নিষ্টকারীদের (যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম করে না তাহাদের) দেবযানপথে প্রস্থান করা যেমন সম্ভব হয় না, ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্তকর্ম তাহাদের না থাকায় পিতৃযাণে প্রস্থান করাও তদ্রূপই সম্ভবপর হয় না।

পাপীগণের চন্দ্রাদিলোকে গমন নিষেধ

দেবযান-পিতৃযাণয়োর্বিদ্যাবিষয়ত্বং পুণ্যকর্মবিষয়ত্বং চ কথমবগম্যতে? ইতি চেৎ; প্রকৃতত্বাৎ তয়োঃ। প্রকৃতা হি দেবযানে বিদ্যা, পিতৃযাণে চ কর্ম, "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" (ছান্দো ৫।১০।১) ইত্যুক্ত্বা "তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহঃ" ইত্যাদিনা দেবযানবচনাৎ, "অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে" ইত্যুক্ত্বা "তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" (ছান্দো ৫।১০।৩) ইত্যাদিনা পিতৃযাণবচনাচ্চ। "যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি" (কৌষী ১।২) ইত্যেতদপি বচনম্ "যে ইষ্টাদিকারিণস্তে সর্বে" ইতি পরিণেয়ম্ ॥৩।১।১৭

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, দেবযান এবং পিতৃযাণ পথ দুইটির যে (যথাক্রমে) বিদ্যাবিষয়ত্ব ও পুণ্যকর্মবিষয়ত্ব অর্থাৎ বিদ্যার ফল যে দেবযান মার্গ এবং কর্মের ফল যে পিতৃযাণ মার্গ তাহা জানা যায় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলি—'সেই বিদ্যা এবং কর্ম উভয়েই তত্তৎ স্থলে প্রস্তাবিত ও নির্ণীত আছে। দেবযানের উপায়রূপে কর্ম নির্ণীত হইয়াছে। যথা—'অতএব যাহারা এইরূপ জানেন, আর যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন'—এই কথা বলিয়া 'তাহারা অর্চিরাদি মার্গ (দেবযান পথ) প্রাপ্ত হন, অর্চির পর দিবসাভিমানী দেবতাকে (প্রাপ্ত হন)', ইত্যাদি বাক্যে দেবযান পথ নির্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, 'যাহারা (গৃহস্থগণ) গ্রামে ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত এই কর্মত্রয়ের উপাসনা করে', এই কথা বলার পর 'তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন' ইত্যাদি বাক্যে পিতৃযাণের অর্থাৎ ধূমাদি মার্গের কথা বলা হইয়াছে। আর 'যে সমস্ত লোক এই লোক হইতে প্রস্থান করে তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকই প্রাপ্ত হয়' এই বাক্যটিরও অর্থ—'যাহারা ইষ্টাদি কর্মের অনুষ্ঠাতা, তাহারা সকলে' এইরূপ অর্থে পরিণত করিতে হইবে* ॥৩।১।১৭

---

* সন্দেহ হইতে পারে যে—এ বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন — 'যে বৈ কে চাস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি' — এই শ্রুতিতে নির্বিশেষে সকলেরই সম্বন্ধে চন্দ্রলোক প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। এই সন্দেহ নিরসন করা হইতেছে, দৃষ্টান্তমুখে—কোন ক্রিয়াকর্মের বাড়ীতে কেহ যদি বলেন, "এখন সকল লোককে ভোজন করাইয়া দাও", সেখানে সাধারণভাবে 'সকল লোক' কথিত হইলেও যেমন নিমন্ত্রিত লোকগণকেই লক্ষ্য করা হয়, দেশের বা গ্রামের যাবতীয় লোককে বুঝান হয় না, সেইরূপ উক্ত শ্রুতিতেও 'তে সর্বে' কথায় মৃত ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে হইবে না। কিন্তু যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠাতাকেই বুঝিতে হইবে; পাপীগণের পক্ষে মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোকে গমন এখানে শ্রুতির অভিপ্রায় নহে।

ননু পাপকর্মণাং চন্দ্রগমনাভাবে পঞ্চমাহুত্যসম্ভবাৎ শরীরারম্ভ এব নোপপদ্যতে; "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" (ছান্দো ৫।৯।১) ইতি হি শরীরারম্ভঃ শ্রূয়তে। সা চাহুতিশ্চন্দ্রপ্রাপ্তিপূর্বিকেতি দর্শিতম্; অতং শরীরারম্ভায়ৈব তেষামপি চন্দ্রারোহাবরোহাববশ্যাভ্যুপেত্যাবিত্যত আহ—

এখন পুনরায় সন্দেহ—পাপীদিগের চন্দ্রলোকে গমন না হওয়ায় সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট সেই সকল জীবের পঞ্চমী আহুতি অসম্ভব হইয়া পড়ে, পঞ্চমী আহুতির অভাবে স্থূল শরীরোৎপত্তিই হইতে পারে না। কারণ, 'হোমীয় জল পঞ্চমী আহুতিতে আহুতিযুক্ত হইয়া এই জীব পুরুষপদবাচ্য হইয়া থাকে' —এইরূপেই শরীরারম্ভের কথা শ্রুতিতে শুনা যায়। অগ্রে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হইলেই যে পঞ্চমী আহুতি হইতে পারে তদভাবে যে ইহা সম্ভব নহে তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব, মৃত পাপীগণেরও শরীরারম্ভের জন্যই চন্দ্রলোকে আরোহণ এবং সেখান হইতে প্রত্যবরোহণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কার নিরসনে বক্ষ্যমাণ সূত্রে বলা হইতেছে— 'ন তৃতীয়ে' ইত্যাদি বাক্য।

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥৩।১।১৮

অন্বয়ার্থঃ তৃতীয়ে—তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ পাপীর স্থলে; ন—(শরীর আরম্ভের জন্য পঞ্চম আহুতির প্রয়োজন) হয় না; তথা উপলব্ধেঃ—যেহেতু সেইরূপ উপলব্ধি হয়।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

তৃতীয়স্থানস্য শরীরারম্ভায় ন পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা; কুতঃ? তথোপলব্ধেঃ—তৃতীয়স্থান-শব্দেন কেবলপাপকর্মাণ উচ্যন্তে; তেষাং দেহারম্ভে পঞ্চমাহুত্যনপেক্ষত্বমুপলভ্যতে—"বেথ যথা কেনাসৌ

অনুবাদ

তৃতীয় স্থানের (পাপীর) শরীরারম্ভের জন্য আর পঞ্চম আহুতির আবশ্যক হয় না; কারণ, সেইরূপই বুঝা যায়। এস্থলে 'তৃতীয় স্থান' শব্দে কেবল পাপকর্মকারীদের নির্দেশ হইতেছে। তাহাদের দেহারম্ভে পঞ্চম আহুতির আবশ্যকতা দেখা যায় না, যেহেতু, শ্রুতি হইতে তাহাই বুঝা যায়। যথা

লোকো ন সংপূর্যতে" (ছান্দো ৫।৩।৩) ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনে "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেনাসৌ লোকো ন সংপূর্যতে" (ছান্দো ৫।১০।৮) ইতি তৃতীয়স্থানস্য দ্যুলোকারোহাবরোহাভাবেন দ্যুলোকাসংপূর্ত্তিবচনাদস্য তৃতীয়স্থানস্য শরীরারম্ভায় ন পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা। "পঞ্চম্যামাহুতৌ" (ছান্দো ৫।৯।১) ইতি চাপাং পঞ্চমাগ্নিসম্বন্ধস্য পুরুষবচস্ত্বহেতুত্বমাত্রং প্রতিপাদয়তি, নান্যৎ নিবারয়তি, অবধারণাশ্রবণাৎ ॥৩।১।১৮

শ্রুতি—'তুমি কি জান—কেন এই লোক (দ্যুলোক) পূর্ণ হয় না?' (ছাঃ ৫।৩।৩), এই প্রশ্নের প্রতিবচনে বলা হইয়াছে—'বারংবার গমনাগমনশীল সেই ক্ষুদ্র ভূতসমূহ উক্ত উভয়পথের কোনটিতেও (গমনে) অধিকারী হয় না, ইহাই 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' নামক তৃতীয় স্থান; সেই হেতুই ঐ লোকটি (দ্যুলোকটি) পূর্ণ হয় না' (ছাঃ ৫।১০।৮)। এখানে, তৃতীয় স্থান-সংজ্ঞক পাপীর দ্যুলোকে আরোহণ ও অবরোহণ না থাকায়, দ্যুলোকের পরিপূরণের অভাব বুঝিতে হইবে। দেহারম্ভের জন্য সর্বত্রই পঞ্চমী আহুতির নিয়মিত আবশ্যকতা থাকে না। 'পঞ্চমী আহুতিতে (আহুতিদত্ত 'অপ্' পুরুষ-পদবাচ্য হয়)', এই শ্রুতি কেবল পঞ্চমাগ্নিতে জল সম্বন্ধকেই পুরুষের স্বরূপ-সম্পাদক বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু দেহারম্ভের জন্য কারণান্তরের প্রতিষেধ করিতেছে না। কারণ, এইরূপ প্রতিষেধ-সূচক অর্থ যদি বুঝাইত তাহা হইলে শ্রুতিতে (পঞ্চম্যামেব) এইরূপ 'এব' শব্দের প্রয়োগে অবধারণ-বোধক অর্থ থাকিত ॥৩।১।১৮

স্মর্যতেঽপি চ লোকে ॥৩।১।১৯

অন্বয়ার্থঃ চ—এবং; লোকে জগতে (এবম্—এইরূপ) স্মর্যতে অপি — শোনা যায়।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

পুণ্যকর্মণামপি কেষাঞ্চিৎ পঞ্চমাহুত্যনপেক্ষয়া দেহারম্ভো

অনুবাদ

জগতে কোন কোন পুণ্যকর্মা ব্যক্তিরও পঞ্চমী-আহুতি ব্যতিরেকেও

লোকে স্মর্যতে—দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাম্ ॥৩।১।১৯

দেহারম্ভের কথা শুনা যায়। যথা—দ্রৌপদী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির* ॥৩।১।১৯

দর্শনাচ্চ ॥৩।১।২০

অন্বয়ার্থ ঃ দর্শনাৎ চ—শ্রুতিতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

শ্রুতাবপি দৃশ্যতে কেষাঞ্চিৎ পঞ্চমাহুত্যনপেক্ষয়া দেহারম্ভঃ "তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—আণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" (ছান্দো ৬।৩ ১) ইতি। এষু উদ্ভিজ্জ-স্বেদজয়োঃ ভূতয়োঃ পঞ্চমাহুতিমন্তরেণ উৎপত্তির্দৃশ্যতে ॥৩।১।২০

অনুবাদ

শ্রুতিতে কাহারো কাহারো সম্বন্ধে পঞ্চম্যাহুতি ব্যতীতও দেহারম্ভ দৃষ্ট হয়, যথা শ্রুতি—'সেই এই ভূতসমূহের তিন প্রকারই বীজ হইয়া থাকে—আণ্ডজ (পক্ষী প্রভৃতি), জীবজ (মনুষ্যাদি), এবং উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষ, স্বেদজ প্রভৃতি)'। এইরূপে উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ (মশক, মক্ষিকাদির) পঞ্চমী আহুতি ব্যতীতও উৎপত্তি দেখা যায় ॥৩।১।২০

ননু স্বেদজানামত্র ন সংকীর্ত্তনমস্তি, 'ত্রীণ্যেব বীজানি' ইতি বচনাৎ; তত্রাহ—

যদি প্রশ্ন হয়, শ্রুতিতে, 'ত্রীণ্যেব' (তিনটি মাত্রই) এইরূপ কথা আছে, কিন্তু 'স্বেদজের' তো উল্লেখ নাই? তদুত্তরে বক্ষ্যমাণ সূত্রে বলা হইতেছে 'তৃতীয়' ইত্যাদি বাক্য—

---

* পাঞ্চালাধিপতি দ্রুপদরাজ প্রসিদ্ধ ধনুর্বেদবিদ্ দ্রোণাচার্যের নিকট অত্যন্ত অবমানিত হইয়া তাহার বধ সাধনার্থ একটি যজ্ঞ করেন। দৈবানুগ্রহে সেই যজ্ঞভূমি হইতেই একটি পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, আর একটি কন্যা সমুৎপন্ন হয়। দেহ লাভের জন্য তাহাদিগকে আর পঞ্চমী আহুতিতে ও স্ত্রীদেহে প্রবেশ করিতে হয় নাই। সুতরাং দেহ লাভের জন্য যে স্ত্রীদেহে প্রবেশ করিতেই হইবে এমন কোন অবধারিত নিয়ম নাই। অতএব, পাপীগণের চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ না হইলেও তাহাদের জন্ম লাভে কোন বাধা হইতে পারে না।

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥৩।১।২১

অন্বয়ার্থঃ সংশোকজস্য—স্বেদজ শব্দে; তৃতীয়শব্দাবরোধঃ—তৃতীয় অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

সংশোকজস্য স্বেদজস্যাপি "আণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" (ছান্দো ৬।৩।১) ইত্যত্র তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দেন অবরোধঃ সংগ্রহো বিদ্যত ইত্যর্থঃ। অতঃ কেবলপাপকর্মণাং চন্দ্রপ্রাপ্তির্ন সম্ভবতি ॥৩।১।২১

অনুবাদ

'আণ্ডজ জীবজ উদ্ভিজ্জ' (ছান্দোগ্যে) এইরূপ তৃতীয় 'উদ্ভিজ্জ' শব্দের দ্বারা সংশোকজের অর্থাৎ স্বেদজেরও সংগ্রহ করা হইয়াছে। অতএব, যাহারা কেবলই পাপকর্মকারী, তাহাদের চন্দ্রাদি লোকে গমন সম্ভবপর হয় না ॥৩।১।২১

৩—অনিষ্টাদিকার্যাধিকরণ সমাপ্ত।

৪—তৎস্বাভাব্যাপত্তি-অধিকরণম্* (সূত্র ২২)

তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥৩।১।২২

অন্বয়ার্থঃ (চন্দ্রলোক হইতে অবতরণকালে) তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ—(কেবল) আকাশাদির স্বভাবমাত্র প্রাপ্ত হয়; উপপত্তেঃ—যেহেতু তাহাই সঙ্গত।

সরলার্থঃ ইষ্টাদিকারী পুরুষগণ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণকালে আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আকাশাদি-স্বরূপ হয় না, কারণ, এ অবস্থায় এই জীবের যখন সুখ দুঃখ ভোগ হয় না, তখন সাদৃশ্য ছাড়া আকাশের স্বরূপ প্রাপ্তি কখনও যুক্তিযুক্ত হয় না। এইভাবে স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে তখন সুখ দুঃখ ভোগ সম্ভব হইতে পারিত।

*** অধিকরণ তাৎপর্য—**

১। বিষয়—জীবের আকাশাদিক্রমে অবরোহণে তদ্ভাবপ্রাপ্তি, ২। সংশয়—ইহা কি আকাশাদির স্বরূপ-প্রাপ্তি অথবা আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্তি? ৩। পূর্বপক্ষ—তদ্ভাবাপত্তি শব্দের অর্থ আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্তিই হইবে, যেমন আরোহণকালে, পঞ্চমী আহুতির সোমাদি স্বরূপ বা দেহ প্রাপ্তি। ৪। উত্তর—না, এস্থলে স্বরূপ প্রাপ্তি হইতে পারে না, সাদৃশ্য প্রাপ্তি মাত্র। ৫। নির্ণয়—আকাশাদির সহিত মিশ্রিত-ভাব এবং সাদৃশ্য লাভ।

মূল

ইষ্টাদিকারিণো ভূতসূক্ষ্ম-পরিষক্তাঃ সানুশয়াশ্চন্দ্রমসোঽবরোহন্তি*, ইত্যুক্তম্ ; অবরোহপ্রকারশ্চ "অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশং আকাশাদ্বায়ুম্, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি, অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি" (ছাঃ ৫।১০।৫,৬) ইতি বচনাৎ 'যথেতমনেবঞ্চ' ইত্যুক্তম্ ; তত্রাস্য আকাশাদিপ্রতিপত্তৌ দেবমনুষ্যাদিভাববৎ আকাশাদিভাবঃ ? উত তৎসাদৃশ্যাপত্তিমাত্রম্ ? ইতি বিশয়ে শ্রদ্ধাবস্থস্য সোমভাববদবিশেষাদাকাশাদিভাবঃ ; ইতি প্রাপ্তে—

অনুবাদ

যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠাতৃগণ ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া কর্ম-শেষ অংশের সহিত চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করিয়া থাকে, এই কথা উক্ত হইয়াছে। এই অবরোহণের প্রণালীতেও কথিত হইয়াছে— 'অনন্তর, গমনানুসারে এই পথেই প্রত্যাগমন করিয়া থাকে — প্রথমে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে (নামিয়া আসে) ; বায়ু হইতে ধূম হয়, ধূম হইয়া অভ্র হয় (অভ্র—মেঘের জলপূর্ণ অবস্থা), অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ করে', ইত্যাদি। তাহার পরে 'যথেতং অনেবং চ' অর্থাৎ যেরূপে গমন করে, সেইরূপে এবং অন্য প্রকারেও (ফিরিয়া আসে), এ কথাও উক্ত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জীব অবরোহণকালে যে আকাশাদিকে প্রাপ্ত হয়, তাহা কি দেব-মনুষ্যাদি দেহ প্রাপ্তির ন্যায় ? অথবা আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্তি মাত্র। এইরূপ সংশয়ে মনে হয় যে, শ্রদ্ধাবস্থায় যেরূপ সোমভাব প্রাপ্তি হয়, তাহার সহিত কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায় এখানেও আকাশাদির স্বরূপই প্রাপ্ত হয়। এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে— না, আকাশাদির কেবল সাদৃশ্য প্রাপ্তি হয়, বক্ষ্যমাণ সূত্রে, 'তৎস্বাভাব্যাপত্তিরেব' ইত্যাদি বাক্যে।

(সিদ্ধান্তঃ)

তৎ-স্বাভাব্যাপত্তিরেব, ইত্যুচ্যতে। তৎ-স্বাভাব্যাপত্তিঃ—তৎসাদৃশ্যাপত্তিরিত্যর্থঃ। কুত এতৎ ? উপপত্তেঃ — সোমভাবমনুষ্য-

সিদ্ধান্ত

'তৎ-স্বাভাব্যাপত্তিরেব' অর্থ— আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্তি। এইরূপ অর্থের নিরূপণের কারণ এই যে, (দ্যুলোকে) 'সোম'-ভাবে এবং (ইহলোকে)

* চন্দ্রমসমবরোহন্তি — পাঠভেদঃ।

ভাবাদৌ হি সুখদুঃখোপভোগায় তদ্ভাবঃ; অত্র তু আকাশাদৌ সুখদুঃখোপভোগাভাবাৎ তদ্ভাবানুপপত্তেস্তদাপত্তিবচনং তৎসংসর্গ-কৃততৎসাদৃশ্যাপত্ত্যভিপ্রায়ম্ ॥৩।১।২২

মনুষ্যাদিভাবে, যে তদ্ভাব প্রাপ্তি অর্থাৎ তৎস্বরূপতা লাভ, তাহার উদ্দেশ্য—সেই সেই রূপে সুখ ও দুঃখ উপভোগ করা। কিন্তু এই আকাশাদিভাবে যখন সুখ দুঃখ উপভোগের সম্ভাবনা নাই, তখন 'তদাপত্তি' শব্দের অভিপ্রায় বুঝিতে হয় যে, আকাশাদির সহিত মিলিত হওয়া এবং তন্নিবন্ধন আকাশাদির সাদৃশ্য লাভ করা। অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণকালে জীবের সূক্ষ্ম দেহটি আকাশাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশাদির সদৃশ হইয়া থাকে মাত্র, কিন্তু আকাশাদির স্বরূপ হইয়া যায় না ॥৩।১।২২

৪—তৎস্বাভাব্যাপত্তি-অধিকরণ সমাপ্ত।

৫—নাতিচিরাধিকরণম্* (সূত্র ২৩)

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥৩।১।২৩

অন্বয়ার্থঃ (প্রত্যাগমনশীল জীবের আকাশাদির সহিত অবস্থান) নাতিচিরেণ ন—অধিকাল স্থায়ী নহে; বিশেষাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ বিশেষ উল্লেখ আছে।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

আকাশাদিপ্রাপ্তিপ্রভৃতি যাবদ্ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তি, কিং তত্র তত্র নাতিচিরং তিষ্ঠতি? উতানিয়মঃ? ইতি বিশয়ে নিয়ম-হেত্বভাবাদ-নিয়মঃ, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

অনুবাদ

আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্তি হইতে ব্রীহি প্রভৃতির ভাব প্রাপ্তি পর্যন্ত অবস্থায় জীব কি দীর্ঘকাল অবস্থান করে, অথবা কালের কোন নিয়ম নাই? তদুত্তরে বক্ষ্যমাণ সূত্রে বলিতেছেন—'নাতিচিরেণ' ইত্যাদি বাক্য।

---

*অধিকরণ তাৎপর্য—

১। বিষয়—আকাশাদি অবস্থা হইতে জীবের নিষ্ক্রমণ; ২। সংশয়—এই নিষ্ক্রমণ কি দীর্ঘকাল সাপেক্ষ, অথবা তাহার কোন নিয়ম নাই? ৩। পূর্বপক্ষ—ইহার নিয়ামক কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব ইহাতে অনিয়মই আছে। ৪। উত্তর—না, শ্রুতিতে যখন পরবর্ত্তী ব্রীহি-আদি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণের কষ্ট-সাধ্যতা কথিত হইয়াছে, তখন বুঝা যায় যে ব্রীহি-আদি ভাব প্রাপ্তির পূর্বে অল্পকালেই নিষ্ক্রমণ হইয়া থাকে। ৫। নির্ণয়—অতএব, জীবের আকাশাদি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণে কালবিলম্ব হয় না।

(সিদ্ধান্তঃ)

নাতিচিরেণ ইতি। কুতঃ ? বিশেষাৎ—উত্তরত্র ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তৌ "অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" (ছান্দো ৫।১০।৬) ইতি বিশিষ্য কৃচ্ছ্র-নিষ্ক্রমণত্বাভিধানাৎ পূর্বত্র হ্যাকাশাদিপ্রাপ্তাবচিরনিষ্ক্রমণং গম্যতে। 'দুর্নিষ্প্রপতরম্' ইতি ছান্দসঃ ত-শব্দলোপঃ ; দুর্নিষ্প্রপততরম্—দুঃখ-নিষ্ক্রমণতরমিত্যর্থঃ ॥৩।১।২৩

সিদ্ধান্ত

অতি বিলম্বে নহে, অর্থাৎ, আকাশাদিরূপে অধিক বিলম্বে অবস্থান করিতে হয় না। কারণ, এ বিষয়ে বিশেষ উক্তি আছে। অভিপ্রায় এই যে, পরবর্ত্তী ব্রীহি প্রভৃতি অবস্থা প্রাপ্তিতেই 'ইহা হইতে অতি কষ্টে নিষ্ক্রমণ হয়'—এইরূপ কষ্টে নির্গমনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, তৎপূর্ববর্ত্তী আকাশাদি অবস্থা হইতে নির্গমনে বিলম্ব হয় না, নচেৎ, ব্রীহি আদি ভাব হইতে 'কষ্টে নির্গমন হয়' বলিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। ছান্দস বা বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া 'দুর্নিষ্প্রপতরম্ পদের একটি 'ত' কারের লোপ হইয়াছে (দুর্নিষ্প্রপততরম্) বুঝিতে হইবে। 'দুর্নিষ্প্রপততরম্' শব্দের অর্থ হইতেছে—অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টে নির্গমন হয় ॥৩।১।২৩

৫—নাতিচিরাধিকরণ সমাপ্ত।

৬—অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্ (সূত্র ২৪—২৭)

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ববদভিলাপাৎ ॥৩।১।২৪

অন্বয়ার্থঃ পূর্ববৎ অভিলাপাৎ—আকাশাদির ন্যায়ই উল্লেখ হেতু ; অন্যাধিষ্ঠিতে—ব্রীহি প্রভৃতিতেও অবস্থানমাত্র বুঝাইতেছে।

সরলার্থঃ অপর জীব কর্ত্তৃক ভোগের জন্য ব্রীহি আদি দেহে চন্দ্রলোক হইতে আগত জীবের সংশ্লেষ বা সম্বন্ধ হয় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহার কোনরূপ ভোগ হয় না। কারণ, আকাশাদির সম্বন্ধে যেরূপ শ্রুতি আছে, ব্রীহি আদির সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপই শ্রুতি আছে।

মূল

অবরোহন্তো জীবা ব্রীহ্যাদিভাবেন জায়ন্তে ইতি শ্রূয়তে "মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহি-যবা ওষধি-বনস্পতয়স্তিল-মাষা ইতি জায়ন্তে" (ছান্দো ৫।১০।৬) ইতি। তে কিমন্যৈর্ভোক্তৃভির্ব্রীহ্যাদিশরীরৈ-রধিষ্ঠিতান্ ব্রীহ্যাদীন্ আশ্লিষ্যন্তি ? উত তে ভোক্তারো ব্রীহ্যাদিশরীরা জায়ন্তে ? ইতি বিশয়ে 'জায়ন্তে' ইতি বচনাৎ "দেবো জায়তে, মনুষ্যো জায়তে" ইতিবদ্ব্রীহ্যাদিশরীরা এব, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

(সিদ্ধান্তঃ)

অন্যাধিষ্ঠিতে ইতি। জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিশরীরে তেষাং সংশ্লেষমাত্রমেব। কুতঃ ? পূর্ববদভিলাপাৎ— আকাশাদি-মেঘপর্যন্তবৎ কেবলতদ্ভাবাভিলাপাৎ। যত্র হি ভোক্তৃত্বমভিপ্রেতম্; তত্র তৎ-সাধনভূতং কর্মাভিলপ্যতে — "রমণীয়চরণাঃ··· কপূয়চরণাঃ" (ছান্দো

অনুবাদ

'তাহারা মেঘরূপী হইয়া বর্ষণ করে, তাহারা এখানে (পৃথিবীতে), ব্রীহি, যব, ওষধি (তৃণলতা), বনস্পতি, তিল ও মাষকড়াই রূপে জন্ম গ্রহণ করে' (ছান্দোগ্য), এই বাক্যে জানা যাইতেছে যে, চন্দ্রলোক হইতে আগমনকারী জীবগণ ব্রীহি প্রভৃতি রূপে জন্ম প্রাপ্ত হয়। এখন সংশয় হইতেছে যে, তাহারা কি ব্রীহি আদি শরীরধারী অপর জীবগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত ব্রীহি আদির সহিত সম্বন্ধ বা সংশ্লেষ মাত্র লাভ করে ? অথবা সেই ব্রীহি আদির শরীর উপভোগ করে ? এইরূপ সন্দেহস্থলে, 'দেবতা জন্মিতেছে, মনুষ্য জন্মিতেছে' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায়, এই ব্রীহি আদি স্থলেও 'জায়ন্তে' শব্দ থাকায় বুঝিতে হয় যে, এই সকল অবরোহণকারী জীবও ব্রীহি আদি শরীরধারীই বটে। এইরূপ সন্দেহ নিরসনে বক্ষ্যমাণ সূত্রে কথিত হইতেছে—'অন্যাধিষ্ঠিতে' ইত্যাদি বাক্য।

সিদ্ধান্ত

অপর জীব কর্তৃক অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ অপর জীবের ভোগ্যভূত ব্রীহি প্রভৃতির শরীরে এই সকল অবরোহণকারী জীবের কেবল সম্বন্ধ হয় মাত্র (কোনরূপ ভোগ হয় না)। কারণ, পূর্বের ন্যায় আকাশাদি স্থলের ন্যায়, কেবল সেই ভাবের 'অভিলাপ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেখানে ভোগের কর্তৃত্ব অভিপ্রেত হয়, সেখানে ভোগের সাধনরূপ কর্মেরও উল্লেখ থাকে। যথা— 'রমণীয়চরণাঃ·····কপূয়চরণাঃ' ইত্যাদি।··উপরন্তু, আকাশাদি ভাবপ্রাপ্তির

৫।১০।৭) ইতি। ইহ চাকাশাদিবৎ নাভিলপ্যতে কর্ম, ফলপ্রদানে প্রবৃত্তস্য স্বর্গোপভোগ্যফলস্যেষ্টাদেঃ কর্মণঃ স্বর্গোপভোগাদেব সমাপ্তত্বাৎ, অনারব্ধস্য চ 'রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণাঃ' ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ, মধ্যে কর্মান্তরাভাবাচ্চ। অত আকাশাদিভাববচনবৎ ব্রীহ্যাদিভাবেন জন্ম-বচনমৌপচারিকম্ ॥৩।১।২৪

উল্লেখ স্থলে যেমন কর্মের উল্লেখ নাই, এখানেও সেইরূপ (ব্রীহি আদিতে জন্মের সাধনরূপী) কোন কর্মেরই উল্লেখ দেখা যায় না। কেননা, প্রথমতঃ যে সমস্ত কর্মের ফল একমাত্র স্বর্গভোগ, ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত সেই যজ্ঞাদি কর্ম তো স্বর্গভোগেই ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহার পরে, যে সমস্ত কর্মের ফল এখনও আরব্ধ হয় নাই, সেই সমস্ত কর্মের কথা, 'রমণীয়চরণাঃ··· কপূয়চরণাঃ', (অতঃপর) এই শ্রুতিতেই বলা হইবে। (এই হেতু বলিতে হয় যে, স্থাবরাদি ভাবে জন্মের কারণরূপী কোন কর্মের উল্লেখ দেখা যায় না।) অতএব, আকাশাদিভাব প্রাপ্ত হইবার কথা যেমন ঔপচারিক বা গৌণার্থবোধক, ব্রীহি আদি ভাবে জন্মের কথাও তদ্রূপই ॥৩।১।২৪

অশুদ্ধমিতি চেন্ন, শব্দাৎ ॥৩।১।২৫

অন্বয়ার্থঃ অশুদ্ধম্—পাপ কার্য (অনুষ্ঠানহেতু); ইতি চেৎ—যদি বলা হয়; ন—তাহা নহে; শব্দাৎ—যেহেতু শ্রুতি হইতে (জানা যায়)।

সরলার্থঃ যদিও প্রত্যবরোহণকারীদিগের স্থাবরাদিরূপে জন্মলাভের হেতুভূত কোন কর্মের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে দৃষ্ট হয় না বটে, তথাপি যজ্ঞাদি কর্মে যখন পশু ও জীবাদির হিংসা করিতে হয় এবং এইরূপ হিংসামাত্রই যখন পাপকর, তখন যজ্ঞাদি কর্মও অশুদ্ধ—পাপমিশ্রিত। তাহার ফলে স্থাবরাদি জন্ম হইতেই পারে। এই অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে—না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, সাক্ষাৎ শ্রুতিই যখন যজ্ঞে হিংসার বিধান করিয়াছেন, তখন যজ্ঞীয় হিংসা কখনই পাপজনক হইতে পারে না। অতএব, যজ্ঞাদিতে হিংসার ফলে স্থাবরাদিভাবে জন্মের কথাও সঙ্গত হয় না।

মূল

নৈতদস্তি—যদন্যাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিশরীরে সংশ্লেষমাত্রম্, ভোক্তৃত্ব-

---

অনুবাদ

পূর্বপক্ষ— (পূর্বসূত্রোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—)
না,—অপর জীবের অধিষ্ঠিত ব্রীহি আদি শরীরে যে

হেত্বভাবাৎ ন ব্রীহ্যাদিভাবেন জন্ম—ইতি; ভোক্তৃত্বহেতুসদ্ভাবাৎ-স্বর্গোপভোগ্যফলং ইষ্টাদিকর্মৈবাশুদ্ধম্—পাপমিশ্রম্, অগ্নীষোমীয়াদি-হিংসাযুক্তত্বাৎ। হিংসা চ 'ন হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানি' (যজু ২।৫।৫) ইতি নিষিদ্ধত্বাৎ পাপমেব।

ন চাত্র পদাহবনীয়াদিবদ্ উৎসর্গাপবাদভাবঃ সম্ভবতি, ভিন্ন-বিষয়ত্বাৎ। অগ্নীষোমীয়-হিংসাবিধিহিংসায়াঃ ক্রতুপকারকত্বং বোধ-য়তি; 'ন হিংস্যাৎ' ইতি তু হিংসায়াঃ প্রত্যবায়ফলত্বম্। অথোচ্যেত —অগ্নীষোমীয়াদিষু বিধিতঃ প্রবৃত্তেঃ ন তদ্বিষয়ং নিষেধবিধিরাস্কন্দতি,

---

(অবরোহণকারী জীবের) সম্বন্ধমাত্র হয়, কিন্তু ব্রীহি আদিভাবে জন্ম হয় না বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে; কারণ, সেখানেও ভোগের হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে,—স্বর্গে যাহার ফল ভোগ করিতে হয়।.....সেই যজ্ঞাদি কর্মমাত্রই অশুদ্ধ অর্থাৎ পাপমিশ্রিত। কারণ, ঐ সমস্ত কর্মই অগ্নীষোমীয়াদি (অগ্নি-দেবতা ও সোমদেবতার উদ্দেশ্যে বলিরূপে প্রদেয়) পশুহিংসাদি যুক্ত। কোন প্রাণীর হিংসা কার্য নিশ্চয় পাপজনক।

(হে প্রতিবাদিগণ!) যদি বলেন, বিষয়ের পার্থক্য থাকায় এখানে (যজ্ঞে পশুবধে), 'উৎসর্গ'১ ও 'অপবাদ'২ নিয়মানুসারে উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে। তদুত্তরে আমরা (পূর্বপক্ষবাদী) বলি যে, এখানে 'উৎসর্গ' ও 'অপবাদ' রূপ নিয়মের প্রয়োগও সম্ভবপর হইতেছে না। (অগ্নীষোমীয় যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে'), এই যে, অগ্নীষোমীয় হিংসাবিধি অর্থাৎ অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশ্যে পশুহিংসাবিষয়ে বিধিসূচক শাস্ত্র, ইহা কেবল যজ্ঞের উপকারকতাই বুঝাইতেছে অর্থাৎ পশুহিংসা যে যজ্ঞের উৎকর্ষ সাধক মাত্র, কেবল তাহাই বুঝাইতেছে। পক্ষান্তরে, 'ন হিংস্যাৎ' (হিংসা করিবে না)—এই শাস্ত্রবাক্য কেবল হিংসার পাপজনকতামাত্রই নির্দেশ করিতেছে। আবার, যদি বলেন, 'অগ্নীষোমীয়াদি হিংসা কার্যে লোকের যে প্রবৃত্তি, তাহা বিধিপর্যায়-যুক্ত। সুতরাং 'ন হিংস্যাৎ' শাস্ত্র কখনও বৈধ প্রবৃত্তির বাধা ঘটাইতে পারে না।

---

১ উৎসর্গ—সাধারণ বিধি। ২ অপবাদ—বিশেষ বিধি, 'ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি'—ইহা সাধারণ বিধি, 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত'—ইহা বিশেষ বিধি। উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বিশেষ বিধিই প্রবল হয়। অতএব, এই প্রবল বিশেষ বিধি অনুসারে যজ্ঞে পশুহিংসা পাপকর নহে এবং এজন্য যজ্ঞ কর্ম অশুদ্ধ নহে।

রাগপ্রাপ্তবিষয়ত্বাৎ তস্যেতি। নৈবম্; ইহাপি রাগপ্রাপ্তেরবিশিষ্টত্বাৎ। "স্বর্গকামো যজেত" (যজুঃ ২।৫।৫) ইত্যেবমাদৌ হি কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া যাগাদ্যুপদেশাৎ যাগাদেঃ স্বর্গাদিসাধনত্বমবগম্য ফলরাগত এব যাগাদৌ প্রবর্ত্ততে। অগ্নীষোমীয়াদিষ্বপি তেষাং ফলসাধনভূতস্য যাগাদেরুপকারকত্বং শাস্ত্রাদবগম্য রাগাদেব প্রবর্ত্ততে। লৌকিক্যামপি হিংসায়াং কেনচিৎ প্রমাণেন হিংসায়াঃ স্বসমীহিত-সাধনত্বমবগম্য রাগাৎ প্রবর্ত্ততে, ইতি ন কশ্চন বিশেষঃ। তথা নিত্যেষ্বপি কর্ম্মসু "সর্ববর্ণানাং স্বধর্মানুষ্ঠানে পরম্ অপরিমিতং সুখম্" (আপস্তম্ব ২।১।২।২) ইত্যাদিবচনাৎ ফলসাধনত্বমবগম্য রাগাদেব প্রবৃত্তিরিতি তেষামপ্যশুদ্ধিযুক্তত্বম্। অত ইষ্টাদীনাং পাপমিশ্রত্বেনাশুদ্ধিযুক্তানাং স্বর্গেঽনুভাব্যং ফলং স্বর্গেঽনুভূয় হিংসাংশস্য ফলং ব্রীহ্যাদিস্থাবরভাবেনানু-

---

কারণ, নিজ অনুরাগজনিত প্রবৃত্তির দ্বারা সম্পাদিত হিংসাই এইরূপ নিষেধের বিষয় (কিন্তু শাস্ত্র-বিধি অনুসারে হিংসা নহে)। তদুত্তরে আমরা (পূর্বপক্ষবাদী) বলি—না, আপনারা এরূপও বলিতে পারে না। কারণ, এখানেও (হিংসায়) অনুরাগের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। কেননা, 'স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে', ইত্যাদি স্থলে সকাম পুরুষের সম্বন্ধেই যজ্ঞাদি বিধির বিধান থাকায়, যজ্ঞাদি কর্মের স্বর্গাদি ফল-সাধনতা অবগত হইয়া লোকে সেই স্বর্গাদি ফলের লোভেই যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'অগ্নীষোমীয়াদি' প্রভৃতি যজ্ঞেও এই সমস্ত যাগের স্বর্গাদি ফলসাধনতা অবগত হইয়া লোক সেই ফলের লোভেই যজ্ঞকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আবার, লৌকিক হিংসাতেও (যাহা শাস্ত্র-অনুমোদিত নহে, এইরূপ হিংসাতেও) লোকে কোন প্রমাণ দ্বারা নিজ অভীষ্ট ফলসিদ্ধি অবগত হইয়া সেই ফললাভের জন্যই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম এবং লৌকিক এই উভয় কর্মেই এ বিষয়ে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। আর নিত্য কর্মসমূহেও 'স্বধর্মানুষ্ঠানে সর্ববর্ণেরই অপরিমিত উত্তম সুখ লাভ হয়' ইত্যাদি বচন হইতে ফলসাধনতা অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে অনুরাগবশতঃই লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং নিত্যকর্মসমূহেরও অশুদ্ধত্ব সমান। অতএব, যজ্ঞাদি কর্মসমূহ পাপমিশ্রিত বলিয়া, সে সমস্ত কর্মের স্বর্গ-ভোগ্য ফল স্বর্গে অনুভব করিয়া, পশ্চাৎ হিংসা-ভাগের ফল যে দুঃখ তাহা, ব্রীহি

ভূয়তে। স্থাবরভাবঞ্চ পাপফলং স্মরন্তি—"শরীরজৈঃ কর্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" (মনু ১২।৯) ইতি। অতো ব্রীহ্যাদিভাবেন ভোগায়ানুশয়িনো জায়ন্ত ইতি চেৎ;

তন্ন; কুতঃ? শব্দাৎ—অগ্নীষোমীয়াদেঃ সংজ্ঞপনস্য স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতুতয়া হিংসাত্বাভাবশব্দাৎ। পশোর্হি সংজ্ঞপননিমিত্তাং স্বর্গলোকপ্রাপ্তিং বদন্তং শব্দমামনন্তি—"হিরণ্যশরীর ঊর্দ্ধঃ স্বর্গং লোকমেতি" ইত্যাদিকম্। অতিশয়িতাভ্যুদয়সাধনভূতো ব্যাপারোঽল্পদুঃখদোঽপি ন হিংসা; প্রত্যুত রক্ষণমেব; তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—"ন বা উ এতন্মিয়সে ন রিষ্যসি দেবান্ ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ। যত্র যন্তি সুকৃতো নাপি দুষ্কৃতস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু" (যজুঃ ২।৬।৯।৪৯) ইতি। চিকিৎসকঞ্চ তাদাত্বিকাল্পদুঃখকারিণমপি রক্ষকমেব বদন্তি, পূজয়ন্তি চ তজ্জ্ঞাঃ ॥৩।১।২৫

প্রভৃতি স্থাবরভাবে অনুভব করিয়া থাকে। স্থাবরাদি জন্ম যে পাপের ফল, তাহা মনুও লিখিয়াছেন—'মনুষ্য, শরীরজ কর্মদোষে (পাপকর্মানুসারে) স্থাবরত্ব (বৃক্ষাদি জন্ম প্রাপ্ত হয়।' অতএব, অনুশয়িগণ কর্মফল ভোগের নিমিত্তই ব্রীহি প্রভৃতিরূপে জন্ম ধারণ করে।

সিদ্ধান্তপক্ষ— (হে পূর্বপক্ষবাদি—) আপনাদের এই অভিমত সঙ্গত হয় না। শাস্ত্রবাক্যই তাহার কারণ—অগ্নীষোমীয়াদি পশুবধে স্বর্গলোক প্রাপ্তির হেতুত্ব নিবন্ধন, অহিংসাত্ববোধক শব্দই কারণ। শ্রুতিও যথাবিধি পশুকে বধের ফলে, তাহার (সেই পশুর) স্বর্গপ্রাপ্তি-প্রতিপাদক শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকেন—'হিরণ্ময় শরীর ধারণপূর্বক ঊর্দ্ধগামী হইয়া স্বর্গলোক লাভ করে', ইত্যাদি। বিশেষতঃ প্রচুরতর সুখ-সম্পত্তির সাধনরূপ যে ব্যাপার (বধ) তাহা যদি অল্প পরিমাণে দুঃখপ্রদও হয়, তথাপি সেই হিংসা পাপজনক হয় না। বরঞ্চ এই হিংসা কার্য পশুর রক্ষাকার্য বলিয়া গণ্য হয়। সেইরূপ মন্ত্রবর্ণও আছে। হন্যমান পশুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—হে পশো, এই প্রকার বধে তুমি মরিতেছ না, তুমি হিংসিতও হইতেছ না; তুমি সুগম পথে দেবভাব প্রাপ্ত হইতেছ; পুণ্যবানেরা যেখানে গমন করেন, পাপীরা গমন করে না, সবিতাদেব তোমাকে সেই স্থান প্রদান করুন।' চিকিৎসকও চিকিৎসাকালে রোগীকে অল্প পরিমাণে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, তথাপি অভিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে রক্ষকই বলেন, এবং সম্মানও করিয়া থাকেন, (কিন্তু দুঃখপ্রদ বলিয়া নিন্দা করেন না)। ৩।১।২৫

রেতঃ সিগ্‌যোগোঽথ ॥৩।১।২৬

অন্বয়ার্থঃ অথ — অতঃপর (চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমনশীল জীব); রেতঃ-সিগ্‌যোগঃ—যে সকল পুরুষ রেতঃ সিক্ করিতে সমর্থ তাহাদিগের শরীরে প্রবেশ করে।

সরলার্থঃ (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

মূল

ইতশ্চ ঔপচারিকং ব্রীহ্যাদি-জন্মবচনম্; ব্রীহ্যাদিভাব-বচনানন্তরম্ "যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্‌ভূয় এব ভবতি" (ছান্দো ৫।১০।৬) ইতি। রেতঃসিগ্‌ভাবোঽনুশয়িনাং শ্রূয়মাণো যথা তদ্‌যোগমাত্রং প্রতিপাদয়তি, তদ্বদ্‌ব্রীহ্যাদিভাবোঽপীত্যর্থঃ ॥৩।১।২৬

অনুবাদ

অনুশয়ীদিগের ব্রীহি আদিরূপে জন্মের কথা যে গৌণার্থক তাহা শ্রুতি-বাক্য হইতেও বুঝা যায়। যথা শ্রুতি—'যে যে রেতঃসেক করে, এবং যে যে অন্ন ভক্ষণ করে (এই অবরোহণকারী ব্রীহি-সংশ্লিষ্ট জীব) বহুলাংশে তদ্রূপই হইয়া থাকে'; এই শ্রুতিতে এই সকল জীবের রেতঃসেককারীদের সহিত যেরূপ সংশ্লেষ বুঝাইতেছে, ব্রীহি আদির সহিত তদ্রূপই সম্বন্ধ বুঝাইতেছে ॥৩।১।২৬

যোনেঃ শরীরম্ ॥৩।১।২৭

অন্বয়ার্থঃ যোনেঃ—স্ত্রীলোকের গর্ভরূপ উৎপত্তিস্থান প্রাপ্তির পর; শরীরম্—মনুষ্যাদি দেহ প্রাপ্তি (হয়)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

যোনিপ্রাপ্তেঃ পশ্চাদেব অনুশয়িনাং শরীরপ্রাপ্তিঃ, তত্রৈব সুখদুঃখোপভোগসম্ভাবাৎ। ততঃ প্রাগাকাশাদিপ্রাপ্তিপ্রভৃতি তদ্‌যোগমাত্রমেবেত্যর্থঃ ॥৩।১।২৭

অনুবাদ

যোনি প্রাপ্তির পরেই অনুশয়ীদিগের দেহ প্রাপ্তি হয়, সেই দেহেই সুখ দুঃখ ভোগের সম্ভাব হইয়া থাকে (তৎপূর্বে নয়)। তাহার পূর্বে আকাশাদিভাব প্রভৃতিতে কেবল সম্বন্ধ হয় মাত্র (ভোগ হয় না) ॥৩।১।২৭

৬- অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

১—সন্ধ্যাধিকরণম্* (সূত্র ১—৬)

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥৩।২।১

অন্বয়ার্থঃ সন্ধ্যে—(জীবের) স্বপ্ন সময়ে ; সৃষ্টিঃ হি—নিশ্চয় (তৎকর্তৃক) সৃষ্টি হয় ; আহ—(যেহেতু শ্রুতি এইরূপ) বলিতেছেন।

সরলার্থঃ শ্রুতিতে যে জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থার সন্ধি সময়ে—স্বপ্নে রথ প্রভৃতির সৃষ্টির কথা আছে, তাহার কর্তা হইতেছে স্বপ্নদর্শী জীব। কারণ, 'সেই জীবই তাহার কর্তা' ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি জীবকেই স্বপ্নে সৃষ্টির কর্তা বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন।

মূল

(পূর্বপক্ষঃ)

এবং কর্মানুরূপ-গমনাগমনজন্মাদিযোগেন জাগ্রতো জীবস্য দুঃখিত্বং স্থাপিতম্* ; ইদানীমস্য স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষ্যতে। স্বপ্নমধিকৃত্য শ্রূয়তে — "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্

অনুবাদ

(পূর্বপক্ষ—সূত্র ৩।২।১ ; ৩।২।২)

ইতিপূর্বে, স্বীয় কর্মানুসারে ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন ও জন্মাদি সম্বন্ধবশতঃ জাগ্রদবস্থাপন্ন জীবেরই দুঃখিতত্ব প্রতিপাদিত হইল। এখন জীবের স্বপ্নাবস্থা বিচারিত হইতেছে—

স্বপ্নাবস্থা অধিকারে এইরূপ শ্রুত হইতেছে যে, "সেখানে রথ নাই, রথযোগ অশ্বাদি নাই এবং পথও নাই ; অথচ রথ অশ্বাদি ও পথসমূহ সৃষ্ট

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

১। বিষয়—স্বপ্নে দৃশ্য বিষয়ের সৃষ্টি, ২। সংশয়—স্বপ্ন-সৃষ্টির কর্তা কি জীব ? না ঈশ্বর ? ৩। পূর্বপক্ষ—জীব যখন স্বপ্ন দর্শনের কর্তা এবং 'স হি কর্তা' বাক্যেও যখন তাহার কর্তৃত্ব বুঝাইতেছে, তখন স্বপ্ন সৃষ্টিতেও জীবেরই কর্তৃত্ব হওয়া উচিত। ৪। উত্তর—না, কারণ বদ্ধ জীবের সে ক্ষমতা থাকিতে পারে না, তাহার স্বপ্ন সৃষ্টিতে কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। ৫। নির্ণয়—অতএব, অপরাপর সৃষ্টির ন্যায় স্বপ্ন-সৃষ্টিও ঈশ্বরেরই কার্য, জীবের নহে।

*—খ্যাপিতম্ — পাঠভেদঃ।

রথযোগান্ পথঃ সৃজতে; ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে; ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে; স হি কর্ত্তা" (বৃহদা ৬।৩।১০) ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিয়ং রথাদিসৃষ্টির্জীবেনৈব ক্রিয়তে? আহোস্বিদীশ্বরেণ ইতি। কিং যুক্তম্? সন্ধ্যে সৃষ্টির্জীবেনেতি। কুতঃ? সন্ধ্যং স্বপ্নস্থানমুচ্যতে, 'সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্' ইতি বচনাৎ। সা তু জীবেনৈব ক্রিয়তে, 'সৃজতে স হি কর্ত্তা' ইত্যাহ হি; স্বপ্নদৃগ্ জীব এব তত্র প্রতীয়তে ॥৩।২।১

হয়; সেখানে আনন্দ নাই, মুদ্ নাই ও প্রমুদ্ নাই, অথচ আনন্দ, মুদ্ ও প্রমুদ্[১] সৃষ্টি করে; সেখানে বেশান্ত (ক্ষুদ্র জলাশয়) নাই, পুষ্করিণী নাই, এবং নদী নাই অথচ বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদীসকল সৃষ্টি করে। সে-ই তাহার সৃষ্টির কর্ত্তা হয়"। ইহাতে সংশয় এই যে, জীবই কি এই রথাদির সৃষ্টির কর্ত্তা? অথবা ঈশ্বর? কোন্‌টি যুক্তিযুক্ত? সন্ধ্যকালীন (স্বপ্নকালীন) সৃষ্টি জীব-কৃতই বটে। কারণ, স্বপ্নাবস্থাকেই সন্ধ্য বলা হইয়া থাকে। যেহেতু, (জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থা অপেক্ষা) 'তৃতীয় স্থান স্বপ্নাবস্থাই সন্ধ্য' এইরূপ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। এই সন্ধ্য-সৃষ্টি জীব কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হয়। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'সৃজতে, স হি কর্ত্তা'। এখানে স্বপ্নদর্শী জীবেরই কর্ত্তৃত্ব প্রতীতি হইতেছে ॥৩।২।১

নির্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥৩।২।২

অন্বয়ার্থঃ একে—কোন কোন বেদশাখীরা (এই জীবকে); নির্মাতারম্—নির্মাণকর্ত্তারূপে (উল্লেখ করিয়াছেন); পুত্রাদয়ঃ চ—পুত্র প্রভৃতি কাম্যবস্তুরও উল্লেখ করিয়াছেন।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

কিঞ্চ, এনং জীবং স্বপ্নে কামানাং নির্মাতারমেকে শাখিনোঽ-

অনুবাদ

আবার, কোন কোন শাখীরা এই জীবকে স্বপ্ন-দৃশ্য কামসমূহের নির্মাতাও বলিয়া থাকেন। যথা—'এই প্রাণ প্রভৃতি সুপ্ত হইলেও যে পুরুষ

---

১ অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে যে প্রীতি তাহার নাম 'আনন্দ'; তাহার প্রাপ্তিতে যে প্রীতি তাহার নাম মুদ্, আর তাহার উপভোগে যে তৃপ্তি তাহার নাম প্রমুদ্।

ধীয়তে "য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" (কঠঃ ২।৫।৮) ইতি। পুত্রাদয়শ্চ তত্র কাম্যমানতয়া কাম-শব্দেন নির্দিশ্যন্তে, নেচ্ছামাত্রম্। পূর্বত্র হি "সর্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব" (কঠঃ ১।১।২৫), "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব" (কঠঃ ১।১।২৩) ইতি পুত্রাদয় এব কামাঃ প্রকৃতাঃ। অতো রথাদীন্ জীবঃ স্বপ্নে সৃজতি; জীবস্য চ সত্যসংকল্পত্বং প্রজাপতিবাক্যে শ্রুতম্; অত উপকরণাদ্যভাবেঽপি সৃষ্টিরুপপদ্যতে ॥৩।২।২

(জীব) বিবিধকাম নির্মাণকরত জাগ্রৎ থাকে' ইতি। পুত্র প্রভৃতিই সেখানে কাম্যমান বা ইচ্ছার বিষয়, এই জন্য তাহারাই 'কাম' শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে, কেবল ইচ্ছামাত্র নহে। কেননা, ইহার পূর্বে 'তুমি ইচ্ছামত সমস্ত কাম বা কাম্য পদার্থ প্রার্থনা কর, শতঞ্জীবী পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি প্রার্থনা কর' ইত্যাদি বাক্যে পুত্র প্রভৃতিই কামরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছে। অতএব, স্বপ্নাবস্থায় জীবই রথাদি সৃষ্টি করে। জীবেরও যে সত্যসঙ্কল্পতা (যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার ক্ষমতা) আছে, তাহা প্রজাপতি-বাক্যে শুনা গিয়াছে। অতএব, সৃষ্টির উপযুক্ত উপকরণ না থাকিলেও (জীবের পক্ষে) এইরূপ সৃষ্টিকার্য উপপন্ন হইতেছে ॥৩।২।২

ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে—

মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥৩।২।৩

অন্বয়ার্থঃ তু—এই শব্দ পূর্বপক্ষ নিবারণ করিতেছে; মায়ামাত্রং—(স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ) কেবল (পরমেশ্বরের) আশ্চর্যজনক সৃষ্টি বা মায়াময়; কার্ৎস্ন্যেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ—যেহেতু দেহবদ্ধ জীবের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্তিরহিত।

সরলার্থঃ সূত্রস্থ 'তু' শব্দ পূর্বপক্ষের নিবৃত্তি-সূচক। স্বপ্নে যে রথাদি সৃষ্টি, তাহা কেবল মায়ামাত্র। অঘটনঘটনপটু ঈশ্বরের মহা আশ্চর্যময় সৃষ্টি; কারণ যথাযথরূপে প্রকাশ না পাওয়াই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহের আশ্চর্যতার জ্ঞাপক। তাদৃশ আশ্চর্য সৃষ্টি মহামায়ী পরমেশ্বরের পক্ষেই সম্ভব হয়, অপরের পক্ষে হয় না।

মূল

(সিদ্ধান্তঃ)

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি, স্বপ্নে রথ-পুষ্করিণ্যাদ্যর্থজাতং

অনুবাদ

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্বপক্ষকৃত পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিবারণ করিতেছে।

মায়ামাত্রং পরমপুরুষসৃষ্টমিত্যর্থঃ। মায়াশব্দো হ্যাশ্চর্যবাচা ; "জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্মিতা" (রামাঃ বালঃ ১।২৭) ইত্যাদিষু তথা দর্শনাৎ। অত্রাপি "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানঃ" (বৃঃ ৬।৩।১০) —সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া ন ভবন্তীত্যর্থঃ। "অথ রথান্ রথ-যোগান্ পথঃ সৃজতে" (বৃঃ ৬।৩।১০) — স্বপ্নদৃগনুভাব্যতয়া তৎকাল-মাত্রাবসানান্ সৃজতে, ইত্যাশ্চর্যরূপত্বমেবাহ। এবংবিধাশ্চর্যরূপা সৃষ্টিঃ সত্যসংকল্পস্য পরমপুরুষস্যৈবোপপদ্যতে, ন জীবস্য ; তস্য সত্যসংকল্পত্বাদিযুক্তস্যাপি সংসারদশায়াং কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপ-ত্বাৎ ন জীবস্য তথাবিধাশ্চর্যসৃষ্টিরূপপদ্যতে। "কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ" (কঠঃ ২।২।৮) ইতি চ পরমপুরুষমেব নির্মাতারমাহ—

"য এষু সুপ্তেষু জাগর্তি।.....
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥"
(কঠঃ ২।২,৮)

স্বপ্নে দৃষ্ট রথ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি পদার্থসমূহ কেবল মায়া—পরম পুরুষ পরমেশ্বরের সৃষ্ট। 'মায়া' শব্দটি নিশ্চয় আশ্চর্যবাচক ; কারণ, 'দেবমায়াই যেন জনকের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন', ইত্যাদি স্থলে ঐরূপ অর্থই দেখা যায়। আর এখানেও, 'যেখানে রথ নাই, রথযোগ অশ্বাদি নাই পথ নাই' কথার অর্থ—উহারা অপর সাধারণ পুরুষের অনুভব-গোচর হয় না। আর 'রথ, রথযোগ ও পথসমূহ সৃষ্টি করে'—এই কথার তাৎপর্য এই যে, কেবল স্বপ্নদর্শীরই অনুভবগোচররূপে শুধু তৎকালের জন্য সৃষ্টি করে। সুতরাং এ কথাও স্বপ্নদৃশ্যবস্তুর যে আশ্চর্যরূপ তাহাই জ্ঞাপন করিতেছে। এবম্বিধ আশ্চর্য সৃষ্টি-কার্য সত্যসঙ্কল্প পরম পুরুষ পরমেশ্বরের পক্ষেই সম্ভবপর হয়, কিন্তু জীবের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না। জীব (দেহবিমুক্ত দশায়) প্রকৃতপক্ষে সত্যসঙ্কল্প হইলেও দেহবদ্ধ সংসারদশায় এই সত্যসংকল্পত্বগুণ সম্পূর্ণরূপে অনভিব্যক্ত থাকায় তাহার পক্ষে এইরূপ আশ্চর্য সৃষ্টি কখনও উপপন্ন হইতে পারে না। আবার, 'পুরুষ নানাবিধ কাম নির্মাণকরতঃ' এই বাক্যেও পরম পুরুষ পরমেশ্বরকেই নির্মাতা বলিতেছেন১। কেননা, 'ইহারা সুপ্ত হইলেও যিনি জাগ্রত থাকেন', 'তিনিই শুক্র (উজ্জ্বল), তিনিই ব্রহ্ম, এবং তিনিই অমৃত বলিয়া কথিত হন। সমস্ত লোক (জগৎ) তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম করে না',

---

১ জীবের কর্মানুসারে ঈশ্বর নিজ ইচ্ছামাত্রেই ঐ সমস্ত সৃষ্টি করেন, অন্য কোন উপাদানের অপেক্ষা করেন না।

ইত্যুপক্রমোপসংহারয়োঃ পরমপুরুষাসাধারণস্বভাবপ্রতীতেঃ। "অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্তঃ সৃজতে, স হি কর্ত্তা" (বৃহদা ৬।৩।১০) ইতি চ তয়া শ্রুত্যৈকার্থ্যাৎ পরমপুরুষমেব কর্ত্তারমাহ ॥৩।২।৩

ইত্যাদি……উপক্রম ও উপসংহার বাক্যেও পরম পুরুষ পরমেশ্বরেরই বিশেষ ধর্মসমূহের প্রতীতি হইতেছে। 'তাহার পর, বেশান্ত (ক্ষুদ্র জলাশয়), পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেন, তিনিই কর্ত্তা', এই শ্রুতিও পূর্ব শ্রুতির সহিত একবাক্যতা-অনুসারে পরম পুরুষেরই স্রষ্টৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ॥৩।২।৩

স্বাভাবিকং চেৎ জীবস্যাপহতপাপ্মত্বাদিকম্, কুতস্তৎ নাভিব্যজ্যতে? ইত্যত আহ—

পুনরায় প্রশ্ন—অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্মই যদি জীবের স্বাভাবিক গুণ হইবে, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ পায় না কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—'পরাভিধ্যানাৎ' ইত্যাদি বাক্য—

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্, ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্যয়ৌ ॥৩।২।৪

অন্বয়ার্থঃ তু—এই শব্দটি আশঙ্কা নিবৃত্তিসূচক। (জীবের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি স্বাভাবিক গুণগণ) পরাভিধ্যানাৎ—পরমেশ্বরের সঙ্কল্পহেতু; তিরোহিতম্—তিরোহিত হইয়া থাকে; ততঃ হি অস্য—তাহারই সঙ্কল্প হইতে এই জীবের; বন্ধ-বিপর্যয়ৌ—বদ্ধাবস্থা এবং মুক্তাবস্থা (হইয়া থাকে)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

তু-শব্দঃ শঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; পরাভিধ্যানাৎ-পরমপুরুষসংকল্পত্বাৎ, অস্য জীবস্য স্বাভাবিকং রূপং তিরোহিতম্; অনাদিকর্মপরম্পরয়া কৃতাপরাধস্য হ্যস্য স্বাভাবিকং কল্যাণরূপং পরমপুরুষস্তিরোধাপয়তি;

অনুবাদ

'তু' শব্দটি সন্দেহ-নিরসনে প্রদত্ত হইয়াছে। পরাভিধ্যানের জন্যই অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশেই জীবের এই স্বাভাবিক রূপটি আচ্ছাদিত থাকে; অর্থাৎ জীবের অনাদি কর্ম পরম্পরাক্রমে কৃতাপরাধের জন্য জীবের এই কল্যাণময় রূপটি পরমেশ্বর অন্তর্হিত করিয়া রাখেন; পরে তাঁহার ইচ্ছানুসারেই এই

ততঃ তৎসংকল্পাদেব হি অস্য জীবস্য বন্ধ-মোক্ষৌ শ্রুতৌ "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি, যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি" (তৈ-আনঃ ৭); "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" (তৈ-আনঃ ৭); "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" (তৈ-আনঃ৮) ইত্যাদিষু ॥৩।২।৪

জীবের বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে। এ কথা শ্রুতিও বলিতেছেন 'এই জীব যখন অদৃশ্য, অনাত্মা, অনিরুক্ত ও অনিলয়ন (অন্যত্র অনাশ্রিত) এই পরব্রহ্মে সর্বভয়-নিবারক প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখনই সে (জীব) অভয় প্রাপ্ত হয়। আর যখন ইহাতে অল্পমাত্রও ভেদবুদ্ধি করে তখন তাহার (এই ভেদদর্শীর) ভয় হইয়া থাকে।' 'ইনিই সকলকে আনন্দিত করেন।' 'ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।' ইত্যাদি ॥৩।২।৪

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥৩।২।৫

অন্বয়ার্থঃ বা—অথবা; দেহযোগাৎ—দেহধারণজনিত; সঃ অপি—এইরূপ আবরণও (হইয়া থাকে)।

সরলার্থঃ (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

মূল

সোঽপি তিরোভাবো দেহযোগদ্বারেণ বা ভবতি; সূক্ষ্মাচিচ্ছক্তিযোগদ্বারেণ বা; সৃষ্টিকালে দেহাবস্থেনাচিদ্বস্তুনা সংযোগাদ্ভবতি, প্রলয়কালে নাম-রূপবিভাগানর্হাতিসূক্ষ্মাচিদ্বস্তুযোগাৎ। অতোঽনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ স্বপ্নে জীবো ন রথাদীন্ সংকল্পমাত্রেণ স্রষ্টুং শক্নোতি। "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" (কঠঃ ২।২।৮)

অনুবাদ

জীবের যে সেই স্বরূপের তিরোভাব তাহা (সৃষ্টিকালে স্থূল) দেহযোগ দ্বারাও হয়, আবার, (প্রলয়কালীন) সূক্ষ্ম জড়শক্তির দ্বারাও হইয়া থাকে। অতএব, স্বাভাবিক রূপ অভিব্যক্ত থাকে না বলিয়াই স্বপ্নাবস্থায় জীব স্বীয় সঙ্কল্পমাত্রে রথাদির সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। আর, 'তাঁহাতেই সমস্ত লোক আশ্রিত আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না', এই যে সকলের

ইতি সর্বেষু সুপ্তেষু জাগরণং সর্বলোকাশ্রয়ত্বম্, ইত্যাদয়ো হি পরমপুরুষস্যৈব সম্ভবন্তি। অতো জীবানামল্পাল্পকর্মানুগুণফলানুভবার্থং তাবন্মাত্রকালাবসানান্ তদেকানুভাব্যানর্থানুৎপাদয়তি।

॥৩।২।৫

স্বপ্নদশায়ও জাগরণ এবং সর্বলোকের আশ্রয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম, তাহাও পরম পুরুষের সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়। অতএব, (বুঝিতে হইবে যে,) জীবগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মানুযায়ী ফলানুভবের নিমিত্তই, স্বপ্নকালমাত্র স্থায়ী এবং কেবল তত্তৎ জীবের অনুভবযোগ্য বিষয়সমূহ (পরমেশ্বরই) সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥৩।২।৫

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩।২।৬

অন্বয়ার্থঃ (স্বপ্ন যে) সূচকঃ চ—শুভাশুভসূচকও; হি—নিশ্চয়; তদ্বিদঃ—স্বপ্নতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ; শ্রুতেঃ আচক্ষতে—শ্রুতিবাক্য হইতে তাহার প্রমাণ দিয়া থাকেন।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

ইতশ্চ স্বাপ্না অর্থা ন জীবসংকল্পপূর্বকাঃ; যতঃ স্বপ্নঃ অভ্যুদয়ানভ্যুদয়য়োঃ সূচকঃ শ্রুতেরবগম্যতে—

"যদা কর্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥"

(ছান্দো ৫।২।৯) ইতি; "অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হন্তি" (ঐ-আঃ ৩।২।৪) ইত্যাদেশ্চ। স্বপ্নাধ্যায়বিদশ্চ স্বপ্নং শুভাশুভয়োঃ সূচকমাচক্ষতে। সূচকত্বঞ্চ স্বসংকল্পায়ত্তস্য নোপপদ্যতে;

অনুবাদ

নিম্নোক্ত কারণেও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থনিচয় জীবের ইচ্ছানুসারে সৃষ্ট নহে। কেননা, "যখন কোন কাম্য কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বপ্নযোগে স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন এই স্বপ্ন দর্শনের ফলে তাহার কর্মে সাফল্য হয় জানিবে।" "স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণকায় পুরুষকে দর্শন করে, তাহা হইলে সেই পুরুষই ইহাকে (এই স্বপ্নদ্রষ্টাকে) বধ করে, অর্থাৎ এইরূপ স্বপ্ন-দ্রষ্টার মৃত্যু সূচনা করে।" ইত্যাদি শ্রুতি-প্রমাণ হইতেও স্বপ্নকে মঙ্গল বা অমঙ্গলের জ্ঞাপক বলিয়া জানা যাইতেছে। স্বপ্নবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণও স্বপ্নকে শুভাশুভের সূচক বলিয়া থাকেন। নিজের সঙ্কল্পায়ত্ত বিষয়ের অশুভ-সূচকতা কখনই সম্ভব হয় না। কারণ,

তথা চাশুভস্যানিষ্টত্বাৎ শুভস্য সূচকমেব সৃষ্ট্বা পশ্যেৎ। অতঃ স্বপ্নে সৃষ্টিরীশ্বরেণৈব কৃতা ॥৩।২।৬

তাহা হইলে অশুভ যখন কাহারও ইষ্ট বা অভিলষিত নহে, তখন লোকে নিশ্চয়ই আপনার কল্যাণসূচক বিষয়ই সঙ্কল্প করিয়া সেইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিত, (অথচ তাহা কেহই কখনও করিতে পারে না।) অতএব, স্বপ্ন-সৃষ্টি নিশ্চয়ই ঈশ্বরকৃত (জীবকৃত নহে) ॥৩।২।৬

১—সন্ধ্যাধিকরণ সমাপ্ত।

২—তদভাবাধিকরণম্* (সূত্র ৭, ৮)

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥৩।২।৭

অন্বয়ার্থ ঃ তদ্ অভাবঃ—স্বপ্নের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থা; নাড়ীষু—নাড়ীর মধ্যে; আত্মনি চ—এবং আত্মাতেও (মিলিত হয়); তৎ শ্রুতেঃ—যেহেতু এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে।

সরলার্থ ঃ এখন, সুষুপ্তি-অবস্থা পরীক্ষা হইতেছে—স্বপ্নের-অভাব, সুষুপ্তি-অবস্থা নাড়ীতে ও আত্মাতেও (ব্রহ্মেও) হয়; কারণ, তৎবোধক শ্রুতি রহিয়াছে। যথা—'তখন, (সুষুপ্তি সময়ে) এই সমস্ত নাড়ীতে মিলিত হয়', এবং 'হে সোম্য, জীব তখন (সুষুপ্তি সময়ে) এই সমস্ত নাড়ীতে মিলিত হয়', ইত্যাদি।

মূল

(পূর্বপক্ষঃ)

ইদানীং সুষুপ্তিস্থানং পরীক্ষ্যতে। ইদমাম্নায়তে—"তদ্ যত্রৈতৎ

অনুবাদ

এবার সুষুপ্তি অবস্থা আলোচিত হইতেছে। এইরূপ পঠিত আছে যে,

---

*অধিকরণ তাৎপর্য—

১। বিষয়—জীবের সুষুপ্তি স্থান নির্ণয়। ২। সংশয়—নাড়ী, পুরীতৎ ও আত্মা (ব্রহ্ম) এই তিনটির মধ্যে এক একটিই কি সুষুপ্তির স্থান? অথবা তিনটিই সুষুপ্তির তুল্য স্থান? ৩। পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন তিনটির উল্লেখ আছে এবং এক একটিকে যখন সুষুপ্তি স্থান বলিলে সঙ্গত হয়, তখন প্রত্যেক সুষুপ্তিতে তিনটিরই সমুচ্চয় অনাবশ্যক। ৪। উত্তর—না, এই সুষুপ্তি স্থানের বিকল্প হইতে পারে না, কারণ, শ্রুতি যখন তিনটিকেই সুষুপ্তি স্থান বলিয়াছেন তখন তিনটিরই সমুচ্চয় বলিতে হইবে। ৫। অতএব, নাড়ীতে সুষুপ্তি আরম্ভ, পুরীতৎ সুষুপ্তির মধ্যমস্থান এবং ব্রহ্মই তাহার পরিসমাপ্তির স্থান।

সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন* বিজানাতি, আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি" (ছান্দো ৮।৬।৩) ইতি ; তথা "অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে (বৃহদা ২।১।১৯) ইতি ; তথা "যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি" (ছান্দো ৬।৮।১) ইতি। এবং নাড্যঃ পুরীতৎ ব্রহ্ম চ সুষুপ্তিস্থানত্বেন শ্রূয়ন্তে। কিমেষাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বেতি বিশয়ে নিরপেক্ষত্বপ্রতীতেঃ যুগপদনেকস্থানবৃত্ত্যসম্ভবাচ্চ বিকল্পঃ ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

পূর্বপক্ষ—সুষুপ্তি স্থান সম্বন্ধে বিকল্প

"এই সমস্ত জীব যে সময় ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বর্জিত হইয়া এবং সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করিয়া কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই সমস্ত নাড়ীতে সংশ্লিষ্ট হয়", এইরূপ "অতঃপর, যখন সুপ্ত হয়, তখন কাহারো সম্বন্ধে কিছু জানে না। তখন 'হিতা' নামক যে, বাহাত্তর হাজার নাড়ী হৃদয় হইতে 'পুরীতৎ' অভিমুখে চলিয়াছে, সেই সমস্ত নাড়ীর সহিত মিলিত হইয়া 'পুরীততে' শয়ন বা অবস্থান করে"। সেইরূপ, "পুরুষ যে সময় এইরূপে 'স্বপিতি' অর্থাৎ সুপ্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, হে সোম্য, তখন সৎ ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হয়" ইত্যাদি। এইরূপে, নাড়ীসমূহ, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম সুষুপ্তি স্থানরূপে শ্রুত হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এই সুষুপ্তির জন্য এই স্থানত্রয় কি বিকল্প? অথবা সমুচ্চয়? এইরূপ সংশয় স্থলে মনে হয় যে, (স্থানত্রয়ের মধ্যে যখন) পরস্পরের মধ্যে অপেক্ষাপেক্ষিভাব প্রতীতি হইতেছে না এবং একই সময়ে যখন তিন স্থানে অবস্থান করাও সম্ভব হইতেছে না, তখন বিকল্পপক্ষই যুক্তিযুক্ত।১

---

*—কোন কোন গ্রন্থে 'কঞ্চন' শব্দটি নাই — পাঠভেদঃ।

১ তাৎপর্য—শ্রুতিতে সুষুপ্তির স্থান বলিয়া সাধারণতঃ এই তিনেরই উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে 'পুরীতৎ' নামক নাড়ীর কিছুটা অংশ ত্বক্‌সংযুক্ত এবং কিছুটা অংশ ত্বক্‌হীন। মন যতক্ষণ ত্বক্-সম্বলিত অংশে থাকে, ততক্ষণ তাহার অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে, ত্বক্‌হীন অংশে গমনের পরে তাহার আর সে অনুভব থাকে না। এখন বিকল্প পক্ষে বলিতে হইবে যে, কখনও বা নাড়ীতে সুষুপ্তি হয়, কখনও বা পুরীততে হয়, আবার কখনও বা আত্মাতে হয়। পক্ষান্তরে, সমুচ্চয় পক্ষে বলিতে হইবে যে, নাড়ীতে সুষুপ্তির প্রারম্ভ পুরীততে তাহার পুষ্টি এবং আত্মাতে তাহার পর্যবসান হয়। এই বিষয় সমাধান করিতেছেন, এই সূত্রটি।

(সিদ্ধান্তঃ)

তদভাবঃ—ইতি। তদভাবঃ—স্বপ্নাভাবঃ—সুষুপ্তিঃ নাড়ীষু পুরীততি আত্মনি চ ভবতি, এষাং* স্থানানাং সমচ্চয় ইত্যর্থঃ। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ ত্রয়াণাং স্থানত্বশ্রুতেঃ। ন চ কার্যভেদেন সমুচ্চয়ে সম্ভবতি পাক্ষিক-বাধগর্ভো বিকল্পো ন্যায্যঃ। সম্ভবতি চ—প্রাসাদ-খট্বা-পর্যঙ্কবৎ নাড্যাদীনাং কার্যভেদঃ। তত্র নাড়ী-পুরীততৌ প্রাসাদ-খট্বাস্থানীয়ৌ; ব্রহ্ম তু পর্যঙ্কস্থানীয়ম্। অতো ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থানম্ ॥৩।২।৭

সিদ্ধান্ত

এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে—'তদভাব'। 'তদভাব' মানে—স্বপ্নের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি—ইত্যাদি সূত্র। এই সুষুপ্তি অবস্থা যথাক্রমে নাড়ী-সমূহে, পুরীততে এবং আত্মাতেও (ব্রহ্মে) সম্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার সহিত এই স্থানত্রয়েরই সমুচ্চয় অর্থাৎ তুল্যসম্বন্ধ কিন্তু বিকল্প নহে। কারণ, তদনুকূল শ্রুতি রহিয়াছে। অর্থাৎ এ তিনটিরই সুষুপ্তিস্থানত্ব পক্ষে শ্রুতি আছে। বিভিন্ন কার্যানুসারে সমুচ্চয়ের সম্ভব হইলেও বিকল্প কল্পনা করা অনুচিত। এই বিকল্প নিশ্চয়ে, যখন একটিকে সুষুপ্তিস্থান বলিয়া ধরা হয় তখন অপর দুইটির সুষুপ্তিস্থানত্ব বাধিত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ প্রাসাদ, খট্টা ও পর্যঙ্কের ন্যায় এখানেও কার্যগত প্রভেদ হইতে পারে। তন্মধ্যে, নাড়ী ও 'পুরীতৎ'—এই দুইটি স্থান প্রাসাদ ও খট্টা স্থানীয়, আর আত্মা বা ব্রহ্ম পর্যঙ্ক (শয্যা) স্থানীয়। অতএব, ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুষুপ্তিস্থান, (প্রত্যেকে নহে) ॥৩।২।৭

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥৩।২।৮

অন্বয়ার্থঃ অতঃ—এইজন্য; অস্মাৎ—এই ব্রহ্ম হইতে; প্রবোধঃ—(জীবাত্মার) জাগরণ (শ্রুতিতে দেখা যায়)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

যতো ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থানম্; অতোঽস্মাৎ—ব্রহ্মণ এষাং

অনুবাদ

যেহেতু, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মই সুষুপ্তির স্থান বা আশ্রয়, সেইজন্য

---

*—তেষাম্—পাঠভেদঃ।

জীবানাং প্রবোধঃ শ্রূয়মাণ উপপদ্যতে—"সত আগম্য* ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে" (ছান্দো ৬।১০।২) ইত্যাদিষু ॥৩।২।৮

"(জীবগণ) 'সৎ-ব্রহ্ম' হইতে আসিয়া বুঝিতে পারে না যে, আমরা 'সৎ' হইতে আগমন করিতেছি" ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রূয়মাণ ব্রহ্ম হইতে এই জীবগণের প্রবোধ বা জাগরণও উপপন্ন হইতেছে ॥৩।২।৮

২—তদভাবাধিকরণ সমাপ্ত।

৩—কর্মানুস্মৃতি-শব্দবিধ্যধিকরণম্ (সূত্র ৯)

স এব তু কর্মানুস্মৃতি-শব্দবিধিভ্যঃ ॥৩।২।৯

অন্বয়ার্থ : তু—উপরন্তু ; সঃ এব—এই সুষুপ্ত পুরুষই (যে জাগ্রত হইলে ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হয় তাহা) ; কর্ম-অনুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ—কর্মফল ভোগ, আমি সুপ্ত ছিলাম এইরূপ স্মরণ, শ্রুতিবাক্য এবং শাস্ত্রীয় উপদেশ হইতে প্রতিপন্ন হয়।

সরলার্থ : এই সুষুপ্ত ব্যক্তিই প্রবোধ সময়ে পুনরায় উত্থিত হয়। কারণ, প্রথমতঃ সুষুপ্ত ব্যক্তিকেই পূর্বানুষ্ঠিত নিজ কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সুষুপ্তিভঙ্গের পরেও 'আমি সেই লোকই বটে' এইরূপ পূর্বস্মৃতি থাকে। তৃতীয়তঃ সুষুপ্তির পূর্বে যাহা থাকে, পরেও তাহাই হয়।

মূল

কিং সুষুপ্ত এব প্রবোধসময়ে উত্তিষ্ঠতি, উতান্যঃ ? ইতি সংশয়ে

অনুবাদ

প্রবোধ সময়ে — সুষুপ্তি ভঙ্গের পরে সুষুপ্ত জীবই কি ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হয় ? অথবা অপর জীব ? এইরূপ সংশয়ে মনে হয় যে সুষুপ্ত

---

*—আগত্য — পাঠভেদঃ।

১ অধিকরণ তাৎপর্য—

(১) বিষয়—সুষুপ্তির স্থান ; (২) সংশয়—যে জীব সুপ্ত হয়, জাগরণের সময় সেই জীবই কি উত্থিত হয়—না অন্য জীব ? (৩) পূর্বপক্ষ—সুষুপ্তির সময় জীব যখন ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং যখন পূর্ব শরীরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই জীবই যে পুনরুত্থিত হয় এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, সুষুপ্ত এই জীবের ব্রহ্মজ্ঞান না থাকায় তাহার মুক্তি হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণেও বলিতে হয় যে, সুষুপ্ত জীবই পুনরুত্থিত হইয়া থাকে, অপরে নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব, সুষুপ্তির পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী জীব একই বটে, ভিন্ন নহে।

অস্য সকলোপাধিবিনির্মুক্তস্য ব্রহ্মণি সম্পন্নস্য মুক্তাদবিলক্ষণত্বেন প্রাচীনশরীরেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধাভাবাদন্যঃ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

(সিদ্ধান্তঃ)

স এব তু—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। স এবোত্তিষ্ঠতি; কুতঃ? কর্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ। কর্ম তাবৎ—সুষুপ্তেন পূর্বকৃতং পুণ্যপাপরূপং তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রাক্ তেনৈব ভোক্তব্যম্। অনুস্মৃতিরপি—য এবাহং সুপ্তঃ, স এব প্রবুদ্ধোঽস্মীতি। শব্দোঽপি—সুষুপ্ত-প্রবুদ্ধঃ স এবেতি দর্শয়তি—"তে ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ভবন্তি তথা ভবন্তি" (ছান্দো ৬।১০।২) ইতি। বিধয়শ্চ মোক্ষার্থাঃ সুষুপ্তস্য মুক্তত্বেঽনর্থকাঃ স্যুঃ। ন চাসৌ সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত আবির্ভূতস্বরূপঃ—

পূর্বপক্ষ—সুষুপ্তিভঙ্গে অন্য জীবের উত্থান

জীব যখন সর্বপ্রকার উপাধিরহিত এবং ব্রহ্মেতে বিলীন থাকে, বিশেষতঃ মুক্ত পুরুষের সহিত যখন তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্যও থাকে না—পূর্বতন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধও থাকে না, তখন (মনে হয় যে) অন্য জীবই উত্থিত হয়। এইরূপ সম্ভাবনায় (সূত্রে) বলা হইতেছে—'স এব তু' ইত্যাদি।

সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্বপক্ষের নিবৃত্তিসূচক। সেই সুপ্ত জীবই উত্থিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আসে। কর্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ এবং বিধিই তাহার কারণ। তন্মধ্যে কর্ম এই যে, যেহেতু সুপ্ত ব্যক্তির তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, সেজন্য তাহার পূর্বকৃত পুণ্য ও পাপকর্মের ফল তাহাকে উপভোগ করিতেই হইবে। তাহার পর, অনুস্মৃতি—'যে আমি সুপ্ত ছিলাম, সেই আমিই জাগরিত হইয়াছি' এই স্মৃতি। শব্দ বা শ্রুতিবাক্যও ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে। যথা—"যেহেতু তাহারা (সুপ্ত জীবগণ) এখানে (জাগ্রৎ অবস্থায়) ব্যাঘ্র বা সিংহ, বৃক (ব্যাঘ্রবিশেষ) বা বরাহ, কীট বা পতঙ্গ, ডাঁশ বা মশক—যে যাহা থাকে (সুষুপ্তি ভঙ্গের পরেও) তাহারা তাহাই হইয়া থাকে", এই বাক্যে বুঝা যায় যে, সুষুপ্ত ও প্রবুদ্ধ জীব একই, পৃথক্ নহে। পুনরায়, সুষুপ্তিতেই যদি মুক্তি হইত তাহা হইলে মোক্ষবিধায়ক শাস্ত্রেরও কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না। আর, এই সুষুপ্ত ব্যক্তি যে সর্বপ্রকার উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া আবির্ভূত-স্বরূপ (সচ্চিদানন্দ স্বরূপে

সিদ্ধান্ত—সুষুপ্তের উত্থান—

"তদ্ যত্রৈতৎ সুষুপ্তঃ" (ছা ৮।৬।৩) ইতি সুষুপ্তং প্রকৃত্য "নাহ খল্বয়-মেবং সম্প্রত্যাত্মানাং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি" (ছান্দো ৮।১১।২) ইতি বচনাৎ। মুক্তস্য চ "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে" (ছান্দো ৮।৩।৪) "স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" (ছান্দো ৮।১২।৩); "স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছান্দো ৭।২৫।২); "সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ" (ছান্দো ৭।২৬।২) ইতি সর্বজ্ঞত্বাদি শ্রূয়তে। অতঃ সুষুপ্তঃ সংসরন্নেব আয়ত্তসর্বকরণো জ্ঞানভোগাদ্যশক্তো বিশ্রমস্থানং পরমাত্মানমুপ-সম্পদ্যাশ্বস্তঃ পুনর্ভোগায়োত্তিষ্ঠতি ॥৩।২।৯

প্রকাশ পায়) তাহাও নহে; কারণ, সুষুপ্ত জীবের সুষুপ্তির উপক্রমে, "জীব যে সময়ে এইরূপে সুষুপ্ত হয়"—শ্রুতি এই কথা বলিয়া পরে বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি এই জীব "আমি এই প্রকার—এইরূপে আপনাকে নিশ্চয় করিয়া জানিতেছে না, দৃশ্যমান ভূতসমূহকেও জানিতেছে না এবং যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে; আমি এ অবস্থায় ভোগযোগ্য কিছুই দেখিতেছি না", ইত্যাদি এইরূপ শ্রুতিপ্রমাণও রহিয়াছে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্ত জীবই পুনর্বার উত্থিত হয়, অন্যে নহে। পুনরায়, মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে "পরজ্যোতিকে (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন"; "সেই মুক্তপুরুষ (সেই অবস্থায়) ভক্ষণ, ক্রীড়া ও রমণকরতঃ বিচরণ করেন"; "তিনি স্বরাট্ হন, সর্বজগতে তিনি কামচার হন, অর্থাৎ নিজ কামনানুসারে আচরণ করেন—স্বতন্ত্র হন"; "তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি সর্ববিষয় দর্শন করেন এবং সর্বপ্রকারে সর্ববিষয় প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি বাক্যে বিভিন্ন ব্যাপার এবং সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম-সমূহও শ্রুত হইতেছে। অতএব (বুঝিতে হইবে যে) সুষুপ্ত ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াই (মুক্ত না হইয়াই) ইন্দ্রিয়ঘটিত সমস্ত ব্যাপারবিরহিত হওয়ায় বিষয়ের উপলব্ধি ও ভোগাদি কার্যে অসমর্থ থাকিয়া বিশ্রামস্থলী পরমাত্মাকে লাভ করিয়া সুস্থ হয় এবং ভোগের জন্য (সুষুপ্তির অন্তে) পুনশ্চ তাহাকে উত্থিত হইতে হয় ॥৩।২।৯

৩—কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধি-অধিকরণ সমাপ্ত।

৪—মুগ্ধাধিকরণম্* (সূত্র ১০)

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩।২।১০

অন্বয়ার্থঃ মুগ্ধে — মূর্ছিত অবস্থায় ; অর্দ্ধসম্পত্তিঃ — মরণের অর্দ্ধেক অবস্থা ; পরিশেষাৎ — যেহেতু ইহা জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার অতিরিক্ত।

সরলার্থঃ মূর্ছিত (মুগ্ধ) পুরুষের যে অবস্থা তাহা জাগরণাদি অবস্থার অতিরিক্ত মরণের আধাআধি অবস্থা (জাগরণ অবস্থা হইতে ইহার বৈলক্ষণ্য আছে)।

মূল

মুগ্ধমধিকৃত্য চিন্ত্যতে— কিমিয়ং মূর্চ্ছা সুষুপ্ত্যাদিষন্যতমাবস্থা,† উতাবস্থান্তরম্ ? ইতি বিশয়ে সুষুপ্ত্যাদীনামন্যতমাবস্থায়ামেব মূর্চ্ছা-প্রসিদ্ধ্যুপপত্তেরবস্থান্তরকল্পনে প্রমাণাভাবাদন্যতমাবস্থা ; ইতি প্রাপ্তে— উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ]

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ — ইতি। মুগ্ধে পুরুষে যা তস্যাবস্থা, সা

অনুবাদ

এখন মুগ্ধ (মূর্ছিত) পুরুষকে অবলম্বন করিয়া চিন্তা করা হইতেছে। এই মূর্ছা কি সুষুপ্তি প্রভৃতিরই অন্যতম অবস্থা, অথবা একটি পৃথক্ অন্য অবস্থা ? এইরূপ সংশয়ে বলা হইতেছে যে, সুষুপ্তি প্রভৃতি কোন একটি অবস্থার মধ্যেই যখন মূর্ছায় অন্তর্ভাব হইতে পারে, অথচ উহার অন্য পৃথক্ অবস্থা কল্পনার পক্ষে যখন কোন প্রমাণ নাই তখন উহা সুষুপ্তি প্রভৃতির অন্যতম অবস্থা। (পূর্বপক্ষের) এইরূপ প্রস্তাবের সম্ভাবনায় কথিত হইতেছে —'মুগ্ধে অর্দ্ধসম্পত্তিঃ'।

(সিদ্ধান্ত)—মূর্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা, তাহা 'মরণেরই অর্দ্ধসম্পত্তি'।

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—মূর্ছা অবস্থা (২) সংশয় — মূর্ছা কি সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থারই অন্তর্গত ? অথবা স্বতন্ত্র অবস্থা ? (৩) পূর্বপক্ষ—মূর্ছা যখন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার মধ্যেই অন্তর্ভূত হইতে পারে তখন তাহার স্বতন্ত্র অবস্থা অনাবশ্যক (৪) উত্তর—না, নিমিত্তের এবং আকারাদির বৈলক্ষণ্য থাকায় মূর্ছা সুষুপ্তির অন্তর্গত হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—মূর্ছা মরণেরই অর্দ্ধ সম্পত্তি মাত্র।

† সুষুপ্ত্যান্যতমাবস্থা — পাঠভেদঃ।

মরণায়ার্ধসম্পত্তিঃ। কুতঃ? পরিশেষাৎ। ন তাবৎ স্বপ্ন-জাগরৌ, জ্ঞানাভাবাৎ; নিমিত্ত-বৈরূপ্যাদাকারবৈরূপ্যাচ্চ ন সুষুপ্তি-মরণে। নিমিত্তং হি মূর্চ্ছায়া অভিঘাতাদিঃ। পারিশেষ্যাৎ মরণায়ার্ধসম্পত্তি-মূর্চ্ছা। মরণং হি সর্বপ্রাণদেহসম্বন্ধোপরতিঃ; সূক্ষ্মপ্রাণদেহসম্বন্ধাব-স্থিতির্মূর্চ্ছা ॥৩।২।১০

অর্থাৎ মরণেরই অর্দ্ধাবস্থা। পরিশেষই১ তাহার কারণ। অর্থাৎ সুষুপ্তি প্রভৃতির অন্তর্ভূত না হওয়াই তাহার কারণ। মুগ্ধাবস্থায় জ্ঞান থাকে না; সুতরাং ইহা স্বপ্ন বা জাগরণ অবস্থা নহে। মূর্চ্ছার নিমিত্তের পার্থক্য এবং মূর্চ্ছার আকারের পার্থক্য হেতুও উহা সুষুপ্তি বা মরণাবস্থা নহে, যেহেতু, মূর্চ্ছার নিমিত্ত হইতেছে, আঘাত প্রভৃতি (সুষুপ্তির নিমিত্ত তাহা নহে)। উক্ত অবস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় মূর্চ্ছা-অবস্থাটি মরণের অর্দ্ধসম্পত্তি ॥৩।২।১০

৪—মুগ্ধাধিকরণ সমাপ্ত।

৫—উভয়লিঙ্গাধিকরণম্* (সূত্র ১১—২৫)

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ॥৩।২।১১

অন্বয়ার্থঃ স্থানতঃ অপি—ব্রহ্ম জীবের আশ্রয়স্থল হইলেও; ন—(জীবের দোষ-সমূহ তাহাকে স্পর্শ) করে না; পরস্য—পরমব্রহ্মের; উভয়লিঙ্গং—হেয়গুণরাহিত্য এবং অখিলকল্যাণগুণত্ব—এই দুটী বিশেষ লক্ষণ; সর্বত্র হি—সকল অবস্থাতেই নিশ্চয়ই (বিরাজমান)।

সরলার্থঃ জাগরণাদি অবস্থার সহিত সম্বন্ধবশতঃ পরমব্রহ্মের কোন প্রকার দোষস্পর্শ হয় না; কারণ, সর্বত্র—শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে তাহার 'উভয়লিঙ্গত্ব' সমস্ত হেয় গুণের অভাব (নির্গুণভাব) এবং সমস্ত কল্যাণ গুণের পরিপূর্ণত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার পক্ষে দোষাশঙ্কা হইতেই পারে না।

---

১ পরিশেষ—যে সকল বিষয়ের প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে সে সমুদয়ের মধ্যে অপরগুলি নিবারিত হইয়া গেলে অবশিষ্ট বিষয়ের যে প্রতীতি সম্ভাবনা, তাহাকেই বলে 'পরিশেষ'।

*** অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—জাগরণাদি অবস্থায় জীবের অন্তর্যামী পরমেশ্বর। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত অবস্থাজনিত দোষসকল জীবের ন্যায় পরমেশ্বরেও সঙ্ঘটিত হয় কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—ঐ সকল অবস্থার সহিতই যখন অন্তর্যামিরূপে পরমাত্মার সম্বন্ধ তখন তিনি নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত অবস্থাগত দোষের সহিত সম্বদ্ধ, (৪) সিদ্ধান্ত—না পরমেশ্বরে ঐ সমস্ত দোষ সম্ভবপর হয় না। কারণ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র পরমেশ্বরকে উভয়লিঙ্গ—সগুণ ও নির্গুণ (প্রাকৃত গুণদোষরহিত) বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। (৫) পরমেশ্বর কখনই জীবের ন্যায় দোষদুষ্ট হইতে পারেন না।

মূল

দোষদর্শনাৎ বৈরাগ্যোদয়ায় জীবস্যাবস্থাবিশেষা নিরূপিতাঃ; ইদানীং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-তৃষ্ণাজননায় প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণো নির্দোষত্ব-কল্যাণ-গুণাত্মকত্বপ্রতিপাদনায়ারভতে।

তত্র জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-মূর্চ্ছ্যুৎক্রান্তিষু স্থানেষু তত্তৎস্থানপ্রযুক্তা জীবস্য যে দোষাঃ; তে তদন্তর্যামিণঃ পরস্য ব্রহ্মণোঽপি তত্র তত্রাবস্থিতস্য সন্তি, নেতি বিচার্যতে। কিং যুক্তম্? সন্তীতি। কুতঃ? তত্তদবস্থ-শরীরেঽবস্থানাৎ।

ননু "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন, বৈশেষ্যাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ১।২।৮); "স্থিত্যদনাভ্যাং চ" (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।৬) ইত্যাদিষু পরস্যাকর্মবশ্যত্বেন দোষাভাব উক্তঃ, তৎ কথমকর্মবশ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণস্তত্তৎস্থান-সম্বন্ধাৎ দোষ উচ্যতে? ইত্থমুচ্যতে—কর্মাণ্যপি দেহসম্বন্ধমাপাদয়ন্ত্যপুরুষার্থ-

---

অনুবাদ

অবস্থাগত দোষদর্শনে বৈরাগ্য সঞ্চার হইতে পারে; এই জন্য জীবের সুষুপ্তি আদি বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি নিরূপিত হইয়াছে। এখন, ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে লোকের অভিলাষ উৎপাদনের জন্য ব্রহ্মের নির্দোষত্ব এবং নিখিল কল্যাণগুণাকরত্ব নিরূপণ হইতেছে (পরবর্ত্তী কয়েকটি সূত্রে)।

তন্মধ্যে, জাগরণ, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও উৎক্রমণ—এই সকল অবস্থার সহিত সম্বন্ধবশতঃ জীবের যে সমস্ত দোষ উপস্থিত হয় সেই সেই স্থানে অন্তর্যামীরূপে অবস্থানের জন্য পরব্রহ্ম সেই সেই দোষে দুষ্ট হইতে পারেন না, তাহাই এখন বিচারিত হইতেছে। কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত?

(পূর্বপক্ষ—) (এই সমস্ত দোষে) পরমব্রহ্ম দুষ্ট হইয়া থাকেন। কারণ, তিনি সেই সেই অবস্থাপন্ন জীবের শরীরে অবস্থান করেন।

(এ বিষয়ে প্রতিবাদীর উক্তি—) ইতিপূর্বে, 'সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ ইতি চেৎ ন বৈশেষ্যাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।২।৮) এবং 'স্থিত্যদনাভ্যাং চ' (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৬) ইত্যাদি সূত্রে পরমব্রহ্ম কর্মের অধীন নহেন বলিয়া তাঁহার দোষাভাব কথিত হইয়াছে। এখন আবার, কর্মের অ-বশ্য সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই স্থানের সম্বন্ধবশতঃ দোষের আশঙ্কা করিবার হেতু কি হইতে পারে? (পুনরায় পূর্বপক্ষ—) দেহসম্বন্ধ (জন্ম) সমুৎপাদন করে বলিয়া, (দেহকৃত) কর্মসমূহও প্রকৃত পুরুষার্থের সাধক

জননানি ভবন্তি, ইতি "দেহযোগাদ্বা" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৫) ইত্যত্রোক্তম্; তচ্চ দেহসম্বন্ধস্যাপুরুষার্থত্বেন ভবতি; ইতরথা কর্মাণ্যেব দুঃখং জনয়িষ্যন্তি, কিং দেহসম্বন্ধেন? অতোঽকর্মবশ্যত্বে সত্যপি নানাবিধাশুচিদেহ-সম্বন্ধোঽপুরুষার্থ এব; অতস্তন্নিয়মনার্থং স্বেচ্ছয়া তৎপ্রবেশেঽপ্যপুরুষার্থসম্বন্ধোঽবর্জনীয়ঃ; পূয়শোণিতাদিমজ্জনং হি স্বেচ্ছাকারিতমপ্যপুরুষার্থ এব। অতো যদ্যপি জগদেককারণং সর্বজ্ঞত্বাদিকল্যাণগুণাকরং চ ব্রহ্ম, তথাপি "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্", "য আত্মনি তিষ্ঠন্", "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্", "যঃ রেতসি তিষ্ঠন" (বৃহদা মাধ্য ৫।৭।৩,২২, ১৮,২৩) ইত্যাদিবচনাৎ তত্রতত্রাবস্থিতস্য তত্তৎসম্বন্ধরূপাপুরুষার্থাঃ সন্তি—ইতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

হয় না। এই তাৎপর্যই 'দেহযোগাদ্ বা সোঽপি' (ব্রঃসূঃ ৩।২।৫) সূত্রে কথিত হইয়াছে। দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ করাটিই পুরুষার্থ নহে, পরন্তু এই দেহ-সম্বন্ধ অপুরুষার্থই হইয়া থাকে। নচেৎ, কর্মসমূহই যদি দুঃখ সমুৎপাদনে সমর্থ হয়, তবে আর (অপবিত্র) দেহ-সম্বন্ধের১ আবশ্যকতা কি? অতএব, (বুঝিতে হইবে যে,) পরব্রহ্ম স্বকৃত কর্মের বশ্য বা অধীন না হইলেও বিবিধ অশুচি-দেহের১ সহিত সম্বন্ধ লাভ করা কখনই তাহার পুরুষার্থ হইতে পারে না—তাহা নিশ্চয়ই অপুরুষার্থ হয়। অতএব, জীব-দেহের পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছায় সেই দেহে প্রবেশ করিলেও অন্তর্যামী ঈশ্বরের বিষয়েও অপুরুষার্থ বা দুঃখসম্বন্ধ অনিবার্য। কেননা শুক্র শোণিতাদির মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক প্রবেশ করিলেও তাহা পুরুষার্থ বা পুরুষের প্রার্থনীয় হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম যদিও জগতে একমাত্র কারণ, এবং সর্বজ্ঞত্বাদি কল্যাণগুণগণের আকর হইতে পারেন বটে, তথাপি, 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করতঃ' 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করতঃ', 'যিনি চক্ষুতে অবস্থান করতঃ', 'যিনি শুক্রের মধ্যে অবস্থান করতঃ', ইত্যাদি বচনানুসারে তত্তৎস্থানে অবস্থিত হওয়ায়, (অন্তর্যামী পরব্রহ্ম) তত্তৎস্থানসম্বন্ধরূপ দোষসমূহ নিশ্চয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে।

---

১ দেহমাত্রেই অশুচি—পাতঞ্জল দর্শনাদি শাস্ত্র বলিতেছেন — পাঞ্চভৌতিক দেহমাত্রেই অশুচি যে তাহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, দেহের বিভিন্ন স্থান যথা, জরায়ু, শুক্র, শোণিত অস্থি—এ সমস্তই অশুচি; সর্বদা নানা ছিদ্র পথে ক্লেদ বহির্গমন হয়, মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা উহার শৌচ সম্পাদন করিতে হয়। যাঁহারা পবিত্রতা বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা দেহমাত্রেরই অপবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

(সিদ্ধান্তঃ)

ন স্থানতোঽপি পরস্য ইতি। ন পৃথিব্যাদ্যাত্মাদিস্থানতোঽপি পরস্য ব্রহ্মণোঽপুরুষার্থগন্ধঃ সম্ভবতি। কুতঃ? উভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি—যতঃ সর্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গং উভয়লক্ষণমভিধীয়তে—নিরস্তনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ। "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" (ছান্দো ৮।১।৫)।

"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাৎ ধৃতভূতসর্গঃ।"
"তেজোবলৈশ্বর্যমহাববোধ-সুবীর্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে॥"
(বি-পুঃ ৬।৫।৮৪,৮৫)

"সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্॥" (বি-পুঃ ১।২২।৫৩)
ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ উভয়লক্ষণং হি ব্রহ্মাবগতম্॥৩।২।১১

(সিদ্ধান্ত পক্ষ—) এইরূপ উক্তির উত্তরে আমরা বলিতেছি—

স্থান-সম্বন্ধজনিত দোষাশঙ্কা খণ্ডন

পৃথিবী প্রভৃতি স্থানের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও পরব্রহ্মের কোনরূপ অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ হইতে পারে না কারণ, সর্বত্র শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র পরব্রহ্ম সর্বদোষশূন্য এবং সর্ব কল্যাণগুণের আকর বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। যথা শ্রুতি—'ব্রহ্ম (হইতেছেন) অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ), জরামরণরহিত, শোকরহিত, ক্ষুধা-পিপাসাবর্জিত, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প'। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—'তিনি (পরমেশ্বর) সমস্ত কল্যাণগুণে পরিপূর্ণ এবং আপন শক্তির অংশমাত্রে সৃষ্ট ভূতবর্গ ধারণ করিয়া আছেন। (এই পরমেশ্বর) তেজ, বল, ঐশ্বর্য, বিশুদ্ধ জ্ঞান, উত্তম বীর্য ও শক্তি প্রভৃতি গুণগণের একমাত্র আধার। তিনি শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও অধম সকলেরই নিয়ামক ঈশ্বররূপী, তাঁহাতে ক্লেশাদি কোন দোষ নাই।' 'যিনি বিষ্ণুনামক পরমপদ অর্থাৎ জীবের গন্তব্যস্থান, তিনি সমস্ত হেয়গুণবর্জিত।'

এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য ব্রহ্মকে উভয়বিধ লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন॥৩।২।১১

ভেদাদিতি চেন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥৩।২।১২

অন্বয়ার্থ ঃ ভেদাৎ—(জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্মের স্থিতিরূপ) পার্থক্য হেতু (দোষসংস্পর্শ); ইতি চেৎ—ইহা যদি সন্দেহ হয়; ন—তাহা হইতে পারে না; প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ—যেহেতু কোন শ্রুতিতেই সেইরূপ উক্তি নাই।

সরলার্থ ঃ যদি বলা যায়—জীব স্বভাবতঃ অপহতপাপ্মত্বাদি হইলেও যেমন দেহ-সম্বন্ধাদি-নিবন্ধন তাহার পাপাদি দোষ সম্বন্ধ হইয়াছে, সেইরূপ পরমেশ্বর স্বভাবতঃ নির্দোষ হইলেও, অন্তর্যামিত্বরূপ অবস্থায় জীবদেহ-সম্বন্ধজনিত তাঁহাতে দোষসম্বন্ধ আসিতে পারে। তদুত্তরে এই সূত্রে কথিত হইতেছে যে, না—তাহা হইতে পারে না, কারণ, প্রত্যেক শ্রুতিতেই তাঁহার নির্দোষত্বের উক্তি রহিয়াছে।

মূল

যথা জীবস্য প্রজাপতিবাক্যাবগতাপহতপাপ্মত্বাদ্যুভয়লিঙ্গস্যাপি দেবাদিদেহযোগরূপাবস্থাভেদাৎ অপুরুষার্থযোগঃ, তথান্তর্যামিণঃ পরস্যাপি স্বতোঽপহতপাপ্মত্বাদ্যুভয়লিঙ্গস্য তত্তদ্দেবাদিশরীরযোগরূপাবস্থাভেদাৎ অপুরুষার্থযোগোঽবর্জনীয়ঃ, ইতি চেৎ; তন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্", "য আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃহদা মাধ্য ৩।৭।৩,২২) ইত্যাদিষু প্রতিপর্যায়ং "স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ (বৃহদা ৭।৩।৮) ইত্যন্তর্যামিণোঽমৃতত্ববচনেন তত্রতত্র স্বেচ্ছয়া নিয়মনং

অনুবাদ

যদি বলা যায়, প্রজাপতি-বাক্যে জীবের অপহতপাপ্মত্বাদি উভয়বিধ ধর্ম অবগত হইলেও যেমন দেবাদির দেহসম্বন্ধরূপ অবস্থাভেদ অনুসারে অপুরুষার্থ বা দোষের সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ অন্তর্যামী পরমেশ্বর স্বভাবতঃ উভয়লিঙ্গক হইলেও (অন্তর্যামীরূপে) দেবাদি বিশেষ বিশেষ শরীরের সহিত সম্বন্ধরূপ অবস্থাভেদবশতঃ তাঁহার সম্বন্ধেও অপুরুষার্থরূপ দোষের সংস্পর্শ অনিবার্য। তদুত্তরে (সিদ্ধান্তপক্ষ) বলিতেছেন—না, তাহা নহে; কারণ, কোন শ্রুতিতেই সেইরূপ বচন নাই। (পরন্তু, প্রত্যেক অবস্থাতেই তাঁহার গুণের কথাই উক্ত হইয়াছে।) যথা শ্রুতি—'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করতঃ', 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করতঃ' ইত্যাদি (প্রত্যেক তুল্যার্থবোধক) বাক্যেই বলা হইয়াছে—'তিনিই অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা'। এইরূপে অন্তর্যামীর 'অমৃতত্ব' নির্দেশ দ্বারা তত্তৎস্থানে স্ব-ইচ্ছা-অনুগুণ নিয়মনকারী পরমেশ্বরের

কুর্বতস্তত্তৎসম্বন্ধপ্রযুক্তাপুরুষার্থপ্রতিষেধাৎ। জীবস্য তু তৎস্বরূপং তিরোহিতম্ ইতি "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৪) ইত্যত্রোক্তম্।

নন্থ স্বেচ্ছয়া কুর্বতোঽপি তত্তদ্বস্তুস্বভাবায়ত্তাপুরুষার্থসম্বন্ধোঽবর্জনীয়ঃ, ইত্যুক্তম্; নৈতদ্ যুক্তম্, ন হি অচিদ্বস্তুপি স্বভাবতোঽপুরুষার্থস্বরূপম্; কর্মবশ্যানাং তু কর্ম-স্বভাবানুগুণ্যেন পরমপুরুষসঙ্কল্পাদেকমেব বস্তু কালভেদেন পুরুষভেদেন চ সুখায় দুঃখায় চ ভবতি; বস্তুস্বরূপপ্রযুক্তে তু তাদ্রূপ্যে সর্বং সর্বদা সর্বস্য সুখায়ৈব দুঃখায়ৈব বা স্যাৎ; ন চৈবং দৃশ্যতে; তথা চোক্তম্—

"নরক-স্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম।
বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায়ৈর্ষ্যাগমায় চ॥
কোপায় চ যতস্তস্মাৎ বস্তু বস্ত্বাত্মকং কুতঃ।
তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে॥

বিশেষ বিশেষ দোষের সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু, জীবের সেই স্বাভাবিক রূপ যে তিরোহিত বা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহাও 'পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্'—এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(হে পূর্বপক্ষবাদিন্) যদি বলেন, পরমেশ্বরের কার্য স্বেচ্ছাকৃত হইলেও বিভিন্ন বস্তুর স্বভাব-সম্পাদিত অপুরুষার্থের বা দোষের সম্বন্ধ যে তাঁহার পক্ষে অনিবার্য, সে কথা তো পূর্বেই আমরা বলিয়াছি। তদুত্তরে আমরা (রামানুজ) বলিব—না, এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, অচিৎ জড়বস্তুই যে স্বভাবতই অপুরুষার্থস্বরূপ তাহা নহে; পরন্তু যাহারা কর্মের অধীন তাহাদেরই নিজ নিজ কর্মের স্বভাব অনুসারে পরমেশ্বরের সঙ্কল্পে একই বস্তু কালভেদে ও পুরুষভেদে সুখ ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে মাত্র। সেই সুখ দুঃখ যদি বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে তো সকল বস্তুই সকলের পক্ষে সর্বদা কেবলই সুখের বা কেবলই দুঃখের কারণ হইত, অথচ সেরূপ তো কখনও দেখা যায় না।

বিষ্ণুপুরাণও এইরূপ বলিতেছেন—

'হে দ্বিজোত্তম, পাপ ও পুণ্যই নরক ও স্বর্গ নামে অভিহিত হয়, যেহেতু একই বস্তু সুখের কারণ হইয়াও আবার দুঃখেরও কারণ এবং ঈর্ষ্যা বা কোপেরও কারণ হইয়া থাকে। অতএব, বস্তু এবং বস্তুর স্বরূপ বা স্বভাব একই প্রকার হইতে পারে না। যেহেতু একই বস্তু প্রীতির কারণ হইয়াও

তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে।
তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্ ॥
(বি-পুঃ ২।৬।৪৬—৪৮) ইতি।

অতো জীবস্য কর্মবশ্যত্বাৎ তত্তৎ কর্মানুগুণ্যেন তত্তদ্বস্তুসম্বন্ধ এবা-পুরুষার্থঃ স্যাৎ; পরস্য তু ব্রহ্মণঃ স্বাধীনস্য স এব সম্বন্ধস্তত্তদ্বিচিত্র-নিয়মনরূপলীলারসায়ৈব স্যাৎ ॥৩।২।১২

আবার দুঃখেরও কারণ হয়, এবং সেই বস্তুই ক্রোধের কারণ হইয়াও আবার প্রসন্নতারও কারণ হইয়া থাকে। অতএব, সুখ-স্বভাব কোন বস্তু নাই, আবার দুঃখস্বভাবও কোন বস্তু নাই। অতএব, জীব শুভাশুভ কর্মের বশীভূত বলিয়াই বিশেষ বিশেষ কর্মানুসারে বিশেষ বিশেষ বস্তুর সম্বন্ধই তাহার পক্ষে অপুরুষার্থ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সেই বস্তু-সম্বন্ধই আবার স্বাধীন পরব্রহ্মের সম্বন্ধে বিচিত্র শাসনরূপের লীলারসেরই উপকরণরূপী হইয়া থাকে১ ॥৩।১২

অপি চৈবমেকে ॥৩।২।১৩

অন্বয়ার্থঃ অপি চ—এবং উপরন্তু স্পষ্টতররূপে এই প্রকার; একে—কোন কোন বেদান্তবাক্যে দেখা যায়।

সরলার্থঃ (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

মূল

অপিচ, একে শাখিনঃ একস্মিন্নেব দেহসংযোগে জীবস্যাপুরু-ষার্থং পরস্য তু তদভাবং নিয়মনরূপৈশ্বর্যায়ত্তদীপ্তিযোগঞ্চ স্বশব্দেনা-ধীয়তে—

অনুবাদ

পুনরায়, কোন কোন বেদশাখীরা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া থাকেন যে, একই দেহে সংযুক্ত থাকিলেও জীবের অপুরুষার্থ (অপ্রয়োজনীয়) সম্বন্ধ এবং পরমেশ্বরের অপুরুষার্থের অভাবের সম্বন্ধ, জগৎপরিচালনা-শক্তিরূপে ঐশ্বর্যের

---

১ পরমেশ্বরের পুণ্যপাপাত্মক কোন কর্মই নাই, সুতরাং কোন বস্তুই তাঁহার সুখ বা দুঃখের উৎপাদক নহে। অতএব, বস্তুর সম্বন্ধরূপ ভেদ সত্ত্বেও জীবের ন্যায় পরমেশ্বরের অপুরুষার্থ সম্বন্ধ হইবার কোন ভাবনা নাই।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥"
(মুণ্ডক ৩।১।১) ইতি ॥৩।২।১৩

সম্বন্ধ ও স্বপ্রকাশভাব বর্ত্তমান। যথা শ্রুতি—'সহযোগী সমান-স্বভাব দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষে দেহে আলিঙ্গন করেন (অবস্থান করেন)। তন্মধ্যে একটি পক্ষী পক্ক ফল (কর্মফল) ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) সাক্ষীরূপে দর্শন করে মাত্র ॥৩।২।১৩

অথ স্যাৎ –"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" (ছান্দো ৬।৩।২) ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশপূর্বকং নাম-রূপব্যাকরণমিতি ব্রহ্মণোঽপি তদাত্মভূতস্য দেব-মনুষ্যাদিরূপত্বং তন্নামভাক্ত্বঞ্চাস্তি; ততশ্চ "ব্রাহ্মণো যজেত" ইত্যাদিবিধিনিষেধশাস্ত্রগোচরত্বেন কর্মবশ্যত্বমবর্জনীয়মিতি। তত্রাহ—

যদি আপত্তি হয় যে, 'আমি (পরমেশ্বর) এই জীবাত্মকরূপে (জীবের মধ্যগত পরমাত্মারূপে) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব' এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মাত্মক জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারাই নাম ও রূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে। সুতরাং জীবেরই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মেরও যে দেব-মনুষ্যাদির রূপভাগিত্ব ও নামভাগিত্ব অবশ্যই আছে তাহা বলিতে হইবে। এই কারণেই আবার 'ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি প্রকার বিধিনিষেধ শাস্ত্রের অধীন থাকায় ব্রহ্মেরও কর্মবশ্যতা অপরিহার্য হইতেছে। এতদুত্তরে কথিত হইতেছে এই সূত্র—'অরূপবদেব' ইত্যাদি।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥৩।২।১৪

অন্বয়ার্থঃ অরূপবৎ এব হি— (ব্রহ্ম) নিশ্চয়ই রূপরহিতের ন্যায়; তৎপ্রধানত্বাৎ —যেহেতু এই ব্রহ্ম এই ব্যাপারে প্রধান বা নির্বাহক।

সরলার্থঃ পরমব্রহ্ম মনুষ্যাদি শরীরে অবস্থান করিলেও স্বয়ং রূপরহিতেরই তুল্য। কারণ, তিনিই প্রধান; অর্থাৎ জীবের ভোগোপযোগী নাম ও রূপের নির্বাহক। অভিপ্রায় এই যে, নাম ও রূপের ভোক্তা জীবের ভোগ সম্পাদনার্থই তাহার শরীরীরূপে ব্রহ্মের সর্বশরীরে অবস্থান, কিন্তু নিজের ভোগার্থ নহে।

মূল

দেবাদিশরীরানুপ্রবেশে তেনতেন* রূপেণ যুক্তমপি অরূপবদেব তৎ ব্রহ্ম রূপরহিততুল্যমেব ; জীববৎ শরীরিত্বনিবন্ধনং কর্মবশ্যত্বমস্য ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? নির্বাহকত্বেন প্রধানত্বাৎ। "আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্‌ব্রহ্ম" (ছান্দো ৮।১৪।১) ইতি সর্বানুপ্রবেশেঽপি নাম-রূপকার্যাস্পর্শেন নাম-রূপয়োর্নির্বোঢ়ৃত্বমেব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তি।

নন্বু তচ্ছরীরকত্বেন তদন্তর্যামিত্বে কথমরূপবদিতি—রূপসম্বন্ধরহিততুল্যত্বমুচ্যতে ? ইত্থম্ — যথা জীবস্য তত্তজ্জন্য-সুখদুঃখভাক্ত্বেন তত্তদ্রূপসম্বন্ধঃ, তথা তদভাবাৎ পরস্যারূপবত্ত্বম্। বিধিনিষেধশাস্ত্রাণ্যপি কর্মবশ্যমেবাধিকুর্বন্তি ; তস্মাদরূপতুল্যমেব পরং ব্রহ্ম। ততশ্চান্তর্যামিরূপেণাবস্থিতমপি ব্রহ্ম নিরস্তনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বরূপোভয়লিঙ্গমেব ॥৩।২।১৪

অনুবাদ

দেবাদি শরীরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করায় ব্রহ্ম যদিও সেই রূপের সহিত সংযুক্তই বটে, তথাপি তিনি নিশ্চয়ই অরূপবৎ—রূপহীনেরই তুল্য। অভিপ্রায় এই যে, শরীরাধিষ্ঠান নিবন্ধন জীবের যেমন কর্মবশ্যতা হয়। শরীরাধিষ্ঠান সত্ত্বেও ব্রহ্মের সেরূপ কর্মবশ্যতা হয় না। যেহেতু ব্রহ্ম এই নাম ও রূপের নির্বাহক বা প্রকাশক বলিয়া তিনি (কর্মের অধীন নহেন), কিন্তু তাঁহারই প্রধানত্ব বর্ত্তমান। 'আকাশই নাম ও রূপের নির্বাহক, সেই নাম ও রূপ যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম'—এই শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছে যে, ব্রহ্ম সর্ববস্তুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিলেও, নাম ও রূপ কোনরূপ কার্যের দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহে ; অতএব, তাঁহার নাম ও রূপের নির্বাহকত্বই সিদ্ধ হইতেছে।

যদি প্রশ্ন হয়, দেবাদি শরীরে সম্বন্ধনিবন্ধন অন্তর্যামিত্ব সত্ত্বেও 'অরূপবদ্‌এব' শব্দ অর্থাৎ রূপসম্বন্ধরহিতের তুল্য বলা হয় কি প্রকারে ? (উত্তর—) বিভিন্ন দেহে সাময়িক বিশেষ বিশেষ দুঃখভোগ করে বলিয়া জীবের যেমন সেই সেই রূপের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, (অন্তর্যামিরূপী) পরমেশ্বরের সেইরূপ দুঃখভাগিত্ব না থাকায় তাঁহার অরূপবৎ-ভাব সিদ্ধ হয়। আর, বিধিনিষেধবাচক শাস্ত্রসমূহও কর্মবশ্যেরই অধিকারবিষয়ক। অতএব (অ-কর্মবশ্য) ব্রহ্ম নিশ্চয়ই রূপরহিত। সেই হেতুই ব্রহ্ম অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করিলেও সর্বপ্রকার দোষবিবর্জিতরূপে এবং কল্যাণগুণাকররূপে তিনি উভয়লক্ষণযুক্তই বটেন ॥৩।২।১৪

* তেন — পাঠভেদঃ।

ননু চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ-আনঃ ১।১) ইত্যাদিভি-র্নির্বিশেষপ্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অন্যত্তু সর্বজ্ঞত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্ব-জগৎকারণত্ব-সর্বান্তরাত্মত্ব-সত্যকামত্বাদিকং "নেতি নেতি" (বৃহদা ৪।৩।৬) ইত্যাদিভিঃ প্রতিষিধ্যমানত্বেন মিথ্যাভূতমিত্যবগন্তব্যম্ ; তৎ কথং কল্যাণগুণাকরত্ব-নিরস্তনিখিলদোষত্বরূপোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ ? ইতি অত আহ—

পুনরায়, যদি প্রশ্ন হয়—'সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ হইতেছেন ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন ব্রহ্মকে সর্ববিশেষরহিত কেবল প্রকাশস্বরূপ বলিয়া জানা যায় ; সেইরূপ, 'ইহা নহে, ইহা নহে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সত্যকামত্বাদি বিশেষণসমূহেরও নিষেধ হওয়ায় তাহাদের মিথ্যাত্বও জানা যায়। অতএব, ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব এবং নিখিলদোষ-বিবর্জিতত্ব রূপ উভয়লিঙ্গত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? এতদুত্তরে কথিত হইতেছে পরবর্ত্তী সূত্র, 'প্রকাশবচ্চ' ইত্যাদি বাক্য—

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥৩।২।১৫

অন্বয়ার্থ ঃ প্রকাশবৎ চ — (ব্রহ্মের) প্রকাশস্বরূপত্ব নিরূপণের ন্যায়ও ; অবৈয়র্থ্যাৎ—গুণনিরূপক শব্দের সার্থকতাহেতু (ব্রহ্মের নির্গুণত্ব এবং সগুণত্বরূপ উভয়লিঙ্গত্ব স্বীকরণীয়)।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

যথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ-আনঃ ১।১) ইত্যাদি বাক্যা-বৈয়র্থ্যাৎ প্রকাশস্বরূপত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ; তথা সত্যসঙ্কল্পত্ব-সর্বজ্ঞত্ব-জগৎকারণত্ব-সর্বাত্মকত্ব-নিরস্তনিখিলাবিদ্যাদিদোষত্বাদ্যভিধা-য়িবাক্যাবৈয়র্থ্যাদুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্ম ॥৩।২।১৫

অনুবাদ

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা বা প্রামাণ্যবশতঃ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশরূপত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে ; 'সেইরূপ, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, জগৎকারণত্ব, সর্বাত্মকত্ব, অবিদ্যাদি সর্বদোষরহিতত্ব' প্রভৃতি (শ্রুতি) বাক্যসমূহেরও প্রামাণ্য রক্ষার জন্যই ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব স্বীকার করিতে হইবে' ॥৩।২।১৫

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩।২।১৬

অন্বয়ার্থঃ তন্মাত্রম্—("সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্" শব্দগুলিতে ব্রহ্মের) কেবলমাত্র স্বরূপই ; আহ—শ্রুতি বলিতেছেন।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

কিঞ্চ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" (তৈ-আনঃ ১।১) ইত্যাদি বাক্যং ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্বরূপতামাত্রং প্রতিপাদয়তি, নান্যৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিকং বাক্যান্তরাবগতং নিষেধতি। "নেতি নেতি" (বৃহদা ৪।৩।৬) ইতি চ নিষেধবিষয়োঽনন্তরমেব* বক্ষ্যতে ॥৩।২।১৬

অনুবাদ

পুনরায়, 'সত্য জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশতাই কেবল প্রতিপাদন করিতেছে ; কিন্তু বাক্যান্তর হইতে যে সত্যসঙ্কল্পত্বাদি ধর্মের অবগতি হইয়াছে তাহা নিষেধ করিতেছে না। ইহার পরেই 'নেতি নেতি' বাক্যে নিষেধের বিষয় (নিষেধ্য ধর্মের) বিষয় বলা হইবে ॥৩।২।১৬

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্যতে ॥৩।২।১৭

অন্বয়ার্থঃ অথ—এইরূপ ; দর্শয়তি চ—বেদান্তবাক্যেও দেখা যায় ; স্মর্যতে অপি—এবং স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখা যায়।

সরলার্থঃ 'ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে…' ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্র এবং 'যে লোক আমাকে অজ, অনাদি ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানে…' ইত্যাদি বাক্যে স্মৃতিশাস্ত্রও ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ও নিত্যনির্দোষত্বের বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে।

মূল

দর্শয়তি চ বেদান্তগণঃ কল্যাণগুণাকরত্বং নিরস্তনিখিলদোষত্বঞ্চ—
"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্, তং দৈবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥"

অনুবাদ

বেদান্তশাস্ত্রসমূহও ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ও সর্বদোষশূন্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে। যথা শ্রুতি—"ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে, দেবতাগণেরও পরম দৈবত তাঁহাকে। তিনি কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি, তাঁহার জনক কেহ নাই, অধিপতিও নাই।"

---

* নিষেধস্য বিষয়োঽনন্তরমেব — পাঠভেদঃ।

ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥"
(শ্বেতাঃ ৬।৮)।

"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" (মুণ্ডক ১।১।৯)
"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ।
স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ ॥" (তৈ-আনঃ ৮)
"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥" (তৈ-আনঃ ৯) ইতি।
"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ॥" (শ্বেতাঃ ৬।১৯) ইত্যাদি। স্মর্যতে চ—
"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক-মহেশ্বরম্।" (গীতা ১০।৩)
"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীতা ১০।৪২)
"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধি পরিবর্ত্ততে ॥" (গীতা ৯।১০)
"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥" (গীতা ১৫।১৭)

"তাঁহার কার্য বা দেহ নাই এবং করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নাই; তাঁহার সমান বা অধিকও দেখা যায় না; তাঁহার নানাবিধ শ্রেষ্ঠ শক্তি এবং স্বাভাবিক জ্ঞান বল ও ক্রিয়া শ্রুত হইয়া থাকে।" "যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষ আকারে সমস্ত বিষয় জানেন এবং জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা"; "ইঁহার ভয়ে বায়ু বহিতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য উদয় হইতেছে"; "তাঁহার (প্রজাপতির শত আনন্দ) ব্রহ্মের একটি আনন্দস্বরূপ"; "মন এবং বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে সে লোক কোথাও ভীত হয় না।" ব্রহ্ম নিষ্কল (নিরংশ), শান্ত, নির্দোষ, নিরঞ্জন (নির্লেপ) ইত্যাদি।

স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন—"যে আমাকে অজ, অনাদি ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলিয়া জানে"; "আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি"; "প্রকৃতি আমার নেতৃত্বে চরাচরবিশিষ্ট জগৎ প্রসব করে, হে কুন্তীনন্দন! এই কারণেই এই জগৎ-চক্র চলিতেছে।"

"পরমাত্মা নামে কথিত উত্তমপুরুষ কিন্তু ইহা হইতে পৃথক্ ও অব্যয়াত্মা, যিনি ঈশ্বররূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন"; "তিনি

"সর্বজ্ঞঃ সর্বকৃৎ সর্বশক্তিজ্ঞানবলর্দ্ধিমান্।
অন্যূনশ্চাপ্যবৃদ্ধিশ্চ স্বাধীনো নাদিমান্ বশী॥
ক্লমতন্দ্রীভয়-ক্রোধ-কামাদিভিরসংযুতঃ।
নিরবদ্যঃ পরঃ প্রাপ্তেনিরধিষ্ঠোঽক্ষরঃ ক্রমঃ॥" (বি-পুঃ ৫।১।৪৭—৪৮)
ইত্যাদি। অতঃ সর্বত্রাবস্থিতস্যাপি ব্রহ্মণঃ উভয়লিঙ্গত্বাৎ তত্তৎস্থান-প্রযুক্তা দোষা ন পরং ব্রহ্ম স্পৃশ্যন্তি ॥৩।২।১৭

সর্বজ্ঞ সর্বকর্ত্তা সর্বশক্তি জ্ঞান বল ও ঐশ্বর্যবান, হ্রাস-বৃদ্ধিরহিত, স্বাধীন, উৎপত্তিরহিত, বশী, ক্লেশ, আলস্য, ভয় ক্রোধ ও কামাদির সহিত অসম্বদ্ধ, নির্দোষ, অপ্রাপ্য, অনাশ্রিত এবং নিত্য বিদ্যমান" ইত্যাদি।

অতএব, ব্রহ্ম সর্বত্র অবস্থিত হইলেও (সর্বদাই) উভয়বিধ (কল্যাণকর এবং হেয়বর্জিত) ধর্মের সম্বন্ধ থাকায়, বিশেষ বিশেষ স্থানগত দোষ পরমব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥৩।২।১৭

অত এব চোপমা সূর্যকাদিবৎ ॥৩।২।১৮

অন্বয়ার্থঃ অতএব চ — এইজন্যই; সূর্যকাদিবৎ — জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যাদির ন্যায়; উপমা — (ব্রহ্মবিষয়ে শাস্ত্রে) (এইরূপ) দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

সরলার্থঃ (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

মূল

যতো নানাবিধেষু স্থানেষু স্থিতস্যাপি পরস্য ব্রহ্মণো ন তৎ-প্রযুক্তদোষভাক্ত্বম্; অতএব জল-দর্পণাদিপ্রতিবিম্বিত-সূর্যাদিবৎ পরমাত্মা তত্র তত্রাবস্থিতোঽপি নির্দোষঃ, ইতি শাস্ত্রেষূপমা ক্রিয়তে—

"আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য প্রায়শ্চিত্ত, ৩।১৪৪)

অনুবাদ

যেহেতু পরমব্রহ্ম নানাস্থানে অবস্থিত হইয়াও সেই সেই স্থান-প্রযুক্ত দোষভাগী হন না, সেই হেতুই জল ও দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্যাদির ন্যায় পরমাত্মাও সেই সেই স্থানে অবস্থান করিয়াও নির্দোষ থাকেন। শাস্ত্রেও এইরূপ উপমা বা সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হইয়া থাকে যথা — "একই আকাশ যেমন বিভিন্ন ঘটাদিযোগে পৃথক্ পৃথক্ হয়, সেইরূপ বিভিন্ন আধারগত জলে প্রতিবিম্বিত একই সূর্যের ন্যায় আত্মাও অনেক প্রদেশস্থ হইয়াও একভাবেই

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥" ইত্যাদিষু।
(অমৃতবিন্দু উপ, ১২) ॥৩।২।১৮

থাকে।" "সর্বভূতের আত্মা পরমেশ্বর এক হইয়াও অন্যান্য পৃথক্ পৃথক্ ভূতে (দ্রব্যে) অবস্থিত হওয়ায়, জল-চন্দ্রের ন্যায় (জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায়) একধা এবং বহুধাও দৃষ্ট হয়" ইত্যাদি বাক্য ॥৩।২।১৮

অত্র চোদয়তি—

উপরি-উক্ত সূত্রাবলীতে কথিত বিষয়ে দোষ উদ্ভাবন করিতেছেন—'অম্বুবদগ্রহণাৎ.....' ইত্যাদি সূত্রে।

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥৩।২।১৯

অন্বয়ার্থঃ অম্বুবৎ—জলের ন্যায়; অগ্রহণাৎ—গ্রহণ করা যায় না বলিয়া; তু—কিন্তু; ন তথাত্বম্—সূর্যের ন্যায় ব্রহ্মের নির্দোষত্ব (স্বীকার করা যায় না)।

সরলার্থঃ উক্ত বিষয়ে আশঙ্কা করিতেছেন যে, সূর্য যেরূপ জলের মধ্যে বিদ্যমান না থাকিলেও লোকে ভ্রান্তিবশতঃ জলস্থ বলিয়া মনে করে মাত্র। সুতরাং জলাদি দোষে সূর্যের সম্বন্ধ না হওয়াই সম্ভবপর, কিন্তু পরমাত্মার সম্বন্ধ তদ্রূপ নহে। পক্ষান্তরে, শ্রুতিবাক্যানুসারে, পৃথিবী আদি শরীরে সত্যসত্যই তাঁহার অবস্থিতি জানা যাইতেছে। সুতরাং জল-সূর্যাদির ন্যায় পরমাত্মার পৃথিবী আদির দোষে অসংস্পৃষ্ট থাকা সম্ভবপর হইতেছে না।

মূল

তু-শব্দশ্চোদ্যং দ্যোতয়তি। অম্বুবদিতি সপ্তম্যন্তাৎ বতিঃ। অম্বুদর্পণাদিষু যথা সূর্যমুখাদয়ো গৃহ্যন্তে; ন তথা পৃথিব্যাদিষু স্থানেষু পরমাত্মা গৃহ্যতে। অম্ব্বাদিষু হি সূর্যাদয়ো ভ্রান্ত্যা তত্রস্থা ইব গৃহ্যন্তে,

---

অনুবাদ

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটিতে দোষ উদ্ভাবিত হইতেছে। 'অম্বুবৎ' পদে সপ্তমী বিভক্তির পরে ('অম্বুনি' শব্দের পরে) 'বৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। জল এবং দর্পণাদি পাত্রে যেরূপ সূর্য ও মুখ প্রভৃতির প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, পৃথিবী প্রভৃতিতে পরমাত্মা কিন্তু সেরূপ দৃষ্ট হন না। কারণ, ভ্রান্তিবশতঃই জলাদি পাত্রের মধ্যে সূর্য প্রভৃতিকে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে তাহারা কিন্তু তন্মধ্যে অবস্থিত

ন পরমার্থতস্তত্রস্থাঃ। ইহ তু "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্"; "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্"; "য আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃহদা ৩।৭।৩,৪,২২) ইত্যেবমাদিনা পরমার্থত এব পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু স্থিতো গৃহ্যতে। অতঃ সূর্যাদেরম্বু দর্পণাদিপ্রযুক্তদোষাননুষঙ্গস্তত্র তত্র স্থিত্যভাবাদেব। অথো ন তথাত্বম্ —দার্ষ্টান্তিকস্য ন দৃষ্টান্ততুল্যত্বমিত্যর্থঃ ॥৩।২।১৯

নহে। পরমাত্মা কিন্তু পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত বলিয়া শ্রুতি বলিতেছেন। যথা—"যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন"; "যিনি জলের মধ্যে অবস্থান করেন" ইত্যাদি বাক্য।

অতএব (বুঝিতে হইবে যে), জল ও দর্পণাদির সম্বন্ধজনিত দোষ যে সূর্যাদিকে স্পর্শ করে না, সেই সকল স্থানে অবস্থিতির অভাবই তাহার প্রধান কারণ। অতএব, এই সকল সূর্যাদি দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিক পরমাত্মার তুল্যভাব হইতে পারে না ॥৩।২।১৯

পরিহরতি—

পূর্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন এই সূত্রে—'বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্' ইত্যাদি বাক্যে।

বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবং দর্শনাচ্চ ॥৩।২।২০

অন্বয়ার্থঃ বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্—বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধহেতু (পূর্বোক্ত আপত্তি নিবারিত হইতেছে); অন্তর্ভাবাৎ — মধ্যে অবস্থিতির জন্য; উভয়সামঞ্জস্যাৎ — আকাশ ও সূর্যের দৃষ্টান্তের সহিত ব্রহ্মরূপ দার্ষ্টান্তের সামঞ্জস্য সাধিত হয়; এবং দর্শনাৎ—অন্যান্য দৃষ্টান্তস্থলেও অভিপ্রেত অংশের সাদৃশ্য নিরূপিত হয়। (অতএব ব্রহ্ম শরীর-মধ্যবর্ত্তী হইয়াও নির্দোষ)।

সরলার্থঃ পূর্বসূত্রোক্ত আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন — না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, পরমাত্মা পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত হইলেও যেমন তত্তৎ পদার্থগত বৃদ্ধি ও হ্রাস-দোষ পরমাত্মাকে লিপ্ত করিতে পারে না, সেইরূপ অন্যান্য দোষও পরমাত্মাকে স্পর্শ করে না। অন্যান্য দৃষ্টান্ত দ্বারাও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

মূল

পৃথিব্যাদিস্থানান্তর্ভাবাৎ স্থানিনঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপতো

অনুবাদ

পৃথিবী প্রভৃতি স্থানের মধ্যেই অবস্থিত থাকায় তৎস্থানবর্ত্তী পরমব্রহ্মের

গুণতশ্চ পৃথিব্যাদিস্থানগত-বৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষভাক্ত্বমাত্রং সূর্যাদি-দৃষ্টান্তেন নিবর্ত্ত্যতে। কথমিদমবগম্যতে? উভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্—উভয়দৃষ্টান্ত-সামঞ্জস্যাদেবমিতি নিশ্চীয়তে। "আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ"; "জলাধারেষিবাংশুমান্" (যাজ্ঞবল্ক্য প্রায়শ্চিত্ত, ১৪৪) ইতি দোষবৎস্বনেকেষু বস্তুষু বস্তুতোঽবস্থিতস্যাকাশস্য, বস্তুতোঽনব-স্থিতস্যাংশুমতশ্চোভয়স্য দৃষ্টান্তস্য উপাদানাৎ হি পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিগতদোষভাক্ত্বনিবর্ত্তনমাত্রে প্রতিপাদ্যে সমঞ্জসং ভবতি। ঘটকরকাদিষু যথা বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ষু পৃথক্ পৃথক্ সংযুজ্যমানমপ্যাকাশং বৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে; যথা চ জলাধারেষু বিষমেষু দৃশ্যমানোঽংশুমান্ তদ্গতবৃদ্ধিহ্রাসাদিভি র্ন স্পৃশ্যতে—তথায়ং পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু নানাকারেষ্বচেতনেষু চেতনেষু চ স্থিতস্তত্তদ্গতবৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈরসংস্পৃষ্টঃ সর্বত্র বর্ত্তমানোঽপ্যেক এবাস্পৃষ্টদোষগন্ধঃ কল্যাণগুণাকর এব।

যে স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ পৃথিব্যাদি স্থানগত বৃদ্ধি ও হ্রাসাদি ধর্মসংস্পর্শের সম্ভাবনা ছিল, তাহাই কেবল সূর্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারিত হইতেছে। যদি প্রশ্ন হয়, কি করিয়া তাহা জানা যাইতেছে? তাহার উত্তরে বলি—উভয়-সামঞ্জস্য হইতে; অর্থাৎ, উপরি প্রদর্শিত দুইটি (জলে ও দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্যাদি ঘটাকাশাদি দৃষ্টান্তের সহিত পৃথিব্যাদিতে অবস্থিত পরমাত্মার) অবিরোধ হইতেই এইরূপ বুঝা যাইতেছে। 'একই আকাশ যেমন ঘটাদি আধার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে', 'বিভিন্ন জলাধারে একই সূর্য যেমন (পৃথক্ দৃষ্ট হয়)' এখানে দোষযুক্ত বহু বস্তুতে যথার্থরূপে অবস্থিত আকাশ, আর জলাধারে বাস্তবিকরূপে অনবস্থিত সূর্য এই উভয় দৃষ্টান্তের উল্লেখই কেবল পরব্রহ্মের পৃথিব্যাদিগত দোষ সংস্পর্শ-নিবারণরূপী এই মুখ্য প্রতিপাদ্য অংশেরই সামঞ্জস্য দেখাইতেছে। আকাশ যেরূপ হ্রাস-বৃদ্ধিভাগী ঘট, করকা (বরফ) প্রভৃতিতে পৃথক্ পৃথক্ সংযুক্ত হইয়াও তদ্গত বৃদ্ধি বা হ্রাস আদি দোষে স্পৃষ্ট হয় না; এবং যেরূপ প্রতিবিম্বমান সূর্য জলাধারাদিগত বৃদ্ধি এবং হ্রাসাদির দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ এই পরমাত্মাও পৃথিব্যাদি জড় বা চেতন বিবিধাকার বস্তুর মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও তদ্গত বৃদ্ধি বা হ্রাসাদি দোষে সংস্পৃষ্ট হয় না, এবং সর্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়াও একই আকার, সর্বপ্রকার দোষসংস্পর্শরহিত এবং কেবল কল্যাণগুণের আকর স্বরূপ বিদ্যমান থাকেন।

এতদুক্তং ভবতি — যথা জলাদিষু বস্তুতোঽনবস্থিতস্যাংশুমতো হেত্বভাবাজ্জলাদিদোষানভিষঙ্গঃ, তথা পৃথিব্যাদিষ্ববস্থিতস্যাপি পরমাত্মনো দোষপ্রত্যনীকাকারতয়া দোষহেত্বভাবান্ন দোষসম্বন্ধঃ— ইতি।

দর্শনাচ্চ—দৃশ্যতে চৈবং সর্বাত্মনা সাধর্ম্যাভাবেঽপি বিবক্ষিতাংশসাধর্ম্যাদ্দৃষ্টান্তোপাদানম্ — 'সিংহ ইব মাণবকঃ' ইত্যাদৌ। অতঃ স্বভাবতো নিরস্তনিখিলাজ্ঞানাদিদোষগন্ধস্য সমস্তকল্যাণগুণাকরস্য পৃথিব্যাদিস্থানতোঽপি ন দোষসম্ভবঃ ॥৩।২।২০

অভিপ্রায় এই যে, জলাদি মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অবর্ত্তমান সূর্যের যেমন উপযুক্ত কারণ না থাকায় তাহাতে জলাদির দোষের সংস্পর্শ হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত হইলেও যেহেতু তাঁহার আকার বা স্বরূপ দোষের-প্রতিপক্ষ (অর্থাৎ কোনও দোষ সহ্য করে না), অতএব, কারণ না থাকায়, (তাঁহার) দোষসম্বন্ধ হয় না।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, সর্বতোভাবে সাদৃশ্য না থাকিলেও এইরূপ কেবল অভিপ্রেত অংশের সাদৃশ্য লইয়াই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়। যথা—'সিংহ সদৃশ বালক' ইত্যাদি স্থলে। অতএব, অজ্ঞানাদি সর্বপ্রকার দোষ-সম্বন্ধ বর্জিত এবং কল্যাণময় নিখিল সদ্‌গুণের আকর পরমাত্মার দোষের সম্ভাবনা নাই ॥৩।২।২০

অথ স্যাৎ — "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তমেব চ" (বৃহদা ৪।৩।১) ইতি প্রকৃত্য সমস্তং স্থূলসূক্ষ্মরূপং প্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপত্বেন পরামৃশ্য "তস্য হ বা এতস্য পুরুষস্য রূপম্ — যথা মাহারজনং বাসঃ" (বৃহদা ৪।৩।৬) ইত্যাদিনা আকারবিশেষং চাভিধায় "অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" (বৃহদা ৪।৩।৬) ইতি সর্বং প্রকৃতং ব্রহ্মণঃ প্রকারং ইতি-শব্দেন পরামৃশ্য তৎ সর্বং

আপত্তি হইতে পারে যে, 'ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত', (মূর্ত্ত মানে—স্থূল, সাবয়ব। অমূর্ত্ত মানে—সূক্ষ্ম, নিরবয়ব)। এইরূপ ভূমিকা করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া, 'সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষ ব্রহ্মের রূপটি—যেন হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র', ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার বিশিষ্ট আকৃতির উল্লেখ করিয়া, "অতঃপর উপদেশ এই যে—'ইহা নহে, ইহা নহে' ইহা অপেক্ষা (উৎকৃষ্ট) নাই, ইহা হইতে পৃথক্ ও অপর কিছু নাই", এই শ্রুতি আবার 'ইতি' শব্দে পূর্বোক্ত সমস্ত বিশেষ ধর্মের উল্লেখ করতঃ

প্রতিষিধ্য-সর্ববিশেষাধিষ্ঠানং সন্মাত্রমেব ব্রহ্ম; বিশেষাস্ত্বেবংবিধং স্বস্বরূপমজানতা ব্রহ্মণা কল্পিতা ইতি দর্শয়তি। অতঃ কথমুভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণ ইতি ; তত্রাহ—

সেই সমুদয়ের নিষেধ করিয়া সমস্ত বিশেষের আশ্রয়ভূত কেবলই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং সেই বিশেষ ধর্মসমূহও আপনার স্বরূপ-অনভিজ্ঞ ব্রহ্মকর্তৃক কল্পিত মাত্র, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব, ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে? এতদুত্তরে কথিত হইতেছে—'প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি' ইত্যাদি।

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥৩।২।২১

অন্বয়ার্থঃ প্রকৃত-এতাবত্ত্বং—(ব্রহ্মে) যে ইয়ত্তা নিরূপিত হইয়াছে; প্রতিষেধতি হি—কেবলমাত্র ততটুকু ইয়ত্তারই নিষেধ করিতেছেন; ততঃ—(এই ইয়ত্তা বর্ণনার পর) বাক্য-শেষে; ব্রবীতি চ—পুনরায় বলিতেছেন; ভূয়ঃ—অধিক গুণের কথা।

সরলার্থঃ প্রথমে ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তরূপত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম উক্ত হইয়াছে, তদ্দর্শনে লোকের ভ্রম হইতে পারে যে, কেবল ইহাই বুঝি ব্রহ্মের স্বরূপ, এতদতিরিক্ত আর কিছুই রূপ নাই। সেই ভ্রম নিবারণের জন্য, 'নেতি নেতি' শ্রুতি নিষেধের দ্বারা বুঝাইলেন যে, কেবল ইহাই তাহার রূপ নহে আরও আছে। এই জন্য শ্রুতি এতদতিরিক্ত আরও গুণ বিশেষের উল্লেখ করিতেছেন।

মূল

নৈতদুপপদ্যতে — যৎ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতবিশেষবত্ত্বং 'নেতি নেতি' (বৃহদা ২।৩।৬) ইতি প্রতিষিধ্যতে ইতি; তথা সতি ভ্রান্তজল্পিতায়মানত্বাৎ। ন হি ব্রহ্মণো বিশেষণতয়া প্রমাণান্তরাপ্রজ্ঞাতং সর্বং তদ্বিশেষণত্বেনোপদিশ্য পুনস্তদেবানুন্মত্তঃ প্রতিষেধতি। যদ্যপি নির্দিশ্য-

---

অনুবাদ

না, 'নেতি নেতি' শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মের প্রস্তাবিত বিশেষ গুণ-সম্বন্ধই নিষিদ্ধ হইতেছে তাহা উপপন্ন হয় না। কারণ, তাহা হইলে ভ্রান্তের জল্পনার ন্যায় হইয়া পড়ে। কেননা, অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা যাহা ব্রহ্মের বিশেষণরূপে পরিজ্ঞাত ছিল না, সেই সমস্ত বিষয়কে ব্রহ্মের বিশেষণ বা ধর্মরূপে উপদেশ করিয়া পুনরায় যে তাহাদের নিষেধ করা, ইহা কখনই উন্মত্ত ভিন্ন কেহ

মানেষু কেচন পদার্থাঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধাঃ; তথাপি তেষাং ব্রহ্মণঃ প্রকারত্বমপ্রজ্ঞাতমেব; ইতরেষাং তু স্বরূপং ব্রহ্মণঃ প্রকারত্বং চাজ্ঞাতম্। অতস্তেষামনুবাদাসম্ভবাৎ অত্রৈবোপদিশ্যন্তে; অতস্তন্নিষেধো নোপপদ্যতে। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ প্রকৃতৈতাবত্ত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতীদং বাক্যম্।

যে ব্রহ্মণো বিশেষাঃ প্রকৃতাঃ; তদ্বিশিষ্টতয়া ব্রহ্মণঃ প্রতীয়মানেয়ত্তা "নেতি নেতি" ইতি প্রতিষিধ্যতে। নেতি নেতি—নৈবং নৈবম্, উক্তপ্রকারমাত্রবিশিষ্টং ন ভবতি ব্রহ্ম। উক্তপ্রকারবিশিষ্টতয়া যা ব্রহ্মণ ইয়ত্তা প্রকৃতা, সা অত্র ইতি-শব্দেন পরামৃশ্যতে ইত্যর্থঃ।

করিতে পারে না। যদিও পূর্বোপদিষ্ট পদার্থগুলির মধ্যে কোন কোন পদার্থ প্রমাণান্তরসিদ্ধ হইতে পারে, তথাপি সে সমস্ত পদার্থ যে ব্রহ্মেরই বিশেষণীভূত, ইহা অপরিজ্ঞাতই বটে; এবং অপর পদার্থগুলির স্বরূপ এবং সেগুলি যে ব্রহ্মেরই বিশেষণ—সে উভয়ই অজ্ঞাত অর্থাৎ জানা নাই। সুতরাং সে সমুদয়ের উল্লেখ কখনই 'অনুবাদ'১ হইতে পারে না। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, এখানেই (এই শ্রুতিতেই) ঐ সমুদয়ের প্রথম উপদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং ('অনুবাদ' নহে বলিয়া) এই সকল শ্রুতির নিষেধ হইতে পারে না। অতএব, বলিতে হইবে উক্ত ('নেতি নেতি') বাক্যটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রস্তাবিত এতাবত্ত্বেরই প্রতিষেধ বা নিষেধ করিতেছে।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম (শ্রুতিতে) প্রস্তাবিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ধর্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নভাব প্রতীত হইয়াছিল, 'নেতি নেতি' বাক্যে তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে। 'নেতি নেতি' অর্থ—এইরূপ নহে, এইরূপ নহে অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল কথিত বিশেষণেই বিশেষিত নহে। অভিপ্রায় এই যে, উক্তপ্রকার বিশেষণ বিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা অর্থাৎ (তন্মাত্র পরিচ্ছিন্নতা), এখানে 'ইতি' শব্দে তাহাই গৃহীত হইয়াছে।

---

১ অনুবাদ—প্রমাণান্তর-সিদ্ধ বিষয়ের পুনরুল্লেখের নাম 'অনুবাদ'। অনুবাদ-বাক্যের প্রামাণ্য নাই। কিন্তু যে সমস্ত বাক্য পূর্বে প্রমাণান্তরে সিদ্ধ হয় নাই, সে সমস্ত উপদেশ বাক্যের প্রামাণ্য অনিবার্য।

যতশ্চ নিষেধানন্তরং ব্রহ্মণো ভূয়ো গুণজাতং ব্রবীতি; অতশ্চ প্রকৃতবিশেষণযোগিত্বমাত্রং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতি। ব্রবীতি হি ভূয়ো গুণজাতম্ "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি, অথ নামধেয়ং—সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্" (বৃহদা ২।৩।৬) ইতি। অয়মর্থঃ—'ইতি নেতি' যৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্, তস্মাদেতস্মাদন্যৎ বস্তু পরং ন হি অস্তি; ব্রহ্মণোঽন্যৎ স্বরূপতো গুণতশ্চোৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ। তস্য চ ব্রহ্মণঃ সত্যস্য সত্যমিতি নামধেয়ম্। তস্য চ নির্বচনম্ "প্রাণা বৈ সত্যম্, তেষামেষ সত্যম্" (বৃহদা ২।৩।৬) ইতি। প্রাণ-শব্দেন প্রাণসাহচর্যাজ্জীবাঃ পরামৃশ্যন্তে; তে তাবৎ সত্যম্, বিয়দাদিবৎ স্বরূপান্যথাভাবরূপ-পরিণামভাবাৎ; তেষামেষ সত্যম্—তেভ্যোঽপ্যেষ পরমপুরুষঃ সত্যম্, জীবানাং কর্মানুগুণ্যেন জ্ঞান-সঙ্কোচ-বিকাশৌ বিদ্যেতে; পরমপুরুষস্য তু অপহতপাপ্মনস্তৌ ন বিদ্যেতে; অতস্তেভ্যোঽপ্যেষ সত্যম্। অতশ্চৈবং বাক্যশেষোদিত-

---

বিশেষতঃ, যখন নিষেধের পরেও ব্রহ্মের আরও অধিক গুণরাশি প্রকাশ করিতেছেন, সেই কারণেও (বুঝিতে হইবে যে,) ব্রহ্মের সম্বন্ধে সম্ভাবিত কেবল পূর্বোক্ত ধর্মের সম্বন্ধেরই প্রতিষেধ করিতেছেন। কারণ, শ্রুতি আরও অধিক গুণরাশির প্রতিপাদন করিতেছেন—'ন হ্যেতস্মাদ্ ইতি নেতি' ইত্যাদি বাক্যে। ইহার অর্থ এই যে, 'ইতি ন' (ইহা নহে) বলিয়া যে ব্রহ্মের নিরূপণ করা হইয়াছে, নিশ্চয় সেই এই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই; অর্থাৎ স্বরূপত বা গুণতঃ কোন অংশেই ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছুই নাই। সেই ব্রহ্মের নাম হইতেছে 'সত্যের সত্য', সেই নামের যৌগিক অর্থ এই যে, প্রাণসমূহ হইতেছে সত্য, তিনি তাহাদেরও সত্য। জীবাত্মা স্বভাবতঃই প্রাণসহচর (প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে), এই জন্য এখানে জীবাত্মাই প্রাণ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। আকাশাদির ন্যায় তাহারও স্বরূপতঃ কোনরূপ বিকার হয় না বলিয়া প্রথমতঃ প্রাণসমূহ (জীবগণ) সত্যপদবাচ্য, ইনি আবার তাহাদেরও সত্য অর্থাৎ এই পরম পুরুষ পরমাত্মা তাহাদের অপেক্ষাও সত্যস্বরূপ, কেননা, নিজ নিজ কর্মানুসারে জীবাত্মাগণের জ্ঞানে সঙ্কোচ ও বিকাশ ঘটে, কিন্তু অপহতপাপ্মা পরমপুরুষের সম্বন্ধে তদুভয়ই নাই। এই জন্যই তিনি জীবগণ অপেক্ষাও সত্য। অতএব, উক্ত বাক্যের শেষাংশে

গুণজাতযোগাৎ "নেতি নেতি" (বৃহদা ২।৩।৬) ইতি ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বং ন প্রতিষিধ্যতে ; অপি তু পূর্বপ্রকৃতেয়ত্তামাত্রম্। অত উভয়লিঙ্গমেব পরং ব্রহ্ম ॥৩।২।২১

কথিত গুণসমূহের যোগ থাকায়ই (বুঝিতে হইবে যে,) 'নেতি নেতি' কথায় ব্রহ্মের সবিশেষভাব নিষিদ্ধ হইতেছে না ; পরন্তু, পূর্ব প্রস্তাবিত ব্রহ্মের ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নতা ভাবই প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। অতএব পরং ব্রহ্ম নিশ্চয়ই উভয়লিঙ্গ ॥৩।২।২১

ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বেন তৎসম্বন্ধিতয়া মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-রূপানুবাদেন তন্নিষেধাসম্ভবাৎ প্রকৃতেয়ত্তাপ্রতিষেধ উক্তঃ, তদেব প্রমাণান্তরাগোচরত্বং দৃঢ়য়তি—

ব্রহ্ম যখন অপর কোন প্রমাণগম্য নহেন, তখন তাহার মুর্ত্তামূর্ত্তরূপে অনুবাদ করিয়া তাহার নিষেধ করাও সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রস্তাবিতরূপে আশঙ্কিত তাঁহার পরিচ্ছিন্নত্বই যে কেবল প্রতিষিদ্ধ হইতেছে— তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন, সেই প্রমাণান্তর-অগোচরত্বই দৃঢ়তর করিবার জন্য কথিত হইতেছে বর্ত্তমান সূত্রে—'তদব্যক্তম্' ইত্যাদি বাক্যে।

তদব্যক্তমাহ হি ॥৩।২।২২

অন্বয়ার্থ ঃ তৎ—ব্রহ্ম ; অব্যক্তম্—কোন প্রমাণের গোচর নহে ; আহ হি—(শ্রুতিও) তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

তদ্ ব্রহ্ম প্রমাণান্তরেণ ন ব্যজ্যতে ; আহ হি শাস্ত্রম্ "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্" (তৈ-নারাঃ ১।১০) ; "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" (মুণ্ডক ৩।১।৮) ইত্যাদি ॥৩।২।২২

অনুবাদ

সেই ব্রহ্ম অপর কোন প্রমাণে ব্যক্ত হন না ; (অতএব তিনি অব্যক্ত)। শ্রুতি এই কথাই বলিতেছেন—'ইঁহার স্বরূপ দৃষ্টিপথে অবস্থিত নহে, কেহই চক্ষুর দ্বারা ইঁহাকে দেখিতে পায় না' ; 'তিনি চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্যের দ্বারাও হন না' ইত্যাদি ॥৩।২।২২

হেত্বন্তরঞ্চাহ—

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনরায় তাহার হেতু কথিত হইতেছে বর্ত্তমান সূত্রে—'অপি সংরাধনে' ইত্যাদি বাক্যে।

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥৩।২।২৩

অন্বয়ার্থঃ অপি—পরন্তু; সংরাধনে—আরাধনা দ্বারা (ব্রহ্ম গোচরীভূত হন); প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্—শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য হইতে (ইহা বুঝা যায়)।

সরলার্থঃ (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

মূল

অপি চ, সংরাধনে—সম্যক্প্রীণনে ভক্তিরূপাপন্নে নিদিধ্যাসনে এবাস্য সাক্ষাৎকারঃ; নান্যত্রেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামবগম্যতে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"
(মুণ্ডক ৩।২।৩)

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্তস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (মুণ্ডক ৩।১।৮) ইতি শ্রুতিঃ। স্মৃতিরপি—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।"

অনুবাদ

অপি চ, সংরাধনে অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রীতিকর ভক্তিপূর্ণ নিদিধ্যাসনেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, অন্য কোন সাধনে যে তাহা হয় না, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়। যথা শ্রুতি—"এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা জানা যায় না, মেধা বা বুদ্ধি দ্বারা জানিতে পারা যায় না, বহু শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারাও জানিতে পারা যায় না; পরন্তু এই আত্মা (পরমাত্মা) যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। এই আত্মা তাঁহার নিকট স্বীয় রূপ প্রকাশ করেন।"

"অগ্রে জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল আত্মাকে দর্শন করে।"

স্মৃতিও বলিতেছেন—

"বেদাধ্যয়ন দ্বারা আমাকে এইরূপে দেখিতে পায় না, তপস্যার দ্বারা পায় না,

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥ (গীতা ১১।৫৩,৫৪)
ইতি ভক্তিরূপাপন্নমেবোপাসনং সংরাধনম্ — তস্য প্রীণনমিতি পূর্বমেবোক্তম্। অতো নিদিধ্যাসনায় ব্রহ্মস্বরূপমুপদিশৎ "দ্বে বাব ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রং ব্রহ্মণো মূর্ত্তামূর্ত্তরূপদ্বয়াদিবিশিষ্টতাং প্রাগসিদ্ধাং নানুবদিতুং ক্ষমম্ ॥৩।২।২৩

দান দ্বারা পায় না। যজ্ঞ দ্বারাও পায় না। হে পরন্তপ অর্জুন, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই এবম্বিধ আমাকে যথাযথরূপে জানিতে দেখিতে পায় ও আমাতে প্রবেশ করিতে পারে।' ইত্যাদি 'ভক্তিরূপাপন্ন' উপাসনাই যে সংরাধন, অর্থাৎ সম্যক্ আরাধনা বা তাঁহার প্রীতি-সম্পাদক আরাধনা, এ কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব, 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে' ইত্যাদি শাস্ত্রও নিদিধ্যাসনের নিমিত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশ করিতে যাইয়া, ইতিপূর্বে অবিজ্ঞাত মূর্ত্তামূর্ত্তভেদে ব্রহ্মের রূপের অনুবাদ করিবার সম্ভাবনা কখনও হইতে পারে না ॥৩।২।২৩

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ৩।২।২৪

অন্বয়ার্থঃ কর্মণি অভ্যাসাৎ—আরাধনাত্মক কর্মে পুনঃপুনঃ অভ্যাসবশতঃ (সিদ্ধ বামদেব প্রভৃতিরও); প্রকাশঃ চ—প্রত্যক্ষীভূত তত্ত্বজ্ঞান এবং; প্রকাশাদিবৎ চ—ব্রহ্মের জ্ঞান প্রভৃতি স্বরূপের সহিত; অবৈশেষ্যম্—পূর্বোক্ত মূর্ত্ত অমূর্ত্ত ব্রহ্মের এই দুইটি রূপের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য (পার্থক্য) নাই। (অতএব "নেতি নেতি" শব্দ এই দুটি রূপের নিষেধাত্মক নহে)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

ইতশ্চ প্রকৃতৈতাবত্ত্বমেব প্রতিষেধতি, ন মূর্ত্তামূর্ত্তাদিবিশিষ্টত্বম্; যতঃ সাক্ষাৎকৃতপরব্রহ্মস্বরূপাণাং বামদেবাদীনাং দর্শনে প্রকাশাদিবৎ

অনুবাদ

(উপরি-উক্ত সংরাধনের) ফলের দ্বারাও বুঝিতে হইবে যে, (ব্রহ্মের) প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। কারণ, যাঁহারা পরংব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই বামদেব প্রভৃতি ঋষিরা দর্শনে (ব্রহ্মোপলব্ধিতে) প্রকাশাদির ন্যায় অর্থাৎ জ্ঞান

—জ্ঞানানন্দাদিস্বরূপবৎ মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-প্রপঞ্চবিশিষ্টতায়া অপি ব্রহ্মগুণত্বা-বৈশেষ্যং প্রতীয়তে—"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে—অহং মনুরভবং সূর্যশ্চ" (বৃহদা ১।৪।১০) ইত্যাদি। ব্রহ্মস্বরূপভূতপ্রকাশানন্দাদিশ্চ তেষাং বামদেবাদীনাং সংরাধনাত্মকে কর্মণি অভ্যাসাদুপলভ্যতে। তদ্বচ্চ অভ্যস্তসংরাধনানাং তেষাং মূর্ত্তামূর্ত্তাদিবিশিষ্টত্বমপ্যবিশেষেণ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ॥৩।২।২৪

ও আনন্দাদির স্বরূপের ন্যায় মূর্ত্তামূর্ত্তাদি বিশিষ্টত্বও যে, ব্রহ্মের গুণরূপে প্রতিভাত হয়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র পার্থক্য বুঝা যাইতেছে না। যথা বামদেব সেই এই ব্রহ্ম দর্শন করতঃ বুঝিয়াছিলেন যে, "আমিই 'মনু' হইয়াছিলাম, এবং 'সূর্যও' হইয়াছিলাম", ইত্যাদি। 'প্রকাশ ও আনন্দ' প্রভৃতি যে ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তাহাও সেই বামদেবাদির সংরাধন রূপ কর্মের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতেই উপলব্ধির বিষয় হয়। এইরূপে যাহারা সংরাধনে অভ্যস্ত তাহাদের নিকটই (ব্রহ্মের) মূর্ত্তামূর্ত্তাদি জগদাত্মভাব তুল্যরূপে অনুভূত হইয়া থাকে ॥৩।২।২৪

উক্তং ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপসংহরতি—

এই সূত্রে ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বের উপসংহার করিতেছেন — 'অতঃ' ইত্যাদি বাক্যে।

অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥৩।২।২৫

অন্বয়ার্থঃ অতঃ—পূর্বোক্ত কারণসমূহের জন্য; অনন্তেন—অনন্ত গুণবিশিষ্ট (হইতেছেন ব্রহ্ম); তথা হি—অতএব; লিঙ্গম্—(ব্রহ্মের) অখিলনির্দোষত্ব এবং অনন্ত কল্যাণগুণত্বরূপ উভয়লিঙ্গ (প্রতিপাদিত হইল)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

অতঃ — উক্তৈর্হেতুভিঃ ব্রহ্মণোঽনন্তেন কল্যাণগুণগণেন বিশিষ্টত্বং সিদ্ধম্। তথা হি সত্যুভয়লিঙ্গং ব্রহ্মোপপন্নং ভবতি ॥৩।২।২৫

অনুবাদ

অতএব, অর্থাৎ উপরি উক্ত সমস্ত কারণে ব্রহ্ম যে অনন্তকল্যাণ গুণবিশিষ্ট তাহাও সিদ্ধ হইতেছে। তাহার ফলে ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও সিদ্ধ হইতেছে ॥৩।২।২৫

৫—উভয়লিঙ্গত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত।

৬—অহিকুণ্ডলাধিকরণম্* (সূত্র ২৬—২৯)

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥৩।২।২৬

অন্বয়ার্থ ঃ উভয়-ব্যপদেশাৎ—(অভিন্ন এবং ভিন্ন এই) উভয়রূপ নির্দেশহেতু ; তু—কিন্তু ; অহিকুণ্ডলবৎ—একই সর্পের যেমন সংকুচিত কুণ্ডল অবস্থা এবং বিস্তৃত দংশনোদ্যত অবস্থা সেইরূপ (স্বরূপতঃ একই বস্তুর অবস্থার প্রভেদমাত্র—এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ)।

সরলার্থ ঃ শ্রুতিতে একত্ব ও নানাত্ব উভয়রূপেই ব্রহ্মের নির্দেশ থাকায় ব্রহ্মের উভয়বিধ রূপই সত্য, যেমন একই সর্পের কুণ্ডলাদি অবস্থাভেদে ভেদ, ব্রহ্মেরও তদ্রূপ।

মূল

মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকস্য অচিৎপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণো রূপত্বম্ "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" (বৃহদা ২।৩।১) ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। "অথাত আদেশো নেতি নেতি" (বৃহদা ২।৩।৬) ইতি মূর্ত্তামূর্ত্তাচিদ্বস্তুরূপতয়া ব্রহ্মণ ইয়ত্তা প্রতিষিধ্যতে। "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" (বৃহদা ২।৩।৬) ইতি ব্রহ্মণোঽন্যদুৎকৃষ্টং ন হ্যস্তীতি প্রতিপাদিতম্। তদুপপাদনায় "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্"

অনুবাদ

'ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ', ইত্যাদি শ্রুতিতে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ জগৎ প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। 'অতঃপর, উপদেশ এই যে, ব্রহ্ম ইহা নহে ইহা নহে', অর্থাৎ, এই শ্রুতিতেই আবার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত জড় বস্তুর দ্বারা ব্রহ্মরূপের ইয়ত্তা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। তাহার পর, 'ন হি এতস্মাৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা আর কিছুই নাই। ইহারই সমর্থনের জন্য আবার, "অতঃপর ব্রহ্মের নাম হইতেছে— 'সত্যস্য সত্যম্' অর্থাৎ সত্যেরও সত্য, প্রাণই সত্য, তিনি এই

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—অচিৎ পদার্থের ব্রহ্ম-রূপত্ব বিষয়ে চিন্তা ; (২) সংশয়—অচিৎ পদার্থসমূহ ব্রহ্মের কিরূপ রূপ ? অহি-কুণ্ডলবৎ অভিন্ন অথবা একজাতীয় ; (৩) পূর্বপক্ষ —এক জাতীয়ই বটে অভিন্ন নহে ; (৪) উত্তর—না, জীবের ন্যায় অচিৎ পদার্থও যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্মের অংশ। (৫) নির্ণয়—অতএব, অচেতন পদার্থকেও ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, পৃথক্ বস্তুরূপে নহে।

(বৃহদা ২।৩।৬) ইতি প্রাণশব্দনির্দিষ্টেভ্যশ্চেতনেভ্যোঽপ্যেষ সত্য-মিতি কদাচিদপি জ্ঞানাদিসঙ্কোচাভাবাদুক্তম্। তথা "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ" (শ্বেতাঃ ৬।১৬); "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্" (তৈত্তি-নারঃ ৩); "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" (শ্বেতাঃ ৬।১৩) ইত্যাদিশ্রুতে-শ্চায়মর্থোঽবগম্যতে। তস্যাচিদ্বস্তুনো ব্রহ্মরূপত্বপ্রকার ইদানীং চিন্ত্যতে ব্রহ্মণো নির্দোষত্ব-সিদ্ধ্যর্থম্—

কিমস্যাচিদ্বস্তুনো ব্রহ্মরূপত্বম্ অহিকুণ্ডলন্যায়েন? উত প্রভা-প্রভাবতোরিব একজাতিযোগেন? উত জীবস্যেব বিশেষণ-বিশেষ্য-তয়াংশাংশিভাবেন? ইতি। ইহ স্থাপ্যমানং বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবমঙ্গীকৃত্য "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৩) "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৫) ইত্যত্র সূক্ষ্মাচিদচিদ্বস্তু-বিশিষ্টাদ্ ব্রহ্মণঃ স্থূলাচিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টস্যোৎপত্তিরনন্যত্বং চোক্তম্।

প্রাণেরও সত্য", এই শ্রুতিতে আবার প্রাণ-শব্দবাচ্য চেতন বা জীবসমূহ অপেক্ষাও আত্মার (পরমাত্মার) সত্যতা উক্ত হইয়াছে। কেননা, কস্মিনকালেও এই আত্মার (পরমাত্মার) জ্ঞান শক্তির হ্রাস হয় না[১]। (সর্বদা একই রূপ থাকে।) সেইরূপ শ্রুতি হইতেও এইরূপ অর্থই জানা যাইতেছে। যথা শ্রুতি—'প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর এবং গুণাধিপতি', 'জগতের পতি এবং আত্মার ঈশ্বরকে', 'নিত্যের নিত্য, চেতনেরও চেতন' ইত্যাদি। সেই অচেতন জড়বস্তু যে কি প্রকারে ব্রহ্মের রূপ বা বিশেষণীভূত হয়, ব্রহ্মের নির্দোষত্ব সমর্থনের জন্য এখন তাহা চিন্তা করা হইতেছে—

এই অচেতন পদার্থ যে ব্রহ্মের রূপ, তাহা কি অহি-কুণ্ডলের ন্যায়? (১) অর্থাৎ একই সর্প যেমন সময়ে দীর্ঘাকার এবং সময়ে কুণ্ডলাকার হয়, অথচ ঐ উভয়ই সর্পের রূপ, ঠিক সেইরূপ কি? অথবা, প্রভা ও প্রভাবিশিষ্টের (অগ্নি ও তাহার প্রভার) ন্যায় এক জাতীয় বলিয়া কি? (২) কিংবা জীবের ন্যায় বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবাত্মক অংশাংশিভাবে? (৩) তন্মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবই এখানে স্থাপনের উদ্দেশ্যে, সেই পক্ষই অবলম্বন করিয়া—'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩) এবং 'তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৫) ইত্যাদি স্থলে সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে স্থূল চেতনাচেতন বিশিষ্ট ব্রহ্মের উৎপত্তি ও অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব) উক্ত হইয়াছে।

---

১ কিন্তু জীবাত্মা কর্মানুসারে নানা দেহগত হইলে তাহা জ্ঞান শক্তির নানাবিধ সঙ্কোচ-বিকাস হয়।

কিং যুক্তম্? অহি-কুণ্ডলবদিতি। কুতঃ? উভয়ব্যপদেশাৎ "ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্" (বৃহদা ২।৫।১); "আত্মৈবেদং সর্বম্" (ছান্দো ৭।২৫।২) ইতি তাদাত্ম্যব্যপদেশাৎ, "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" (ছান্দো ৬।৩।২) ইত্যাদিভেদব্যপদেশাচ্চ অহেঃ কুণ্ডলভাব-ঋজুভাববৎ* তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সংস্থানবিশেষা এবাচিদ্বস্তূনি ॥৩।২।২৬

উক্ত তিনটি পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? অহি-কুণ্ডলের ন্যায় পক্ষই। কারণ, (শ্রুতিতে) উভয় প্রকার ব্যপদেশ। 'এই সমস্ত আত্মাই (ব্রহ্মস্বরূপই)', এইরূপে জগৎ ও ব্রহ্মের 'তাদাত্ম্য' উপদেশের দ্বারা (অভেদ-উল্লেখ) রহিয়াছে। আবার, 'আমি এই জীবাত্মকরূপে২ এই তিন দেবতার (তেজ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপে অভিব্যক্তি করিব' ইত্যাদি ভেদ-নির্দেশও রহিয়াছে। একই সর্পের যেরূপ কুণ্ডলভাব ও ঋজুভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ জড়বস্তুসমূহও সেই একই বস্তুর অবস্থাবিশেষ মাত্র, (তাহা হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ নহে, কিন্তু অভিন্ন)। (এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ) ॥৩।২।২৬

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥৩।২।২৭

অন্বয়ার্থঃ বা—অথবা; প্রকাশ-আশ্রয়বৎ—প্রকাশ বা তেজ এবং তাহার আশ্রয়বস্তু অগ্নি প্রভৃতির ন্যায়; তেজস্ত্বাৎ—প্রকাশত্ব গুণের হেতু।

সরলার্থঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

বা-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; ব্রহ্মস্বরূপস্যৈবাচিদ্রূপেণাবস্থানে ভেদশ্রুতয়ো ব্রহ্মণোঽপরিণামিত্ববাদিন্যোঽপি বাধিতা ভবেয়ুঃ;

অনুবাদ

সূত্রস্থ 'বা' শব্দ পূর্বসিদ্ধান্ত নিবারণার্থ। স্বরূপতঃ ব্রহ্মই যদি অচেতন পদার্থরূপে অবস্থান করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের ভেদবোধক এবং অপরিণামিত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহ নিরর্থক হইয়া যাইতে পারে। অতএব, (বলিতে হইবে যে)

---

*—রজ্জুভাববৎ — পাঠভেদঃ।

২ শ্রুতি-উক্ত 'জীবেনাত্মনা' শব্দে অদ্বৈতবাদী অর্থ করিয়া থাকেন 'জীবাত্মারূপে'। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী অর্থ করিয়া থাকেন (জীবাত্মকরূপে)।

অতো যথা তেজস্ত্বেনপ্রভা-তদাশ্রয়য়োভিন্নয়োরপি তাদাত্ম্যম্ ; এবম-চিৎপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণো রূপত্বমিত্যর্থঃ ৩।২।২৭

যেমন তেজস্ত্ব জাতি লইয়া প্রভা ও প্রভাশ্রয় ভাস্কর অগ্নি আদির অভিন্নত্ব, অচেতন জগৎ-প্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বও সেইরূপই বটে ৩।২।২৭

পূর্ববদ্বা ॥৩।২।২৮

অন্বয়ার্থঃ বা—অথবা ; পূর্ববৎ—পূর্বোক্ত সূত্রার্থ অনুযায়ী।

সরলার্থঃ ইতিপূর্বে যেমন (২।৩।৪২ সূত্র প্রভৃতিতে) জীবাত্মাকে ব্রহ্মের বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশ বলা হইয়াছে, সেইরূপ অচেতন পদার্থকেও ব্রহ্মের বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশ বলা হইতেছে।

মূল

বা-শব্দঃ পক্ষদ্বয়-ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। একস্যৈব দ্রব্যস্য অবস্থাবিশেষ-যোগে ব্রহ্মস্বরূপস্যৈবাচিদ্দ্রব্যরূপত্বাদুক্তদোষাদনির্মোক্ষঃ। অথ প্রভা-তদাশ্রয়য়োরিব অচিদ্ব্রহ্মণোর্ব্রহ্মত্বজাতিযোগমাত্রম্। এবং তর্হি অশ্বত্ব-গোত্ববদ্ ব্রহ্মাপি ঈশ্বরে চিদচিদ্বস্তুনোশ্চানুবর্ত্তমানং সামান্য-মিতি সকলশ্রুতি-স্মৃতিব্যবহারবিরোধঃ।

পূর্ববদেব "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪২) "প্রকা-শাদিবত্তু নৈবং পরঃ" (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪৫) ইতি জীববৎ পৃথক্‌সিদ্ধ্যনর্হ-

---

অনুবাদ

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটি নিষেধের জন্য সূত্রে 'বা' শব্দের প্রয়োগ। ব্রহ্মের (নিজস্ব) কোন অবস্থা বিশেষের সহিত যদি অচেতন বস্তুর সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় (যথা সূত্র ৩।২।২৬), তাহা হইলে তো প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই অচেতনভাব ঘটিল। সুতরাং পূর্বোক্ত দোষ বলবৎই রহিল। পক্ষান্তরে যদি বলা যায়, প্রভা ও তদাশ্রয়ের ন্যায় অচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে কেবল ব্রহ্মের জাতিত্ব সম্বন্ধ হয় মাত্র, (কিন্তু তদ্রূপতা হয় না) (সূত্র ৩।২।২৭) তাহা হইলে তো, গোত্ব অশ্বত্ব প্রভৃতি জাতির ন্যায় ঈশ্বরে এবং চেতনাচেতন বস্তুতে অনুগত ব্রহ্মও একটি জাতি পদার্থ হইয়া পড়িলেন মাত্র ; সুতরাং তখন সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্রীয় এবং স্মৃতিশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

অতএব, পূর্বেরই মত অর্থাৎ 'অংশো নানাব্যপদেশাৎ' 'প্রকাশাদিবত্ত নৈবং পরঃ' (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪২, ২।৩।৪৫), এই সূত্রদ্বয়ে জীবের যেমন ব্রহ্মাংশত্ব

বিশেষণত্বেন অচিদ্বস্তুনো ব্রহ্মাংশত্বম্; বিশিষ্টবস্ত্বেকদেশত্বেনাভেদ-ব্যবহারো মুখ্যঃ, বিশেষণ-বিশেষ্যয়োঃ স্বরূপ-স্বভাবভেদেন ভেদ-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ব্রহ্মণো নির্দোষত্বঞ্চ রক্ষিতম্। তদেবং প্রকাশ-জাতি-গুণ-শরীরাণাং মণি-ব্যক্তিগুণ্যাত্মনঃ প্রতি অপৃথক্‌সিদ্ধিলক্ষণ-বিশেষণতয়া যথাংশত্বম্, তথেহ জীবস্যাচিদ্বস্তুনশ্চ ব্রহ্ম প্রত্যংশত্বম্। ॥৩।২।২৮

নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপই ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অবস্থান করিতে অক্ষম অচিৎ বস্তুরও ব্রহ্মের বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই অচেতন বস্তুগুলি তদ্বিশিষ্টবস্তুর একদেশ হওয়ায় এই সকল বস্তুর সহিত তাহাদের অভেদ-ব্যবহার মুখ্য কারণ। অথচ, বিশেষণ এবং বিশেষ্যের মধ্যে স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদ থাকার জন্য ভেদব্যবহারও মুখ্য। ইহার ফলে ব্রহ্মের নির্দোষতাই রক্ষিত হইতেছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রকাশ, জাতি, গুণ ও শরীর যেমন মণি, ব্যক্তি, গুণী ও আত্মা ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না বলিয়া, সেই মণি প্রভৃতির যথাক্রমে অপৃথক্‌সিদ্ধ বিশেষণরূপে তাহাদের অংশ হয় সেইরূপই এখানেও চেতন জীব এবং অচেতন জড় পদার্থ মাত্রই ব্রহ্মের অংশ ॥৩।২।২৮

প্রতিষেধাচ্চ ॥৩।২।২৯

অন্বয়ার্থ ঃ প্রতিষেধাৎ চ—(ব্রহ্মে অচিৎ ধর্মের) নিষেধহেতুও (ব্রহ্ম জগৎ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন)।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

"স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরঃ" (বৃহদা ৪।৪।২৫) "নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্যতি" (ছান্দো ৮।১।৫) ইত্যাদিভির্ব্রহ্মণোঽচিদ্ধর্মপ্রতিষেধাচ্চ বিশেষণ-বিশেষ্যত্বেনৈবাংশাংশিভাব ইত্যর্থঃ। অতঃ সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু-

---

অনুবাদ

'সেই এই আত্মা মহান্ অজ এবং জরামরণবর্জিত'; 'দেহে জরা দ্বারা ইনি জীর্ণ হন না'; ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে অচিৎধর্ম নিষিদ্ধ হওয়ায়, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেই উভয়ের অংশ-অংশী ভাব বুঝিতে হইবে। অতএব, সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কারণ-রূপ এবং স্থূল চেতনাচেতন-

বিশিষ্টং কারণভূতং ব্রহ্ম, স্থূলচিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টং কার্যভূতং ব্রহ্ম, ইতি কারণাৎ কার্যস্যানন্যত্বম্, কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্যস্য জ্ঞাততেত্যাদি সর্বমুপপন্নম্, ব্রহ্মণো নির্দোষত্বঞ্চ রক্ষিতম্। ব্রহ্মণো নির্দোষত্বেন কল্যাণগুণাকরত্বেন চ উভয়লিঙ্গত্বমপি সিদ্ধম্ ॥৩।২।২৯

বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কার্য-রূপ। সুতরাং, 'কারণ হইতে কার্যের যে অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব), এবং কারণরূপী ব্রহ্মের বিজ্ঞানেই কার্য-বস্তুর বিজ্ঞান হয়' ইত্যাদি (শ্রুতিগত) সমস্ত বাক্যই সুসঙ্গত হইল। তাহার ফলে ব্রহ্মের নির্দোষত্ব এবং কল্যাণগুণাকরত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও সিদ্ধ হইল ॥৩।২।২৯

৬—অহিকুণ্ডলাধিকরণ সমাপ্ত।

৭—পর-অধিকরণম্* (সূত্র ৩০—৩৬)

পরমতঃ সেতুন্মানসম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥৩।২।৩০

অন্বয়ার্থঃ অতঃ—এই ব্রহ্ম হইতে; পরম্—অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব; সেতু-উন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ—(শ্রুতিতে) সেতু, পরিমাণ, সম্বন্ধ এবং ভেদ শব্দের উল্লেখ হেতু।

সরলার্থঃ (ব্রহ্মসূত্র ১।১।১ হইতে ৩।২।২৫ অবধি) যে ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছে—তদতিরিক্ত (তাহারও উপরে) অন্য কোন তত্ত্বও থাকা সম্ভব। যেহেতু ব্রহ্ম বিষয়ে সেতু, উন্মান (পরিমাণ কলা বা অংশ), (প্রাপ্য-প্রাপকরূপ) সম্বন্ধ এবং ভেদ (ভিন্নরূপ বস্তুর) নির্দেশ রহিয়াছে—অতএব, এই সকল কারণে কেহ কেহ মনে করেন যে, জগৎকারণ বস্তু হইতেও অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে।

---

* অধিকরণ তাৎপর্য—

(১) বিষয়—পরম ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তুর অসত্তা, (২) সংশয়—পরম ব্রহ্মেরও অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—'অথ য আত্মা স সেতুঃ' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, পরব্রহ্মের পার বা শেষ আছে; অতএব, ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুও অবশ্যই আছে (৪) বিচার—না, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব 'নেতি নেতি' শ্রুতির দ্বারা নিবারিত হইয়াছে। (৫) নির্ণয়—পরমব্রহ্মই সর্বশেষ, তাহার অতিরিক্ত আর কোন বস্তু নাই।

মূল

ইদানীমস্মাৎ পরস্মাৎ জগন্নিমিত্তোপাদানরূপ-পরমকারণাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিৎ তত্ত্বমস্তীতি কৈশ্চিৎ হেত্বাভাসৈরাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে অস্যোপাস্যস্য নির্দোষত্বানবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়কল্যাণ-গুণাকরত্বস্থৈর্য্যে।

তত্রেয়মাশঙ্কা — যদিদং পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্; এতস্মান্নিখিল-জগৎকারণাৎ পরমপি কিঞ্চিৎ তত্ত্বমস্তি। কথম্? "অথ য আত্মা, স সেতুর্বিধৃতিঃ" (ছান্দো ৮।৪।১) ইতি অস্য পরস্য সেতুত্বব্যপদেশাৎ। সেতু-শব্দস্য চ লোকে কূলান্তরপ্রাপ্তিহেতৌ প্রসিদ্ধেঃ ইতোঽন্যদনেন প্রাপ্তব্যমস্তীতি গম্যতে। তথা "এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্

অনুবাদ

কতকগুলি হেত্বাভাস১ হইতে আশঙ্কা হইতেছে যে, এই পর হইতেও অর্থাৎ জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপী পরব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব বা বস্তু থাকিতে পারে। এখন সেই আশঙ্কারই নিবৃত্তি করা হইতেছে। উদ্দেশ্য—তাহা হইলেই উপাস্য ব্রহ্মের একত্ব নির্দোষত্ব ও অনন্ত কল্যাণগুণাকরত্ব স্থিরতর হইতে পারে।

এ বিষয়ে আশঙ্কা হইতেছে—এই যে উভয়লিঙ্গ পরব্রহ্ম, বোধ হয় নিখিল জগৎকারণ এই ব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব আছে। যেহেতু, 'এই যে আত্মা তিনি সর্বলোক-বিধারক সেতু'; এই স্থলে, এই পরব্রহ্মেরই 'সেতুরূপে' নির্দেশ রহিয়াছে। যাহার দ্বারা অপর প্রাপ্ত হওয়া যায়, জগতে তাদৃশ পদার্থই 'সেতু' শব্দে প্রসিদ্ধ। অতএব, ইহার দ্বারা প্রাপ্তব্য অপর কোন পদার্থ আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। সেইরূপ, 'অন্ধ থাকিলেও, এই সেতু পার হইয়া অনন্ধ হয়', এখানে আবার, ইহা পার হইবার কথাও বলা হইতেছে;

---

১ হেত্বাভাস—যাহা আপাত দৃষ্টিতে হেতুর ন্যায় মনে হয়, অথচ যাহা হেতু নহে। যথা—'পর্বতো বহ্নিমান্ দ্রব্যত্বাৎ' অর্থাৎ, পর্বতে অগ্নি আছে, কারণ ইহাতে দ্রব্যত্ব ধর্ম রহিয়াছে। এখানে 'দ্রব্যত্ব' হেতুর দ্বারা পর্বতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা হইতেছে। এখানে 'দ্রব্যত্বের' হেতুর দ্বারা পর্বতে অগ্নির অনুমান করা হইতেছে সত্য, কিন্তু এই দ্রব্যত্ব ধর্মটি যখন অগ্নিশূন্য জল হ্রদ প্রভৃতিতে বিদ্যমান আছে তখন ইহা অগ্নির সাধক বাস্তবিক হেতু হইতে পারে না। এইজন্য ইহাকে 'হেত্বাভাস' বলে।

অনন্ধো ভবতি" (ছান্দো ৮।৪।২) ইতি তরিতব্যতা চাস্যাভিধীয়তে; অতশ্চান্যৎ প্রাপ্যমস্তি। উন্মানব্যপদেশাচ্চ — উন্মিতং—পরিমিতং ইদং পরং ব্রহ্ম, "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম" (ছান্দো ৩।১৮।২); "ষোড়শকলম্" (প্রশ্ন ৬।১) ইত্যুন্মানব্যপদেশাৎ। স চায়মুন্মানব্যপদেশস্তেন সেতুনা প্রাপ্যস্যানুন্মিতস্যাস্তিতাং দ্যোতয়তি। তথা সম্বন্ধব্যপদেশশ্চ সেতু-সেতুমতোঃ প্রাপকত্ব-প্রাপ্যত্বলক্ষণো দৃশ্যতে — "অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্" (শ্বেতাঃ ৬।১৯); "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" (মুণ্ডক ২।২।৫) ইতি। অতশ্চ পরাৎ পরমস্তি। ভেদেন চ পরাৎ পরং ব্যপদিশ্যতে —"পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি" (মুণ্ডক ৩।২ ৮); "পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্" (তৈ-নারাঃ ১।৫) ইতি চ। তথা "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্", "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্" (শ্বেতাঃ ৩।৯,১০) ইতি। অত এভ্যো হেতুভ্যঃ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিদস্তীতি গম্যত ইতি ॥৩।২।৩০

সুতরাং এতদতিরিক্ত অন্য কিছু প্রাপ্য আছে। ইহা ছাড়া আবার 'উন্মানেরও' (পরিমাণেরও) নির্দেশ আছে—'এই পরমব্রহ্ম উন্মিত (অর্থাৎ পরিমিতও বটেন), কারণ শ্রুতিবাক্য—'ব্রহ্ম চতুষ্পাদ' ও 'ষোড়শকলাযুক্ত', এই স্থানে চতুষ্পাদ ও ষোড়শ অংশের দ্বারা পরিমাণের নির্দেশ রহিয়াছে। কথিত এই উন্মান-ব্যপদেশই এই সেতু দ্বারা প্রাপ্য অনুন্মিত (অপরিমিত) বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। সেইরূপ, সেতু ও সেতু-যুক্ত বস্তুর প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধ নির্দেশের অপর লক্ষণও দৃষ্ট হইতেছে। যথা—'দগ্ধেন্ধন (নির্ধূম) অনলের ন্যায় অমৃতের (মোক্ষের) সর্বোৎকৃষ্ট সেতুস্বরূপ তাহাকে' 'ইনিই অমৃতলাভের সেতু' ইত্যাদি; এই কারণেই (বলিতে হয় যে), এই 'পর' অপেক্ষাও 'পর' (শ্রেষ্ঠ বস্তু) আছে। বিশেষতঃ, 'পর অপেক্ষাও পর-পুরুষকে প্রাপ্ত হয়', 'যাহা পর হইতেও পর (শ্রেষ্ঠ) এবং মহৎ অপেক্ষাও মহৎ' এই শ্রুতিও পরাৎপরকে (পর অপেক্ষা পর বস্তুকে) ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। পুনরায়, সেইরূপ 'সেই পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত পরিপূর্ণ, তাহা অপেক্ষাও যাহা অতিশয় পরবর্ত্তী (দূরবর্ত্তী), তাহা নি-রূপ ও নিরাময়'। অতএব, এই সমস্ত কারণে মনে হয় যে, পরমব্রহ্মের অতিরিক্তও কোন পদার্থ আছে ॥৩।২।৩০

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

এইরূপ আশঙ্কায় কথিত হইতেছে—সূত্র 'সামান্যাত্তু'।

সামান্যাত্তু ॥৩।২।৩১

অন্বয়ার্থ : তু—কিন্তু, সামান্যাৎ (সেতু ইত্যাদির উল্লেখ) সাদৃশ্য হেতু।

সরলার্থ : অনুবাদ দেখ।

(সিদ্ধান্তঃ)

মূল

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি ; যৎ তাবদুক্তং — সেতুব্যপদেশাৎ পরাৎ পরমস্তীতি ; তন্নোপপদ্যতে। ন হ্যয়মত্র কিঞ্চিৎ প্রাপ্যং প্রতি সেতুরুচ্যতে, "এষাং লোকানামসম্ভেদায়" (ছান্দো ৮।৪।১) ইতি সেতুসামান্যেন সর্বলোকাসংকরকরত্বশ্রুতেঃ। সিনোতি বধ্নাতি স্বস্মিন্ সর্বং চিদচিদ্বস্তুজাতম্ অসংকীর্ণং ইতি সেতুরুচ্যতে। 'এতং সেতুং তীর্ত্বা' ইতি তরতিশ্চ প্রাপ্তিবচনঃ ; যথা 'বেদান্তং তরতি' ইতি।

॥৩।২।৩১

অনুবাদ

সূত্রস্থ 'তু' শব্দ পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিবারণ করিতেছে। পূর্বে যে কথিত হইয়াছে—সেতুরূপে উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পরংব্রহ্মের অতিরিক্তও অপর (শ্রেষ্ঠ) বস্তু আছে', তাহা সঙ্গত হইতেছে না। কারণ, এখানে কোন প্রাপ্য বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া যে ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে তাহা নহে ; কেননা, 'এই সমস্ত জগতের অসম্ভেদ বা সাঙ্কর্য পরিহারের নিমিত্ত' এই শ্রুতিতে সেতুর সাদৃশ্য অনুসারে ব্রহ্মেতেও সর্বলোকের সাঙ্কর্য-নিবারকতার উল্লেখ করা হইয়াছে। ('সেতু' পদটি 'ষি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, 'ষি' ধাতুর অর্থ—বন্ধন।) এস্থলে ফলিত অর্থ এই যে, আপনাতে চেতনাচেতন বস্তুনিচয়কে (পরস্পরের পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত) অসঙ্কীর্ণভাবে বন্ধন করেন বলিয়া ব্রহ্মকে 'সেতু' বলা হইয়া থাকে। 'এতং সেতুং তীর্ত্বা'—এ স্থলেও' তীর্ত্বা' পদটি ('তৃ' ধাতুটি) প্রাপ্তিবোধক। যেমন, 'বেদান্তং তরতি'—অর্থ, বেদান্তকে প্রাপ্ত হইতেছে, ইত্যাদি ॥৩।২।৩১

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥৩।২।৩২

অন্বয়ার্থ ঃ পাদবৎ—(বাক্ প্রাণ প্রভৃতি শব্দের সহিত) পাদ শব্দের প্রয়োগের ন্যায় ; বুদ্ধ্যর্থঃ—স্পষ্টরূপে বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য (ব্রহ্ম বিষয়ে পরিচ্ছিন্নতাবোধক পাদ শব্দের প্রয়োগ)।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দেখ।

মূল

যোঽয়ম্ "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম" (ছান্দো ৩।১৮।২) ; "ষোড়শকলম্" (প্রশ্ন ৬।১) ; "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" (পুঃ সূঃ) ইত্যুন্মানব্যপদেশঃ ; স বুদ্ধ্যর্থঃ — উপাসনার্থঃ ; "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ-আনঃ ১) ইত্যাদিভির্জগৎকারণস্য ব্রহ্মণোঽপরিচ্ছিন্নত্বাবগমাৎ স্বত উন্মিতত্বাসম্ভবাৎ। জগৎকারণত্বং হি তস্যৈব শ্রূয়তে—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈ-আনঃ ১) ; "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (তৈ-আনঃ ৬) ইতি। অতো যথা "বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ চক্ষুঃ পাদো মনঃ (শ্রোত্রং) পাদঃ" (ছান্দো ৩।১৮।২) ইত্যাদিনা ব্রহ্মণো বাগাদিপাদব্যপদেশ উপাসনার্থঃ ; এবময়মপি ॥৩।২।৩২

অনুবাদ

এই যে 'চতুষ্পাদ ব্রহ্ম', 'ষোড়শকলাবিশিষ্ট ব্রহ্ম', 'সমস্ত জগৎ ইহার একপাদ' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের উন্মানত্ব বা পরিচ্ছিন্নত্ব ব্যবহার তাহাও বুদ্ধির জন্যই অর্থাৎ উপাসনার নিমিত্তই। কেননা, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জগৎকারণ পরমব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ অনন্তত্ব অবধারিত হওয়ায় স্বরূপতঃ তাঁহার উন্মান সম্ভবপর হয় না। আবার, জগৎকারণত্ব ধর্মও সেই পরমব্রহ্মের সম্বন্ধেই শ্রুত হইতেছে—'সেই এই আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে আকাশ সম্ভূত হইল', 'তিনি কল্পনা করিলেন—বহু হইব জন্মিব' ইত্যাদি। অতএব (বুঝিতে হইবে যে,) 'ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয় একটি পাদ (অংশ), প্রাণ একটি পাদ, চক্ষু একটি পাদ, মন একটি পাদ' ইত্যাদি বাক্যে যেমন উপাসনার নিমিত্তই ব্রহ্মের বাগাদি পাদ নির্দেশ হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপই বটে ॥৩।২।৩২

স্বয়মনুন্মিতস্য কথমুপাসনার্থতয়াপ্যুন্মানসম্ভবঃ ; তত্রাহ—

যদি আপত্তি হয়, ব্রহ্ম স্বয়ং যখন অপরিচ্ছিন্ন (অনুন্মিত), তখন উপাসনার জন্যই বা তাঁহার পরিচ্ছিন্নত্ব সম্ভব হয় কি প্রকারে ? তদুত্তরে কথিত হইতেছে এই সূত্র — 'স্থানবিশেষাৎ' ইত্যাদি বাক্য।

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥৩।২।৩৩

অন্বয়ার্থ ঃ স্থানবিশেষাৎ—(বাগিন্দ্রিয়াদি) বিভিন্ন স্থান-বিশেষের সম্বন্ধ-প্রযুক্ত (ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নতা চিন্তা) ; প্রকাশাদিবৎ—আলোকাদির ন্যায়।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

প্রতিপন্নবাগাদিস্থানবিশেষরূপোপাধিভেদাৎ তৎসম্বন্ধিতয়োন্মিতত্বানুসন্ধানং সম্ভবতি ; যথা প্রকাশাকাশাদের্বিততস্য বাতায়নঘটাদিস্থানভেদৈঃ পরিচ্ছিদ্যানুসন্ধানসম্ভব ইত্যর্থঃ ॥৩।২।৩৩

অনুবাদ

অনুভবগোচর (সর্বসম্মত) বাগিন্দ্রিয়াদি বিশেষ বিশেষ স্থানরূপ উপাধির ভেদ অনুসারে তত্তৎ সম্পর্কাধীন ব্রহ্মের সম্বন্ধেও উন্মান (পরিচ্ছিন্নতা) চিন্তা সম্ভবপর হয় ; যেমন প্রকাশাদি পদার্থ (আলোক প্রভৃতি) স্বভাবতঃ বিস্তৃত সম্পন্ন হইলেও গবাক্ষ ও ঘটাদিরূপ স্থান-ভেদানুসারে পরিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করা সম্ভব হয়, (এখানেও তদ্রূপ) ॥৩।২।৩৩

উপপত্তেশ্চ ॥৩।২।৩৪

অন্বয়ার্থ ঃ উপপত্তেঃ চ—যেহেতু যুক্তি দ্বারাও এইরূপ উপপন্ন হয়।

সরলার্থ ঃ উপপন্ন হয় বলিয়াও উক্ত আপত্তি সঙ্গত হইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, এই আত্মাকে (পরমাত্মাকে) শাস্ত্রব্যাখ্যার দ্বারা পাওয়া যায় না, মেধার দ্বারা বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারাও পাওয়া যায় না, পরন্তু এই পরমাত্মা যাহাকে বরণ করেন সেই তাঁহাকে লাভ করে, তাহার নিকট পরমাত্মা স্বীয় তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মাকেই জীবাত্মার প্রাপ্য বলিয়া নির্দেশ করায় ব্রহ্মের সেতুত্ব ব্যপদেশও সঙ্গত হইতেছে।

মূল

যদুক্তম্ — "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" (মুণ্ডক ২।২।৫) ইতি প্রাপ্যপ্রাপকসম্বন্ধব্যপদেশাৎ প্রাপকাৎ পরং প্রাপ্যমস্তীতি ; তন্ন, প্রাপ্যস্য পরম-

---

অনুবাদ

আরও যে বলা হইয়াছে, 'ইনি অমৃতের সেতু' এই শ্রুতিতে প্রাপ্য প্রাপকরূপ সম্বন্ধের উল্লেখ থাকায়, (বুঝিতে হইবে যে) প্রাপকের (সেতুর) অতিরিক্ত কোন প্রাপ্যবস্তু আছে, তাহাও নহে ; কারণ, প্রাপ্তব্য পরমপুরুষের

পুরুষস্য স্বপ্রাপ্তৌ স্বস্যৈবোপায়ত্বোপপত্তেঃ।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
(মুণ্ডক ৩।২।৩) ইত্যনন্যোপায়ত্বশ্রবণাৎ ॥৩।২।৩৪

পক্ষে তাঁহার নিজেরই স্বপ্রাপ্তিতে উপায়ত্ব উপপন্ন হইতে পারে। (তৎপরের অংশটির অর্থ—সরলার্থে দেখ।) এই স্থলে, অনন্যোপায়ত্ববোধক অর্থাৎ তাঁহাকে লাভ করিবার তিনি ভিন্ন অন্য উপায়ের নিষেধক শ্রুতি রহিয়াছে ॥৩।২।৩৪

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥৩।২।৩৫

অন্বয়ার্থঃ তথা—(অপর পক্ষে) সেইরূপ; অন্য-প্রতিষেধাৎ—শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্টতর অন্য বস্তুর নিষেধ রহিয়াছে বলিয়া (ব্রহ্মেরই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব)।

সরলার্থঃ 'যাহা অপেক্ষা পর (শ্রেষ্ঠ) বা অপর কিছুই নাই এবং তদপেক্ষা অণু ও মহৎও নাই' এই শ্রুতিতে এবং 'যেহেতু, পরম পুরুষ অপেক্ষা অপর কোন শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই, সেই হেতু তিনিই রূপবর্জিত, অনাময় ও সর্বোত্তম।' ইত্যাদি শ্রুতিতে পরম পুরুষ অপেক্ষা মহত্তর তত্ত্বান্তরের প্রতিষেধ হওয়ায়, বুঝা যাইতেছে যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন তত্ত্ব নাই।

মূল

যৎ পুনরুক্তম্—"ততো যদুত্তরতরম্ (শ্বেতাঃ ৩।১০); পরাৎপরং পুরুষম্" (মুণ্ডক ৩।২।৮); "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুণ্ডক ৩।১।২) ইত্যাদি ভেদব্যপদেশাৎ পরাৎপরমস্তীতি; তন্নোপপদ্যতে, তত্রৈব ততোঽন্যস্য পরস্য প্রতিষেধাৎ "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ" (শ্বেতাঃ ৩।৯) ইতি। যস্মাদপরং পরং নাস্তি কিঞ্চিৎ — ন কেনাপি প্রকারেণ পরমস্তীত্যর্থঃ। তথাঽন্যত্রাপি "ন

অনুবাদ

পুনশ্চ যে কথিত হইয়াছে—'ততো যদুত্তরতরং' 'পরাৎপরং পুরুষম্', 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ' ইত্যাদি ভেদ নির্দেশ হইতে জানা যাইতেছে যে, পরম পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে কিছু আছে তাহাও উপপন্ন হইতেছে না। কেননা, পরম পুরুষের অতিরিক্ত তত্ত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে অন্যান্য শ্রুতিবাক্যেও। যথা—'যাহা হইতে উৎকৃষ্ট অপর কিছুই নাই, যাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও বৃহত্তর কিছুই নাই'। এ কথার অর্থ এই যে—কোন প্রকারেও তদপেক্ষা অধিক

হেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" (বৃহদা ২।৩।৬) ইতি — ইতি নেতি নির্দিষ্টাদেতস্মাৎ ব্রহ্মণোঽন্যৎ পরং ন হ্যস্তীত্যর্থঃ। তথা "ন তস্যেশে কশ্চন তস্য নাম মহৎ যশঃ" (তৈ-নারাঃ ১।১০) ইতি। তদ্ধি জগদুপাদানকারণতয়ানন্তরমুক্তম্ "সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" (তৈ-নারাঃ ১।৮); "স আপঃ প্রদুঘে উভে ইমে" (তৈ-নারাঃ ১।৯) ইত্যাদিনা। "অদ্ভ্যঃ সম্ভূতো হিরণ্যগর্ভ ইত্যষ্টৌ" (তৈ-নারাঃ ১।১১) ইতি চ জগৎকারণং পুরুষমেনং প্রত্যভিজ্ঞাপয়তি। "ততো যদুত্তরতরম্" (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১০) ইতি কিমুচ্যত ইতি চেৎ, পূর্বত্র—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

ইতি পরস্য ব্রহ্মণো মহাপুরুষস্য বেদনমেবামৃতত্বসাধনম্, নান্যোঽমৃতত্বস্য পন্থাঃ ইত্যুপদিশ্য তদুপপাদনায়—

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।

কিছুই নাই। সেইরূপ অন্যত্রও আছে—'ন হি এতস্মাদিতি নেতি—অন্যৎ পরমস্তি'; এই 'ইতি, নেতি' কথার অর্থ—পূর্ব কথিত এই ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সেইরূপ, 'কেহই তাহার শাসনকর্ত্তা নাই, তাহার নামই মহাযশঃ' ইত্যাদি। ইহার পরেও, তাহাকেই আবার জগতের উপাদানকারণও বলা হইয়াছে—'সেই পুরুষ হইতেই সমস্ত নিমেষ (কাল) ও বিদ্যুৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে'। 'সেই পরমেশ্বর এই উভয়ে (অন্তরীক্ষে ও স্বর্গে) অপ্ দোহন করিয়াছেন', 'জল হইতে হিরণ্যগর্ভ সম্ভূত হইলেন, এই হইতে আটটি মন্ত্র' (কর্মকাণ্ডে পঠিত আছে) — ইত্যাদি পূর্বকাণ্ডে পঠিত বাক্যও (উত্তরকাণ্ডে বেদান্তেও পঠিতব্য)। এই সকল বাক্য এই পুরুষকেই জগৎকারণ বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন। পুনরায়, যদি প্রশ্ন হয়, 'যদুত্তরতরম্' (যাহা শ্রেষ্ঠ)—এই বাক্যের তাৎপর্য তবে কিরূপ হইবে? তদুত্তরে আমরা (রামানুজীয়) বলি—ইতঃপূর্বে 'তমের অতীতে আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় এই মহাপুরুষকে আমি জানি। জীবগণ তাঁহাকে অবগত হইয়া মৃত্যু অতিক্রম করে, মোক্ষধামে যাইবার আর অন্য পথ নাই।'—এই শ্রুতিতে পরমব্রহ্ম পরমপুরুষের অবগতিই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায়, তদ্ভিন্ন আর কোন উপায় নাই, এইরূপ উপদেশ করিয়া তাহারই সমর্থনের জন্য "যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট আর কিছুই নাই এবং যাহা অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম (অণু) বা মহৎও কিছুই নাই।

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥" (শ্বেতাশ্বঃ ৩।৯) ইতি পুরুষস্য পরত্বম্, তদ্ব্যতিরিক্তস্য পরত্বাসম্ভবঞ্চ প্রতিপাদ্য "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্; য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি" (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১০) ইতি পূর্বোক্তমর্থং হেতুতো নিগময়তি — যদুত্তরতরং পুরুষতত্ত্বম্, তদেবারূপমনাময়ং যতঃ, ততো য এতৎ পুরুষতত্ত্বং বিদুঃ, ত এবামৃতা ভবন্তি, অথ ইতরে দুঃখমেব অপিয়ন্তি ইতি; অন্যথা উপক্রমবিরোধোঽনন্তরোক্তি-বিরোধশ্চ। "পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" (মুণ্ডক ৩।২।৮) ইতি পূর্বত্র "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুণ্ডক ২।১।২) ইতি অক্ষরাৎ— অব্যাকৃতাৎ যঃ পরঃ সমষ্টিপুরুষঃ, তস্মাৎ পরো যোঽদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ সর্বজ্ঞঃ পরমপুরুষঃ, স এবেহাপি 'পরাৎপরঃ' ইতি সমষ্টি-পুরুষাৎ পরত্বেনোচ্যতে ॥৩।২।৩৫

বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ স্থির নিশ্চল একজন স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরুষ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ বা ব্যাপ্ত রহিয়াছে" — এইরূপে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও তদতিরিক্ত পদার্থের পরত্বে অসম্ভাবনাও প্রতিপাদন করিয়া, 'ততো যদুত্তরতরম্' ইত্যাদি বাক্যে, আবার, সেই পূর্বোক্ত কথারই সমর্থনের জন্য পুনরুল্লেখ করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন — 'সকলের শেষীভূত যে পুরুষ পরতত্ত্ব, যেহেতু তাহাই অনাময় ও অরূপ, সেই হেতু যাহারা এই পুরুষতত্ত্বকে অবগত হন কেবল তাহারাই অমৃত হন বা মুক্ত হন, অপর সকলে কেবলই দুঃখ ভোগ করে। এইরূপ অর্থ না করিলে বাক্যের উপক্রমবিরুদ্ধ হয় এবং পরবর্ত্তী বাক্যও বিরুদ্ধ হয়। আর 'পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্'—ইহার অর্থও এই যে 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ' এই পূর্ববাক্যে 'অক্ষর' পদবাচ্য অব্যাকৃত (প্রকৃতি) অপেক্ষাও যাহা পর (শ্রেষ্ঠ) সেই সমষ্টি-পুরুষ (জীবনিবহ), তদপেক্ষাও যাহা পর বা উৎকৃষ্ট — অদৃশ্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট সর্বজ্ঞ পরমপুরুষ (পরমব্রহ্ম), তাঁহাকেই এখানে 'পরাৎপর' কথায় সমষ্টি-পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে ॥৩।২।৩৫

অনেন সর্বগতত্বমায়াম-শব্দাদিভ্যঃ ॥৩।২।৩৬

অন্বয়ার্থ ঃ অনেন—এই ব্রহ্মবস্তুর ; সর্বগতত্বম্—সর্বব্যাপিত্ব ; 'আয়াম'শব্দাদিভ্যঃ —সর্বব্যাপকত্ববোধক আয়াম প্রভৃতি শব্দের দ্বারা (বুঝা যায়)।

সরলার্থঃ 'নিত্য, বিভু (ব্যাপক) সর্বগত ও অতিশয় সূক্ষ্ম নারায়ণ' সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন' ইত্যাদি, 'আয়াম' প্রভৃতি ব্যাপকাদি বোধক শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, 'এই ব্রহ্ম কর্তৃকই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

মূল

অনেন ব্রহ্মণা সর্বগতত্বম্ — সর্বস্য জগতো ব্যাপ্তত্বম্, আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ সর্বব্যাপ্তি-বাচিশব্দেভ্যোঽবগম্যমানং তস্মাৎ পরং নাস্তীত্যবগময়তি। আয়ামশব্দস্তাবৎ "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্" (শ্বেতাশ্বঃ ৩।৯)

"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥" (তৈঃ নারাঃ ১৩।৫)

নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥" (মুণ্ডক ১।১।৬)। আদিশব্দাৎ "ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্" (বৃহদা ২।৫।১); "আত্মৈবেদং সর্বম্" (ছান্দো ৭।২৫।২) ইত্যাদয়ো গৃহ্যন্তে। অত ইদং পরং ব্রহ্মৈব সর্বস্মাৎ পরম্ ॥৩।২।৩৬

অনুবাদ

সর্বব্যাপকতাবোধক 'আয়াম' প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, সমস্ত জগৎই এই ব্রহ্ম কর্তৃক পরিব্যাপ্ত, এই সর্বগতত্ব প্রতীতিই ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অভাব প্রতিপাদন করিতেছে। 'আয়াম' শব্দের অর্থ এই যে, 'সর্বজগৎ সেই পুরুষের দ্বারা পূর্ণ' এবং 'এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়া থাকে, নারায়ণ (পরব্রহ্ম) সেই সমস্ত বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন', 'ধীর ব্যক্তিগণ নিত্য বিভু সর্বগত এবং অতি সূক্ষ্ম যে ভূতযোনি তাঁহাকে (সর্ব-ভূতের কারণকে) সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন'। 'আদি' (প্রভৃতি) শব্দে 'ব্রহ্মই এই সমস্ত', 'আত্মাই এই সমস্ত' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য পরিগৃহীত হইতেছে। অতএব, এই পরব্রহ্মই সর্বাপেক্ষা 'পর' বা চরম সীমা (অন্য কেহ বা অন্য কিছু নহে) ॥৩।২।৩৬

৭—পর-অধিকরণ সমাপ্ত।

৮—ফলাধিকরণম্* (সূত্র ৩৭—৪০)

ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩।২।৩৭

অন্বয়ার্থঃ অতঃ — সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু এই পরমব্রহ্ম হইতে; ফলম্ — ঐহিক ও পারলৌকিক ঐশ্বর্যরূপ ফল প্রাপ্তি এবং মোক্ষ প্রাপ্তি; উপপত্তেঃ — যেহেতু এইরূপ উপপন্ন হয়।

সরলার্থঃ জীবগণের ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগাপবর্গরূপ ফলও এই পরমেশ্বর হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, কারণ, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বরের পক্ষেই ঐরূপ ফলদানের সামর্থ্য উপপন্ন হয়।

মূল

উক্তম্—উপাসিসিষোপজননার্থং জীবস্য সর্বাবস্থাসু সদোষত্বম্, প্রাপ্যস্য চ পরমপুরুষস্য নির্দোষত্বম্, কল্যাণগুণাকরত্বম্, সর্বস্মাৎ পরত্বঞ্চ; অতঃপরং উপাসনং বিবক্ষন্ উপাসীনানাং পরস্মাদেবাস্মাৎ পুরুষাৎ তৎপ্রাপ্তিরূপমপবর্গাখ্যং ফলমিতি সম্প্রতি ব্রূতে। তুল্যন্যায়তয়া শাস্ত্রীয়মৈহিকামুষ্মিকমপি ফলম্; অত এব পরস্মাৎ পুরুষাদ্-

---

অনুবাদ

ব্রহ্মোপাসনায় উৎসাহ সমুৎপাদনের জন্য জীবগণের সর্ব অবস্থাতেই স্বদোষত্ব এবং প্রস্তাবিত পরমপুরুষের নির্দোষত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব ও সর্বাপেক্ষা-পরত্বও কথিত হইয়াছে। অতঃপর উপাসনা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে এখন বলিতেছেন যে, উপাসকগণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ নামক ফলও এই পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রোক্ত ঐহিক ও আমুষ্মিক, উভয় ফলই এই পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতেই লব্ধ হইয়া থাকে। তুল্য-কক্ষ বলিয়া ঐহিক ও আমুষ্মিক উভয় ফলই গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য সামান্যাকারে ফল

---

* অধিকরণ তাৎপর্য—

(১) বিষয়—জীবের কর্মফল (২) সংশয়—যাগাদি কর্ম কি নিজ নিজ ফল প্রদান করে? কিংবা পরমেশ্বরই করেন? (৩) পূর্বপক্ষ—কর্মই যখন 'অপূর্ব' পুণ্য পাপ সমুৎপাদনের দ্বারা ফল প্রদানে সমর্থ, তখন আর পরমেশ্বরের প্রয়োজন কি? (৪) উত্তর—না, যেহেতু কর্ম অচেতন ও ক্ষণধ্বংসী, সুতরাং কালান্তরভাবী ফলদান তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব, সর্বেশ্বর পরমেশ্বরকেই ফল প্রদানের কর্তা বলিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব পরমেশ্বরের আরাধনায় যত্নপর হওয়া জীবগণের অবশ্য কর্তব্য।

ভবতীতি সামান্যেন 'ফলমতঃ' ইত্যুচ্যতে। কুত এতৎ ? উপপত্তেঃ—স এব হি সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তির্মহোদারো যাগ-দান-হোমাদিভিরুপাসনেন চারাধিতঃ ঐহিকামুষ্মিকভোগজাতম্, স্বস্বরূপাবাপ্তিরূপমপবর্গং চ দাতুমীষ্টে; ন হ্যচেতনং কর্ম ক্ষণধ্বংসি কালান্তরভাবি-ফলসাধনং ভবিতুমর্হতি ॥৩।২।৩৭

শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ও নিরতিশয় উদার প্রকৃতিযুক্ত। তিনি যাগ দান ও হোম প্রভৃতি ক্রিয়া ও উপাসনার দ্বারা আরাধিত হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক বিবিধ সম্ভোগ ও নিজ স্বরূপ প্রাপ্তিরূপ মুক্তি পর্যন্ত দান করিতে সমর্থ হন। কিন্তু অচেতন ও ক্ষণস্থায়ী কর্ম কখনই কালান্তরভাবী ফল-সাধনে সমর্থ হইতে পারে না ॥৩।২।৩৭

শ্রুতত্বাচ্চ ॥৩।২।৩৮

অন্বয়ার্থ ঃ শ্রুতত্বাৎ চ — শ্রুতিবাক্যের নির্দেশ হইতেও (তাহা বুঝা যায়)।

সরলার্থ ঃ (অনুবাদ দ্রষ্টব্য।)

মূল

"স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানঃ (বৃহদা ৪।৪।২৪); "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" (তৈ-আনঃ ৭) ইতি ভোগাপবর্গরূপং ফলময়-মেব দদাতীতি হি শ্রূয়তে ॥৩।২।৩৮

অনুবাদ

"সেই এই মহান্ অজ আত্মাই অন্নাদ ও ধনদাতা", "ইনিই সকলকে আনন্দিত করেন"—এই সকল বাক্যে ভোগ-মোক্ষরূপ ফল যে পরমেশ্বর ব্রহ্মই প্রদান করিতেছেন তাহা শ্রুত হইতেছে ॥৩।২।৩৮

সম্প্রতি পূর্বপক্ষমাহ—

এখন পরবর্ত্তী সূত্রে কথিত বিষয়ে আচার্যগণের মতভেদ বলা হইতেছে। পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—

ধর্মং জৈমিনিরত এব ॥৩।২।৩৯

অন্বয়ার্থ ঃ ধর্মং — যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মকর্মকে (ফলদাতা); জৈমিনিঃ — পূর্ব-

মীমাংসা প্রণেতা জৈমিনি ঋষি (মনে করেন); অতএব — এইজন্য কর্মের ফল-কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়।

সরলার্থঃ (অনুবাদ দ্রষ্টব্য।)

মূল

অত এব — উপপত্তেঃ, শাস্ত্রাচ্চ যাগদানহোমোপাসনরূপধর্মমেব ফলপ্রদং জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে। লোকে হি কৃষ্যাদিকং* কর্ম, দানাদিকং চ কর্ম সাক্ষাদ্বা পরম্পরয়া বা স্বয়মেব ফলসাধনং দৃষ্টম্; এবং বেদেঽপি যাগদানহোমাদীনাং সাক্ষাৎফলসাধনত্বাভাবেঽপি পরম্পরয়া অপূর্বদ্বারেণ ফলসাধনত্বমুপপদ্যতে। তথা "যজেত স্বর্গকামঃ" (যজুঃ ২।৫।৫) ইত্যাদি শাস্ত্রমপি সিষাধয়িষিত-স্বর্গস্য কর্ত্তব্যতয়া যাগাদ্যভিদধৎ অন্যথানুপপত্ত্যা অপূর্বদ্বারেণ ফলসাধনত্বমবগময়তি।

॥৩।২।৩৯

(পূর্বপক্ষ)

অনুবাদ

আচার্য জৈমিনি কিন্তু পূর্বোক্ত প্রকার যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে যাগ, দান, হোম ও উপাসনারূপ ধর্মকর্মকেই ফলপ্রদ বলিয়া মনে করেন। জগতে স্বয়ং কৃষি আদি কর্মকে এবং দানাদি কর্মকেই সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরা সম্বন্ধে ফল সম্পাদন করিতে দেখা যায়। তদনুসারে বেদেও যাগ, দান, হোমাদি কর্মেরই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, অন্ততঃ পরম্পরা সম্বন্ধেও পুণ্যরূপ 'অপূর্ব' সমুৎপাদনের দ্বারা ফলসাধনতা উপপন্ন হয়। সেইরূপ স্বর্গসাধনেচ্ছু পুরুষের পক্ষে কর্ত্তব্যতাবিধায়ক যাগাদিবিষয়ক 'স্বর্গকামী পুরুষ যাগ করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রকারান্তরে সার্থকতা রক্ষা পায় না বলিয়া ঐ বিধিশাস্ত্রও 'অপূর্ব' দ্বারাই ফলসাধনতা জ্ঞাপন করিতেছে। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ ॥৩।২।৩৯

পূর্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥৩।২।৪০

অন্বয়ার্থঃ তু — কিন্তু; বাদরায়ণঃ — বাদরায়ণ আচার্য (মনে করেন; পূর্বং — প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত (ব্রহ্মের ফল-কর্তৃত্ব); হেতুব্যপদেশাৎ — যেহেতু এইরূপ সিদ্ধান্তের হেতু শ্রুতিতে দেখা যায়।

সরলার্থঃ বাদরায়ণ নামক আচার্য পরমেশ্বর কর্তৃক ফলদান পক্ষকেই সঙ্গত

---

*—কৃষ্যাদিকর্ম — পাঠভেদঃ।

মনে করেন। যেহেতু ফলপ্রদানে তাঁহারই হেতুত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং কিংবা অন্যান্য দেবতার আত্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া তত্তৎরূপেই ফলপ্রদান করেন—শ্রুতিতে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অচেতন কর্ম ফলপ্রদানে অসমর্থ।

(সিদ্ধান্ত পক্ষ)

মূল

তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; পূর্বোক্তং পরমপুরুষস্যৈব ফলপ্রদত্বং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? হেতুব্যপদেশাৎ — "যজ-দেবপূজায়াম্" ইতি দেবতারাধনভূতযাগাদ্যারাধ্যভূতাগ্নিবায়্বাদি-দেবতানামেব তত্তৎফলহেতুতয়া তস্মিংস্তস্মিন্নপি বাক্যে ব্যপ-দেশাৎ — "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ; বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা; বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি; স এবৈনং ভূতিং গময়তি" (যজুঃ ২।১।১) ইত্যাদিষু। কামিনঃ সিষাধয়িষিতফলসাধনত্ব-প্রকারোপদেশোঽপি বিধ্যপেক্ষিত এবেতি নাতৎপরত্বশঙ্কা যুক্তা।

অনুবাদ

পূর্বপক্ষ নিবৃত্তির জন্য 'তু' শব্দটি সূত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণ আচার্য পূর্ব কথিত পরমেশ্বর কর্তৃক ফলদাতৃত্ব সিদ্ধান্তই (সঙ্গত) মনে করেন। যেহেতু ঐরূপ ব্যপদেশ বা নির্দেশ রহিয়াছে। 'যজ' ধাতুর অর্থ দেবপূজা (যজ—দেবপূজায়াম্), যেহেতু দেবতার আরাধনাস্বরূপ যাগাদি কর্মের আরাধ্যভূত অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণকেই তত্তৎ ফলের হেতুরূপে বিভিন্ন বাক্যে নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা—"বায়ুদেবতাকে শ্বেতবর্ণ ছাগল উৎসর্গ করিবে, বায়ু ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, স্বীয় ভাগ্যানুসারে বায়ুর নিকট ধাবিত হয়, সেই বায়ুই ইহাকে ঐশ্বর্য লাভ করান্" ইত্যাদি স্থলে ফলাভিলাষী ব্যক্তির অভীপ্সিত ফলের সাধনপ্রণালী উপদেশ করিবার জন্যও নিশ্চয়ই বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে। সুতরাং ইহার অন্য প্রকার তাৎপর্য আশংকা করাও যুক্তিযুক্ত হয় না১।

১—বায়ুদেবতার অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মই বায়ু প্রভৃতি রূপেও জীবের উপাসনাদি কর্মের ফল প্রদান করিতেছেন।

এবমপেক্ষিতেঽপি ফলসাধনত্বপ্রকারে শব্দাদেবাবগতে সতি, তৎপরিত্যাগং অশ্রুতাপূর্বাদিপরিকল্পনং চ প্রামাণিকা ন সহন্তে। লিঙাদয়োঽপি দেবতারাধনভূতযাগাদেঃ প্রকৃত্যর্থস্য কর্তৃব্যাপার-সাধ্যতাং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধাং শব্দানুশাসনানুমতামভিদধতি, নান্যদলৌকিকম্, ইতি প্রাগেবোক্তম্।

তদেবং "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" (যজু-২।১।১) ইত্যাদিশব্দাৎ বায়্বাদীনাং ফলপ্রদত্বমবগম্যতে। বায়্বাদ্যাত্মনা চ পরমপুরুষ এবারাধ্যতয়া ফলপ্রদায়িত্বেন চাবতিষ্ঠত ইতি শ্রূয়তে—

"ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্তি ভুবনস্য নাভিঃ।
তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎ সূর্যস্তদু চন্দ্রমাঃ ॥ (তৈ-নারাঃ ১।৬) ইতি।

অন্তর্যামিব্রাহ্মণে চ "যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ যস্য বায়ুঃ শরীরম্"; "যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্"; "য আদিত্যে তিষ্ঠন্" (বৃহদা ৩।৭।৭,৫,৯) ইত্যাদি শ্রূয়তে।

এইরূপে অপেক্ষিত ফলসাধনতার প্রকার প্রামাণিক শাস্ত্র হইতে অবধারণা সত্ত্বেও যে, তাহা পরিত্যাগ করা এবং যাহা কোন শব্দ হইতে পাওয়া যায় না, সেই অশ্রুতের কল্পনা করা, বিবেচকগণ কখনও তাহা সহ্য করেন না। বিশেষতঃ, ('যজেত' ইত্যাদি বিধির মধ্যে দুইটি অংশ আছে—একটি লিঙ্ প্রভৃতি বিধি-প্রত্যয়, অপরটি 'যজ্' প্রভৃতি ধাতু; এইরূপ প্রকৃতি-প্রত্যয় সহযোগেই সমস্ত বিধিই বিরচিত হয়;) কথিত লিঙ্ প্রভৃতি বিধি-প্রত্যয় সমূহও প্রকৃতিরূপী যজ্ ধাতুর অর্থ—যাহা দেবতার আরাধনা যাগ প্রভৃতি, তাহাও যে, কেবল শব্দ-শাস্ত্রানুগুণ যৌগিক কার্য অনুসারে কর্তৃব্যাপারের সম্পাদনীয়তাই প্রতিপাদন করিতেছে, এতদ্ব্যতীত অলৌকিক আর কিছুই প্রতিপাদন করিতেছে না, তাহা তো পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

অতএব, এই প্রকারে, 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' ইত্যাদি বাক্য হইতে বায়ু প্রভৃতিরই ফলদানে কর্তৃত্ব জানা যাইতেছে। আবার সেই পরম পুরুষই যে, বায়ু প্রভৃতির (অন্তরাত্মা) আকারে আরাধনীয়রূপে এবং ফলপ্রদরূপেও অবস্থান করেন, তাহাও শুনা যায়—'জগতের নাভিস্বরূপ (পরব্রহ্ম) ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্মের ফলে বহু প্রকারে জাত ও জায়মান এই বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন; তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু এবং তিনিই চন্দ্রমার স্বরূপ। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণেও—'যিনি বায়ুতে অবস্থান করেন', 'বায়ু যাঁহার শরীর', 'যিনি অগ্নিতে অবস্থান করেন', 'যিনি আদিত্যে অবস্থান করেন' ইত্যাদি প্রকার উপদেশ শ্রুত হইতেছে।

স্মর্যতে চ—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥"

(গীতা ৭।২১,২২) ইতি,

ইতি "অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ॥" (গীতা ৯।২৪) ইতি, প্রভুরিতি ফলপ্রদায়ীত্যর্থঃ।

"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥" (গীতা ৭।২৩)

"যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্" ইতি চ। লোকে চ কৃষ্যাদিভির্বিচিত্ররূপান্ দ্রব্যবিশেষান্ সম্পাদ্য তৈঃ রাজানং ভৃত্যদ্বারেণ সাক্ষাদ্বা অর্চয়ন্তি; অর্চিতস্য রাজা তত্তদর্চনানুগুণং ফলং প্রযচ্ছন্ দৃশ্যতে। বেদান্তাস্তু অতিপতিতসকলেতরপ্রমাণসম্ভাবনাভূমিং নিরস্ত-সমস্তাবিদ্যাদিদোষগন্ধং স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়া পরিমিতোদারগুণ-সাগরং পুরুষোত্তমং প্রতিপাদ্য, তদারাধনরূপাণি চ যাগদানহোমা-

---

স্মৃতিতেও উক্ত আছে—

'যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্বক যে যে মূর্ত্তি অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে আমি সেই সেই ভক্তকে তদনুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি। সেই লোক তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহার আরাধনায় যত্ন করে তদনন্তর আমারই প্রদত্ত সেই অভীষ্ট কামসমূহ লাভ করিয়া থাকে' ইতি। 'আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু'। 'প্রভু'—অর্থ ফলদাতা।

আরও আছে—'দেবপূজকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয় এবং আমার ভক্তগণও আমাকে প্রাপ্ত হয়।' 'যাহারা আমার আরাধনা করে তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয়।' জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, লোক কৃষিকর্মাদির দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া নিজে কিংবা ভৃত্য দ্বারা সেই সকল অর্জিত দ্রব্যে রাজার অর্চনা (আরাধনা) করিয়া থাকে; রাজাও অর্চিত হইয়া, অর্চনার অনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। বেদান্ত শাস্ত্রসমূহ কিন্তু, 'যিনি' শব্দ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের সম্ভাবনার ক্ষেত্র নহে, যিনি অবিদ্যাদি সকল প্রকার দোষ-সংস্পর্শ-শূন্য এবং যিনি স্বাভাবিক অনবধিক ও অতিশয় অপরিমিত উদার গুণের সাগর, সেই পুরুষোত্তমকে তাঁহার আরাধনাত্মক যজ্ঞ, দান, ও হোম প্রভৃতি

ত্মকানি, স্তুতি-নমস্কার-কীর্ত্তনার্চন-ধ্যানানি চ তদারাধনানি, আরাধিতাৎ পরস্মাৎ পুরুষাদ্ভোগাপবর্গরূপং ফলং চ বদন্তীতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥৩।২।৪০

ক্রিয়া, এবং স্তুতি, নমস্কার, কীর্ত্তন, অর্চনা ও ধ্যান রূপ তাঁহার আরাধনা, এবং আরাধিত সেই পরমপুরুষ হইতে ভোগ ও মোক্ষরূপ ফলও প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব, এ সমস্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ (কোথাও অসামঞ্জস্য নাই)।

॥৩।২।৪০

অষ্টম—ফল-অধিকরণ সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

——

তৃতীয় অধ্যায় — তৃতীয় পাদ

১—সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্* (সূত্র ১—৫)

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥৩।৩।১

অন্বয়ার্থঃ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং—বেদান্তের বিভিন্ন শাখায় যে সকল (দহরাদি) উপাসনার উল্লেখ আছে তাহারা একই; চোদনা—উপাসনা-ক্রিয়ার বিধি; আদি—প্রভৃতি (নাম, উপাস্য বস্তু এবং ফলের); অবিশেষাৎ—পার্থক্য না থাকায়।

সরলার্থঃ সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রে কথিত দহরাদি উপাসনা একই বটে, পৃথক্ নহে। কারণ, তদ্বিষয়ক বিধি, ফল ও নামাদিগত কিছু মাত্র পার্থক্য নাই। অতএব একই বিদ্যা বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিকভাবে পঠিত হইয়াছে মাত্র।

মূল

উক্তং ব্রহ্মোপাসিসিষোপজননায় বক্তব্যং ব্রহ্মণঃ ফলদায়িত্ব-পর্যন্তম্; ইদানীং ব্রহ্মোপাসনানাং গুণোপসংহারবিকল্পনির্ণয়ায় বিদ্যাভেদচিন্তা প্রস্তূয়তে। প্রথমং তাবদেকস্যাঃ বৈশ্বানরবিদ্যাদিকায়া অনেকশাখাসু শ্রূয়মাণায়াঃ কিমেকবিদ্যাত্বম্? উত বিদ্যাভেদঃ?

অনুবাদ

ব্রহ্মবিষয়ে উপাসনা সমুৎপাদনার্থ অবশ্যবক্তব্য ব্রহ্মের ফলদাতৃত্ব পর্যন্ত কথিত হইয়াছে। এখন, নানাবিধ ব্রহ্মোপাসনাসম্বন্ধী গুণসমূহের উপসংহার ও বিকল্প নিমিত্তের জন্য বিদ্যাভেদের চিন্তা আরম্ভ হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, বিভিন্ন শাখায় শ্রূয়মাণ বৈশ্বানরাদি বিদ্যা কি একই বিদ্যা? অথবা ভিন্ন বিদ্যা? এইরূপ সংশয়স্থলে পাওয়া যাইতেছে যে,

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তগত উপাসনাভেদ বা বিদ্যাভেদ। (২) সংশয়—বিভিন্ন শাখাগত এক নামীয় সমস্ত বিদ্যাই কি একই? কিংবা ভিন্ন ভিন্ন, (৩) পূর্বপক্ষ—প্রকরণ ও শাখাভেদ থাকায় তদ্‌গত বিদ্যাও নিশ্চয় ভিন্ন ভিন্ন—এক নহে। (৪) উত্তর—বিধি ও ফল প্রভৃতি যখন সমস্তই একই প্রকার, তখন প্রকরণাদি ভেদের জন্য বিদ্যা-ভেদ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান এক নামীয় কোন বিদ্যায় কোন গুণ অশ্রুত থাকিলেও অন্য শাখোক্ত গুণসমূহ অন্য শাখা হইতে সেই বিদ্যোক্ত গুণসমূহে আনিয়া পূরণ করিতে হইবে।

ইতি চিন্ত্যতে। অবিশেষপুনঃশ্রবণস্য প্রকরণান্তরস্য চ ভেদকত্বাচ্ছাখান্তরে চোভয়োরবর্জনীয়ত্বাৎ বিদ্যাভেদ ইতি প্রাপ্তম্। অত এব "তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত, শিরোব্রতং বিধিবৎ যৈস্তু চীর্ণম্" (মুণ্ডক ৩।২।১০) ইতি শিরোব্রতবতাম্ আথর্বণিকানামেব বিদ্যোপদেশনিয়ম উপপদ্যতে। বিদ্যৈক্যে হি বিদ্যাঙ্গস্য শিরোব্রতস্যান্যেষামপি শাখিনাং প্রাপ্তের্নিয়মো নোপপদ্যতে। এবং প্রাপ্তে উচ্যতে—

(সিদ্ধান্তঃ)

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্ একমুপাসনমিতি। কুতঃ? চোদনাদ্যবিশেষাৎ — চোদনা তাবৎ "উপাসীত" (ছান্দো ১।১।১, বৃহদা ৩।৪।৫) "বিদ্যাৎ" (কঠঃ ৬।১৭) ইত্যেবং জাতীয়কো ধাত্বর্থবিশেষবিধিঃ। আদি-শব্দেন "একং বা সংযোগরূপ-চোদন্যাখ্যাবিশেষাৎ" (পূর্ব-

---

যেহেতু অবিশেষে পুনঃ শ্রবণ (ঠিক পূর্বের মত পুনরুল্লেখ) হইলেও এবং প্রকরণ-ভেদ থাকার জন্য ইহা নিশ্চয় বিদ্যাভেদের কারণ। সুতরাং ভিন্ন বলিয়াই ভিন্ন শাখায় উভয়ের উল্লেখ আবশ্যক হয়। অতএব, ঐ সমস্ত বিদ্যা নামে এক হইলেও বস্তুতঃ ভিন্নই বটে। বিশেষতঃ, শাখাভেদে বিদ্যাভেদ হয় বলিয়াই 'শিরোব্রত' নামক ব্রতধারী অথর্ববেদীয়দিগের সম্বন্ধেই "তাহাদিগকে এই বিদ্যা উপদেশ দিবে, যাহারা যথাবিধি 'শিরোব্রত' আচরণ করিয়াছে"—এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের নিয়ম করা সঙ্গত হইতেছে। কেন না, (সর্বশাখীয় এক নামক) সমস্ত বিদ্যাই যদি এক হইত, তাহা হইলে বিদ্যারই অঙ্গভূত 'শিরোব্রত' যখন সকলের পক্ষেই অনুষ্ঠেয়, তখন ('তাহাদিগকেই বলিবে') এইরূপ যুক্তিসঙ্গত হইত না।

এই সম্ভাবনায় বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইতেছে—'সর্ববেদান্তপ্রত্যয়…' সূত্র।

(সিদ্ধান্ত)

সর্ববেদান্তপ্রত্যয় অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান একই নামের যত উপাসনা আছে, সে সমস্ত একই উপাসনা। যেহেতু, চোদনার অর্থাৎ উপদেশের বিশেষ পার্থক্য নাই। সূত্রস্থ চোদনার অর্থ — 'উপাসনা করিবে', 'জানিবে'। এইজাতীয় বিশেষ বিশেষ ধাতু-অর্থঘটিত বিধিবাক্য। সূত্রস্থ 'আদি' শব্দে কথিত হইতেছে যে ("ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উক্ত কর্মসমূহ) একই

মীমাংসা ২।৪।৯) ইতি কর্মকাণ্ডশাখান্তরাধিকরণসূত্রোক্তাঃ সংযোগ-রূপাখ্যাঃ গৃহ্যন্তে। এষাং চোদনাদীনামবিশেষাৎ সৈবেয়ং বিদ্যেতি শাখান্তরে প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তথা হি—ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ—"বৈশ্বানরমুপাস্তে" (ছান্দো ৫।১৮।১) ইতি চোদনা তাবদেকরূপা; বেদ্যৈকনিরূপণীয়স্বরূপস্য বিদিপর্যায়স্যোপাসেঃ বেদ্যভূত-বৈশ্বানরৈক্যাৎ রূপমপ্যবিশিষ্টম্; আখ্যা চ বৈশ্বানরবিদ্যেত্যবিশিষ্টা; ফল-সংযোগোঽপ্যুভয়ত্রাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপোঽবিশিষ্টঃ। অত এভিঃ প্রত্যভিজ্ঞানাচ্ছাখান্তরেঽপি বিদ্যৈক্যম্ ॥৩।৩।১

ঘটে; কারণ, ফলসংযোগ, রূপ, বিধি ও নামের কোন পার্থক্য নাই"। এই কর্মকাণ্ডীয় অর্থাৎ পূর্বমীমাংসার 'শাখান্তরাধিকরণ' সূত্রোক্ত সংযোগ, স্বরূপ ও আখ্যার বা নামের সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হইতেছে।১ সেইরূপই (দেখিতে পাওয়া যায়) ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়ক, উভয় শাখাতেই 'বৈশ্বানরকে উপাসনা করিবে' এই বিধি একই রূপ। উপাসনার স্বরূপটি একমাত্র বেদ্য পদার্থ বা বিজ্ঞেয় পদার্থের দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে। এখানে সেই বিজ্ঞেয় বৈশ্বানর পদার্থটি যখন এক বা অভিন্ন, তখন তদধীন উপাসনার রূপও স্বরূপতঃ একই। ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলসংযোগও উভয়স্থলেই সমান। অতএব এই সকল কারণের প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় (বুঝিতে হইবে যে), শাখাভেদেও বিদ্যার ভেদ হয় না (একত্বই ঘটে) ॥৩।৩।১

যত্তূক্তম্ — অবিশেষপুনঃ শ্রবণাৎ প্রকরণান্তরাচ্চ বিধেয়ভেদ-প্রতীতের্ন বিদ্যৈক্যমিতি, তদনুভাষ্য পরিহরতি—

আরও যে বলা হইয়াছে, অবিশেষে পুনরুল্লেখ ও প্রকরণ-ভেদনিবন্ধন যখন বিধেয় বিদ্যার ভেদ প্রতীতি হইতেছে, তখন বিদ্যার একত্ব বা অভেদ হইতে পারে না। এখন সেই সিদ্ধান্তেরই পরিহার করিতেছেন এই সূত্রে—'ভেদাৎ নেতি.....' বাক্যে।

---

১ তাৎপর্য—'একং বা' ইত্যাদি সূত্রটি পূর্বমীমাংসার ২।৪।৯ সূত্র। এই সূত্রে সিদ্ধান্ত এই যে, একই নামীয় কর্ম বিভিন্ন বেদশাখায় উক্ত হইলেও সেই সমস্ত কর্মের নাম, স্বরূপ, দ্রব্য ও দেবতা, বিধি এবং ফল যখন এক, তখন সেই কর্মগুলিকে এক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বলা আবশ্যক যে, কেবল নামের ঐক্য থাকিলেও যদি অন্যাংশে পার্থক্য থাকে তাহা হইলে ঐ সমস্ত কর্মকে পৃথক্ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

ভেদান্নেতি চেদেকস্যামপি ॥৩।৩।২

অন্বয়ার্থঃ ভেদাৎ—(একই উপাসনা সম্বন্ধে বিভিন্ন শাখার কিছু কিছু) ভেদের উল্লেখ হেতু; ন — (বিদ্যা এক) নহে; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায়; একস্যাম্ অপি—এক উপাসনাতেও (এই সকল বিভিন্ন লক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে)।

সরলার্থঃ (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

মূল

অবিশেষপুনঃ শ্রুত্যা প্রকরণান্তরাচ্চ বিধেয়ভেদাৎ ন বিদ্যৈক্যমিতি চেৎ — একস্যামপি বিদ্যায়াং প্রতিপত্তৃভেদাৎ পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণান্তরং চোপপদ্যতে। যত্র হ্যেকস্মিন্ প্রতিপত্তার পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণান্তরং চ বিদ্যতে; তত্রান্যথানুপপত্ত্যা বিধেয়ভেদাদ্বিদ্যাভেদঃ; প্রতিপত্তৃভেদে তু তৎপ্রতিপত্ত্যর্থতয়া পুনঃশ্রুত্যাদ্যুপপত্তেস্তত্র ন বিধেয়ান্তরসম্ভবঃ ॥৩।৩।২

অনুবাদ

যদি বলা যায়, অবিশেষে পুনঃ শ্রুতি ও প্রকরণভেদবশতঃ বিধেয় বিদ্যার প্রভেদ হেতু বিদ্যার একত্ব হইতে পারে না। তদুত্তরে বলি—না, এ আপত্তি সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, যেখানে বিদ্যার গ্রহীতা অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন হয় (এক হয় না), সেখানে এক বিদ্যাতেও পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ উপপন্ন হয়। কিন্তু যেখানে শ্রোতা এক হইলেও পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ থাকে, সেখানেই কেবল ঐরূপ পুনরুল্লেখের অন্য কোন প্রকারে সঙ্গতি করা যায় না বলিয়া বিধেয় বিষয়ের ভেদ অনুসারে বিদ্যার ভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যা গ্রহীতার ভেদ থাকিলে বিভিন্ন গ্রহীতার বিভিন্ন বোধের সৌকার্যার্থেই ঐরূপ পুনরুল্লেখাদি সঙ্গত হইতে পারে। অতএব, এইস্থলে বিদ্যার পুনরুল্লেখ এবং উপদেশের প্রকারভেদ হইলেও বিদ্যা একই বুঝিতে হইবে।

॥৩।৩।২

যচ্চোক্তং শিরোব্রতবতামাথর্বণিকানামেব বিদ্যোপদেশনিয়মদর্শনাদ্বিদ্যাভেদঃ প্রতীয়ত ইতি; তত্রাহ—

আরো যে বলা হইয়াছে—'শিরোব্রত'সম্পন্ন আথর্বণিকদিগের সম্বন্ধেই বিদ্যোপদেশের নিয়ম দর্শনে বিদ্যাভেদই প্রতীতি হইয়াছে। তদুত্তরে কথিত হইতেছে বর্ত্তমান সূত্র—'স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে' ইত্যাদি বাক্যে।

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥৩।৩।৩

অন্বয়ার্থঃ স্বাধ্যায়স্য—'শিরোব্রত' পালনটি মুণ্ডক উপনিষদ্ পাঠের অধিকারীর নির্দেশক (কিন্তু উপনিষদুক্ত বিদ্যার ধর্ম নহে); তথাত্বে হি সমাচারে — সমাচার নামক গ্রন্থে এইরূপ বলা হইয়াছে; অধিকারাৎ চ—মুণ্ডক উপনিষদের ব্রত পালন না করিয়া এই উপনিষদ্ পাঠ করিবে না, এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া; সববৎ চ — (অথর্ববেদোক্ত একাগ্নি যজ্ঞ প্রকরণে উল্লিখিত) 'সবহোমের' ন্যায়; তন্নিয়মঃ — শিরোব্রত অনুষ্ঠানের নিয়ম।

সরলার্থঃ (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

মূল

নৈতদস্তি — শিরোব্রতোপদেশনিয়মদর্শনং বিদ্যাভেদং দ্যোতয়তি ইতি, শিরোব্রতস্য বিদ্যাঙ্গত্বাভাবাৎ। স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে হি তন্নিয়মঃ — স্বাধ্যায়স্য তথাত্বসিদ্ধ্যর্থম্ — তজ্জন্যসংস্কারভাক্ত্বসিদ্ধ্যর্থং হি শিরোব্রতোপদেশ-নিয়মঃ; ন বিদ্যায়াঃ। কুতঃ এতৎ? "নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে" (মুণ্ডক ৩।২।১১) ইতি তস্যাধ্যয়নসংযোগাৎ; সমাচারেঽধিকারাচ্চ — সমাচারাখ্যে গ্রন্থে "ইদমপি বেদব্রতেন* ব্যাখ্যাতম্" ইত্যতিদেশাৎ। "তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত" (মুণ্ডক ৩।২।১০) বেদবিদ্যামিত্যর্থঃ। সববচ্চ তন্নিয়মঃ— যথা হি

অনুবাদ

না, শিরোব্রতের উপদেশ যে বিদ্যাভেদ সূচনা করিতেছে তাহা নহে। যেহেতু শিরোব্রতের বিদ্যাঙ্গত্ব নাই। বিশেষতঃ স্বাধ্যায়ের অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের 'তথাত্ব' (অধিকার) সিদ্ধির জন্যই অর্থাৎ শিরোব্রতজনিত সংস্কারসম্পন্ন করিবার জন্যই শিরোব্রতের অবশ্য কর্ত্তব্যতার উপদেশ। কিন্তু বিদ্যার জন্য নহে। এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, 'ব্রতানুষ্ঠানরহিত ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিবে না।' এই শ্রুতিতে সেই শিরোব্রতের সহিত অধ্যয়নের সম্বন্ধ রহিয়াছে। পুনরায়, 'সমাচার' নামক গ্রন্থে 'ইহাও (শিরোব্রতও) বেদব্রতরূপে ব্যাখ্যাত' —এইরূপ অতিদিষ্ট হইয়াছে। আর, 'তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে, এই ব্রহ্মবিদ্যার অর্থও বেদবিদ্যা'। বিশেষতঃ উক্ত নিয়মটিও 'সববৎ'—

*—দেবব্রতেন — পাঠভেদঃ।

সব-হোমাঃ সপ্ত সূর্যাদয়ঃ শতোদনপর্যন্তা আথর্বণিকৈকাগ্নি-সম্বন্ধিনস্তত্রৈব ভবন্তি ; ন ত্রেতাগ্নিষু ॥৩।৩।৩

অর্থাৎ অথর্ববেদোক্ত একাগ্নি-যাগ সম্বন্ধীয় সূর্যাদি শতোদন পর্যন্ত সাতটি 'সবহোম' যেরূপ সেই একাগ্নি-যাগেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ত্রেতাগ্নি প্রভৃতিতে হয় না, ইহাও তদ্রূপ ; অর্থাৎ এই শিরোব্রত অথর্ববেদ অধ্যয়নেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥৩।৩।৩

দর্শয়তি চ ॥৩।৩।৪

অন্বয়ার্থঃ দর্শয়তি চ — শ্রুতিবাক্যও এইরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থঃ (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

মূল

দর্শয়তি চ শ্রুতিরুপাসনস্য সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়ত্বম্। তথা হি ছান্দোগ্যে—"তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" (ছান্দো ৮।১।১) ইত্যুক্ত্বা "কিং তদত্র বিদ্যতে, যদন্বেষ্টব্যম্" (ছান্দো ৮।১।২) ইতি প্রশ্নপূর্বকম্ অপহত-পাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টঃ পরমাত্মা তস্মিন্নুপাস্য ইত্যুক্তম্ ; তৈত্তি-রীয়কে তু ছান্দোগ্যস্থং প্রতিনির্দেশমুপজীব্য ; "তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্" (তৈত্তি-নারাঃ ১০।২৩) ইতি গুণাষ্টকবিশিষ্টস্য পরমাত্মন উপাসনমুচ্যতে ; তদুভয়ত্র বিদ্যৈকত্বেন গুণোপসংহারাদেবোপপদ্যতে ॥৩।৩।৪

অনুবাদ

স্বয়ং শ্রুতিও উপাসনায় সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়ত্ব অর্থাৎ বিভিন্ন বেদান্তোক্ত বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। দেখুন, ছান্দোগ্য উপনিষদে — 'তাহার মধ্যে যাহা, তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে', এই কথা বলিয়া 'এখানে এমন কি আছে যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে', এইরূপ প্রশ্নপূর্বক তাহার অভ্যন্তরে অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট পরমাত্মার উপাস্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ; আবার, তৈত্তিরীয় উপনিষদেও কেবল ছান্দোগ্য-উক্ত গুণসমূহের প্রতিনির্দেশ বা অনুকর্ষণ করিয়া, 'সেখানেও দহর (ক্ষুদ্র) আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার উপাসনা করিতে হইবে', এইরূপে ছান্দোগ্য-উক্ত অষ্টবিধ গুণসম্পন্ন পরমাত্মার উপাসনামাত্র বলা হইয়াছে। উভয় শ্রুতিতে উক্ত বিদ্যা যদি এক হয় তাহা হইলেই গুণোপসংহার করা সঙ্গত হইতে পারে (কিন্তু বিদ্যাভেদে নহে।) ॥৩।৩।৪

তদেবং শাখান্তরাধিকরণন্যায়সিদ্ধং বিদ্যৈক্যং স্থিরীকৃত্য তৎপ্রয়োজনমাহ—

এই প্রকার 'শাখান্তরন্যায়সিদ্ধ বিদ্যৈকত্ব' স্থির করিয়া এখন তাহার প্রয়োজন বলিতেছেন বর্ত্তমান সূত্রে, 'উপসংহার' ইত্যাদি বাক্যে।

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধি-শেষবৎ সমানে চ ॥৩।৩।৫

অন্বয়ার্থঃ সমানে—যে যে স্থলে ভিন্ন উপনিষদ্‌যুক্ত বিদ্যার ঐক্য আছে; উপসংহারঃ—অন্যত্র উক্ত ধর্ম্মের অন্যত্র উপসংহার কর্ত্তব্য; অর্থ অভেদাৎ—যেহেতু ফলের ভেদ নাই; বিধিশেষবৎ চ—একনামীয় যজ্ঞের বিভিন্ন বেদোক্ত বিধির একত্র সংগ্রহের ন্যায়।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

এবং সর্ববেদান্তেষু সমানে সত্যুপাসনে বেদান্তান্তরাম্নাতানাং গুণানাং বেদান্তান্তরে উপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ; কুতঃ? বিধিশেষবদর্থাভেদাৎ—যথা একস্মিন্ বেদান্তে শ্রুতো বৈশ্বানর-দহরাদিবিধিশেষো গুণস্তদ্বিদ্যাসম্বন্ধাৎ তদুপকাররূপপ্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠীয়তে; তথা বেদান্তান্তরোদিতোঽপি তদ্বিদ্যাসম্বন্ধিত্বেন তদুপকারাবিশেষাদুপসংহর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। চ-শব্দোঽবধারণে ॥৩।৩।৫

অনুবাদ

এই প্রকারে সমস্ত বেদান্তে যখন উপাসনার ঐক্য হইল, তখন অপরাপর বেদান্ত-পঠিত গুণসমূহেরও অপর বেদান্তে উপসংহার করিতে হইবে। কারণ, বিধিবিশেষের ন্যায় অর্থেরও (প্রয়োজনেরও) অভেদ রহিয়াছে। এক বেদান্তে শ্রুত বৈশ্বানর-উপাসনায় বিধির অঙ্গস্বরূপ গুণ যেমন, সেই বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ থাকায়, তাহার উপকারকরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অপর বেদান্তে পঠিত গুণেরও, সেই বিদ্যায় উপকার-সাধক (অঙ্গ) বলিয়া, তাহার উপকারার্থই উপসংহার করা আবশ্যক হয়। সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি অবধারণ অর্থবোধক ॥৩ ৩।৫

প্রথম—সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়াধিকরণ সমাপ্ত।

—

২—অন্যথাত্বাধিকরণম্* (সূত্র ৬—৯)

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥৩।৩।৬

অন্বয়ার্থঃ শব্দাৎ—(উভয় উপনিষদে) শব্দের বা উপদেশের পার্থক্যহেতু ; অন্যথাত্বং—একই নাম হইলেও বিদ্যার পার্থক্য ; ইতি চেৎ—যদি মনে হয় ; ন—তাহা ঠিক নহে ; অবিশেষাৎ—যেহেতু (প্রকৃতপক্ষে উভয় শ্রুতিতে বর্ণনার) বিশেষ প্রভেদ নাই।

সরলার্থঃ বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাণদৃষ্টিতে উদ্গীথ-উপাসনা বিহিত আছে। বৃহদারণ্যকে আছে—'দেবগণ মুখস্থিত মুখ্য প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথ-উপাসনা কর, (মুখ্য প্রাণ) তথাস্তু বলিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে গান করিলেন'। ছান্দোগ্যে আছে—'অতঃপর দেবগণ, যাহা মুখ্য প্রাণ তাহাকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন'। এতদুভয় স্থলের উদ্গীথোপাসনা কি এক ? অথবা ভিন্ন ? এইরূপ সংশয় করিয়া প্রথমতঃ পূর্বপক্ষ বলিতেছেন বর্ত্তমান সূত্রে 'অন্যথাত্বম্' ইত্যাদি বাক্য।

(পূর্বপক্ষ)

মূল

এবং চোদনাদ্যবিশেষাৎ বিদ্যৈকত্বম্, একত্বে চ গুণোপসংহারঃ কর্ত্তব্য, ইত্যুক্তম্ ; অতঃপরং কাশ্চন বিদ্যা অধিকৃত্য প্রত্যভিজ্ঞা-

---

অনুবাদ

এইরূপে প্রতিপাদন করা হইল যে, বিধি প্রভৃতির পার্থক্য না থাকিলেই বিদ্যার একত্ব হইবে, এবং বিদ্যার একত্ব হইলেই গুণোপসংহার করিতে হইবে। অতঃপর কতকগুলি বিদ্যা অবলম্বন করিয়া (সেই সমস্ত বিদ্যার একত্বের জ্ঞাপক)

---

* অধিকরণ তাৎপর্য—

(১) বিষয়—বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত 'উদ্গীথবিদ্যা'। (২) সংশয়—উভয় স্থানীয় উদ্গীথবিদ্যা কি একই বিদ্যা ? অথবা পৃথক্ ? (৩) পূর্বপক্ষ—উভয় স্থানেই যখন বিধি ও ফলাদি এক, তখন উভয়স্থানীয় বিদ্যাও একই বটে, ভিন্ন নহে। (৪) সিদ্ধান্ত—যদিও উভয়স্থানে উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টিরূপে উপাসনা এক হউক, তথাপি বৃহদারণ্যকে প্রাণকে উদ্গীথ গানের কর্ত্তা, আর ছান্দোগ্যে কেবল উদ্গীথ অবয়ব ওঙ্কারে মাত্র প্রাণদৃষ্টি বিহিত আছে। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে প্রাণকে উদ্গীথ গানের কর্ত্তা, এবং 'ছান্দোগ্যে' প্রাণকে উদ্গীথ গানের কর্ম বলা হইয়াছে। এইরূপ প্রভেদ থাকায় উভয় স্থানীয় উদ্গীথোপাসনাকে এক বলা যাইতে পারে না।

হেতুভূতচোদনাদ্যবিশেষোঽস্তি, নেতি নিরূপ্য নির্ণীয়তে—

অস্তি উদ্গীথবিদ্যা বাজিনাং ছন্দোগানাং চ। বাজিনাং তাবৎ—"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ" (বৃহদা ১।৩।১) ইত্যারভ্য "তে হ দেবা উচুঃ—হন্তাসুরান্ যজ্ঞে উদ্গীথেনাত্যয়াম (বৃহঃ ১।৩।১) ইত্যুদ্গীথেনাসুরবিধ্বংসনং প্রতিজ্ঞায় উদ্গীথে বাগাদি-মনঃপর্যন্ত-দৃষ্টৌ অসুরৈরভিভবমুক্ত্বা, "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুঃ" (বৃহঃ ১।৩।৭) ইত্যাদিনা উদ্গীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অসুরপরাভবমুক্ত্বা—"ভবত্যাত্মনা পরাস্য দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি, য এবং বেদ" (বৃহঃ ১।৩।৭) ইতি শত্রুপরাজয়ফলায়োদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির্বিহিতা। এবং ছন্দোগানামপি "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে" (ছান্দো ১।২।১) ইত্যারভ্য—"তদ্ধ

প্রত্যভিজ্ঞার হেতুভূত বিধি প্রভৃতির সাম্য আছে কিনা, তাহা নিরূপণ করতঃ সিদ্ধান্ত স্থির করা হইতেছে।

বাজসনেয়ীদিগের এবং ছন্দোগদিগেরও উদ্গীথ নামক একটি বিদ্যা (উপাসনা) আছে। তন্মধ্যে বাজীদিগের (যজুর্বেদীদিগের) আছে—'প্রজাপতির সন্তান দুই প্রকার—দেবতা ও অসুর' এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে—'সেই দেবতাগণ বলিয়াছিলেন—বেশ আমরা 'উদ্গীথ' দ্বারা অসুরগণকে পরাজিত করিব'। এই প্রকার উদ্গীথের সাহায্যে অসুর বিনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়া বাক্ হইতে মন পর্যন্ত প্রাণসমূহে উদ্গীথ দৃষ্টি করিলেও অসুরগণ তাহাদিগকে পরাজিত করিল, এই কথা বলিয়া 'অনন্তর এই আসন্ন প্রাণকে বলিয়াছিলেন' ইত্যাদি বাক্যে উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির দ্বারা অসুরগণের পরাভবের কথা বলিয়া, 'যে লোক এইরূপ জানে, তাহার দ্বেষকারী শত্রু আপনা হইতেই পরাভূত হইয়া থাকে', এইরূপে পরাভবরূপ ফলের উদ্দেশ্যে উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির উপদেশ করিয়াছিলেন১। এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে—'দেবগণ ও অসুরগণ যেখানে সংগ্রাম করিয়াছিল'

---

১ যজ্ঞে পঠনীয় একটি বেদাংশের (স্তোত্রবিশেষের) নাম 'উদ্গীথ'। উদ্গীথের মধ্যে প্রণব অক্ষরটি সন্নিবিষ্ট আছে। বৃহদারণ্যকে উপনিষদে সেই উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টিপূর্বক উপাসনা করিবার বিধান আছে। ছান্দোগ্যেও সেইরূপ বিধান আছে, কিন্তু পৃথক্‌ভাবে। বৃহদারণ্যকে প্রাণকে 'উদ্গীথ গানের' কর্ত্তা বলা হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে ঐ প্রাণকে উদ্গীথ গানের কর্মরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। উদ্গীথকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিবার বিধান আছে বলিয়া ইহাকে 'উদ্গীথোপাসনা' বলে।

দেবা উদ্‌গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিহনিষ্যামঃ" (ছান্দো ১।২।১) ইত্যুদ্‌গীথেনাসুরপরাভবং প্রতিজ্ঞায় তদ্বদেবোদ্‌গীথে বাগাদিদৃষ্টৌ দোষমভিধায় — "অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" (ছান্দো ১।২।৭) ইত্যাদিনা উদ্‌গীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অসুরপরাভবমুক্ত্বা "যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসতে, এবং হৈব স বিধ্বংসতে, য এবং বিদি পাপং কাময়তে" (ছান্দো ১।২।৮) ইতি শত্রুপরাভবায় উদ্‌গীথে প্রাণদৃষ্টির্বিহিতা। বেদন-বিষয়বিধিপ্রত্যয়াশ্রবণেঽপি ফলসাধনত্বশ্রবণাৎ বেদনবিষয়ো বিধিঃ কল্প্যতে। উদ্‌গীথ-বিদ্যায়াঃ ক্রত্বর্থত্বেন ক্রতুসাদ্‌গুণ্যফলত্বেঽপ্যার্থবাদিকমপি ফলং তদবিরুদ্ধং গ্রাহ্যমেবেতি দেবতাধিকরণে প্রতিপাদিতম্।

তত্র সংশয্যতে — কিমত্র বিদ্যৈক্যম্? উত ন? ইতি। কিং যুক্তম্? বিদ্যৈক্যমিতি। কুতঃ? উভয়ত্রোদ্‌গীথস্যৈবাধ্যস্তপ্রাণভাব-

---

এইরূপ উপক্রমের পর, 'ইহার দ্বারা অসুরগণকে সর্বতোভাবে পরাভূত করিব', এইরূপ মনে করিয়া, 'দেবতাগণ উদ্‌গীথ আহরণ (সংগ্রহ) করিয়াছিলেন।' এইরূপে উদ্‌গাথের সাহায্যে অসুরগণকে পরাভবের প্রতিজ্ঞা করিয়া পূর্বের ন্যায় উদ্‌গীথে বাগাদি দৃষ্টির দোষ নির্দেশ করিয়া অতঃপর, 'যাহা এই মুখ্য প্রাণ, উদ্‌গীথরূপে তাহারই নির্দেশ করিয়াছিলেন', ইত্যাদি বাক্যে উদ্‌গীথে প্রাণ-দৃষ্টির দ্বারা অসুর পরাভবের কথা বলিয়া 'খনিত্র (খুন্তি) কার্যকালে যেমন প্রস্তরখণ্ডে লাগিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, ঠিক এইরূপই উদ্‌গীথজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধে যে লোক পাপাচরণ করে সেই লোকও বিধ্বস্ত হয়', এইরূপ শত্রুপরাভব রূপ ফল সিদ্ধির জন্য উদ্‌গীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করিয়াছেন। (উদ্‌গীথ প্রকরণে) বেদন বা উপাসনা বিষয়ে বিধি-প্রত্যয়যুক্ত বাক্য ('উপাসীত' বা 'বিদ্যাৎ' ইত্যাদি প্রকার বিধিবাক্য) না থাকিলেও উপাসনা-বিষয়ে ফলোৎপাদনের কথা শ্রবণ হইতেই উপাসনা বিষয়ে বিধি কল্পনা করা হইয়া থাকে। উদ্‌গীথ বিদ্যাটি যজ্ঞের উপকারক, সুতরাং যজ্ঞের উৎকর্ষ সাধনই তাহার ফল হইলেও, এইরূপ যাহা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতিকূল নহে, অর্থবাদ বাক্যগত তাদৃশ ফলও যে অবশ্যই গ্রহণীয়, তাহা দেবতাধিকরণে (১।৩ ২৩—৩২ সূত্রে) নিরূপিত হইয়াছে।

ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, এখানে কি বিদ্যার একত্ব? অথবা নানাত্ব? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? (পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—) বিদ্যার একত্বই যুক্তিযুক্ত।

স্যোপাস্যত্বশ্রবণাচ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ। ফলসংযোগস্তাবৎ শত্রুপরিভবরূপো ন বিশিষ্যতে। রূপমপি — অধ্যস্তপ্রাণভাবোদ্গীথাখ্যোপাস্যৈক্যাদবিশিষ্টম্। চোদনা চ—বিদি-ধাত্বর্থগতা অবিশিষ্টা। আখ্যা চ — উদ্গীথবিদ্যেত্যবিশিষ্টা। অত্র রাদ্ধান্তিচ্ছায়য়া পরিচোদ্য পরিহরতি — "অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ" ইতি।

যদুক্তং বিদ্যৈক্যমিতি, তন্নোপপদ্যতে, রূপভেদাৎ। রূপান্যথাত্বং হি শব্দাদেব প্রতীয়তে; বাজসনেয়কে হি "অথ হৈমমাসন্যং প্রাণমুচুস্ত্বং চ ন উদ্গায়েতি, তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদ্গায়ৎ" (বৃহদা ১।৩।৭) ইত্যুদ্গানস্য কর্ত্তরি প্রাণদৃষ্ট্যাঽসুরপরাভবমুক্ত্বা — "য এবং বেদ" ইতি কর্ত্তর্যেব প্রাণদৃষ্টিরেবং-শব্দাদবগম্যতে। ছান্দোগ্যে — "অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" (ছান্দো ১।২।৭) ইত্যুদ্গানস্য কর্মণ্যুদ্গীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অসুরপরাভবমুক্ত্বা

কারণ, উভয়স্থলেই প্রাণভাব আরোপণপূর্বক উদ্গীথেরই উপাস্যত্ব শ্রুত হইতেছে, অথচ বিধি প্রভৃতিরও কোন প্রকার প্রভেদ নাই। প্রথমতঃ, শত্রুপরাভবরূপ যে ফল-সম্বন্ধ, তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য দেখা যাইতেছে না; দ্বিতীয়তঃ, প্রাণভাব যাহাতে আরোপিত হইয়াছে সেই উদ্গীথাখ্য উপাস্যের ঐক্য থাকায়, বিদ্যারও স্বরূপগত কোন পার্থক্য নাই। তৃতীয়তঃ, 'বিদ্' ধাতুর অর্থ—বেদন-বিষয়ক বিধানও অবিশিষ্ট এবং 'উদ্গীথ' নামটিও উভয় স্থলেই সমান। পূর্বপক্ষের এই সিদ্ধান্ত বিষয়টি উত্থাপন করিয়া তাহার পরিহার করা হইতেছে বর্ত্তমান সূত্রে—'অন্যথাত্বং ..' ইত্যাদি বাক্যে।

(সিদ্ধান্তপক্ষ—)

বিদ্যার যে একত্ব বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইতেছে না, কারণ (উভয় স্থলে শ্রুত) বিদ্যার স্বরূপগত পার্থক্য আছে। বাজসনেয়কে আছে—'অনন্তর এই মুখবর্ত্তী প্রাণকে বলিয়াছিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথ গান কর; 'তথাস্তু' বলিয়া প্রাণ তাহাদের জন্য উদ্গীথ গান করিয়াছিল, এইরূপে উদ্গীথ গানের কর্ত্তাতে প্রাণদৃষ্টির ফলে অসুর-পরাভবের কথা উক্ত হইয়াছে; আবার "যিনি এইরূপ জানেন" এই বাক্যে, এইরূপ (এবং) শব্দ হইতেই গানকর্ত্তাতেই প্রাণদৃষ্টি প্রতীত হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে—'অতঃপর যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন'। এই স্থলে উদ্গীথ গানের কর্মভূত উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টি দ্বারা অসুর পরাভবের কথা বলিয়া, 'যে লোক

—"য এবং বিদি পাপং কাময়তে" (ছান্দো ১।২।৮) ইতি এবং-শব্দাৎ কর্মণ্যেবোদ্‌গীথে প্রাণদৃষ্টির্বিহিতা। অত একত্র কর্ত্তরি প্রাণদৃষ্টি-শব্দাদন্যত্র কর্মণি প্রাণদৃষ্টি-শব্দাচ্চ রূপান্যথাত্বং স্পষ্টম্। রূপান্যথাত্বে চ বিধেয়-ভেদে সতি কেবলচোদনাদ্যবিশেষোঽকিঞ্চিৎ-কর ইতি বিদ্যাভেদ ইতি চেৎ; তন্ন, অবিশেষাৎ—অবিশেষেণ হি উভয়ত্র উদ্‌গীথসাধনক-পরপরিভব উপক্রমে প্রতীয়তে; বাজসনেয়কে —(বৃহদা ১।৩।১) "তে হ দেবা উচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞে উদ্‌গীথেনাত্যয়াম" ইত্যুপক্রমে শ্রূয়তে। ছান্দোগ্যেঽপি—"তদ্ধ দেবা উদ্‌গীথমাজহ্রুর-নেনৈনানভিহনিষ্যামঃ" (ছান্দো ১।২।১) ইতি। অত উপক্রমাবিরোধায় —"তেভ্য এষ প্রাণ উদ্‌গায়ৎ" (বৃহদা ১।৩।৭) ইত্যধ্যস্তপ্রাণভাব

এবংভূত জ্ঞানীর প্রতি অনিষ্ট কামনা করে' এই প্রকার 'এবংভূত' শব্দের দ্বারা গানেরই কর্মভূত গেয় স্বরূপ উদ্‌গীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করা হইয়াছে। অতএব, (উভয় উদ্‌গীথ উপাসনার মধ্যে) একস্থলে কর্ত্তাতে প্রাণদৃষ্টি বিধায়ক শব্দ থাকায় এবং অন্যত্র কর্মেতে প্রাণদৃষ্টি বিধায়ক শব্দ থাকায় (উভয় স্থানীয় বিদ্যার) অন্যত্ব বা ভেদ স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হইতেছে। বিদ্যার স্বরূপগত অন্যথাত্ব সিদ্ধ হইবার বিধেয় বা কর্ত্তব্য বিষয়েরও ভেদ সিদ্ধ হইল। বিধেয়ের ভেদ সিদ্ধ হইলে পরে, কেবল বিধি প্রভৃতির একতা অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং উভয় স্থলের বিদ্যা ভিন্ন, এক নহে; (পুনরায় পূর্বপক্ষ-) উভয় স্থলে বিদ্যা যে ভিন্ন, এক নহে—আপনার এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, উভয় বিদ্যায় কিছুই পার্থক্য নাই—যেহেতু উভয় স্থানেই প্রারম্ভে উদ্‌গীথ-সাধনের শত্রু-পরাভব রূপ ফল শ্রুত হইতেছে। বৃহদারণ্যকে উদ্‌গীথোপক্রমে 'সেই দেবতাগণ বলিয়াছিলেন —বেশ, আমরা যজ্ঞে উদ্‌গীথ দ্বারা অসুরগণকে পরাভূত করিব', এইরূপ শ্রুত হইতেছে। ছান্দোগ্যেও, (উদ্‌গীথোপক্রমে) 'দেবতাগণ সেই উদ্‌গীথ আহরণ করিয়াছিলেন; (তাহাদের) উদ্দেশ্য ছিল—ইহার দ্বারা আমরা এই অসুরগণকে নিহত করিব। অতএব, উপক্রমগত বিরোধের (অর্থাৎ একস্থলে উদ্‌গীথকে কর্ত্তারূপে, অন্য স্থলেই আবার তাহাকে কর্মরূপে গান এই বিরোধের) পরি-হারার্থই বলিতে হইবে যে, 'এই প্রাণ তাহাদের জন্য উদ্‌গান করিয়াছিল', উপসংহারে এই স্থলে, প্রাণভাব অধ্যাসে উদ্‌গানের কর্মস্বরূপ উদ্‌গীথকেই,

উদ্‌গীথ উদ্‌গান-কর্মভূত এব পাকাদিষ্বোদনাদিবৎ সৌকর্য্যাতিশয়-বিবক্ষয়া কর্তৃত্বেনোচ্যতে ; অন্যথা উপক্রমগত উদ্‌গীথশব্দঃ কর্তরি লাক্ষণিকঃ স্যাৎ ; অতো বিদ্যৈকম্ ॥৩।৩।৬

ক্রিয়া-সৌকর্য জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে পাকাদি কার্যে যেমন ওদনাদির কর্তৃত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, সেইরূপ উদ্‌গীথেরও কর্তৃত্ব বলা হইতেছে। তাহা না হইলে উপক্রমস্থিত উদ্‌গীথ শব্দটিকে লক্ষণা বা গৌণার্থবোধক করিতে হইবে। অতএব, উভয়স্থানীয় বিদ্যা এক, পৃথক নহে১ ॥৩।৩।৬

ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

পূর্বপক্ষের এইরূপ উক্তির উত্তরে 'সিদ্ধান্ত পক্ষ' বলিতেছেন— বর্ত্তমান সূত্রে 'ন বা' ইত্যাদি বাক্য।

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥৩।৩।৭

অন্বয়ার্থঃ ন বা—কিন্তু (পূর্ব সূত্রের অভিমত) ঠিক নহে ; প্রকরণভেদাৎ—যেহেতু উপরি-উক্ত উভয় স্থলে প্রকরণ বিভিন্ন ; পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ—(যেহেতু) এক স্থানে শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত বস্তুর এবং অন্য স্থলে অপকৃষ্ট গুণযুক্ত বস্তুর উপাসনা আছে।

সরলার্থঃ ফলের ঐক্য নিবন্ধন যে বিদ্যার ঐক্য বলা হইয়াছে, তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ, উভয়স্থলে প্রকরণের প্রভেদ রহিয়াছে। বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদ্‌গীথে প্রাণদৃষ্টির উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে কেবল উদ্‌গীথাবয়ব প্রণবে মাত্র প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে। অতএব স্বরূপগত এই পার্থক্যের জন্যই বিদ্যাভেদ বুঝিতে হইবে।

---

১ তাৎপর্য—প্রত্যেক প্রকরণেরই উপক্রম ও উপসংহার একরূপ হইয়া থাকে। সেইজন্য, উপক্রমগত বাক্যার্থে সংশয় উপস্থিত হইলে উপসংহারগত বাক্যের সাহায্যে তাহার প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করিতে হয় এবং উপসংহারগত বাক্যে সংশয় হইলেও উপক্রমগত বাক্যানুসারে অর্থবিশেষ নিরূপণ করিতে হয়। এই নিয়মানুসারে যদিও বৃহদারণ্যকের উপসংহার বাক্যে প্রাণের উদ্‌গীথ-কর্তৃকবোধক শব্দ থাকুক, তথাপি উপক্রমে কর্মত্ব নির্দেশ থাকায়, বিশেষতঃ ছান্দোগ্যে স্পষ্টাক্ষরে কর্মত্ব নির্দেশ থাকায়, উপসংহারে কর্তৃবাচী শব্দটিকে গৌণার্থবোধক বলিতে হইবে। পাকের কর্মভূত তণ্ডুল অনায়াসে সিদ্ধ হইতেছে দেখিয়া যেমন 'তণ্ডুল স্বয়ংই সিদ্ধ হইতেছে' এইরূপে তণ্ডুলের কর্তৃত্ব নির্দেশ থাকে, সেইরূপ এখানেও কর্মভূত প্রাণকেই তাহার অনায়াস-সাধ্যত্ব জ্ঞাপনের জন্য কর্তৃরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।

(সিদ্ধান্তঃ)

মূল

ন বেতি পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। ন চৈতদস্তি, যদ্‌বিদ্যৈক্যমিতি; কুতঃ? প্রকরণভেদাৎ—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত" (ছা ১।১।১) ইতি প্রকৃতমুদ্‌গীথাবয়বভূতং প্রণবং প্রস্তুত্য—"এতস্য বা অক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি" (ছান্দোগ্য ১।১।১০) "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে" (ছাঃ ১।২।১) ইত্যারভ্য—"অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" (ছান্দো ১।২।৭) ইত্যুদ্‌গীথাবয়বভূতপ্রণববিষয়মুপাসনং ছন্দোগা অধীয়তে; বাজিনস্তু তাদৃশপ্রাচীনপ্রকরণাভাবাৎ "হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্‌গীথেনাত্যয়াম" ইতি কৃৎস্নমুদ্‌গীথং প্রস্তুত্য—"অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়" (বৃহদা ১।৩।৭) ইত্যাদি কৃৎস্নোদ্‌গীথবিষয়মধীয়তে; অতঃ প্রকরণভেদেন বিধেয়ভেদঃ; বিধেয়ভেদে চ রূপভেদঃ, ইতি ন বিদ্যৈক্যম্।

অনুবাদ

সিদ্ধান্ত—বিদ্যাভেদ স্থাপন

'ন বা' শব্দে পূর্বপক্ষ নিবারণ হইতেছে। পূর্বপক্ষ কর্ত্তৃক বিদ্যার যে একত্ব বলা হইয়াছে তাহা হইতে পারে না। কারণ, উভয় স্থলে বিদ্যানুষ্ঠানের প্রকরণ এক নহে। 'ওম্' এই উদ্‌গীথ-অক্ষরকে উপাসনা করিবে, এইরূপে প্রস্তাবিত উদ্‌গীথের অংশবিশেষ প্রণবের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, "এই অক্ষরের (প্রণবের) উপব্যাখ্যান ব্যাখ্যাত হইতেছে"—"দেবতা ও অসুরগণ যেখানে সংগ্রাম করিয়াছিলেন"; এইরূপে উপক্রমের পরে, ছান্দোগ্যে (ছান্দোগ্য উপনিষদে) উদ্‌গীথের অংশরূপ প্রণবের উপাসনা পাঠ করিয়াছেন—"অতঃপর যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। বাজীদিগের (যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকে) এইরূপ পূর্ববর্ত্তী, উক্তরূপ কোন প্রস্তাব না থাকায়, "ভাল, আমরা যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথ দ্বারা অসুরগণকে পরাভূত করিব" এইরূপে সমস্ত উদ্‌গীথ উপাসনার উপক্রম করিয়া, "অতঃপর এই মুখ্য প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ-উপাসনা কর"; এইরূপে সম্পূর্ণ উদ্‌গীথের নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব উভয়স্থলে প্রকারের ভেদ থাকায় বিধেয় অর্থাৎ বিষয় বা উপাসনার ভেদ আছে; সুতরাং উক্ত রূপভেদ থাকায় বিদ্যার একত্ব হইতে পারে না।

কিঞ্চ, "অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" (ছা ১।২।৭) ইতি পূর্বপ্রকৃত উদ্‌গীথাবয়বভূতঃ প্রণব এবাধ্যস্তপ্রাণভাবশ্ছন্দোগানামুপাস্যঃ; বাজিনাং তু কৃৎস্নস্যোদ্‌গীথস্য কর্ত্তোদ্‌গাথা প্রাণদৃষ্ট্যোপাস্য ইতি। "অথ হৈমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি, তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদ্‌গায়ৎ" ইত্যুদ্‌গাতরি প্রাণাধ্যাসং নির্দিশ্য — "য এবং বেদ" ইত্যুদ্‌গাতৈবাধ্যস্তপ্রাণভাব উপাস্যো বিধীয়তে; অতশ্চ রূপভেদঃ। ন চোদ্‌গাতর্যুপাস্যে বিহিতে "উদ্‌গীথেনাত্যয়াম" (বৃহদা ১।৩।১) ইত্যাখ্যায়িকোপক্রমবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, উদ্‌গাতুরুপাসনে উদ্‌গীথস্যোদ্‌গানকর্মভূতস্যাবশ্যাপেক্ষিতত্বাৎ তস্যাপি পরপরিভবাখ্যং ফলং প্রতি হেতুত্বাৎ। অতো রূপভেদাৎ বিদ্যাভেদ ইতি চোদনাদ্যবিশেষেঽপি ন বিদ্যৈক্যম্। পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ-যথৈকস্যামপি শাখায়ামুদ্‌গীথাবয়বভূতে প্রণবে

পুনরায়, "অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন", এই যে, পূর্ব প্রস্তাবিত উদ্‌গীথাংশ প্রণব, যাহাতে প্রাণাত্মভাব আরোপিত হইয়াছে, তাহাই ছন্দোগদিগের উপাস্য, কিন্তু বাজসনেয়দিগের সম্পূর্ণ উদ্‌গীথের কর্ত্তা উদ্‌গাতাই (গান-কর্ত্তাই) প্রাণবুদ্ধিতে উপাস্য। অভিপ্রায় এই যে, "অতঃপর এই আস্যবর্ত্তী প্রাণকে বলিলেন— তুমি আমাদের জন্য গান কর, তিনিও তথাস্তু বলিয়া তাহাদের জন্য গান করিলেন, এইরূপে উদ্‌গীথ-গানের কর্ত্তাতে প্রাণভাবের আরোপ নির্দেশ করিয়া, 'যিনি এই প্রকারে জানেন' অর্থাৎ এই প্রকারে প্রাণস্বরূপতা যাহাতে আরোপিত হইয়াছে, সেই উদ্‌গাতারই উপাস্যত্ব বিধান করিয়াছেন। এই কারণেও বিদ্যার রূপভেদ বা বিদ্যার আকৃতির প্রকারভেদ হইয়াছে। আর উদ্‌গাতারই উপাস্যত্ব বিহিত হইলে যে, 'উদ্‌গীথ দ্বারা পরাভূত করিব' এইভাবে গল্প-উপক্রমের বিরোধ হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা তাহাও উচিত হয় না; কারণ, (পর বা শ্রেষ্ঠ) উদ্‌গাতার উপাসনা বিহিত হইলেই তাহার কর্মরূপ তদধীন (অবর) উদ্‌গীথেরও অপেক্ষা হইয়া পড়ে; সুতরাং শত্রুপরিভবরূপ ফলসিদ্ধিতে তাহারও কারণতা রহিয়াছে। অতএব বিদ্যার যখন রূপগত বা প্রকারগত ভেদ হয়, তখন বিধি প্রভৃতি অভেদ সত্ত্বেও কখনই বিদ্যার অভেদ বা একত্ব হইতে পারে না। পূর্বোক্ত পরত্ব এবং অবরত্বাদির ন্যায়, যেমন এক শাখাতেও একই (ছান্দোগ্য

পরমাত্মদৃষ্টিবিধানসাম্যেঽপি হিরণ্ময়পুরুষদৃষ্টিবিধানাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্টদৃষ্টিবিধানমর্থান্তরভূতম্ ॥৩।৩।৭

উপনিষদেও) উদ্‌গীথাংশ প্রণবে পরমাত্মদৃষ্টির সাম্য থাকিলেও, হিরণ্ময়পুরুষ-দৃষ্টির বিশেষ বিধান থাকায়, পর-অবরীয়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট দৃষ্টির বিধানটি যেমন স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে পরিগণিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ১ ॥৩।৩।৭

সংজ্ঞাতশ্চেৎ, তদুক্তম্, অস্তি তু তদপি ॥৩।৩।৮

অন্বয়ার্থ ঃ সংজ্ঞাতঃ—নাম এক বলিয়া; চেৎ—যদি বিদ্যা বা উপাসনা এক বলা যায়; তদুক্তম্—বিচারপূর্বক তাহা পূর্ব সূত্রে নির্ণীত হইয়াছে অর্থাৎ তাহা ঠিক নহে; তৎ অপি অস্তি চ—কারণ সেইরূপ অর্থাৎ উপাসনার ভেদ সত্ত্বেও সংজ্ঞা বা নামের অভেদ উপনিষদের অন্যত্রও আছে।

সরলার্থ ঃ বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

উদ্‌গীথবিদ্যেতি সংজ্ঞৈক্যাৎ তৎ — বিদ্যৈক্যযুক্তং চেৎ, তৎ সংজ্ঞৈক্যং বিধেয়ভেদেঽপ্যস্ত্যেব; যথা অগ্নিহোত্রসংজ্ঞা নিত্যাগ্নি-

---

অনুবাদ

'উদ্‌গীথ-বিদ্যা' এই নামের ঐক্য নিবন্ধন যদি বিদ্যার ঐক্য বলা হয়, সে কথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, বিধেয়ের (উপাসনা-বিষয়ের) ভেদ সত্ত্বেও সংজ্ঞা বা নামের একত্ব থাকিতে পারে। যেমন নিত্য অগ্নিহোত্রে এবং

---

১ তাৎপর্য—ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম হইতে সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত একবার উদ্‌গীথোপাসনার কথা আছে; পুনরায়, অষ্টম খণ্ড হইতে আবার আখ্যায়িকাচ্ছলে উদ্‌গীথোপাসনা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম সাত খণ্ডে উদ্‌গীথের অবয়বরূপী ওঙ্কারে (প্রণবে) প্রাণদৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনার বিধান হইয়াছে। আবার, অষ্টম খণ্ড হইতে যে উদ্‌গীথ-উপাসনার কথা আছে, তাহাতে আকাশসংজ্ঞক 'ব্রহ্মদৃষ্টিতে' উদ্‌গীথোপাসনার ব্যবস্থা আছে; অধিকন্তু 'পরোবরীয়ান্' ও 'অনন্ত' প্রভৃতি শব্দে পরত্ব ও অবরীয়ত্ব গুণেরও বিধান করা হইয়াছে। অতএব, ছান্দোগ্যের প্রথম সাত খণ্ডে উক্ত উদ্‌গীথোপাসনা এবং অষ্টম খণ্ড হইতে বর্ণিত উদ্‌গীথোপাসনা নামতঃ এক হইলেও (উপাস্যবস্তুর) ভিন্নত্ব হেতু দুইটি পৃথক্ উপাসনা। সেইরূপই ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যকে উক্ত উদ্‌গীথ-বিদ্যাও এক নহে।

হোত্রে, কুণ্ডপায়িনাময়নাগ্নিহোত্রে চ; যথা চ উদ্‌গীথবিদ্যেতি ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠকোদিতাসু বহ্বীষু বিদ্যাসু ॥৩।৩।৮

কুণ্ডপায়ীদিগের অগ্নিহোত্রেও একই 'অগ্নিহোত্র' সংজ্ঞা এবং ছান্দোগ্যেও প্রথম প্রপাঠকে অভিহিত বহু (ভিন্ন) বিদ্যাতেই একই 'উদ্‌গীথ' সংজ্ঞা রহিয়াছে ॥৩।৩।৮

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥৩।৩।৯

অন্বয়ার্থঃ ব্যাপ্তেঃ চ —(ছান্দোগ্যের প্রথম অধ্যায়ের ন্যায় পরবর্ত্তী বিদ্যাসমূহেও উদ্‌গীথাংশ প্রণবের উপাস্যত্ব ব্যাপ্ত থাকায়) মধ্যের অংশেও তাহার ব্যাপ্তি বা সম্বন্ধ; সমঞ্জসম্—সঙ্গত।

সরলার্থঃ প্রথম অধ্যায়গত উপক্রমের ন্যায়, পরবর্ত্তী বিদ্যাসমূহেও উদ্‌গীথাংশ প্রণবের উপাসত্ব ব্যাপ্ত থাকায়, মধ্যবর্ত্তী অংশেও উপাস্যত্বের প্রণবার্থ হওয়াই সঙ্গত।

মূল

ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠকে উত্তরাস্বপি বিদ্যাসু উদ্‌গীথাবয়বস্য প্রণবস্য প্রথমপ্রস্তুতস্যোপাস্যত্বেন ব্যাপ্তেশ্চ তন্মধ্যগতস্য "তদ্ধ দেবা উদ্‌গীথমাজহ্রুঃ" (ছান্দো ১।২।১) ইত্যুদ্‌গীথ-শব্দস্য প্রণববিষয়ত্বমেব সমঞ্জসম্। অবয়বে চ সমুদায়শব্দঃ 'পটো দগ্ধঃ' ইত্যাদিষু দৃশ্যতে। অতশ্চোদ্‌গীথাবয়বভূতঃ প্রণব এবোদ্‌গীথ-শব্দনির্দিষ্ট ইতি স এব প্রাণদৃষ্ট্যোপাস্যঃ ছান্দোগ্যে প্রতিপত্তব্যঃ বাজসনেয়কে তু কৃৎস্নোদ্‌গীথবিষয় উদ্‌গীথ-শব্দ ইতি কৃৎস্নোদ্‌গীথস্য কর্ত্তোদ্‌গাতা প্রাণ-

---

অনুবাদ

ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম বর্ণিত উদ্‌গীথাবয়ব প্রণবের উপাসনা পরবর্ত্তী বিদ্যাসমূহেও ব্যাপ্ত অর্থাৎ অনুগত থাকায় তন্মধ্যগত "দেবতাগণ সেই উদ্‌গীথ আহরণ করিয়াছিলেন", এই উদ্‌গীথ শব্দেরও প্রণব-অর্থতাই সঙ্গত হয়। আর, 'বস্ত্র দগ্ধ' ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়, সমুদায়বাচক শব্দেরও তাহার অবয়বে বা একদেশে প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই কারণে বুঝিতে হইবে যে, এখানে উদ্‌গীথাংশ বা উদ্‌গীথের অবয়ব যে 'প্রণব' সেই অর্থেই উদ্‌গীথের প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং ছান্দোগ্যে তাহাকেই প্রাণ-বুদ্ধিতে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বৃহদারণ্যকে 'উদ্‌গীথ' শব্দ যখন সমস্তটি উদ্‌গীথেরই বোধক, তখন সমস্ত উদ্‌গীথ-কর্ত্তা বা উদ্‌গাতাই প্রাণদৃষ্টিতে

দৃষ্ট্যোপাস্য ইতি বিদ্যানানাত্বং সিদ্ধম্ ॥৩।৩।৯

উপাস্য। সুতরাং উভয়-উপনিষদ্‌গত উদ্‌গীথ-বিদ্যার নানাত্ব বা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে ॥৩।৩।৯

দ্বিতীয়—অন্যথাত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত।

৩—সর্বাভেদাধিকরণম্* (সূত্র ১০)

সর্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥৩।৩।১০

অন্বয়ার্থ ঃ সর্বাভেদাৎ—(এই বিদ্যায়) সর্বাংশের অভেদ হেতু ; ইমে অন্যত্র—একটি উপনিষদে উক্ত গুণগুলি অন্য উপনিষদেও এই উপাসনার প্রকরণে (সংগ্রহ করিতে হইবে)।

সরলার্থ ঃ বাজসনেয়ী (বৃহদারণ্যক), ছান্দোগ্য ও কৌষীতকীদিগের উপনিষদে 'প্রাণবিদ্যা'-প্রকরণে পঠিত আছে—"যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণকে জানেন, প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি। তন্মধ্যে যদিও প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি সর্বত্র সমান, কেবল বাগাদিগত বশিষ্ঠত্বাদি ধর্মগুলি কৌষীতকীদিগের নাই, তথাপি অন্যান্য সমস্ত ধর্মের ঐক্য থাকায় যখন বিদ্যার ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে, তখন কৌষীতকী-দিগের প্রাণবিদ্যায়ও জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বাদির সহিত বশিষ্ঠত্বাদি সমস্ত ধর্মেরই উপসংহার করিতে হইবে।

---

* অধিকরণ তাৎপর্য—

(১) বিষয়—ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকী উপনিষদে উক্ত জ্যেষ্ঠত্বাদি গুণযুক্ত প্রাণবিদ্যা (২) সংশয়—বিভিন্ন উপনিষদে উক্ত প্রাণবিদ্যা কি একই ? অথবা ভিন্ন ? (৩) পূর্বপক্ষ—যদিও জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণসম্পন্ন সম্বন্ধ সর্বত্রই সমান তথাপি ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত বশিষ্ঠত্ব ও প্রতিষ্ঠাত্ব প্রভৃতি গুণযোগে প্রাণের উপাসনা বিহিত আছে ; কিন্তু কৌষীতকীদিগের তাহা নাই, সুতরাং রূপভেদ থাকায় বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে (৪) উত্তর—না, কৌষীতকীতে উপাস্য প্রাণে যদিও বশিষ্ঠত্বাদি গুণযোগ নাই সত্য, তথাপি প্রাণকেই বাগাদিগত বশিষ্ঠত্বাদি গুণযোগের হেতু বলিয়া প্রকারান্তরে প্রাণেরও ঐ সকল গুণসম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে, অতএব রূপভেদ না থাকায় বিদ্যাভেদও হইতে পারে না (৫) নির্ণয়—অতএব কৌষীতকীর প্রাণ-উপাসনায়ও বশিষ্ঠত্বাদি গুণেরও উপসংহার করিতে হইবে।

মূল

ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ প্রাণবিদ্যা আম্নায়তে—"যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি; প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" (ছা ৫।১।১) ইত্যাদি। তত্র জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যগুণকং প্রাণমুপাস্যং প্রতিপাদ্য বাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রমনঃসু বসিষ্ঠত্ব-প্রতিষ্ঠাত্ব-সম্পদায়তনত্বাখ্যান্ গুণান্ প্রতিপাদ্য বাগাদীনাং দেহস্য চ প্রাণায়ত্তস্থিতিত্বেন দেহায়ত্ততত্ত্বৎ*-কার্যত্বেন চ প্রাণস্য শ্রৈষ্ঠ্যং প্রতিপাদ্য বাগাদিসম্বন্ধিতয়া শ্রুতান্ বসিষ্ঠত্বাদীন্ গুণাংশ্চ প্রাণ-সম্বন্ধিতয়া প্রতিপাদয়তি। এবং ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যগুণকো বসিষ্ঠত্বাদিগুণকশ্চ প্রাণ উপাস্যঃ প্রতিপাদ্যতে। কৌষীতকিনাং তু প্রাণবিদ্যায়াং তথৈব জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যগুণকঃ প্রাণ উপাস্যঃ প্রতিপাদিতঃ; ন পুনর্বসিষ্ঠত্বাদয়ো বাগাদিসম্বন্ধিনো গুণাঃ প্রাণসম্বন্ধিতয়া প্রতিপাদিতাঃ। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা ভিদ্যতে,

---

অনুবাদ

(পূর্বপক্ষ—) ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক, উভয় উপনিষদেই 'প্রাণবিদ্যা' প্রকরণে পঠিত আছে—'যে লোক জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানে, সে লোক নিজেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি'। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণসম্পন্ন প্রাণের উপাস্যত্ব প্রতিপাদনের পর বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মনেতে যথাক্রমে বশিষ্ঠত্ব, প্রতিষ্ঠাত্ব, সম্পদরূপত্ব ও আয়তনত্ব নামক গুণসমূহ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের এবং দেহের স্থিতি ও বিশেষ বিশেষ কার্যাবলী সমস্তই প্রাণের অধীন; এই হেতু প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া বাগাদির সম্বন্ধে শ্রুত বশিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহকেও প্রাণসম্বন্ধী বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্ট প্রাণেরই উপাস্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, অথচ, কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায় যদিও সেইরূপ জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্ট প্রাণকে উপাস্য বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রাণের সম্বন্ধে বাগাদি ইন্দ্রিয়-সম্পর্কিত বশিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহের উল্লেখ করা হয় নাই। অতএব, সংশয় হইতেছে যে, এখানে (উপরি-উক্ত ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকগত

---

* তদায়ত্ততত্ত্বৎ — পাঠভেদঃ।

উত নেতি। কিং যুক্তম্? ভিদ্যতে ইতি। কুতঃ? রূপভেদাৎ। যদ্যপ্যুভয়ত্র প্রাণ এব জ্যৈষ্ঠশ্রৈষ্ঠ্যগুণক উপাস্যঃ; তথাপ্যেকত্র বসিষ্ঠত্বাদিভিরপি গুণৈর্যুক্তঃ প্রাণ উপাস্যঃ প্রতীয়তে, ইতরত্র তু তদ্বিধুর ইত্যুপাস্য-রূপভেদাৎ বিদ্যাভেদঃ; ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—সর্বাভেদাদন্যত্রেমে।

(সিদ্ধান্তঃ)

নাত্র বিদ্যাভেদঃ; অন্যত্র — কৌষীতকিনাং প্রাণবিদ্যায়ামপি ইমে — বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণা উপাস্যাঃ সন্তি; কুতঃ? সর্বাভেদাৎ— প্রতিজ্ঞাত প্রাণজ্যৈষ্ঠ্যশ্রৈষ্ঠ্যোপপাদনপ্রকারস্য সর্বস্য তত্রাপ্যভেদাৎ। তথা হি — ছন্দোগ-বাজসনেয়িনাং প্রাণবিদ্যায়াম্ — "এতা হ বৈ দেবতা অহং শ্রেয়সে ব্যূদিরে" (বৃহদা ৫।১।৬), "অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ" (বৃহদা ৮।১।৭) ইতি চোপক্রম্য বাগাদ্যেকৈকাপক্রমণে

প্রাণবিদ্যা হইতে) এই প্রাণবিদ্যা কি ভিন্ন? অথবা অভিন্ন? এই প্রাণবিদ্যা ভিন্নই, অভিন্ন নহে। কারণ, যদিও উভয় স্থলেই জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্ট প্রাণই উপাস্য তথাপি একস্থলে প্রাণের বশিষ্ঠত্বাদি গুণবিশিষ্টত্বাদি রূপেও উপাস্যত্ব প্রতীত হইতেছে, কিন্তু অন্যস্থলে (কৌষীতকী উপনিষদে) তাহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে; সুতরাং উপাস্যের স্বরূপগত ভেদ থাকায় উপাসনারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে।

পূর্বপক্ষের এইরূপ অভিমতের উত্তরে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতেছেন বর্ত্তমান সূত্রে—'সর্বাভেদাৎ' ইত্যাদি বাক্য।

'সর্বভেদাদন্যত্রেমে'—না, এখানে বিদ্যা ভিন্ন নহে, (একই বটে); অন্যত্র অর্থাৎ কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়ও এই বশিষ্ঠত্বাদি গুণ-সমূহের উপাস্যত্ব রহিয়াছে। কারণ, যেহেতু সমস্তেরই অভেদ রহিয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু প্রতিজ্ঞাত (যাহা বর্ণনা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই) প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব গুণের সমর্থন প্রণালী সমস্তই একরূপ। দেখুন, ছান্দোগ্য এবং বাজসনেয়ীদিগের প্রাণবিদ্যায় 'এই দেবতাগণ (ইন্দ্রিয়গণ) নিজ নিজ প্রাধান্য খ্যাপনের নিমিত্ত বিবাদ করিয়াছিলেন।' 'নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতার নিমিত্ত বিবাদ করিতে করিতে' এইরূপে আরম্ভ করিয়া, বাক্ প্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয়ের বহির্গমনেও প্রাণযুক্ত

সিদ্ধান্ত— বিদ্যার একত্ব

অন্যেষাং সপ্রাণানামিন্দ্রিয়াণাং শরীরস্য চ স্থিতিং তত্তৎ কার্যং চাবিকলং প্রতিপাদ্য প্রাণোৎক্রমণে সর্বেষাং বিশরণমকার্যকরত্বং চাভিধায় সর্বেষাং প্রাণাধীনস্থিতিত্ব-তদধীনকার্যত্বাভ্যাং প্রাণস্য জ্যৈষ্ঠ্যমুপপাদিতম্।

এবমুপপাদিতং বাগাদিকার্যস্য প্রাণাধীনত্বম্— "অথ হৈনং বাগুবাচ যদহং বসিষ্ঠোঽস্মি, ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসি" (ছান্দো ৫।১।১৩) ইত্যাদিনা বাগাদিভিরনূদ্যতে। কৌষীতকিনাং প্রাণবিদ্যায়ামপি প্রাণজ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্য প্রতিপাদনায় বাগাদিষু বাসিষ্ঠত্বাদয়ঃ প্রতিপাদিতাঃ। "অথ হেমা দেবতাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যাব্রুবন্ — কো বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ" (কৌষী ৫।১।১) ইত্যাদিনা বাগাদিগতা গুণা বাগাদয়শ্চ দেহশ্চ প্রাণাধীনা ইতি প্রাণস্য জ্যৈষ্ঠ্যমুপপাদিতম্। বাগাদিভিঃ স্বস্বগুণানাং বাসিষ্ঠত্বাদীনাং প্রাণাধীনত্বানুবাদমাত্রং তু ন কৃতম্। নৈতাবতা রূপভেদঃ, বাগাদীনাং বাসিষ্ঠত্বাদিগুণান্বিতানাং প্রাণাধীনকার্যত্বো-

---

অপরাপর ইন্দ্রিয় শরীরে পূর্ববৎ অবস্থান ও কার্যকারিতা প্রতিপাদন করিয়া, শেষে প্রাণের উৎক্রমণের পরে (প্রাণের অভাবে) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শিথিলীভাব ও অকর্মণ্যতা প্রতিপাদন করিয়া প্রাণের অধীনভাবেই সমস্তের অবস্থিতি ও কার্যকারিতা প্রদর্শনের দ্বারা প্রাণেরই জ্যেষ্ঠত্ব সমর্থন করিয়াছেন।

এইরূপে সমর্থিত বাগাদি ইন্দ্রিয়ের প্রাণাধীনত্বই—অতঃপর বাক্ বলিল, "আমার যে বশিষ্ঠত্বাদি গুণ আছে, তোমারও সেই বশিষ্ঠত্বাদি গুণ হউক", এইরূপে বাক্ প্রভৃতি কর্তৃক অনূদিত হইতেছে মাত্র। কৌষীতকীদের মতেও প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য বাক্ প্রভৃতির বশিষ্ঠত্বাদি গুণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। "অতঃপর এই দেবতাগণ পিতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন — আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" ইত্যাদি বাক্যে বাক্ প্রভৃতির গুণসমূহ এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ও শরীর, এ সমস্তই প্রাণাধীন, তন্নিবন্ধন প্রাণের শ্রেষ্ঠতা সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কেবল নিজ নিজ গুণগণের প্রাণাধীনতা মাত্রের উল্লেখ করে নাই; সুতরাং কেবল তাহা হইতেই রূপভেদ কল্পিত হইতে পারে না। কেননা, একমাত্র প্রাণই যে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের বশিষ্ঠত্বাদি গুণেরও কারণ, তাহাও সেই বশিষ্ঠত্বাদি গুণসম্পন্ন বাক্ প্রভৃতির প্রাণাধীনভাবে কার্যকারিতা প্রতিপাদন

পপাদনেনৈব প্রাণস্য বাগাদিবসিষ্ঠত্বাদিগুণহেতুত্বস্য সিদ্ধত্বাৎ। তদেব হি প্রাণস্য বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগিত্বম্, যৎ বাগাদি-বসিষ্ঠত্বাদিহেতুত্বম্। অতোঽত্রাপি বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগাৎ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ প্রতিপন্ন ইতি নাস্তি বিদ্যাভেদঃ ॥৩।৩।১০

হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, প্রাণ কর্ত্তৃক যে বাগাদি ইন্দ্রিয়গত বশিষ্ঠত্বাদি গুণের সম্পাদকতা, প্রকৃতপক্ষে তাহাই যে তাহার বশিষ্ঠত্বাদি গুণযোগিতা তাহা তো ইতিপূর্বে বাক্য দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে। অতএব এখানেও বশিষ্ঠত্বাদি গুণের সম্বন্ধ থাকায় প্রাণের জ্যেষ্ঠত্বই প্রতীত হইতেছে। সুতরাং বিভিন্ন উপনিষদ্‌গত 'প্রাণ-বিদ্যার' স্বরূপতঃ কোনও প্রভেদ হইতেছে না ॥৩।৩।১০

তৃতীয়—সর্বাভেদাধিকরণ সমাপ্ত।

৪—আনন্দাদ্যধিকরণম্* (সূত্র ১১—১৭)

প্রাণবিদ্যাঙ্গবিষয়মন্যদপি নিরূপণমনন্তরমেব করিষ্যতে। যথা প্রাণস্য বসিষ্ঠত্বাদ্যনুসন্ধানেন বিনা জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যানুসন্ধানানুপপত্তেরনুক্তানামপি বসিষ্ঠত্বাদীনাং কৌষীতকিপ্রাণবিদ্যায়াং প্রাপ্তিঃ; তথা ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানং যৈর্গুণৈর্বিনা নোপপদ্যতে; তে ব্রহ্মবিদ্যাসু সর্বাস্বপি অনুসন্ধেয়া ইত্যয়মর্থঃ প্রতিপাদ্যতে—

এখন, প্রাণবিদ্যার অঙ্গবিষয়ে আরও কিছু নিরূপণ কর্ত্তব্য। যেমন বশিষ্ঠত্বাদি গুণ সম্বন্ধ ব্যতীত প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীতি হইতে পারে না বলিয়া, স্পষ্টভাবে কথিত না থাকিলেও, বশিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহ কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেইরূপ যে সমস্ত গুণ না থাকিলে ব্রহ্মের স্বরূপই জানিতে পারা যায় না, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই সে সমস্ত গুণাবলীর অনুসন্ধান বা উপসংহার করিতে হইবে।

এই বিষয়টি এখন নিরূপিত হইতেছে বর্ত্তমান সূত্রে—'আনন্দাদয়' ইত্যাদি বাক্যে।

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মের গুণসমূহ। (২) সংশয়—সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই আনন্দাদি ধর্মগুলির উপসংহার করিতে হইবে কি? না? (৩) পূর্বপক্ষ—

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥৩।৩।১১

অন্বয়ার্থঃ আনন্দাদয়ঃ—আনন্দ প্রভৃতি গুণ ; প্রধানস্য—ব্রহ্মের ; (অভেদাৎ—পূর্ব সূত্র হইতে সংগৃহীত)—এই সকল বিলক্ষণ গুণ, গুণী ব্রহ্মে সর্বত্র সমানভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় এই সকল গুণের উপসংহার কর্তব্য।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

অত্র ব্রহ্ম-স্বরূপগুণানাং সর্বাসু পরবিদ্যাসূপসংহারোঽস্তি নেতি বিচার্যতে। অপ্রকরণাধীনানামুপসংহারে প্রমাণাভাবাৎ প্রকরণ-শ্রুতানামেবোপসংহার ইতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য। অভেদাদিতি বর্ত্ততে ; প্রধানস্য গুণিনো ব্রহ্মণঃ সর্বেষূপাসনেষ্বভেদাৎ, গুণ্যপৃথগ্‌ভাবাৎ গুণানাম্ সর্বত্রা-নন্দাদয়স্তদ্‌গুণা উপসংহর্ত্তব্যাঃ ॥৩।৩।১১

অনুবাদ

এখানে বিচার্য বিষয় হইতেছে যে, সমস্ত পরবিদ্যাতেই ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপক গুণসমূহের উপসংহার আছে ? কি নাই ? ভিন্ন প্রকরণে পঠিত গুণসমূহ বিষয়ের প্রমাণ না থাকায়, (বুঝা যায় যে,) স্বপ্রকরণে পঠিত গুণসমূহেরই উপসংহার করিতে হয়, (ভিন্ন প্রকরণ পঠিত গুণের উপসংহার করিতে হয় না)। (পূর্বপক্ষীয়) এইরূপ মন্তব্যের উত্তরে এই সূত্রে বলিতেছেন 'আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য' ইত্যাদি বাক্য।

পূর্ব সূত্র হইতে এখানে 'অভেদাৎ' কথাটির অনুবৃত্তি হইয়াছে। প্রধান-ভূত গুণী ব্রহ্ম সমস্ত উপাসনায়ই অভিন্ন বা এক থাকায় এবং গুণসমূহ গুণী হইতে অপৃথক্ হওয়ায়, আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মের গুণসমূহের সর্বত্রই উপসংহার করিতে হইবে ॥৩।৩।১১

ভিন্ন প্রকরণস্থিত বলিয়া, প্রতি প্রকরণে সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে না। (৪) সিদ্ধান্ত—জ্ঞান ও আনন্দ গুণসমূহ যখন ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, এবং সে সমস্ত গুণ ত্যাগ করিলে যখন ব্রহ্ম চিন্তাই সম্ভবপর হয় না, তখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই আনন্দ প্রভৃতি গুণের উপসংহার করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব, বিভিন্ন প্রকরণস্থিত হইলেও, আনন্দাদি ধর্মের সর্বত্রই উপসংহার করিয়া চিন্তা করিতে হইবে।

এবং তর্হি গুণ্যপৃথগ্‌ভাবাদেবানন্দাদিবৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়োঽপি "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" (তৈ-আন ৫) ইত্যাদৌ ব্রহ্মগুণত্বেন শ্রুতাঃ সর্বত্র প্রসজ্যেরন্। নেত্যাহ—

সিদ্ধান্ত যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে, গুণীর (ব্রহ্মের) পার্থক্য না থাকায়, 'প্রিয়ই তাহার শিরঃ (মস্তক)' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের গুণরূপে শ্রুত প্রিয় শিরস্ত্বাদি গুণেরও সর্বত্র ব্রহ্ম-বিদ্যায় উপসংহার হইতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, না; তাহা হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান সূত্র বলা হইতেছে—'প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ' ইত্যাদি।

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥৩।৩।১২

অন্বয়ার্থঃ প্রিয়-শিরস্ত্ব-আদি-অপ্রাপ্তি—(সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়) প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ধর্মের সম্বন্ধ নাই; ভেদে (সতি)—(শির প্রভৃতি এইরূপ ব্রহ্মের) অবয়ব ভেদ হইলে; উপচয়াপচয়ৌ—(ব্রহ্মের) হ্রাস বৃদ্ধি; হি—নিশ্চয় (সম্ভব)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

ব্রহ্মস্বরূপগুণানাং প্রাপ্তাবুচ্যমানায়াং প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামপ্রাপ্তিঃ, তেষাম্ অব্রহ্মগুণত্বাৎ; ব্রহ্মণঃ পুরুষবিধত্ব-রূপণমাত্রান্তর্গতত্বাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাম্। অন্যথা শিরঃপক্ষপুচ্ছাদ্যবয়বভেদে সতি ব্রহ্মণোঽপ্যুপচয়াপচয়ৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। তথা চ সতি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ-আন ১) ইত্যাদি বিরুধ্যতে ॥৩।৩।১২

অনুবাদ

ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণসমূহের প্রাপ্তি বা উপসংহার বলিলেও, 'প্রিয়-শিরস্ত্বাদি' গুণসমূহের উপসংহার করা সম্ভবপর হয় না। কারণ, সেগুলি ব্রহ্মের গুণ নহে। যেহেতু, এই 'প্রিয়শিরস্ত্বাদি' গুণগুলি কেবল ব্রহ্মের পুরুষবিধত্ব গুণেরই অন্তর্গত মাত্র; অর্থাৎ ব্রহ্মকে পক্ষী প্রভৃতি আকারে কল্পনা করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার অঙ্গরূপেই প্রিয় প্রভৃতিকেই রূপক-কল্পিত ব্রহ্মের শিরঃ প্রভৃতি রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপ কল্পনাকে রূপ-কল্পনা না বলিলে—শিরঃ পক্ষ ও পুচ্ছাদি অবয়বভেদ সত্য হইলে, তাহার ফলে ব্রহ্মের বৃদ্ধি ও হ্রাসের সম্ভাবনা হইতে পারে। পুনরপি তাহা হইলে 'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥৩।৩।১২

ননু এবমেব ব্রহ্মসম্বন্ধিনামৈশ্বর্যগাম্ভীর্যৌদার্যকারুণ্যাদীনাং গুণানামনন্তানাং গুণ্যপৃথক্‌স্থিতত্বমাত্রেণ তত্রাশ্রুতানামপ্যুপসংহারে সর্বে সর্বত্র প্রসজ্যেরন্, আনন্ত্যাদুপসংহারাশক্তিশ্চ। তত্রাহ—

ভাল, এইরূপে ব্রহ্মসম্পর্কিত ঐশ্বর্য গাম্ভীর্য ও করুণা প্রভৃতি অনন্ত গুণরাজি গুণী ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই নিজ নিজ প্রকরণে অশ্রুত গুণসমূহেরও উপসংহার করা যখন স্থির হইল, তখন সর্বত্রই সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে। অথচ ব্রহ্মের গুণ যখন অনন্ত, তখন সমস্ত গুণের উপসংহার করাও সম্ভবপর হইতে পারে না।

এই আশঙ্কা নিরসনে বলিতেছেন—

ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥৩।৩।১৩

অন্বয়ার্থঃ তু—কিন্তু; ইতরে—(ব্রহ্মের আনন্দ প্রভৃতি) অপর গুণগুলি (ব্রহ্মের সহিত সর্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে); অর্থ-সামান্যাৎ—যেহেতু আনন্দাদি গুণগুলি গুণী ব্রহ্মের সহিত অপৃথকসিদ্ধ অর্থাৎ নিরন্তর সংশ্লিষ্ট।

সরলার্থঃ প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম হইতে আনন্দাদি ধর্মগুলি ব্রহ্মেরই সমানার্থক; এই জন্য এই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই আনন্দাদির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে।

মূল

তু-শব্দশ্চোক্তং ব্যাবর্তয়তি; ইতরে তু আনন্দাদয়ঃ অর্থসামান্যাৎ সর্বত্রানুবর্তন্তে। যে তু অর্থসমানাঃ- অর্থস্বরূপনিরূপণধর্মত্বেনার্থপ্রতীত্যনুবন্ধিনঃ; তেঽর্থস্বরূপবৎ সর্বত্রানুবর্তন্তে। তে চ গুণাঃ সত্যজ্ঞানানন্দামলত্বানন্তত্বানি। "যতো বা ইমানি" (তৈত্তি-ভৃগু ১) ইত্যাদিনা জগৎকারণতয়োপলক্ষিতং ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং

অনুবাদ

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি উক্ত আশঙ্কার নিবারক। পদার্থ এক বলিয়া আনন্দ প্রভৃতি ধর্মগুলিও সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। যে সমস্ত ধর্ম বা গুণ গুণীর সমানার্থক অর্থাৎ গুণী পদার্থের স্বরূপ নিরূপণের অনুকূল বা সহায় সে সমস্ত ধর্ম গুণীরই মত সমস্ত ব্রহ্ম-বিদ্যাতেই অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, নির্মলত্ব বা অনন্তত্বই হইতেছে সেই সমস্ত গুণ। কেন না, যাঁহা হইতে জাগতিক ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হয় ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎকারণরূপে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত', 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ'

ব্রহ্ম" (তৈত্তি-আন ১); "আনন্দো ব্রহ্ম" (তৈত্তি-ভৃগু ৬) ইত্যানন্দাদিভির্হি স্বরূপতো নিরূপ্যতে। অত উপাস্য-ব্রহ্মস্বরূপাবগমায় সর্বাসু বিদ্যাস্বানন্দাদয়োঽনুবর্ত্তন্তে। যে তু নিরূপিতস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ কারুণ্যাদয়ো গুণাঃ প্রতিপন্নাঃ; তেষাং গুণ্যপৃথক্স্থিতত্বেঽপি প্রতীত্যনুবন্ধিত্বাভাবাৎ যে যত্র শ্রুতাঃ, তে তত্রোপসংহার্যাঃ ইতি নিরবদ্যম্ ॥৩।৩।১৩

ইত্যাদি শ্রুতিতে তিনিই আবার আনন্দাদি গুণবিশিষ্টরূপেও নিরূপিত হইয়াছেন। অতএব, উপাস্য ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার জন্যই সমস্ত ব্রহ্ম-বিদ্যাতে আনন্দাদি ধর্মের অনুবৃত্তি করিতে হয়। উক্ত প্রকারে নিরূপিত ব্রহ্মের করুণা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ পরিজ্ঞাত আছে, সে সমস্ত গুণগুলি অপৃথক্সিদ্ধ হইলেও অর্থাৎ গুণাশ্রয় ব্রহ্মকে ছাড়িয়া পৃথক্ভাবে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেও তাহারা স্বরূপের নিরূপক নহে বলিয়া, যেখানে যে সমস্ত গুণ পঠিত আছে, সেইখানেই সেই সমস্ত গুণের উপসংহার করিতে হইবে। অতএব, উক্ত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ॥৩।৩।১৩

যত্তু উপচয়াপচয়প্রসঙ্গাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ো ব্রহ্মণঃ পুরুষবিধত্বরূপণমাত্রার্থাঃ ন তু ব্রহ্মগুণাঃ। তর্হি অতথারূপস্য ব্রহ্মণস্তথাত্বেন রূপণং কিমর্থং ক্রিয়তে? অতথাভূতস্য হি তথাত্বরূপণে কেনচিৎ প্রয়োজনেন ভবিতব্যম্; যথা "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" (কঠঃ ১।৩।৩) ইত্যাদিনোপাসকস্য তদুপকরণানাং চ রথিরথাদিত্বরূপণম্ উপাসনোপকরণভূতশরীরেন্দ্রিয়াদি-বশীকরণার্থং ক্রিয়ত ইত্যুক্তম্।

(পুনরায়, পূর্বপক্ষ—)

আরও যে আপনারা (রামানুজীয়েরা) বলিয়াছেন— ব্রহ্মকে যে পুরুষ আকারে (পক্ষীরূপে) কল্পনা করা হইয়াছে, কেবল তাহারই নির্বাহার্থে প্রিয়-শিরস্ত্বাদি ধর্মের কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র, বস্তুত ঐগুলি ব্রহ্মের গুণ নহে। (বেশ কথা,) তাহা হইলেও ব্রহ্ম যখন সেই প্রকার নহেন, তখন তাঁহাকে সেই প্রকারে কল্পনা করিবার উদ্দেশ্য কি? যাহা যে প্রকার নহে, তাহাকে সেই প্রকার কল্পনা করিতে হইলে, নিশ্চয় তাহার কোন রূপ প্রয়োজন থাকা আবশ্যক হয়, যেমন—'আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি বাক্যে উপাসনার উপযোগী শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য উপাসককে রথী এবং তাহার ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কার্য-উপকরণ সমূহকে রথাদিরূপে

ন চেহ তথাবিধং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং দৃশ্যতে, ইতি বলাৎ ব্রহ্মগুণত্বং প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামভ্যুপেত্যম্। তত্রাহ—

কল্পনা করা হইয়াছে। এখানে কিন্তু সেরূপ কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব, অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রিয়শিরস্ত্বাদিকে ব্রহ্ম-গুণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

পূর্বপক্ষের এই আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বর্ত্তমান সূত্র বলিতেছেন—'আধ্যানায়' ইত্যাদি বাক্য।

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥৩।৩।১৪

অন্বয়ার্থঃ আধ্যানায়—ধ্যান বা উপাসনার উদ্দেশ্যে; প্রয়োজনাভাবাৎ—যেহেতু অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

প্রয়োজনান্তরাভাবাদাধ্যানায় অয়ং রূপণোপদেশঃ ক্রিয়তে। **আধ্যানং অনুচিন্তনম্** — উপাসনমুচ্যতে। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈ-আন ১) ইত্যত্রোপদিষ্টাধ্যানরূপ-বেদনসিদ্ধয়ে হ্যানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিপত্ত্যর্থমানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রিয়মোদাদিরূপেণ বিভজ্য শিরঃপক্ষাদি-ত্বেন রূপয়িত্বোপদিশ্যতে। যথা অন্নময়ঃ পুরুষোঽয়ং দেহঃ শিরঃ-পক্ষাদিভিঃ "তস্যেদমেব শিরঃ" (তৈ-আন ১) ইত্যাদিনা বুদ্ধা-বারোপ্যতে; যথা চ প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়াঃ "তস্য প্রাণঃ এব

অনুবাদ

অন্য কোনও প্রয়োজন না থাকায় (বুঝিতে হইবে,) ধ্যানের জন্যই এইরূপ রূপকের উপদেশ করা হইতেছে। 'আধ্যান' শব্দে অনুচিন্তন বা উপাসনা অভি-হিত হইয়া থাকে। 'ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন', এইস্থলে ('বিৎ' শব্দে) ধ্যান-রূপ বেদন (জ্ঞান) উপদিষ্ট হইয়াছে; তৎ-সিদ্ধির অনুকূলভাবে আনন্দময় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার জন্য এই আনন্দময় ব্রহ্মকেই প্রিয়, মোদ ও প্রমোদাদিরূপে পৃথক্ পৃথক্ — মস্তক ও পক্ষ প্রভৃতিরূপে রূপিত করিয়া উপদেশ করা হইতেছে। যেমন, পুরুষপদবাচ্য এই অন্নময় স্থূল দেহকে, 'ইহাই তাহার শির' ইত্যাদি বাক্যে শির ও পক্ষাদিবিশিষ্ট রূপে বুদ্ধিগম্য করান হইয়া থাকে এবং 'প্রাণই তাহার শির' ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় পুরুষকে

শিরঃ” (তৈ-আন ২) ইত্যাদিনা প্রাণাদ্যবয়বৈর্বুদ্ধাবারোপ্যন্তে, এবমেভ্যোঽর্থান্তরভূতস্তদন্তরাত্মা আনন্দময়োঽপি প্রিয়মোদাদিভিরেকদেশৈঃ শিরঃপ্রভৃতিত্বেন রূপিতৈরাধ্যানায় বুদ্ধাবারোপ্যতে। এবমানন্দময়োপলক্ষণত্বাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং ন সর্বদা আনন্দময়প্রতীতাবনুবর্ত্তন্তে ॥৩।৩।১৪

প্রাণাদি অবয়বযোগ আরোপপূর্বক বুদ্ধিগোচর করান হইয়া থাকে, ঠিক তদ্রূপ উক্ত অন্নময়াদি হইতে স্বতন্ত্র অথচ তাহাদেরই অন্তরাত্মা আনন্দময়কেও শিরঃ প্রভৃতি রূপে রূপিত তদেকদেশ প্রিয় মোদাদি ধর্মসহযোগে কেবল উপাসনার জন্যই বুদ্ধিতে আরূঢ় করান হইতেছে। যেহেতু এইরূপ বুদ্ধ্যারূঢ় করিবার জন্যই আনন্দময়ের প্রিয়শিরস্ত্বাদি রূপের কল্পনা, অতএব আনন্দময়ের অনুভূতির সময়ে সর্বদা প্রিয়শিরস্ত্বাদির অনুবৃত্তি হয় না১ ॥৩।৩।১৪

আত্মশব্দাচ্চ ॥৩।৩।১৫

অন্বয়ার্থঃ আত্মশব্দাৎ চ—আত্মা শব্দের উল্লেখ হেতুও (বুঝিতে হইবে যে, শির ও পক্ষ প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের গুণ নহে, যেহেতু তাঁহার এইরূপ অবয়ব অসম্ভব)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

---

১ তাৎপর্য—তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথমে, ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। পরে, ‘স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ’, বলিয়া অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূল দেহের উল্লেখ করিয়া তাহাকেই আমার শিরঃ, দক্ষিণ পক্ষ, উত্তরপক্ষ, দেহ ও পুচ্ছাদিভাবে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার পর প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিয়া, তাহাদিগকেও আবার শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদিযোগে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অবশেষে আনন্দময়ের স্বরূপ নিরূপণ করিবার পর বলা হইয়াছে যে, “অয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণ পক্ষঃ, প্রমোদো উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা”। অর্থাৎ এই আনন্দময় ব্রহ্ম একটি পুরুষের মত (পক্ষীর ন্যায়)। প্রিয় (অভীষ্ট বস্তুর দর্শনজ প্রীতি) তাহার মস্তক, মোদ (অভীষ্ট লাভের সুখ), তাহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ (অভীষ্ট ভোগজ সুখ) তাহার বাম পক্ষ, আনন্দ তাহার দেহপিণ্ড এবং ব্রহ্ম তাহার আশ্রয়স্বরূপ পুচ্ছ। লোকের প্রতীতি যাহাতে সুকর হয় সেইজন্য ব্রহ্মকে একটি দেহবিশিষ্ট পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। দেহী হইলেই তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকার আবশ্যক হয়; এইজন্য শিরঃ প্রভৃতি কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত ব্রহ্মের স্বরূপভূত অবয়ব নহে। অতএব, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় উহাদের সম্বন্ধও হইতে পারে না।

মূল

"অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" (তৈ-আন ৫) ইত্যাত্মশব্দেন নির্দেশাৎ আত্মনশ্চ শিরঃপক্ষপুচ্ছাসম্ভবাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়স্তস্য সুখ-প্রতিপত্ত্যর্থং রূপণমাত্রমিতি গম্যতে ॥৩।৩।১৫

অনুবাদ

"অপর একটি অভ্যন্তরস্থ আত্মা — আনন্দময়", এই শ্রুতিতে 'আত্ম' শব্দের নির্দেশ থাকায় এবং প্রকৃতপক্ষে আত্মার মস্তক, পক্ষ ও পুচ্ছাদির সম্ভাবনা না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির সুবিধার নিমিত্তই ব্রহ্মের প্রিয়-শিরবিশিষ্ট রূপ কল্পিত হইয়াছে মাত্র; (প্রকৃতপক্ষে উহা তাহার বাস্তবিক রূপ নহে) ॥৩।৩।১৫

ননু "অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ" (তৈ-আন ২); অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ" (তৈ-আন ৩) ইত্যাত্মশব্দস্যানাত্মস্বপি পূর্বং প্রযুক্ত-ত্বাৎ "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" (তৈ-আন ৫) ইত্যাত্মশব্দস্য পরমাত্ম-বিষয়ত্বং কথং নিশ্চীয়তে? তত্রাহ—

প্রশ্ন হইতে পারে—'ইহা হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা হইতেছে প্রাণময়', 'ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা হইতেছে মনোময়', এইভাবে (আনন্দবল্লী) শ্রুতিতে পূর্বে (প্রাণময়াদি) অনাত্মবস্তুতে আত্মশব্দরূপে প্রয়োগ যখন দেখা যায়, তখন 'অন্তরস্থ ভিন্ন আত্মা হইতেছে আনন্দময়'— এই বাক্যে 'আত্ম' শব্দের পরমাত্ম-বিষয়ত্ব নিশ্চয় হইতে পারে কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥৩।৩।১৬

অন্বয়ার্থ: আত্মগৃহীতিঃ — (পূর্ব সূত্রে আত্মশব্দ) পরমাত্মারূপে গ্রহণীয়; ইতরবৎ — যেমন অন্যত্র দেখা যায়; উত্তরাৎ — পরবর্তী শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা বুঝা যায়।

সরলার্থ: বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

"অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" ইত্যত্রাত্মশব্দেন পরমাত্মন এব গ্রহণম্; ইতরবৎ—যথেতরত্র "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ,

অনুবাদ

অন্যত্র, "এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র আত্মারূপেই ছিল; সেই

স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ” (ঐতরেয় ১।১।১) ইত্যাদিষ্বাত্মশব্দেন পরমাত্মন এব গ্রহণম্ ; তদ্বৎ। কুত এতৎ ? উত্তরাৎ—“সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়” (তৈ-আন ৬) ইত্যানন্দময়বিষয়াদুত্তরাদ্বাক্যাৎ। ॥৩।৩।১৬

আত্মা ইচ্ছা করিলেন — লোকসমূহ সৃষ্টি করিব” ইত্যাদি স্থলে যেরূপ আত্মা শব্দে পরমাত্মার গ্রহণ হইয়াছে, “ইহা হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা হইতেছে আনন্দময়” — এখানেও তদ্রূপ আত্মা শব্দে পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে। এইরূপ অর্থ করিবার হেতু হইতেছে, এই শ্রুতির পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্য, যথা— “তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব”, আনন্দময় বিষয়ক এইরূপ পরবর্ত্তী বাক্যই উক্তপ্রকার অর্থের সমর্থন করিতেছে ॥৩।৩।১৬

অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥৩।৩।১৭

অন্বয়ার্থঃ অন্বয়াৎ—(পূর্ব বাক্যের সহিত) সম্বন্ধহেতু (এই আনন্দময় আত্মা জীবাত্মাবাচক—পরমাত্মাবাচক নহে) ; ইতি চেৎ—ইহা যদি সন্দেহ হয় ; স্যাৎ— পরমাত্মাবাচকই ; অবধারণাৎ—অন্যত্রও আত্মা শব্দে পরমাত্মা শব্দ নিশ্চিত হইয়াছে বলিয়া।

সরলার্থঃ অনুবাদ প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।

মূল

পূর্বত্র প্রাণময়াদিষ্বনাত্মস্বাত্মশব্দান্বয়দর্শনাৎ নোত্তরাৎ নিশ্চেতুং শক্যত ইতি চেৎ ; স্যাদবধারণাৎ—স্যাদেব নিশ্চয়ঃ। কুতঃ ? অবধারণাৎ পূর্বত্রাপি “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” (তৈত্তি-আন ১) ইতি পরমাত্মন এব বুদ্ধ্যাবধারিতত্বাৎ অন্নময়াদন্তরে*

অনুবাদ

(হে পূর্বপক্ষ—) যদি বলেন, প্রথমোক্ত অন্নময়াদি অনাত্ম-পদার্থে আত্ম শব্দের প্রয়োগ থাকায় কেবল উত্তরবর্ত্তী বাক্য অনুসারেই (‘আত্ম’ শব্দের পরমাত্মত্ব) নিশ্চয় করা যাইতে পারে না ; তদুত্তরে বলি (সিদ্ধান্তপক্ষ)—না, তাহা নহে ; ঐরূপ অর্থ নিশ্চয়ই হইতে পারে। অর্থাৎ যেহেতু এই প্রকরণে, পূর্ব শ্রুতিবাক্যে আত্মা শব্দে পরমাত্মাই নিশ্চিত হইয়াছে। যথা—‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল’। প্রথমতঃ অন্নময়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তী

* অন্নময়াদনন্তরে — পাঠভেদ।

প্রাণময়ে প্রথমং পরমাত্মবুদ্ধিরবতীর্ণা ; তদনন্তরং চ প্রাণময়াদন্তরে* মনোময়ে, ততো বিজ্ঞানময়ে, তত আনন্দময়ে প্রক্রান্তা পরমাত্মবুদ্ধিস্তদন্তরাভাবাদুত্তরাচ্চ "সোঽকাময়ত" (তৈ-আন ৬) ইতি বাক্যাৎ প্রতিষ্ঠিতেত্যুপক্রমেঽপ্যপরমাত্মনি পরমাত্মবুদ্ধ্যা আত্মশব্দান্বয়ঃ ইতি নিরবদ্যম্ ॥৩।৩।১৭

প্রাণময়ে পরমাত্ম-বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে ; তাহার পর প্রাণময়ের পরবর্ত্তী মনোময়ে, তাহার পর বিজ্ঞানময়ে (পরমাত্ম-বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে) ; অবশেষে আনন্দময়ে সেই পরমাত্ম-বুদ্ধি স্থিরীকৃত হইয়াছে। কেন না, ইহার পর এ বিষয়ে আর কোন্ কথাই নাই, এবং ইহাই সকলের শেষ সিদ্ধান্ত। সুতরাং, (উপসংহারে), 'তিনি কামনা করিয়াছিলেন…' বাক্যে (তৈঃ আঃ ১৬।২)। 'আত্ম' শব্দের পরমার্থত্ব নিশ্চিত হওয়ায় (বুঝিতে হইবে যে,) উপক্রম বাক্যেও অ-পরমাত্মাতে (অন্নময়াদিতে) পরমাত্মবুদ্ধির জন্যই আত্ম-শব্দের সম্বন্ধ করা হইয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্তটি নির্দোষ১ ॥৩।৩।১৭

চতুর্থ—আনন্দাদি-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

১ তাৎপর্য—কোন দুর্বিজ্ঞেয় সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইতে হইলে, আচার্যগণ প্রথমেই তাহার উপদেশ করেন না। তাঁহারা প্রথমতঃ সেই দুর্বিজ্ঞেয় বিষয়টির উল্লেখ মাত্র করিয়া, তদপেক্ষা স্থূল তত্ত্ব—যাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ বিষয়ের উপদেশ করিতে থাকেন। তাহার পর যখন দেখেন যে শ্রোতা এখন সূক্ষ্মতত্ত্ব গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তখন সেই প্রকৃত তত্ত্বের স্বরূপ নির্দেশ করেন। আলোচ্য স্থলেও শ্রুতি সেইরূপ প্রথমে পরমাত্মার উল্লেখ মাত্র করিয়া, অন্নময় স্থূল দেহ প্রভৃতি অনাত্ম পদার্থগুলিকেই পরমাত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন ; সুতরাং সেখানে 'পরমাত্ম-বুদ্ধিতেই আত্ম শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

* প্রাণময়াদনন্তরে — পাঠভেদঃ।

৫—কার্যাখ্যানাধিকরণম্* (সূত্র ১৮)

কার্যাখ্যানাদপূর্বম্ ॥৩।৩।১৮

অন্বয়ার্থ ঃ কার্য-আখ্যানাৎ—(আচার প্রতিপাদক স্মৃতিশাস্ত্র আচমনের কর্ত্তব্যতাসূচক উপদেশ থাকিলেও) শ্রুতির প্রাণবিদ্যায় আচমনের উপদেশ থাকায় ; অপূর্বম্—শ্রুতিগত উপদেশ অপূর্ব অর্থাৎ সকলের আদি বলিয়া (ইহাই গ্রহণীয়)।

সরলার্থ ঃ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে, প্রাণবিদ্যা প্রকরণে, ভোজনের পূর্বে ও পরে আচমন এবং আচমনীয় জলকে প্রাণের আচ্ছাদন বস্ত্র বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। সেখানে আচমন যখন স্মৃতি ও সদাচার হইতেই প্রাপ্ত আছে এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের উপদেশ করাই যখন শ্রুতির স্বভাব, তখন স্মৃতি ও সদাচার লব্ধ আচমনীয় জলে অন্যত্র অলব্ধ প্রাণবাসত্ব চিন্তাই বিদ্যাঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে, আচমন নহে।

মূল

পূর্বপ্রস্তুত-প্রাণবিদ্যাশেষভূতমিদানীং চিন্ত্যতে। ছান্দোগ্যবাজসনেয়কয়োঃ জ্যৈষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ প্রাণমুপাস্যমুক্ত্বা প্রাণস্য বাসস্ত্বেনাপোঽভিধীয়ন্তে। ছান্দোগ্যে তাবৎ "স হোবাচ কিং মে বাসো

অনুবাদ

এখন, পূর্বকথিত প্রাণবিদ্যারই অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণের উপাসনা বিধানের পর প্রাণের বাস বা আচ্ছাদন বস্ত্ররূপে আচমনীয় জলের কথা উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে আছে—সেই প্রাণ বলেন, কোন্ বস্তু আমার বস্ত্র হইবে ? (ইন্দ্রিয়গণ

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গুণবিশিষ্ট প্রাণবিদ্যার অঙ্গরূপ আচমন ও আচমনীয় জলে প্রাণবাসত্ব চিন্তা। (২) সংশয়—সেখানে কি প্রাণবাসত্বের অঙ্গরূপে স্বতন্ত্রই আচমন বিহিত ? কিংবা স্মৃতি ও সদাচার প্রাপ্ত আচমনীয় জলেই প্রাণবাসত্ব চিন্তা মাত্র বিহিত ? (৩) পূর্বপক্ষ—অভিনব কোন প্রকার ক্রিয়া জ্ঞাপন করাই যখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং এখানেও যখন 'আচমেৎ' পদে বিধিবাদক প্রত্যয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন প্রধানতঃ আচমনই বিধেয়। (৪) উত্তর—না, আচমন বিধেয় নহে, কেবল প্রাণবাসত্ব চিন্তাই বিধেয় ; কেন না প্রমাণান্তর প্রাপ্ত, সেই আচমনের বিধান করা অনাবশ্যক। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, স্মৃতিশাস্ত্র এবং সদাচার প্রাপ্ত আচমনীয় জলেই প্রাণবাসত্ব চিন্তা করিতে হইবে।

ভবিষ্যতীতি, আপ ইীত হোচুঃ, তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি লম্ভুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো ভবতি" (ছান্দো ৫।২।২) ইতি। বাজসনেয়কে "কিং মে বাসঃ" (বৃহদা ৬।১।১৪) ইতি প্রাণেন পৃষ্টা বাগাদয়ঃ উচুঃ "আপো বাস ইতি, তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বা চাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্বন্তো মন্যন্তে। তস্মাদেবংবিৎ অশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেৎ এতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে" (বৃহদা ৬।১।১৪) ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্রাচমনং বিধীয়তে, উতাপাং প্রাণবাসস্ত্বানুসন্ধানমিতি। "অশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেৎ" (বৃহদা ৬।১।১৪) ইত্যাচমনে বিধিপ্রত্যয়শ্রবণাৎ, "এতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে" (বৃহদা ৬।১।১৪) ইতি বেদনে বিধিপ্রত্যয়াভাবাদনগ্নতাসংকীর্ত্তনস্য স্তুত্যর্থতয়াঽন্বয়োপপত্তেশ্চ, ভোজনাঙ্গস্যাচমনস্য স্মৃত্যাচারপ্রাপ্তত্বেন বিধিপ্রত্যয়বলাৎ প্রাণবিদ্যাঙ্গমাচমনান্তরং বিধীয়তে, ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

বলিল—) জল। এইজন্যই ভোজন করিবার পূর্বে ও পরে জল দ্বারা পরিবেষ্টন করে; (তাহার দ্বারাই প্রাণ) বস্ত্র লাভ করে এবং অনগ্ন হইয়া থাকে ইতি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—'আমার (প্রাণের) বস্ত্র কি'? প্রাণ কর্ত্তৃক বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল যে, 'জলই (তোমার) বস্ত্র। এই কারণে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ভোজন করিবার অগ্রে এবং ভোজনের পরে আচমন করিয়া থাকেন, এইরূপে তাহারা প্রাণকে অনগ্ন (বস্ত্র পরিহিত) করিতেছি' বলিয়া মনে করেন, অতএব, এইরূপে তত্ত্বাভিজ্ঞ লোক ভোজন করিবার পূর্বে আচমন করিবে এবং ভোজনের পরেও আচমন করিবে, (তাহার দ্বারা) এই প্রাণকে অনগ্ন করিয়া থাকে। এখানে সংশয় এই যে, এখানে কি আচমনেরই বিধান হইতেছে? অথবা আচমনীয় জলে প্রাণবাসস্ত্ব মাত্রের (প্রাণাচ্ছাদকত্ব মাত্রের) চিন্তা বিহিত হইতেছে? ভোজনের পূর্বে আচমন করিবে—এইরূপে আচমনে বিধি-প্রত্যয় (আচমেৎ) শ্রুত হওয়ায় এবং 'ইহাকেই (প্রাণকেই) অনগ্ন করিয়া থাকে', এইস্থলে উপাসনায় বিধি-প্রত্যয় না থাকায়, অনগ্নতা-সম্পাদনের কথাটির স্তুতিবাদরূপেও উপপত্তি বা সঙ্গতি করা যাইতে পারে; এবং ভোজনাঙ্গ আচমন যখন স্মৃতি শাস্ত্র এবং সদাচার হইতেই প্রাপ্ত আছে, তখন 'আচমেৎ' এই বিধি-প্রত্যয় হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এখানে প্রাণবিদ্যার অঙ্গভূত স্বতন্ত্র আচমনই বিহিত হইয়াছে।

পূর্বপক্ষীয় এইরূপ অভিমতের উত্তরে সিদ্ধান্ত করা হইতেছে—

(সিদ্ধান্তঃ)

আচমনীয়ানামপাং প্রাণস্য বাসস্ত্বানুসন্ধানমেবেহ অপূর্বম্—অপ্রাপ্তং বিধীয়তে, কার্য্যাখ্যানাৎ—অপ্রাপ্তাখ্যানাৎ, অপ্রাপ্তাখ্যানে শব্দস্যার্থবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি "কিং মে বাসঃ" (বৃহঃ ৬।১।১৪) "আপো বাসঃ" (বৃহঃ) "অদ্ভিঃ পরিদধতি" (ছাঃ ৫।২।২), "এতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে" (বৃহঃ ৬।১।১৪) ইত্যুপক্রমোপসংহারয়োর্বাক্যস্যাপাং প্রাণবাসোদৃষ্টিপরত্বপ্রতীতেরাচমনস্য স্মৃত্যাচারপ্রাপ্তত্বাদাচ নং অনূদ্যাচমনীয়াস্বপ্সু প্রাণবাসস্ত্বানুসন্ধানং বিধীয়তে ইতি। অতএব চ্ছান্দোগ্যে "তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি" (ছান্দো ৫।২।২) ইত্যদ্ভিঃ পরিধানমেবোক্তম্, নাচমনম্ ॥৩।৩।১৮

সিদ্ধান্ত—

আচমনীয় জলে যে কেবল প্রাণবাসত্ব চিন্তা, ইতিপূর্বে অন্য কোনও প্রমাণে তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায়—অপূর্বত্ব হেতু তাহাই এখানে বিহিত হইয়াছে। কেন না, কার্যাখ্যানে—অপ্রাপ্ত বিষয়ের কথনে অর্থাৎ প্রমাণান্তরে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই তাদৃশ বিষয়ের প্রকাশনেই এখানে শ্রুতিতে শব্দের সার্থকতা বা প্রামাণ্য। এই কথা বলা হইতেছে যে, বাক্যের উপক্রম ও উপসংহারস্থ 'আমার আচ্ছাদন কি?' 'জল দ্বারা বেষ্টন করিয়া থাকে' 'তাহাতে এই প্রাণকেই অনগ্ন বা আচ্ছাদিত করা হয়' ইত্যাদি স্থলে 'প্রাণবাসত্ব' চিন্তায়ই বাক্যের তাৎপর্য পর্যবসিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, স্মৃতিশাস্ত্রেও সদাচার প্রাপ্ত 'আচমনীয়' জলের অনুবাদ বা উল্লেখমাত্র করিয়া সেই জলেই প্রাণবাসত্ব চিন্তার বিধান করা হইতেছে। এই কারণেই, 'সেই হেতুই ভোক্তৃবর্গ ভোজন করিবার পূর্বে ও পরে জলের দ্বারা পরিধাপন করিয়া থাকেন', এই ছান্দোগ্য বাক্যে কেবল পরিধানের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু আচমনের কোন কথাই বলা হয় নাই ॥৩।৩।১৮

পঞ্চম—কার্যাখ্যানাধিকরণ সমাপ্ত।

৬—সমানাধিকরণম্* (শাণ্ডিল্য-বিদ্যা)—সূত্র ১৯

সমান এবং চাভেদাৎ ॥৩।৩।১৯

অন্বয়ার্থ ঃ সমানঃ—একই শাখার বিভিন্ন স্থলে ; অভেদাৎ—ঐক্যহেতু ; এবং চ—এইরূপেও (অনুক্ত গুণের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য)।

সরলার্থ ঃ বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'শাণ্ডিল্য বিদ্যা' নামে একটি বিদ্যার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অগ্নিরহস্যে আছে—'সেই লোক মনোময় প্রাণশরীরধারী···আত্মার উপাসনা করিবে' ইত্যাদি ; বৃহদারণ্যকে আছে—'এই পুরুষ মনোময় দীপ্তিস্বরূপ ও সত্যরূপ' ইত্যাদি। এইরূপে উভয়স্থলে মনোময়ত্বাদি গুণের সাম্য থাকায় এবং বশিত্বাদি গুণের ভেদ না থাকায়, অর্থাৎ ঐক্য থাকায়, বুঝিতে হইবে যে উভয় বিদ্যার স্বরূপগত ভেদ নাই, স্বরূপভেদ না থাকায় নিশ্চয় বিদ্যার ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে।

মূল

বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যাম্নাতা "সত্যং ব্রহ্মেত্যুপাসীত, অথ খলু ক্রতুময়োঽয়ং পুরুষঃ" (১।৫।৬) ইত্যারভ্য "স আত্মানমুপাসীত — মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপং সত্যসংকল্পমাকাশাত্মানম্" ইতি। তথা তস্মিন্নেব বৃহদারণ্যকে পুনরপি শাণ্ডিল্যবিদ্যাম্নায়তে "মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যঃ

অনুবাদ

(পূর্বপক্ষ—) বাজসনেয়কে (শুক্লযজুর্বেদে) অগ্নিরহস্য নামক প্রকরণে 'সত্যসংজ্ঞক ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এই পুরুষ নিশ্চয়ই ক্রতুময়, অর্থাৎ সঙ্কল্প প্রধান' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'সে লোক মনোময় প্রাণ শরীর, জ্যোতির্ময় সত্যসঙ্কল্প ও আকাশতুল্য এই আত্মার উপাসনা করিবে' এইরূপে 'শাণ্ডিল্য-বিদ্যা' নামে একটি বিদ্যা অভিহিত হইয়াছে। সেই বৃহদারণ্যকেই পুনরায়

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—শাণ্ডিল্য বিদ্যা, (২) সংশয়—অগ্নিরহস্য ও বৃহদারণ্যকে উক্ত শাণ্ডিল্য-বিদ্যা কি এক ? না—ভিন্ন ? (৩) পূর্বপক্ষ—উপাস্যগত বশিত্বাদি গুণ যখন পৃথক্, তখন উভয়স্থানের বিদ্যা এক নহে, ভিন্ন ; (৪) উত্তর—না, উপাস্যগত মনোময়ত্বাদি গুণ যখন উভয় স্থানেই সমান এবং বশিত্বাদি গুণসমূহও যখন প্রকৃতপক্ষে সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ হইতে ভিন্ন নহে, তখন স্বরূপগত ভেদ নাই ; সুতরাং বিদ্যারও ভেদ নাই। (৫) প্রয়োজন—উভয় বিদ্যাকেই এক বলিয়া চিন্তা করিবে।

তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা। স এষ সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ” (বৃহদা ৫।৬।১) ইতি। তত্র সংশয়ঃ — কিমত্র বিদ্যা ভিদ্যতে, উত নেতি। সংযোগ-চোদনাখ্যানামবিশেষেঽপি বশিত্বাদ্যুপাস্যগুণভেদেন রূপভেদাদ্বিদ্যা-ভেদঃ, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে — সমান এবমিতি।

(সিদ্ধান্তঃ)

যথা অগ্নিরহস্যে মনোময়-প্রাণশরীর-ভারূপ-সত্যসংকল্পত্বগুণ-গণঃ শ্রুতঃ ; এবং বৃহদারণ্যকেঽপি মনোময়ত্বাদিকে সমানে সত্যধিকস্য বশিত্বাদেশ্চ সত্যসংকল্পত্বগুণাভেদাৎ ন রূপভেদঃ ; অতো বিদ্যৈক্যম্।

॥৩।৩।১৯

আবার ‘শাণ্ডিল্য-বিদ্যা’ পঠিত হইয়াছে—‘সেই অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে জ্যোতিরূপ সত্যস্বরূপ এই মনোময় পুরুষ বর্ত্তমান আছেন, যেমন ব্রীহি (ধান্য বিশেষ) কিংবা যব—তদ্রূপ। সেই এই পুরুষই সকলকে বশীভূত রাখেন, সকলের শাসনকর্ত্তা, সকলের অধিপতি এবং এই যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তকে যথাযথরূপে শাসন করেন’, ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, এখানে উক্ত ‘শাণ্ডিল্যবিদ্যা’ এবং ‘অগ্নিরহস্য বিদ্যা’ কি ভিন্ন? অথবা এক? ফল-সংযোগ বিধি-বাক্য এবং সংজ্ঞার বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও উপাস্যগত বশিত্বাদি গুণের প্রভেদ থাকায় বিদ্যাও নিশ্চয় ভিন্ন হইতেছে (এক নহে)। এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে বর্ত্তমান সূত্রে—‘সমান এবং’ ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত—

(বাজসনেয়কে) ‘অগ্নিরহস্যে’ যেমন মনোময় প্রাণ শরীর, ভারূপ ও সত্য-সঙ্কল্প প্রভৃতি গুণসমূহ শ্রুত আছে, সেইরূপ বৃহদারণ্যকেও যখন মনোময়ত্বাদি গুণসমূহ সমানই রহিয়াছে, এবং তদতিরিক্ত বশিত্বাদি গুণসমূহও যখন সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণগণ হইতে অভিন্নই বটে, তখন স্বরূপগত ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না ; সুতরাং উভয় স্থানীয় বিদ্যারই ঐক্য বা অভিন্নতাই সিদ্ধ হইতেছে ॥৩।৩।১৯

ষষ্ঠ—সমানাধিকরণ সমাপ্ত।

৭—সম্বন্ধাধিকরণম্* (সূত্র ২০—২২)

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥৩।৩।২০

অন্বয়ার্থঃ সম্বন্ধাৎ—(উভয় স্থলে উপাস্যের ঐক্য) সম্বন্ধহেতু; এবং—পূর্বোক্ত প্রকার; অন্যত্র অপি—অন্য স্থলেও (বিদ্যার অন্য অঙ্গ সংগ্রহ করিতে হইবে)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে — "সত্যং ব্রহ্ম" (বৃহদা ৫।৪।২) ইত্যুপক্রম্য "তদ্ যৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষিন্" (বৃহদা ৫।৫।২) ইত্যুপক্রম্য আদিত্যমণ্ডলেঽক্ষিণি চ সত্যস্য ব্রহ্মণো ব্যাহৃতিশরীরত্বেনোপাস্যত্বমুক্ত্বা "তস্যোপনিষদহরিতি" (বৃহদা ৫।৫।৩) অধিদৈবতম্, "তস্যোপনিষদহমিত্যধ্যাত্মম্" ইতি দ্বে উপনিষদৌ রহস্যনামনী উপাসনশেষতয়াম্নায়েতে। তে কিং

অনুবাদ

বৃহদারণ্যক উপনিষদে শুনা যায়—'সত্য ব্রহ্ম' এইরূপ কথার পর 'সেই যে সত্য, তাহা এই প্রসিদ্ধ আদিত্য; যিনি এই আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমধ্যে অবস্থিত পুরুষ', এইরূপ ভূমিকার পর আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমধ্যে সত্যাখ্য ব্রহ্মের ব্যাহৃতি-শরীরবিশিষ্টরূপে উপাসনার কথা বলিয়া, সেই উপাসনারই অঙ্গরূপে দুইটি উপনিষদে রহস্য-নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তাহার অধিদৈবত নাম হইতেছে 'অহঃ', আর অধ্যাত্ম নাম হইতেছে 'অহম্'। এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত নাম দুইটির মধ্যে যেখানে যে নাম পঠিত আছে,

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য**—

(১) বিষয়—অক্ষি মধ্যে অধিষ্ঠিত ও আদিত্য মণ্ডলাধিষ্ঠিত সত্যব্রহ্মের 'অহঃ' এবং 'অহং' নামদ্বয়। (২) সংশয়—উক্ত নামদ্বয় কি অক্ষি ও আদিত্য মণ্ডলাধিষ্ঠিত উভয় পুরুষের সাধারণ নাম? অথবা যেখানে যাহার উল্লেখ সেখানেই তাহার ব্যবহার কর্তব্য (অন্যত্র নহে)। (৩) পূর্বপক্ষ—অক্ষি ও আদিত্যরূপ অধিষ্ঠানের ভেদ সত্ত্বেও উপাস্য যখন এক, তখন উভয় স্থানেই উক্ত নামদ্বয়ের সম্বন্ধ হইবে। (৪) উত্তর—না—স্থান-ভেদে উপাস্যেরও রূপ-ভেদ হওয়ায় বিদ্যারও ভেদ এবং সেই জন্য নামদ্বয়েরও উভয় স্থানে অনুপসংহার। (৫) নির্ণয়—অতএব, নির্দিষ্ট স্থানেই উপাসনার অঙ্গরূপে উক্ত নামের চিন্তা কর্তব্য।

যথাশ্রুতস্থানবিশেষনিয়তত্বেন ব্যবস্থিতে ? উতোভয়ত্রোভে অনিয়মেন ? ইতি সংশয়ে সতি অস্য ব্যাহৃতি-শরীরস্যৈবোপাস্যস্য ব্রহ্মণো দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ সম্বন্ধাদুপাস্যৈক্যেন রূপাভেদাৎ সংযোগাদ্যভেদাচ্চ বিদ্যৈক্যাদনিয়মেনেতি প্রাপ্তম্। তদিদমুচ্যতে—সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপীতি। যথা মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্টস্যৈকত্বাদুপাস্যৈক্যেন রূপাভেদাৎ বিদ্যৈক্যাৎ গুণোপসংহারঃ; এবমন্যত্রাক্ষ্যাদিত্যসম্বন্ধিনো ব্রহ্মণঃ সত্যস্যৈকত্বেন বিদ্যৈক্যাদুভয়োরুভয়ত্রোপসংহারঃ ইতি ॥৩।৩।২০

কেবল সেখানেই কি সেই নাম ব্যবহার্য ? অথবা তাহার কোন নিয়ম নাই অর্থাৎ উভয়স্থানেই উভয় নামের সম্বন্ধ হইতে পারে ? এইরূপ সংশয়ে পাওয়া যাইতেছে যে, ব্যাহৃতি শরীরবিশিষ্ট সত্যাখ্য উপাস্য ব্রহ্মের সহিত উভয় স্থানেরই সম্বন্ধ থাকায় উপাস্যের ঐক্য রহিয়াছে, উপাস্যের ঐক্য থাকায় বিদ্যারও স্বরূপতঃ ভেদ নাই এবং সংযোগাদিরও ভেদ নাই ; অতএব বিদ্যার একত্ব নিবন্ধন উভয় স্থলেই নামদ্বয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে। এই অভিমতটি ব্যক্ত হইয়াছে বর্ত্তমান সূত্রে—'সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি' ইত্যাদি।

পূর্বসূত্রস্থ উদাহরণে যেরূপ মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টের ঐক্য নিবন্ধন উপাস্যের ঐক্য থাকায় বিদ্যার স্বরূপগত অভেদ হেতু বিদ্যার একত্ব এবং তাহার ফলে গুণেরও উপসংহার করা হইয়াছে, সেইরূপ অন্যত্র অক্ষিমধ্যস্থ ও আদিত্যমধ্যস্থ সত্যব্রহ্মেরও একত্ব নিবন্ধন বিদ্যার একত্ব সিদ্ধ হওয়ায় উভয় স্থানেই উভয় নামের উপসংহার (করিতে হইবে) ॥৩।৩।২০

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

পূর্বপক্ষের এই অভিমতের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্রে কথিত হইতেছে—'ন বা বিশেষাৎ' ইত্যাদি।

ন বা বিশেষাৎ ॥৩।৩।২১

অন্বয়ার্থ ঃ ন বা — অন্য স্থলে সংগ্রহ করিবে না; বিশেষাৎ — যে হেতু বিদ্যাগত উপাস্যের রূপভেদ আছে।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

ন বৈতদস্তি—যদ্বিদ্যৈক্যাদুপসংহারঃ—ইতি। কুতঃ? বিশেষাৎ—উপাস্যরূপ-বিশেষাৎ। ব্রহ্মণ একত্বেঽপ্যেকত্র আদিত্যমণ্ডলস্থতয়া উপাস্যত্বম্, ইতরত্রাক্ষ্যাধারতয়োপাস্যত্বমিতি স্থানসম্বন্ধিত্বভেদেন রূপ-ভেদাদ্বিদ্যাভেদঃ। নৈবং শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াঃ উপাস্যস্থানং ভিদ্যতে; উভয়ত্র হৃদয়াধারত্বেনোপাস্যত্বাৎ। অতো ব্যবস্থিতে ইতি ॥৩।৩।২১

অনুবাদ

সিদ্ধান্ত

নিশ্চয় এইরূপ হইতে পারে না যে, (এস্থলে) বিদ্যার একত্ব নিবন্ধন গুণোপসংহার করিতেই হইবে। ইহার কারণ এই যে—বিদ্যা নামতঃ এক হইলেও তাহাদের মধ্যে উপাস্যের রূপগত বিশেষ রহিয়াছে। উপাস্য ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও একস্থলে আদিত্যমণ্ডলগতরূপে উপাস্য, অন্যত্র অক্ষিগতরূপে উপাস্য। এইরূপ বিভিন্ন স্থান-সম্বন্ধ নিবন্ধন উপাস্যের রূপভেদ বশতঃ বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। পূর্বোক্ত শাণ্ডিল্য বিদ্যার কিন্তু এরূপ রূপভেদ নাই; কারণ, সেখানে উভয়স্থানেই হৃদয়স্থিতরূপে ব্রহ্মের উপাস্যত্ব রহিয়াছে। অতএব, (এই অধিকরণগত) উক্ত নামদ্বয় নিশ্চয় ব্যবস্থিত, অর্থাৎ যেখানে যে নাম পঠিত সেখানেই তাহার প্রয়োগ, অন্যত্র নহে ॥৩।৩।২১

দর্শয়তি চ ॥৩।৩।২২

অন্বয়ার্থ ঃ দর্শয়তি চ—(এইরূপ স্থানভেদজনিত উপাস্যের গুণ যে এক নহে তাহা) শ্রুতিও প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

দর্শয়তি চাক্ষ্যাধারাদিত্যাধারয়োর্গুণানুপসংহারম্ "তস্যৈতস্য

অনুবাদ

'সেই এই অক্ষিপুরুষের তাহাই রূপ, যাহা পূর্ববর্ত্তী আদিত্যপুরুষের রূপ' ইত্যাদি বাক্যে রূপাদির অতিদেশের দ্বারা অর্থাৎ অক্ষিপুরুষে আদিত্য-পুরুষীয় রূপের আরোপ দ্বারা স্বয়ং শ্রুতিও অক্ষিস্থ ও আদিত্যস্থ পুরুষদ্বয়ের সম্বন্ধে গুণোপসংহারের অভাব প্রদর্শন করিতেছেন। কারণ, যেখানে

তদেব রূপম্, যদমুষ্য রূপম্" (ছান্দো ১।৭।৫) ইত্যাদিনা রূপাদ্যতিদেশেন। স্বতো হ্যপ্রাপ্তাবতিদেশেন প্রাপ্ত্যপেক্ষা ॥৩।৩।২২

স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সেখানেই অতিদেশের আরোপ হইয়া থাকে, (কিন্তু রূপভেদ না থাকিলে আপনা হইতেই উভয় স্থলে সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারিত, তজ্জন্য আর অতিদেশের আবশ্যক হইত না।) ॥৩।৩।২২

সপ্তম—সম্বন্ধাধিকরণ সমাপ্ত।

৮—সম্ভৃত্যধিকরণম্* (সূত্র ২৩)

সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥৩।৩।২৩

অন্বয়ার্থ ঃ অতঃ—পূর্বোক্ত কারণহেতু (বিভিন্ন শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে সাধারণভাবে); সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তি অপি চ—সম্যক্ ভরণশক্তি এবং সমগ্র দ্যুলোকে ব্যাপকতার উল্লেখও (সর্বপ্রকার ব্রহ্ম উপাসনায় সংগৃহীত হইবে না)।

সরলার্থ ঃ 'ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীর্যা' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে সম্ভৃতি ও দ্যুলোক ব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাও এই কারণে তত্তৎস্থানেই চিন্তনীয়, কিন্তু সর্বত্র নহে।

মূল

তৈত্তিরীয়কে নারায়ণীয়ানাং খিলেষু চ—

"ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীর্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান।
ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমোত জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ॥"

অনুবাদ

তৈত্তিরীয়কে এবং নারায়ণীয় খিলকাণ্ডে 'ব্রহ্মেই সর্বোৎকৃষ্ট বীর্যসমূহ সঞ্চিত ছিল, এবং আদিভূত ব্রহ্মই প্রথমে দ্যুলোকে ব্যাপ্ত ছিলেন; ব্রহ্মই সর্বভূতের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন। সেই হেতু ব্রহ্মের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে কে

* **অধিকরণ তাৎপর্য**—

(১) বিষয়—'ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা' ইত্যাদি বাক্যোক্ত সম্ভৃতি ইত্যাদি গুণ; (২) সংশয়—সামান্যাকারে (সাধারণভাবে) উল্লিখিত ঐ গুণদ্বয়ের অন্যত্রও উপসংহার আছে কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—ইহা যখন কোন বিশেষ প্রকরণে পঠিত হয় নাই। তখন অবশ্যই অন্যত্র উপসংহার হইতে পারে। (৪) উত্তর—না, সামান্যাকারে পঠিত হইলেও এই স্থানে ভেদরূপ হেতুতেই উহাদের অন্যত্র উপসংহার হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব, ক্ষুদ্র স্থানাবলম্বী (হৃদয়াদি) কোন বিদ্যায়ই উহাদের উপসংহার নাই।

ইতি ব্রহ্মণি জ্যেষ্ঠানাং বীর্য্যাণাং সম্ভৃতিঃ দ্যুব্যাপ্তিশ্চেত্যাদিগুণজাত-মাম্নাতম্। তেষামুপাসনাবশেষমনারভ্যাধীতানাং গুণানাং সর্বাসু বিদ্যাসূপসংহারে প্রাপ্তে উচ্যতে—"সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্ত্যপি" ইতি।

সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তীতি সমাহারদ্বন্দ্বত্বাদেকবদ্ভাবঃ। সংভৃত্যাদি-কমনারভ্যাধীতমপি অত এব স্থানভেদাৎ ব্যবস্থাপ্যম্; ন সর্বত্রো-পসংহর্ত্তব্যম্। কথং অনারভ্যাধীতানাং স্থানবিশেষনিয়তত্বম্? স্বসামর্থ্যাদিতি ব্রূমঃ। দ্যুব্যাপ্তিস্তাবৎ হৃদয়াদ্যল্পস্থানগোচরাসু বিদ্যাসু নোপসংহর্ত্তুং শক্যা; সংভৃত্যাদয়োঽপি তৎসহচারিণস্তত্তুল্যদেশা ইত্যল্পস্থানবিষয়াসু বিদ্যাস্বনুপসংহার্যাঃ। শাণ্ডিল্যদহরাদিবিদ্যাস্বল্প-স্থান-বিষয়াসু "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" (ছান্দো ৩।১৪।৩), "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" (ছান্দো ৮।১।৩) ইত্যাদয়স্তত্র

সমর্থ হয়'? এইরূপে উৎকৃষ্ট বীর্যরাশির সম্ভৃতিভাব (সম্যক্ ভরণরূপ ভাব) এবং দ্যুলোক ব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণসমূহ পঠিত আছে; কিন্তু কোন উপাসনা বিশেষের প্রসঙ্গক্রমে পঠিত হয় নাই। অতএব, সমস্ত বিদ্যায়ই সেই সমস্ত গুণের উপসংহার সম্ভবপর হয় কি না, এই আশঙ্কার উত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলা হইতেছে—'সম্ভৃতি দ্যুব্যাপ্তি' ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত—

সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তি পদটিতে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস হওয়ায় একবচন হইয়াছে, (নচেৎ, দ্বিবচনে 'সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্ত' হইতে পারিত)। সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণসমূহ প্রকরণ বিশেষে পঠিত না হইলেও অর্থাৎ সামান্যভাবে পঠিত হইলেও, পূর্বোক্ত স্থানভেদবশতই তাহাদের পৃথক্ ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু সর্বত্র উপসংহার করিতে হইবে না। যদি প্রশ্ন হয়, যে সমস্ত গুণ কোন প্রকরণ বিশেষে পঠিত হয় নাই, সে সমস্ত গুণ স্থানবিশেষে (কোন এক বিশেষ উপাসনা মধ্যে) নিবদ্ধ থাকিবে কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলি—স্বীয় যোগ্যতা অনুসারেই থাকিবে।

প্রথমতঃ, হৃদয়াদি অল্প স্থান বিষয়ক যে সমস্ত বিদ্যা আছে, সে সমস্ত বিদ্যায় তো দ্যুব্যাপ্তি গুণের উপসংহার করা একেবারেই অসম্ভব। তাহার পর সম্ভৃতি গুণগণও যখন তাহারই সহচর, তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত গুণ ও দ্যুব্যাপ্তি গুণেরই তুল্য পরিমাণ। সুতরাং সে সমস্ত গুণেরও অল্প স্থানাবলম্বী বিদ্যাসমূহে উপসংহার হইতে পারে না। আর, 'পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ' 'এই বাহ্য আকাশ যে পরিমাণ এই হৃদয়ান্তবর্ত্তী আকাশও সেই পরিমাণ' ইত্যাদি গুণসমূহ যদিও ক্ষুদ্র স্থানাবলম্বী শাণ্ডিল্য বিদ্যায় ও দহর বিদ্যায়

তত্রাশক্যোপসংহারাঃ মনোময়ত্বাপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্টস্যোপাস্যস্য মাহাত্ম্যপ্রতিপাদনপরাঃ ॥৩।৩।২৩

উপসংহার যোগ্য না হউক, তথাপি মনোময়ত্ব ও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট উপাস্য বস্তুর মহিমা প্রকাশনেই উহাদের তাৎপর্য। (সুতরাং এরূপ অবস্থায় উপসংহারে কোন দোষ হইতেছে না) ॥৩।৩।২৩

অষ্টম—সম্ভৃতি অধিকরণ সমাপ্ত।

৯—পুরুষবিদ্যাধিকরণম* (সূত্র ২৪)

পুরুষবিদ্যায়ামপি চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥৩।৩।২৪

অন্বয়ার্থঃ পুরুষবিদ্যায়াম্ অপি চ—'পুরুষবিদ্যা' নামক উপাসনাতেও; (এবম্—এইরূপ নিয়ম); ইতরেষাম্—অপরাপর গুণের (সংগ্রহ কর্ত্তব্য নহে); অনাম্নানাৎ—যেহেতু উল্লেখ নাই।

সরলার্থঃ ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে 'পুরুষবিদ্যা' নামে একটি বিদ্যার উল্লেখ আছে। উপরি-উক্ত উভয় শ্রুতির পুরুষ স্বতন্ত্র, এক নহে। কারণ, একস্থলে যজমানপত্নী এবং সবনত্রয়াদি যে সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ পঠিত আছে, অন্য স্থানে সে সমুদায়ের উল্লেখ নাই। পুনরায়, ফলেরও প্রভেদ রহিয়াছে—তৈত্তিরীয়কে বিদ্যাফল হইতেছে ব্রহ্ম মহিমা প্রাপ্তি, আর ছান্দোগ্যে শতবর্ষ জীবন বিদ্যাফল। সুতরাং বলিতে হইবে যে, উভয়স্থানীয় বিদ্যা এক নহে—সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মূল

তৈত্তিরীয়কে পুরুষবিদ্যাম্নায়তে—"তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা

অনুবাদ

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে 'পুরুষবিদ্যা' নামে একটি উপাসনা কথিত আছে। যথা—'এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই যজ্ঞপুরুষের আত্মাই যজমান (যজ্ঞকর্ত্তা),

* অধিকরণ তাৎপর্য—

(১) বিষয়—তৈত্তিরীয়ে ও ছান্দোগ্যে উপনিষদুক্ত 'পুরুষবিদ্যা'। (২) সংশয়—উভয় শ্রুতির পুরুষবিদ্যা কি এক অথবা ভিন্ন? (৩) পূর্বপক্ষ—বিদ্যার নামের যখন ঐক্য রহিয়াছে, তখন উভয় বিদ্যাই এক। (৪) উত্তর—না; সবনত্রয় কল্পনার প্রভেদ থাকায় এবং যজমান ও পত্নী কল্পনারও প্রভেদ থাকায় রূপভেদ ঘটিতেছে। অতএব, বিদ্যারও ভেদ হইতেছে। (৫) নির্ণয়—অতএব, উভয় বিদ্যার ভেদনিবন্ধন গুণোপসংহার হইবে না।

যজমানঃ, শ্রদ্ধা পত্নী শরীরমিধ্মমুরো বেদির্লোমানি বর্হিঃ" (তৈঃ নারাঃ ৮০) ইত্যাদিকা ছান্দোগ্যেঽপি পুরুষবিদ্যা আম্নায়তে— "পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি" (ছান্দো ৩।১৬।১) ইত্যাদিকা। তত্র সংশয়ঃ — কিমত্র বিদ্যা ভিদ্যতে, উত নেতি। পুরুষবিদ্যেতি নামৈক্যাৎ পুরুষাবয়বেষু যজ্ঞাবয়বকল্পনসাম্যেন রূপৈক্যাৎ তৈত্তিরীয়কে ফলসংযোগাশ্রবণাৎ "প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি" (ছান্দো ৩।১৬।৭) ইতি ছান্দোগ্যে শ্রুতস্যৈব পুরুষবিদ্যাফলত্বাৎ ফলসংযোগস্যাপ্যবিশেষাদ্বিদ্যৈক্যম্ ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

(সিদ্ধান্তঃ)

উভয়ত্রাম্নাতয়োর্বিদ্যয়োঃ পুরুষবিদ্যাত্বেঽপি বিদ্যাভেদোঽস্ত্যেব ; কুতঃ ? ইতরেষামনাম্নানাৎ — একস্যাং শাখায়ামাম্নাতানাং গুণানামন্যত্রানাম্নানাৎ। তথা হি — "যৎ সায়ং প্রাতর্মধ্যন্দিনং চ তানি

শ্রদ্ধা তাহার পত্নী, শরীর তাহার কাষ্ঠ (যজ্ঞীয় সমিধ), বক্ষঃস্থল বেদি, লোমসমূহ বর্হিঃ (কুশ)' ইত্যাদি। ছান্দোগ্য উপনিষদেও 'পুরুষবিদ্যা' পঠিত আছে। যথা—'প্রসিদ্ধ পুরুষই হইতেছে—যজ্ঞ, তাঁহার যে চতুর্বিংশতি বর্ষ আয়ু' ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় স্থলে বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন কিংবা এক ?

(পূর্বপক্ষ—) 'পুরুষবিদ্যা' নামের ঐক্য থাকায়, এবং পুরুষের অবয়বে যজ্ঞ-অবয়বত্ব কল্পনার সাম্য নিবন্ধন স্বরূপগতও ঐক্য থাকায়, বিশেষতঃ তৈত্তিরীয়কে বিদ্যাফলের উল্লেখ না থাকায়, ছান্দোগ্যোক্ত—সে লোক ষোড়শ শতবর্ষ জীবিত থাকে, এই ফলই পুরুষবিদ্যার ফলরূপে গৃহীত হওয়ায় এবং ফল সম্বন্ধের কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য নাই। সুতরাং উভয়স্থানীয় 'পুরুষ বিদ্যাই' এক।

পূর্বপক্ষীয় এইরূপ অভিমতের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্রে অতঃপর সিদ্ধান্ত করা হইতেছে—

সিদ্ধান্ত— তৈত্তিরীয়কে ও ছান্দোগ্যে পঠিত বিদ্যাদ্বয়ের ('পুরুষবিদ্যা') নামতঃ ঐক্য থাকিলেও নিশ্চয়ই উভয় বিদ্যার ভেদ আছে। কারণ, নামের ঐক্য থাকিলেও অপর কোন ধর্মের উভয়ত্র উল্লেখ নাই, অর্থাৎ এক শাখায় পঠিত গুণসমূহের অপর শাখায় উল্লেখ দেখা যাইতেছে না। দেখুন—'এই যে সায়ং, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকাল তাহাই ত্রিসবন' ইত্যাদি

সবনানি (তৈ-নারাঃ ৮০ অনুঃ) ইত্যাদয়স্তৈত্তিরীয়কে আম্নাতাঃ ছান্দোগ্যে সবনত্বেন নাম্নায়ন্তে ; ত্রেধা বিভক্তং পুরুষায়ুষং ছান্দোগ্যে সবনত্বেন কল্প্যতে ; ছান্দোগ্যে শ্রুতানামশিশিষাদীনাং দীক্ষাদিত্বকল্পনং তৈত্তিরীয়কে ন কৃতম্ ; যজমানপত্ন্যাদিপরিকল্পনং চান্যথা। অতো রূপমুভয়ত্র ভিদ্যতে। তথা ফলসংযোগোঽপি ভিদ্যতে ; তৈত্তিরীয়কে হি পূর্বানুবাকে "ব্রহ্মণে ত্বা মহস ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত" (তৈ-নারাঃ ৭৯ অঃ) ইতি ব্রহ্মবিদ্যামভিধায় তৎফলত্বেন "ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি" (তৈত্তি-নারাঃ ৮০ অনু) ইত্যুক্ত্বা "তস্যৈবং বিদুষঃ" ইত্যাদিনা আম্নাতা পুরুষবিদ্যা — তস্যৈব ব্রহ্মবিদুষো যজ্ঞত্বকল্পনমিতি গম্যতে। অতো ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্বাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেবাত্র ফলম্ ; "ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গম্" (পূর্বমীমাংসা ন্যায়ঃ) ইতি ন্যায়াৎ তৈত্তিরীয়কাম্নাতা পুরুষবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিতি গম্যতে। ছান্দোগ্যে তু আয়ুঃপ্রাপ্তিফলা পুরুষবিদ্যোক্তম্। অতো রূপ-সংযোগয়োর্ভেদাৎ বিদ্যাভেদঃ ; ইত্যেকত্রাম্না-

---

ধর্মসমূহ কেবল তৈত্তিরীয়কেই পঠিত আছে, ছান্দোগ্যে কিন্তু এ সমস্ত কাল সবনরূপে পঠিত হয় নাই, পরন্তু তিনভাগে বিভক্ত পুরুষের আয়ু বা জীবিত কালই সবনত্রয়রূপে কল্পিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে অশিশিষাদিকে (ভোজনেচ্ছা প্রভৃতিকে) দীক্ষাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে ; পত্নী প্রভৃতির কল্পনাও অন্য প্রকার করা হইয়াছে ; অতএব, উভয়স্থানেই বিদ্যার রূপ ভিন্ন হইতেছে। ফলসংযোগও উভয়স্থানে একরূপ নহে। দেখুন, তৈত্তিরীয়কে ইহার পূর্বানুবাকে, "জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে 'ওম্' ইত্যাকারে স্বীয় আত্মাকে সমাহিত বা সংযোজিত করিবে", এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উল্লেখ করিয়া, তাহার ফলরূপে আবার 'ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হয়' এই কথা বলিয়া 'তস্য এবং বিদুষঃ' বাক্যে যে পুরুষ-বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, বুঝা যাইতেছে যে, তাহা এই ব্রহ্মবিদেরই যজ্ঞত্ব কল্পনা মাত্র, (স্বতন্ত্র নহে)। অতএব, ইহা যখন ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তখন ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার ফল। বিশেষতঃ 'সফল ক্রিয়ার সন্নিধানে উক্ত ফলরহিত ক্রিয়া সেই সফল ক্রিয়ারই অঙ্গরূপ'—ইহাই নিয়ম (পূর্ব মীমাংসা)। এই নিয়মানুসারে বুঝা যাইতেছে যে, তৈত্তিরীয়কে পঠিত পুরুষ-বিদ্যাটি ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গস্বরূপ, (স্বতন্ত্র নহে)। ছান্দোগ্যে কিন্তু দীর্ঘজীবন লাভই পুরুষ-বিদ্যার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব, স্বরূপ ও ফলসংযোগ ভিন্ন হওয়ায়,

তানাং গুণানামিতরত্রানুপসংহারঃ ॥৩।৩।২৪

বিদ্যাও ভিন্ন (এক নহে)। সুতরাং এখানে পঠিত গুণসমূহের অপর বিদ্যায় উপসংহার করা যাইতে পারে না ॥৩।৩।২৪

নবম—পুরুষবিদ্যাধিকরণ সমাপ্ত।

—

১০—বেধাদ্যর্থভেদাধিকরণম্* (সূত্র ২৫)

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥৩।৩।২৫

অন্বয়ার্থঃ বেধ—ভেদকরণ; আদি—মঙ্গল প্রার্থনা প্রভৃতি মন্ত্রের; (উক্ত প্রকারে বিদ্যার সহিত অন্বয় করিবে না); অর্থভেদাৎ—কারণ এই সকল বাক্যে মন্ত্রের অর্থ হইতেছে বিদ্যার অর্থ হইতে ভিন্ন।

সরলার্থঃ আথর্বণিকাদি উপনিষদের আরম্ভে, 'শুক্রং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য' ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত আছে। ইহারা কিন্তু উপনিষদ্‌গত বিদ্যার অঙ্গভূত নহে, পরন্তু অধ্যয়নেরই অঙ্গভূত। যেহেতু এই সকল মন্ত্রের প্রয়োজনের ভেদ আছে, অর্থাৎ ইহাদের প্রয়োজন এক রকম এবং বিদ্যার প্রয়োজন অন্য রকম।

মূল

আথর্বণিকা উপনিষদারম্ভে "শুক্রং প্রবিধ্য, হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদীন্ মন্ত্রানধীয়তে; সামগাশ্চ রহস্যব্রাহ্মণারম্ভে "দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব" (সামঃ রহস্যব্রাহ্মণে) ইত্যাদ্যামনন্তি; কাঠকাস্তৈত্তি-

অনুবাদ

অথর্ববেদীয়গণ উপনিষৎ-প্রারম্ভে 'শুক্র বিদ্ধ করিয়া এবং হৃদয় প্রবিদ্ধ করিয়া' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন; সামবেদীয়গণ রহস্য ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে, 'হে প্রকাশমান সূর্য, যজ্ঞ প্রসব কর (যজ্ঞ-সম্পাদনে অনুকূল হও)' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন; কাঠক ও তৈত্তিরীয়গণ আবার, 'সূর্য

* অধিকরণ তাৎপর্য—

(১) বিষয়—উপনিষৎ আরম্ভ সময়ে পঠিত মন্ত্রাদি সমূহ। (২) সংশয়—এই সকল মন্ত্রাদি কি বিদ্যার অঙ্গ অথবা অধ্যয়নের অঙ্গ? (৩) পূর্বপক্ষ—ইহারা বিদ্যারই অঙ্গ যেহেতু বিদ্যার সন্নিধানে ইহা পঠিত হয়। (৪) সিদ্ধান্ত—না, এই সকল মন্ত্র অধ্যয়নের অঙ্গ। যেহেতু ইহারা সামর্থ্যের হেতু বলিয়া অধ্যয়নকে সামর্থ্যযুক্ত করে, রক্ষা করে, মঙ্গলযুক্ত করে।

রীয়কাশ্চ "শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ" (তৈত্তি-শীঃ ১ অনু) ইত্যাদিকম্; শাট্যায়নিনশ্চ "শ্বেতোঽশ্বো হরিনীলোঽসি" ইত্যাদিকম্; ঐতরেয়িণস্তু মহাব্রতব্রাহ্মণমধীয়তে "ইন্দ্রো হ বৈ বৃত্রং হত্বা মহানভবৎ" ইত্যাদি; কৌষীতকিনোঽপি মহাব্রতব্রাহ্মণমেব "প্রজাপতির্বৈ সম্বৎসরস্তস্যৈষ আত্মা — যন্মহাব্রতম্" ইতি; বাজসনেয়িনস্তু প্রবর্গ্যব্রাহ্মণম্ "দেবা হ বৈ সত্রং নিষেদুঃ" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ — কিমুপনিষদারম্ভেষধীতাঃ "শুক্রং প্রবিধ্য", "শং নো মিত্রঃ" ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ প্রবর্গ্যাদীনি চ কর্মাণি বিদ্যাঙ্গম্, উত নেতি। কিং যুক্তম্? বিদ্যাঙ্গমিতি। কুতঃ? সন্নিধিসমাম্নানাৎ বিদ্যাঙ্গত্বপ্রতীতেঃ। যদ্যপি "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদীনাং মন্ত্রাণাং প্রবর্গ্যাদেশ্চ কর্মণঃ শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যৈর্বলবদ্ভির্যথাযথং

আমাদের মঙ্গল করুন, বরুণ আমাদের কল্যাণ করুন' ইত্যাদি পাঠ করিয়া থাকেন। শাট্যায়নশাখীরাও পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'তুমি হইতেছ হরি নীল ও শ্বেত অশ্ব' ইত্যাদি। ঐতরেয়শাখীরা আবার—'ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করিয়া বড় হইয়াছিলেন' ইত্যাদি মহাব্রত ব্রাহ্মণ পাঠ করিয়া থাকেন। কৌষীতকীরাও 'প্রজাপতিই সম্বৎসর, ইহাই তাহার আত্মা, যাহার নাম মহাব্রত', এইরূপে মহাব্রত-ব্রাহ্মণই অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। বাজসনেয়ীরা কিন্তু 'দেবগণ সত্রে (যাগে) নিমগ্ন ছিলেন' ইত্যাদি প্রবর্গ্য-ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

এখানে সংশয় এই যে, উপনিষৎ-প্রারম্ভে পঠিত, 'শুক্রং প্রবিধ্য', 'শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ' ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ এবং প্রবর্গ্য প্রভৃতি কর্মনিচয় বিদ্যারই অঙ্গভূত, কি না? এই প্রশ্নে (পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—) ইহারা বিদ্যাঙ্গপক্ষই। কারণ, বিদ্যার সন্নিধানে পঠিত হওয়ায় বিদ্যার অঙ্গত্বই প্রতীত হইতেছে। যদিও, (স্থান অপেক্ষা) বলবান শ্রুতি লিঙ্গ ও বাক্য অনুসারে১, 'শুক্রং প্রবিধ্য' ইত্যাদি

১— মীমাংসা দর্শনে সূত্র আছে — শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যং অর্থ বিপ্রকর্ষাৎ (মীঃ ৩।৩।২৪)। ইহার অর্থ—সিদ্ধান্তে একই বিষয়ে যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখন পূর্ব পূর্ব হেতু অপেক্ষা পরবর্তী হেতুগুলি দুর্বল হইয়া থাকে। যথা শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ দুর্বল, লিঙ্গ অপেক্ষা বাক্য দুর্বল ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত বিলম্বে প্রয়োজন সাধকতাই এই দৌর্বল্যের কারণ। অপেক্ষাকৃত প্রথমে যাহার সাহায্যে প্রয়োজন সাধিত হয় তাহারাই প্রবলতর।

কর্মসু বিনিয়োগোঽবগম্যতে, তথাপি "শং নো মিত্রঃ" (তৈ-শীঃ ১ অনু) "সহ নাববতু" (তৈত্তি-আনঃ ১ অনু) ইত্যাদের্মন্ত্রস্যান্যত্র বিনিয়োগাভাবাৎ বিদ্যাধিকারাচ্চ বিদ্যাঙ্গত্বমবর্জনীয়মিতি সর্বাসু বিদ্যাসু ইমে মন্ত্রা উপসংহর্তব্যাঃ। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

বেধাদ্যর্থভেদাৎ—"শুক্রং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য"; "ঋতং বদিষ্যামি"; "সত্যং বদিষ্যামি" (তৈত্তি-শীঃ ১ অনু) "ঋতমবাদিষং সত্যমবাদিষম্" (তৈত্তি-শীঃ ১২ অনু); "তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ" (তৈত্তি-ভৃগু ১ অনু) ইত্যাদিভিলিঙ্গৈরাভিচারাধ্যয়নাদিষে-

---

মন্ত্রের ও প্রবর্গ্যাদি কর্মসমূহের যজ্ঞাদি কর্মে বিনিয়োগই বুঝা যাইতেছে সত্য, তথাপি 'শং নো মিত্রঃ', 'স হ নাববতু' ইত্যাদি মন্ত্রের অন্য কোথাও যখন বিনিয়োগ বা প্রয়োগ নাই, অথচ বিদ্যাধিকারেই উপনিষদে পঠিত, তখন কিছুতেই বিদ্যাঙ্গত্ব বারণ করা যাইতে পারে না। অতএব, সমস্ত উপাসনাতেই উক্ত মন্ত্রসমূহের উপসংহার করিতে হইবে।

পূর্বপক্ষের এই অভিমতের উত্তরে সিদ্ধান্ত পক্ষ বর্ত্তমান সূত্র বলিতেছেন —'বেধাদ্যর্থভেদাৎ' ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত— উক্ত মন্ত্রসমূহের বিদ্যাত্ব খণ্ডন

'শুক্রং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য', 'ঋত (সত্য বাক্য অথবা ব্রহ্ম) বলিব', 'সত্য বলিব', 'ঋত বলিয়াছি সত্য বলিয়াছি', 'আমাদের (গুরু শিষ্যের) অধ্যয়ন বীর্যসম্পন্ন হউক, আমরা যেন বিদ্বেষসম্পন্ন না হই' ইত্যাদি মন্ত্রলিঙ্গেও যখন উক্ত মন্ত্রসমূহের আভিচারিক শত্রু সংহারার্থ অধ্যয়নাঙ্গই জানা যাইতেছে, তখন আর

শ্রুতি লিঙ্গাদির পরিচয়—

শ্রুতিদ্বিতীয়ক্ষমতা চ লিঙ্গং বাক্যপদান্যেব তু সংহতানি।

সা প্রক্রিয়া বা কথম্?—ইত্যপেক্ষা স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা।

অর্থাৎ—দ্বিতীয়া প্রভৃতি কারকবিভক্ত্যন্ত পদের নাম 'শ্রুতি'; লিঙ্গ মানে—প্রয়োজন-সাধন-উপযোগী সামর্থ্য, বাক্য সম্মিলিত পদসমূহ; প্রকরণ—কি প্রকারে অভিলষিত বিষয়ে পদসমূহ আলোচিত হইয়াছে; স্থান—পাঠে ক্রম; সমাখ্যা—যৌগিকার্থঘটিত নাম।

আলোচ্য স্থলে, 'শুক্রং প্রবিধ্য' ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিতে—দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে এবং অর্থজ্ঞাপনে সমর্থ পদও রহিয়াছে। সুতরাং বলবত্তর প্রমাণের সাহায্যে 'শুক্রং প্রবিধ্য' মন্ত্রের কর্মে বিনিয়োগই আপাত-সিদ্ধান্ত বটে।

ষাং বিনিয়োগাবগমাৎ ন বিদ্যাঙ্গত্বম্। এতদুক্তং ভবতি — যথা "হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদিমন্ত্রসামর্থ্যাৎ "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদীনাম-ভিচারাদি-শেষত্বমবগম্যতে, এবমেব "ঋতং বদিষ্যামি"; "তেজস্বি নাবধীতমস্তু" ইত্যাদিমন্ত্রসামর্থ্যাদেব স্বাধ্যায়-শেষত্বং "শং নো মিত্রঃ" ইত্যাদিমন্ত্রাণামবগম্যতে; অতো ন তেষাং বিদ্যাঙ্গত্বম্ ইতি। "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদীনাং প্রবর্গ্যাদিব্রাহ্মণানাং চেহ পাঠো দিব্যাকীর্ত্ত্যত্বারণ্যেঽনুবাক্যত্বকৃতঃ ॥৩।৩।২৫

ইহাদের বিদ্যাঙ্গত্ব হইতে পারে না।

এই কথা বলা হইতেছে যে, 'হৃদয়ং প্রবিধ্য' এই মন্ত্রানুসারে 'শুক্রং প্রবিধ্য' ইত্যাদি অংশেরও যেমন আভিচারিক ক্রিয়াঙ্গত্ব জানা যাইতেছে, ঠিক সেইরূপ 'ঋতং বদিষ্যামি', 'তেজস্বি নাবধীতমস্তু' ইত্যাদি মন্ত্রের তাৎপর্য অনুসারেও 'শং নো মিত্রঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের অধ্যয়নাঙ্গত্বই প্রতীত হইতেছে। (এই সমস্ত পাঠ অধ্যয়নেরই অঙ্গ—শান্তিপাঠ মাত্র।) সুতরাং এ সমুদয় মন্ত্রের বিদ্যাঙ্গত্ব হইতেই পারে না। তবে 'শুক্রং প্রবিধ্য' ইত্যাদি মন্ত্রের এবং প্রবর্গ্যাদি ব্রাহ্মণের যে এখানে পাঠ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, দিবসে ইহার পাঠ করিতে হয় না এবং অরণ্যমধ্যেই পাঠ করিতে হয়। এই কারণেই উপনিষদের মধ্যে ইহার পাঠ করা হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যার অঙ্গ বলিয়া নহে ॥৩।৩।২৫

দশম—বেধাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

১১—হান্যধিকরণম্* (সূত্র ২৬)

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপ-গানবৎ তদুক্তম্ ॥৩।৩।২৬

অন্বয়ার্থঃ হানৌ—পাপ পুণ্য বিমোচনের; তু—কিন্তু; উপায়নশব্দশেষত্বাৎ—যেহেতু বাক্যশেষে 'উপায়নের' অর্থাৎ (পরিত্যক্ত পুণ্য ও পাপ) 'গ্রহণ'রূপ শব্দের উল্লেখ আছে (সেখানে পরিত্যাগ এবং গ্রহণ উভয়েরই সংগ্রহ বুঝিতে হইবে); কুশা-ছন্দঃ-স্তুতি-উপগানবৎ — (পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রে) কুশা ছন্দ স্তুতি এবং উপগানের উদ্দেশ্যে যোজনার ন্যায়; তৎ উক্তম্ — তাহা কথিত হইয়াছে।

সরলার্থঃ 'তখন বিদ্বান পুণ্য পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন (নির্মল) হইয়া নিরতিশয় ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন' এখানে কেবল পুণ্য পাপ পরিত্যাগের কথা আছে, গ্রহণের কথা নাই। 'তাহার (জ্ঞানীর) পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ করে, আর সুহৃদগণ পুণ্য এবং শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে', এখানে কেবল গ্রহণের কথা আছে, কিন্তু ত্যাগের কথা নাই। 'তখন সে পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করে, তাহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ পুণ্য অপ্রিয় জ্ঞাতিগণ পাপ লাভ করে', এখানে আবার ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়েরই উল্লেখ আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, সমস্ত বিদ্যাতেই কি ত্যাগ ও গ্রহণের চিন্তা করিতে হইবে? অথবা যেখানে যাহার উল্লেখ আছে কেবল সেখানেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে? এতদুত্তরে সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, সমস্ত বিদ্যাতেই ত্যাগ ও গ্রহণের চিন্তা করিতে হইবে।

মূল

ছান্দোগা আমনন্তি — "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভি-সম্ভবামি" (ছান্দো ৮।১৩।১) ইতি; আথর্বণিকাশ্চ "তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয়ঃ নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মুণ্ডক ৩।১।৩) ইতি;

অনুবাদ

ছন্দোগগণ পাঠ করিয়া থাকেন—'অশ্ব যেমন রোমসকল কম্পিত করিয়া ধূলি ত্যাগ করে এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হয়, সেইরূপ আমি পাপপূর্ণ শরীর বিধূত করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিব' ইত্যাদি। অথর্ববেদীরাও বলেন—'বিদ্বান পুরুষ তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া নির্মল হইয়া নিরতিশয় ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করেন' ইত্যাদি। শাট্টায়নশাখীরা

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—বিদ্বানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি সমকালীন পুণ্য পাপ ত্যাগ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিতে এতদুভয়ের প্রবেশ চিন্তা। (২) সংশয়—পুণ্য এবং পাপের ত্যাগ ও গ্রহণের চিন্তা কি সমস্ত বিদ্যাতেই কর্ত্তব্য, অথবা বিকল্পই অর্থাৎ যেখানে যাহার উল্লেখ আছে কেবল সেইখানেই তাহার চিন্তা কর্ত্তব্য? (৩) পূর্বপক্ষ—পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখের সার্থকতা রক্ষার জন্য বিকল্প হওয়াই উচিত। (৪) উত্তর—না। অন্যত্র, এক স্থানের কুশ ও ছন্দ প্রভৃতি প্রতিপাদক বাক্য যেমন অন্য স্থানীয় বাক্যের অঙ্গভূত হইয়া একার্থ প্রতিপাদক হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ। (৫) নির্ণয়—অতএব সমস্ত বিদ্যাতেই হানি ও উপায়নের (ত্যাগ ও গ্রহণের) সমুচ্চয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে।

শাট্যায়নিনস্তু "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইত্যাদি; কৌষীতকিনস্তু "তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধূনুতে, তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্তি, অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্" (কৌষীঃ ১, অনু ৪) ইতি। এবং ক্বচিৎ পুণ্যপাপয়োর্হানিঃ; ক্বচিৎ প্রিয়াপ্রিয়েষু তৎ-প্রাপ্তিঃ, ক্বচিদুভয়ঞ্চ শ্রুতম্। তদুভয়মেকৈকবিদ্যায়াং শ্রুতমপি সর্ববিদ্যাঙ্গমাস্থেয়ম্। সর্বব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠস্যাপি ব্রহ্ম প্রাপ্নুবতঃ পুণ্য-পাপপ্রহাণস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ প্রহীণবিষয়ত্বাচ্চোপায়নস্য। তচ্চিন্তনঞ্চ বিধীয়মানং সর্ববিদ্যাঙ্গং ভবিতুমর্হতি।

তত্রেদং বিচার্যতে — হানিচিন্তনম্ উপায়নচিন্তনম্ উভয়চিন্তনঞ্চ বিকল্পেরন্, উপসংহ্রিয়েরন্ বা। কিং যুক্তম্? বিকল্পেরন্নিতি। কুতঃ? পৃথগাম্নানসামর্থ্যাৎ। সমুচ্চয়ে হি সর্বত্রোভয়ানুসন্ধানং স্যাৎ, তচ্চ

পাঠ করেন — 'তাহার পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ করে, সুহৃদ্‌গণ পুণ্য কর্ম এবং শত্রুগণ পাপকর্ম লাভ করে' ইত্যাদি। কৌষীতকিরা পাঠ করেন যে, 'জ্ঞানী পুরুষগণ তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ শুভ কর্মফল লাভ করেন এবং অপ্রিয়গণ অশুভ কর্মফল লাভ করে' ইত্যাদি। এইরূপে কোথাও পুণ্য-পাপের ত্যাগ, কোথাও বা প্রিয় ও অপ্রিয়গণ কর্তৃক যথাক্রমে সেই পুণ্য ও পাপের গ্রহণ, কোথাও আবার তদুভয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে। বিদ্যাবিশেষে ত্যাগ ও গ্রহণ শ্রুত হইলেও সমস্ত বিদ্যাতেই তাহা স্বীকার করিতে হয়। কারণ, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠাপ্রাপ্ত পুরুষই যখন ব্রহ্ম লাভে সমর্থ, তখন তাহার পক্ষে সর্বপ্রকার পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগও অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ পরিত্যক্ত বিষয়েরই উপায়ন বা গ্রহণ হইতে পারে। (সুতরাং এই সকল স্থলে ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই চিন্তনীয়)। অতএব তদ্বিষয়ে চিন্তার যে বিধান আছে, তাহা সমস্ত বিদ্যারই অঙ্গ হইতে পারে।

এখন এ বিষয়ে বিচার করা যাইতেছে যে, হানি চিন্তা (ত্যাগ চিন্তা), উপায়ন চিন্তা (গ্রহণ চিন্তা) এবং উভয় চিন্তা — এই সমস্তের বিকল্প হইবে? কিংবা সমস্তেরই উপসংহার হইবে? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত?

(পূর্বপক্ষ)—বিকল্প চিন্তাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, বিভিন্ন শ্রুতিতে পৃথক্ পৃথক্ পাঠই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত চিন্তায় যদি সমুচ্চয়ই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পাপ-বিমোচন ও পুণ্যের গ্রহণ—এই উভয়ের চিন্তা সমস্ত শ্রুতিতে দৃষ্ট

কৌষীতকিবাক্যেনৈব সিদ্ধমিত্যন্যত্রাম্নানমনর্থকমেব স্যাৎ। অতোঽনেকত্রাম্নানস্য বিকল্প এব প্রয়োজনম্। ন চাধ্যেতৃভেদেন পরিহর্ত্তুং শক্যমনেকত্রাম্নানম্; অবিশেষ-পুনঃশ্রবণং হ্যধ্যেতৃভেদপরিহার্যম্; অত্র তু হানিরেব দ্বয়োঃ শাখয়োঃ, উপায়নমেব চৈকস্যাম্। ন চ বিদ্যাভেদেন ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যম্, সর্বশেষভূতমিদমনুসন্ধানমিত্যুক্তত্বাৎ। অত্রেদমুচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ]

'হানৌ তূপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ' ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। হানাবিতি প্রদর্শনার্থম্। কেবলায়াং হানৌ কেবলে চোপায়নে শ্রূয়মাণে তয়োরিতরেতরসমুচ্চয়োঽবশ্যম্ভাবী। কুতঃ? উপায়নশব্দশেষত্বাৎ—উপায়নশব্দস্য হানিবাক্যশেষত্বাৎ। উপায়নবাক্যস্য হি

হইতে পারিত; কিন্তু তাহা তো সিদ্ধ হইতেছে না। কেননা সমুচ্চয় অভিপ্রেত হইলে কৌষীতকী বাক্যেই যখন তাহার উল্লেখ রহিয়াছে, তখন অন্যত্র তাহার পুনরুল্লেখ করা অনর্থক হইয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পাঠের একমাত্র প্রয়োজন বিকল্প বিধান করা। অধ্যয়নের কর্ত্তৃভেদের জন্য যে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের উপপত্তি করিতে পারা যায়, তাহা নহে; কেননা, অবিশেষে বা একই প্রকারে যে পুনঃ পাঠ অধ্যেতৃভেদে কেবল তাহারই পরিহার হইতে পারে সত্য, কিন্তু এখানে তো সেরূপ সম্ভব হয় না। এখানে আছে—দুইটি শাখাতে কেবল উপায়নের (গ্রহণের) শ্রবণ, (সুতরাং সর্বত্র অবিশেষ শ্রবণ বলা যাইতে পারে না)। বিশেষতঃ উক্ত প্রকার চিন্তাকে যখন সমস্ত বিদ্যারই অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন বিদ্যাভেদে ইহার বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভবপর হইতে পারে না। পূর্বপক্ষের এই উত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলা হইতেছে—'হানৌ তু' ইত্যাদি বাক্য।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্বপক্ষের আপত্তির খণ্ডন বিহিত করিতেছে—'হানৌ' এই শব্দটি কেবল উদাহরণ প্রদর্শনার্থ সূচিত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, কেবলই হানি (পরিত্যাগ) বা কেবলই উপায়ন (গ্রহণ) শ্রুত হইলেও উভয় স্থানেই তদুভয়ের উপসংহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু 'উপায়ন' শব্দটি 'হানি' শব্দের শেষ বা অধীন।

সিদ্ধান্ত—সমস্ত বিদ্যায়ই হানি-উপায়ন চিন্তা।

হানিবাক্যশেষত্বমেবোচিতম্, বিদুষা ত্যক্তয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ প্রবেশস্থানবাচিত্বাদুপায়নবাক্যস্য।

প্রদেশান্তরাম্নাতস্য বাক্যস্য প্রদেশান্তরাম্নাতবাক্যশেষত্বে দৃষ্টান্তা উপন্যস্যন্তে — কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবদিতি। কালাপিনঃ* "কুশাবানস্পত্যাঃ" ইত্যামনন্তি; শাট্যায়নিনাং তু "ঔদুম্বর্যঃ কুশাঃ" ইতি বাক্যং সামান্যেন বানস্পত্যত্বেনাবগতাঃ কুশাঃ ঔদুম্বর্য ইতি বিশিংষৎ তদ্বাক্যশেষতামাপদ্যতে; তথা "দেবাসুরাণাং ছন্দোভিঃ" ইত্যাদিনা অবিশেষেণ দেবাসুরাণাং ছন্দসাং প্রসঙ্গে "দেবচ্ছন্দাংসি পূর্বম্" ইতি বচনং ক্রমবিশেষং প্রতিপাদয়ৎ তদ্বাক্যশেষতাং গচ্ছতি; তথা "হিরণ্যেন

ত্যাগবোধক 'হানি' শব্দের অধীন হওয়াই 'উপায়ন' (গ্রহণ) শব্দের পক্ষে সঙ্গত হয়। কারণ, উক্ত 'উপায়ন' শব্দটি জ্ঞানী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুণ্য ও পাপের প্রবেশস্থানের প্রতিপাদক মাত্র, অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন সে সমস্ত কোথায় যাইয়া আশ্রয় লাভ করে, 'উপায়ন' বাক্য তাহাই প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

একস্থানে পঠিত বাক্যও যে অন্যস্থানীয় বাক্যের শেষ বা অঙ্গভূত হইয়া থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইতেছে—কুশ, ছন্দ, স্তুতি ও উপগানের ন্যায়। কলাপশাখীরা পাঠ করিয়া থাকেন— 'বানস্পত্য (লতা বা বৃক্ষের সম্বন্ধীয়) কুশসমূহ'। আবার, শাট্যায়নশাখীরা বলেন, 'ঔদুম্বরী কুশসমূহ'। এখানে কলাপ-বাক্যে কুশসমূহের বানস্পত্যতা মাত্র জানা গিয়াছে, কিন্তু শাট্যায়নীদিগের 'ঔদুম্বরী' শব্দে ঐ কুশকে বিশেষ করিয়া 'ঔদুম্বরী' বলিয়া নির্দেশ করায়, শাট্যায়নীদিগের বাক্যটিকে ঐ কলাপ-বাক্যেরই শেষ বা বিশেষবোধক মাত্র বুঝিতে হইবে; এইরূপ আবার 'দেবতা ও অসুরগণের ছন্দঃসমূহের দ্বারা' ইত্যাদি বাক্যে সামান্য আকারে দৈব ও আসুর ছন্দের উল্লেখ থাকিলেও ক্রম বা পৌর্বাপর্যবোধক 'দৈব ছন্দসমূহ প্রথম'। এই বাক্যটি পূর্ববাক্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিতেছে। সেইরূপ 'হিরণ্য দ্বারা ষোড়শী স্তোত্র গান

---

*—কৌথীতকিনঃ — পাঠভেদঃ।

ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি” ইত্যবিশেষেণ প্রাপ্তে “সময়াবিষিতে সূর্যে ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি” (যজু-৬ কাঃ ৬ প্রঃ ১১ অনু) ইতি বিশেষবিষয়ং বাক্যং তদ্বাক্যশেষতাং ভজতে; তথা “ঋত্বিজ উপগায়ন্তি” ইত্যবিশেষপ্রাপ্তস্য “নাধ্বর্যুরুপগায়েৎ” (যজু-৬ কাঃ ৩প্রঃ ১ অনু) ইতি বাক্যমনধ্বর্যুবিষয়তামবগময়ৎ তদ্বাক্যশেষত্বমৃচ্ছতি। এবং সামান্যেনাবগতমর্থং বিশেষে ব্যবস্থাপয়িতুং ক্ষমস্য বাক্যস্য তচ্ছেষত্বমনভ্যুপগচ্ছদ্ভিস্তয়োরর্থয়োর্বিকল্পঃ সমাশ্রয়িতব্যঃ; স চ সম্ভবত্ত্যাং গতৌ ন যুজ্যতে। তদুক্তং পূর্বস্মিন্ কাণ্ডে “অপি তু বাক্যশেষঃ স্যাদন্যায্যত্বাদ্বিকল্পস্য বিধীনামেকদেশঃ স্যাৎ” (পূর্বমীমাংসা ১০।৮।৪) ইতি। তদেবং কেবলহানোপায়নবাক্যয়োরেকবাক্যত্বাৎ কেবলস্য হানস্য, কেবলস্য চোপায়নস্যা-

---

করিবে’, এই স্থলে স্তোত্রপাঠের কোন সময় বিশেষ উল্লিখিত না থাকিলেও বিশেষ সময়বোধক ‘সূর্য উদিতপ্রায় হইলে ষোড়শী-স্তোত্র সংস্কার করিবে’, এই বাক্যটি সামান্য-বাক্যেরই অঙ্গত্ব সূচনা করিতেছে। এই প্রকার ‘ঋত্বিক্‌গণ গান করিবেন’, এই বাক্যে সাধারণতঃ সমস্ত ঋত্বিকেরই গান করা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু ‘অধ্বর্যু (যজুর্বেদী) উপগান করিবে না’, অধ্বর্যু ভিন্ন ঋত্বিকগণের গান-কর্তৃত্ববোধক এই বাক্যটি ঐ সামান্য বাক্যটিকে বিশেষিত করিয়া তাহারই অঙ্গভূত হইয়াছে। এই প্রকারে, সামান্য আকারে অবগত বিষয়কে বিশেষার্থে নিরূপিত করণে সমর্থ বাক্যকে যাহারা সামান্যমুখী বাক্যের শেষভূত বলিয়া স্বীকার না করেন, তাহাদের মতে উভয় বাক্যার্থের বিকল্প পক্ষ গ্রহণ করাই সঙ্গত হয় সত্য, কিন্তু উপায় থাকা সত্ত্বে তো সেরূপ করা উচিত হয় না। পূর্বমীমাংসায় সে কথা উক্ত হইয়াছে—‘বৈধ কর্মের বিকল্প গ্রহণ করা যখন অনুচিত, তখন (বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী) সামান্য-বিশেষাত্মক বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একটি বাক্য অন্য বাক্যের শেষ বা অধীন হইবে; নচেৎ বিধির সম্পূর্ণ রক্ষা পায় না’ ইত্যাদি। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, কেবল হানি ও কেবল বিমোচনবোধক বাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা অর্থাৎ একার্থবোধনে তাৎপর্য হেতু কেবলই বিমোচন এবং কেবলই

ভাবাদ্বিকল্পো নোপপদ্যতে। কৌষীতকিনামুভয়ান্নানমবিশেষপুনঃ-শ্রবণত্বেন প্রতিপত্তৃভেদাদবিরুদ্ধম্ ॥৩।৩।২৬

গ্রহণ যখন হইতে পারে না, তখন কোনরূপেই বিকল্প কল্পনাও উপপন্ন হইতে পারে না। তবে কৌষীতকীদের যে, পুণ্য-পাপ বিমোচনের ও তাহার গ্রহণের উল্লেখ, বুঝিতে হইবে যে তাহা শ্রোতৃ-ভেদ অনুসারে, অর্থাৎ শ্রোতা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই ঐরূপ উপদেশ-ভেদ হইয়াছে। সুতরাং ঐরূপ উপদেশও বিরুদ্ধ হইতেছে না ॥৩।৩।২৬

একাদশ—হান্যধিকরণ সমাপ্ত।

১২—সাম্পরায়াধিকরণম্* (সূত্র ২৭—৩১)

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ॥৩।৩।২৭

অন্বয়ার্থঃ সাম্পরায়ে—(যিনি মোক্ষ লাভ করিবেন তিনি) দেহত্যাগের সমকালে (পুণ্য পাপ পরিত্যাগ করেন)। তর্ত্তব্যাভাবাৎ—(তাহার) ভোক্তব্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া; তথা হি অন্যে—শ্রুতিতে অন্যশাখীরাও সেই প্রকারই (নির্দেশ দিয়াছেন)।

সরলার্থঃ সাম্পরায়ে—দেহ হইতে বহির্গমনের সমকালেই ব্রহ্মলোকগামী জ্ঞানী সমস্ত পুণ্য-পাপ ত্যাগ করেন; কারণ, তাহার অন্য কোন প্রকার ভোগ না থাকায় পুণ্য পাপেরও কোন প্রয়োজন হয় না। তাঁহার সেই পর্যন্তই বিলম্ব, যে পর্যন্ত দেহ হইতে বিমুক্ত না হন, তাহার পরই ব্রহ্ম লাভ করেন।

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—ব্রহ্মলোকগামী বিদ্বানের পুণ্য-পাপ বিমোচনের উপযুক্ত সময় (২) সংশয়—দেহ হইতে বহির্গমনের সময় কতক, আর ব্রহ্মলোকের পথে অবশিষ্ট পুণ্য পাপ ক্ষয় হয়? অথবা দেহ হইতে বহির্গমনের সময়ই সমস্ত পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয়? (৩) পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন বহির্গমনের সময়ে এবং পথেও পুণ্য-পাপ বিমোচনের কথা আছে, তখন বুঝিতে হইবে দেহত্যাগের সময়ে কতক এবং পথিমধ্যে অবশিষ্ট পুণ্য-পাপ পরিত্যক্ত হয়। (৪) সিদ্ধান্ত—না, দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য-পাপ পরিত্যক্ত হয়; পথিমধ্যে ত্যাগের আর কিছুই থাকে না। (৫) নির্ণয়—অতএব, উপাসক ব্যক্তি দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য-পাপ ক্ষয়ের চিন্তা করিবে।

মূল

সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানমুপায়নঞ্চ সর্বাসু বিদ্যাসু চিন্তনীয়মিত্যুক্তম্; তদ্ধানং কিং দেহবিয়োগকালে দেহাদুৎক্রান্তস্যাধ্বনি চ, উত দেহবিয়োগকাল এব, ইতি বিশয়ে উভয়ত্রেতি যুক্তম্, উভয়ধা শ্রুতত্বাৎ। এবং হি কৌষীতকিনঃ সমামনন্তি "স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি" (কৌষীঃ ১।৩) ইত্যুপক্রম্য "স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসাঽত্যেতি, তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে ধূনুতে ইতি" (কৌষীঃ ১।৪)। অত্র বাক্যে অধ্বনি সুকৃতদুষ্কৃতহানিঃ প্রতীয়তে। তাণ্ডিনস্তু "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" ইতি। অত্র তু দেহবিয়োগকালে ইতি প্রতীয়তে। শাট্যায়নকেঽপি "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইতি পুত্রেষু

অনুবাদ

পুণ্য ও পাপের হানি ও গ্রহণের বিষয় সমস্ত বিদ্যাতেই চিন্তা করিতে হইবে, এ কথা ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে। এখন বিচার্য বিষয় হইতেছে যে, সেই পরিত্যাগ কি (কিছু অংশ) দেহ ত্যাগের সময়ে এবং (অবশিষ্ট অংশ) দেহ হইতে বহির্গত হইবার পর পথিমধ্যেও হয়? অথবা সমস্তটা কেবল দেহ ত্যাগের সময়েই হয়? এই সংশয়ে মনে হয় যেন উভয়স্থানেই হওয়া যুক্তিযুক্ত। কেন না, শ্রুতিতে উভয় প্রকার ত্যাগেরই কথা শুনা যায়। কৌষীতকীরা এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'তিনি এইরূপে দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি-লোকে গমন করেন', এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন, 'তিনি বিরজা নদীর নিকট আগমন করেন, মনে মনে সেই নদীকে অতিক্রম করেন (পার হন), তখন স্বীয় পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন'। কথিত শ্রুতিবাক্য হইতে পথিমধ্যেই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ প্রতীত হইতেছে। আবার তাণ্ড্য শাখীরা বলেন, 'অশ্ব যেমন রোমসমূহ কম্পিত করিয়া ধূলি ত্যাগ করে, এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া যায় (নির্মল হয়), সেইরূপ আমিও এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া পাপ বিমোচনপূর্বক শুদ্ধবুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিব ইত্যাদি। এখানে কিন্তু দেহত্যাগের সমকালেই পাপ-ত্যাগ প্রতীত হইতেছে। 'তাহার পুত্রগণ ধনলাভ করে, সুহৃদ্‌গণ শুভকর্ম, আর শত্রুগণ অশুভ কর্ম (গ্রহণ করে)'—এই শাট্যায়ন

দায়সংক্রান্তিসমকালং সুকৃতদুষ্কৃত-সংক্রমণং শ্রূয়মাণং দেহবিয়োগ-কালে ইতি গম্যতে। অতঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োরেকদেশো দেহবিয়োগকালে হীয়তে, শেষস্ত্বধ্বনি; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে — 'সাম্পরায়ে' ইতি।

সাম্পরায়ে — দেহাদপক্রমণকালে এব বিদুষঃ সুকৃতদুষ্কৃতে নিরবশেষং হীয়তে। কুতঃ? তর্ত্তব্যাভাবাৎ — বিদুষো দেহবিয়োগাৎ পশ্চাৎ সুকৃতদুষ্কৃতাভ্যাং তরিতব্য-ভোগাভাবাৎ। বিদ্যাফলভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকেণ হি সুকৃত-দুষ্কৃতাভ্যাং ভোক্তব্যে সুখদুঃখে ন বিদ্যতে। তথা হি অন্যে দেহবিয়োগাদূর্দ্ধং ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্ত-সুখদুঃখোপভোগাভাবমধীয়তে — "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া-প্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছান্দো ৮।১২।১), "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দো ৮।১২।২), "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (ছান্দো ৬।১৪।২) ইতি ॥৩।৩।২৭

শ্রুতিতেও পুত্রেতে ধনসংক্রমণের সময়েই পুণ্য ও পাপের সংক্রমণ শ্রুত থাকায়, বেশ বুঝা যাইতেছে যে, দেহ বিয়োগের সময়েই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ হইয়া থাকে। অতএব (বলিতে হইবে যে,) পুণ্য ও পাপের কিয়দংশ দেহ ত্যাগের সময়ে নষ্ট হয়। আর অপরাংশ পথিমধ্যে নষ্ট হয়। পূর্বপক্ষের এইরূপ অভিমতের খণ্ডনে বর্ত্তমান সূত্রে সিদ্ধান্ত করা হইতেছে—'সাম্পরায়ে' ইত্যাদি বাক্যে।

সাম্পরায়ে, অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই জ্ঞানীর পুণ্য ও পাপ নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। যেহেতু, তখন তর্ত্তব্য নাই। সুতরাং দেহত্যাগের পরে পুণ্য ও পাপের সাহায্যে লব্ধব্য কোনও ভোগের সম্ভাবনাও নাই। অভিপ্রায়, এই যে, বিদ্বানের পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই একমাত্র চরম ফল; তদ্ভিন্ন পুণ্য পাপের ফলে ভোগযোগ্য সুখ দুঃখ তাহার থাকে না; (সেই জন্যই, সে সময়ে কোন পুণ্য পাপ থাকিবারও আর প্রয়োজন হয় না)। অপর বেদশাখীরা জ্ঞানীর দেহ বিয়োগের পরে, একমাত্র ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ভিন্ন আর কোন সুখ-দুঃখ ভোগ যে থাকে না, তাহা সুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন, যথা—'অশরীর (শরীর-বিযুক্ত) হইবার পর, প্রিয় বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারে না।' 'এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া অর্থাৎ শরীর পরিত্যাগ করিয়া পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া নিজ রূপে পরিনিষ্পন্ন হন'। 'তাঁহার সেই পর্যন্তই বিলম্ব, যে পর্যন্ত সে দেহ-বিমুখ না হয়, তাহার পর প্রকৃত মুক্তি লাভ করে' ॥৩।৩।২৭

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥৩।৩।২৮

অন্বয়ার্থ ঃ ছন্দতঃ—পূর্বোক্ত তাৎপর্য অনুসারে ; উভয়-অবিরোধাৎ—শ্রুতিবাক্য এবং বস্তুর স্বভাবের অবিরুদ্ধতা (প্রতিপাদন কর্ত্তব্য)।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

এবমর্থস্বাভাব্যাৎ সুকৃতদুষ্কৃতহানিকালেঽবধৃতে সত্যুভয়াবিরোধেন — শ্রুতেরর্থস্বভাবস্য চাবিরোধেন ছন্দতঃ—যথেষ্টং পদানামন্বয়ো বর্ণনীয়ঃ। কৌষীতকিবাক্যে "তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধূনুতে" (কৌষী ১।৪) ইতি চরমশ্রুতৌ বাক্যাবয়বঃ "এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্য" ইতি প্রথম শ্রুতাবয়বাৎ প্রাগনুগময়িতব্য ইত্যর্থঃ ॥৩।৩।২৮

অনুবাদ

এই প্রকার শ্রুত্যর্থ পর্যালোচনার ফলে, সুকৃত-দুষ্কৃত হানির সময় অবধারিত হইল। এখন উভয়ের অবিরোধে—যাহাতে শ্রুতি ও বস্তু স্বভাবের বিরোধ না হয়, তদনুরূপ পদসমূহের অন্বয় বা সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইবে। কৌষীতকী শ্রুতিতে 'তখন সুকৃত ও দুষ্কৃত পরিত্যাগ করেন', এই পরবর্ত্তী বাক্যাংশকে 'এই দেবযান পথ লাভ করিয়া' এই প্রথম পঠিত শ্রুতির অগ্রে লইয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে কোনও বাক্যেরই আর বিরোধ থাকে না। ॥৩।৩।২৮

অত্র পূর্বপক্ষী প্রত্যবতিষ্ঠতে—

এই সিদ্ধান্তে পূর্বপক্ষীয়ের আপত্তি—

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থাঽন্যথা হি বিরোধঃ ৩।৩।২৯

অন্বয়ার্থ ঃ উভয়থা—(কিছু দেহত্যাগের সময় এবং কিছু মোক্ষ লাভের সময়) এই উভয় প্রকার স্বীকারে ; গতেঃ—পরলোকে গমনের ; অর্থবত্ত্বম্—সার্থকতা হয় ; অন্যথা—এইরূপ স্বীকার না করিলে ; বিরোধঃ হি—নিশ্চয়ই বিরোধ থাকিয়া যায়।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

সুকৃতদুষ্কৃতয়োরেকদেশস্য দেহবিয়োগকালে হানিঃ শেষস্য চ

অনুবাদ

যদি পুণ্য ও পাপের একাংশ দেহের বিয়োগকালে বিনষ্ট হয়, আর

পশ্চাৎ, ইতি উভয়থা কর্মক্ষয়ে সত্যেবগতেরর্থবত্ত্বম্ — দেবযান-গতিশ্রুতেরর্থবত্ত্বমিত্যর্থঃ। অন্যথা হি বিরোধঃ — দেহবিয়োগকাল এব সর্বকর্মক্ষয়ে সূক্ষ্মশরীরস্যাপি বিনাশঃ স্যাৎ; তথা সতি কেবল-স্যাত্মনো গমনং নোপপদ্যতে। অত উৎক্রান্তিসময়ে বিদুষো নিঃশেষকর্মক্ষয়ো নোপপন্নঃ ॥৩।৩।২৯

অবশিষ্ট অংশ 'দেবযান-পথে' বিনষ্ট হয় – এই উভয় প্রকারে কর্মক্ষয় হইলেই তবে, 'গতির অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ দেবযান পথে গতি-প্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ উপপন্ন সঙ্গত হইতে পারে। এইরূপ না হইলে গতির অর্থবোধক শ্রুতির মধ্যে নিশ্চয় বিরোধ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, দেহ বিয়োগের সমকালেই সমস্ত কর্মরাশিরই যদি ক্ষয় হইয়া যায় তখন তদধীন সূক্ষ্ম শরীরেরও অবশ্যই বিনাশ হইতে পারে। তাহা হইলে তো শরীর-বিযুক্ত কেবল আত্মার কোথাও গমন উপপন্ন বা সম্ভব হইতে পারে না। অতএব, নিষ্ক্রমণের সময়েই বিদ্বানের সর্বকর্মের ক্ষয় যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ॥৩।৩।২৯

অত্রোত্তরম্—

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতেছে 'উপপন্ন··· ··' ইত্যাদি।

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥৩।৩।৩০

অন্বয়ার্থ ঃ উপপন্নঃ—সঙ্গত হয়; তৎ-লক্ষণ-অর্থ-উপলব্ধে—যেহেতু ঐরূপ অর্থ-বোধক শ্রুতি দেখা যায়; লোকবৎ—লোক-ব্যবহারে যেমন (দেখা যায়)।

সরলার্থ ঃ জ্ঞানীর দেহ বিয়োগের সময়ে সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হইলেও তাহার দেবযানে গতি উপপন্ন হয়; কারণ, "তিনি স্বরাট হন, সমস্ত লোকে তাঁহার স্বেচ্ছা-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে", ইত্যাদি স্থলে এই জাতীয় অর্থই, কর্মাভাবেও (জীবাত্মার) দেহ-সম্বন্ধরূপ অর্থই দেখিতে পাওয়া যায়। লোক-ব্যবহারও ইহার দৃষ্টান্ত—যেমন, শস্য-বৃদ্ধির ইচ্ছায় যদি কোন পুষ্করিণী খনিত হয়, সেই ইচ্ছাটি বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহাতে স্নান পানাদি কার্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ।

মূল

উপপন্ন এবোৎক্রান্তিকালে সর্বকর্মক্ষয়ঃ। কথম্? তল্লক্ষণা-

অনুবাদ

(জ্ঞানীর) দেহ বিয়োগকালেও সর্বকর্মের ধ্বংস উপপন্ন হয়, যেহেতু শ্রুতিতে তজ্জাতীয় অর্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে; অর্থাৎ কর্মক্ষয়ের

র্থোপলব্ধেঃ – ক্ষীণকর্মণোঽপ্যাবির্ভূতস্বরূপস্য দেহসম্বন্ধলক্ষণার্থোপলব্ধেঃ। "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ……স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ৎ রমমাণঃ" (ছান্দো ৮।১২।২), "স স্বরাড্ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছান্দো ৭।২৫।২), "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" (ছান্দো ৭।২৬।২) ইত্যাদিষু দেহসম্বন্ধাখ্যোঽর্থো হ্যুপলভ্যতে। অতঃ ক্ষীণকর্মণোঽপি সূক্ষ্মশরীরযুক্তস্য দেবযানেন গমনমুপপদ্যতে।

কথং সূক্ষ্মশরীরমপ্যারব্ধকর্ম-বিনাশেঽবতিষ্ঠত ইতি চেৎ? বিদ্যা-মাহাত্ম্যাদিতি ব্রূমঃ। বিদ্যা হি স্বয়ং সূক্ষ্মশরীরস্যানারম্ভিকাপি প্রাকৃতসুখদুঃখোপভোগসাধন-স্থূলশরীরস্য সর্বকর্মণাঞ্চ নিরবশেষক্ষয়েঽপি স্বফলভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তিপ্রদানায় দেবযানেন পথৈনং গময়িতুং সূক্ষ্মশরীরং স্থাপয়তি; লোকবৎ—যথা লোকে শস্যাদিসমৃদ্ধ্যর্থমারব্ধে তটাকাদিকে তদ্ধেতুষু তদিচ্ছাদিষু বিনষ্টেষ্বপি তদেব তটাকাদিকমশিথিলং কুর্বন্তস্তত্র পানীয়পানাদি কুর্বন্তি; তদ্বৎ ॥৩।৩।৩০

পরই যাহার নিজ স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে, তাহারও সেই সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা শ্রুতি—'পরজ্যোতিঃ (পরমেশ্বরকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রূপে প্রকাশিত হন', 'তিনি সেখানে হাস্য, ক্রীড়া ও রমণ করতঃ পরিভ্রমণ করেন', 'তিনি স্বরাট্ হন', 'সমস্ত লোকে তাঁহার যথেচ্ছা-বিহার হইয়া থাকে' 'তিনি এক প্রকার হন, তিনি তিন প্রকার হন' ইত্যাদি শ্রুতিতে দেহ-সম্বন্ধরূপ অর্থই প্রতীত হইতেছে। অতএব, কর্মক্ষয় হইলেও সূক্ষ্ম শরীর-যোগে দেবযান পথে গমন উপপন্ন হইতেছে।

যদি প্রশ্ন হয় কর্মই যখন শরীরোৎপত্তির কারণ, তখন সেই কর্মের অভাবে সূক্ষ্ম শরীরই বা থাকে কিরূপ? তদুত্তরে আমরা বলি—বিদ্যার (ব্রহ্মজ্ঞানের) মহিমায় (থাকে)। বিদ্যা নিজে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপাদিকা না হইলেও প্রাকৃত সুখ দুঃখ ভোগের উপায়রূপী স্থূল শরীর এবং সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণরূপে বিনাশের পরেও ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ নিজ বিদ্যার ফল প্রদানের সাহায্যার্থে দেবযান পথে (এই বিদ্বানকে) প্রেরণ করিবার নিমিত্ত সূক্ষ্ম শরীরটি রক্ষিত হইয়া থাকে। ব্যবহারিক জগতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন শস্যাদির বৃদ্ধিকল্পে পুষ্করিণী খনিত হইলে, যদি শস্য বিষয়ে সেই ইচ্ছা নষ্ট হইয়া যায় তখন সেই সুরক্ষিত জলাশয়ে যেমন জনগণ যথেচ্ছা জল পান প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে ইহাও তদ্রূপ ॥৩।৩।৩০

অথ স্যাৎ — জ্ঞানিনাং সাক্ষাৎকৃতপরতত্ত্বানাং দেহপাতসময়ে কর্মণো নিরবশেষক্ষয়াৎ দেহপাতাদূর্দ্ধং সূক্ষ্মশরীরমাত্রং গত্যর্থমনুবর্ত্ততে, সুখদুঃখানুভবো ন বিদ্যতে — ইতি যদুক্তম্, তন্নোপপদ্যতে; বসিষ্ঠাপান্তরতপঃ-প্রভৃতীনাং সাক্ষাৎকৃত-পরতত্ত্বানাং দেহপাতাদূর্দ্ধং দেহান্তরসঙ্গমঃ, পুত্রজন্মবিপত্ত্যাদিনিমিত্ত-সুখদুঃখানুভবশ্চ দৃশ্যত ইতি। অত উত্তরং পঠতি—

আপত্তি উঠিতে পারে যে—যাঁহারা জ্ঞানী অতএব পরমেশ্বরের স্বরূপ সাক্ষাৎ করিয়াছেন, দেহপাত সময়ে তাঁহাদের কর্মরাশি নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হওয়ায় দেহপাতের পর দেবযান পথে গতির নিমিত্ত কেবল সূক্ষ্ম শরীর মাত্রই অনুগত থাকে, কিন্তু সুখ দুঃখ ভোগ থাকে না—এই কথা উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, পরতত্ত্ব প্রত্যক্ষকারী বশিষ্ঠ ও অপান্তরতপা প্রভৃতি ঋষিগণকে দেহপাতের পরেও দেহান্তর প্রাপ্তি এবং পুত্রজন্ম ও বিপৎ প্রভৃতির নিমিত্ত সুখ দুঃখানুভব করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই আপত্তি খণ্ডনে বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইতেছে—'যাবদধিকারম্.....' ইত্যাদি।

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥৩।৩।৩১

অন্বয়ার্থঃ আধিকারিকানাম্—বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট জীবদের; যাবৎ অধিকারম্—নির্দিষ্ট বিশেষ কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত; অবস্থিতি—শরীরে অবস্থান (শরীর ধারণ — এই জগতে দেখা যায়)।

সরলার্থঃ যাহারা অধিকার বিশেষ সমাপনের নিমিত্ত দেহ ধারণ করিয়াছেন, জ্ঞানী হইলেও তাহাদের নিজ নিজ অধিকার সমাপন না হওয়া পর্যন্ত প্রারব্ধ কর্মানুরোধে সুখ দুঃখানুভব ও দেহ-পরিগ্রহ দোষাবহ হয় না।

মূল

নাস্মাভিঃ সর্বেষাং জ্ঞানিনাং দেহপাতসময়ে সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্বিনাশ উক্তঃ; অপি তু যেষাং জ্ঞানিনাং দেহপাতানন্তরমর্চিরাদিকা

অনুবাদ

আমরা যে, সমস্ত জ্ঞানীর দেহপাত সময়ে পুণ্য-পাপের বিনাশ বলিয়াছি তাহা নহে; পরন্তু যে সমস্ত জ্ঞানীর দেহপাতের পর অর্চিরাদি পথে গতি হয়,

গতিঃ প্রাপ্তা, তেষাং দেহপাতসময়ে সুকৃতদুষ্কৃতহানিরুক্তা বসিষ্ঠাদীনাং ত্বাধিকারিকাণাং ন দেহপাতানন্তরমর্চিরাদিগতিপ্রাপ্তিঃ, প্রারব্ধস্যাধিকারস্যাসমাপ্তত্বাৎ। তেষাং কর্মবিশেষেণাধিকারবিশেষং প্রাপ্তানাং যাবদধিকারসমাপ্তি তদারম্ভকং কর্ম ন ক্ষীয়তে। প্রারব্ধস্য হি কর্মণো ভোগাদেব ক্ষয়ঃ। অত আধিকারিকাণাং তদারম্ভকং কর্ম যাবদধিকারমবতিষ্ঠতে। অতস্তেষাং ন দেহপাতাদনন্তরমর্চিরাদিগতিপ্রাপ্তিঃ ॥৩।৩।৩১

দেহপাত সময়ে কেবল তাহাদেরই পুণ্য-পাপ বিনাশের কথা বলিয়াছি। আধিকারিক অর্থাৎ কার্যবিশেষ সম্পাদনে অধিকারপ্রাপ্ত বশিষ্ঠ প্রভৃতির কিন্তু দেহপাতের পর আর অর্চিরাদি পথে গমন হয় নাই ; কারণ, তখনও তাহাদের প্রারব্ধ অধিকার সমাপ্ত হয় নাই, অসমাপ্ত রহিয়াছে। তাহারা যে কর্মের ফলে অধিকারবিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সেই প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না, কেননা, একমাত্র ভোগের দ্বারাই কর্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। এই জন্যই আধিকারিক পুরুষদিগের সেই অধিকারসম্পাদক প্রারব্ধ কর্মের অধিকার সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমানই থাকে। সেই হেতু দেহপাতের পরও অর্চিরাদিমার্গে তাহাদের গমন হয় না১ ॥৩।৩।৩১

দ্বাদশ—সাম্পরায় অধিকরণ সমাপ্ত।

---

১ যাঁহারা পরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—জ্ঞানী, তাঁহারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) সাধারণ, (২) আধিকারিক অর্থাৎ বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত। তন্মধ্যে যাঁহারা সাধারণ জ্ঞানী, দেহপাতের সময়েই তাঁহাদের সমস্ত কর্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অর্চিরাদিমার্গে (দেবযান পথে) ঊর্দ্ধগতি হয়। আর যাহারা কর্মফলে অধিকার বিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাহারা প্রারব্ধ কর্ম বিদ্যমান থাকায় নিজ সম্পাদনীয় কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেহেই অবস্থান করেন এবং আবশ্যক হইলে দেহান্তরেও প্রবেশ করেন।

১৩—অনিয়মাধিকরণম্* (সূত্র ৩০)

অনিয়মঃ সর্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥৩।৩।৩২

অন্বয়ার্থঃ অনিয়মঃ—কোন বিশেষ নিয়ম নাই; সর্বেষাম্—সর্ববিধ ব্রহ্মোপাসকগণের (দেবযান পথে গতি); শব্দ-অনুমানাভ্যাম্—যেহেতু শ্রুতি এবং স্মৃতি ইহাই নির্দেশ দিতেছেন।

সরলার্থঃ যে যে উপাসনাকাণ্ডে দেবযান পথের উল্লেখ আছে কেবল যে সেই সমুদায় ব্রহ্ম-উপাসনানিষ্ঠদিগের সম্বন্ধেই 'দেবযান-গতি' চিন্তনীয়, এরূপ নিয়ম নাই; পরন্তু সমস্ত ব্রহ্ম-উপাসকগণের পক্ষেই চিন্তনীয়। কারণ, তাহা হইলেই শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

মূল

উপকোসলাদিষু যেষূপাসনেষ্বর্চিরাদিগতিঃ শ্রূয়তে; কিং তন্নিষ্ঠানামেব তয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ; উত সর্বেষাং ব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানাম্? ইতি সংশয়ে—ইতরেষ্বনাম্নানাৎ, "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ

অনুবাদ

উপকোসলাদি যে সমস্ত উপাসনাকাণ্ডে অর্চিরাদি-মার্গে গতির শ্রুতি আছে, কেবল সেই সমস্ত উপাসনা-নিষ্ঠগণেরই কি সেই মার্গে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয় অথবা ব্রহ্ম-উপাসনাপরায়ণ সমস্ত লোকের সেই পথে গতি হয়? এইরূপ সংশয়ে মনে হইতে পারে যে, অপরাপর উপাসনায় অর্চিরাদি মার্গের (দেবযান পথের) উল্লেখ না থাকায়, 'এই যাঁহারা অরণ্য মধ্যে শ্রদ্ধাকে তপঃ বলিয়া

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—ব্রহ্ম-উপাসকদিগের অর্চিরাদি পথে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। (২) সংশয়—'উপকোসল বিদ্যা' প্রভৃতি যে সমস্ত উপাসনায় অর্চিরাদি গতির উল্লেখ আছে, কেবল সেই সমস্ত বিদ্যা-উপাসকদিগেরই অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়? কিংবা সাধারণতঃ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই হয়? (৩) পূর্বপক্ষ—অন্যের সম্বন্ধে যখন কোন প্রমাণ নাই, অথচ উপকোসল-বিদ্যাতেই বিশেষ করিয়া অর্চিরাদি মার্গের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, উপকোসল বিদ্যার উপাসকদিগেরই অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, অন্যের হয় না। (৪) উত্তর—না, এমন কোন নিয়ম নাই, পরন্তু ব্রহ্ম-উপাসক মাত্রেরই অর্চিরাদি পথে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে, কারণ, পঞ্চাগ্নি বিদ্যা প্রভৃতি সামান্যতঃ ব্রহ্ম-উপাসক মাত্রেরই অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কথা লিখিত আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব, ব্রহ্ম-উপাসক মাত্রেরই অর্চিরাদি পথে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে।

ইত্যুপাসতে" (ছান্দো ৫।১০।১), "শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে" (বৃহদা ৬।২।১৫) ইত্যুভয়রসকলব্রহ্মবিদ্যোপস্থাপকত্বে প্রমাণাভাবাচ্চ তন্নিষ্ঠানামেব—ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—অনিয়মঃ ইতি।

সর্বেষাং সর্বোপাসননিষ্ঠানাং তয়ৈব গন্তব্যত্বাৎ তন্নিষ্ঠানামেবেতি নিয়মো নাস্তি। সর্বেষাং তয়ৈব গমনে হি সতি শব্দানুমানাভ্যাম্—শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামবিরোধঃ, অন্যথা বিরোধ এবেত্যর্থঃ। শ্রুতিস্তাবৎ-ছান্দোগ্যবাজসনেয়কয়োঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামর্চিরাদিমার্গেণ সর্বব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানাং গমনমাহ—"য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে, তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি" (বৃহদা ৬।২।১৫) ইতি বাজসনেয়কে; "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি" (ছান্দো ৫।১০।১) ইতি ছান্দোগ্যে; "য ইত্থং বিদুঃ" ইতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠান্ "যে চেমে" ইত্যাদিনা শ্রদ্ধাপূর্বকং

উপাসনা করেন এবং শ্রদ্ধাকে সত্য জ্ঞানে উপাসনা করেন' ইত্যাদি অপর সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় অর্চিরাদি মার্গে গমনের বিষয়ে প্রমাণ না থাকায় (বুঝিতে হইবে যে), কেবল উপকোসলাদি-কাণ্ডীয় উপাসকগণেরই (অর্চিরাদি মার্গে) ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

এই প্রকার অভিমতের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলা হইতেছে—'অনিয়ম .....' ইত্যাদি বাক্য।

সিদ্ধান্ত—

সমস্ত ব্রহ্ম-উপাসকগণেরই পক্ষেই যখন ব্রহ্মলোক অবশ্য গন্তব্য, তখন কেবল যে উপকোসলাদি উপাসনা-নিষ্ঠদিগেরই (ঐরূপ গতি হয়) তাহা হইতে পারে না। বিশেষতঃ সকলের পক্ষেই ঐ পথে গতি নিশ্চিত হইলেই শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের সহিত অবিরোধ রক্ষা হয়। নচেৎ বিরোধই উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ, ছান্দোগ্য শ্রুতি ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় সমস্ত ব্রহ্মোপাসকদেরই অর্চিরাদি পথে গমনের কথা বলিতেছেন। বৃহদারণ্যকে আছে, 'যাঁহারা এইরূপে ইহা অবগত হন, এবং এই যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে সত্য-ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তাঁহারা অর্চিরাদি অর্থাৎ দেবযান মার্গ প্রাপ্ত হন'। ছান্দোগ্যে আছে—'যাঁহারা এইরূপ তাঁহাকে জানেন, এবং যাঁহারা অরণ্য মধ্যে তপোরূপে শ্রদ্ধার উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চিরাদি মার্গ প্রাপ্ত হন। এইভাবে শ্রুতি—'যে ইত্থং বিদুঃ' বাক্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-নিষ্ঠদিগকে, আর 'যে চ ইমে' বাক্যে শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রহ্মোপাসনাকারিদিগকে

ব্রহ্মোপাসীনাংশ্চোদ্দিশ্য অর্চিরাদিকা গতিরুপদিশ্যতে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ-আনঃ ১ অনু), "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" (ছান্দো ৭।১৬।১) ইতি সত্যশব্দস্য ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধেঃ। তপঃ শব্দস্যাপি তেনৈকার্থ্যাৎ সত্য-তপঃ শব্দাভ্যাং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে। "শ্রদ্ধা-পূর্বকং ব্রহ্মোপাসনঞ্চান্যত্র শ্রুতং "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ (ছান্দো ৭।১৬।১) ইত্যুপক্রম্য "শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যা" (ছান্দো ৭।১৯।১) ইতি। স্মৃতিরপি—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥" (গীতা ৮।২৪)

ইতি সর্বেষাং ব্রহ্মবিদামনেনৈব মার্গেণ গমনমিত্যাহ। এবংজাতীয়কাঃ শ্রুতিস্মৃতয়ো বহ্ব্যঃ সন্তি। এবং সর্ববিদ্যাসাধারণীয়ং গতিঃ প্রাপ্তে-রোপকোসলবিদ্যাদাবনুদ্যতে ॥৩।৩।৩২

উল্লেখ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধেই অর্চিরাদি গতির উপদেশ করিতেছেন। কেননা, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' 'সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'সত্য' শব্দটি ব্রহ্মার্থেই প্রসিদ্ধ। 'তপঃ' শব্দটিও যখন উহারই সমানার্থবোধক, তখন বুঝিতে হইবে যে, 'সত্য' ও 'তপঃ' শব্দে ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন। শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রহ্ম-উপাসনার উল্লেখ অন্য শ্রুতিতেও দেখা যায়। যথা—'সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে', এইরূপ উপক্রমের পর, 'শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে' ইত্যাদি বাক্য। 'ব্রহ্মবিৎ লোক অগ্নি, জ্যোতি, অহঃ, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ ষন্মাস, এই দেবযান পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন' এইরূপে স্মৃতিশাস্ত্রও (ভগবদ্গীতা বাক্যও) সমস্ত ব্রহ্মবিদেরই ঐ পথে গতি নির্দেশ করিতেছেন। এ বিষয়ে এই জাতীয় আরও বহুতর শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ আছে। সর্ববিদ্যার সম্বন্ধেই সাধারণভাবে প্রাপ্ত এইরূপ গতি উপকোসলাদি বিদ্যাতে কেবল অনূদিত বা পুনরুল্লেখিত হইয়াছে মাত্র ॥৩।৩।৩২

ত্রয়োদশ—অনিয়ম-অধিকরণ সমাপ্ত।

১৪—অক্ষরধ্যধিকরণম্* (সূত্র ৩৩, ৩৪)

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্য-তদ্‌ভাবাভ্যামৌ-পসদবৎ তদুক্তম্ ॥৩।৩।৩৩

অন্বয়ার্থঃ তু—উপরন্তু; অক্ষরধিয়াং—ব্রহ্মকে অক্ষররূপে উপাসকদিগের (অস্থূলত্বাদিরূপে ব্রহ্মচিন্তা); অবরোধঃ—(সর্ব ব্রহ্মবিদ্যা বা উপাসনাতে) গ্রহণ; সামান্য-তদ্-ভাবাভ্যাম্ ঔপসদবৎ—যেহেতু সর্বত্রই সমান সম্বন্ধ এবং অক্ষর রূপ চিন্তাও মন্ত্রের ন্যায়; তৎ উক্তম্ — তাহা (জৈমিনির কর্ম-মীমাংসায়) কথিত হইয়াছে।

সরলার্থঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—'হে গার্গি, ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই অক্ষরকে অস্থূল ও অনণু (অসূক্ষ্ম) বলিয়া থাকেন' ইত্যাদি। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—'অতঃপর পরাবিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহার দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়;..... যাহা সেই অস্থূল ও অনণু' ইত্যাদি। 'অক্ষর' সম্বন্ধে এই অস্থূলত্বাদি চিন্তা কি সমস্ত বিদ্যাতেই গ্রহণ করিতে হইবে? অথবা যেখানে পঠিত আছে কেবল সেইখানেই? তদুত্তরে বলিতেছেন—অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধী অস্থূলত্বাদি চিন্তা সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই সংগৃহীত হইবে। কারণ, সমস্ত বিদ্যাতেই ব্রহ্মের তুল্য সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে অস্থূলত্বাদি ধর্মগুলিও ব্রহ্মচিন্তারই অন্তর্ভূত; সুতরাং সেগুলি ত্যাগ করিলে ব্রহ্মচিন্তা সম্পূর্ণ হয় না। ঔপসদ-মন্ত্র ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সেখানে ঔপসদ মন্ত্রটি সামবেদীয় হইলেও ঔপসদ-মন্ত্রটি যখন যজুর্বেদীয় তখন তদঙ্গভূত ঐ মন্ত্রটিকেও যজুর্বেদীয় উপাংশু-রূপেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এইরূপ গ্রহণের ব্যবস্থা পূর্বমীমাংসাতেও আছে।

মূল

বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রহ্মণা অভিবদন্তি

অনুবাদ

বৃহদারণ্যক উপনিষদে শুনা যায়—'হে গার্গি! ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই অক্ষরকে

---

* অধিকরণ তাৎপর্য—

(১) বিষয়—অক্ষর ব্রহ্মোপাসনায় অভিহিত অস্থূলত্বাদি ধর্ম। (২) সংশয়—অক্ষরোপাসনায় অস্থূলত্বাদির চিন্তা কি সমস্ত ব্রহ্মোপাসনাতেই গ্রহণ করিতে হইবে? অথবা, যেখানে পঠিত আছে কেবল সেইখানেই চিন্তা কর্তব্য? (৩) পূর্বপক্ষ—অক্ষর সম্বন্ধে আশঙ্কিত স্থূলত্বাদি ধর্মের নিষেধার্থেই যখন অস্থূলত্বাদি ধর্মের উল্লেখ তখন সমস্ত বিদ্যাতেই তাহার গ্রহণ অনাবশ্যক। (৪) উত্তর—না, একথা ঠিক নহে; কারণ, অক্ষর ব্রহ্ম যখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই উপাস্য, এবং অস্থূলত্বাদি চিন্তাও যখন ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তায় অবর্জনীয়, তখন আনন্দাদির ন্যায় অস্থূলত্বাদি ধর্মেরও সর্বত্র উপসংহার করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই অস্থূলত্বাদি ধর্মের চিন্তা করিতে হইবে।

—অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গম-রসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরম-বাহ্যম্, ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ; এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যা-চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" (বৃহদা ৫।৮।৯) ইতি। তথা আথর্বণে "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রম-বর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদম্" (মুণ্ডকঃ ১।১।৫,৬) ইতি। তত্র সংশয়ঃ —কিমিমে অক্ষর-শব্দ-নির্দিষ্ট-ব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া শ্রুতা অস্থূলত্বাদয়ঃ প্রপঞ্চ প্রত্যনীকতাস্বরূপাঃ সর্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু অনুসন্ধেয়াঃ? উত যত্র শ্রূয়ন্তে, তত্রৈব—ইতি। কিং যুক্তম্? যত্র শ্রুতাস্তত্রৈবেতি। কুতঃ? বিদ্যান্তরস্য রূপভূতানাং গুণানাং বিদ্যান্তরস্য রূপত্বে প্রমাণা-ভাবাৎ, প্রতিষেধরূপাণামেষামানন্দাদিবৎ স্বরূপাবগমোপায়ত্বা-ভাবাচ্চ। আনন্দাদিভিরবগতস্বরূপে হি ব্রহ্মণি স্থূলত্বাদয়ঃ প্রপঞ্চধর্মাঃ

(ব্রহ্মকে) বলিয়া থাকেন যে, তিনি অস্থূল (স্থূল নয়), অনণু (অণু নয়), অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, স্নেহশূন্য (চর্বিরহিত), ছায়ারহিত, অতম (অন্ধকাররহিত); বায়ু ও আকাশ রহিত, অসঙ্গ বা অনাসক্ত এবং রস গন্ধ চক্ষু কর্ণ বাক্ মন তেজ প্রাণ সুখ ও মাত্রা (পরিমাণ)—এই সমস্ত রহিত এবং অনন্ত ও বাহ্যশূন্য; তিনি কিছুমাত্র ভোজন করেন না; হে গার্গি! সূর্য ও চন্দ্র এই অক্ষরব্রহ্মের শাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে ইত্যাদি। এইরূপ অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদেও শুনা যায়— 'অতঃপর পরাবিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহার দ্বারা সেই অক্ষরপুরুষকে লাভ করা যায়,—যে অক্ষরপুরুষ দর্শনের অযোগ্য, গ্রহণের অবিষয়, গোত্র বর্ণ চক্ষু ও শ্রোত্র শূন্য এবং হস্ত ও পদ রহিত ইত্যাদি। ইহাতে সংশয় এই যে, 'অক্ষর' শব্দবাচ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুত জগদ্বিলক্ষণ উপরি-উক্ত অস্থূলত্বাদি ধর্মসমুদয় কি সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই চিন্তা করিতে হইবে? অথবা যেখানে শ্রুত কেবল সেখানেই চিন্তনীয়? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত?

যেখানে শ্রুত হয়, সেখানেই চিন্তনীয়, এই পক্ষটিই যুক্তিযুক্ত। কারণ,

পূর্বপক্ষ—

একবিদ্যার রূপভূত বা প্রকারভূত গুণসমূহ যে অন্য বিদ্যারও রূপের বা প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হইবে, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ স্থূলাদির নিষেধাত্মক অস্থূলত্বাদি ধর্মসমূহ আনন্দ ও জ্ঞানাদির ন্যায় ব্রহ্মস্বরূপের নিরূপক গুণও হইতে পারে না। আনন্দাদির দ্বারা অবগত ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়েই পার্থিব (প্রাকৃত) স্থূলাদি ধর্মের নিষেধ করা হইতেছে।

প্রতিষিধ্যন্তে, নিরালম্বনপ্রতিষেধাযোগাৎ। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ" ইতি।

অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধিনীনামস্থূলত্বাদিধিয়াং সর্বব্রহ্মবিদ্যাস্ববরোধঃ—সংগ্রহণমিত্যর্থঃ। কুতঃ? সামান্য-ভদ্ভাবাভ্যাং সর্বেষূপাসনেষূপাস্যস্যাক্ষরস্য ব্রহ্মণঃ সমানত্বাৎ, অস্থূলত্বাদীনাং তৎস্বরূপ-প্রতীতৌ ভাবাচ্চ। এতদুক্তং ভবতি—অসাধারণাকারেণ গ্রহণং হি বস্তুনো গ্রহণম্। ন চ কেবলমানন্দাদি ব্রহ্মণোঽসাধারণমাকারমুপস্থাপয়তি, প্রত্যগাত্মন্যপ্যানন্দাদের্বিদ্যমানত্বাৎ। হেয়প্রত্যনীকো হি আনন্দাদি-ব্রহ্মণোঽসাধারণং রূপম্। প্রত্যগাত্মনস্তু স্বতো হেয়বিরহিণোঽপি হেয়সম্বন্ধযোগ্যতাস্তি, হেয়প্রত্যনীকত্বঞ্চ চিদচিদাত্মক-প্রপঞ্চধর্মভূত-স্থূলত্বাদিবিপরীতরূপম্। অতোঽসাধারণাকারেণ ব্রহ্মানুসন্দধতা অস্থূলত্বাদিবিশেষিতজ্ঞানানন্দাদ্যাকারং ব্রহ্মানুসন্ধেয়মিতি অস্থূলত্বাদী-

---

এই অভিমতের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান সূত্র বলা হইতেছে—'অক্ষরধিয়াং' ইত্যাদি বাক্য।

সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই, অক্ষর ব্রহ্ম-বিষয়ে শ্রুত অস্থূলত্বাদি ধর্মের চিন্তা গ্রহণ করিতে হইবে। সামান্য ও তদ্ভাবই তাহার কারণ। অর্থাৎ—এক অক্ষরব্রহ্মই সমস্ত উপাসনার উপাস্য এবং এই ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তার মধ্যেও অস্থূলত্বাদি ধর্মের অন্তর্ভাব রহিয়াছে (ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তার কালে যেমন আনন্দধর্মের চিন্তা করিতে হয়, সেইরূপ অস্থূলত্বাদি ধর্মেরও চিন্তা করিতে হয়)। অভিপ্রায় এই যে, কোন বস্তু গ্রহণ বা জ্ঞানের অর্থ হইতেছে—তাহাকে অসাধারণ আকারে বা বিশেষ আকারে জানা। প্রত্যগাত্মায় বা জীবেও যখন আনন্দাদি ধর্ম বা গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেবল এই আনন্দাদি গুণ ব্রহ্মের বিশেষ আকার বা স্বরূপ প্রতীতিগোচর করিতে পারে না। সর্ব হেয়গুণ-বিরহিত আনন্দাদিই হইতেছে—ব্রহ্মের অসাধারণ বা বিলক্ষণ রূপ। প্রত্যগাত্মার (জীবের) স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে হেয়গুণ বিবর্জিত হইলেও (শরীর সম্বন্ধের সম্ভাবনা হেতু) তাহা হেয়গুণের সহিত সম্বন্ধ হইবার অযোগ্য নহে। হেয়-প্রত্যনীকত্ব (হেয়-প্রতিকূলত্ব) মানে—চেতনাচেতনাত্মক প্রপঞ্চ ধর্ম—স্থূলত্বাদির বৈপরীত্য; অতএব, ইতরবস্তু হইতে বিলক্ষণ আকারে বা অসাধারণ আকারে যিনি ব্রহ্ম বিষয়ে অনুসন্ধান বা চিন্তা করেন, তাঁহাকে অবশ্যই অস্থূলত্বাদিরূপে সমস্ত

সিদ্ধান্ত পক্ষ
অস্থূলত্বাদি ধর্মের গ্রহণ

নামানন্দাদিবৎ ব্রহ্মস্বরূপপ্রতীত্যন্তর্ভাবাৎ সর্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু তথৈব ব্রহ্মানুসন্ধেয়মিতি।

গুণানাং প্রধানানুবর্তিত্বে দৃষ্টান্তমাহ — ঔপসদবৎ ইতি। যথা জামদগ্ন্যচতুরাত্র-পুরোডাশ্যুপসদ্‌গুণভূতঃ সামবেদপঠিতঃ "আগ্নির্বৈ-হোত্রং বেতু" (তাণ্ড্য ব্রাঃ ২১।১০।১১) ইত্যাদিকো মন্ত্রঃ প্রধানানুবর্তিতয়া যাজুর্বৈদিকেনোপাংশুত্বেন প্রযুজ্যতে। তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্ মুখ্যেন বেদসংযোগঃ" (পূর্বমীমাংসা ৩।২।৯) ইতি ॥৩।৩।৩৩

ব্রহ্মবিদ্যাতেই ব্রহ্মচিন্তা করিতে হইবে। গুণসমূহ যে প্রধান বা গুণীর অনুগামী হইয়া থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছেন—'ঔপসদবৎ' ইতি। জমদগ্নি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত (জামদগ্ন্য) চতুরাত্র নামক যাগে যেমন পুরোডাশের (হবনীয় দ্রব্যের) সংস্কারক, 'আগ্নির্বৈ হোত্রং বেতু' ইত্যাদি ঔপসদ-মন্ত্রটি সামবেদোক্ত হইলেও, অঙ্গমাত্রই অঙ্গীর (প্রধানের) অনুগত হয়, এই কারণে যজুর্বেদীয় উপাংশুরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে; (ইহাও সেইরূপ)। প্রথম কাণ্ডেও (কর্ম-মীমাংসায়) এ কথা উক্ত আছে—'যেখানে গুণ ও গুণীর অর্থাৎ অঙ্গ ও অঙ্গী বা প্রধানের বিরোধ উপস্থিত হয় সেখানে প্রধানের সহিতই বৈদিক মন্ত্র বা ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু, প্রধানের উপকারার্থই তো অঙ্গের ব্যবস্থা।১ ॥৩।৩।৩৩

---

১ তাৎপর্য—'চতুরাত্র' একটি যজ্ঞের নাম। মহাতপা জমদগ্নি পুনঃ পুনঃ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া উহা 'জামদগ্ন্য চতুরাত্র' নামে প্রসিদ্ধ। ঐ যজ্ঞে পুরোডাশ সংস্কারের জন্য বিহিত একটি কর্মের নাম 'উপসদ'। ঐ উপসদ-কর্মে পঠনীয় 'অগ্নির্বৈ হোত্রং বেতু' ইত্যাদি মন্ত্রটি সামবেদীয়। 'উচ্চৈঃ সাম' এই বাক্যানুসারে ঐ মন্ত্রটি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা উচিত; কিন্তু উপসদ্-কর্মটি যখন যজুর্বেদীয় এবং ঐ মন্ত্রটি যখন তাহারই অঙ্গ এবং অঙ্গমাত্রেই যখন প্রধানের অনুগামী, তখন মন্ত্রটি সামবেদীয় হইলেও যজুর্বেদীয় উপসদ্-কর্মের অনুরোধে 'উপাংশু যজুষা' অর্থাৎ যজুর্বেদীয় মন্ত্র মৃদু স্বরে পাঠ করিবে, এই বিধান অনুসারে ঐ মন্ত্রটিকে উপাংশুরূপেই পাঠ করিতে হয়। অঙ্গমাত্রেই যখন প্রধানের অনুগামী হইয়া থাকে, তখন অঙ্গুলত্বাদি চিন্তাও ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তারই অঙ্গ; সুতরাং যেখানে যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপচিন্তার বিধান আছে, সেই সমস্ত স্থানেই অঙ্গুলত্বাদি ধর্মের চিন্তা করিতে হইবে।

নন্বেবং সর্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ব্রহ্মণ এব গুণিত্বাদ্ গুণানাং চ প্রধানানুবর্তিত্বাৎ "সর্বকর্মা সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ" (ছান্দো ৩।১৪।৪) ইত্যাদেগুর্ণজাতস্য প্রতিবিদ্যং ব্যবস্থিতস্যাপ্যব্যবস্থা স্যাৎ। তত্রাহ—

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্ম যখন সমস্ত বিদ্যাতেই গুণী বা প্রধান, এবং গুণ বা অঙ্গমাত্রেই যখন গুণী বা প্রধানের অনুগামী, তখন, 'সর্বকর্মা, সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ' ইত্যাদি গুণসমূহ প্রত্যেক বিদ্যায় পৃথক্ পৃথক্ থাকিলেও এখন তো সে সমস্ত গুণের অনিয়ম হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, অঙ্গ বলিয়া যদি সর্বত্রই ঐ সমস্ত গুণের অনুবৃত্তি করিতে হয়, তাহা হইলে একাধিক বিদ্যায় সে সমস্ত গুণের উল্লেখেরই আবশ্যক হইত না।

এই প্রশ্নের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলা হইতেছে—'ইয়দামননাৎ' ইতি।

ইয়দামননাৎ ॥৩।৩।৩৪

অন্বয়ার্থ ঃ আমননাৎ—একান্ত তদ্গতভাবে নিরন্তর চিন্তা কর্ত্তব্য বলিয়া; ইয়ৎ—এই অবধি (ব্রহ্মের গুণ-চিন্তা করিতে হইবে)।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

আমননম্ — আভিমুখ্যেন মননম্—অনুচিন্তনম্। আমননাৎ হেতোরিয়দেব গুণজাতং সর্বত্রানুসন্ধেয়ত্বেন প্রাপ্তম্, যদস্থূলত্বাদিবিশেষিতমানন্দাদিকম্। যেন গুণজাতেন বিনা ব্রহ্মস্বরূপস্যেতরব্যাবৃত্তস্যানুসন্ধানং ন সম্ভবতি, তদেব সর্বত্রানুবর্ত্তনীয়ম্; তচ্চেয়দেবেত্যর্থঃ। ইতরে তু সর্বকর্মত্বাদয়ঃ প্রধানানুবর্তিনোঽপি চিন্তনীয়-

---

অনুবাদ

'আমনন' মানে—আভিমুখ্যে তদ্গতভাবে নিরন্তর চিন্তা। আমনন হেতু, অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্ম-বিদ্যাতেই এইরূপ চিন্তার জন্য এই সমস্ত গুণই অর্থাৎ অস্থূলত্বাদি সহ আনন্দাদি সমস্ত গুণই ব্রহ্মবিদ্যায় প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ উপসংহার কর্ত্তব্য। অভিপ্রায় এই যে, যে সমস্ত গুণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তাই সম্ভবপর হয় না, কেবল সেই সমস্ত গুণেরই সর্ব ব্রহ্মবিদ্যায় গ্রহণ করিতে হইবে; অস্থূলত্বাদি গুণও এই গুণসমূহের অন্যতম। এতদ্ভিন্ন, সর্বজ্ঞ, সর্বকর্মা ইত্যাদি গুণসমূহ প্রধানের অর্থাৎ গুণী ব্রহ্মের অনুগত হইলেও,

ত্বেন প্রতিবিদ্যং ব্যবস্থিতাঃ ॥৩।৩।৩৪

যেহেতু তাহারা প্রত্যেক বিদ্যায় পৃথকরূপে নিরূপিত হইয়াছে, যেহেতু তাহারা ব্রহ্মচিন্তায় অব্যভিচারী নহে— অর্থাৎ নিত্যমুক্ত জীবেরও যেহেতু ঐ সকল গুণ আছে। সুতরাং সর্বব্রহ্মবিদ্যায় সে সমস্ত উপসংহার করিবার আবশ্যকতা নাই।

॥৩ ৩।৩৪

চতুর্দশ—অক্ষর-অধিকরণ সমাপ্ত।

১৫—অন্তরত্বাধিকরণম্* (সূত্র ৩৫—৩৭)

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনোঽন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশবৎ ॥৩।৩।৩৫

অন্বয়ার্থ ঃ অন্তরা—"য আত্মা সর্বান্তরঃ"—এই উষস্ত প্রশ্ন; ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ—দেহবিশিষ্ট জীবাত্মা-বিষয়ক (মনে করা উচিত); অন্যথা—তাহা না হইলে; ভেদ-অনুপপত্তিঃ—প্রকরণান্তর্গত দুই প্রকার পৃথক্ উপদেশের সার্থকতা থাকে না; ইতি চেৎ—ইহা যদি সন্দেহ হয়; ন—না (একই প্রকরণে একই ব্রহ্মবিষয়ে একাধিকবার প্রশ্ন হইতে পারে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মাবিষয়ক দুইটি বিভিন্ন প্রশ্ন বা উত্তর) সম্ভব নহে; উপদেশবৎ—যেমন ছান্দোগ্যে 'সদ্বিদ্যা'-প্রকরণে একই ব্রহ্মবিষয়ে একাধিকবার প্রশ্ন দেখা যায়।

সরলার্থ ঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'যাহা সর্বান্তর, তাহার কথা আমাকে বলুন', উষস্তের এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে—'যাহা প্রাণ দ্বারা প্রাণন—শ্বাস-প্রশ্বাসাদির কার্য করে, তাহা তোমার সর্বান্তর আত্মা,··তদ্ভিন্ন সমস্তই ধ্বংসশীল' ইত্যাদি। তাহার পর কহোলের প্রশ্নের উত্তরেও বলা হইয়াছে যে, 'যিনি পানের ও ভোজনের ইচ্ছার অতীত সেই আত্মাকে অবগত হইয়া···তদ্ভিন্ন সমস্তই ধ্বংসশীল' ইত্যাদি। উভয় স্থলে একই পরমাত্মা কি উপাস্য? কিংবা ভিন্ন? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, একই উপাস্য পরমাত্মার কথা বলা হইয়াছে।

*** অধিকরণ তাৎপর্য**—

(১) বিষয়—'এই আত্মা সর্বান্তর' ইত্যাদি সর্বান্তর আত্মা। (২) সংশয়—এই সর্বান্তর কি প্রত্যগাত্মা (জীব)? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্বপক্ষ—সর্বান্তর পদার্থ কখনই পরমাত্মা হইতে পারে না, নিশ্চয়ই জীব। (৪) উত্তর—না; এই উভয় বাক্যোক্ত আত্মাই পরমাত্মা, কিন্তু জীবাত্মা নহে। কারণ, জীবের পক্ষে উভয় বাক্যের উপক্রম ও উপসংহার সুসঙ্গত হয় না। (৫) নির্ণয়—অতএব, উপক্রম ও উপসংহার অনুসারে ঐক্য সিদ্ধ হওয়ায় বিদ্যারও ঐক্য বুঝিতে হইবে।

মূল

বৃহদারণ্যকে উষস্তপ্রশ্নে এবমাম্নায়তে — "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্বান্তরঃ তং মে ব্যাচক্ষ্ব" (বৃহদা ৩।৪।১) ইতি। তস্য প্রতিবচনম্ — "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স ত আত্মা সর্বান্তরঃ, যোঽপানেনাপানিতি, স ত আত্মা" (বৃহদা ৩।৪।১) ইত্যাদি। অতুষ্টেন তেন পুনঃ পৃষ্ট আহ — "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ, ন মতের্মন্তারং মন্বীথাঃ, ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ, এষ ত আত্মা সর্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তম্" (বৃহদা ৩।৪।২) ইতি। তথা তদনন্তরং কহোলপ্রশ্নে চৈবমাম্নায়তে — "যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্বান্তরঃ তন্মে ব্যাচক্ষ্ব" (বৃহদা ৩।৫।১) ইতি। প্রতিবচনঞ্চ — "যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি, এবং হৈতমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ" (বৃহদা ৩।৫।১) ইত্যাদি "অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যন্তম্। তত্র সংশয্যতে—

অনুবাদ

বৃহদারণ্যকে উষস্তের এইরূপ একটি প্রশ্ন পঠিত আছে—'যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সর্বান্তর আত্মা, আমাকে তাহার স্বরূপ বলুন' ইত্যাদি। ইহার প্রত্যুত্তর এইরূপ — 'যাহা প্রাণের সাহায্যে প্রাণন (শ্বাস-প্রশ্বাসাদি) কার্য করে, তাহাই তোমার সর্বান্তরভূত আত্মা, যাহা অপানের সাহায্যে অপানাদি কার্য করে তাহাই তোমার আত্মা' ইত্যাদি। উষস্ত এ কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া পুনর্বার প্রশ্ন করিলে, তদুত্তরে বলিলেন—"দৃষ্টির (দৃষ্টি-জ্ঞানের) দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না, শ্রবণের শ্রোতাকে শ্রবণ করিবে না, মতির মননকর্ত্তাকে মনন করিবে না, এবং জ্ঞানের জ্ঞাতাকেও জানিবে না, ইহাই তোমার সর্বান্তর আত্মা, এতদতিরিক্ত সমস্তই আর্ত্ত (ধ্বংসশীল)" ইত্যাদি। তাহার পরে কহোলের প্রশ্নও ঠিক এই প্রকারই পঠিত আছে — "নিশ্চয়ই যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম এবং যাহা সর্বান্তর আত্মা, তাহা আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন" ইত্যাদি। ইহার প্রত্যুত্তর —"যাহা ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা এবং শোক মোহ জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া আছে, সেই আত্মাকে অবগত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পুত্রাভিলাষ ও বিত্তাভিলাষ হইতে (মুক্তিলাভ করুন)" এই হইতে, 'এতদ্ভিন্ন সমস্তই আর্ত্ত (বিনাশশীল)' এই পর্যন্ত। এখানে সংশয় হইতেছে

কিমনয়োর্বিদ্যাভেদোঽস্তি নেতি। কি যুক্তম্? ভেদ ইতি। কুতঃ? রূপভেদাৎ — প্রতিবচনভেদাৎ রূপং ভিদ্যতে। প্রশ্নস্যৈকরূপ্যেঽপি প্রতিবচনপ্রকারো হি ভেদেনোপলভ্যতে। পূর্বত্র প্রাণনাদানাং কর্ত্তা সর্বান্তরাত্মত্বেনোচ্যতে, পরত্রাশনায়া-পিপাসাদিরহিতঃ। অতঃ পূর্বত্র প্রাণিতাদেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিমনঃ প্রাণব্যতিরিক্তঃ প্রত্যগাত্মোচ্যতে; পরত্র তু তদতিরিক্তোঽশনায়াপিপাসাদিরহিতঃ পরমাত্মা; অতো রূপং ভিদ্যতে। ভূতগ্রামবতশ্চ প্রত্যগাত্মনস্তস্য ভূতগ্রামস্য সর্বস্যান্তরাত্মত্বেন সর্বান্তরত্বমপ্যুপপন্নম্। যদ্যপি প্রত্যগাত্মনঃ সর্বান্তরত্বং ভূতগ্রাম-মাত্রাপেক্ষত্বে নাপেক্ষিকম্, তথাপি তদেব গ্রাহ্যম্; অন্যথা মুখ্যান্ত-রাত্মপরিগ্রহলোভাৎ পরমাত্মস্বীকারে প্রতিবচনভেদো নোপপদ্যতে। প্রতিবচনং হি পূর্বত্র প্রত্যগাত্মবিষয়ম্, পরমাত্মনঃ প্রাণিতৃত্বাপানি-তৃত্বাদ্যসম্ভবাৎ। পরঞ্চ পরমাত্মবিষয়ম্, অশনায়াপিপাসাদ্যতীতত্বাৎ।

যে, এই উভয় বাক্যে বিদ্যার ভেদ আছে কিনা, কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? (পূর্বপক্ষ) — ভেদপক্ষই যুক্তিযুক্ত। কারণ (উভয় বিদ্যার মধ্যে) রূপভেদ রহিয়াছে। প্রতিবচনের (প্রত্যুত্তরের) ভেদেই রূপভেদ ঘটিতেছে। উভয়-ক্ষেত্রে প্রশ্ন যদিও একরূপ, প্রত্যুত্তর কিন্তু একরূপ নহে, ভিন্নরূপ। প্রথম প্রত্যুত্তরে প্রাণনাদি চেষ্টার কর্ত্তাকে সর্বান্তর আত্মা বলা হইয়াছে, আর দ্বিতীয় প্রতিবচনে অশন বা ভোজন প্রভৃতি ধর্মরহিতকে সর্বান্তর আত্মা বলা হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণিগণের দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন ও প্রাণ হইতে অতিরিক্ত প্রত্যগাত্মাই (জীবাত্মাই) অভিহিত হইয়াছে; আর দ্বিতীয় বাক্যে জীব হইতে পৃথক্ ক্ষুধা ও পিপাসারহিত পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন; অতএব উভয়ে স্বরূপতঃই ভিন্ন হইতেছে। আর জীবভাবাপন্ন প্রত্যগাত্মা যখন সমস্ত ভূতেরই অভ্যন্তরস্থ, তখন তাহার সর্বান্তরাত্মা নির্দেশও অসঙ্গত নহে উপপন্নই হয়। যদ্যপি প্রত্যগাত্মার সর্বান্তরভাবে ভূতবর্গের অপেক্ষা থাকে বটে, তথাপি এস্থলে জীবাত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে; নচেৎ এখানে 'অন্তরাত্মা' শব্দের মুখ্যার্থবোধক পরমাত্মাকে গ্রহণ করিলে উভয়স্থলে প্রত্যুত্তরের পার্থক্য উপপন্ন হয় না। প্রাণন ও অপাননের হেতুত্ব পরমাত্মার সম্বন্ধে সম্ভবপর না হওয়ায় প্রথম প্রশ্নের উত্তর-বাক্যটি প্রত্যক্-আত্মার বিষয়ে, আর পরবর্ত্তী প্রতিবচনটি পরমাত্ম-বিষয়ে বুঝিতে হইবে। কেন না, পরবর্ত্তী বাক্যে এই অন্তরাত্মাকে ক্ষুধা ও পিপাসার অতীত বলা হইয়াছে।

তদিদমাশঙ্কতে—অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনোঽন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ—ইতি। অন্তরা—সর্বান্তরত্বেন প্রথমপ্রতিবচনং ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ — ভূতগ্রামবান্-তদন্তরঃ স্বাত্মা, প্রত্যগাত্মা সর্বান্তর ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যথা "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি" (বৃহদা ৩।৪।১), "যোঽশনায়াপিপাসাদ্যতীতঃ" ইতি প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ।

[সিদ্ধান্তঃ]

অত্রোত্তরম্ — নেতি। বিদ্যাভেদ ইত্যর্থঃ ; উভয়ত্র পরবিষয়ত্বাৎ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োঃ। তথা হি—"যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরঃ" (বৃহদা ৩।৪।১) ইতি প্রশ্নস্তাবৎ পরমাত্মবিষয় এব, ব্রহ্মশব্দস্য পরমাত্মাসাধারণত্বেঽপি প্রত্যগাত্মন্যপি কদাচিদুপচরিতপ্রয়োগদর্শনাৎ তদ্ব্যাবৃত্ত্যা পরমাত্মপ্রতিপত্ত্যর্থং 'যৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্ম' ইতি বিশেষণং ক্রিয়তে। অপরোক্ষত্বমপি সর্বদেশসর্বকালসম্বন্ধিত্বম্ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ-আনঃ ১) ইত্যনন্তত্বেনাবগতস্য

'অন্তরা-ভূতগ্রামবৎ' বাক্যেও আবার জীবাত্মাবিষয়ক সন্দেহ উপস্থিত হয়। 'অন্তরা' মানে — সর্বান্তরত্ব-প্রতিপাদক বচন। 'ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ' মানে — ভূতসমূহের অভ্যন্তরস্থ আত্মা অর্থাৎ প্রত্যক্ আত্মা (জীবাত্মা)। এই জীবাত্মাই সর্বান্তর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (প্রথম প্রত্যুত্তর বাক্যে) এইরূপ অর্থ না করিলে 'যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণন করেন' এবং 'যিনি ক্ষুধা ও পিপাসার অতীত' — (উভয় প্রশ্নে) এই বিভিন্নাকার প্রতিবচন সঙ্গত হইতে পারে না।

উক্ত পূর্বপক্ষীয় বচনের উত্তরে বলা হইতেছে—

সিদ্ধান্ত পক্ষ—

না, বিদ্যাভেদ নাই, কারণ, উভয়স্থানে প্রশ্ন ও প্রতিবচনেরই বিষয় হইতেছেন পরমাত্মা। দেখুন, 'যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সর্বান্তর আত্মা', এই প্রশ্ন তো নিশ্চয় পরমাত্মা বিষয়েই। কারণ 'ব্রহ্ম' শব্দটি পরমাত্মার বাচক হইলেও কখনো কখনো প্রত্যগাত্মাতেও গৌণভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। এইজন্য 'জীবাত্মা' অর্থ নিষেধের উদ্দেশ্যে 'পরমাত্মা' অর্থ বুঝাইবার জন্যই 'যৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম', এই 'সাক্ষাৎব্রহ্ম' শব্দে গৌণার্থে নহে, মুখ্যার্থে পরমব্রহ্ম অর্থ বুঝাইবার জন্য বিশেষিত করা হইয়াছে। আর, সর্বদেশ সর্বকাল সম্বন্ধিত্বরূপ যে অপরোক্ষত্ব তাহাও ব্রহ্ম — সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই শ্রুতি হইতে অনন্তরূপে অবগত

পরমাত্মন এবোপপদ্যতে। সর্বান্তরত্বমপি "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ" (বৃহদা ৩।৭।৩) ইত্যারভ্য "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরঃ" ইতি সর্বান্তর্যামিনঃ পরমাত্মন এব সম্ভবতি। প্রতিবচনমপি তথৈব পরমাত্মবিষয়ম্। "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি" (বৃহদা ৩।৪।১) ইতি—নিরুপাধিকং প্রাণনস্য কর্তৃত্বং পরমাত্মন এব, প্রত্যগাত্মনঃ সুষুপ্তৌ প্রাণনং প্রতি কর্তৃত্বাভাবাৎ। এবমজানতোষস্তেন প্রাণনে কর্তৃত্বমাত্রমুক্তং মন্বানেন প্রত্যগাত্মনোঽপি সাধারণত্বং প্রতিবচনস্য মত্বা অতুষ্টেন পুনঃ পৃষ্টস্তং প্রতি প্রত্যগাত্মনো ব্যাবৃত্তং নিরুপাধিকত্বেন প্রাণনস্য কর্ত্তারং পরমাত্মানমাহ—"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" (বৃঃ ৩।৪।২) ইত্যাদিনা। ইন্দ্রিয়াধীনানাং দর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানানাং কর্ত্তারং প্রত্যগাত্মানং প্রাণনস্য কর্তৃত্বেনোক্ত ইতি ন মন্বীথাঃ; তস্য সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ প্রাণনাদেরকর্তৃত্বাৎ। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" (তৈত্তি-আনঃ ৭) ইতি সর্বপ্রাণিপ্রাণনহেতুত্বং হি পরমাত্মন এবান্যত্র শ্রুতম্। অতঃ পূর্বপ্রশ্ন-প্রতিবচনে

পরমাত্মার সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়। সর্বান্তরত্ব ধর্মও 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অথচ পৃথিবী হইতে অন্তর বা পৃথক্' এই হইতে আরম্ভ করিয়া, 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন অথচ আত্মা হইতে পৃথক্'—এই শ্রুতি-প্রতিপাদিত সর্বান্তর্যামী পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়। সেইরূপই প্রতিবচনও পরমাত্মবিষয়েই সঙ্গত হয়। সুষুপ্তিকালে প্রত্যগাত্মার যখন প্রাণন ব্যাপারে কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকে না, তখন অব্যাহতভাবে প্রাণকর্তৃত্ব ধর্মও পরমাত্মার সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়। এই প্রকারে স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ উষস্ত মনে করিলেন যে এখানে বোধ হয় কেবল প্রাণন ব্যাপারের কর্তৃত্বই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে তো এই প্রত্যুত্তর জীবাত্মার পক্ষেও সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ মনে করিয়া উষস্ত আগ্রহসহকারে পুনরায় প্রশ্ন করিলে পর তদুত্তরে, 'ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ' ইত্যাদি বাক্যে তাহাতে প্রত্যগাত্মা হইতে পৃথগ্ভূত এবং প্রাণন-ব্যাপারের নিরুপাধিক (সর্বকালীন এমন কি সুষুপ্তিকালেরও) কর্ত্তা পরমাত্মার কথা বলিলেন। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান সম্পাদিত হয় তাহার কর্ত্তা জীবকে এখানে প্রাণন-ব্যাপারের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিবে না; কারণ, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতির অবস্থায় জীবের কোনরূপ কর্তৃত্বই থাকে না। বিশেষতঃ 'যদি এই আনন্দস্বরূপ আকাশ না থাকিত তাহা হইলে কে-ই বা প্রাণন করিত, আবার কে-ই বা চেষ্টা করিত' ইত্যাদি অপর শ্রুতিতেও পরমাত্মাকেই সর্বপ্রাণীর

পরমাত্মবিষয়ে, এবমুত্তরে অপি, অশনায়াদ্যতীতত্বস্য পরমাত্মাসাধারণত্বাৎ। উভয়ত্র 'অতোঽন্যদার্ত্তম্' ইত্যুপসংহারশ্চৈকরূপঃ। প্রশ্নপ্রতিবচনাবৃত্তিস্তু কৃৎস্নপ্রাণি-প্রাণনহেতোঃ পরস্য ব্রহ্মণোঽশনায়াদ্যতীতত্বপ্রতিপাদনায়। তত্র দৃষ্টান্তমাহ — উপদেশবৎ ইতি। যথা সদ্বিদ্যায়াম্ "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ" (ছান্দো ৬।১।২) ইতি প্রক্রান্তে সদুপদেশে "ভগবাংস্ত্বেব মে তদ্ব্রবীত্বিতি" (ছান্দো ৬।১।৭), "ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু" (ছান্দো ৬।৫।৪) ইতি প্রশ্নস্য "এষোঽণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যম্" (ছান্দো ৬।৯।৪) ইতি প্রতিবচনস্য চ ভূয়োভূয় আবৃত্তিঃ সতো ব্রহ্মণস্তন্মাহাত্ম্যবিশেষপ্রতিপাদনায় দৃশ্যতে, তদ্বৎ। অত্র একস্যৈব সর্বান্তরভূতস্য ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বাশনায়াদ্যতীতত্বপ্রতিপাদনেন রূপৈক্যাদ্বিদ্যৈক্যম্ ॥৩।৩।৩৫

প্রাণনের হেতু বলিয়া শোনা গিয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে, প্রথমোক্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচন উভয়ই পরমাত্মবিষয়ক। এইরূপ পরবর্ত্তী প্রশ্ন এবং প্রতিবচনও নিশ্চয়ই পরমাত্মাবিষয়ক। কেননা ভোজনেচ্ছাদি বৃত্তিকে যে অতিক্রম করা (অশনায়াদি-রাহিত্য) তাহা কেবল পরমাত্মারই বিশেষ ধর্ম (কিন্তু জীবের নহে)। তাহার পর, উভয়স্থানেই 'এতদ্ভিন্ন সমস্তই আর্ত্ত বা বিনাশশীল', এই উপসংহার বাক্যও উভয় স্থানেই একরূপ; সুতরাং উভয় স্থানেই (প্রতিপাদ্য বিষয়ও একই বটে)। তবে যে প্রশ্ন ও প্রতিবচনের আবৃত্তি বা পুনরুল্লেখ রহিয়াছে তাহার উদ্দেশ্য —পরমব্রহ্ম যে নিখিল প্রাণীর প্রাণধারণের হেতুভূত হইয়াও অশনায়াদির অতীত, তাহা প্রতিপাদন করা। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে— 'উপদেশবৎ' ইত্যাদি। ছান্দোগ্য উপনিষদে সদ্বিদ্যা-প্রকরণে 'তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে'? এই প্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রম করা হইলে পরে, 'পূজনীয়, আপনিই আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন', 'হে ভগবন্, আপনিই পুনর্বার বলুন', এই প্রশ্নে এবং "ইহা অতিশয় অণুস্বরূপ এবং সমস্ত জগৎই এতদাত্মক, ইনি সত্যস্বরূপ"—এই প্রতিবচনে যেমন ব্রহ্ম ও তাঁহার মহিমা-বিশেষের প্রতিপাদনকল্পে পুনরাবৃত্তি দৃষ্ট হয়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপই বটে। অতএব ব্রহ্ম যে নিখিল প্রাণীর প্রাণধারণের হেতুভূত হইয়াও অশনায়াদি ধর্মের অতীত, তাহাও প্রতিপাদনার্থেই এই সূত্রে উপরি-উক্ত বাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য। সুতরাং উপাস্য পদার্থের ঐক্য থাকায় বিদ্যারও ঐক্য বুঝিতে হইবে ॥৩।৩।৩৫

চতুর্দশ — অন্তরত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত।

অথ স্যাৎ — যদ্যপ্যুভে প্রশ্ন-প্রতিবচনে পরব্রহ্মবিষয়ে, তথাপি বিদ্যাভেদোঽবর্জনীয়ঃ ; একত্র সর্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বেনোপাস্যম্, ইতরত্র অশনায়াদ্যতীতত্বেন, ইত্যুপাস্যগুণভেদেন রূপভেদাৎ। প্রষ্টৃ-ভেদাচ্চ — পূর্বত্র হি উষস্তঃ প্রষ্টা ; উত্তরত্র কহোলঃ ইতি। তত্রাহ—

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই পরব্রহ্মবিষয়ক হউক তথাপি এখানে—কিছুতেই বিদ্যাভেদ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম একস্থানে—সর্বপ্রাণীর প্রাণধারণের হেতু, আর অন্য স্থানে—অশনায়াদির অতীত। সুতরাং গুণভেদ থাকায় বিদ্যারও স্বরূপগত ভেদ হইতেছে। তদুপরি প্রশ্নকর্ত্তার ভেদও বিদ্যাভেদের অপর হেতু ; প্রথম প্রশ্নের কর্ত্তা হইতেছেন উষস্ত এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের কর্ত্তা হইতেছেন কহোল।

এই আপত্তির উত্তরে বর্ত্তমান সূত্রে কথিত হইতেছে—'ব্যতিহারো' ইত্যাদি বাক্য।

ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥৩।৩।৩৬

অন্বয়ার্থঃ (পূর্ব সূত্রে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যে একই প্রকার প্রশ্নে দুই প্রকার উত্তর দেখা গিয়াছে। এরূপ স্থলে) ব্যতিহারঃ—(উভয় প্রকার উত্তরে, গুণ-সমূহের) পরস্পর বিনিময় ; বিশিংষন্তি—বিশেষরূপে উপদেশ দিতেছেন ; হি—নিশ্চয় ; ইতরবৎ—যেমন ছান্দোগ্যের 'সদ্বিদ্যা'-প্রকরণে হইয়াছে।

সরলার্থঃ এইরূপে যখন এক পরমাত্মাই উভয় প্রশ্নের জিজ্ঞাস্য বলিয়া নিশ্চিত হইতেছেন, তখন উভয়স্থানীয় গুণসমূহেরও বিনিময় করিতে হইবে। অর্থাৎ কোহলকে গ্রহণ করিতে হইবে পরমাত্মার প্রাণনাদি হেতুত্ব বুদ্ধি এবং উষস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে ভোজনেচ্ছা-অতীতত্ব বুদ্ধি। কারণ, ছান্দোগ্যে যেমন সদ্বিদ্যাতে সমস্ত উত্তর বাক্যই ব্রহ্মবোধক, এখানেও সেইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যের উভয় বাক্যই পরব্রহ্ম প্রতিপাদক। অতএব, উভয়কেই উভয়স্থানীয় গুণসমূহ চিন্তা করিতে হইবে।

মূল

নাত্র বিদ্যাভেদঃ, প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যামেকরূপার্থবিষয়াভ্যামে-

অনুবাদ

এখানে বিদ্যাভেদ হইতে পারে না। কেন না, একই বিষয়ের প্রতি-পাদক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর দ্বারা এবং উপাসনা বিষয়ক পদের সমন্বয় দ্বারাও

কেন চ বিধিপদেনৈকবাক্যত্বপ্রতীতেঃ। প্রশ্নদ্বয়ং তাবৎ সর্বান্তরাত্মত্ব-বিশিষ্ট-ব্রহ্মবিষয়ম্। দ্বিতীয়ে প্রশ্নে "যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরঃ" (বৃহদা ৩।৫।১) ইত্যেবকারশ্চ পূর্বত্রোষস্তেন দৃষ্টগুণ-বিশিষ্ট-ব্রহ্মবিষয়ত্বং কহোলপ্রশ্নস্যাবধারয়তি। প্রতিবচনং চোভয়ত্র "স ত আত্মা সর্বান্তরঃ" (বৃহদা ৩।৪।১) ইতি সর্বান্তরাত্মবিশিষ্ট-ব্রহ্ম-বিষয়মেকরূপমেব। বিধিপ্রত্যয়শ্চোত্তরত্রৈব দৃশ্যতে—"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" (বৃহদা ৩।৫।১) ইতি। এবং সর্বান্তরাত্মত্ববিশিষ্ট-ব্রহ্মৈকবিষয়ত্বে দ্বয়োরবগতে সতি একস্মিন্নেব সর্বান্তরাত্মত্ববিশিষ্টে ব্রহ্মণ্যুপাস্যে উষস্ত-কহোলয়োরিতরেতর-বুদ্ধি-ব্যতিহারঃ কর্তব্যঃ — উষস্তস্য যা সর্বান্তরাত্মনো ব্রহ্মণঃ সর্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্ববিষয়া বুদ্ধিঃ, সা কহোলেনাপি প্রষ্টব্যা কার্যা, যা চ কহোলস্য তস্যৈব ব্রহ্মণোঽশনায়াদ্যতীতত্ববিষয়া বুদ্ধিঃ, সা উষস্তেনাপি কার্যা। এবং ব্যতিহারে কৃতে উভাভ্যাং সর্বান্তরস্য ব্রহ্মণো জীব-ব্যাবৃত্তিরব-গতা ভবতি। এবং সর্বান্তরাত্মানং প্রত্যগাত্মনো ব্যাবৃত্তমবগময়িতুং

একই বস্তুর উপাস্যত্ব প্রতীত হইতেছে।

প্রশ্ন দুইটিও সর্বান্তর-আত্মস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ক, প্রথম প্রশ্নে উষস্ত কর্তৃক যাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কোহলের প্রশ্নের বিষয়ও যে তাহাই (অন্য নহে), ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্নস্থিত 'যৎ এব' ইত্যাদি শ্রুতিগত 'এব' শব্দে অবধারিত হইতেছে। আবার, উভয়স্থানীয় যে প্রতিবচন—'তাহাই তোমার সর্বান্তর' ইত্যাদি, তাহাও সর্বান্তরত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক অর্থাৎ তাহাও একই প্রকার। উপাসনা বিষয়ক বিধি-প্রত্যয়ও পরবর্ত্তী বাক্যেই দৃষ্ট হয়। যথা—'সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়া বাল্যভাবে অবস্থান করিবে', এই প্রকারে যখন সর্বান্তরত্ব এবং সর্বাত্মত্ব বিশিষ্ট এক ব্রহ্ম বিষয়েই উভয়ের প্রশ্ন এবং প্রতিবচন অবধারিত হইল তখন, সর্বান্তরাত্মত্ববিশিষ্ট উপাস্য ব্রহ্মবিষয়ে উষস্ত ও কোহলের পরস্পর চিন্তা-ব্যতিহার বা চিন্তার বিনিময় স্বীকার করিতেই হইবে। উষস্তের যে, সর্বান্তরাত্মা ব্রহ্মবিষয়ে সর্বপ্রাণীর প্রাণধারণত্ব চিন্তাও অবশ্য কর্তব্য এবং পক্ষান্তরে, কোহলেরও যে, সেই ব্রহ্ম বিষয়েই অশনায়াদি-অতীতত্ব চিন্তা, উষস্তকেও সেই চিন্তা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা উভয়ে এই প্রকার ব্যতিহার বা (গুণ) চিন্তার বিনিময় করিলেই সর্বান্তর ব্রহ্ম যে জীব হইতে পৃথক্, তাহাও সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যাইবে। এই প্রকারে জীব হইতে পৃথক্‌ভূত পরমাত্মাকে

সর্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বাশনায়াদ্যতীতত্ব-প্রতিপাদনেন বিশিংষন্তি হি যাজ্ঞবল্ক্যস্য প্রতিবচনানি। অতো ব্রহ্মণঃ সর্বান্তরাত্মত্বমেবোপাস্যগুণঃ; প্রাণনহেতুত্বাদয়স্তু তস্যোপপাদকাঃ, নোপাস্যাঃ।

ননু উপাস্যগুণঃ সর্বান্তরাত্মত্বমেব চেৎ, প্রাণনহেতুত্বস্য অশনায়াদ্যতীতত্বস্য চ প্রষ্টৃঃ ব্যতিহৃত্যানুসন্ধানং কিমর্থম্? তদুচ্যতে—সর্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বেন সর্বান্তরাত্মনি জীবাৎ ব্যাবৃত্তে ব্রহ্মণ্যুষস্তেনাবগতে সতি কহোলেন জীবস্য সর্বাত্মনা অসম্ভাবিতেন স্বভাববিশেষেণ সর্বান্তরাত্মা ব্যাবৃত্তোঽনুসন্ধেয় ইতি কৃত্বা পুনঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি তদভিপ্রায়মভিজ্ঞায় প্রত্যগাত্মনোঽসম্ভাবিতম্ অশনায়াদি-প্রত্যনীকত্বমুক্তবান্। অতশ্চোপাস্যস্য ব্যাবৃত্তি-প্রতীতিসিদ্ধ্যর্থমুভাভ্যাং পরস্পরবুদ্ধি-ব্যতিহারঃ কর্তব্যঃ। ইতরবৎ—যথা ইতরত্র—

বুঝাইবার নিমিত্তই যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যসমূহ সমস্ত প্রাণীর প্রাণধারণ-হেতুত্ব ও অশনায়াদি-অতীতত্ব প্রতিপাদন দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন। অতএব, এখানে ব্রহ্মে সর্বান্তরাত্মত্বই উপাস্য গুণ, অর্থাৎ সর্বান্তরত্ব গুণবিশিষ্টরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে; এবং প্রাণন-হেতুত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ কেবল তাহারই সমর্থক মাত্র, কিন্তু উপাস্য গুণ নহে।

প্রশ্ন হইতেছে—যদি বল, এখানে সর্বান্তরত্বই উপাস্য গুণ হউক, তাহা হইলে তো উভয় প্রশ্নকর্ত্তাকেই (উষস্ত ও কোশলকেই) আর উভয় স্থলে সর্বান্তরত্ব ও অশনায়াদি-অতীতত্ব গুণের বিনিময় অনুসন্ধান করিতে হয় না? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—উষস্ত যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব প্রাণীর প্রাণধারণের হেতু বলিয়াই উক্ত সর্বান্তরাত্মা বস্তুটি জীব হইতে বিলক্ষণ ব্রহ্ম স্বরূপ; তাহার পরেই কহোলও মনে করিলেন, জীবের পক্ষে যাহা একেবারে অসম্ভব, তাদৃশ বিশিষ্টগুণ-যোগেই সর্বান্তরাত্মার চিন্তা করা আবশ্যক। তাহারই ফলে, তিনি পুনর্বার চিন্তা করিলেন এবং (উত্তরদাতা) যাজ্ঞবল্ক্যও তাহার (কোহলের) অভিপ্রায় অবগত হইয়াই, জীবাত্মার পক্ষে যাহা সম্ভাবিত হয় না, সেই অশনায়াদি ধর্মাতীতত্ব গুণের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই কারণেও উপাস্য বস্তুর জীব হইতে ব্যাবৃত্তি সিদ্ধির জন্যই উষস্ত ও কোহলের পক্ষে পরস্পর বুদ্ধি বিনিময় আবশ্যক হইতেছে। (এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইতেছে—) ইতরবৎ; অন্যত্র—সদ্বিদ্যাপ্রকরণে যেমন বারম্বার

সদ্বিদ্যায়াং ভূয়োভূয়ঃ প্রশ্নৈঃ প্রতিবচনৈশ্চ তদেব সদ্ব্রহ্ম ব্যবচ্ছিদ্যতে; ন পুনঃ পূর্বপ্রতিপন্নাৎ গুণাৎ গুণান্তরবিশিষ্টতয়োপাস্যং প্রতিপাদ্যতে; তদ্বৎ ॥৩।৩।৩৬

বহুতর প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তরের দ্বারা সেই একই সদ্ব্রহ্মকে বিশেষিত করা হইয়াছে, কিন্তু প্রথমাবগত গুণ হইতে পৃথক্ গুণবিশিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ উপাস্যের নির্দেশ করা হয় নাই, ইহাও তদ্রূপ ॥৩।৩।৩৬

তত্রাপি প্রশ্ন-প্রতিবচনভেদে সতি কথমৈক্যমবগম্যতে ? ইতি চেৎ, তত্রাহ—

যদি আশঙ্কা হয়, প্রশ্ন ও প্রতিবচনের পার্থক্য থাকায় সেখানেই বা (উষস্ত ও কোহলের ক্ষেত্রেই বা) বিদ্যার ঐক্য জানা যায় কি প্রকারে ?

তদুত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলিতেছেন—'সৈব হি সত্যাদয়ঃ' ইত্যাদি।

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥৩।৩।৩৭

অন্বয়ার্থ ঃ স—পরমাত্মা; এব হি—নিশ্চয়ই; সত্যাদয়ঃ—সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণসমূহ (বিশিষ্ট)।

সরলার্থ ঃ ছান্দোগ্য উপনিষদের সদ্বিদ্যা প্রকরণে 'সেই পরদেবতা ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন', এই বলিয়া প্রথমে যে পরা দেবতার প্রস্তাব করা হইয়াছে, পরেও তাঁহারই বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ, প্রথম বাক্যে 'সত্য' প্রভৃতি যে সকল ধর্ম উক্ত আছে, পরবর্ত্তী সমস্ত বাক্যে সেই সমস্ত সত্য প্রভৃতি ধর্মেরই উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব প্রশ্ন এবং প্রত্যুত্তর বিভিন্ন হইলেও সেখানে বিদ্যা একই বটে।

মূল

সৈব হি—সচ্ছব্দাভিহিতা পরমকারণভূতা পরা দেবতৈব "সেয়ং দেবতৈক্ষত" (ছান্দো ৬।৩।২), "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছান্দো ৬।৮।৬) ইতি প্রকৃতা "যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি" (ছান্দো ৬।৯।১) ইত্যাদিষু পর্যায়েষু সর্বেষূপপাদ্যতে। যতঃ "ঐতদাত্ম্য-

---

অনুবাদ

'সেই পরদেবতা (পরব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন' 'তেজঃ পরদেবতায় লীন হয়' ইত্যাদি স্থলে, যে পরদেবতা পরব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী স্থলে, 'হে সোম্য, মধুকর নিকর যেমন মধুতে স্থিরতা লাভ করে' ইত্যাদি উপদেশ পরম্পরায়ও তিনিই সমর্থিত হইয়াছেন। কারণ, যেহেতু 'এই সমস্তই

মিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা" (ছান্দো ৬।৮।৭) ইতি প্রথমপর্যায়োদিতাঃ সত্যাদয়ঃ সর্বেষু পর্যায়েষ্বপাদ্যোপসংহ্রিয়ন্তে।

কেচিত্তু — "ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ" "সৈব হি সত্যাদয়ঃ" ইতি সূত্রদ্বয়মধিকরণদ্বয়ং বর্ণয়ন্তি। তত্র পূর্বেণ "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে; তদ্ যোঽহং সোঽসৌ, যোঽসৌ সোঽহম্" (ঐত আর ১।২।৪) ইতি বাক্যে জীব-পরয়োর্ব্যতিহারানুসন্ধানং প্রতিপাদ্যত ইতি উচ্যতে, ইত্যাহুঃ। তৎ "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দো ৩।১৪।১), "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্..... "তত্ত্বমসি" (ছান্দো ৬।১৬।৩) ইত্যবগতসর্বাত্মভাববিষয়ত্বাদস্য বাক্যস্য, নাত্র প্রতিপাদনীয়মপূর্বমস্তীত্যনাদরণীয়ম্। তত্তু বক্ষ্যতে — "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।৩) ইতি।

ন চ সর্বাত্মত্বানুসন্ধানাতিরেকেণ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি জীবত্বানুসন্ধানম্, জীবে চ পরব্রহ্মত্বানুসন্ধানং তথ্যং সম্ভবতি। উত্তরেণ চ সূত্রেণ "স যো হ বৈ তন্মহৎ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম" (বৃহদাঃ

তদাত্মক, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা', এই প্রথম উপদেশ স্থলে যে সত্যত্বাদি ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তী সমস্ত উপদেশ স্থলেও সেই সত্যাদি ধর্মই সংগৃহীত হইয়াছে।

কেহ কেহ 'ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ', 'সৈব হি সত্যাদয়ঃ' এই সূত্র দুইটিকে পৃথক্ অধিকরণরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম সূত্র দ্বারা 'হে ভগবন্, তুমি হইতেছ আমি, আর আমি হইতেছি তুমি' এই বাক্যোক্ত জীব ও পরমাত্মার অভেদ চিন্তার বিনিময় প্রতিপাদিত হইতেছে বলেন। কিন্তু আমরা বলি, 'এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ', 'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক' 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্যে যে সর্বাত্মভাব অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই যখন 'ত্বং বা অহম্' ইত্যাদি বাক্যেরও বিষয়, তখন এই বাক্যে আর নূতন করিয়া জ্ঞাপন করিবার কিছুই নাই। সুতরাং এরূপ (পূর্বোক্ত জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্যরূপ) ব্যাখ্যার আদর করা উচিত হয় না। বিশেষতঃ 'আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ' সূত্রেই এ বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে। বিশেষতঃ অগ্রে সর্বাত্মভাব জ্ঞান না থাকিলে পরম ব্রহ্মে জীবভাব চিন্তা এবং জীবেও পরমব্রহ্মভাব চিন্তা কখনই সত্য হইতে পারে না। (তাঁহারা আরও বলেন যে,) দ্বিতীয় সূত্রে 'যিনি সেই প্রথম জাত অতীব রমণীয় সত্য ব্রহ্মকে

৫।৪।১) ইত্যাদি-বাক্যপ্রতিপাদিতস্য সত্যোপাসনস্য "তৎ যৎ সত্য-মসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ যশ্চায়ং দক্ষিণেঽ-ক্ষন্" (বৃহদা ৫।৫।২) ইত্যাদি-বাক্যপ্রতিপাদিতোপাসনস্য চৈক্যং প্রতিপাদ্যত ইতি; তদপ্যযুক্তম্, উত্তরবাক্যে অক্ষ্যাদিত্যস্থানভেদেন বিদ্যাভেদস্য পূর্বমেব "ন বা বিশেষাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।২১) ইত্যনেন প্রতিপাদিতত্বাৎ। ন চ দ্বয়োরনয়োর্ব্যাহৃত্যাদি-শরীরকত্বেন রূপ-বতোঃ "হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ, য এবং বেদ" (বৃহদা ৫।৫।৩) ইতি পৃথক্‌সংযোগ-চোদনাবতোর্দ্বয়োরুপাসনয়োঃ— "স যো হ বৈ তন্মহৎ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, জয়তীমান্ লোকান্" (বৃহদাঃ ৫।৪।১) ইতি সংযোগ-রূপাদিমত্ত্বয়া নিরপেক্ষেণ পূর্বেণৈকেনোপাসনে-নাভেদঃ সম্ভবতি। ন চ "হন্তি পাপ্মানং জহাতি" (বৃহদা ৫।৫।৩) ইতি গুণ-ফলাধিকারত্বম্, প্রমাণাভাবাৎ। পূর্বেণৈকবিদ্যাত্বং প্রমাণ-মিতি চেৎ; ন, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ। একবিদ্যাত্বে নিশ্চিতে পূর্ব-

---

জানেন', এই বাক্যোক্ত সত্যরূপ ব্রহ্মোপাসনা, আর 'সেই যে সত্য, এই আদিত্যই তাহা—যিনি এই আদিত্যমণ্ডলের মধ্যগত পুরুষ এবং এই যিনি এই দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যগত পুরুষ' ইত্যাদি বাক্যোক্ত উপাসনার ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। সে কথাও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, পরবাক্যে অক্ষিও আদিত্যরূপ স্থানভেদ থাকায়, বিদ্যা যে এক নহে, তাহা পূর্বেই 'ন বা বিশেষাৎ' সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যাহৃতি প্রভৃতিকে শরীররূপে কল্পনা করায় এবং 'যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি পাপকে বিধ্বংস ও পরিত্যাগ করেন', এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ফলসংযোগ ও বিধি থাকায় বিভিন্নরূপ উপাসনার মধ্যে কখনই 'সেই যে লোক সেই মহারমণীয় প্রথমজ সত্য ব্রহ্মকে জানেন তিনি এই সমস্ত লোক অর্থাৎ ভোগস্থান জয় করেন', এইরূপ পৃথক্ ফলোল্লেখ থাকায়, তথাচ পূর্ববাক্য হইতে এই বাক্যের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকায় কোনরূপেই পূর্বের সহিত পরবর্ত্তী উপাসনার ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে না। আর, 'পাপধ্বংস ও পাপ বিমোচন' যে উপাসনার গৌণ ফল তাহাও নহে, কারণ, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। যদি বলেন পূর্ববিদ্যা ও পরবিদ্যার একত্বই প্রমাণ; না, তাহাও বলিতে পারেন না; কারণ, তাহা হইলে 'ইতরেতর আশ্রয়-দোষ' উপস্থিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, অগ্রে যদি উভয়ের একবিদ্যাত্ব নির্ণীত হয়, তাহা হইলেই পূর্ব-ফলের

ফলস্যৈব প্রধানফলত্বেনোত্তরয়োঃ ফলয়োর্গুণফলত্বম্, তয়োর্গুণ-ফলত্বে নিশ্চিতে সতি সংযোগ-ভেদাভাবাৎ পূর্বেণ বিদ্যৈক্যম্, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বমিতি, এবমাদিভির্যথোক্তপ্রকারমেব সূত্রদ্বয়ম্ ॥৩।৩।৩৭

প্রাধান্য নিবন্ধন পশ্চাৎ কথিত ফলদ্বয়ের গৌণত্ব হইতে পারে, পক্ষান্তরে পশ্চাদুক্ত ফলদ্বয়ের গৌণত্ব প্রথমে নিশ্চিত হইলে তবেই, ফল সংযোগের পার্থক্য না থাকায়, প্রথমোক্ত বিদ্যার সহিত পরোক্ত বিদ্যার ঐক্য কল্পনা করিতে পারা যায়। কাজেই উক্ত সিদ্ধান্তে ইতরেতর-আশ্রয়-দোষ ঘটিতেছে। এই প্রকার বহু কারণে সূত্রদ্বয়ের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই (অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বাত্মভাব জনিত জীব ব্রহ্মের ঐক্য, স্বরূপগত ঐক্য নহে) সঙ্গত হইতেছে ॥৩।৩।৩৭

পঞ্চদশ—অন্তরত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

১৬—কামাদ্যধিকরণম্* (সূত্র ৩৮—৪০)

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥৩।৩।৩৮

অন্বয়ার্থঃ কামাদি—সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ; ইতরত্র—অন্য স্থলে (যাহা উক্ত আছে); তত্র চ—সেখানেও (সংগ্রহ কর্ত্তব্য); আয়তনাদিভ্যঃ—(বিভিন্ন উপনিষদে একই) হৃদয়াকাশরূপ আয়তন প্রভৃতির উল্লেখের হেতুর জন্য।

সরলার্থঃ ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে", এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত আছে যে, "তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প" ইত্যাদি। আবার, বাজসনেয়ক-উপনিষদে আছে—"তাহার অভ্যন্তরে যে এই আকাশ, সর্বনিয়ামক সর্বেশ্বর তাহার মধ্যে বাস করেন"। উভয় স্থানেই হৃদয়ায়তনত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, উভয় স্থানেই উপাস্য এক; সুতরাং বিদ্যাও এক। কাজেই উভয়স্থলে উভয়স্থানীয় গুণের উপসংহার করিতে হইবে।

---

* অধিকরণ তাৎপর্য—

(১) বিষয়—ছান্দোগ্যে ও বাজসনেয়ক উপনিষদে উক্ত কামাদি গুণ। (২) সংশয়—উভয় উপনিষদুক্ত বিদ্যা কি এক, অথবা স্বতন্ত্র? (৩) পূর্বপক্ষ—উপদেশে যখন স্বরূপগত প্রভেদ রহিয়াছে, তখন নিশ্চয় উভয়স্থানীয় বিদ্যাও স্বতন্ত্র; (৪) উত্তর—না, হৃদয়ায়তনত্ব, সত্যকামত্ব ও সত্যসংকল্পাদিত্ব গুণ যখন উভয়স্থলেই সমান, তখন বিদ্যারও স্বরূপতঃ ভেদ নাই, উভয়ত্রই বিদ্যা এক; (৫) নির্ণয়—অতএব, উভয়স্থানেই উভয়স্থানীয় গুণগণের উপসংহার করিতে হইবে।

মূল

ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" (ছাঃ ৮।১।১) ইত্যাদি; বাজসনেয়কে চ "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ" (বৃহদা ৪।৪।২২) ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমনয়োর্বিদ্যাভেদঃ উত নেতি। কিং যুক্তম্? ভেদ ইতি। কুতঃ? রূপভেদাৎ; অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণাষ্টকবিশিষ্ট আকাশঃ ছান্দোগ্যে উপাস্যঃ প্রতীয়তে; বাজসনেয়কে তু আকাশে শয়ানো বশিত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাস্যঃ প্রতীয়তে; অতো রূপভেদাৎ বিদ্যাভেদঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ]

ন ভেদ ইতি। কুতঃ? রূপাভেদাৎ। ইতরত্র তত্র চ কামাদ্যৈব

অনুবাদ

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"এই ব্রহ্মপুর শরীরের অভ্যন্তরে যে দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক (হৃদ্‌পদ্ম) গৃহ আছে, তাহার অভ্যন্তরে দহর-আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা, তাহা অন্বেষণ করিবে" ইত্যাদি। বাজসনেয়ক-উপনিষদেও শুনা যায় "ইহাই সেই মহান্ অজ আত্মা, যাহা প্রাণের মধ্যস্থিত এই বিজ্ঞানময়; এই প্রাণের বা হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, তন্মধ্যে যিনি অবস্থান করেন—সর্বনিয়ামক ও সর্বাধিপতি" ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, এই উভয়স্থানীয় বিদ্যা কি ভিন্ন ভিন্ন, অথবা অভিন্ন? কোন্‌টি যুক্তিযুক্ত? (পূর্বপক্ষ)—ভেদপক্ষই যুক্তিযুক্ত। যেহেতু উভয়স্থানগত উপাস্যের স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদে অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট আকাশ উপাস্যরূপে প্রতীত হইতেছে, আর বাজসনেয়ক-উপনিষদে বশিত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট হৃদয়াকাশ উপাস্যরূপে বিজ্ঞাত হইতেছে। সুতরাং উভয়স্থলগত উপাস্যের স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে। রূপভেদ থাকায় বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ সম্ভাবনায় বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইতেছে—'কামাদি.....' ইত্যাদি বাক্য।

না, ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না। যেহেতু উপাস্যের রূপভেদ নাই; উভয়

হি রূপম্—বাজসনেয়কে ছান্দোগ্যে চ সত্যকামাদি-বিশিষ্টমেব ব্রহ্মোপাস্যমিত্যর্থঃ। কুতঃ এতদবগম্যতে? আয়তনাদিভ্যঃ—হৃদয়ায়তনত্ব-সেতুত্ব-বিধরণত্বাদিভিস্তাবদুভয়ত্র স্যৈব বিদ্যেতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে; বশিত্বাদয়শ্চ বাজসনেয়কে শ্রুতাঃ—ছান্দোগ্যশ্রুতস্য গুণাষ্টকান্যতমভূতস্য সত্যসংকল্পত্বস্য বিশেষা এব, ইতি সত্যসংকল্পত্বসহচারিণাং সত্যকামত্বাদীনাং অপহতপাপ্মত্বপর্যন্তানাং সদ্ভাবমবগময়ন্তি; অতো রূপং ন ভিদ্যতে। সংযোগোঽপি—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দো ৮।৩।৪), "অভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি" (বৃহদা ৪।৪।২৫) ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপো ন ভিদ্যতে। আকাশ-শব্দঃ ছান্দোগ্যে পরমাত্মবিষয় ইতি "দহর উত্তরেভ্যঃ" (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।১৩) ইত্যত্র নির্ণীতম্। বাজসনেয়কে তু আকাশে শয়ানস্য বশিত্বাদিশ্রবণাৎ তস্যশয়ানস্য পরমাত্মত্বে সতি তদাধারাভিধায়িন আকাশ-শব্দস্য "তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মম্" (তৈত্তি-নারাঃ ১১ অনুঃ) ইতি হৃদয়ান্তর্গতস্য সুষিরশব্দবাচ্যস্যাকাশস্যাভিধায়কত্বমবগম্যতে; অথ বিদ্যৈক্যম্। ৩।৩।৩৮

উপনিষদে এইস্থলে কামাদি গুণই উপাস্যের প্রকৃত রূপ, অর্থাৎ ছান্দোগ্যে ও বাজসনেয়ক উপনিষদে সত্যকামাদি গুণবিশিষ্ট একই ব্রহ্ম উপাস্য। যদি প্রশ্ন হয় কোন্ বাক্যে ইহা জানা যাইতেছে? তদুত্তরে বলিব,

সিদ্ধান্তপক্ষ—

হৃদয়ায়তনত্ব, সেতুত্ব ও বিধারণত্বাদি গুণ দর্শনে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে যে উভয়স্থানে সেই একই বিদ্যা বিহিত হইয়াছে। আর বাজসনেয়কে যে বশিত্বাদি গুণনিবহ শ্রুত আছে, সে সমস্তও ছান্দোগ্যে শ্রুত অষ্টবিধ গুণের অন্যতম সত্যসংকল্পত্ব গুণের প্রকারভেদ মাত্র। সুতরাং ঐ সমস্ত গুণই এখানে তৎসহচর সত্যকামত্ব হইতে……অপহতপাপ্মত্ব পর্যন্ত গুণরাশির সদ্ভাব সূচনা করিতেছে। অতএব স্বরূপগত প্রভেদ থাকিতেছে না। ফলসংযোগেও ভিন্নত্ব নাই। কারণ, "পরজ্যোতি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিকরূপে নিষ্পন্ন হয়", "অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়"—এই যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহা উভয়স্থানেই সমান। 'দহর উত্তরেভ্যঃ' এই সূত্রেও অবধারণ করা হইয়াছে যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের আকাশ শব্দটি পরমাত্মার বাচক, আর বাজসনেয়কেও বশিত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় দহরাকাশে অবস্থিত পদার্থটি যখন পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, তখন তাহার আধেয়বোধক আকাশ শব্দও যে 'তাহার প্রান্তে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে' এই শ্রুতি-উক্ত হৃদয়মধ্যগত 'সুষির' শব্দবাচ্য আকাশেরই অভিধায়ক তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। অতএব এখানে বিদ্যা একই বটে ॥৩।৩।৩৮

অথ স্যাৎ—যদুক্তং বাজসনেয়কে বশিত্বাদিভিঃ সহ সত্যকামত্বাদি সদ্ভাবোঽবগম্যতে ইতি। তন্নোপপদ্যতে, বশিত্বাদীনামেব তত্র পরমার্থতঃ সদ্ভাবাভাবাৎ। তদভাবশ্চ "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"। "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্" ইতি প্রকৃতেন বাক্যেন "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" (বৃহদা ৬।৪।১৯।৩০, ২২) ইত্যুত্তরেণ চোপাস্যস্য ব্রহ্মণো নির্বিশেষত্বপ্রতীতেরবগম্যতে; অতো বশিত্বাদয়োঽপি স্থূলত্বাণুত্ববৎ নিষেধ্যা ইতি প্রতীয়ন্তে; অতএব ছান্দোগ্যেঽপি সত্যকামত্বাদয়ো ন ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকা গুণা উচ্যন্তে; অতোঽপারমার্থিকত্বাদেবং জাতীয়কানাং গুণানাং মোক্ষার্থেষূপাসনেষু লোপ ইতি। তত্রাহ—

(পূর্বপক্ষ)—উক্ত সিদ্ধান্তে আপাত্ত এই যে, বাজসনেয়কে বশিত্বাদিগুণের সহিত সত্যকামত্বাদি সদ্ভাবের কথা যাহা বলা হইল তাহা সঙ্গত হইতেছে না। কারণ সেখানে বশিত্বাদিগুণের অস্তিত্বই নাই। "মনের দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হইবে, জগতে নানা বস্তু কিছুই নাই, যে লোক নানার মত দর্শন করে সে লোক মৃত্যুর পরেও মৃত্যু লাভ করে"; "অপ্রমেয় ও ধ্রুব (নিত্য) এই ব্রহ্মকে এক প্রকারেই দর্শন করিবে"—এই প্রকার শ্রুতির দ্বারাও উপাস্য ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা বশিত্বাদি গুণের অসদ্ভাবও জানা যাইতেছে, অতএব স্থূলত্ব ও অণুত্বগুণের ন্যায় বশিত্বাদি গুণসমূহেরও নিষেধ বলিয়া মনে হইতেছে। এই কারণেও ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামত্বাদি ধর্মসমূহ ব্রহ্মের পারমার্থিক গুণ বলিয়া কথিত হইতেছে না বুঝিতে হইবে। সুতরাং অপারমার্থিক বলিয়াই ঐজাতীয় গুণসমূহের মোক্ষসাধক উপাসনায় লোপ বা অভাব নিশ্চয়ই হইতেছে।

তদুত্তরে বলা হইতেছে—

আদরাদলোপঃ ৩।৩।৩৯

অন্বয়ার্থঃ আদরাৎ—যেহেতু (সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণ) আদরপূর্বক শ্রুতিতে যখন উল্লিখিত হইয়াছে; অলোপঃ—তখন এই সকল গুণের নিষেধ (হইতেই পারে না)।

সরলার্থঃ যেহেতু শ্রুতি, প্রমাণান্তরে অবিজ্ঞাত, (ব্রহ্মের) বশিত্বাদি গুণসমূহ আদরপূর্বক (আগ্রহসহকারে) প্রতিপাদন করিতেছেন, সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে,

'নেতি নেতি' শ্রুতিতে বশিত্বাদি গুণের নিষেধ করা হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, নিষেধ করাই অভিপ্রেত হইলে প্রথমেই এই গুণসমূহের প্রতিপাদন না করাই উচিত ছিল।

মূল

ব্রহ্মগুণত্বেন প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তানাং গুণানামেষাং সত্যকামত্বাদীনাম্ "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" (ছান্দো ৮।১।১), "এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" (ছান্দো ৮।১।৫) "সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ……এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" (বৃহদা ৪।৪।২২) ইত্যাদিভিরনয়োঃ শ্রুত্যোরন্যাসু চ মোক্ষার্থোপাসনোপাস্য-ব্রহ্মগুণত্বেন সাদরমুপদেশাদেষামলোপঃ; অপি তু উপসংহার এব কার্যঃ। ছান্দোগ্যে তাবৎ "তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছান্দো ৮।১।৬) ইতি সত্যকামত্বাদি-গুণবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণো বেদনমভিধায় "অথ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্

অনুবাদ

সত্যকামাদি যে সমস্ত গুণ, অন্য কোন প্রমাণে ব্রহ্মের গুণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ যখন "তন্মধ্যে যাহা আছে তাহা অন্বেষণীয়"; "এই আত্মা পাপবিবর্জিত জরা, মরণ, শোক বুভুক্ষা ও পিপাসা বর্জিত এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প"; "সকলের নিয়ন্তা ও সর্বেশ্বর"; "ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতগণের অধিপতি এবং ইনি ভূতগণের পালক"; "ইনি ভূতগণের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত লোকবিধারক সেতুরূপী" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত উক্ত উভয় (ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক) শ্রুতিতে এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও মোক্ষসাধক উপাসনায় উপাস্য ব্রহ্মের গুণরূপে যখন আদরের সহিত উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন এই বশিত্ব প্রভৃতি গুণের কিছুতেই লোপ বা নিষেধ হইতে পারে না; পরন্তু এ সমস্ত গুণের উপসংহারই করিতে হইবে। ছান্দোগ্যে "যাহারা এই আত্মতত্ত্ব ও সত্যকামাদি গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন সর্বলোকে তাহাদের কামচার (স্বাতন্ত্র্য) লাভ হইয়া থাকে"; এইরূপে সত্যকামত্বাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিয়া, 'যাহারা ইহলোকে আত্মা ও সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ না জানিয়া প্রয়াণ করে, সমস্ত

কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি" (ছান্দো ৮।১।৬) ইত্যবেদন-নিন্দা ক্রিয়মাণা গুণবিশিষ্ট-বেদনস্যাদরং দর্শয়তি। তথা বাজসনেয়কে "সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ", "এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপালঃ" (বৃহদা ৪।৪।২২) ইতি ভূয়োভূয় ঐশ্বর্যোপদেশাৎ গুণেষ্বাদরঃ প্রতীয়তে; এবমন্যত্রাপি।

ন চ মাতাপিতৃসহস্রেভ্যোঽপি বৎসলতরং শাস্ত্রং প্রতারকবদপারমার্থিকান্ নিরসনীয়ান্ গুণান্ প্রমাণান্তরাপ্রতিপন্নান্ আদরেণোপদিশ্য সংসারচক্র-পরিবর্ত্তনেন পূর্বমেব বৎভ্রম্যমাণান্ মুমুক্ষূন্ ভূয়োঽপি ভ্রময়িতুমলম্। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃহদা ৪।৪।১৯), "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃহদা ৪।৪।২০) ইতি তু সর্বস্য ব্রহ্মকার্যত্বেন তদাত্মকত্বাদেকধানুদর্শনং বিধায় অব্রহ্মাত্মকত্বেন পূর্বসিদ্ধ-নানাত্বদর্শনং নিষেধতীতি অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ। "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" (বৃহদা ৪।৪।২২) ইত্যত্র চ 'ইতি' শব্দেন প্রমাণান্তরপ্রতিপন্নং প্রপঞ্চাকারং পরামৃশ্য, ন তথাবিধং ব্রহ্মেতি সর্বাত্মভূতস্য ব্রহ্মণঃ

লোকেই তাহাদের কামচারের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে', এই শ্রুতিতে (গুণসমূহের) অবেদনের নিন্দার উক্তি থাকায় নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, উল্লিখিত গুণবিশিষ্টের উপাসনায় আদর প্রদর্শন করিতেছেন। সেইরূপ বাজসনেয়কেও 'ইনিই সকলকে বশীভূত রাখেন, এবং সকলের ঈশ্বর ভূতগণের অধিপতি ও পালক', এইরূপে বারম্বার ঐশ্বর্যের উল্লেখ থাকায় গুণবিশেষের আদরই বুঝা যাইতেছে। অন্যত্রও এই প্রকারই উল্লেখ রহিয়াছে।

বিশেষতঃ সহস্র পিতা মাতা অপেক্ষাও বৎসল অর্থাৎ হিতৈষী শাস্ত্র যে, প্রতারকের ন্যায়, প্রমাণান্তরে অপ্রাপ্ত বলিয়া অবাস্তবিক অতএব বর্জনযোগ্য কতকগুলি গুণের সাগ্রহে উপদেশ করিয়া, পূর্বেই সংসারচক্রের আবর্ত্তনে অবিরাম পরিভ্রাম্যমাণ মুমুক্ষু মানবমণ্ডলীকে পুনর্বার উদ্‌ভ্রান্ত করিবেন, ইহা হইতেই পারে না। তাহার পর, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মাত্মক, অতএব, ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে (সামানাধিকরণ্যবৃত্তির দ্বারা); এই জন্য, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্' এই শ্রুতিদ্বয় একত্ব দর্শনের বিধান করিয়া জ্ঞানোদয়ের পূর্ববর্ত্তী ভেদ দর্শনের নিষেধ করিতেছেন—এ কথা পূর্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আবার, 'স এষ নেতি নেত্যাত্মা' এই শ্রুতিতেও 'ইতি' শব্দ দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে পরিজ্ঞাত ব্রহ্মের তথাবিধ স্বভাব নিষেধপূর্বক সর্বাত্মক ব্রহ্মের প্রপঞ্চ হইতে পার্থক্যই প্রতিপাদন

প্রপঞ্চ-বিলক্ষণত্বং প্রতিপাদ্যতে; তদেব চানন্তরমুপপাদয়তি—"অগ্রাহ্যো ন হি গৃহ্যতে, অশীর্যো ন হি শীর্যতে, অসঙ্গো ন হি সজ্যতে, অব্যথিতো ন হি ব্যথতে ন রিষ্যতি" (বৃহদা ৪।৪।২২) ইতি প্রমাণান্তর-গ্রাহ্য-বিসজাতীয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরেণ ন গৃহ্যতে; বিশরণীয়-বিসজাতীয়ত্বাৎ ন বিশীর্যতে; এবমুত্তরত্রানুসন্ধেয়ম্। ছান্দোগ্যেঽপি "নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্যতি, ন বধেনাস্য হন্যতে, এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্, অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ" (ছান্দো ৮।১।৫) ইতি সর্ব-বিসজাতীয়ত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তস্মিন্ সত্যকামত্বাদয়ো বিধীয়ন্তে ॥৩।৩।৩৯

করা হইতেছে। পুনরায়, অব্যবহিত পরেই 'ব্রহ্ম প্রমাণের বা গ্রহণের অযোগ্য, এইজন্য প্রমাণে গৃহীত হন না (অপ্রমেয়); শীর্ণ হইবার অযোগ্য, সেজন্য শীর্ণ হন না; তিনি 'অসঙ্গ' এইজন্য আসক্ত হন না; ব্যথার অযোগ্য, এই কারণে ব্যথিত হন না; এবং তিনি স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না'—এই শ্রুতিও ঐরূপ অর্থেরই সমর্থন করিতেছেন। উপরি-উক্ত শ্রুতিটির অভিপ্রায় হইতেছে এই যে—শব্দাতিরিক্ত প্রমাণের দ্বারা যে সমস্ত বস্তু বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইতে ব্রহ্ম বিজাতীয়, সুতরাং শ্রুতি হইতে কোন প্রমাণেই তাঁহাকে জানা যায় না, যে সমস্ত পদার্থ শীর্ণ হয় তিনি তদ্বিজাতীয়; এই হেতু তিনি শীর্ণ হন না। শ্রুতিগত পরবর্ত্তী বাক্যগুলিরও এইরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও "শরীরের জরার দ্বারা ইহা জীর্ণ হয় না, বধেও ইহা হত হয় না, ইহা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর, সমস্ত কাম ইহার মধ্যে নিহিত আছে" এইরূপে ব্রহ্মের সর্বপদার্থ হইতে বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্য প্রতিপাদন করিয়া তাহাতেই আবার সত্যকামত্বাদি গুণগণের বিধান জ্ঞাপন করিয়াছেন ॥৩।৩।৩৯

নন্বেবমপি "তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি; স যদি পিতৃ-লোককামো ভবতি" (ছান্দো ৮।১।৬) ইত্যাদিনা সত্যকামাদিগুণবিশিষ্ট-বেদনস্য সাংসারিক-ফলসম্বন্ধশ্রবণাৎ মুমুক্ষোর্ব্রহ্মপ্রেপ্সোর্ন সগুণং

(পূর্বপক্ষ)—ভাল, (ব্রহ্ম) এইরূপ হইলেই বা কি হইল? "ইহলোকে যাহারা আত্মাকে তদ্‌গত সত্যকামত্বাদি গুণগণকে অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, তাঁহাদের সমস্ত কামচার (স্বাতন্ত্র্যযুক্ত) হইয়া থাকে, তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন……" ইত্যাদি বাক্যে সত্যকামত্বাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম উপাসনায় সাংসারিক (পিতৃলোক প্রাপ্তি প্রভৃতি) ফলের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মপ্রাপ্তিকামী মুমুক্ষুর পক্ষে

ব্রহ্মোপাস্যম্ ; পরবিদ্যাফলঞ্চ "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দো ৮ ৩।৪) ইতীদমেব। অতঃ সত্যকামত্বাদয়ো ব্রহ্মপ্রেপ্সোর্নোপসংহার্যা ইতি। অত উত্তরং পঠতি—

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা কখনও উচিত হয় না। পুনরায়, পরাবিদ্যার যাহা ফল তাহাও "পরজ্যোতি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃত রূপে পরিনিষ্পন্ন হয়"—ইহাই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। অতএব যে লোক ব্রহ্মপ্রাপ্তিকামী অর্থাৎ মুমুক্ষু, তাহার পক্ষে ব্রহ্মোপাসনায় সত্যকামত্বাদি গুণসমূহের উপসংহার করা উচিত নহে। এই আপত্তির উত্তরে বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইতেছে—'উপস্থিতে' ইত্যাদি বাক্য।

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ৩।৩।৪০

অন্বয়ার্থঃ অতঃ—ব্রহ্মভাব লাভ করেন বলিয়া ; উপস্থিতে—(এই প্রকার) ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত আত্মাতে (স্বেচ্ছাপ্রযুক্ত কামচারিতা আদি গুণোৎপত্তি হয়) ; তদ্বচনাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এই অবস্থায় পিতৃলোকাদি প্রাপ্তির উল্লেখ আছে।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

উপস্থিতিঃ—উপস্থানম্। ব্রহ্মোপসম্পন্নে সর্ববন্ধবিনির্মুক্তে স্বেন রূপেণাভিনিষ্পন্নে প্রত্যগাত্মনি, অত এব—উপসম্পত্তেরেব হেতোঃ সর্বেষু লোকেষু কামচার উচ্যতে—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা, নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্"

অনুবাদ

উপস্থিতে অর্থাৎ উপস্থান—প্রাপ্তি ; যে আত্মা ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছে, সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াছে এবং স্বস্বরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এই প্রকার ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি হেতুই সেই আত্মাতে সর্বলোকে কামচারের কথা বলা হইয়া থাকে। যথা, "মুমুক্ষু পুরুষ পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় যথার্থরূপে অভিব্যক্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ ; তিনি উপজন অর্থাৎ আত্মশরীরবর্ত্তী এই শরীর স্মরণ করেন না, তিনি ভক্ষণ করেন এবং মনোময় স্ত্রী, যান (অশ্বাদি) অথবা জ্ঞাতিগণের সহিত ক্রীড়াকরতঃ রমণ

(ছাঃ ৮।১২।৩) "স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছাঃ ৭।২৫।২) ইতি। তদেতৎ চতুর্থে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যতে। অতঃ সর্বেষু লোকেষু কামচারস্য মুক্তোপভোগ্যফলত্বাৎ মুমুক্ষোঃ সত্যকামত্বাদয়ো গুণা উপসংহার্যাঃ ॥৩।৩।৪০

করেন"; "তিনি স্বরাট্ (স্বাধীন) হন, সমস্ত জগতে তাঁর স্বেচ্ছাবিহার (কামচার) হইয়া থাকে" ইত্যাদি। এই বিষয়টি চতুর্থ পাদে বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিপাদন করা হইবে। অতএব, সর্বলোকে কামচার প্রাপ্তিও যখন মুক্তপুরুষেরও উপভোগ্য ফল, তখন মুমুক্ষুগণকেও অবশ্যই (পূর্বোক্ত) সত্যকামত্বাদি গুণের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩।৩।৪০

ষোড়শ—কামাদি-অধিকরণ সমাপ্ত।

১৭—তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণম্* (সূত্র ৪১)

তন্নির্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥৩।৩।৪১

অন্বয়ার্থ ঃ তন্নির্ধারণ-অনিয়মঃ — যজ্ঞাদি কর্মে উদ্গীথাদি উপাসনা অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে; তদ্দৃষ্টেঃ — যেহেতু সকল কর্মেই এইরূপ উপাসনার নিয়ম দেখা যায়; পৃথক্ — (এই উপাসনারূপ কর্মের ইহা একটি অঙ্গ) একটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া; যেহেতু, ফলম্—(মূল কর্মের অংগরূপ উদ্গীথ উপাসনার) ফল; অপ্রতিবন্ধঃ—প্রধান কর্মের ফলসিদ্ধিতে বিঘ্ন না হওয়া।

সরলার্থঃ ছান্দোগ্যে যে যজ্ঞাদি কর্মের অংগসমূহ অবলম্বনে উদ্গীথাদি উপাসনা বিহিত আছে, সেই উপাসনা কি সমস্ত কর্মেই অবশ্য কর্ত্তব্য, অথবা কর্ত্তার

*** অধিকরণ তাৎপর্য**—

(১) বিষয়—(যজ্ঞ কর্মের অংগরূপে) উদ্গীথ-উপাসনা (২) সংশয়—কর্মানুষ্ঠানে উদ্গীথ-উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য কিনা? (৩) পূর্বপক্ষ—উদ্গীথোপাসনা যখন উক্ত যজ্ঞাদিকর্মের অংগরূপী, তখন কর্মানুষ্ঠানমাত্রেই উদ্গীথোপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। (৪) উত্তর—না, উদ্গীথোপাসনা কর্মাংগ হইলেও যখন উহার ফল কর্মের ফল হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ এই কর্মফলের বীর্যলাভ মাত্র, তখন কর্মানুষ্ঠানে উদ্গীথোপাসনার একান্ত কর্ত্তব্যতা নাই; (৫) নির্ণয় — অতএব, কর্মফলে বীর্যবত্তার ইচ্ছা থাকিলে তবেই উদ্গীথউপাসনা করিতে হইবে।

ইচ্ছাধীন মাত্র? এতদুত্তরে বলা হইতেছে—এই সকল যজ্ঞকর্মতে যে অবশ্যই উদ্‌গীথ-উপাসনা করিতে হইবে এইরূপ নিয়ম নাই। কারণ, "যাহারা এইরূপ উপাসনা করে এবং যাহারা উপাসনা করে না, তাহারা উভয়েই কর্ম করিয়া থাকে", এইরূপে উভয় প্রকারেই যজ্ঞ-কর্মানুষ্ঠানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ উপাসনার দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্মগুলিতে সাধক কেবল শক্তিলাভ করে মাত্র। তাহার ফলে অন্যান্য বলবত্তর কর্মফল, এই যজ্ঞাদি কর্মফলের প্রতিবন্ধ ঘটাইতে পারে না। এতএব, এই উদ্‌গীথ-উপাসনার ফল হইতেছে প্রকৃত যজ্ঞাদির কর্মফল হইতে পৃথক্ ফল। কাজেই কর্মেতে এই উদ্‌গীথ-উপাসনার একান্ত কর্তব্যতা নাই।

মূল

"ওঁম্ ইত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" (ছান্দো ১।১।১) ইত্যাদীনি কর্মাঙ্গাশ্রয়াণ্যুপাসনানি কর্মাঙ্গভূতোদ্গীথাদিমুখেন জুহ্বাদিমুখেন পর্ণতাদিবৎ কর্মাঙ্গত্বেন নিরূঢ়ানুষ্ঠানানীতি উদ্গীথাদ্যুপাসন-সম্বন্ধিনঃ "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি (ছান্দো ১।১।১০) ইতি বর্ত্তমান-নির্দেশস্য পর্ণতাদিসম্বন্ধ্যপাপ-শ্লোকশ্রবণবৎ পৃথক্‌ফলত্বকল্পনাযোগাৎ ক্রতুষু নিয়মেনোপসংহার্যা-ণীতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—তন্নির্ধারণানিয়মঃ—ইতি।

অনুবাদ

(পূর্বপক্ষ) --

কর্মাঙ্গ 'জুহূ' প্রভৃতির যেমন পত্রময়তা বিহিত আছে, সেইরূপ কর্মাঙ্গ উদ্‌গীথাদি অবলম্বন করিয়াও "উদ্‌গীথাবয়ব 'ওম্' অক্ষরকে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি উপাসনার বিধান করা হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত উপাসনা 'কর্মাঙ্গ-উপাসনা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধিকন্তু, উদ্‌গীথোপাসনা সম্বন্ধে 'বিদ্যা বা উপাসনা-সহকারে যে কোন কর্ম করা হয় তাহাই সমধিক বীর্যবান হয়' এইরূপে বর্ত্তমান-কালীন ক্রিয়াপদের ('করোতি' পদের) নির্দেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পর্ণময়া 'জুহূর' স্থলে যেমন পাপ-শ্লোক (অমঙ্গল কথা) শ্রবণের অভাবই পৃথক্ ফলরূপে কল্পিত হইয়াছে, এখানে তো সেরূপ পৃথক্ ফল কল্পনা করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং যজ্ঞকার্যে অবশ্যই উদ্‌গীথাদি উপাসনার উপসংহার করিতে হইবে।

(সিদ্ধান্ত)—পূর্বপক্ষীয় এইরূপ অভিমতের উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বর্ত্তমান সূত্র বলিতেছেন—'তন্নির্ধারণানিয়মঃ' ইত্যাদি।

নির্ধারণং নিশ্চয়েন মনসোঽবস্থাপনম্—ধ্যানমিত্যর্থঃ ; তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ—কর্মসু উদ্গীথাদ্যুপাসনানামনিয়মঃ ; কুতঃ ? তদ্দৃষ্টেঃ—উপলভ্যতে হি উপাসনানুষ্ঠানানিয়মঃ—"তেনোভৌ কুরুতঃ- যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ ন বেদ" (ছান্দো ১ ১।১০) ইত্যবিদুষোঽপ্যনুষ্ঠানবচনাৎ। ন চাঙ্গত্বে সত্যুপাসনস্যানুষ্ঠানানিয়ম উপপদ্যতে। এবমুপাসনস্যানঙ্গত্বে নিশ্চিতে সত্যুপাসনবিধেঃ ফলাকাঙ্ক্ষায়াং 'রাত্রিসত্রন্যায়েন' বীর্যবত্তরত্বং কর্মফলাৎ পৃথগ্‌ভূত ফলমিত্যবগম্যতে।

কিমিদং বীর্যবত্তরত্বম্ ? কর্মফলস্যৈবাপ্রতিবন্ধঃ। প্রতিবধ্যতে হি কর্মফলং প্রবলকর্মান্তর-ফলেন তাবন্তং কালম্ ; তদভাবোঽ-

---

নির্ধারণ মানে—নিশ্চয়রূপে মনঃসংযোগ অর্থাৎ ধ্যান। 'তন্নির্ধারণানিয়ম' মানে—কর্মেতে উদ্গীথাদি উপাসনার অবশ্য কর্ত্তব্যতার অভাব। কারণ, সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ; "যে লোক এইরূপ জানে এবং যে লোক এইরূপ জানে না, তাহারা উভয়েই কর্ম করে"—এই শ্রুতিতে অবিদ্বানের পক্ষেও কর্মানুষ্ঠানের কথা থাকায় (উদ্গীথাদি) উপাসনা অনুষ্ঠানের অনিয়মই (অবশ্য কর্ত্তব্যতার অভাবই) দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই উপাসনা যদি কর্মাঙ্গই হইত, তাহা হইলেও কখনই উক্ত 'অনিয়ম' হইতে পারিত না। পক্ষান্তরে, উপাসনাবিধি যদি কর্মাঙ্গই না হয়, তাহা হইলে উপাসনাবিধির ফল জানিতে গেলে 'রাত্রিসত্রন্যায়'১ অনুসারে কর্মফল হইতে স্বতন্ত্র অধিক-বীর্যবত্তাই তাহার ফল বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই 'বীর্যবত্তরত্ব' শব্দের অর্থটি কি ? উত্তর—কর্মফলের প্রতিবন্ধক অর্থাৎ বাধা না থাকা। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বলবত্তর অন্য কর্মফল যতকাল উপস্থিত থাকে ততকাল সেই প্রবল কর্মফল দ্বারা যে তদপেক্ষা দুর্বল কর্মফলগুলি প্রতিরুদ্ধ থাকে, তাহা না হওয়াই অপ্রতিবন্ধ (তাহাকেই বলে বীর্যবত্তরত্ব)। এই যে উদ্গীথ উপাসনাদির

১—'রাত্রিসত্রন্যায়'—"প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা এতে, যা এতা রাত্রীরুপযন্তি", অর্থাৎ যাহারা এই 'রাত্রি-সত্র' কর্ম করে তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই অর্থবাদ বাক্যে যে প্রতিষ্ঠালাভরূপ ফলের কথা আছে, তাহা যজ্ঞফল হইতে পৃথক্ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা অঙ্গভূত ক্রিয়াংশের স্বতন্ত্র ফল কল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তদনুসারে এস্থলেও ক্রিয়াংশরূপে 'উদ্গীথ-উপাসনার' অধিক বীর্যলাভরূপ ফল কল্পনা করিতে হইবে।

প্রতিবন্ধঃ। স হ্যপ্রতিবন্ধঃ কর্মফলাৎ স্বর্গাদি-লক্ষণাৎ পৃথগ্ভূতমেব ফলম্। তদিদমুচ্যতে—পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলমিতি। অতঃ কর্মাঙ্গাশ্রয়াণামপি পৃথক্ফলত্বাৎ গোদোহনাদিবৎ কর্মসূদ্গীথাদ্যুপাসনানাম্ অনিয়মেনোপসংহারঃ ॥৩।৩।৪১

অপ্রতিবন্ধফল, তাহা নিশ্চয় স্বর্গাদি কর্মফল অপেক্ষা অর্থাৎ (যজ্ঞাদি কর্মফল অপেক্ষা) পৃথক্ বা স্বতন্ত্র ফল। ইহাই এই সূত্রস্থ 'পৃথক্ হি অপ্রতিবন্ধফলম্' কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। অতএব, উদ্গীথাদি উপাসনা যজ্ঞাদি কর্মের অঙ্গরূপ সেই কর্মের আশ্রিত হইলেও তাহাদের যখন পৃথক্ ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তখন কর্মাঙ্গ গো-দোহনাদির ন্যায়১ উদ্গীথাদি উপাসনারও (যজ্ঞাদি) কর্মমাত্রেই উপসংহার একান্ত আবশ্যক নহে ॥৩।৩।৪১

সপ্তদশ—তন্নির্ধারণানিয়ম-অধিকরণ সমাপ্ত।

১৮—প্রদানাধিকরণম্* (সূত্র ৪২)

প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥৩।৩।৪২

অন্বয়ার্থঃ (পৃথক্ভাবে গুণচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বরূপ ও রূপ চিন্তা কর্ত্তব্য); প্রদানবৎ—(ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে) হবিঃ প্রদানের ন্যায়; এব—নিশ্চয়; তৎ উক্তম্—এইরূপ শাস্ত্রে কথিত আছে।

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্ট দহরাকাশের উপাসনা। (২) সংশয়—ভিন্ন ভিন্ন গুণচিন্তার সংগে সংগে বারংবার দহরাকাশেরও চিন্তা করিতে হইবে কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগুলি পৃথক্ হইলেও সেই সমস্ত গুণের আশ্রয় গুণী যখন এক, অথচ তাহারও চিন্তা যখন স্বতন্ত্ররূপে বিহিত হইয়াছে তখন প্রত্যেক গুণের সংগে সংগে তাহার আর চিন্তা করিবার আবশ্যক হয় না। (৪) উত্তর—না; দহরাকাশ স্বরূপতঃ এক হইলেও, বিশেষ বিশেষ গুণযোগে যখন তাহার স্বরূপেরও বৈচিত্র্য ঘটিতেছে তখন প্রত্যেক গুণের সংগে সংগেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—দহরাকাশের উপাসনায় অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে দহরাকাশের চিন্তারও আবৃত্তি করিতে হইবে।

১—'গো-দোহনাদির ন্যায়'—যজ্ঞে যে চরুপাকের ব্যবস্থা আছে, তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—'গো-দোহন পশুকামস্য প্রশস্যতে', অর্থাৎ যে ব্যক্তির পশু-সমৃদ্ধি কাম্য

সরলার্থঃ 'দহর-বিদ্যাতে' আছে—'যাহারা এই আত্মাকে এবং তদীয় এই সত্যকামত্বাদি গুণসমুদয়কে অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন' ইত্যাদি। এখানে সংশয় হইতেছে যে, প্রত্যেক গুণচিন্তার সঙ্গেই গুণবিশিষ্ট পরমাত্মারও চিন্তা করিতে হইবে কি না? তদুত্তরে বলা হইতেছে—দেবরাজ ইন্দ্র স্বরূপতঃ এক হইলেও যেমন বিভিন্ন গুণযোগে তাহার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ হবিঃ প্রদানের বিধান আছে, সেইরূপ এখানেও পরমাত্মা এক হইলেও গুণভেদে যখন তাঁহার আকারগত বৈচিত্র্য ঘটিতেছে, তখন প্রত্যেক গুণচিন্তার সংগে পরমাত্মারও চিন্তা করিতে হইবে। গুণভেদে যে, দেবতারও স্বরূপ-ভেদ হয়, মীমাংসার সঙ্কর্ষণ-কাণ্ডে তাহা উক্ত আছে।

মূল

দহরবিদ্যায়াম্ "তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" (ছান্দো ৮।১।৬) ইতি দহরাকাশস্য পরমাত্মন উপাসনমুক্ত্বা "এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" ইতি গুণানামপি পৃথগুপাসনং বিহিতম্। তত্র সংশয়ঃ—গুণচিন্তনেঽপি তত্তদ্‌গুণবিশিষ্টতয়া দহরস্যাত্মনশ্চিন্তনমাবর্ত্তনীয়ম্, উত ন, ইতি। দহরাকাশস্যৈব অপহতপাপ্মত্বাদীনাং গুণিত্বাৎ তস্য চ সকৃদেবানুসন্ধাতুং শক্যত্বাৎ গুণার্থং তচ্চিন্তনং

অনুবাদ

ছান্দোগ্য উপনিষদের 'দহর-বিদ্যায়' পঠিত আছে—'যাহারা ইহলোকে এই আত্মাকে এবং তদীয় সত্যকামাদি গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করে' ইত্যাদি। এই স্থলে, প্রথমতঃ দহরাকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মার উপাসনা বলিয়া, 'এতান্ চ সত্যান্ কামান্' কথায় আবার তদীয় গুণসমূহেরও পৃথক্ উপাসনার বিধান করিয়াছেন। তাহাতে সংশয় হইতেছে যে, উক্ত গুণ চিন্তাকালে সেই সেই গুণযুক্ত দহর-আত্মাকেও কি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে হইবে? অথবা হইবে না? (পূর্বপক্ষ—) এক দহরাকাশ পদবাচ্য পরমাত্মাই যখন অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগণের আশ্রয় বা গুণী, তখন তাহাকে একবার চিন্তা করিলেই চলিতে পারে; সুতরাং গুণের অনুরোধে বারংবার তাঁহার চিন্তা অনাবশ্যক।

অভিলাষ আছে, তাহাকে গো-দোহন করিয়া চরু প্রস্তুত করিতে হইবে। এখানে যজ্ঞীয়-চরুপাকের নিত্যতা থাকিলেও তদংগরূপে গো-দোহনের নিত্যতা নাই। কিন্তু যাহার উক্তরূপ ফলেচ্ছা আছে তাহার পক্ষেই গো-দোহন কর্ত্তব্য, অন্যের পক্ষে নহে। এস্থলেও তদ্রূপ যজ্ঞের অংগরূপী উপাসনায় যখন পৃথক্ ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তখন উহারও নিত্যকর্ত্তব্যতা নাই। কিন্তু কর্মফলের বীর্যবত্তা লাভে যাহার অভিলাষ আছে, তাহার পক্ষেই উদ্‌গীথ উপাসনার অবশ্য কর্ত্তব্যতা, অন্যের পক্ষে নহে।

নাবর্ত্তনীয়ম্ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে (সিদ্ধান্তঃ)—

'প্রদানবদেব' ইতি। প্রদানবদাবর্ত্তনীয়মেবেত্যর্থঃ। যদ্যপি দহরাকাশ এক এবাপহতপাপ্মত্বাদিগুণানাং গুণী ; স চ প্রথমং চিন্তিতঃ ; তথাপি স্বরূপমাত্রাৎ গুণবিশিষ্টাকারস্য ভিন্নত্বাৎ "অপহতপাপ্মা বিজরঃ" (ছান্দো ৮।১।৫) ইত্যাদিনা গুণবিশিষ্টতয়া চোপাস্যত্বেন বিহিতত্বাৎ পূর্বং স্বরূপেণানুসংহিতস্য অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্টতয়া অনুসন্ধানার্থমাবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যাঃ ; যথা "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্বপেৎ" ; "ইন্দ্রায়াধিরাজায়", "ইন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে" (যজুঃ ২, কাঃ ৩, প্রঃ ৬ অনুঃ) ইতীন্দ্রস্যৈব রাজত্বাদিগুণবিশিষ্টত্বেঽপি তত্তদ্‌গুণসম্বন্ধ্যাকারস্য ভিন্নত্বাৎ প্রদানবৃত্তিঃ ক্রিয়তে। তদুক্তং সাঙ্কর্ষণে "নানা বা দেবতা পৃথকত্বাৎ" (মীমাংসা) ইতি ॥৩।৩।৪২

(সিদ্ধান্ত)— এইরূপ অভিমতের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইতেছে— 'প্রদানবদেব' ইত্যাদি।

প্রদানের ন্যায় নিশ্চয় বারংবার চিন্তা করিতে হইবে, যদিও এক দহরাকাশই অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসমূহের আশ্রয়রূপী গুণী বটে এবং যদিও প্রথমেই তাঁহার চিন্তা সম্পন্ন হইয়া থাকে বটে তথাপি দহরাকাশের যাহা স্বাভাবিক রূপ, সেই গুণবিশিষ্ট রূপটি নিশ্চয় তাহা হইতে ভিন্ন, সুতরাং 'তিনি নিষ্পাপ ও জরারহিত' ইত্যাদি বাক্যে গুণবিশিষ্টরূপেও তাঁহার উপাসনা বিহিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, দহরাকাশ প্রথমে অবিশেষিতভাবে উপাসিত হইলেও, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে পুনরায় তাহার উপাসনা করিতেই হইবে। রাজত্বাদি গুণবিশিষ্ট ইন্দ্র প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও যেমন, 'রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে একাদশ পাত্রে নিষ্পাদিত পুরোডাশ (হবণীয় দ্রব্য) প্রদান করিবে', 'অধিরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে' অর্থাৎ স্বরাট্ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে (হবিঃ প্রদান করিবে), ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার গুণসম্বন্ধবশতঃ ইন্দ্রের রূপভেদ হওয়ায়, পুনরায় হবিঃ প্রদান করিতে হয়, (ইহাও তদ্রূপ)। মীমাংসার সঙ্কর্ষণকাণ্ড নামক অংশেও এ কথা উক্ত আছে। যথা— 'অথবা বিশেষ বিশেষ আকারগত পার্থক্য নিবন্ধন দেবতাই ভিন্ন ভিন্ন'। অতএব বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ হবিঃ প্রদান করিতে হইবে ॥৩।৩।৪২

অষ্টাদশ—প্রদানাধিকরণ সমাপ্ত।

১৯—লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্* (সূত্র ৪৩)

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥৩।৩।৪৩

অন্বয়ার্থ : লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ—চিহ্ন বা তদ্‌বোধক বাক্যের বাহুল্যবশতঃ; তৎ-হি বলীয়ঃ—উক্ত লিঙ্গ বা লক্ষণ প্রতিপাদক বাক্যগুলি (প্রকরণ অপেক্ষা) বলবান; তৎ—এই নিয়ম; অপি—পূর্বমীমাংসায়ও (কথিত হইয়াছে)।

সরলার্থ : তৈত্তিরী-উপনিষদে দহরবিদ্যার পরেই 'সমস্ত মস্তকযুক্ত দীপ্তিমান, বিশ্বদর্শী বিশ্বকারণ, বিশ্বাত্মক, নির্বিকার পরম প্রভু নারায়ণকে (ভজনা করিবে)' এই হইতে আরম্ভ করিয়া, 'তিনি পরম অক্ষর (অব্যয়) ও স্বপ্রকাশ', এই পর্যন্ত পঠিত আছে। এখানে 'নারায়ণ' শব্দে কেবল দহর-বিদ্যার উপাস্য মাত্রই বুঝিতে হইবে না, পরন্তু, নিখিল পরবিদ্যায় যিনি উপাস্য তাহারই উপাসনা বুঝিতে হইবে। কারণ, তাঁহারই গ্রাহক বাক্য প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। প্রকরণ অপেক্ষা যে বাক্যই বলবান এ কথা পূর্বমীমাংসায়ও কথিত আছে।

মূল

তৈত্তিরীয়া দহরবিদ্যানন্তরমধীয়তে—

"সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবম্১।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্ ॥ (তৈত্তি-নারাঃ ১৩)

অনুবাদ

তৈত্তিরীয়শাখীরা দহরবিদ্যা সমাপ্তির পরে "সহস্র শিরবিশিষ্ট বিশ্বদর্শী, বিশ্বকারণ, বিশ্বাত্মক, পরমপ্রভু ও নির্বিকার দেব নারায়ণকে" ইত্যাদি।

---

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—নারায়ণ-অনুবাকে পঠিত নারায়ণ-উপাসনা; (২) সংশয়—ইহা কি পূর্ববর্তী দহরবিদ্যার উপাস্যবস্তুরই উপাসনার প্রকাশক, অথবা সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় উপাস্যবস্তুর উপাসনা-প্রকাশক? (৩) পূর্বপক্ষ—পূর্বে যখন দহর বিদ্যার প্রসঙ্গ গিয়াছে তখন প্রকরণানুসারে এই উপাসনাও দহরবিদ্যার উপাস্যেরই উপাসনা-প্রকাশক; (৪) উত্তর—না, প্রকরণ অপেক্ষাও যখন বাক্যই বলবান, অথচ পরবর্তী বাক্যে যখন স্পষ্টই নারায়ণের কথা রহিয়াছে, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, ইহা সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্য ব্রহ্মেরই উপাসনা-প্রকাশক; (৫) নির্ণয়—অতএব 'নারায়ণ' শব্দে কেবল দহর-বিদ্যায় উপাস্য ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে না, সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্যকেই বুঝিতে হইবে।

১—বিশ্বসম্ভবম্—পাঠভেদঃ।

ইত্যারভ্য "সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্" ইত্যন্তম্। তত্র সংশয়ঃ—কিং পূর্বপ্রকৃত-বিদ্যাঽৈকবিদ্যাত্বেন তদুপাস্যবিশেষনির্দ্ধারণম্—ইতি। কিং যুক্তম্? দহরবিদ্যোপাস্য-বিশেষনির্দ্ধারণমিতি। কুতঃ? প্রকরণাৎ। পূর্বস্মিন্ অনুবাকে দহরবিদ্যা হি প্রকৃতা—

"দহং বিপাপ্মং পরবেশ্মভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।
তত্রাপি দহং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্॥"

(তৈত্তি-নারাঃ ১ অনুঃ) ইতি। অস্মিংশ্চানুবাকে "পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্" (তৈত্তি-নারাঃ ১১ অনুঃ) ইত্যাদীনা হৃদয়পুণ্ডরীকাভিধানমস্য নারায়ণানুবাকস্য দহরবিদ্যোপাস্যনির্দ্ধারণার্থত্বমুপোদ্বলয়তীতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ—ইতি।

অস্য নিখিলপরবিদ্যোপাস্য-বিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বে ভূয়াংসি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তে। তথা হি—পরবিদ্যাসু অক্ষর-শিব-শম্ভু-পরব্রহ্ম-

---

"তিনিই নিরতিশয় প্রকাশমান অক্ষর" ইত্যাদি উপাসনার বিষয় পাঠ করিয়া থাকেন। তাহাতে সংশয় এই যে, এখানে কি পূর্বপ্রস্তাবিত দহরবিদ্যার সহিত সম্মিলিতভাবে তৎসম্বন্ধেই উপাস্যগত কিছু বিশেষের নির্দ্ধারণ করা হইতেছে? অথবা সমস্ত পরবিদ্যাতে যিনি উপাস্যরূপে অবধারিত আছেন তদ্বিষয়েই কিছু নিরূপণ করা হইতেছে, কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? (পূর্বপক্ষ)—দহরবিষয়ে যিনি উপাস্য তাঁহার বিষয়েই বিশেষ কিছু নিরূপণ করা হইতেছে, এই পক্ষই যুক্তিযুক্ত। কারণ, এখানে তাহারই প্রস্তাব বা প্রকরণ রহিয়াছে। কেননা পূর্ব অনুবাকে 'দহরবিদ্যাই' বর্ণিত হইয়াছে—'নিষ্পাপ দেহ অর্থাৎ ক্ষুদ্র হৃদয়ই পরমেশ্বরের বাসগৃহ, অর্থাৎ অভিব্যক্তির স্থান, যাহা দেহাভ্যন্তরে পুণ্ডরীক নামে পরিচিত। তাহারও মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তন্মধ্যে যাহা অবস্থিত তাহারই উপাসনা করিতে হইবে' ইত্যাদি। বিশেষতঃ 'পদ্মকোষসদৃশ অধোমুখে অবস্থিত হৃদয়' ইত্যাদি বাক্যে যে হৃদয়-পুণ্ডরীকের নাম করা হইয়াছে, তাহার দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে যে, দহরবিদ্যার উপাস্যই এই 'নারায়ণ' অনুবাকেও (পরিচ্ছেদেও) উপাসনীয়, (অন্য কিছুই নহে)। এই অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে—বর্ত্তমান সূত্র 'লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ' ইত্যাদি।

(সিদ্ধান্তপক্ষ)—

সমস্ত পরাবিদ্যার উপাস্যগত বিশেষ নির্দ্ধারণেই যে ইহার তাৎপর্য, সে বিষয়ে প্রচুর চিহ্ন বা অনুকূল বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

দেখুন, সাধারণতঃ পরাবিদ্যার উপাস্য পদার্থটি অক্ষর, শিব, শম্ভু, পরব্রহ্ম,

পরজ্যোতিঃ-পরতত্ত্ব –পরমাত্মাদিশব্দনির্দিষ্টমুপাস্যং বস্তু ইহ তৈরেব শব্দৈরনূদ্য তস্য নারায়ণত্বং বিধীয়তে ; ভূয়সীষু বিদ্যাসু শ্রুতাননূদ্য নারায়ণত্ববিধানভূয়স্ত্বং — নারায়ণ এব সর্ববিদ্যাসূপাস্যম্ অস্থূলত্বাদি বিশেষিতানন্দাদিগুণকং পরং ব্রহ্মেতি বিশেষনির্ণয়ে ভূয়ঃ বহুতরং লিঙ্গং ভবতি।

অত্র লিঙ্গ-শব্দঃ চিহ্নপর্যায়ঃ ; চিহ্নভূতং বাক্যং বহুতরমস্তীত্যর্থঃ। তদ্ধি প্রকরণাৎ বলীয়ঃ। তদুপ্যুক্তং প্রথমকাণ্ডে "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" (পূর্বমীমাংসা ৩।৩।১৪) ইতি।

যদুক্তম্ "পদ্মকোশ-প্রতীকাশম্" (তৈত্তি-নারাঃ ১১ অনুঃ) ইত্যাদি বচনং দহরশেষত্বমস্যোপোদ্বলয়তি ইতি ; তন্ন ; বলীয়সা প্রমাণেন সর্ববিদ্যোপাস্য-নির্দ্ধারণার্থত্বেঽবধৃতে সতি দহরবিদ্যায়ামপি তস্যৈব নারায়ণস্যোপাস্যত্বেন তদ্বচনোপপত্তেঃ। ন চ 'সহস্রশীর্ষম্' ইত্যাদি

পরজ্যোতি, পরতত্ত্ব ও পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দেই সর্বত্র নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ; এখানেও ঠিক সেই সমস্ত শব্দেই তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া, তাহার সম্বন্ধে কেবল নারায়ণত্ব ধর্মেরই বিধান করা হইতেছে মাত্র। পরবিদ্যা-প্রতিপাদক বহুতর শ্রুতিতে যে সমস্ত গুণ পঠিত আছে এখানে যে সেই গুণসমূহেরই পুনরুক্তির দ্বারা একমাত্র নারায়ণত্বেরই বিধান করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্য নারায়ণই যে এখানে অস্থূলত্বাদি বিশেষণে বিশেষিত এবং আনন্দাদি গুণসম্পন্ন পরব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ অর্থ নির্দ্ধারণের পক্ষে বহু 'লিঙ্গ' (চিহ্ন) আছে।

এখন 'লিঙ্গ' শব্দটি 'চিহ্ন' শব্দের পর্যায়বাচক, অতএব বুঝিতে হইবে যে চিহ্নভূত বহুতর বাক্য আছে। "শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান, সমাখ্যা – এই সমস্ত হেতুগুলির মধ্যে পর পর হেতুগুলি পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা দুর্বল" ইত্যাদি।

আর যে বলা হইয়াছে, "পদ্মকোশপ্রতিকাশং" বাক্যই উক্ত বাক্যের দহর-অধীনতা সমর্থন করিতেছে তাহাও হইতে পারে না। কারণ, অপেক্ষাকৃত বলবান প্রমাণের দ্বারা যদি সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্যের উপাসনাই নির্দ্ধারিত হয় তবে সেই দহরবিদ্যাতেও নারায়ণের উপাসনা স্বীকার করিলেই সেই 'পদ্মকোশ' আদি বাক্যেরও অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে। আবার, 'সহস্রশীর্ষং' পদে

দ্বিতীয়ানির্দেশেন পূর্বানুবাকোদিতোপাসিনা সম্বন্ধঃ শঙ্কনীয়ঃ ; "তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্" (তৈত্তি-নারাঃ ১০ অনুঃ) ইত্যুপাসি-গতেন কৃৎ-প্রত্যয়েনোপাস্যস্য কর্মণোঽভিহিতত্বাৎ তদুপাস্যে দ্বিতীয়ানুপপত্তেঃ। "বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ", "তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ" (তৈত্তি-নারঃ ১১ অনুঃ) ইত্যাদি প্রথমানির্দেশাচ্চ প্রথমার্থে দ্বিতীয়া বেদিতব্যা।

"অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।"
"তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্" ॥

(তৈত্তি-নারাঃ ১১ অনুঃ)

ইতি নির্দেশৈঃ সর্বস্মাৎ পরো নারায়ণ এব সর্বত্রোপাস্য ইতি নির্ণীয়মানত্বাচ্চ প্রথমার্থে দ্বিতীয়েতি নিশ্চীয়তে ॥৩।৩।৪৩

দ্বিতীয়া নির্দেশ থাকায় ইহার সহিত পূর্ব অনুবাকস্থ উপাসনা-বিধায়ক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে, এইরূপ শংকাও সঙ্গত হয় না। কারণ, পূর্ব অনুবাকে আছে—'তস্মিন্ যদন্তঃ তদুপাসিতব্যম্'; এখানে উপাসিতব্য পদে 'কৃত্য'-প্রত্যয় (তব্য) দ্বারা কর্মভূত (প্রাথমান্ত) উপাস্যের নির্দেশ থাকায় তাহার কর্ম-পদেও ('সহস্রশীর্ষং' শব্দেও) আর দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ', অর্থাৎ পুরুষই এই সমস্ত জগৎ, 'তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ' নারায়ণই একমাত্র পরতত্ত্ব, ইত্যাদি বাক্যে প্রথমা বিভক্তি থাকায় 'সহস্রশীর্ষং পদেও প্রথমা বিভক্তির অর্থেই দ্বিতীয়া বিভক্তি বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ "নারায়ণই সর্ববস্তুর অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া রহিয়াছেন", "তাঁহার শিখার মধ্যে অর্থাৎ সেই জ্যোতির উপরে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন", "তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষর এবং তিনিই পরম স্বরাট্", এই সমস্ত নির্দেশ থাকায় নিশ্চয় হইতেছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণই সমস্ত বিদ্যার একমাত্র উপাস্য, সুতরাং ইহাও বুঝা যাইতেছে যে 'সহস্রশীর্ষং' শব্দে প্রথমা বিভক্তির স্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে ॥৩।৩।৪৩

ঊনবিংশ—লিঙ্গভূয়স্ত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত।

২০—পূর্ববিকল্পাধিকরণম্* (সূত্র ৪৪—৫০)

পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥৩।৩।৪৪

অন্বয়ার্থঃ প্রকরণাৎ পূর্ববিকল্পঃ—যেহেতু ক্রিয়াময় যজ্ঞের প্রকরণে যজ্ঞীয় অগ্নির উল্লেখের পর মানসিক অগ্নিরই অন্যভাবে উল্লেখ আছে, সেইজন্য এই মানসিক অগ্নি ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাগ্নির বিকল্প বা প্রকারান্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে; ক্রিয়া মানসবৎ —যেমন কোন কোন যজ্ঞে মানসক্রিয়ার উল্লেখ আছে, সেইরূপ; স্যাৎ — এখানেও বুঝিতে হইবে।

সরলার্থঃ শ্রুতিতে ক্রিয়াময় যজ্ঞের প্রকরণের পূর্বে ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাগ্নির উল্লেখ করিয়া মনশ্চিত (মনের দ্বারা রচিত) প্রভৃতি মানসিক অগ্নির অন্যভাবে উল্লেখ আছে। অতএব এই কারণে ক্রিয়াত্মক অগ্নি এবং মানসিক অগ্নি পৃথক্ নহে—বিকল্প মাত্র, অর্থাৎ প্রকারান্তরে উল্লিখিত মাত্র। শাস্ত্রে যেরূপ 'দ্বাদশাহ' যজ্ঞে মানসক্রিয়ার উল্লেখ আছে (মনে মনে আহুতি দিয়া মনে মনে ভক্ষণ করিতে হয়) এখানেও মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নিকে সেইরূপ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ এখানেও সেইরূপ মনে মনে বেদী রচনা করিয়া মনে অগ্নি চয়ন করিতে হইবে। (এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।)

[পূর্বপক্ষঃ]

মূল

বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যে মনশ্চিতাদয়োঽগ্নয়ঃ শ্রূয়ন্তে—"মনশ্চিতো বাক্চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ কর্মচিতোঽগ্নিচিতঃ"

অনুবাদ

বাজসনেয়ক-উপনিষদের 'অগ্নিরহস্য' নামক প্রকরণে 'মনশ্চিতাদি' অগ্নির উল্লেখ আছে। যথা—(যাহা মানস চিন্তার দ্বারা সম্পাদিত) মনশ্চিত, (বাক্য দ্বারা সম্পাদিত) বাক্চিত, প্রাণচিত, চক্ষুশ্চিত, কর্মচিত ও অগ্নিচিত

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যোক্ত 'মনশ্চিৎ-বাক্চিৎ' প্রভৃতি অগ্নিসমূহ; (২) সংশয়—এ সমস্ত অগ্নি কি মনঃকল্পিত জ্ঞানাত্মক, অথবা ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গ-স্বরূপ ক্রিয়াত্মক? (৩) পূর্বপক্ষ—যদিও এ সমস্ত অগ্নি জ্ঞানাত্মকই বটে, তথাপি ইহা পূর্ব প্রকরণোক্ত ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাগ্নির বিকল্প বা প্রকার ভেদ—ক্রিয়াসম্বন্ধীই বটে; (৪) সিদ্ধান্ত —না, ইহা প্রকরণোক্ত (ক্রিয়াত্মক) যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির প্রকারভেদ নহে, ইহারা কেবল জ্ঞানাত্মকই বটে (৫) নির্ণয়— অতএব মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে স্বতন্ত্র জ্ঞানময় বা বিদ্যাময় যজ্ঞেরই অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

(তৈত্তি-নারাঃ ১১ অনুঃ) ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে মনশ্চিতাদয়ঃ সাম্পাদিকত্বেন বিদ্যারূপাগ্নয়ঃ ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপাঃ, আহোস্বিৎ বিদ্যাময়ক্রত্বনুপ্রবেশেন বিদ্যারূপা এব, ইতি বিষয়ে ক্রিয়ারূপত্বং তাবদাহ—পূর্ববিকল্পঃ—ইত্যাদিনা।

চিত্যাগ্নিত্বেন সম্পাদিতানামেষাং মনশ্চিতাদীনাং ক্রত্বনুপ্রবেশ-সাকাঙ্ক্ষানাং স্বদেশে ক্রতুবিধ্যভাবাৎ পূর্বত্র "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈত্তি-নারাঃ অনুঃ ১১) ইত্যাদিনা ইষ্টকচিতস্যাগ্নেঃ প্রকৃতত্বাৎ, তস্য চ ক্রিয়াময়-ক্রত্বব্যভিচারিত্বেন তত্র ক্রতুসন্নিধানাৎ তৎপ্রকরণগৃহীতা মনশ্চিতাদয়ঃ তেনেষ্টকচিতেনাগ্নিনা বিকল্প্যমানাঃ ক্রিয়ারূপা এব স্যুঃ। বিদ্যারূপাণামপি ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপত্বং মানস-

---

ইতি। তাহাতে সংশয় এই যে, মানস-চিন্তার দ্বারা সম্পাদিত বলিয়া বিদ্যা-স্বরূপ এই মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও কি ক্রিয়াত্মক যজ্ঞসম্বন্ধী ক্রিয়া-স্বরূপ? অথবা জ্ঞানময় ক্রতুর অঙ্গরূপে বিদ্যাস্বরূপ? এইরূপ সন্দেহ স্থলে এই 'পূর্ব বিকল্প…' ইত্যাদি সূত্রে ইহার ক্রিয়ারূপত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন। (এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।)

অভিপ্রায় এই যে, চয়ণযোগ্য (অর্থাৎ যজ্ঞে গ্রহণীয়) অগ্নিরূপে পরি-কল্পিত মনশ্চিতাদি অগ্নিও নিশ্চয়ই কোন কোন যজ্ঞবিশেষের অঙ্গভূত হইবে। এই প্রকার আশঙ্কা হয়, অথচ ইহাদের নিজ প্রকরণে কোনরূপ যজ্ঞবিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, ইতিপূর্বে যখন 'এই জগৎ অগ্রে অসৎ (অর্থাৎ নাম-রূপে অনভিব্যক্ত ছিল ইত্যাদি বাক্যেও ইষ্টকচিত (প্রকৃত-ভাবে যজ্ঞে যাহা গৃহীত হয় সেই) অগ্নির প্রসঙ্গ রহিয়াছে, সুতরাং, ইহা ক্রিয়াত্মক ক্রতুরই বা যজ্ঞেরই বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব, সেই প্রকরণগত মনশ্চিতাদি অগ্নিও নিশ্চয়ই সেই অগ্নির সহিত বিকল্পরূপে প্রকারান্তরে ক্রিয়াত্মকই হইবে। মানস গ্রহের ন্যায়১ মনশ্চিতাদি অগ্নিসকল জ্ঞানাত্মক হইলেও ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় ক্রিয়ারূপেই পর্যবসিত হইতে

১—সাধারণতঃ যজ্ঞ-ক্রিয়া যে অগ্নির সংগ্রহ বা চয়ন করিতে হয় তাহাকে বলে 'ইষ্টকাচিত অগ্নি'। আবার মনে মনে যে অগ্নির চয়ন করিতে হয় তাহাকে বলে মনশ্চিত-অগ্নি বা সাম্পাদিক অগ্নি। পূর্বপক্ষ, হেতু প্রদর্শন করতঃ বলিয়াছেন এই মনশ্চিত-অগ্নি কেবল বিদ্যারূপ নহে ক্রিয়ারূপীও বটে। সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিবেন, ক্রিয়াময় যজ্ঞ প্রকরণে এই মনশ্চিতাগ্নি পাঠ থাকিলেও, ইহা ক্রিয়াঙ্গ নহে ইহা বিদ্যারূপী অগ্নি।

গ্রহবদ্ উপপদ্যতে। যথা দ্বাদশাহে অবিবাক্যে দশমেঽহনি মানস-গ্রহস্য মনোনিষ্পাদ্য-গ্রহণাসাদন-স্তোত্র-শস্ত্র-প্রত্যাহরণ-ভক্ষণত্বেন বিদ্যারূপস্যাপি ক্রিয়াময়-ক্রত্বঙ্গতয়া ক্রিয়ারূপত্বম্ ; তথেহাপি।

॥৩।৩।৪৪

পারে। যেমন দ্বাদশাহে, অর্থাৎ দশ দিনে নিষ্পাদ্য যাগে দশম দিনের মানস গ্রহের (হবণীয় পাত্র বিশেষের) কোন স্পষ্ট বিধি না থাকিলেও কেবল মনে মনেই উহার গ্রহণ, উৎপাদন, স্তোত্র, শস্ত্র (সূক্তি বিশেষ), প্রত্যাহরণ ও ভক্ষণ করিতে হয় বলিয়া উহা বিদ্যাময়, অর্থাৎ জ্ঞানরূপী হইলেও যেমন ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গরূপী বলিয়া ক্রিয়াস্বরূপ হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ প্রকরণীয় যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ হওয়ায় মনশ্চিতাদি অগ্নিরও ক্রিয়ারূপত্বই সিদ্ধ হইতেছে ॥৩।৩ ৪৪

অতিদেশাচ্চ ॥৩।৩।৪৫

অন্বয়ার্থ ঃ অতিদেশাৎ চ—'মনশ্চিত' প্রভৃতি মানস অগ্নিতে, ইষ্টকচিত (ক্রিয়া দ্বারা যাহা চয়ন করা হইয়াছে) সেই ক্রিয়াত্মক (যজ্ঞাঙ্গ) অগ্নির ধর্ম, অতিদিষ্ট বা আরোপিত হওয়ার জন্য (মনশ্চিত আদি অগ্নি ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাঙ্গের অগ্নির বিকল্প বুঝিতে হইবে)।

সরলার্থ ঃ মনশ্চিত প্রভৃতি মানসাগ্নিতে অর্থাৎ ইষ্টকচিত ক্রিয়া দ্বারা যাহা চয়ন করা হইয়াছে সেই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাঙ্গ অগ্নিধর্মের অতিদেশ বা আরোপ করার জন্য মনশ্চিতাদি অগ্নি ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাঙ্গের অগ্নির বিকল্প বুঝিতে হইবে।

মূল

ইতশ্চ ইষ্টক-চিতেনাগ্নিনা মনশ্চিতাদীনাং বিকল্পঃ ক্রিয়ারূপত্বং চাবগম্যতে; "তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্বঃ" ইতি পূর্বস্যেষ্টক-চিতস্যাগ্নেবীর্যং মনশ্চিতাদিষ্বতিদিশ্যতে; তেন তুল্য-

---

অনুবাদ

(এই সূত্রটিও পূর্বপক্ষ।) মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে পূর্বোক্ত ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গরূপী অগ্নির বিকল্প বলিয়া ইহাকে ক্রিয়াত্মক বলিয়া বুঝাইতেছে। কারণ, 'সেই মনশ্চিতাদি অগ্নির এক একটিই সেই পরিমাণ, যাহা সেই পূর্বোক্ত অগ্নির পরিমাণ', এখানে মনশ্চিতাদি অগ্নিতে পূর্ববর্ত্তী যজ্ঞাঙ্গরূপী কর্মাত্মক অগ্নির ফল-সাধন শক্তির অতিদেশ বা আরোপ করা হইতেছে। অতএব, উভয় প্রকার অগ্নির কার্য যখন একরূপই তখন মনশ্চিতাগ্নিটি নিশ্চয় বিকল্প

কার্যত্বাদ্বিকল্পঃ। ততশ্চেষ্টকচিতবৎ তৎক্রতু-নিবর্ত্তনেন তদঙ্গভূতা মনশ্চিতাদয়ঃ (ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন) ক্রিয়ারূপা এবেতি ॥৩।৩।৪৫

হইবে। অতএব, ইষ্টকচিত অগ্নি যেরূপ যজ্ঞ নির্বাহক, মনশ্চিতাগ্নিও সেইরূপ যজ্ঞ নির্বাহক। সুতরাং মনশ্চিতাগ্নি সমূহও ক্রিয়ারূপী ॥৩।৩।৪৫

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

এইরূপ অভিমতের উত্তরে অতঃপর সূত্রাবলীতে (সিদ্ধান্ত পক্ষ) বতিতেছেন—

বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাদ্ দর্শনাচ্চ ৩।৩।৪৬

অন্বয়ার্থঃ তু—এই শব্দটি পূর্বপক্ষ নিবারণার্থ; বিদ্যা এব—(মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নি) নিশ্চয়ই বিদ্যাত্মক; নির্ধারণাৎ—যেহেতু এইরূপ নির্ধারণ বাক্য আছে; দর্শনাৎ চ—এবং যেহেতু শাস্ত্রে এইরূপ বিধানও দেখা যায়।

সরলার্থঃ পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, অগ্নি বিদ্যাস্বরূপ জ্ঞানাত্মক, কিন্তু ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাগ্নির বিকল্প নহে। এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রমাণ এই যে—"এই সমস্ত অগ্নি নিশ্চয়ই মনে মনে চয়ন করা হইয়াছে" শ্রুতির এই নির্দ্ধারণ বাক্য। উপরন্তু শাস্ত্রে মানস যজ্ঞ রূপ মানসিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব দেখা যায় (৩।৩।৪৪ সূত্র)।

[সিদ্ধান্তঃ]

মূল

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যদুক্তম্—মনশ্চিতাদয়ঃ ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপা এবেতি; নৈতদস্তি। বিদ্যারূপা এবৈতে—বিদ্যারূপক্রত্বন্বয়িন্ ইত্যর্থঃ। কুতঃ? নির্দ্ধারণাৎ দর্শনাচ্চ। নির্দ্ধারণং তাবৎ—"তে হৈতে বিদ্যাচিত এব, বিদ্যয়া হৈবৈতে এবংবিদ-

---

অনুবাদ

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্বপক্ষ নিবারণ করিতেছে। মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ, ক্রিয়াময় ক্রতুর সহিত সম্বদ্ধ হওয়ায় ক্রিয়াস্বরূপই হইবে যে বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সেরূপ হইতে পারে না। সে সকল অগ্নি বিদ্যাস্বরূপই, অর্থাৎ বিদ্যাময় যজ্ঞেই সম্বদ্ধ। যেহেতু, এইরূপই নির্দ্ধারিত হইতেছে এবং অন্যত্রও এইরূপ দেখা যায়। তন্মধ্যে, নির্দ্ধারণ এই যে, 'সেই এই অগ্নিসমূহ বিদ্যাচিতই বটে; কারণ, এ সমস্ত অগ্নি এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক সমাহৃত হইয়া

শ্চিতা ভবন্তি” ইতি; বাঙ্মনশ্চক্ষুরাদি-ব্যাপারাণাম্, ইষ্টকাদিবৎ চয়নানুপপত্তের্মনসা সম্পাদিতাগ্নিত্বেন বিদ্যারূপত্বে সিদ্ধেঽপি “বিদ্যা-চিতা এব, বিদ্যয়া হৈবৈ তে” ইতি চাবধারণং বিদ্যাময়-ক্রতুদ্বয়েন বিদ্যারূপত্ব-জ্ঞাপনার্থমিতি নিশ্চীয়তে। দৃশ্যতে চ — অত্রৈবৈষাং শেষী বিদ্যারূপঃ ক্রতুঃ—“তে মনসৈবাধীয়ন্ত মনসৈবাচীয়ন্ত মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত ননসাশংসন্, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞে কর্ম ক্রিয়তে, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞীয়ং কর্ম, মনসৈব তেষু মনোময়েষু মনশ্চিৎসু মনোময়মক্রিয়ত” ইতি। ইষ্টকচিতেষ্বগ্নিষু মনোময়মেবাক্রিয়তেতি বচনাৎ ক্রতুরপি বিদ্যাময়োঽত্র প্রতীয়তে ॥৩।৩।৪৬

থাকে’ ইতি। বাক্য, মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারসমূহের কখনই যজ্ঞীয় অগ্নির ন্যায় চয়ন করা সম্ভবপর নহে; সুতরাং ঐ সমস্ত অগ্নিকে মনঃকল্পিত মানস অগ্নিরূপেই বুঝিতে হয়। অতএব উহাদের বিদ্যারূপতা নিশ্চয় থাকা সত্ত্বেও যে, পুনরায় বিদ্যারূপত্ব অবধারিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল ঐ অগ্নি সমূহের বিদ্যাময় যজ্ঞের সম্বন্ধ-নিবন্ধন বিদ্যারূপত্বেরই জ্ঞাপক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ, এই প্রকরণেই উক্ত অগ্নিসমূহের অঙ্গীরূপী বিদ্যাত্মক ক্রতুরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—‘তাহারা মনের দ্বারাই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, মনের দ্বারাই চয়ন করিয়াছিলেন, মনের দ্বারাই গ্রহসমূহ (হবনীয় দ্রব্যের আধার সমূহ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মনে মনেই স্তব করিয়াছিলেন এবং মনে মনেই আশংসা করিয়াছিলেন; কেবল তাহাই নহে, যজ্ঞে যাহা কিছু কর্ম করিতে হয় এবং যে কিছু যজ্ঞীয় কর্ম আসে মানসিক চিন্তাত্মক সেই সমস্ত মনশ্চিত যজ্ঞেও তৎসমস্তই মনোময় করা হইয়াছিল ইতি। এস্থলে, প্রসিদ্ধ যজ্ঞীয় অগ্নিতে ক্রিয়াত্মক যে কিছু কর্ম করা হইয়া থাকে, মনঃসম্পাদ্য মনশ্চিতাদি অগ্নিতেও তৎসমস্তই মানসিকভাবে করা হইয়াছিল। এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, এই স্থলীয় যজ্ঞটিও নিশ্চয়ই বিদ্যাময় যজ্ঞই হইবে ॥৩।৩।৪৬

নন্বত্র বিধিপদাশ্রবণাৎ ফলসম্বন্ধাপ্রতীতেশ্চ ইষ্টক-চিতাগ্ন্যুপ-

---

আপত্তি হইতে পারে যে, এখানে যখন কোন বিধিবোধক পদের উল্লেখ নাই এবং স্বতন্ত্র ফলেরও নির্দেশ নাই, অথচ ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের প্রকরণেই পঠিত

স্থাপিতক্রিয়াময়-ক্রতুপ্রকরণাৎ বিদ্যাময়—ক্রত্বন্বয়েন বিদ্যারূপতৈষাং বাধ্যতে। নেত্যাহ—

হইয়াছে, সুতরাং ক্রিয়ার সঙ্গেই এই চিত-অগ্নির সম্বন্ধ হইতেছে। অতএব ইহার দ্বারা এই অগ্নি-চয়নের বিদ্যারূপতা বাধিত হইতেছে। এই আপত্তির খণ্ডনে বলা হইতেছে—না, বাধিত হইতেছে না। এই অভিপ্রায়ে, বর্ত্তমান শ্রুতিটি কথিত হইতেছে।

শ্রুত্যাদি-বলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥৩।৩।৪৭

অন্বয়ার্থঃ শ্রুতি-আদি-বলীয়স্ত্বাৎ চ—প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি, লিঙ্গ (চিহ্ন বা বিশেষ লক্ষণ বোধক শব্দ) এবং বাক্য বলবান বলিয়াও; ন বাধঃ—'মনশ্চিত' অগ্নি প্রভৃতির বিদ্যারূপত্বের বাধা হয় না।

সরলার্থঃ মীমাংসা শাস্ত্র অনুসারে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান, সমীক্ষা এবং যৌগিকার্থ ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব প্রমাণগুলি পর পর হইতে বলবান। সুতরাং যদিও এই মনশ্চিতাদি অগ্নি ক্রিয়াময় যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত তথাপি পূর্ব সূত্রে উল্লিখিত এবং অন্যান্য অধিক বলবান শ্রুতি ও বাক্যের দ্বারা ইহার বিদ্যারূপত্ব বাধিত নহে, সমর্থিতই হইতেছে।

মূল

শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যানাং প্রকরণাদ্বলীয়স্ত্বেন শ্রুত্যাদ্যবগতঃ ক্রতুরেষাং তদন্বয়শ্চ দুর্বলেন প্রকরণেন বাধিতুং ন শক্যতে। শ্রুতি-স্তাবৎ "তে হৈতে বিদ্যাচিত এব" ইতি। তাং বিবৃণোতি—"বিদ্যয়া হৈবৈতে এবংবিদশ্চিতা ভবন্তি" ইতি। বিদ্যয়া—বিদ্যাময়েন

অনুবাদ

প্রকরণ অপেক্ষাও 'শ্রুতি লিঙ্গ ও বাক্যের'১ বলবত্তা হেতু শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ হইতে অবগত যজ্ঞত্ব ও মনশ্চিতাদির সহিত সম্বন্ধ কখনও তদপেক্ষা দুর্বল 'প্রকরণ' দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। তন্মধ্যে শ্রুতি বলিতেছেন—'নিশ্চয়ই এই অগ্নিসমূহ বিদ্যাচিতই বটে' ইত্যাদি। এই বাক্যই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন যে 'এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ সমস্ত অগ্নিকে জ্ঞান-দ্বারাই

---

১ সরলার্থ দ্রষ্টব্য। (১) 'শ্রুতি' মানে—প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ স্বতঃ-প্রমাণ বাক্য, 'লিঙ্গ'—অর্থ-বিশেষ সমর্থনের উপযুক্ত ক্ষমতাযুক্ত পদসমষ্টি; বাক্য—অর্থবোধক পদসমষ্টি; প্রকরণ—প্রসঙ্গ; স্থান—উল্লেখের ক্রম; সমাখ্যা—নাম বা অর্থবোধনে সমর্থ প্রকৃতি-প্রত্যয়যুক্ত শব্দ।

ক্রতুনা সম্বদ্ধা মনশ্চিতাদয়শ্চিতা ভবন্তীত্যর্থঃ। "তান্ হৈবৈতান্ এবংবিদে সর্বদা সর্বাণি ভূতানি চিন্বন্ত্যপি স্বপতে" ইতি লিঙ্গম্। বাক্যং চ —"এবংবিদে চিন্বন্তি" ইতি। সমভিব্যাহারো বাক্যম্। এবংবিদে বিদ্যাময়-ক্রতুমতে সর্বদা সর্বাণি ভূতানি চিন্বন্তীত্যর্থঃ। সর্বভূতকর্তৃকং সর্বকালব্যাপি চয়নং মনসা সম্পাদিতং পরিমিতকর্তৃ-কাল-ক্রিয়াময়েষ্টকচিতকার্যদ্বারেণ ক্রত্বনুপ্রবেশসম্ভবমলভমানং বিদ্যা-ময়ক্রত্বনুপ্রবেশে লিঙ্গং ভবতি ॥৩।৩।৪৭

চয়ন করিয়া থাকেন'। (ইহার অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যার সহিত অর্থাৎ জ্ঞানময় যজ্ঞের সহিত সম্বদ্ধ মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নিও উক্ত মানস চিন্তার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে)। উক্ত প্রকার অর্থের গ্রাহক 'লিঙ্গ' হইতেছে—'যথোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিমিত্ত সমস্ত ভূতবর্গ সর্বদা এই সমস্ত অগ্নি চয়ন করতঃ নিদ্রা যায়'। (অভিপ্রায় এই যে, এই শ্রুতিও মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নির জ্ঞান-সম্পাদ্যতাই জ্ঞাপন করিতেছে।) উক্ত শ্রুতিগত 'এবম্বিদে চিন্বন্তি' এই বাক্যটিও উক্ত সিদ্ধান্তেরই অনুকূল। 'বাক্য' মানে পদসমষ্টি। উপরি উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, এবম্ভূত বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সমস্ত ভূতগণ সর্বদা এই সমস্ত চয়ন করিয়া থাকে। এখানে সর্বদা সর্বভূত কর্তৃক যে, মনে মনে অগ্নি চয়ন করা, তাহা কখনও ক্রিয়াময় যজ্ঞাগ্নি হইতে পারে না; কারণ, এই চয়নের যিনি কর্ত্তা তাহার কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তেরই নির্দিষ্টরূপে বিধান দেওয়া আছে। সুতরাং এই মানসিক চয়ন বা মনশ্চিত অগ্নির বিদ্যারূপত্বের লিঙ্গ বা গ্রাহক ॥৩।৩।৪৭

যচ্চেদমুক্তম্ — বিধি-প্রত্যয়াশ্রবণাৎ ফলসম্বন্ধাপ্রতীতেশ্চ ক্রিয়া-ময়াৎ ক্রতোরন্যোঽত্র বিদ্যাময়ঃ ক্রতুর্নসম্ভবতি—ইতি; তত্রাহ—

আরও যে কথিত হইয়াছে, এখানে কোন প্রকার বিধি-প্রত্যয় শ্রুত না থাকায়, এবং কোন ফল বিশেষেরও উল্লেখ না থাকায়, এই প্রকার যজ্ঞ কখনই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের অতিরিক্ত বিদ্যাময় ক্রতু হইতে পারে না। তদুত্তরে বলা হইতেছে—'অনুবন্ধাদিভ্যঃ' ইত্যাদি।

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥৩।৩।৪৮

অন্বয়ার্থঃ অনুবন্ধ-আদিভ্যঃ—যজ্ঞীয় অনুবন্ধ১, শ্রুতি লিঙ্গ বা বিশেষ লক্ষণবাক্য প্রভৃতির জন্য; প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববৎ—অন্যান্য মানসিক যজ্ঞের ন্যায় আলোচ্যমান যজ্ঞেরও ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ হইতে পার্থক্যবশতঃ; দৃষ্টশ্চ—বিধি-কল্পনা দৃষ্ট হয় বলিয়াও এই মনশ্চিত অগ্নির বিদ্যারূপত্ব সিদ্ধ হইতেছে; তদুক্তম্—এ কথা মীমাংসা-শাস্ত্রেও কথিত আছে।

সরলার্থঃ মনশ্চিতাদি অগ্নি ক্রিয়াময় যজ্ঞ হইতে পৃথক্। ইহার কারণগুলি হইতেছে—অনুবন্ধ অর্থাৎযজ্ঞ সম্বন্ধীয় পাত্র স্তোত্র শাস্ত্র প্রভৃতি এবং ইহার বিদ্যাময়ত্ব সমর্থনে শ্রুতিবাক্য লিঙ্গ বা বিশেষ লক্ষণসূচক শব্দ এবং বাক্য। ক্রিয়াময় যজ্ঞ হইতে দহর-বিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যা বা উপাসনার পার্থক্যের ন্যায় আলোচ্য বিদ্যাময় ক্রতুর পার্থক্য প্রতিপাদক বিধিলিঙ্ প্রত্যয় এস্থলে নাই এইরূপ আপত্তি যদিও হইতে পারে তথাপিও এস্থলেও বিধিকল্পনা করা যায়।

মূল

ইষ্টকচিতান্বয়িনঃ ক্রিয়াময়াৎ ক্রতোর্বিদ্যাময়োঽয়ং ক্রতুঃ পৃথক্ত্বেন অনুবন্ধাদিভ্যঃ পৃথক্ত্বহেতুভ্যোঽবগম্যতে। অনুবন্ধা যজ্ঞানুবন্ধিনঃ গ্রহ-স্তোত্র-শস্ত্রাদয়ঃ—"মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাস্তবন্ত মনসাশংসন্" ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতাঃ। আদিশব্দেন শ্রুত্যাদয়ঃ পূর্বোক্তা গৃহ্যন্তে। শ্রুত্যাদিভিঃ সানুবন্ধৈঃ ক্রিয়াময়ঃ ক্রতুঃ পৃথগবগম্যত ইত্যর্থঃ। প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববৎ—যথা প্রজ্ঞান্তরং দহরবিদ্যাদি ক্রিয়াময়াৎ ক্রতোঃ পৃথগ্ভূতং শ্রুত্যাদিভিরবগম্যতে, এবময়মপি।

অনুবাদ

ইষ্টকচিত ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ হইতে এই বিদ্যাময় ক্রতু যে পৃথক্, তাহা অনুবন্ধাদি হেতু হইতেও জানা যায়। অনুবন্ধ মানে—যজ্ঞ সম্বন্ধীয় গ্রহ (হবণীয় বস্তুর আধার বা পাত্র), স্তোত্র ও শাস্ত্র প্রভৃতি যাহাদের বিষয় শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা—'মনে মনেই গ্রহসমূহ গৃহীত হইয়াছিল, মনে মনেই স্তব করিয়াছিল, মনে মনেই আশংসা করিয়াছিল'। সূত্রে 'অনুবন্ধাদির' 'আদি' শব্দে পূর্ব সূত্রোক্ত 'শ্রুতি, লিঙ্গ.....' প্রভৃতিকে ধরিতে হইবে। অর্থাৎ, 'অনুবন্ধ' ও 'শ্রুতি, লিঙ্গাদি' হেতু হইতে বিদ্যাময় ক্রতুর পার্থক্য জানা যাইতেছে। ইহার দৃষ্টান্তস্থল হইতেছে 'প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্ব'। অর্থাৎ শ্রুতি লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে, ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে 'দহর-বিদ্যা' প্রভৃতি অপরাপর

১—অনুবন্ধ—যজ্ঞসম্বন্ধীয় পাত্র, স্তোত্র প্রভৃতি।

এবং চ অনুবন্ধাদিভিঃ পৃথগ্‌ভূতে বিদ্যাময়ে যজ্ঞেঽবগতে সতি বিধিঃ পরিকল্প্যতে। দৃষ্টশ্চ অনুবাদস্বরূপেষু কল্প্যমানো বিধিঃ। তদুক্তং "বচনানি ত্বপূর্বত্বাৎ" (পূর্বমীমাংসা ৩।৫।২১) ইতি। ফলঞ্চ "তেষামেকৈক এব তাবান্, যাবানসৌ পূর্বঃ" ইত্যতিদেশাৎ স্বক্রতুদ্বারেণেষ্টকচিত-স্যাগ্নের্যৎ ফলম্, তদেব মনশ্চিতাদীনামপি স্বক্রতুদ্বারেণেষ্টকচিতস্যা-গ্নের্যৎ ফলম্, তদেব মনশ্চিতাদীনামপি স্বক্রতুদ্বারেণ ফলমিত্যব-গম্যতে ॥৩।৩।৪৮

বিদ্যার যেরূপ পার্থক্য জানা যায়, ইহাও তদ্রূপ। এই প্রকারে অনুবন্ধাদি চিহ্নের দ্বারা বিদ্যাময় যজ্ঞের পার্থক্য অবধারিত হইলে তখন এই বিদ্যাময় ক্রতুতে বিধি কল্পনাও করা যাইতে পারে১। অন্যত্রও অনুবাদের সমজাতীয় বাক্যে বিধিকল্পনা করা হইয়া থাকে। মীমাংসা শাস্ত্রেও এ কথা উক্ত হইয়াছে। যথা—'অপূর্ব বা প্রমাণান্তর-সিদ্ধ বিষয়ের জ্ঞাপক হইলে সামান্য বচনও বিধিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। পুনরায়, শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে, ইষ্টকচিত অগ্নি অনুরূপ যজ্ঞ দ্বারা যে পরিমাণ ফল প্রদান করে, মনশ্চিতাদি অগ্নিও তৎসম্বন্ধীয় ক্রতুর দ্বারা সেই পরিমাণই ফল প্রদান করে। যথা শ্রুতি—"সেই পূর্ববর্ত্তী ক্রতু যে পরিমাণে ফলদায়ক, এই মনশ্চিতাদি ক্রতুও এক-একটি সেই পরিমাণে ফলদায়ক" এই প্রকার শ্রুতিবাক্যও ইষ্টকচিত অগ্নি হইতে মনশ্চিতাদি অগ্নির পার্থক্য জ্ঞাপন করিতেছে ॥৩।৩।৪৮

যৎ পুনরতিদেশেন তুল্যকার্যত্বাবগমাৎ ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবে-শোঽবগম্যতে ইত্যুক্তম্, তত্রাহ—

(পূর্বপক্ষ কর্ত্তৃক) আরো বলা হইয়াছে — অতিদেশের ফলে উভয়ের (ইষ্টকচিত ও মনশ্চিত অগ্নিদ্বয়ের) তুল্য কার্যকারিত্ব প্রতীত হওয়ায় মনশ্চি-তাদিরও ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধই প্রতীত হইতেছে। তদুত্তরে বলা হইতেছে—'ন সামান্যাদপিঃ.....' ইত্যাদি বর্ত্তমান সূত্র।

ন, সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ ॥৩।৩।৪৯

---

১ সাধারণতঃ, 'কুর্যাৎ, যজেত, কর্ত্তব্য' ইত্যাদি বিধিলিঙ্ প্রত্যয়ের দ্বারাই 'বিধি-বাক্য' কথিত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, মীমাংসা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে জানা যায় যে, প্রয়োজন হইলে অনুবাদ বাক্যের তুল্য জাতীয় বাক্যেও বিধিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, (এই সূত্রস্থ) অনুবন্ধাদি হেতুর সাহায্যে বিধিকল্পনা হইতে পারে, ইহা দোষাবহ হইতে পারে না।

অন্বয়ার্থঃ ন সামান্যাৎ অপি—কিছু স্বজাতীয় সাদৃশ্য আছে বলিয়াও (মনশ্চিত অগ্নির এই বিদ্যাটি ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গ বলা যায় না); উপলব্ধেঃ—যেহেতু বিচার দ্বারা এইরূপ উপলব্ধি হয়; মৃত্যুবৎ—(বৃহদারণ্যকে) মৃত্যু শব্দের প্রয়োগের ন্যায়; ন হি লোকাপত্তিঃ—মৃত্যু শব্দের এই প্রয়োগে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুরূপই হইয়া যায় না।

সরলার্থঃ—মনশ্চিত অগ্নি ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গ হইতে পারে না, কারণ—যে কোনরূপ একটি সাধারণ ধর্মের সাদৃশ্য লইয়াও এইরূপ অতিদেশ করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে আছে—"এই যে সূর্যমণ্ডল মধ্যস্থিত পুরুষ ইনিই মৃত্যু অর্থাৎ ইনি উদয়াস্ত কর্তব্য পালনের দ্বারা জগৎ সংহার করিয়া থাকেন"। এইরূপ স্থলে যেমন সংহার কর্তৃত্বরূপ সাধারণ ধর্মটির জন্য সূর্যমণ্ডলস্থিত পুরুষকে মৃত্যুরূপে কথিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পুরুষের মৃত্যুলোকের কোন অধিকার নাই। এইস্থলেও মনশ্চিত অগ্নি ও ইষ্টকচিত অগ্নির প্রায়াগও তদ্রূপ।

মূল

নাবশ্যমতিদেশাদবান্তর-ব্যাপারস্যাপি তুল্যতয়া ভবিতব্যম্, যেন ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশ এষাং স্যাৎ। যস্মাৎ কস্মাচ্চিৎ সামান্য-মাত্রাদতিদেশোপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি "স এষ এব মৃত্যুর্য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" ইত্যাদিষু সংহর্তৃত্বাদি-সামান্যমাত্রাদতিদেশঃ। ন হি তত্র মণ্ডলপুরুষস্য মৃত্যুবৎ তল্লোকাপত্তিঃ — তদ্দেশপ্রাপ্তিরপি ভবতি; এবমিহাপি মনশ্চিতাদীনামিষ্টকচিতাগ্নিদেশরূপ-ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেনাপি ন ভবিতব্যম্। অত ইষ্টকচিতাগ্নেঃ স্বক্রতুদ্বারেণ

অনুবাদ

অতিদেশ বা আরোপের ফলে প্রধান কার্যটিরই তুল্যতা হইতে পারে, পরন্তু তদন্তর্ভুক্ত কার্যেরও যে অবশ্যই তুল্যতা হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই যাহার দ্বারা মনশ্চিতাদি অগ্নিরও ক্রিয়াময় ক্রতু-সম্বন্ধ করা যাইতে পারে। কারণ, যে কোন সাদৃশ্য অনুসারেই অতিদেশ অর্থাৎ একের ধর্ম অন্যত্র আরোপ করা যাইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত, যথা — "এই যে আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ ইনিই সেই মৃত্যু"। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যতে কেবল সংহারকর্তৃত্ব (এই একদেশিক) ধর্মেরই সাদৃশ্য লইয়া মৃত্যুরূপত্বের অতিদেশ করা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে মৃত্যুর যাহা দেশ বা কাল, আদিত্যমণ্ডল-পুরুষের তাহা প্রাপ্তি থাকে না। সেইরূপ এখানেও মনশ্চিতাদি অগ্নিতে ইষ্টকচিত অগ্নির সমান ধর্ম মাত্রেরই অতিদেশ (আরোপ) করাতেই যে এই মনশ্চিতাদি অগ্নি ইষ্টকচিত অগ্নি-সম্বন্ধী ক্রিয়াময় ক্রতুরও অন্তর্ভুক্ত হইবে, তাহা নহে। অতএব বুঝিতে

যৎ ফলম্, তদেব মনশ্চিতাদীনামপি বিদ্যাময়-ক্রতুদ্বারেণ ফলমিত্যতি-দেশাদবগম্যতে ॥৩।৩।৪৯

হইবে যে, প্রসিদ্ধ অগ্নিসাধ্য ক্রিয়াময় যজ্ঞের যাহা ফল, মনশ্চিতাদি অগ্নিরও বিদ্যাময় ক্রতু-সম্বন্ধের দ্বারা সেইরূপ ফলই হইয়া থাকে — ইহা হইতেছে উক্ত অতিদেশের উদ্দেশ্যে। (কিন্তু ক্রিয়াময় ক্রতুর অন্তর্ভুক্ত করা উদ্দেশ্য নহে)।

॥৩।৩।৪৯

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎ ত্বনুবন্ধঃ ॥৩।৩।৫০

অন্বয়ার্থঃ পরেণ চ—পরবর্ত্তী 'ব্রাহ্মণ' পাঠেও; শব্দস্য তাদ্বিধ্যং—মনশ্চিত প্রভৃতি শব্দের বিদ্যাময় মানসিক ক্রতুর অঙ্গত্ব (বুঝা যায়); তু—উপরন্তু; ভূয়স্ত্বাৎ—(ক্রিয়াময় যজ্ঞে) যজ্ঞাগ্নির বাহুল্য হেতু; অনুবন্ধঃ—(তাহাদের সহিত প্রাসঙ্গিক রূপে এই মনশ্চিত অগ্নির) উপদেশ।

সরলার্থঃ বেদে পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণের পাঠ হইতে বুঝা যায় যে, এই মানসিক বিদ্যাময় ক্রতু বা যজ্ঞের ফল ক্রিয়াময় যজ্ঞের ফল হইতে বিভিন্ন। অতএব এই মনশ্চিতাদি অগ্নি বিদ্যাময় ক্রতুর অঙ্গরূপ, ক্রিয়াময় যজ্ঞের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। তবে, ক্রিয়াময় যজ্ঞে যজ্ঞাগ্নির বাহুল্য থাকায় এই ক্রিয়াময় প্রসঙ্গে মনশ্চিতাদি অগ্নির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল

পরেণ চ ব্রাহ্মণেন অস্যাপি মনশ্চিতাদ্যভিধায়িনঃ শব্দস্য তাদ্বিধ্যম্ — তদ্বিধত্বম্ — বিদ্যাময়প্রতিপাদিত্বমবগম্যতে। পরেণ হি ব্রাহ্মণেন "অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিচিতঃ, তস্যাপ এব পরিশ্রিতাঃ" (অগ্নিরহস্য-১০।৫।৪) ইত্যাদিনা "স যো হৈতদেবং বেদ, লোকং পৃণানামেনং ভূতমেতৎ সর্বমভিসম্পদ্যতে" ইতি পৃথক্‌ফলা বিদ্যৈব বিধীয়তে; তথা বৈশ্বানরবিদ্যাদৌ চ বিদ্যৈব বিধীয়তে।

অনুবাদ

পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ বাক্যের দ্বারাও, এই মনশ্চিতাদি বোধক শব্দের তথাবিধত্ব অর্থাৎ বিদ্যাময় ক্রতু-প্রতিপাদকত্ব জানা যাইতেছে। কারণ, 'এই লোকই অগ্নিচিত, জল তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে' ইত্যাদি পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ—'সেই যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে উক্ত প্রকারে অবগত হন, তিনি জগৎ তৃপ্তিকারিদিগের সমস্ত লোক-সম্পদ লাভ করেন', এইরূপ পৃথক্ ফলজনক বিদ্যারই বিধান করিতেছে (ক্রিয়ার নহে)। এইরূপ 'বৈশ্বানর বিদ্যা'

অতোঽগ্নিরহস্যস্য ক্রিয়ৈকবিষয়ত্বং নাস্তি। এবং তর্হি বিদ্যাময়া মনশ্চিতাদয়ো বৃহদারণ্যকেঽনুবদ্ধব্যাঃ, কিমর্থমিহানুবধ্যন্তে? তত্রোচ্যতে—"ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ" ইতি। মনশ্চিতাদিষু সম্পাদনীয়ানাম্ অগ্ন্যঙ্গানাং ভূয়স্ত্বাৎ তৎসন্নিধাবিহানুবন্ধঃ কৃতঃ ॥৩।৩।৫০

প্রভৃতিতেও স্বতন্ত্র বিদ্যাই বিহিত হইতেছে (ক্রিয়া নহে)। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ক্রিয়া-অনুষ্ঠানই যে আলোচ্য অগ্নিরহস্য কাণ্ডের একমাত্র বিষয় তাহা নহে, (বিদ্যাও তাহার বিষয়)। যদি প্রশ্ন হয়—তাহা হইলে তো বিদ্যাময় মনশ্চিতাদি বিষয়গুলি জ্ঞানকাণ্ড বৃহদারণ্যক উপনিষদেই সন্নিবেশিত করা উচিত ছিল, এখানে (ক্রিয়াময় ক্রতু প্রসঙ্গে) তাহাদের উল্লেখ করা হইতেছে কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—'ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ' অর্থাৎ মনশ্চিতাদি অগ্নিতেও (ক্রিয়াময়) যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বহুলাংশ বিদ্যমান থাকায় সেই প্রসঙ্গেই (প্রকরণেই) মনশ্চিতাদি অগ্নির উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র ॥৩।৩।৫০

বিংশতিতম—পূর্ববিকল্পাধিকরণ সমাপ্ত।

২১—শরীরে ভাবাধিকরণম্* (সূত্র ৫১, ৫২)

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥৩।৩।৫১

অন্বয়ার্থঃ একে — কেহ কেহ (মনে করেন); আত্মনঃ — উপাসককর্তৃক জীবাত্মাকে ভোক্তারূপে চিন্তনীয়; শরীরে ভাবাৎ — ভোগ্য শরীরে আত্মার অবস্থান হেতু।

সরলার্থঃ শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে ব্রহ্ম উপাসনায় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মারও চিন্তার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, এই

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—উপাস্যের ন্যায় তাহার সহিত অভিন্নভাবে উপাসকেরও স্বরূপ চিন্তা; (২) সংশয়—উপাসককেও কি কর্তা ভোক্তা প্রভৃতি রূপেই চিন্তা করিতে হইবে? অথবা উপাস্যের ন্যায় অপহতপাপ্মত্বাদি-বিশিষ্টরূপেই চিন্তা করিতে হইবে? (৩) পূর্বপক্ষ—কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই যখন উপাসকের প্রকৃত স্বরূপ এবং তাহার অধিক চিন্তা করাও যখন অনাবশ্যক তখন ভোক্তা প্রভৃতি রূপেই তাহারই চিন্তা করিতে হইবে। (৪) সিদ্ধান্ত—না, কর্তৃত্ববিশিষ্টরূপে চিন্তা না করিয়া অপহতপাপ্মত্বাদি রূপেই চিন্তা করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—উপাসক আপনাকে মুক্ত আত্মার গুণবিশিষ্টরূপে চিন্তা করিবে।

যে জীবাত্মার চিন্তা ইহা পরমাত্মার সহিত অপহতপাপ্মাগুণযুক্তরূপে জীবের ঐক্য চিন্তনীয় অথবা শরীরের ভোক্তারূপে পৃথক্‌ভাবে চিন্তনীয়? এই সংশয়ে কেহ কেহ (পূর্বপক্ষ) বলিয়া থাকেন যে জীব যখন শরীরের মধ্যে অবস্থিত তখন তাহাকে শরীরের ভোক্তারূপে চিন্তা কর্ত্তব্য। (এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ)।

মূল

সর্বাসু পরবিদ্যাসূপাস্যোপাসনস্বরূপবৎ উপাসকস্বরূপস্যাপি জ্ঞাতব্যত্বমুক্তম্ — "ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ" (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।৬) ইতি। বক্ষ্যতি চাস্য প্রত্যগাত্মনঃ পরমাত্মাত্মকত্বেনানুসন্ধানম্— "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।৩) ইতি। কিময়ং প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতা কর্ত্তা ভোক্তেহামুত্র সঞ্চারক্ষমোঽনুসন্ধেয়ঃ, উত প্রজাপতিবাক্যোদিতাপহতপাপ্মত্বাদিস্বরূপঃ? কিং যুক্তম্? জ্ঞাতৃত্বাদ্যাকারমাত্র ইত্যেকে মন্যন্তে; কুতঃ? অস্যোপাসকস্যাত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ; আত্মনঃ শরীরে বর্ত্তমানস্য তাদৃশমেব রূপম্; তাবতৈবানুসন্ধানেন তৎফলসিদ্ধ্যুপপত্তেশ্চ। ন হি কর্মস্বধিকৃতানাং স্বর্গাদিফলার্থিনাং জ্ঞাতৃত্বাদ্যতিরেকেণ, ফলানুভবদশায়াং যাদৃশং রূপম্, তাদৃশং রূপং সাধনানুষ্ঠানদশায়ামনুসন্ধাতব্যম্;

অনুবাদ

সমস্ত পরাবিদ্যাতে উপাস্য ও উপাসনার স্বরূপ চিন্তার কথা যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ উপাসকেরও স্বরূপ চিন্তার কথা বলা হইয়াছে। যথা— 'ত্রয়াণাং এব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ' ইত্যাদি। পরবর্ত্তী 'আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ' এই সূত্রেও পরমাত্ম-স্বরূপ বলিয়া, পরে জীবাত্মারও স্বরূপ চিন্তার কথা বলিলেন। এখন সংশয় হইতেছে যে, এই চিন্তনীয় আত্মা কি কর্ত্তা, ভোক্তা এবং ইহলোক-সঞ্চরণ সমর্থ জীবাত্মা? অথবা প্রজাপতির কথিত অপহতপাপ্মত্বাদি স্বরূপ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? এতদুত্তরে কেহ কেহ (পূর্বপক্ষ) বলেন—প্রত্যগাত্মা এখানে জ্ঞাতৃত্বাদি বিশিষ্টরূপেই কথিত; কারণ, এই উপাসকের শরীরে তাহারই সদ্ভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ শরীরে বর্ত্তমান জীবের স্বরূপটি ঐ প্রকারই বটে; সেই জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্মের অনুসন্ধানেই তাদৃশ ফলসিদ্ধিও উপপন্ন হইতে পারে। কারণ, যাহারা কর্মানুষ্ঠানে অধিকারী এবং স্বর্গাদি ফলে অভিলাষী তাহাদের পক্ষে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম ভিন্ন, ফলানুভবকালে যেরূপ (অপহতপাপ্মত্বাদি) স্বরূপের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সাধনানুষ্ঠানকালে তাদৃশ স্বরূপের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয় না।

তাবতৈব সাধনানুষ্ঠান-তৎফলয়োঃ সিদ্ধেরতিরিক্তানুসন্ধানে প্রয়োজনাভাবাৎ; তদবিশেষাদিহাপি তথৈব।

নন্থ চাত্র "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" (ছাঃ ৩।১৪।১) ইতি বিশেষবচনাদপহতপাপ্মত্বাদ্যাকার এবানুসন্ধাতব্য ইত্যবগম্যতে; নৈবম্, "তং যথাযথোপাসতে" (মুদ্গলোপনিষৎ ৩) ইত্যুপাস্যবিষয়ত্বাৎ তস্য ॥৩।৩।৫১

কারণ, এই পর্যন্ত চিন্তার দ্বারাই যখন তাহাদের সাধনানুষ্ঠান ও তাহার ফল লাভ সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন তদতিরিক্ত চিন্তার কোনই প্রয়োজন নাই। সেইরূপ এই স্থলেও উপাস্য বস্তুর চিন্তাকালে উপাসকের জ্ঞাতৃত্বাদি বিশিষ্ট আত্মার স্বরূপ-চিন্তাই করণীয়। এতদুত্তরে, (সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতেছেন—) শ্রুতিতে যখন বিশেষভাবে উল্লেখ আছে যে, পুরুষ (সাধক) ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাপরায়ণ হন, এখান হইতে প্রয়াণের পরও তাদৃশ অবস্থাই প্রাপ্ত হন, তখন বুঝা যায় যে, সাধক নিজেকে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই চিন্তা করিবে। তদুত্তরে, (পুনরায় পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—) না, এইরূপ হইতে পারে না; কেন না, 'তাহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে' এই শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, উপাস্য-বিষয়ে সঙ্কল্পই ঐ শ্রুতির বিষয়, (কিন্তু উপাসক-বিষয়ক সঙ্কল্প নহে) ॥৩।৩।৫১

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

না, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; এইরূপ অভিমতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতেছেন—'ব্যতিরেকঃ' ইত্যাদি বাক্য।

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ, ন তূপলব্ধিবৎ ॥৩।৩।৫২

অন্বয়ার্থঃ ব্যতিরেকঃ—(বদ্ধ জীব এবং মুক্ত জীবের) পার্থক্য চিন্তনীয়; তদ্ভাবভাবিত্বাৎ — কারণ যিনি যে ভাবে উপাসনা করেন তিনি সেই প্রকার উপাস্য বস্তু প্রাপ্ত হন; ন তু—এইজন্য কিন্তু দেহের ভোক্তারূপে জীব চিন্তনীয় নহে; উপলব্ধিবৎ—ব্রহ্ম-উপলব্ধির জন্য ব্রহ্মস্বরূপ যেমন চিন্তনীয় (জীব উপলব্ধির জন্য জীবস্বরূপও সেইরূপ চিন্তনীয়)।

সরলার্থঃ "পুরুষ ইহলোকে যেরূপ সঙ্কল্প করিতে থাকে মৃত্যুর পরেও তাদৃশ-ভাব প্রাপ্ত হয়।" অতএব মুক্ত জীবের স্বরূপই চিন্তনীয়, দেহবিশিষ্ট ভোক্তৃত্বাভিমানী জীব চিন্তনীয় নহে। উদাহরণস্বরূপ বলিতেছেন—শ্রুতিবিহিত ব্রহ্ম উপলব্ধি যেমন ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে সেইরূপ আত্মা-উপলব্ধিও যথার্থ আত্মস্বরূপ বিষয়েই প্রযোজ্য।

মূল

ন ত্বেতদস্তি—যৎ জ্ঞাতৃত্বাদ্যাকার এবানুসন্ধেয় ইতি ; অস্যাত্মনঃ সংসারদশায়াঃ মোক্ষদশায়াং যো ব্যতিরেকঃ, সোঽপহতপাপ্মত্বাদি-কোঽনুসন্ধেয়ঃ ; অস্য মোক্ষদশায়াং যাদৃশং রূপম্, তাদৃগ্‌রূপ এবোপাসনবেলায়ামাত্মা অনুসন্ধেয় ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? তদ্ভাবভাবিত্বাৎ তদ্রূপাপত্তেঃ, "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" (ছান্দো ৩।১৪।১), "তং যথাযথোপাসতে তথৈব ভবতি" (মুদ্গলোপনিষৎ ৩) ইতি যথোপাসনমেব হি প্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে। ন চ পরস্বরূপমাত্রবিষয়মেবেদমিতি বক্তুং শক্যতে, প্রত্যগাত্মনোঽপ্যুপাস্যভূত-পরব্রহ্মশরীরতয়োপাস্যকোটিনিক্ষিপ্তত্বাৎ। অতঃ প্রজাপতিবাক্যোদিতাপহতপাপ্মত্বাদিগুণক-প্রত্যগাত্মশরীর-পরমাত্মোপাসনস্য তথারূপমেব প্রাপ্যম্ — ইত্যুক্তং ভবতি। অতএব

অনুবাদ

সিদ্ধান্ত পক্ষ

শ্রুতিতে এরূপ কথা নাই যে জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্টরূপেই উপাসকের চিন্তা করিতে হইবে। পরন্তু, সংসারদশা হইতে বিমুক্ত আত্মার মোক্ষকালীন যে অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম তদ্রূপেই উপাসক তাহাকে তদ্রূপ ধর্মবিশিষ্টরূপে চিন্তা করিবে। অভিপ্রায় এই যে, জীবাত্মার মুক্তিকালে যাদৃশ রূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, উপাসনাকালেও তাদৃশ স্বরূপবিশিষ্ট আত্মারই চিন্তা করিতে হইবে। কারণ, ঐরূপ চিন্তার ফলেই সেই অপহতপাপ্মত্বাদি রূপ লব্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন — 'পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সঙ্কল্পসম্পন্ন হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পরেও তাদৃশ ভাবই প্রাপ্ত হয়', 'তাহাকে যে যেভাবে উপাসনা করে, সে সেই রূপেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে' — এই সকল শ্রুতিতে উপাসনার অনুরূপ ফলই শ্রুত হইতেছে। আর, উক্ত বাক্য যে কেবল পরমাত্মার স্বরূপ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে (জীব বিষয়ে নহে), এ কথাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ জীবাত্মাও তো উপাসনীয় পরমাত্মারই শরীর। সুতরাং তাহাকেও উপাস্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে। অতএব, ইহাও বুঝিতে হইবে যে, প্রজাপতি বাক্যে যাঁহার অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগণ কথিত হইয়াছে এবং জীবাত্মা যাঁহার শরীর, সেই পরমাত্মার উপাসনায় তাদৃশ রূপই যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই কথাই প্রতিপাদিত হইল। এই কারণেই বলা

"এবং ক্রতুর্হামুং* লোকং প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি" (অগ্নিরহস্য ১।১০।৬) ইত্যুচ্যতে। তস্মাৎ প্রত্যগাত্মা প্রাপ্যাকার এবানুসন্ধেয়ঃ।

উপলব্ধিবৎ — ব্রহ্মোপলব্ধিবৎ; যথা ব্রহ্মোপলব্ধির্বিহিতা যথাবস্থিতব্রহ্মস্বরূপবিষয়া, তথা আত্মোপলব্ধিরপি যথাবস্থিতাত্মস্বরূপবিষয়েত্যর্থঃ। কর্মস্বাত্মস্বরূপানুসন্ধানং কর্মাঙ্গম্; "যজেত স্বর্গকামঃ" ইতি কর্মানুষ্ঠানমেব হি ফলায় চোদ্যতে। দেহাতিরিক্তজ্ঞাতৃত্বাদ্যাকারাত্মাবগতিঃ কালান্তরভাবিফলসাধনকর্মাধিকারার্থেতি তাবন্মাত্রমেব তত্রাপেক্ষিতমিতি ন কিঞ্চিদপহীনম্ ॥৩।৩।৫২

হইয়া থাকে যে, 'আমি এখানে যেরূপ সঙ্কল্পসম্পন্ন, পরলোকে যাইয়াও সেইরূপই হইব'। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, উপাসনার ফলে জীবাত্মা ভবিষ্যতে যে স্বরূপটি লাভ করিবে, শ্রুতিতে সেই রূপেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপলব্ধি, অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। শ্রুতিবিহিত ব্রহ্মোপলব্ধি যেমন ব্রহ্মের যথাযথ স্বরূপ বিষয়েই হইয়া থাকে, সেইরূপ আলোচ্য আত্মোপলব্ধিও আত্মার যথাযথ স্বরূপ বিষয়েই বুঝিতে হইবে। আবার, ক্রিয়া-বিধিতে যে আত্মস্বরূপের অনুসন্ধানের কথা রহিয়াছে তাহাও কর্মেরই অঙ্গস্বরূপ। পুনরায়, 'স্বর্গাভিলাষী পুরুষ যজ্ঞ করিবে' এই স্থলে কেবল কর্মানুষ্ঠানই ফলোৎপাদনার্থে বিহিত হইয়াছে; আর, দেহাতিরিক্ত জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্ট আত্মার যে অবগতির অর্থাৎ আত্মবিষয়ক জ্ঞানের কথা আছে তাহাও কালান্তরভাবী ফল-সাধনের উপায়রূপী কর্মে অধিকার প্রদর্শনার্থে; কারণ, এ ক্ষেত্রে এতটুকুরই মাত্র অপেক্ষা রহিয়াছে। (কেবল সেইটুকু জ্ঞাপন করিলেই সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে)। অতএব, এ ক্ষেত্রে কিছুমাত্র ন্যূনতা থাকে না ॥৩।৩।৫২

একবিংশতিতম—শরীরে ভাবাধিকরণ সমাপ্ত।

---

*—এবং ক্রতুরিহামুম্ — পাঠভেদঃ।

২২—অঙ্গাববদ্ধাধিকরণম্* (সূত্র ৫৩, ৫৪)

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥৩।৩।৫৩

অন্বয়ার্থঃ তু—কিন্তু ; অঙ্গাববদ্ধাঃ ন—যে যজ্ঞের অঙ্গরূপে উপদিষ্ট কেবল তাহাতেই আবদ্ধ থাকিবে না ; হি—এইরূপেই ; প্রতিবেদম্ শাখাসু—প্রত্যেক বেদের বিভিন্ন শাখায় (প্রযোজ্য)।

সরলার্থঃ বেদের বিভিন্ন শাখায় ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গরূপে 'উদ্‌গীথবিদ্যার' উল্লেখ আছে ; আবার এই উদ্‌গীথবিদ্যার অঙ্গরূপ বিভিন্ন উপাসনার উল্লেখ আছে। একটি শাখাতে যে সকল উপাসনা আছে অন্যান্য শাখাতেও 'উদ্‌গীথবিদ্যার' অঙ্গরূপে সেই উপাসনা গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই এই অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মূল

"ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথম্ উপাসীত" (ছান্দো ১।১।১), "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত" (ছান্দো ২।২।১), "উক্‌থমুক্‌থমিতি বৈ প্রজা বদন্তি, তদিদমেবোক্‌থম্, ইয়মেব পৃথিবী" (ঐত-আরঃ ২।১।২), "অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিচিতঃ" (অগ্নিঃ ১০।৫।৬) ইত্যেবমাদ্যাঃ ক্রত্বঙ্গাশ্রয়া উপাসনা ভবন্তি ; তাঃ কিং যাসু শাখাসু শ্রূয়ন্তে, তাস্বেব

অনুবাদ

"ওম, এই অক্ষরকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে", "লোকে পঞ্চ প্রকার সামের উপাসনা করিবে", "প্রজাগণ উক্‌থ উক্‌থ বলিয়া থাকে, ইহাই উক্‌থ, ইহাই পৃথিবী, ইহাই লোক এবং অগ্নিচিত" ইত্যাদি প্রকার যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথাদি অবলম্বনে বহুতর উপাসনা বিহিত আছে। এখানে বিবেচনীয় এই যে ঐ

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—কর্মাঙ্গ উদ্‌গীথাদি বিষয়ক উপাসনা। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত উপাসনা কি কেবল নির্দিষ্ট শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে ? অথবা বেদের যে যে শাখায় উদ্‌গীথাদির উল্লেখ আছে সেই সমস্ত বেদ শাখাতেই অনুসৃত হইবে ? (৩) পূর্বপক্ষ—যে শাখায় যাহার উল্লেখ আছে, সেই সকল বেদ শাখাতেই তাহারা অনুসৃত হওয়া উচিত, সর্বশাখাতে অনুসরণ কর্তব্য নহে। (৪) সিদ্ধান্ত—না, কোন নির্দিষ্ট শাখায় ঐ সকল উপাসনা আবদ্ধ থাকিতে পারে না ; কারণ, যেখানে যেখানে সামান্যতঃ উদ্‌গীথাদি কর্মাঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহার সর্বত্রই ঐ জাতীয় উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (৫) নির্ণয় — অতএব, সর্বশাখাতেই কর্মাঙ্গ উদ্‌গীথাদি উপাসনা প্রযোজ্য হইবে।

নিয়তাঃ, উত সর্বাসু শাখাসূদ্গীথাদিষু সম্বধ্যন্তে ? ইতি বিচারঃ।

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বে স্থিতেঽপি প্রতিবেদং স্বরভেদাদুদ্গীথাদয়ো ভিদ্যন্তে, ইতি তত্র তত্র ব্যবতিষ্ঠেরন্ ইতি যুক্তা শঙ্কা। কিং যুক্তম্ ? ব্যবতিষ্ঠেরন্ ইতি। কুতঃ ? 'উদ্গীথমুপাসীত' ইতি সামান্যেনোদ্গীথ-সম্বন্ধিতয়া শ্রুতায়াস্তস্যামেব শাখায়াং স্বরবিশেষযুক্তস্যোদ্গীথ-বিশেষস্য সন্নিধানাৎ তস্মিন্নেব বিশেষে পর্যবসানং যুক্তমিতি। এবমাদ্যাস্তাস্বেব শাখাসু ব্যবতিষ্ঠেরন্নিতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ]

"অঙ্গাববদ্ধাস্তু"—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ; ন হ্যুদ্গীথাদ্যঙ্গাববদ্ধা উপাসনাঃ তাস্বেব শাখাসু ব্যবতিষ্ঠেরন্ ; অপি তু

সমস্ত উপাসনা যে সকল বেদশাখায় পঠিত আছে, কেবল সেই সমস্ত শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে, অথবা যে যে শাখাতে উদ্গীথাদির উল্লেখ আছে সেই সমস্ত শাখাতেও সম্বদ্ধ থাকিবে ?

যদিও (তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রেই) সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্ব, অর্থাৎ এক স্থানে কথিত উপাসনার অন্যত্র উপসংহারের উপাসনাও সাব্যাস্ত হইয়াছে, তথাপি প্রত্যেক বেদে উচ্চারণ ও স্বরগত ভেদ থাকায়, যেখানে যাহার উল্লেখ, ঠিক সেইখানেই তাহার প্রয়োগ হইবে ; এই কারণে এখানে ঐ প্রকার আশঙ্কা করা অসঙ্গত হইতেছে না।

কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? নির্দিষ্ট স্থলে নিবদ্ধ থাকিবে, এই পক্ষই যুক্তিযুক্ত। কারণ ? যেহেতু 'উদ্গীথের উপাসনা করিবে' এইরূপে যদিও সামান্যতঃ 'উদ্গীথের সম্বন্ধ অনুসারেই উপাসনা' শ্রুত হয়, তথাপি সেই শাখাতেই আবার যখন বিভিন্ন প্রকার স্বরসংযুক্ত স্বতন্ত্র উদ্গীথেরও উল্লেখ রহিয়াছে, তখন সান্নিধ্যবশতঃ সেই শাখাগত সেই উদ্গীথবিশেষেই উপাসনার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। এইরূপ অপরাপর উপাসনারও নিজ নিজ শাখাতে নিবদ্ধ থাকা সম্ভব। (পূর্বপক্ষীয়) এইরূপ অভিমতের উত্তরে (সিদ্ধান্ত) কথিত হইতেছে—

'অঙ্গাববদ্ধাস্তু ইতি', সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্বপক্ষের নিবারণ করিতেছে। কারণ, কর্মাঙ্গরূপ উদ্গীথাদি বিদ্যা অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্ত উপাসনা কেবল নিজ নিজ শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু প্রত্যেক বেদশাখাতেই অনুসৃত হইবে।

সিদ্ধান্ত—

প্রতিবেদং সম্বধ্যেরন্, সর্বাসু শাখাস্বিত্যর্থঃ। হি-শব্দো হেতৌ। যস্মাৎ শ্রুত্যৈবোদ্গীথাদ্যঙ্গমাত্রাববদ্ধাঃ, তস্মাদ্ যত্রোদ্গীথাদয়ঃ, তত্র সর্বত্র সম্বধ্যেরন্। যদ্যপি স্বরভেদেন উদ্গীথ-ব্যক্তয়ো ভিদ্যন্তে; তথাপি সামান্যেন উদ্গীথশ্রুত্যা সর্বা ব্যক্তয়ঃ সন্নিহিতাঃ, ইতি ন ক্বচিৎ ব্যবস্থায়াং প্রমাণমস্তি। 'সর্বশাখা-প্রত্যয়'ন্যায়েন চ সর্বাসু শাখাসু ক্রতুরেকঃ; অতঃ সর্বাসু শাখাসু একস্য ক্রতোঃ সন্নিধানাৎ ক্রত্বঙ্গভূতোদ্গীথাদয়োঽপি সন্নিহিতাঃ, ইতি নৈকস্য সন্নিধিবিশেষোঽস্তীতি ন ব্যবস্থা ॥৩।৩।৫৩

যেহেতু (সূত্রে 'হি' শব্দটি হেতুত্ব বোধক), শ্রুতি ঐ সকল উপাসনাকে কেবল উদ্গীথাদি অঙ্গমাত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেই হেতু (বুঝিতে হইবে) যেখানে যেখানে উদ্গীথাদির উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত স্থানেই ঐ সমস্ত উপাসনার সম্বন্ধ হইবে। যদিও স্বরগত প্রভেদ থাকায় প্রত্যেক শাখাগত উদ্গীথই ভিন্ন হউক, তথাপি সাধারণভাবে কেবল উদ্গীথ শব্দের শ্রুতি থাকায় প্রত্যেক উদ্গীথই উপাসনার সন্নিহিত হইতেছে, সুতরাং উপাসনার ব্যবস্থা বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ, 'সর্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়' নিয়মানুসারে জানা যায় যে, সমস্ত শাখাগত যজ্ঞই এক; অতএব, সমস্ত বেদ শাখাতে একই ক্রতুর সান্নিধ্য থাকায় সেই ক্রতুরই অঙ্গস্বরূপ উদ্গীথাদিও স্বভাবতই সন্নিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহার যে নির্দিষ্ট কোন একটি মাত্র উপাসনার সান্নিধ্য আছে তাহাও নহে। কাজেই শাখাভেদেও উপাসনার প্রভেদ হইতে পারে না ॥৩।৩।৫৩

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥৩।৩।৫৪

অন্বয়ার্থ ঃ বা—এবং; মন্ত্র-আদিবৎ—কোন যজ্ঞের অঙ্গরূপ মন্ত্র প্রভৃতির ন্যায়; অবিরোধঃ—(যজ্ঞের সহিত সর্বত্র যোজনায়) বিরোধ নাই।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

বা-শব্দশ্চার্থে; আদিশব্দেন জাতি-গুণ-সংখ্যা-সাদৃশ্য-ক্রম-

অনুবাদ

সূত্রগত 'বা' শব্দটি 'চ' অর্থে প্রযুক্ত। সূত্রস্থ 'আদি' শব্দে জাতি, গুণ, সংখ্যা, সাদৃশ্য, ক্রম (পূর্ব-পরতা), দ্রব্য ও কর্মের গ্রহণ করা হইয়াছে। মন্ত্র

দ্রব্যকর্মাণি গৃহ্যন্তে; যথা মন্ত্রাদীনামেকৈকশাখাস্বাম্নাতানামপি শেষিণঃ ক্রতোঃ সর্বশাখাস্বেকত্বেন যথাযথং শ্রুত্যাদিভিঃ সর্বাসু শাখাসু বিনিয়োগো ন বিরুধ্যতে; তদ্বদিহাপ্যবিরোধঃ ॥৩।৩।৫৪

প্রভৃতি যেমন (অঙ্গরূপে) কোন বিশেষ শাখায় পঠিত হইলেও তাহাদের অঙ্গী বা প্রধানভূত কর্ম (ক্রতু) সমস্ত শাখাতে এক হওয়ায় শ্রুতি আদিতে নির্দ্ধারণের বলে সমস্ত শাখাতেই সে সমস্তের বিনিয়োগ বিরুদ্ধ হয় না, এখানেও ঠিক সেইরূপই অবিরোধ বুঝিতে হইবে ॥৩।৩।৫৪

দ্বাবিংশৎ—অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ সমাপ্ত।

২৩—ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণম্* (সূত্র ৫৫)

ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি ॥৩।৩।৫৫

অন্বয়ার্থ ঃ (স্বর্গাদি অবয়ববিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনারূপে বৈশ্বানরবিদ্যায়) ভূম্নঃ—সমগ্র অবয়ববিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার; জ্যায়স্ত্বং—শ্রেষ্ঠত্ব; ক্রতুবৎ—সমগ্র অঙ্গসহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়; তথা হি দর্শয়তি—শ্রুতি তাহাই দেখাইতেছেন।

সরলার্থ ঃ ইতিপূর্বে নির্ণীত হইয়াছে, উপাসনা রূপ অঙ্গ, যজ্ঞবিষয়ক দ্রব্য-সংগ্রহরূপ বিভিন্ন কর্ম এবং বিভিন্ন অঙ্গের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। যেখানে ব্রহ্মকে স্বর্গলোক অবয়ববিশিষ্টরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করার বিধান আছে সেখানে সমগ্র অবয়বরূপে চিন্তা করিয়া উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। অন্যথা উপাসকের হানি হইতে পারে।

*** অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—'বৈশ্বানর বিদ্যা' প্রকরণে দ্যুলোকাদি অবয়ববিশিষ্ট বৈশ্বানর-উপাসনা। (২) সংশয়—এখানে কি প্রত্যেক অবয়বের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা, অথবা সমস্ত অবয়বসম্পন্ন একের উপাসনা করিতে হইবে? (৩) পূর্বপক্ষ—দ্যুলোকাদির প্রত্যেক অবয়বের যখন পৃথকভাবে উপাসনা এবং ফলের উল্লেখ আছে, তখন সমষ্টির ন্যায় ব্যষ্টির উপাসনাও বিহিত হইতে পারে। (৪) উত্তর—না, এখানে ভূমার অর্থাৎ সমস্ত অবয়বসম্পন্ন বৈশ্বানরের উপাসনাই অভিপ্রেত; তাহার অবয়বের যে উপাসনা এবং তাহার ফলোল্লেখ তাহা উহারই অন্তর্গত আনুষঙ্গিকমাত্র। (৫) নির্ণয়—অতএব, এখানে সমস্ত অবয়ববিশিষ্ট বৈশ্বানরের উপাসকই কর্ত্তারূপে বিহিত।

মূল

"প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ" (ছান্দো ৫।১১।১) ইত্যারভ্য বৈশ্বানর-বিদ্যা আম্নাতা; তত্র বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা ত্রৈলোক্যশরীর উপাস্যঃ শ্রুতঃ স্বর্লোকাদিত্যবায্বাকাশাপৃথিব্যবয়বঃ; তত্র চ দ্যৌর্মূর্দ্ধা, আদিত্য-শ্চক্ষুঃ, বায়ুঃ প্রাণঃ, আকাশঃ সন্দেহঃ, মধ্যকায় ইত্যর্থঃ; আপো বস্তিঃ, পৃথিবী পাদাবিত্যবয়ববিশেষাঃ। তত্র সংশয়ঃ — কিমস্য ত্রৈলোক্যশরীরস্য ব্যস্তস্যোপাসনং কর্ত্তব্যম্, উত ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ, অথ সমস্তস্যৈবেতি। কিং যুক্তম্? ব্যস্তস্যেতি; কুতঃ? উপক্রমে ব্যস্তোপাসনোপদেশাৎ। তথা হি উপদিশ্যতে — ঔপমন্যবাদয়ঃ কিলোদ্দালকষষ্ঠাঃ কেকয়মশ্বপতিমুপসত্য "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি; তমেব নো ব্রূহি" (ছান্দো ৫।১১।৬) ইতি পপ্রচ্ছুঃ। স চ তেভ্যঃ প্রত্যেকং স্বোপাস্যান্ দ্যুপ্রভৃতীন্ উক্তবদ্ভ্যো মূর্দ্ধাদিষু

অনুবাদ

(ছান্দোগ্য উপনিষদে) 'প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ' এই হইতে আরম্ভ করিয়া, 'বৈশ্বানর বিদ্যা' নামে একটি বিদ্যা (উপাসনা পদ্ধতি) পঠিত আছে। সেখানে স্বর্গলোক, আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী যাঁহার শরীরের অবয়ব এবং ত্রিজগৎ যাঁহার শরীর, সেই বৈশ্বানর নামক পরমাত্মা উপাস্যরূপে শ্রুত হইয়াছে। তন্মধ্যে আবার বিশেষ এই যে, দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, আদিত্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার প্রাণ, আকাশ তাঁহার সন্দেহ (দেহমধ্যভাগ), জল তাঁহার বস্তি (মূত্রাশয়), এবং পৃথিবী তাহার পাদদ্বয়। এস্থলে সংশয় এই যে, ত্রৈলোক্য শরীরাত্মক এই বৈশ্বানরের প্রত্যেক অংশেরই কি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করিতে হইবে? অথবা ব্যষ্টি সমষ্টি উভয় রূপের? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? (পূর্বপক্ষ —) প্রত্যেক অংশের পৃথক্ উপাসনা পক্ষটি। কারণ, যেহেতু বাক্যের উপক্রমে ব্যস্তোপাসনারই কথা উক্ত হইয়াছে। সেইরূপই উপদেশ আছে — 'উদ্দালক ঋষিকে লইয়া ঔপমন্যব আদি ছয়জন ঋষি কেকয়াধিপতি অশ্বপতি নামক রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'সম্প্রতি আপনিই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন, আমাদিগকে তাহা উপদেশ করুন' ইত্যাদি। অনন্তর তাহারা প্রত্যেকে নিজেদের উপাস্য দ্যুলোক প্রভৃতির উল্লেখ করিলে পর, তিনিও ঐ সমস্ত উপাসনাকে

ব্যস্তেষূপাসনং তত্র তত্র ফলঞ্চোক্তবান্ — "অত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে", য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, মূর্দ্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি। "এষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরঃ" (ছান্দো ৫।১২।১) ইত্যাদিনা তেষু তেষূপাসনেষূপাস্যস্য বৈশ্বানরত্বং চাহ। অতো ব্যস্তস্যোপাসনং কর্ত্তব্যম্। পরত্র "যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" (ছান্দো ৫।১৮।১) ইতি দ্যুপ্রভৃতি-প্রদেশাবচ্ছিন্নমাত্রে বৈশ্বানরে উক্তস্য মূর্দ্ধাদ্যুপাসনস্য সমাসেনোপ-সংহারঃ ইত্যবগন্তব্যম্।

অপর আহ — এবমেব সমস্তস্যাপ্যুপাসনং কার্যমিতি; পৃথক্-ফলনির্দেশাৎ —"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানর-মুপাস্তে, স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি (ছান্দো ৫।১৮।১) ইতি। ন চৈতাবতা বাক্যভেদঃ; যথা ভূমবিদ্যোপক্রমে

বৈশ্বানরের মস্তকাদি এক একটি অংশাবলম্বী উপাসনা এবং সেই সেই উপাসনার ফলও বলিয়াছিলেন, — "তিনিও (উপাসকও) অন্ন ভোগ করেন, প্রিয় দর্শন করেন এবং তাহার বংশে ব্রাহ্মণ্য তেজঃসম্পন্ন লোক জন্ম ধারণ করেন, যিনি এইরূপ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইহা হইতেছে আত্মার মস্তক মাত্র 'সুতেজা' নামক বৈশ্বানর আত্মা, অর্থাৎ ইহাই প্রকৃত আত্মা নহে, তাহার অংশ মাত্র", ইত্যাদি। বিশেষতঃ, ঐ প্রত্যেক অংশের উপাসনায় যিনি উপাস্য তাঁহারও বৈশ্বানরত্বের কথা বলিয়াছেন। অতএব, ভিন্ন ভিন্ন অংশের অর্থাৎ 'ব্যস্তের' উপাসনা করাই কর্ত্তব্য। তাহার পরে আবার বলিয়াছেন—'কিন্তু যিনি প্রদেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন' ইত্যাদি বাক্যে দ্যুলোকাদি প্রদেশ-পরিচ্ছিন্ন বৈশ্বানরের সম্বন্ধে যে উপাসনা উক্ত আছে, তাহারই সংক্ষেপে উপসংহার করিয়াছেন মাত্র।

(অন্য পূর্বপক্ষ —) অপরে বলেন — ব্যষ্টি উপাসনার ন্যায় সমষ্টি উপাসনাও করিতে হইবে, কারণ, 'যে ব্যষ্টি প্রদেশ পরিমিত প্রদেশে (অর্থাৎ হৃদয়ক্ষেত্রে) অভিব্যক্ত বৈশ্বানর আত্মার এইরূপে উপাসনা করে, সে ব্যক্ত সর্বজগতে সর্বভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করে', এই শ্রুতিতে স্বতন্ত্র ফলের নির্দেশ রহিয়াছে, (অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে সমস্তের উপাসনা বিহিত না হইলে, পৃথক্ স্বতন্ত্র ফলের নির্দেশ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।) আর, 'সমস্ত' ও 'ব্যস্তের' উভয়ের উপাসনা স্বীকার করিলে যে বাক্যভেদের সম্ভাবনা আছে

নামাদ্যুপাসনং তত্তৎফলঞ্চাভিধায় "এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যে-নাতিবদতি"(ছাঃ ৭।১৬।১) ইত্যাদিনা ভূমবিদ্যামুপদিশ্য "স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছান্দো ৭।২৫।২) ইতি তৎফলঞ্চ ব্যপদিশতি ; তত্র ভূমবিদ্যাপরত্বেঽপি বাক্যস্য নামাদ্যবান্তরোপাসনং তত্তৎফলঞ্চাঙ্গীক্রিয়তে, তথা ইহাপীতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে –

[সিদ্ধান্তঃ]

ভূম্নো জ্যায়স্ত্বমিতি। ভূম্নঃ বিপুলস্য সমস্তস্যৈব, জ্যায়স্ত্বং প্রামাণিকত্বমিত্যর্থঃ ; একবাক্যত্বাবগতেঃ। তথা হি "প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ" ইত্যুপক্রম্য "উদ্দালকো হ বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানাং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তং হন্তাভ্যাগচ্ছাম" (ছাঃ ৫।১১।২) ইতি বৈশ্বানরাত্ম-বুভুৎসয়া ঔপমন্যবাদয়ঃ পঞ্চ মহর্ষয়ঃ তমুদ্দালক-মুপেত্য তত্র বৈশ্বানরাত্মবেদনমলভমানাঃ তেন চ সহাশ্বপতিং কেকয়ং

তাহাও নহে—কারণ, 'ভূমাবিদ্যার' প্রকরণে যেমন নাম প্রভৃতির স্বতন্ত্র উপাসনা ও তাহার ফল কথনের পর, 'যিনি সত্যবাদী, তিনিই অতিবাদী' ইত্যাদি বাক্যে 'ভূম-বিদ্যার' উপদেশ করিয়া 'তিনি স্বরাট হন, এবং সর্বজগতে তাঁহার কামাচার বা স্বাধীনবৃত্তি হয়', এইরূপে ভূম-বিদ্যার স্বতন্ত্র ফল ও নির্দেশ করিয়াছেন। সেখানে ভূমবিদ্যার নিরূপণে বাক্যের তাৎপর্য হইলেও তদানুষঙ্গিক নামাদিরও পৃথক্ উপাসনা ও তাহার পৃথক্ ফল স্বীকৃত হইয়া থাকে। এখানেও ঠিক তদ্রূপই হইবে (কিছুমাত্র বিশেষ নাই)।

এই অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে—বর্ত্তমান সূত্রে 'ভূম্নোজ্যায়স্ত্বম্' ইত্যাদি বাক্য। 'ভূম্নঃ' মানে বিপুলের, অর্থাৎ যেহেতু পূর্বাপর সমস্ত বাক্যের মধ্যে একবাক্যতা বা একার্থবোধকতা বুঝা যাই-তেছে, সেই হেতু 'সমস্তেরই' 'অর্থাৎ মূর্দ্ধাদি সমস্ত অবয়বেরই জ্যায়স্ত্ব বা প্রমাণ-সিদ্ধত্ব প্রতীত হইতেছে। দেখ, 'উপমন্যুনন্দন প্রাচীনশাল' ইত্যাদি উপক্রমের পর, 'হে পূজনীয়গণ, সম্প্রতি অরুণনন্দন সেই উদ্দালক ঋষিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন ; ভাল, আমরা তাহার নিকটই গমন করি', এইরূপে সেই উপমন্যব প্রভৃতি পাঁচজন ঋষি, 'বৈশ্বানর আত্মবিদ্যা' লাভের আশায় উদ্দালকের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু, তাহার নিকটও বৈশ্বানরাত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাহারা উদ্দালককে সঙ্গে লইয়া বৈশ্বানর-আত্মতত্ত্বজ্ঞ অশ্বপতি নামক কেকয় রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

সিদ্ধান্তপক্ষ—

বৈশ্বানরাত্মবেদিনমুপসঙ্গম্য "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহি" (ছাঃ ৫।১২।৬) ইতি পৃষ্ট্বা, তৎসকাশাৎ পরমাত্মানং বৈশ্বানরং স্বর্লোকাদি-পৃথিব্যন্তশরীরমুপাস্যমবগম্য, তৎফলং চ সর্ব-লোক-সর্বভূত-সর্বাত্মান্নভূত-ব্রহ্মানুভবমবগতবন্তঃ. ইত্যুপসংহারতো বাক্যস্যৈকত্বমবগম্যতে। এবমেকবাক্যত্বেঽবগতে সত্যবয়ববিশেষে-ষূপাস্তিবচনং ফলনির্দেশশ্চ সমস্তোপাসনৈকদেশানুবাদমাত্রমিতি নিশ্চীয়তে। ক্রতুবৎ—যথা "বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেৎ পুত্রে জাতে" (যজুঃ ২।১।৫ অনুঃ) ইতি বিহিতস্যৈব ক্রতোরেকদেশাঃ "যদ্ অষ্টকপালো ভবতি" (যজুঃ ২।২।৫ অনুঃ) ইত্যাদিভিরনূদ্যন্তে, তথা সমস্তোপাসনমেব ন্যায্যম্, ন ব্যস্তোপাসনম্। তথা হি দর্শয়তীয়ং শ্রুতিঃ ব্যস্তোপাসনেঽনর্থং ব্রুবতী—"মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ যন্মাং নাগমিষ্যঃ" (ছাঃ ৫।১২।২) ইতি, "অন্ধোঽভবিষ্যো যন্মাং নাগমিষ্যঃ" (ছান্দো ৫।১৩।২) ইত্যাদিকা।

'বর্ত্তমান সময়ে আপনিই বৈশ্বানর-আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন, আমাদিগকে তাহাই উপদেশ করুন'। তাহার পর সেই অশ্বপতির নিকটে স্বর্গলোক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্যন্ত জগৎ যাহার শরীর সেই বৈশ্বানর-আত্মা পরমাত্মাকে উপাস্তরূপে অবগত হইয়া, সেই জ্ঞানের ফলস্বরূপ—সর্বলোক, সর্বভূত ও সর্বাত্মাতে, অন্নস্বরূপ ভোগ্য ব্রহ্মানুভূতিও অবগত হইয়াছিলেন। প্রকরণের এই প্রকার উপসংহার হইতেও (প্রকরণগত) সমুদায় বাক্যের একত্ব জানা যাইতেছে। এইরূপে একবাক্যতা অবধারণের পর, প্রধান বস্তু বৈশ্বানরের অবয়বসমূহের যে পৃথক্ উপদেশ ও ফল নির্দেশ, তাহা কেবল সমস্ত বৈশ্বানর-উপাসনারই একাংশ মাত্রের অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ মাত্র বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। ইহার দৃষ্টান্তস্থল বৈশ্বানর-ক্রতু; পুত্র জন্মিলে পর, দ্বাদশ পাত্রে বৈশ্বানর যাগ অনুষ্ঠান করিবে, এই ভাবে পূর্ব বিহিত ক্রতুরই একদেশসমূহ যেমন 'আটটি পাত্রে কৃত যজ্ঞ' (যদ্ অষ্টকপালো ভবতি), ইত্যাদি বাক্যে অনূদিত হইয়াছে এখানেও সেইরূপ 'সমস্তেরই' উপাসনা ন্যায্য, কিন্তু 'ব্যস্তের' উপাসনা যুক্তিযুক্ত নহে। ব্যস্তোপাসনায় অনিষ্ট-প্রকাশক শ্রুতিও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিতেছেন—"তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িত" এবং "তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তুমি অন্ধ হইয়া পড়িতে" ইত্যাদি।

অত ইদমপ্যপাস্তম্, — যন্নামাদ্যুপাসনসাম্যমুক্তম্। তত্র হি নামাদ্যুপাসনেষ্বনর্থো ন শ্রুতঃ, নামাদ্যুপাসনেভ্যো ভূমোপাসনস্যাতিশয়িতফলত্বং শ্রুতম্—"এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি" (ছান্দো ৭।১৬।১) ইতি। তত এব তত্র ভূমবিদ্যাপরত্বেঽপি বাক্যস্য নামাদ্যুপাসনানাং সফলানাং বিবক্ষিতত্বম্; অন্যথা অতিশয়িতফলত্বনিমিত্তাতিবাদেন ভূমবিদ্যাস্তুত্যনুপপত্তেঃ; অতঃ সমস্তোপাসনমেব ন্যায্যম্ ॥৩।৩।৫৫

পূর্বে যে নামাদি উপাসনার সহিত সাম্য কথিত হইয়াছিল, তাহার দ্বারাও ব্যস্ত-উপাসনা নিরস্ত হইল। কারণ, সেখানে যে নামাদির উপাসনা কথিত হইয়াছে তাহাতে কোন প্রকার অনিষ্ট ফল শ্রুত হয় নাই, পরন্তু নামাদির উপাসনা অপেক্ষা ভূমা-উপাসনার ফলাধিক্যের কথামাত্রই শ্রুত হইয়াছে। যথা — "ইনিই অতিবাদী, যিনি সত্য বলেন" ইত্যাদি। সেই কারণেই সেখানে ভূম-বিদ্যা প্রতিপাদনে বাক্যের তাৎপর্য হইলেও নামাদি উপাসনা ও সেই উপাসনার ফলই তত্রস্থ শ্রুতির অভিপ্রেত, নচেৎ অন্য অপেক্ষা অধিকতর ফলের নিমিত্তরূপ যে অতিবাদ তাহার দ্বারা যে ভূম-বিদ্যার স্তুতি সম্পাদন, তাহা তো উপপন্ন হয় না। অতএব 'সমস্তে' উপাসনাই যুক্তিযুক্ত, ব্যস্তের উপাসনা নহে ॥৩।৩।৫৫

ত্রয়োবিংশৎ—ভূমজ্যায়স্ত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত।

২৪—শব্দাদিভেদাধিকরণম্* (সূত্র ৫৬)

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥৩।৩।৫৬

অন্বয়ার্থ ঃ নানা—(বিদ্যা) ভিন্ন ভিন্ন; শব্দাদিভেদাৎ—যেহেতু নাম, প্রক্রিয়া ইত্যাদির ভেদ আছে।

সরলার্থ ঃ সমস্ত উপাসনায় একই ব্রহ্ম উপাস্য হইলেও এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ ফল এক হইলেও ব্রহ্মসম্বন্ধীয় সৎ, ভূমা, অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি শব্দভেদ থাকায় এবং বিভিন্ন বিদ্যায় নাম, অভ্যাস, গুণ, প্রক্রিয়া প্রভৃতির ভেদ থাকায় বুঝিতে হইবে যে এ সকল বিদ্যা এক নহে কিন্তু বিভিন্ন।

*** অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—একই ব্রহ্ম বিষয়ে এবং একই মুক্তি-ফলের উদ্দেশ্যে বিহিত বিভিন্ন নামীয় সদ্বিদ্যা দহরবিদ্যা প্রভৃতি। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত ব্রহ্ম-বিদ্যাই কি এক? না,

মূল

ইহ ব্রহ্মবিদ্যাঃ সর্বাঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ-মোক্ষৈকফলাঃ সদ্বিদ্যা-ভূমবিদ্যাদহরবিদ্যোপকোসলবিদ্যাশাণ্ডিল্যবিদ্যা-বৈশ্বানরবিদ্যানন্দময়-বিদ্যাক্ষরবিদ্যাদিকা একশাখাগতাঃ শাখান্তরগতাশ্চোদাহরণম্ ; অন্যাঃ প্রাণাদ্যেকবিষয়ফলাশ্চ। কিমত্র বিদ্যৈক্যম্, উত বিদ্যাভেদঃ, ইতি সংশয্যতে। অত্রৈবাসাং পরস্পরভেদে সমর্থিতে সত্যেকস্যা দহর-বিদ্যাদিকায়াঃ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ন্যায়ঃ। কিং যুক্তম্ ? বিদ্যৈক্যমিতি। কুতঃ ? বেদ্যস্য ব্রহ্মণ একত্বাৎ ; বেদ্যং হি বিদ্যায়া রূপম্ ; অতো রূপৈক্যাদ্বিদ্যৈক্যমিতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

অনুবাদ

সদ্বিদ্যা, ভূমবিদ্যা, দহর বিদ্যা, উপকোসল বিদ্যা, শাণ্ডিল্য বিদ্যা বৈশ্বানর বিদ্যা, আনন্দময় বিদ্যা, অক্ষর বিদ্যা প্রভৃতি যে সকল বিদ্যার ফল হইতেছে—ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ (অর্থাৎ ফল একই), সেই সকল বিদ্যা এক শাখাগতই হউক কিংবা ভিন্ন শাখাগতই হউক সেই সমুদয়কে একই বিদ্যার উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তদতিরিক্ত একই বিষয়ে একই মাত্র ফলের জন্য বিহিত প্রাণবিদ্যা প্রভৃতিকে তদনুরূপ ভিন্ন বিদ্যারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এ স্থলে প্রমাণান্তর দ্বারা উক্ত বিদ্যাসমূহের পরস্পর ভেদ সমর্থিত হইলে তবেই 'দহরবিদ্যা' প্রভৃতি প্রত্যেক বিদ্যার সম্বন্ধে (এই তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রোক্ত) 'সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ন্যায়'টি প্রযোজ্য হইতে পারে। এই সকল ব্রহ্মবিদ্যা এক, অথবা পৃথক্ ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? (পূর্বপক্ষ—) সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যার একত্ব পক্ষই যুক্তিযুক্ত। যেহেতু, উপাস্য ব্রহ্ম সর্বত্র এক এবং বেদ্য বা উপাস্য বস্তু হইতেছে বিদ্যার প্রকৃত নিজ রূপ। অতএব স্বরূপেরও ঐক্য থাকায় বিদ্যারও একত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ অভিমতের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলা হইতেছে—'নানা' ইত্যাদি বাক্য।

পৃথক্ পৃথক্ ? (৩) পূর্বপক্ষ—উপাস্য ও ফল যখন সর্বত্রই এক, তখন ঐ সকল বিদ্যাও এক। (৪) সিদ্ধান্ত—না, এক হইতে পারে না ; কারণ, বিদ্যাবিষয়ক শব্দ, গুণ ও প্রকরণাদি যখন এক নহে, তখন ঐ সকল বিদ্যাও এক হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় —অতএব, ভিন্ন শাখা ও প্রকরণগত ঐ সমস্ত বিদ্যাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপেই চিন্তা করিতে হইবে।

[সিদ্ধান্তঃ]

নানা ইতি। নানাভূতা বিদ্যাঃ; কুতঃ? শব্দাদিভেদাৎ—আদিশব্দেন অভ্যাস-সংখ্যা-গুণ-প্রক্রিয়া-নামধেয়ানি গৃহ্যন্তে; শব্দান্তরাদিভিরত্র বিধেয়-ভেদহেতবোঽনুবন্ধভেদাঃ দৃশ্যন্তে। যদ্যপি বেদোপাসীতেত্যাদয়ঃ শব্দাঃ প্রত্যয়াবৃত্ত্যভিধায়িনঃ; প্রত্যয়াশ্চ ব্রহ্মৈকবিষয়াঃ; তথাপি তত্তৎ-প্রকরণোদিত-জগদেককারণত্বা-পহতপাপ্মত্বাদি-বিশেষণাবিশিষ্ট-ব্রহ্মবিষয়-প্রত্যয়াবৃত্ত্যববোধিনঃ প্রত্যয়াবৃত্তিরূপাঃ বিদ্যা ভিন্দন্তি। ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ-ফলসম্বন্ধ্যুপাসন-বিশেষাভিধায়ীনি চ নিরাকাঙ্ক্ষাণি বাক্যানি প্রতিপ্রকরণং বিলক্ষণ-বিদ্যাভিধায়ীনীতি নিশ্চীয়তে। অস্মিন্নর্থে "শব্দান্তরে কর্মভেদঃ" (পূর্বমীমাংসা ১।১।২) ইত্যাদিভিঃ পূর্বকাণ্ডোদিতৈঃ সূত্রৈঃ সিদ্ধেঽপি পুনরিহ প্রতিপাদনং বেদান্তবাক্যানি অবিধেয়-জ্ঞানপরাণীতি

সিদ্ধান্ত—

বিদ্যা নানা, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন; যেহেতু শব্দাদির ভেদ রহিয়াছে। 'শব্দাদি' এই পদে 'আদি' শব্দে—অভ্যাস, সংখ্যা, গুণ, প্রক্রিয়া (উপাসনা প্রণালী) ও নাম গৃহীত হইয়াছে। শব্দ-ভেদাদি কারণেও উপাস্যের ভেদগ্রাহক অনুবন্ধ অর্থাৎ ধাতুর অর্থভেদগ্রাহক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 'বেদ' (জানিবে), 'উপাসীত' (উপাসনা করিবে) প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও জ্ঞানাত্মক উপাসনারই বোধক এবং যদিও ব্রহ্মই উক্ত জ্ঞানসমূহের একমাত্র বিষয় অর্থাৎ উপাস্য বস্তু, তথাপি বিশেষ বিশেষ প্রকরণোক্ত জগদেককারণত্ব, অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানানুশীলনবোধক জ্ঞান-আবৃত্তিস্বরূপ বিদ্যায় ভেদ জন্মাইয়া থাকে। বিশেষতঃ, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলপ্রাপক উপাসনার বোধক যে সমস্ত বাক্য আছে, প্রত্যেক প্রকরণেই সে সমস্ত বাক্য যখন পরস্পর একার্থ-বোধক নহে (নিরপেক্ষ) তখন সে সমস্ত বাক্য যে বিলক্ষণ অর্থাৎ স্বতন্ত্র বিদ্যার বিধায়ক তাহা নিশ্চিত হয়। যদিও কর্মকাণ্ডোক্ত 'শব্দভেদে কর্মভেদ হয়' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারাই এ বিষয়টি নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি, বেদান্ত বাক্যসমূহ কোন বিধির বিধান দেয় না (কারণ ইহারা স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর পরিচায়ক), এইরূপ অসদ্‌বুদ্ধি নিরসনের জন্য পুনরায় এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন

কুদৃষ্টিনিরসনায়। অতো বিদ্যাভেদ ইতি স্থিতম্ ॥৩।৩।৫৬

করার প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব, আলোচ্য বিদ্যাসকল যে এক নহে—ভিন্ন ভিন্ন, তাহা স্থিরীকৃত হইল। (তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, 'সর্বশাখাপ্রত্যয় ন্যায়', অর্থাৎ বেদান্তের কোন এক শাখায় বিহিত কোন উপাসনা বেদান্তের সমস্ত শাখাতেই উপসংহার করিতে হয়। এই সূত্রে স্থাপিত করা হইল যে, যেখানে উপাসনার নাম রূপ ও শব্দাদি ভিন্ন ভিন্ন থাকে, সেখানে উপাসনার ফল এক হইলেও সেই সমস্ত বিদ্যা বা উপাসনা প্রকৃতপক্ষে পৃথক্, সুতরাং পৃথক্‌ভাবেই সে সমুদয়ের অভ্যাস করিতে হইবে)।

॥৩।৩।৫৬

চতুর্বিংশতি—শব্দাদিভেদ-অধিকরণ সমাপ্ত।

২৫—বিকল্পাধিকরণম্* (সূত্র ৫৭, ৫৮)

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥৩।৩।৫৭

অন্বয়ার্থঃ বিকল্পঃ—যে কোন একটি অনুষ্ঠান (বিধেয়); অবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ—যেহেতু সমস্ত উপাসনার ফলই এক (ব্রহ্মপ্রাপ্তি)।

সরলার্থঃ সদ্বিদ্যা, ভূমবিদ্যা, দহরবিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনাগুলি উপাসনারূপে বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটির ফলই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। অতএব যে কোন একটির উপাসনার অনুশীলন করিলেই চলিবে। সমস্ত বিদ্যার অনুশীলনের প্রয়োজন নাই।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—সদ্বিদ্যা, ভূমবিদ্যা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলদায়ক বিদ্যাসমূহ। (২) সংশয়—উক্ত বিদ্যাগুলি কি একই পুরুষ কর্তৃক অনুষ্ঠেয়, অথবা প্রয়োজন না থাকায় একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় নহে? (৩) পূর্বপক্ষ—এক স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির জন্য বিহিত 'অগ্নিহোত্র', 'দর্শপূর্ণমাস' প্রভৃতি যজ্ঞের যখন একই ব্যক্তিসমুচ্চয় অনুষ্ঠান করিতে পারে, তখন ব্রহ্মবিদ্যাসমূহেও বা সহানুষ্ঠান হইবে না কেন? (৪) উত্তর—(সিদ্ধান্ত পক্ষ)—না, সমুচ্চয় হইতে পারে না; কারণ, যাগ-ফল স্বর্গাদির তারতম্য আছে, সুতরাং ক্রিয়ার আধিক্যে ফলেরও আধিক্য হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যা-ফল ব্রহ্মানুভব যখন সকল বিদ্যানুষ্ঠানের পক্ষেই সমান এবং হ্রাসবৃদ্ধিহীন, তখন বহুবার অনুশীলনেও ফলাধিক্যের সম্ভাবনা না থাকায় সমুচ্চয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনও থাকে না। (৫) নির্ণয়—অতএব, যে কোন পুরুষ কর্তৃক যে কোন উপরি-উক্ত বিদ্যাসমূহের মধ্যে যে কোন একটি বিদ্যার অনুশীলন করিলেই চলিবে, সকল বিদ্যার সমুচ্চয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই।

মূল

ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলানাং সদ্বিদ্যা - দহরবিদ্যাদীনাং নানাত্বমুক্তম্; ইদানীমাসাং বিদ্যানামেকস্মিন্ পুরুষে প্রয়োজনবত্ত্বেন সমুচ্চয়োঽপি সম্ভবতি, উত প্রয়োজনাভাবাৎ বিকল্প এব, — ইতি বিশয়ে — কিং যুক্তম্? সমুচ্চয়োঽপি সম্ভবতীতি; কুতঃ? একফলানাং ভিন্নশাস্ত্রার্থানামপি সমুচ্চয়দর্শনাৎ। দৃশ্যতে হি একস্যৈব স্বর্গাদেঃ সাধনানাম-গ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদীনাং তস্যৈব স্বর্গস্য ভূয়স্ত্বাপেক্ষয়ৈকত্র পুরুষে সমুচ্চয়ঃ; এবমিহাপি ব্রহ্মানুভবভূয়স্ত্বাপেক্ষয়া সমুচ্চয়োঽপি সম্ভবতীতি।

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ]

বিকল্প এব; ন সমূচ্চয়ঃ সম্ভবতীতি। কুতঃ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ —সর্বাসাং হি ব্রহ্মবিদ্যানামনবধিকাতিশয়ানন্দ-ব্রহ্মানুভবঃ ফলম্

অনুবাদ

ইতিপূর্বে স্থাপিত হইল যে, একই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলসাধক, সদ্বিদ্যা দহরবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা এক নহে, পার্থক্য আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, একই উপাসকের পক্ষে ঐ সকল বিদ্যার সমুচ্চয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে, কি নাই? অর্থাৎ প্রয়োজন থাকিলে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আর না থাকিলে করিতে হইবে না। কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত?

পূর্বপক্ষ— সমুচ্চয় বা সহ-অনুষ্ঠানই যুক্তিযুক্ত। কারণ বিভিন্ন শাস্ত্রোপদিষ্ট এক ফলসাধন বিষয়েও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সহানুষ্ঠান দেখিতে পারা যায়। যথা — একই স্বর্গাদি ফলসাধন 'অগ্নিহোত্র', দর্শপূর্ণমাস' প্রভৃতি যজ্ঞসমূহেরও স্বর্গফলের প্রাচুর্য সম্পাদনের প্রত্যাশায় একই পুরুষকে যেমন বারংবার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, সেইরূপ এখানেও ব্রহ্মানুভূতিরূপ ফলের আধিক্য সাধনের জন্য সমস্ত বিদ্যারও সহানুষ্ঠান হইতে পারে।

এইরূপ পূর্বপক্ষের অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে বর্ত্তমান সূত্রটি।

সিদ্ধান্ত পক্ষ এখানে বিকল্পেরই সম্ভব হয়, সমুচ্চয়ের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু ফলের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। কারণ, কোনরূপ তারতম্যবিহীন নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিরূপ ফলটি ঐ জাতীয় সমস্ত

অবিশিষ্টং শ্রূয়তে — "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈ-আনঃ ১ অনুঃ ১)। "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য" (তৈ-আনঃ ৮ অনুঃ)।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

(মুণ্ডকঃ ৩।১।৩) ইত্যাদিভ্যঃ। ব্রহ্ম হি স্বস্য পরস্য চ স্বয়মনুভূয়মানমনবধিকাতিশয়ানন্দং ভবতি। স চ তাদৃশো ব্রহ্মানুভব একয়া বিদ্যয়া অবাপ্যতে চেৎ, কিমন্যয়া? ইতি ন সমুচ্চয়সম্ভবঃ। স্বর্গাদের্হি দেশতঃ কালতঃ স্বরূপতশ্চ পরিমিতত্বেন তত্র দেশাদ্যপেক্ষয়া ভূয়স্ত্বসম্ভবাৎ তদর্থিনঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি; ইহ তু তদ্বিপরীতস্বরূপে ব্রহ্মণি তন্ন সম্ভবতি। সর্বাশ্চ বিদ্যাঃ ব্রহ্মানুভববিরোধ্যনাদিকর্মাবিদ্যানিরসনমুখেন ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলা, — ইত্যবিশিষ্টফলত্বাৎ সর্বাসাং বিকল্প এব ॥৩।৩।৫৭

বিদ্যার সম্বন্ধে তুল্য। যথা, শ্রুতি বলিতেছেন — "ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন", "তাহা ব্রহ্মজ্ঞ এবং অকামহত বা নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের পক্ষে একই আনন্দ", "দিব্যদর্শী পুরুষ যখন সুবর্ণবর্ণ, জগৎকর্ত্তা ও বেদপ্রসূ পুরুষ জগদীশ্বরকে (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন তখন সেই বিদ্বান পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করতঃ সর্বদোষগন্ধশূন্য হইয়া ব্রহ্মের পরম সাম্য লাভ করেন"। নিজে অথবা অপরে ব্রহ্মবস্তু অনুভব করুক, অনুভব সময়ে সকলের নিকটই ব্রহ্ম নিরতিশয় আনন্দস্বরূপেই অনুভূত হইয়া থাকেন। যদি একই বিদ্যার সাহায্যে সেই ব্রহ্মবস্তুটি লাভ করিতে পারা যায় তবে আর অন্যান্য ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে প্রয়োজন কী? অতএব সমুচ্চয় পক্ষটি সমর্থিত হইতেছে না। পক্ষান্তরে, স্বর্গাদি ফল যখন দেশ কাল এবং স্বরূপতঃও পরিমিত বা সীমাবদ্ধ, তখন দেশ ও কালাদির অনুসারে তাহার পরিমাণেরও হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে, সুতরাং স্বর্গাদি ফলার্থীর পক্ষে বিভিন্ন যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সমুচ্চয় সম্ভবপর হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে যখন স্বর্গাদি ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ অনুভবানন্দরূপ ফলে তো কখনই এই 'সমুচ্চয়'-ব্যবস্থা সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষতঃ উল্লিখিত বিদ্যাসমূহের প্রত্যেকটিই যখন ব্রহ্মানুভূতির প্রতিবন্ধক অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলের সাধক তখন ফলগত কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকায় উক্ত বিদ্যাসমূহের কখনই সমুচ্চয় হইতে পারে না; পরন্তু বিকল্প যে কোন একটির অনুষ্ঠান প্রয়োজন ॥৩।৩।৫৭

ব্রহ্মপ্রাপ্তি-ব্যতিরিক্তফলাস্তু বিদ্যাঃ স্বর্গাদিফল-কর্মবৎ যথেষ্টং বিকল্পেরন্, সমুচ্চীয়েরন্ বা, তাসাং পরিমিতফলত্বেন ভূয়স্ত্বাপেক্ষা-সম্ভবাৎ। তত্রাহ—

যে সব বিদ্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তির অতিরিক্ত স্বর্গাদি ফল লাভের প্রাপক, সেই সকল বিদ্যায় ফললাভের আধিক্যের সম্ভাবনার জন্য সেই সকল বিদ্যায় সমুচ্চয় অনুষ্ঠান যে হইতে পারে তাহাই বক্ষ্যমাণ সূত্রে কথিত হইতেছে—

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ ন বা পূর্বহেত্বভাবাৎ ॥৩।৩।৫৮

অন্বয়ার্থ ঃ তু—কিন্তু ; কাম্যাঃ— (স্বর্গাদি বিভিন্ন ফললাভের উদ্দেশ্যে) বিভিন্ন কাম্যবিদ্যাগুলি ; যথাকামং—ফল লাভের ইচ্ছানুসারে ; সমুচ্চীয়েরন্ ন বা—সমস্ত-গুলিরই অনুষ্ঠান করা যায়, অথবা না করাও যায় ; পূর্বহেতু-অভাবাৎ — পূর্ব সূত্রোক্ত হেতু না থাকায়।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

অপরিমিতফলত্বাভাবাদিত্যর্থঃ ॥৩।৩।৫৮

অনুবাদ

যেহেতু, কাম্যবিদ্যাগুলির ফল অপরিমিত নহে, কিন্তু পরিমিত, অতএব, এই বিদ্যাগুলির অনুষ্ঠান সমুচ্চয়ে অথবা বিকল্পে উভয় প্রকারেই করা যায়।

॥৩।৩।৫৮

পঞ্চবিংশ—বিকল্প-অধিকরণ সমাপ্ত।

২৬—যথাশ্রয়ভাবাধিকরণম্* (সূত্র ৫৯—৬৪)

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥৩।৩।৫৯

অন্বয়ার্থ ঃ অঙ্গেষু — ক্রিয়াময় যজ্ঞে উপাসনার বিধান ; যথাশ্রয়ভাবঃ—এই উপাসনার আশ্রয়রূপ উদ্গীথাদি স্তোত্রের উল্লেখস্থল মাত্রেই সর্বত্র অনুষ্ঠেয়।

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—ক্রিয়ার অঙ্গরূপে উদ্গীথাদি অবলম্বনে বিহিত উদ্গীথাদি উপাসনা।
(২) সংশয়—গো-দোহনাদির ন্যায় ঐ সমস্ত উপাসনারও সর্বত্র উপসংহার আবশ্যক

সরলার্থঃ শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে ক্রিয়াময় যজ্ঞের সহিত উদ্‌গীথ অর্থাৎ বেদের একটি স্তোত্রবিশেষের উল্লেখ আছে। আবার কোন কোন স্থলে এই উদ্‌গীথ অবলম্বনে উপাসনার বিধান আছে। এই সূত্রে বলিতেছেন — যে যে স্থলে উপাসনার বিধান নাই, কেবলমাত্র উদ্‌গীথের বিধান আছে, সে স্থলেও এই উদ্‌গীথের ধ্যানরূপ উপাসনাও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, উদ্‌গীথ যেরূপ যজ্ঞের আশ্রয় বা অঙ্গ, উপাসনাও সেইরূপ এই উদ্‌গীথের আশ্রয় বা অঙ্গ।

মূল

উদ্‌গীথাদি-ক্রত্বঙ্গেষ্বাশ্রিতাঃ "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসিত" (ছান্দো ১।১।১) ইত্যাদিকা বিদ্যাঃ কিমুদ্‌গীথাদিবৎ ক্রত্বর্থতয়া* ক্রতুষু নিয়মেনোপাদেয়াঃ, উত গোদোহনাদিবৎ পুরুষার্থতয়া যথাকামম্, ইতি বিশয়ে—নিয়মেনোপাদেয়া ইতি যুক্তম্।

নন্বু চাসাং পুরুষার্থত্বেনানিয়মঃ প্রতিপাদিতঃ "তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্‌হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৪১) ইত্যত্র। সত্যম্; তদেব দ্রঢ়য়িতুং কৈশ্চিৎ লিঙ্গদর্শনৈর্যুক্ত্যা চাক্ষিপ্যতে।

অনুবাদ

যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথাদি অবলম্বনে "ওম, এই অক্ষরকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি বহু উপাসনা বিহিত আছে। সেখানে সংশয় এই যে, উদ্‌গীথাদির ন্যায় ঐ সমস্ত উপাসনাগুলিও কি যজ্ঞের উপকারকরূপে প্রত্যেক যজ্ঞেই গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা যজ্ঞাঙ্গ গো-দোহনাদির ন্যায় ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে হইবে? এই সন্দেহের উত্তরে বলা হইতেছে—সর্বত্র গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

বেশ কথা। পুরুষার্থ সাধনে সমস্ত বিদ্যারই নিয়ত আবশ্যক হয় না, তাহা পূর্বেই (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৪১) যখন প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন পুনরায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের হেতু কী? এই শংকার উত্তরে বলা হইতেছে—যদিও পূর্বেই ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে বটে, তথাপি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থে এই অধিকরণে আরও কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে।

হয় কিনা? (৩) পূর্বপক্ষ — সর্বত্র উপসংহার করা আবশ্যক। (৪) সিদ্ধান্ত—না, এ সমস্ত উপাসনার উপসংহার আবশ্যক নহে, কারণ, 'যদেব বিদ্যয়া করোতি' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ক্রতুর বীর্যাধিক্য সাধনই উপাসনার সাক্ষাৎ ফল। অতএব, যেখানে ক্রতুর বীর্যাধিক্য সাধনে ইচ্ছা থাকে, কেবল সেই সমস্ত স্থানেই এই উপাসনার প্রয়োজন, অন্যত্র নহে।

* পুরুষার্থতয়া — পাঠভেদঃ।

তত্র হি "তেনোভৌ কুরুতঃ" (ছান্দো ১।১।১০) ইত্যনিয়মদর্শনাৎ পৃথক্-ফলত্বমুক্তম্; উপাসনাশ্রয়ভূতোদ্গীথাদিবদুপাসনানামপ্যঙ্গতয়া উপাদাননিয়মে বহবো হেতব উপলভ্যন্তে; ন হ্যত্র "গোদোহনেন পশুকামস্য প্রণয়েৎ" ইত্যাদিবদুপাসনাবিধিবাক্যে ফলসম্বন্ধঃ শ্রূয়তে; "উদ্গীথমুপাসীত" (ছান্দো ১।১।১) ইত্যুদ্গীথাদিসম্বন্ধিতয়ৈবোপাসনং প্রতীয়তে। "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্যবত্তরম্" (ছান্দো ১।১।১০) ইতি বর্ত্তমানাপদেশরূপ-বাক্যান্তরাদ্ধি ফলসম্বন্ধো জ্ঞায়তে; স্ববাক্যেনৈবাব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধ্যুদ্গীথাদিসম্বন্ধেন নিজ্ঞাত-ক্রত্বঙ্গভাবস্য বাক্যান্তরস্থ-বর্ত্তমানফলসম্বন্ধনির্দ্দেশোঽর্থবাদমাত্রং স্যাৎ, অপাপশ্লোকশ্রবণাদিবৎ। অতো যথা উদ্গাথাদয় উপাসনাশ্রয়াঃ ক্রত্বঙ্গতয়া প্রয়োগবিধিনা নিয়মেনো-

---

সেখানে কেবল 'তেনোভৌ কুরুতঃ', উদ্গীথ উপাসনাকামী এবং উপাসনা যাহারা করে না, তাহারা উভয়েই ক্রতুরূপী কর্ম করে — এই শ্রুতির সাহায্যেই উদ্গীথ-উপাসনার নিয়ত আবশ্যকতার অভাব দর্শনে পৃথক্ পৃথক্ ফলের কথা বলা হইয়াছে। উপাসনার আশ্রয় বা অবলম্বনরূপী উদ্গীথাদির ন্যায় উপাসনাসমূহ যখন অঙ্গ, তখন উদ্গীথাদির ন্যায় উপাসনাগুলির গ্রহণেও তদ্রূপ নিয়মের পক্ষে বহুতর হেতু দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ "পশুসমৃদ্ধিকামী ব্যক্তি গোদোহনপূর্বক চরু পাক করিবে" ইত্যাদি স্থলে যেমন পশুরূপ ফলবিশেষের কামনার কথা শ্রুত আছে, এখানে সেরূপ কোন ফলবিশেষের উল্লেখ নাই। "উদ্গীথের উপাসনা করিবে" এই বাক্য হইতে ঐ সকল উপাসনাকে কেবল উদ্গীথ-সম্পর্কিত বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে মাত্র। "বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও বিজ্ঞান বর্ত্তমানতা-বোধক এই উপদেশ হইতেও উদ্গীথ-উপাসনার সফলতা জানা যাইতেছে। অতএব, উপাসনা-বিধায়ক বাক্যে কেবল ক্রতু-সম্বন্ধ শ্রুত থাকাতেই ঐ উপাসনার ক্রতু-অঙ্গত্ব জানা যাইতেছে। সুতরাং অন্য বাক্যে যে বর্ত্তমানকালীন ফলের সম্বন্ধের উল্লেখ আছে, তাহা বুঝিতে হইবে, অপাপশ্লোক শ্রবণের ন্যায় কেবল 'অর্থবাদ' মাত্র (কোন ফলবিধায়ক নহে)। অতএব, উপাসনার আশ্রয়রূপ উদ্গীথ প্রভৃতি যেমন 'প্রয়োগবিধি'১ অনুসারে যজ্ঞাঙ্গরূপে

১—প্রয়োগবিধি—বিধি অনেক প্রকার আছে, 'প্রয়োগবিধি' তাহাদের মধ্যে অন্যতম। যে বিধির সাহায্যে মন্ত্রাদির ক্রিয়াবিশেষে ব্যবহার বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাকে 'প্রয়োগবিধি' বলে।

পাদীয়ন্তে ; তথা তদাশ্রিতাশ্চোপাসনাস্তন্মুখেন ক্রত্বঙ্গভূতাঃ, ইতি নিয়মেনোপাদেয়া এব ॥৩।৩।৫৯

পরিগৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপ উদ্‌গীথাশ্রিত উপাসনাগুলিও উদ্‌গীথের সহযোগে নিশ্চয়ই যজ্ঞাঙ্গরূপেই গৃহীত হইবে। সুতরাং কর্মাঙ্গরূপে তাহাদের গ্রহণ করাও অবশ্য উচিত। (৫৯—৬২ সূত্রগুলি পূর্বপক্ষ) ॥৩।৩।৫৯

শিষ্টেশ্চ ॥৩।৩।৬০

অন্বয়ার্থ ঃ শিষ্টেশ্চ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ শাসন অর্থাৎ বিধান আছে।

সরলার্থ ঃ শ্রুতি বলিতেছেন, 'উদ্‌গীথের উপাসনা করিবে' (ছাঃ ১।১।১) এইরূপে শ্রুতিতে উদ্‌গীথের উপাসনার বিধান থাকায় যে যে স্থলে উদ্‌গীথের উল্লেখ আছে, উপাসনার উল্লেখ না থাকিলেও উপাসনা করিতে হইবে ইহাও বুঝিতে হইবে।

মূল

শিষ্টিঃ শাসনম্, বিধানমিত্যর্থঃ। "উদ্‌গীথমুপাসীত" (ছান্দো ১।১।১) ইত্যুদ্‌গীথাঙ্গতয়োপাসনবিধানাচ্চোপাদাননিয়মঃ। "গোদোহনেন পশুকামস্য প্রণয়েৎ" ইত্যাদিবৎ বিধিবাক্যেঽধিকারান্তরাশ্রবণাদুদ্‌গীথাঙ্গভাব এব হি বিধেয় ইতি গম্যতে ॥৩।৩।৬০

অনুবাদ

'শিষ্ট' মানে — সাধন বা বিধান। "উদ্‌গীথের উপাসনা করিবে" এই শ্রুতিতে উদ্‌গীথের অঙ্গরূপে উপাসনার বিধান থাকায় উপাসনারও আবশ্যকতা প্রতীতি হইতেছে। "পশুকামী ব্যক্তি গো-দোহন দ্বারা চরু প্রস্তুত করিবে" এই শ্রুতিতে যেরূপ অন্য ক্রিয়ার অধিকারীর সম্বন্ধেই গোদোহন-অধিকার শ্রুত আছে, এখানে যখন সেরূপ কোন অধিকারান্তরের কথা শোনা যাইতেছে না, তখন বুঝা যাইতেছে যে এখানে উক্ত উপাসনায় উদ্‌গীথাঙ্গত্বই বিধেয়, (উদ্‌গীথাঙ্গত্বই প্রধান) ॥৩।৩।৬০

সমাহারাৎ ॥৩।৩।৬১

অন্বয়ার্থ ঃ সমাহারাৎ—(উদ্‌গীথদৃষ্ট হইলে) অন্য ক্রিয়ার দ্বারা সমাধানের উপদেশ হেতু।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

"হোতৃ-ষদনাদ্বৈবাপি দুরুদ্গীথমনুসমাহরতি" (ছান্দো ১।৫।৫) ইত্যুপাসনস্য সমাহারনিয়মো দৃশ্যতে। দুরুদ্গীথং বেদনবিহীন-মুদ্গীথম্। বেদনহানাবন্যেন সমাধানং ব্রুবৎ তস্য নিয়মেনোপাদানং দর্শয়তি ॥৩।৩।৬১

অনুবাদ

"হোতৃ-সদন হইতে দুরুদ্গীথের পরিপূরণ করিবে" এই শ্রুতিতে উপাসনা গ্রহণের আবশ্যকতা প্রতীত হইতেছে। 'দুরুদ্গীথ' অর্থ—উপাসনাবিহীন উদ্গীথ। উক্ত শ্রুতিটিতে উপাসনার অভাবে অন্যের দ্বারাও তাহার পরিপূরণের উপদেশ আছে। অতএব সেই উপাসনার অবশ্যগ্রহণীয়তাই জ্ঞাপন করিতেছে।

॥৩।৩।৬১

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥৩।৩।৬২

অন্বয়ার্থ ঃ গুণসাধারণ্যশ্রুতেঃ চ — উপাসনার অঙ্গভূত গুণের ('ওম্' শব্দের) সর্বত্র উপাসনার সহিত সম্বন্ধ থাকায়ও (উদ্গীথ-উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা আছে)।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

উপাসনগুণস্য উপাসনাশ্রয়স্য প্রণবস্য সোপাসনস্য "তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে, ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়তি" (ছান্দো ১।১।৯) ইতি সাধারণ্যশ্রুতেশ্চোপাসন-সমাহারো গম্যতে। "তেন" ইতি প্রকৃতপরামর্শাৎ সোপাসন এব প্রণবঃ সর্বত্র সঞ্চরতি। অত উপাসনস্য প্রণবসহভাব-নিয়মদর্শনাচ্চ উদ্গীথা-

অনুবাদ

"তাহার দ্বারাই ('তেন') এই বেদবিদ্যা প্রবৃত্ত হয়; ওম্ বলিয়া শ্রবণ করে, ওম্ বলিয়া প্রশংসা করে, ওম্ বলিয়া উদ্গান করে"। এখানে উপাসনার সহকৃত প্রণবের সর্বত্র সম্বন্ধ (সামানাধিকরণ্য) শ্রুতি থাকায় উপাসনারও অনুবৃত্তি বুঝা যাইতেছে। শ্রুতির 'তেন' শব্দে প্রস্তাবিত বিষয়ের সম্বন্ধ হওয়ায় উপাসনা-সহকৃত প্রণবেরই সর্বত্র অনুবৃত্তি বুঝাইতেছে, কেবল প্রণবেরই নহে। অতএব, প্রণবের সহিত উপাসনার সাহচর্য নিয়ম দর্শনেও বুঝা যাইতেছে

দ্ব্যুপাসনানামুদ্‌গীথাদিবৎ নিয়মেনোপাদানম্ ॥৩।৩।৬২

যে, উদ্‌গীথাদির ন্যায় উদ্‌গীথাদির উপাসনাও সর্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

॥৩।৩।৬২

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

উক্তরূপ অভিমতের উত্তরে (সিদ্ধান্ত) বলা হইতেছে বর্ত্তমান সূত্র 'ন বা····' ইত্যাদি বাক্য।

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥৩।৩।৬৩

অন্বয়ার্থ ঃ ন বা—(উক্ত সিদ্ধান্ত) ঠিক নহে; তৎ-সহভাব অশ্রুতে—উপাসনাও যে উদ্‌গীথের অঙ্গ, এ কথা শ্রুতিতে নাই।

সরলার্থ ঃ পূর্বপক্ষের উত্তরে এরূপ সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে—যেহেতু শ্রুতিতে উদ্‌গীথাদি ক্রিয়ার ন্যায় উদ্‌গীথাদি উপাসনারও ক্রতুর অঙ্গভাবের উল্লেখ নাই, অতএব সর্বত্র উপাসনার আবশ্যকতা নাই।

মূল

ন চৈতদস্তি — যদুদ্গীথাদ্যুপাসনানাং ক্রতুষু উদ্গীথাদিবদুপাদাননিয়মঃ ইতি। কুতঃ? তৎসহভাবাশ্রুতেঃ—উদ্গীথাঙ্গভাবাশ্রুতেরিত্যর্থঃ। অঙ্গভাবে হি সহভাবনিয়মো ভবতি। যদ্যপি "উদ্গীথমুপাসীত" (ছান্দো ১।১।১) ইত্যস্মিন্ পদসমুদায়েঽধিকারান্তরং ন প্রতীয়তে; তথাপি তদনন্তরমেব "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধ-

---

অনুবাদ

ক্রতুতে উদ্‌গীথাদি ক্রিয়ার অবশ্য গ্রহণের নিয়ম আছে, উদ্‌গীথাদি উপাসনাতেও যে সেরূপ গ্রহণের আবশ্যকতা আছে তাহা নহে। কারণ, তৎসহভাবের শ্রুতি নাই। কারণ, উদ্‌গীথ যেমন যজ্ঞের অঙ্গবিশেষ, উপাসনাকেও সেইরূপ উদ্‌গীথাদির অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ শ্রুতিতে নাই। অঙ্গ-ভাব থাকিলে তবেই একসঙ্গে সর্বত্র অনুবৃত্তির নিয়ম হইতে পারে, (নচেৎ নহে)। যদিও 'উদ্‌গীথম্ উপাসীত'—এই বাক্যে অপর কোন বিষয়ের অধিকার অর্থাৎ সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে না বটে (কেবল উদ্‌গীথের সম্বন্ধই প্রতীত হইতেছে), তথাপি ইহার ঠিক পরেই যখন 'বিদ্যাপূর্বক যাহা কিছু করা যায়, তাহাই

য়োপনিষদা, তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি” (ছান্দো ১।১।১০) ইতি বিদ্যায়াঃ ক্রতুবীর্যবত্তরত্বং প্রতি সাধনভাবঃ প্রতিপাদ্যতে। তেন ক্রতুফলাৎ পৃথগ্‌ভূত-ফলসাধনভূতা বিদ্যা “উদ্‌গীথম্ উপাসীত” ইতি কর্ত্তব্যতয়া বিধীয়তে। ক্রতুফলাৎ পৃথগ্‌ভূত-ফলসাধনতয়াবগতস্যোপাসনস্য ক্রত্বঙ্গভূতোদ্‌গীথাঙ্গতয়া বিনিয়োগো নোপপদ্যতে। অতঃ* উপাসনস্যাশ্রয়াপেক্ষায়াং সন্নিহিতঃ উদ্‌গীথঃ আশ্রয়মাত্রং ভবতি।

উদ্‌গীথশ্চ ক্রত্বঙ্গভূতঃ, ইতি ক্রতুপ্রযুক্তোদ্‌গীথাদ্যাশ্রয়ে উপাসনে ক্রত্বধিকারিণ এব ক্রতোর্বীর্যবত্তরত্বেচ্ছানিমিত্তমিদমধিকারান্তরম্, ইতি ন ক্রতুষু তদুপাদাননিয়মঃ। বীর্যবত্তরত্বঞ্চ ক্রতুফলস্য প্রবলকর্মান্তরফলেনাপ্রতিবন্ধ ইত্যুক্তম্; ক্রতোরবিলম্বিতফলত্বমিত্যর্থঃ।

সমধিক বীর্যশালী হয়”, এই শ্রুতিতে বিদ্যাকে যখন যজ্ঞের সমধিক বীর্যসাধক বলিয়া প্রতিপাদন করা হইতেছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, ‘উদ্‌গীথম্ উপাসীত’ শ্রুতিতে যজ্ঞ-ফল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ফলের সাধনার্থেই বিদ্যার কর্ত্তব্যতা বিহিত হইতেছে। অতএব যখন ক্রতু-ফল হইতে পৃথক্ ফলের সাধনরূপেই উপাসনার প্রতীতি হইতেছে তখন উদ্‌গীথের অঙ্গরূপে সেই উপাসনার প্রয়োগ সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, উপাসনামাত্রই যখন একটি আশ্রয়ের অপেক্ষা করে, তখন উদ্‌গীথ-উপাসনাতেও একটি আশ্রয়ের অপেক্ষা আছে। এইজন্যই সন্নিহিত উদ্‌গীথটি উপাসনার সেই আশ্রয়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র (কিন্তু উপাসনাটি অঙ্গরূপে উদ্‌গীথের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় নাই)।

উদ্‌গীথ ক্রিয়াটি যজ্ঞেরই অঙ্গ, সুতরাং যজ্ঞে যাহার অধিকার আছে, উদ্‌গীথানুষ্ঠানে তাহারও অধিকার আছে বটে, কিন্তু উদ্‌গীথাশ্রিত উপাসনায় সেইরূপ অধিকারের নিয়ম নাই। সেই যজ্ঞ-অধিকারী পুরুষ যদি ইচ্ছা করেন যে আমার ক্রতু অধিক বীর্যসম্পন্ন হউক, তবেই তিনি উপাসনার অধিকারী হন, নচেৎ হন না। অতএব উদ্‌গীথ এবং উপাসনা এতদুভয়ের অধিকারী এক নহে। অধিকারের এরূপ পার্থক্য থাকার জন্য যজ্ঞে উদ্‌গীথাদি উপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতার ব্যবস্থা হইতে পারে না। বীর্যবত্তরত্ব মানে—অপর কোন প্রবল কর্মফল দ্বারা উপস্থিত কর্মফলের বাধা না হওয়া, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফললাভে বিলম্ব না হওয়াই বীর্যবত্তরত্ব। পুনরায়, যজ্ঞাঙ্গ ‘জুহুর’ পর্ণ-

---

* অতঃ—অথ ইতি পাঠভেদঃ।

পর্ণতাদীনান্তু "যদেব বিদ্যয়া করোতি, তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি" (ছান্দো ১।১।১০) ইতি বিদ্যায়াঃ ফলসাধনত্ববদ্ অপাপশ্লোকশ্রবণাদি-ফলং প্রতি সাক্ষাৎ সাধনভাবো ন শ্রুতঃ, ইতি ক্রত্বঙ্গভূত-জুহ্বাদ্যঙ্গ-তয়া বিনিয়োগাবিরোধাৎ তদঙ্গভূতানাং ফলান্তর-সাধনভাবকল্পনানু-পপত্তেঃ তত্র ফলশ্রুতিরর্থবাদমাত্রং স্যাৎ ॥৩।৩।৬৩

ময়তার সহিতও বিদ্যার তুল্যত্ব হইতে পারে না। কারণ, 'যদেব বিদ্যয়া করোতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনায় যেরূপ বীর্যবত্তরত্বরূপ পৃথক্ ফলসাধনতা প্রতিপন্ন হইতেছে, 'জুহুর' পর্ণময়তা ধর্মটি কিন্তু সেরূপ পাপশ্লোক শ্রবণা-ভাবরূপ ফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া শ্রুতিতে দেখা যায় না। সুতরাং যজ্ঞাঙ্গ 'জুহুর' অঙ্গরূপে পর্ণময়তার বিনিয়োগে কোনরূপ বাধা না থাকায়, যজ্ঞাঙ্গভূত পর্ণময়তা প্রভৃতির ফলান্তরের সাধকরূপে কল্পনা সম্ভবপর হয় না। অতএব, তৎসম্বন্ধে উক্ত ফলশ্রুতিকে কেবল 'অর্থবাদ' বলিতে হয়। (কিন্তু উপরি-উক্ত উপাসনাস্থলে স্বতন্ত্রভাবে ফলসাধক শ্রুতিতে তো 'অর্থবাদ' বলা যাইতে পারে না) ॥৩।৩।৬৩

দর্শনাচ্চ ॥৩।৩।৬৪

অন্বয়ার্থঃ দর্শনাৎ চ — যেহেতু শ্রুতিতেও এইরূপ দেখা যায়।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

দর্শয়তি চ শ্রুতিরুপাসনোপাদানানিয়মম্—"এবংবিদ্ধ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্বাংশ্চর্ত্বিজোঽভিরক্ষতি" (ছান্দো ৪।১৭।১০) ইতি ব্রহ্মণো বেদনেন সর্বেষাং রক্ষণং ব্রুবতী। উদ্গাতৃপ্রভৃতীনাং

অনুবাদ

"এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন (উদ্গীথোপাসনাসম্পন্ন) ব্রহ্মাই যজ্ঞ যজমান ও সমস্ত ঋত্বিকগণকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন" এই শ্রুতি (ঋত্বিকগণের মধ্যে কেবল ব্রহ্মার জ্ঞান দ্বারাই অপর সকলের রক্ষাবিধানের কথা বলিয়া যজ্ঞে উপাসনা-অনুষ্ঠানের অনিয়মই প্রদর্শন করিতেছেন। উদ্গাতা প্রভৃতি ঋত্বিক-গণের যদি উপাসনার অনুষ্ঠানের অনিয়ম বা অবশ্যকর্ত্তব্যতার অভাব থাকে তবেই তো যজ্ঞে উদ্গীথের উপাসনারও (এবং অধিকারী-উপাসকেরও)

বেদনস্যানিয়মে সত্যেতদুপপদ্যতে। অনেন লিঙ্গেন পূর্বোক্তানাং সমাহারাদিলিঙ্গানাং প্রায়িকত্বমবগম্যতে; অতোঽনিয়ম এবেতি স্থিতম্ ॥৩।৩।৬৪

কর্ত্তব্যতার অভাব সঙ্গত হয়, (নচেৎ হয় না)। এই হেতু-বাক্যের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্বে যে সমাহারাদি হেতুগুলি (৩।৩।৬১, ৬২ সূত্রে) প্রদর্শিত হইয়াছে, সেগুলি নিয়ত বা অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। অতএব উপাসনাগত এই উপাদানগুলির অনিয়মই প্রমাণিত হইল ॥৩।৩।৬৪

ষড়বিংশ—যথাশ্রয়ভাব-অধিকরণ সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায় — চতুর্থ পাদ

১—পুরুষার্থাধিকরণম্* (সূত্র ১—২০)

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥৩।৪।১

অন্বয়ার্থ ঃ অতঃ—এই ব্রহ্মবিদ্যা হইতে; পুরুষার্থঃ—মোক্ষ (লাভ হয়); শব্দাৎ—যেহেতু শ্রুতিবাক্য আছে; ইতি—ইহা; বাদরায়ণঃ—বাদরায়ণ নামক আচার্য মনে করেন।

সরলার্থ ঃ বাদরায়ণ নামক আচার্য মনে করেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা হইতেই পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়। (এই বিদ্যা যে কর্মের অঙ্গ সেই কর্ম অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে)।

মূল

গুণোপসংহারানুপসংহারফলা বিদ্যৈকত্ব-নানাত্বচিন্তা কৃতা; ইদানীং বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ, উত বিদ্যাঙ্গকাৎ কর্মণঃ? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্? অতঃ — বিদ্যাতঃ পুরুষার্থ ইতি ভগবান্

অনুবাদ

উপাস্য গুণের কোথায় উপসংহার করিতে হইবে এবং কোথায় করিতে হইবে না তাহা নিরূপণের জন্য তৃতীয় পাদে বিদ্যার একত্ব ও ভিন্নত্ব বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে। এখন বিচার হইতেছে যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয় অথবা তাহার অঙ্গরূপ কর্ম হইতে পুরুষার্থ লাভ হয়। কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? (তদুত্তরে বর্ত্তমান সূত্রে কথিত হইতেছে যে), ভগবান বাদরায়ণ মনে করেন যে, পূর্বোক্ত বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। (শ্রুতিগত) শব্দই

*** অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় চিন্তা। (২) সংশয়—কর্মসহকৃত বিদ্যা, অথবা কেবল বিদ্যাই পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়? (৩) পূর্বপক্ষ—কর্মসহকৃত বিদ্যা হইতে পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, কারণ কর্মাঙ্গরূপেই বিদ্যার উল্লেখ রহিয়াছে। (৪) সিদ্ধান্ত —তাহা নহে, বাদরায়ণ আচার্য মনে করেন যে, কেবল বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি সিদ্ধ হয়, এই মুক্তি লাভের জন্য কর্মের সাধনতা নাই। (৫) নির্ণয়—অতএব, মুমুক্ষু ব্যক্তিকে পুরুষার্থ লাভের জন্য কেবল বিদ্যারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

বাদরায়ণো মন্যতে ; কুতঃ ? শব্দাৎ — দৃশ্যতে হ্যোপনিষদঃ শব্দো বিদ্যাতঃ পুরুষার্থং ব্রুবন্—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈত্তিঃ আনঃ ১ অনুঃ)

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

(পুরুষসূক্তঃ)

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"

(মুণ্ডকঃ ৩।২।৮) ইত্যাদিঃ ॥৩।৪।১

তাহার কারণ। বিদ্যা হইতে যে পুরুষার্থ লাভ হয় তদ্বোধক শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা "ব্রহ্মবিৎ পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন", "তমঃ বা অজ্ঞানের অতীত আদিত্যবর্ণ এই মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে যে জানে, সে ইহলোকেই অমৃত হয়। মুক্তিলাভের জন্য অন্য উপায় আর নাই", "স্যন্দমান (প্রবহমান) নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রে মিলিয়া যায়, সেইরূপ বিদ্বান পুরুষও নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি ॥৩।৪।১

অত্র পূর্বপক্ষী প্রত্যবতিষ্ঠতে—

(সূত্র ২ হইতে ৭ পর্যন্ত ১ম সূত্রের আপত্তি—পূর্বপক্ষ)।

পূর্ব সূত্রে উক্তির উত্তরে পূর্বপক্ষবাদী আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন —'শেষত্ব' ইত্যাদি বাক্য।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষিতি জৈমিনিঃ ॥৩।৪।২

অন্বয়ার্থঃ শেষত্বাৎ—(ব্রহ্মবিদ্যা) যাগের অঙ্গরূপে যাগের অধীনত্ব হেতু ; পুরুষার্থবাদঃ—ইহার মোক্ষফলত্ব অর্থবাদ মাত্র (প্রশংসাসূচক বাক্য মাত্র) ; যজ্ঞের অঙ্গরূপ দ্রব্যাদি অন্য পদার্থের যেমন (প্রশংসা করা হয়) ; ইতি জৈমিনিঃ—ইহাই জৈমিনি নামক আচার্য মনে করেন।

সরলার্থঃ জৈমিনি নামক আচার্য মনে করেন যে, যজ্ঞের অঙ্গরূপ বিদ্যা, দ্রব্য প্রভৃতিতে যে মোক্ষ প্রাপ্তিরূপ ফলশ্রুতি আছে তাহা অর্থবাদ মাত্র অর্থাৎ তাহা কেবল তত্তৎ বস্তুর প্রশংসার জন্যই কথিত। (প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞরূপ কর্মই মোক্ষ-সাধন)। কর্ম-মীমাংসায় যজ্ঞের অন্যান্য অঙ্গগুলিরও এইরূপ প্রশংসাবাদ দৃষ্ট হয়।

মূল

নৈতদেবম্ — যৎ বিদ্যাতঃ পুরুষার্থাবাপ্তিঃ শব্দাদবগম্যতে— ইতি। ন হ্যেষঃ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদিশব্দো বেদনাৎ পুরুষার্থাবাপ্তিমবগময়তি, কর্মসু কর্তৃভূতস্যাত্মনো যাথাত্ম্যবেদনপ্রতিপাদনপরত্বাৎ। অতঃ কর্তুঃ সংস্কারদ্বারেণ বিদ্যায়াঃ ক্রতুশেষত্বাৎ তত্র ফলশ্রুতিরর্থবাদমাত্রম্; যথান্যেষু দ্রব্যাদিষু—ইতি জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে। তদুক্তম্ "দ্রব্যগুণসংস্কারকর্মসু* পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ" (পূর্বমীঃ ৪।৩।১) ইতি।

ননু চ কর্মসু কর্তুর্জীবাদন্যো মুমুক্ষুভিঃ প্রাপ্যতয়া বেদান্তেষু বেদ্য উপদিশ্যত, ইতি প্রাগেবোপপাদিতম্ "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" (ব্রহ্মসূঃ ১।১।১৭) "ভেদব্যপদেশাচ্চ" (ব্রহ্মসূঃ ১।১।১৮) "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ" (ব্রহ্মসূঃ ১।২।৩), "ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ" (ব্রহ্মসূঃ ১।৩।১৭) ইত্যেবমাদিভিঃ সূত্রৈঃ; তদেব ব্রহ্ম তত্ত্বমস্যাদি-

---

অনুবাদ

পূর্বপক্ষ— শব্দ প্রমাণ অনুসারে যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ প্রাপ্তি জানা যাইতেছে, বলা হইয়াছে তাহা সত্য নহে। কেননা, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন' ইত্যাদি শব্দপ্রমাণ যে বাস্তবিকই বেদন বা উপাসনা হইতে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি জ্ঞাপন করিতেছে তাহা নহে; পরন্তু কর্মের কর্তৃভূত আত্মার যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাপন করাই ঐ সমস্ত শ্রুতি বাক্যের অভিপ্রেত-তাৎপর্য। অতএব, এই কর্তার গুণগণের আতিশয্য সম্পাদনের দ্বারা 'বিদ্যা' যখন ক্রতুর শেষভূত অর্থাৎ যজ্ঞেরই অঙ্গরূপী, তখন বিদ্যাসাধ্য মোক্ষরূপ ফলশ্রুতির কথাও যজ্ঞাঙ্গ অন্যান্য দ্রব্যের ফল-শ্রুতির ন্যায় 'অর্থবাদ' (প্রশংসাবাদমাত্র) বলিয়া জৈমিনি আচার্য মনে করেন। পূর্বমীমাংসায় এ কথা কথিতও হইয়াছে — 'যজ্ঞীয় দ্রব্য, গুণ ও সংস্কার কার্যে যে ফলশ্রুতি আছে, তাহা পরার্থ বা যজ্ঞেরই উপকার-সাধক বলিয়া অর্থবাদ মাত্র' ইত্যাদি।

পূর্বপক্ষের প্রতি উত্তর ভাল, বেদান্ত শাস্ত্রে যে কর্মকর্তা জীব হইতে পৃথক্ পদার্থকেই মুমুক্ষুগণের প্রাপ্যরূপে উপদেশ করিতেছেন, ইহা তো ইতিপূর্বেই 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ', 'ভেদব্যপদেশাচ্চ', 'অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ', 'ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেৎ, নাসম্ভবাৎ' ইত্যাদি সূত্রসমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহার পর অভেদসূচক 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি

---

* দ্রব্যসংস্কারকর্মসু — পাঠভেদঃ।

সামানাধিকরণ্যেন জীবাদনতিরিক্তমিত্যেতদপি "অধিকং তু ভেদ-নির্দেশাৎ" (ব্রহ্মসূঃ ২।১।২২) ইত্যেবমাদিভির্নিরস্তম্; সামানাধিকরণ্য-নির্দেশশ্চ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্" (ছান্দোঃ ৬।৮।৭) "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দো ৩।১৪।১) ইতি চেতনাচেতনসাধারণঃ "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" (বৃহদাঃ ৫।৭।৩) "য আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃহদাঃ মাধ্য ৫।৭।২২) ইত্যাদিনাঽবগত-তত্তদাত্মতয়াবস্থিতিনিবন্ধন ইতি "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ" (ব্রহ্মসূঃ ১।৪।২২) ইত্যাদিভিরুপপাদিতম্; তৎ কথং কর্মসু কর্তুরাত্মনো যাথাত্ম্যোপদেশপরা বেদান্তশব্দা ইতি বিদ্যায়াঃ কর্মাঙ্গত্বং প্রতি-পাদ্যতে? উচ্যতে — বেদান্তবাক্যেষেব বিদ্যায়াঃ কর্মপ্রাধান্যং সূচয়দ্ভির্লিঙ্গৈস্তদুপবৃংহিত-সামানাধিকরণ্যনির্দেশেন চ বেদান্তশব্দা দেহাতিরিক্ত-জীবস্বরূপ-যাথাত্ম্যোপদেশপরা ইতি বলাদভ্যুপ-গমনীয়মিতি পূর্বপক্ষিণোঽভিপ্রায়ঃ।

বাক্য অনুসারেও সেই ব্রহ্মের যে জীব হইতে অনতিরিক্ততা বা জীবাত্মস্বরূপের সম্ভাবনা, তাহাও 'অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ' ইত্যাদি সূত্রসমূহের দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। ইহার কারণ, 'এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক', 'এই সমস্তই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়। এই জাতীয় সামানাধিকরণ্য নির্দেশ চেতন ও অচেতন সকলের পক্ষেই সমান, এবং 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত', 'যিনি আত্মাতে অবস্থিত', ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত তত্তৎ বিশেষ আকারে অবস্থানই যে ঐরূপ অভেদ নির্দেশের কারণ, তাহাও 'অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ' ইত্যাদি সূত্রে সমর্থিত হইয়াছে। তবে এখন আবার কর্মানুষ্ঠানের কর্তা জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ উপদেশের জন্য বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য প্রদর্শনকরতঃ বিদ্যার কর্মাঙ্গতা প্রতিপাদন করিবার হেতু কী?

পুনরায় পূর্বপক্ষ—

হাঁ বলিতেছি, পূর্বপক্ষবাদী আমাদের অভিপ্রায় এই যে, বেদান্ত-বাক্যের মধ্যেই এইরূপ কতকগুলি লিঙ্গ বা চিহ্ন রহিয়াছে, যাহারা কর্মাপেক্ষাও বিদ্যার প্রাধান্য সূচনা করিয়া দেয়, সুতরাং তাদৃশ চিহ্ন বা হেতুর দ্বারা সমর্থিত পূর্বোক্ত সামানাধিকরণ্য নির্দেশ দর্শনে অনিচ্ছাপূর্বক স্বীকার করিতে হয় যে, উপরি-উক্ত 'ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মাতিরিক্ত জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্দেশই তাৎপর্য বা অভিপ্রায়।

ননু চ কর্তৃসংস্কারমুখেন বিদ্যায়াঃ ক্রত্বনুপ্রবেশো ন শক্যতে বক্তুম্, কর্তুর্লৌকিক-বৈদিকসাধারণত্বেন অব্যভিচরিত-ক্রতুসম্বন্ধিত্বাভাবাৎ। নৈবম্, লৌকিকস্য কর্মণঃ কর্তুর্দেহাদব্যতিরিক্তত্বেঽপ্যুপপত্তের্দেহাতিরিক্তনিত্যাত্মস্বরূপস্য ক্রতাবেবোপযোগাৎ তৎস্বরূপপ্রতিপাদনমুখেন ক্রত্বনুপ্রবেশো ন বিরুধ্যতে। অতো বিদ্যায়াঃ ক্রতুশেষত্বাৎ নাতঃ পুরুষার্থঃ ॥৩।৪।২

পূর্বপক্ষের প্রতি পুনরায় উত্তর

আপনার অভিমতে আপত্তি এই যে, কর্তা যখন লৌকিক ও বৈদিক সর্বক্রিয়ার পক্ষেই সাধারণ, অর্থাৎ যেমন যজ্ঞাদির কর্তারূপে বেদোক্ত কর্ম নির্বাহ করে, সেইরূপ ব্যবহারিক ক্রিয়াও তো নির্বাহ করে, সুতরাং যজ্ঞের সহিত তাহার নিয়ত সম্বন্ধ নাই। অব্যভিচারী সম্বন্ধ নাই বলিয়া সেই কর্তার সংস্কারকরূপে (উপরি-উক্ত) বিদ্যাকে তো ক্রতুর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারা যায় না।

পূর্বপক্ষ—

না, এরূপ আপত্তি ঠিক নহে। কারণ, আত্মা দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও লৌকিক ক্রিয়ার কর্তা হইতে পারে; (কারণ, লৌকিক ক্রিয়ার ফল এই দেহেই ভোগ হওয়া সম্ভবপর হয়), কিন্তু দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার প্রত্যয় না থাকিলে কখনও পারলৌকিক ফলসাধক বেদোক্ত ক্রিয়ায় কাহারো প্রবৃত্তি হইতে পারে না; অতএব, যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানে দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকা অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং তাদৃশ আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন দ্বারা এই সকল বিদ্যার যজ্ঞাঙ্গভুক্তি বিরুদ্ধ হইতেছে না। অতএব (কর্মাঙ্গ না হইয়া) কেবল বিদ্যা হইতে পুরুষার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা হয় না ॥৩।৪।২

কানি পুনস্তানি লিঙ্গানি, যদুপবৃংহিত-সামানাধিকরণ্যনির্দেশেন বেদান্তশব্দা জীবস্বরূপপরা ইতি নির্ণায়ন্তে। তত্রাহ—

যে সমস্ত বাক্যের সাহায্যে বেদান্তবাক্যসমূহের জীবের স্বরূপ-পরত্ব অবধারিত হইতেছে সেই সমস্ত অনুকূল বাক্যসমূহ এখন কথিত হইতেছে—

আচার-দর্শনাৎ ॥৩।৪।৩

অন্বয়ার্থঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণের) আচার-দর্শনাৎ — আচার বা অনুষ্ঠান দর্শনেও (ইহা বুঝা যায়)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

ব্রহ্মবিদাং প্রাধান্যেন কর্মস্বেবাচারো দৃশ্যতে—অশ্বপতিঃ কেকয়ঃ কিল আত্মবিত্তমস্তদ্বিজ্ঞানায়োপগতান্ তানৃষীন্ প্রত্যাহ—"যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি" (ছান্দো ৫।১১।৫) ইতি। তথা জনকাদয়ো ব্রহ্মবিদগ্রেসরাঃ কর্মনিষ্ঠাঃ স্মৃতিষু দৃশ্যন্তে—

"কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" (গীতা ৩।২০)

"ইয়াজ সোঽপি সুবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ।" (বি-পুঃ ৬।৬।১২) ইতি। অতো ব্রহ্মবিদাং কর্মপ্রধানত্বদর্শনাৎ বিদ্যায়াঃ কর্তৃস্বরূপ-বেদনরূপত্বেন কর্মাঙ্গত্বমেবেতি ন বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ ॥৩।৪।৩

অনুবাদ

সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদ্‌গণের আচারের মধ্যে কর্মেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, আত্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ অশ্বপতি নামক কেকয়রাজ তাঁহার নিকট আত্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সমাগত ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন, "হে পূজনীয়গণ! সম্প্রতি আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব" ইত্যাদি। এইরূপ স্মৃতি-শাস্ত্রেও ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ জনক প্রভৃতিকে কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"জনক প্রভৃতি জ্ঞানিগণ কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন", "তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ থাকিয়াও বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যেও কর্মের প্রাধান্য দর্শনে জানা যায় যে, কর্ত্তার স্বরূপানুভূতিরূপ বিদ্যা কর্মাঙ্গই বটে। সুতরাং কেবল বিদ্যা হইতে পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না ॥৩।৪।৩

লিঙ্গমিদম্; প্রাপ্তিরুচ্যতাম্ ইত্যত্রাহ—

বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব সম্বন্ধে যাহা প্রদর্শিত হইল তাহা কেবল লিঙ্গ বা অনুকূল বাক্য মাত্র; এখন এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—'তচ্ছ্রুতেঃ' ইত্যাদি (শ্রুতি-প্রমাণ হইতে)।

তচ্ছ্রুতেঃ ॥৩।৪।৪

অন্বয়ার্থঃ তৎ—(বিদ্যা যে কর্মের অঙ্গ) তাহা; শ্রুতেঃ—শ্রুতি হইতে (জানা যায়)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

শ্রুতিরেব হি বিদ্যায়াঃ কর্মাঙ্গত্বমাহ "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি" (ছান্দো ১।১।১০) ইতি। নেয়ং শ্রুতিঃ প্রকরণাদুদ্‌গীথমাত্রবিষয়েতি ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যা; যতঃ প্রকরণাৎ শ্রুতির্বলীয়সী; "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইতি বিদ্যামাত্রবিষয়া হি ইয়ং শ্রুতিঃ ॥৩।৪।৪

অনুবাদ

শ্রুতিই বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। যথা—"বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্ সহযোগে যাহাই করে, তাহাই বীর্যবত্তর হয়"। উদ্‌গীথ-প্রকরণে পঠিত বলিয়া উক্ত শ্রুতিটিকে কেবল উদ্‌গীথোপাসনাতেই সীমাবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না। যেহেতু প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি অধিক বলবান প্রমাণ; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সাধারণতঃ সমস্ত বিদ্যাই 'যদেব বিদ্যয়া করোতি তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি' শ্রুতির বিষয়, কিন্তু কেবল উদ্‌গীথ-বিদ্যা নহে ॥৩।৪।৪

সমন্বারম্ভণাৎ ॥৩।৪।৫

অন্বয়ার্থঃ সমন্বারম্ভনাৎ — (মৃত ব্যক্তির সহিত জ্ঞান ও কর্ম) উভয়ের অনুগমন হেতু (বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

"তং বিদ্যা-কর্মণী সমন্বারভেতে" (বৃহদা ৪।৪।২) ইতি বিদ্যা-কর্মণোঃ সাহিত্যং চ দৃশ্যতে। সাহিত্যং চোক্তেন ন্যায়েন বিদ্যায়াঃ কর্মাঙ্গত্বে সত্যেব ভবতি ॥৩।৪।৫

অনুবাদ

"বিদ্যা ও কর্ম (জীবদ্দশায় সঞ্চিত জ্ঞান ও কর্মসংস্কার—পাপ-পুণ্য) মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে", এই শ্রুতি-উক্ত বিদ্যা ও কর্মের সহগমনও বিদ্যার যথোক্ত প্রকার কর্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হইলে তবে এই বিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে ॥৩।৪।৫

তদ্বতো বিধানাৎ ॥৩।৪।৬

অন্বয়ার্থঃ তদ্বতঃ—বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষগণের; বিধানাৎ—কর্মের বিধান হেতু।

সরলার্থঃ 'গুরুগৃহে যথাবিধি বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া এবং গুরুর প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য সম্পন্ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্বক পবিত্র দেশে কর্ম করিবে' ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায় যে, বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির কর্মের বিধান শ্রুতি বলিতেছেন। অতএব এতদ্দ্বারা বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব জানা যাইতেছে।

মূল

বিদ্যাবতঃ কর্মবিধানাৎ বিদ্যা কর্মাঙ্গমিত্যবগম্যতে—"আচার্য-কুলাদ্‌বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে" (ছান্দো ৮।১৫।১) ইত্যাদৌ। 'বেদমধীত্য' ইত্যধ্যয়নবতঃ কর্মাণি বিদধদর্থাববোধপর্যন্তাধ্যয়নবত এব বিদধাতি। অর্থাববোধপর্যন্তং হি অধ্যয়নমিতি স্থাপিতম্। অতো ব্রহ্মবিদ্যাপি কর্মসু বিনিযুক্তেতি ন পৃথক্‌ফলায়াবকল্পতে ॥৩।৪।৬

অনুবাদ

"গুরুগৃহে যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন সমাপ্তির পরে এবং গুরুর বিষয়ে কর্ত্তব্য কর্ম সকল সর্বপ্রকারে সমাপন করিয়া (সমাবর্ত্তন করিয়া) গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পরে (কর্ম করিবে)" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে কর্মের বিধান থাকাতেও বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব জানা যাইতেছে। 'বেদাধ্যয়ন সমাপ্তির পরে' এই বাক্যটি অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে কর্মের বিধান করিতে যাইয়া — গুরুমুখে বেদার্থ অবগতি পর্যন্ত অধ্যয়ননিরত ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্মানুষ্ঠানের বিধান করিতেছেন বুঝিতে হইবে। অর্থ অবগতি পর্যন্তই যে অধ্যয়ন শব্দের অর্থ, তাহা (প্রথম অধ্যায়, প্রথম সূত্রের ভাষ্যেই) স্থাপিত হইয়াছে। অতএব অপরাপর বিদ্যার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যারও কর্মানুষ্ঠানে সমাপ্তি (অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাও কর্মাঙ্গ)। সুতরাং এই বিদ্যা কখনও পৃথক্‌ভাবে ফল উৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না ॥৩।৪।৬

নিয়মাৎ ॥৩।৪।৭

অন্বয়ার্থঃ নিয়মাৎ—নিয়মিত কর্মানুষ্ঠানের বিধান হইতে (বুঝা যায় যে, কর্মই ফলদাতা)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

ইতশ্চ ন বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ; "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" (ঈশাবাস্য ২)। ইত্যাত্মবিদঃ পুরুষায়ুষস্য সর্বস্য কর্মসু নিয়মেন বিনিয়োগাৎ কর্মণ এব ফলমিত্যবগম্যতে; বিদ্যা তু কর্মাঙ্গমিতি ॥৩।৪।৭

অনুবাদ

নিম্নলিখিত কারণেও বিদ্যা হইতে পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না; কেননা, "মনুষ্য কর্ম করিতে করিতেই শত বর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে", এই শ্রুতি আত্মজ্ঞ পুরুষের সমস্ত আয়ুষ্কালকে নিয়মপূর্বক কর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করায় বুঝা যাইতেছে যে, যাহা কিছু ফললাভ হইয়া থাকে, তাহা কর্ম হইতেই হইয়া থাকে, বিদ্যা হইতে নহে। অধিকন্তু বিদ্যা তো কর্মেরই অঙ্গস্বরূপ, (সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে ফলদানে তাহার সামর্থ্যও নাই) ॥৩।৪।৭

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

পূর্বপক্ষের এইরূপ অভিমতের উত্তরে (সিদ্ধান্তে) বলা হইতেছে বর্ত্তমান সূত্র—'অধিকোপদেশাৎ' ইত্যাদি।

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।৮

অন্বয়ার্থঃ তু—পূর্ব সিদ্ধান্তের নিষেধবাচক শব্দ; অধিকোপদেশাৎ — জীবের অতিরিক্ত পুরুষকে (পরমাত্মা ও পরব্রহ্মকে) শ্রুতিতে উপাস্যরূপে উপদেশ হেতু; বাদরায়ণস্য এবং — বাদরায়ণের এই প্রকার মত (বিদ্যাই মোক্ষদায়ক এই অধিকরণের ১ম সূত্রে কথিত হইয়াছে); তদ্দর্শনাৎ—এইরূপ বহু শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সরলার্থঃ জীব হইতে অতিরিক্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং উপাস্য বস্তু যে পরমব্রহ্ম সে বিষয়ে ভূরি ভূরি শ্রুতিবাক্যে প্রমাণ আছে এবং এই প্রমাণের প্রধানতম হেতুই বিদ্যা। অতএব এই শাস্ত্রগত বিদ্যার দ্বারা যখন জীব হইতে শ্রেষ্ঠ এবং জীবের উপাস্য পরমব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায় তখন বিদ্যাই যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় তাহা সুনিশ্চিত।

[সিদ্ধান্তঃ]

মূল

তু-শব্দাৎ পক্ষো ব্যাবৃত্তঃ; বিদ্যাত এব পুরুষার্থঃ; কুতঃ?

(সিদ্ধান্তপক্ষ)

অনুবাদ

সূত্রে 'তু' শব্দটি পূর্বোক্ত অভিমতের নিষেধ সূচনা করিতেছে। বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে (কর্ম হইতে নহে)। কারণ, আধিক্যের

অধিকোপদেশাৎ—কর্মসু কর্ত্তুর্জীবাৎ হেয়প্রত্যনীকানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণাকরত্বেন অধিকস্যার্থান্তরভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণো বেদ্যতয়োপদেশাৎ ভগবতো বাদরায়ণস্য বিদ্যাতঃ ফলমিত্যেবমেবমতম্। লিঙ্গানি তিষ্ঠন্তু; বেদ্যতয়োপদেশস্তু তাবৎ কর্ত্তুঃ প্রত্যগাত্মনোঽধিকস্যৈব। কথম্? তদ্দর্শনাৎ — প্রত্যগাত্মন্যশুদ্ধে শুদ্ধেঽপি অসম্ভাবনায়ানন্তগুণাকরস্য বেদ্যস্য নিরস্তনিখিলহেয়গন্ধস্য স্বসঙ্কল্পকৃতজগদুদয়-বিভব-লয়লীলস্য সর্বজ্ঞস্য সর্বশক্তের্বাঙ্মনসাপরিচ্ছেদ্যানন্দস্য জীবাধিপস্য কৃৎস্নপ্রশাসিতুঃ পরস্য ব্রহ্মণো বেদনোপদেশবাক্যেষু দর্শনাৎ—"অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" (ছান্দো ৮।১।৫), "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" (ছান্দো ৬।২।৩), "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" (মুণ্ডকঃ ১।১।৯), "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-

---

উপদেশ রহিয়াছে, অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানের কর্ত্তা জীব হইতে অধিক পদার্থ, যিনি হেয়-প্রতিপক্ষ এবং যিনি অবধিরহিত অতিশয় অসংখ্যেয় কল্যাণগুণের আকরস্বরূপ পরমব্রহ্ম, তাঁহাকে বেদ্য বা উপাস্যরূপে উপদেশ রহিয়াছে। অতএব বিদ্যা হইতেই যে ফলসিদ্ধি হয় তাহাই ভগবান বাদরায়ণের মত বা সিদ্ধান্ত। বিদ্যার কর্মাঙ্গত্বের প্রমাণ দূরে থাকুক, উপাস্যরূপে যে উপদেশ, তাহাও কর্ত্তারূপী জীবাত্মা হইতে অধিকের অর্থাৎ পৃথগ্‌ভূত পরমব্রহ্মের সম্বন্ধেই রহিয়াছে। কেননা, সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় — শুদ্ধ (মুক্ত) বা অশুদ্ধ (বদ্ধ) জীবের সম্বন্ধে যে সমস্ত গুণ অসম্ভব, সর্বপ্রকার হেয়গুণের সম্বন্ধ-বিবর্জিত এবং নিজের ইচ্ছামাত্রে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করা যাঁহার লীলা, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি, বাক্য ও মনের অগোচর, অসীম আনন্দময়, সকলের শাসনকর্ত্তা, সর্বজীবের অধিপতি পরমব্রহ্মেরই উপাসনা-বিষয়ক বাক্যসমূহের উপদেশ রহিয়াছে।

যথা—'যিনি সর্বপাপ বিবর্জিত, মৃত্যু ও শোকরহিত, ক্ষুধা ও পিপাসাশূন্য এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প', 'তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব জন্মিব, তাহার পর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন' 'যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ', 'ইঁহার বিবিধ পরাশক্তি এবং স্বাভাবিক জ্ঞান বল ও ক্রিয়ার কথা শোনা যায়' 'তাহা

---

* পুরুষার্থ ইত্যেবমেব — পাঠভেদঃ।

ক্রিয়া চ" (শ্বেতাঃ ৬।৮), "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ" (তৈত্তি-আনঃ ৮) "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চেনেতি" (তৈত্তি-আনঃ ৪), "এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণঃ" (বৃহদাঃ ৬।৪।২২) "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" (শ্বেতাঃ ৬।৯), "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ (এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ)" (বৃহদাঃ ৩।৮।৯), "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্যঃ, ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" (তৈত্তি-আনঃ ৮) ইত্যাদিষু। তস্মাদ্বেদনোপদেশ-শব্দেষু কর্ত্তুঃ প্রত্যগাত্মনঃ খদ্যোতকল্পস্যাবিদ্যাদি-হেয়-সম্বন্ধযোগ্যস্য গন্ধোঽপি নাস্তীতি পরমপুরুষবিষয়ায়া বিদ্যায়াস্তৎ-প্রাপ্তিরূপমমৃতত্বং তত্র তত্র শ্রূয়মাণং ফলমিতি বিদ্যাতঃ পুরুষার্থ ইতি সুষ্ঠূক্তম্ ॥৩।৪।৮

আবার ব্রহ্মের একটি আনন্দ', 'বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আসে', 'ব্রহ্মানন্দ অবগত হইলে কোথাও হইতে ভীত হয় না' 'ইনিই সকলের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি, ইনিই ভূতগণের পালক এবং ইনিই লোকবিধারক সেতুস্বরূপ', 'তিনি সকলের কারণ, তিনি ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি, কেহ ইঁহার জনকও নাই অধিপতিও নাই', 'হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে', 'ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য উদিত হইতেছে, ইহার ভয়েই অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু নিজ নিজ কার্যে ধাবিত হইতেছে' ইত্যাদি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, উপাসনার উপদেশ-বিষয়ক বাক্যসমূহে, কর্ত্তৃ-স্বরূপ জীবাত্মার, যিনি পরমাত্মার তুলনায় খদ্যোত সদৃশ এবং যিনি অবিদ্যাদি দোষ সংস্পর্শের যোগ্য, তাহার নামগন্ধও নাই। সুতরাং পরমাত্ম-বিষয়ক বিদ্যা হইতে যে নানা স্থলে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলের কথা শোনা যায়, তাহাই বিদ্যার ফল। অতএব বিদ্যা হইতে যে পরমপুরুষার্থ মোক্ষের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥৩।৪।৮

লিঙ্গান্যপি নিরস্যন্তে—

এখন পূর্বপক্ষ কর্তৃক কথিত লিঙ্গগুলিরও (তাঁহাদের পক্ষে অনুকূল প্রমাণগুলিরও) খণ্ডন করা হইতেছে—বর্তমান সূত্রে 'তুল্যং তু' ইত্যাদি বাক্যে।

তুল্যং তু দর্শনম্ ॥৩।৪।৯

অন্বয়ার্থ ঃ তু—কিন্তু ; দর্শনম্ তুল্যং—(বিদ্যাসম্পন্নগণের আচারের অভাবরূপতা দর্শনও) আচার দর্শনের সমান।

সরলার্থ ঃ যেহেতু ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও কর্মানুষ্ঠানের ন্যায় কর্মানুষ্ঠানের অভাবও শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব, ব্রহ্মবিদ্‌গণের যখন কর্মত্যাগও দৃষ্ট হয় তখন বিদ্যা কখনও কর্মাঙ্গ হইতে পারে না।

মূল

যদুক্তম্—ব্রহ্মবিদাং কর্মানুষ্ঠানদর্শনাৎ বিদ্যা কর্মাঙ্গম্—ইতি ; তন্ন ; বিদ্যায়াঃ অনঙ্গত্বেঽপি তুল্যং দর্শনম্, ব্রহ্মবিদাং কর্মানুষ্ঠানদর্শনম্ অনৈকান্তিকমিত্যর্থঃ, অননুষ্ঠানস্যাপি দর্শনাৎ। দৃশ্যতে হি ব্রহ্মবিদাং কর্মত্যাগঃ "ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে" (ঐতঃ আর ৩।২।৬) ইত্যাদৌ। অতো ব্রহ্মবিদাং কর্মত্যাগদর্শনাৎ ন বিদ্যা কর্মাঙ্গম্।

অনুবাদ

পূর্বে যে ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেখা যায়—এই বলিয়া বিদ্যাকে কর্মাঙ্গ বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে ; কারণ, বিদ্যার অনঙ্গতা বিদ্যা যে কর্মাঙ্গ না-ও হইতে পারে সে-বিষয়েও (ব্রহ্মবিদ্‌গণের) তুল্য আচরণ (কর্মের অননুষ্ঠান) শ্রুতিতে দেখা যায়। যথা শ্রুতি — 'কাবষেয় ঋষিগণ বলিয়াছিলেন যে, কিসের জন্য আমরা অধ্যয়ন করিব ? কিসের জন্যই বা আমরা যজ্ঞ করিব ?' এই প্রকার স্থলেও ব্রহ্মবিদ্‌গণের কর্মত্যাগও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, ব্রহ্মবিদ্‌গণের যখন কর্মত্যাগও দৃষ্ট হয়, তখন বিদ্যা কখনই কর্মাঙ্গ হইতে পারে না।

শ্রীভাষ্য, ৩১—৩২

কথমিদমুপপদ্যতে — ব্রহ্মবিদাং কর্মানুষ্ঠানমননুষ্ঠানঞ্চ ? ফলাভিসন্ধিরহিতস্য যজ্ঞাদিকর্মণো ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্বাৎ তথাবিধস্য কর্মণোঽনুষ্ঠানদর্শনমুপপদ্যতে। বক্ষ্যতি চ—"সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২৬) ইতি। ফলার্থস্য তস্যৈব যজ্ঞাদেঃ কর্মণো মোক্ষৈকফলব্রহ্মবিদ্যাবিরোধিত্বাৎ তস্যাননুষ্ঠানদর্শনমুপপন্নতরম্। বিদ্যায়াঃ কর্মাঙ্গত্বে কর্মত্যাগঃ কথমপি নোপপদ্যতে ॥৩।৪।৯

যদি প্রশ্ন হয়, ব্রহ্মবিদ্‌গণের কর্মের অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠান—উভয়েই সঙ্গত হয় কি প্রকারে ? তদুত্তরে কথিত হইতেছে—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত যজ্ঞাদি কর্মগুলি ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, এই হেতু ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও সেইরূপ কর্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি সঙ্গত হয়। 'সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ' (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২৬) এই সূত্রে সূত্রকারও এই কথা প্রতিপাদন করিবেন। পক্ষান্তরে, সেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াই আবার ফলাভিসন্ধিযুক্ত হইলে, তাহা একমাত্র ব্রহ্মফল-সাধক বিদ্যার বিরোধী হওয়ায়, সেখানে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের অভাবও সঙ্গত হয়। বিদ্যা যদি সর্বত্রই কর্মাঙ্গ হইত, তাহা হইলে কোন প্রকারেই তাহার পরিত্যাগ সম্ভবপর হইত না ॥৩।৪।৯

যদুক্তম্ — শ্রুত্যৈব বিদ্যায়াঃ কর্মাঙ্গত্বমবগম্যতে ইতি ; তত্রাহ—

আবার যে বলা হইয়াছে—শ্রুতি হইতেও বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব জানা যাইতেছে, তদুত্তরে বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন—'অসার্বত্রিকী' ইত্যাদি বাক্য।

অসার্বত্রিকী ॥৩।৪।১০

অন্বয়ার্থ ঃ অসার্বত্রিকী — (কোন কোন শ্রুতিতে বিদ্যা-সহযোগে কর্মের বিধান আছে), বিদ্যার এইরূপ সহকারিত্বের নিয়ম সর্বত্র নহে।

সরলার্থ ঃ "যাহাই বিদ্যার সহিত করা যায়" এই শ্রুতিতে বিদ্যার সহকারিত্বের যে উল্লেখ আছে সেটী কেবল উদ্‌গীথ বিদ্যার বোধক মাত্র, সমস্ত বিদ্যার নহে। অতএব সাধারণভাবে সমস্ত বিদ্যাকে কর্মাঙ্গ বলিতে পারা যায় না।

মূল

ন সর্ববিদ্যাবিষয়েয়ং শ্রুতিঃ ; অপি তু উদ্‌গীথবিদ্যাবিষয়ৈব,

অনুবাদ

আলোচ্য শ্রুতিটি সর্ববিদ্যা বিষয়ক নহে ; পরন্তু কেবল উদ্‌গীথ বিদ্যা-

"যদেব বিদ্যয়া করোতি" (ছান্দো ১।১।১০) ইতি যচ্ছব্দস্যানির্দ্ধারিত-বিশেষস্য "উদ্গীথমুপাসীত" (ছান্দো ১।১।১) ইতি প্রস্তুতোদ্গীথবিশেষ-নিষ্ঠত্বাৎ। ন হি যৎ করোতি, তদ্বিদ্যয়েতি সম্বধ্যতে; যদেব বিদ্যয়া করোতি, তদেব বীর্যবত্তরমিতি বিদ্যয়া ক্রিয়মাণং যচ্ছব্দেন নির্দিশ্য তস্য হি বীর্যবত্তরত্বমুচ্যতে ॥৩।৪।১০

বিষয়ক। কারণ, 'যৎ এব বিদ্যয়া করোতি' এই বাক্যে 'যৎ' শব্দটি যখন কোন অর্থবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় না, অথচ নিকটে উদ্গীথের কথা রহিয়াছে, তখন সেই উদ্গীথার্থেই পর্যবসিত হইয়াছে। বিশেষতঃ উক্ত শ্রুতিতে, 'যাহা করে তাহাই বিদ্যার সহিত করে' এরূপ পদ সম্বন্ধও নাই, 'বিদ্যা সহকারে যাহাই করে, তাহাই সমধিক বীর্যশালী হয়'—এইরূপই পদ-সম্বন্ধ। এইরূপ বিদ্যা সহকারে ক্রিয়মাণ কর্মকে 'যৎ' শব্দে নির্দেশ করিয়া সেই ক্রিয়ারই অধিক বীর্যবত্তা মাত্র প্রতিপাদন করা হইতেছে। (সুতরাং উক্ত শ্রুতিগত 'বিদ্যা' শব্দটি সাধারণভাবে বিদ্যামাত্রেরই বোধক হইতে পারে না, অতএব, বিদ্যার কর্মাঙ্গত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না) ॥৩।৪।১০

যচ্চেদমুক্তম্ — "তং বিদ্যা-কর্মণী সমন্বারভেতে" (বৃহদাঃ ৪।৪।২) ইতি বিদ্যা-কর্মণোঃ সাহিত্যদর্শনাৎ বিদ্যা কর্মাঙ্গম্—ইতি; তত্রাহ—

আরও যে বলা হইয়াছে—'জ্ঞান ও কর্মসংস্কার মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে' এই শ্রুতিতে বিদ্যা ও কর্মের সাহচর্য হেতু বিদ্যা কর্মাঙ্গই বটে, তদুত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলিতেছেন—'বিভাগঃ শতবৎ' এই বাক্যে।

বিভাগঃ শতবৎ ॥৩।৪।১১

অন্বয়ার্থ ঃ বিভাগঃ—(অধিকার ভেদে) জ্ঞানানুষ্ঠান এবং কর্মানুষ্ঠানের ভেদ; শতবৎ—যেমন শতকের।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

"তং বিদ্যা-কর্মণী সমন্বারভেতে" (বৃহদাঃ ৪।৪।২) ইত্যত্রোক্তেন

অনুবাদ

'বিদ্যা ও কর্ম তাহার অনুগমন করে', এ স্থলে বিদ্যা ও কর্মের ভিন্ন ভিন্ন

ন্যায়েন বিদ্যা-কর্মণোর্ভিন্নফলত্বাৎ বিদ্যা স্বস্মৈ ফলায় সমন্বারভতে, কর্ম চ স্বস্মৈ ফলায়েতি বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ। শতবৎ—যথাক্ষেত্র-রত্ন-বিক্রয়িণং শতদ্বয়মন্বেতীত্যুক্তে ক্ষেত্রার্থং শতম্, রত্নার্থং শতমিতি বিভাগঃ প্রতীয়তে; তথা ইহাপি ॥৩।৪।১১

ফল হইতে বুঝিতে হইবে যে, এই বিদ্যা ও কর্ম নিজ নিজ ফল প্রদানের জন্যই অনুগমন করে, এইরূপে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন, দুই শত মুদ্রা ক্ষেত্রবিক্রয়ীর ও রত্নবিক্রয়ীর অনুগমন করে বলিলে, ক্ষেত্রের জন্য একশত, এবং রত্নের জন্য একশত, এইরূপ বিভাগ প্রতীতি হইয়া থাকে, এখানেও সেই প্রকার বিভাগ বুঝিতে হইবে ॥৩।৪।১১

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥৩।৪।১২

অন্বয়ার্থ ঃ অধ্যয়নমাত্রবতঃ—কেবল অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে।

সরলার্থ ঃ যে সব ব্যক্তি কেবলমাত্র বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছে কিন্তু প্রকৃত বেদবিদ্যাসম্পন্ন নহে তাহাদের সম্বন্ধেই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের এবং কর্মের বিধান করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু উহার দ্বারা বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

মূল

যদুক্তং বিদ্যাবতঃ কর্মবিধানাৎ বিদ্যা কর্মাঙ্গম্—ইতি; নৈতদ্ যুক্তম্, 'বেদমধীত্য' (ছান্দো ৮।১৫।১) ইত্যধ্যয়নমাত্রবতো বিধানাৎ। ন চ অধ্যয়নবিধিরেবার্থবোধে প্রবর্ত্তয়তি, আধানবদধ্যয়নস্য অক্ষর-রাশিগ্রহণমাত্রে পর্যবসানাৎ। গৃহীতস্য চ স্বাধ্যায়স্য ফলবৎ-কর্মাব-

---

অনুবাদ

বিদ্বানের সম্বন্ধে কর্মবিধান হেতু যে বিদ্যাকে কর্মাঙ্গ বলা হইয়াছে তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই; কারণ, 'বেদম্ অধীত্য' বাক্যে কেবল অধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্মের বিধান করা হইয়াছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে অধ্যয়ন-বিধিই তো লোককে বেদার্থবোধে প্রবৃত্ত করে না; কারণ, অগ্নি প্রভৃতি গ্রহণের ন্যায়, এই 'অধ্যয়ন' শব্দটি কেবল অক্ষররাশি গ্রহণেই পর্যবসিত। অর্থাৎ 'অধ্যয়ন' বলিতে কেবল গুরুর নিকট হইতে বৈদিক অক্ষর লাভ মাত্রই

বোধিত্বদর্শনাৎ তন্নির্ণয়ফলে তদর্থবিচারে পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে; ততঃ কর্মার্থী কর্মজ্ঞানে প্রবর্ত্ততে, মোক্ষার্থী চ ব্রহ্মজ্ঞানে, ইতি ন বিদ্যা কর্মাঙ্গম্। যদ্যপি অধ্যয়নবিধিরেব অর্থাববোধে প্রবর্ত্তয়তি; তথাপি ন বিদ্যা কর্মাঙ্গম্; অর্থজ্ঞানাদর্থান্তরত্বাৎ বিদ্যায়াঃ। যথা জ্যোতিষ্টোমাদিকর্মস্বরূপবিজ্ঞানাৎ ফলসাধনভূতং কর্মানুষ্ঠানং অর্থান্তরম্; তথা অর্থজ্ঞানরূপাৎ ব্রহ্মস্বরূপবিজ্ঞানাৎ অর্থান্তরমেব ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যা পুরুষার্থসাধনভূতা বিদ্যা ইতি ন তস্যাঃ কর্মসম্বন্ধগন্ধো বিদ্যতে ॥৩।৪।১২

বুঝায়, কিন্তু সেই সঙ্গে যে তাহার অর্থও বুঝিতে হইবে এরূপ তো বুঝায় না। অধীত বেদে কর্ম ও তাহার ফলনির্দেশ দৃষ্ট হয়, তখন এই কর্ম ও কর্মফল নির্ণয়ার্থে বেদান্ত বিচারে অধ্যয়নকারীর আপনা হইতেই প্রবৃত্তি জন্মে; তাহার পরে কর্মফলার্থী পুরুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, আর মোক্ষার্থী লোক ব্রহ্মজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং অধ্যয়নসম্পন্ন পুরুষের কর্মবিধি হইতেই বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে, অধ্যয়ন বিধিকেই যদি বেদার্থবোধে লোকের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করা যায়, তথাপি বিদ্যা কখনো কর্মাঙ্গ হইতে পারে না। কারণ, অর্থ জ্ঞান আর বিদ্যা বা উপাসনা তো এক পদার্থ নহে, কিন্তু ভিন্ন পদার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কর্মের স্বরূপ-বিজ্ঞান হইতে ফলসাধনভূত সেই কর্মানুষ্ঠান যেরূপ পৃথক্ পদার্থ, তদ্রূপ কেবল ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানাত্মক বেদার্থ প্রতীতি হইতে ধ্যান ও উপাসনাদি শব্দবাচ্য পুরুষার্থ সাধনভূতা বিদ্যাও পৃথক্ পদার্থ। সুতরাং এই বিদ্যার সহিত কর্মের কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই। (অতএব, বিদ্যা কখনই কর্মাঙ্গ হইতে পারে না) ॥৩।৪।১২

নাবিশেষাৎ ॥৩।৪।১৩

অন্বয়ার্থ ঃ ন—যুক্তিযুক্ত নহে; অবিশেষাৎ—যেহেতু (নিয়মিত কর্মানুষ্ঠানের বিধান) বিশেষ করিয়া জ্ঞানী সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই।

সরলার্থ ঃ মনুষ্য কর্মানুষ্ঠান দ্বারা শতায়ু হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে এই উদ্ধৃত শ্রুতিটিতে যে সর্ববিধ ব্যক্তির কর্মানুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা তাহা প্রতিপন্ন হয় নাই। কারণ, 'বিদ্বান পুরুষ' এইরূপ বিশেষ কোন শব্দ তাহাতে নাই। সুতরাং বিদ্বান

পুরুষের পক্ষে ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

মূল

যচ্চোক্তম্ "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি" (ঈশোঃ ২) ইত্যাত্মবিদং জ্ঞানাৎ ব্যাবর্ত্ত্য যাবজ্জীবং কর্মানুষ্ঠানে নিয়ময়তীতি; তন্নোপপদ্যতে; অবিশেষাৎ—ন হ্যয়ং নিয়মঃ ফলসাধনভূত-স্বতন্ত্রকর্মবিষয় ইতি বিশেষহেতুরস্তি, বিদ্যাঙ্গভূত-কর্মবিষয়তয়াপ্যুপপত্তেঃ। "কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" (গীতা ৩।২০) ইতি চ বিদুষস্তু আপ্রয়াণাদুপাসনস্যানুবর্ত্তমানত্বাৎ ॥৩।৪।১৩

অনুবাদ

আরও যে বলা হইয়াছে, (৩।৪।৭ সূত্রে) 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি' এই শ্রুতি আত্মবিদ্ পুরুষকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া যাবজ্জীবন কর্মানুষ্ঠানে নিয়মিত করিতেছে, সে কথাও সঙ্গত হয় না; যেহেতু, উপদেশের কিছু মাত্র বিশেষ নাই। উক্ত শ্রুতিতে এমন কোন নিয়ম করা হয় নাই যাহাতে কেবল ফলসাধনভূত স্বতন্ত্র কর্মানুষ্ঠান বিষয়েই উহার নিয়োগ হইতে পারে। কারণ, কর্মকে বিদ্যার অঙ্গ বলিলেও এই অঙ্গভূত কর্মানুষ্ঠানেও বাধা হয় না, সঙ্গতই হয়। দেহপাত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তিকেও উপাসনার অনুসরণ করিতে হয়। সুতরাং তদঙ্গভূত কর্মানুষ্ঠানও তাহার পক্ষে অসঙ্গত হয় না। অতএব 'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ' ইত্যাদি বচনও এ পক্ষে অসঙ্গত হয় না ॥৩।৪।১৩

এবমর্থস্বাভাব্যেন চোদ্যং পরিহৃত্য "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি" (ঈশঃ ২) ইত্যস্য বাক্যস্যার্থমাহ—

এইরূপ সহজসিদ্ধ শব্দার্থ-জ্ঞান হইতে, বিদ্যার পার্থক্য নিরূপণ এবং কর্মের বিদ্যাঙ্গত্ব স্থাপন দ্বারা প্রতিপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করিয়া এখন, 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি' শ্রুতির বক্যার্থ বলিতেছেন— বর্ত্তমান সূত্রে 'স্তুতয়ে' ইত্যাদি বাক্যে।

স্তুতয়েঽনুমতির্বা ॥৩।৪।১৪

অন্বয়ার্থঃ বা—নিশ্চয়ার্থবোধক শব্দ; স্তুতয়ে অনুমতিঃ—প্রশংসার নিমিত্ত (কর্মের) অনুমতি।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

বা-শব্দোঽবধারণার্থঃ; "ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্" ইতি বিদ্যা-প্রকরণাৎ বিদ্যাস্তুতয়ে সর্বদা কর্মানুষ্ঠানানুমতিরিয়ম্। বিদ্যামাহাত্ম্যাৎ সর্বদা কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে কর্মভিঃ—ইতি হি বিদ্যা স্তুতা ভবতি। বাক্যশেষশ্চৈবমেব দর্শয়তি—"এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে" (ঈশোঃ ২) ইতি; অতো ন কর্মাঙ্গং বিদ্যা।

॥৩।৪।১৪

অনুবাদ

সূত্রে 'বা', শব্দটি অবধারণবোধক। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' (এ সমস্তই ঈশ্বর-ব্যাপ্ত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে), এইরূপে বিদ্যার উপক্রম থাকায় তৎপ্রকরণে পঠিত এই শ্রুতিটিও বিদ্যার প্রশংসার্থেই সর্বদা কর্মানুষ্ঠানের অনুমতি জ্ঞাপন করিতেছে। বিদ্যার এমনই মহিমা যে, সর্বদা কর্ম করিলেও বিদ্বান পুরুষ কর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না। এইরূপে বিদ্যার স্তুতি করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত। ঐ প্রকরণের বাক্য-শেষও এই প্রকার সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিতেছে—'তুমি মনুষ্য হইলেও এ প্রকারে যদি অবস্থান কর, তাহা হইলে তোমাতে কোন কর্ম লিপ্ত হইবে না। এই ভাবে বিদ্যার স্তুতি করা হইয়াছে। (অতএব, বিদ্যা কখনই কর্মাঙ্গ হইতে পারে না) ॥৩।৪।১৪

কামকারেণ চৈকে ॥৩।৪।১৫

অন্বয়ার্থঃ একে—কোন কোন শাখীরা; কামকারেণ—স্বেচ্ছানুসারে; চ—(গৃহত্যাগের উপদেশও দিয়াছেন)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

অপি চ, এবমেকে শাখিনঃ কামকারেণ ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠস্য গার্হস্থ্যত্যাগমধীয়তে — "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" (বৃহদাঃ ৪।৪।২২) ইতি। বিদুষো বিরক্তস্য কামকারেণ গার্হস্থ্যকর্মত্যাগং ব্রুবদিদং বচনং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্মানঙ্গত্বং দর্শয়তি। যজ্ঞাদিকর্মাঙ্গত্বে হি বিদ্যায়াঃ বিদ্যানিষ্ঠস্য কামকারেণ গার্হস্থ্যত্যাগো ন সম্ভবতি। অতো ন বিদ্যা কর্মাঙ্গম্ ॥৩।৪।১৫

অনুবাদ

পুনরায়, এইরূপে কোন কোন বেদশাখীরা ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগেরও উপদেশ দিয়া থাকেন—'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব যাহা দ্বারা আমাদের অভীষ্ট এই আত্মলোক লাভ করা যায় না', এই বাক্যটিতে বৈরাগ্যসম্পন্ন বিদ্বানের গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগের কথাও বলা হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিদ্যাটি কর্মাঙ্গ হইতে পারে না। বিদ্যা যদি যজ্ঞাদি কর্মের অঙ্গ হইত তাহা হইলে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে স্বেচ্ছায় কর্মক্ষেত্র গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইত না। অতএব বিদ্যা কখনই কর্মাঙ্গ হইতে পারে না ॥৩।৪।১৫

উপমর্দং চ ॥৩।৪।১৬

অন্বয়ার্থ : উপমর্দং—(লৌকিক কর্মের) উচ্ছেদক বলিয়াও বিদ্যা কর্মের অধীন বা অঙ্গ নহে।

সরলার্থ : অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

পুণ্যাপুণ্যরূপস্য সমস্তসাংসারিকদুঃখমূলস্য কর্মণো ব্রহ্মবিদ্যয়া উপমর্দং চ প্রতিবেদান্তমধীয়তে—

অনুবাদ

আবার, বেদান্তের প্রত্যেক অংশই ব্রহ্মবিদ্যাকে সাংসারিক সমস্ত সুখ-দুঃখের মূলস্বরূপ পুণ্য-পাপাত্মক কর্মের উচ্ছেদক বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুণ্ডক ২।২।৮)
ইত্যাদিকম্। তৎ বিদ্যায়াঃ কর্মাঙ্গত্বে ন সংগচ্ছতে॥৩।৪।১৬

যথা—"সেই পরাবর পদার্থ দৃষ্ট হইলে হৃদয়ের অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহার কর্মরাশিও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি। বিদ্যা যদি কর্মেরই অঙ্গ হয়, তাহা হইলে তো এ কথা কখনো সঙ্গত হইতে পারে না॥৩।৪।১৬

ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি॥৩।৪।১৭

অন্বয়ার্থ ঃ ঊর্দ্ধরেতঃসু চ—ঊর্দ্ধরেতা অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম হইতেও (বিদ্যার কর্মাঙ্গত্বের অনুপপত্তি); শব্দে হি—শ্রুতিবাক্য দ্বারা নিশ্চয়ই (জানা যায়)।

সরলার্থ ঃ প্রব্রাজিগণ (সন্ন্যাসীগণ) এই আত্মলোক লাভের জন্য প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সন্ন্যাস আশ্রমে কর্মানুষ্ঠানের অসদ্ভাব এবং ব্রহ্মবিদ্যার সদ্ভাব দেখা যায়। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা যজ্ঞরূপ কর্মের অঙ্গ বা অধীন হইতে পারে না।

মূল

ঊর্দ্ধরেতঃসু আশ্রমেষু ব্রহ্মবিদ্যাদর্শনাৎ তেষ্বগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদিকর্মাভাবাচ্চ ন বিদ্যা কর্মাঙ্গম্। ননু ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা ন সন্ত্যেব, "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" (আপস্তম্বশ্রৌতসূঃ ৩।১৪।৮) ইত্যাদিনা অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং যাবজ্জীবাধিকারশ্রুতেঃ; শ্রুতিবিরুদ্ধানাং স্মৃতীনাং চাপ্রামাণ্যাৎ। অত আহ—'শব্দে হি'

অনুবাদ

পুনরায় বলি, ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমেও অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমেও ব্রহ্মবিদ্যার সদ্ভাব হেতু এবং সেই অবস্থায় 'অগ্নিহোত্র' ও 'দর্শপূর্ণমাস' প্রভৃতি কর্ম অনুষ্ঠানের অভাব হেতুও জানা যায় যে বিদ্যা কখনও কর্মাঙ্গ নহে। এখন প্রশ্ন এই যে, ঊর্দ্ধরেতা নামে তো কোন আশ্রম নাই, কারণ 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'অগ্নিহোত্র' ও 'দর্শপূর্ণমাস' প্রভৃতি কর্মে পুরুষের যাবজ্জীবন অধিকারের উল্লেখ রহিয়াছে। আবার, ঊর্দ্ধরেতা বা সন্ন্যাস-আশ্রমের বিধায়ক যে সকল স্মৃতিবাক্য আছে তাহা যখন শ্রুতিবিরুদ্ধ তখন তাহা তো প্রমাণরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে না১। তদুত্তরে ভাষ্যকার

১—'শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী'।

ইতি। বৈদিক এব হি শব্দে তে দৃশ্যন্তে—'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' (ছান্দো ২।২৩।১), "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" (ছান্দোঃ ৫।১০।১) "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" (বৃহঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদৌ। যাবজ্জীবশ্রুতিস্ত্ববিরক্তবিষয়া ॥৩।৪।১৭

বলিতেছেন—না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতিতে দেখা যায়—"ধর্মের স্কন্ধ (প্রধান বিভাগ) তিনটি"; "যাহারা অরণ্য মধ্যে শ্রদ্ধাকে তপোরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন", "প্রব্রাজিগণ (সন্ন্যাসীগণ) এই আত্মলোক লাভের ইচ্ছায় প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বৈদিক বাক্যেই সন্ন্যাস-আশ্রমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি বিধায়ক যে শ্রুতি আছে, তাহা বৈরাগ্যবিহীন লোকদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য (কিন্তু তাহা বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নহে) ॥৩।৪।১৭

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনাচ্চাপবদতি হি ॥৩।৪।১৮

অন্বয়ার্থ ঃ সরলার্থ ঃ—

জৈমিনিঃ—জৈমিনি নামক আচার্য মনে করেন; পরামর্শম্—(সন্ন্যাস-আশ্রমে যজ্ঞরূপ কর্মত্যাগ) অনুবাদমাত্র অর্থাৎ কেবল উল্লেখ মাত্র, বিধি নহে; হি—যেহেতু; অচোদনাৎ—এতৎসম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যে বিধিপ্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়ার দ্বারা বিধির নির্দেশ নাই; অপবদতি—শ্রুতি নৈষ্কর্মের নিন্দা করিতেছেন। (এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ)।

মূল

যদিদম্ 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' (ছান্দো ২।২৩।১) ইত্যাদৌ বৈদিকে শব্দে ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা দৃশ্যন্তে, অতস্তে সন্ত্যেবেতি; নৈতদুপপদ্যতে; যতঃ 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' ইত্যাদিষু বাক্যেষু তেষামাশ্রমাণাং পরামর্শমাত্রং ক্রিয়তে — অনুবাদমাত্রমিত্যর্থঃ। কুত এতৎ? অচোদনাৎ—

অনুবাদ

পূর্বে যে বলা হইয়াছে 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' ইত্যাদি বৈদিক শব্দে যখন ঊর্দ্ধরেতা আশ্রম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ঐরূপ আশ্রম নিশ্চয় আছে; সে কথা তো উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' ইত্যাদি বাক্যে ঐ আশ্রমের পরামর্শ বা উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে (কোন বিধান করা হয় নাই)। কি হইতে ইহা জানা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি—আলোচনা অর্থাৎ বিধির

অবিধানাদিত্যর্থঃ। ন হত্র বিধিশব্দঃ শ্রূয়তে; 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' ইত্যাদিনা হি প্রকৃতং প্রণবেন ব্রহ্মোপাসনং স্তূয়তে, "ব্রহ্ম-সংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইত্যুপসংহারাৎ; অতোঽন্যার্থমনুবাদমাত্রমত্র ক্রিয়তে তেষামাশ্রমাণাম্। "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" (ছান্দো ৫।১০।১) ইতি চ দেবযানবিধিপরত্বাৎ তত্রাপি নাশ্রমান্তরবিধিসম্ভবঃ। অপি চ, অপবদতি হি শ্রুতিরাশ্রমান্তরম্ "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" (যজুঃ ১, কাণ্ড ৫, প্রশ্নঃ ২ অনুঃ) ইত্যাদিকা। অত ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমো ন সম্ভবতীতি জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে ॥৩।৪।১৮

অভাব হইতে ইহা জানা যায়। এ বিষয়ে কোন প্রকার বিধায়ক শব্দ শ্রুত হইতেছে না। পরন্তু 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' ইত্যাদি বাক্যে কেবল প্রস্তাবিত প্রণব-সাধ্য ব্রহ্মোপাসনারই স্তুতি করা হইতেছে; কেননা, উপসংহারে আছে—"ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন"; এখানে কেবল অন্যার্থেই অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার প্রশংসার্থেই উহার অনুবাদ বা উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। তাহার পর 'অরণ্য মধ্যে এই যাহারা শ্রদ্ধাকে তপোরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন', এই শ্রুতিরও 'দেবযান পথ' প্রদর্শনেই তাৎপর্য; সুতরাং সেখানেও আশ্রমান্তর বিধি-কল্পনা সম্ভব হয় না। পুনরায়, "যে লোক অগ্নি নির্ব্বাপিত করে, অর্থাৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি দেবতাগণের বীর্যহানি করিয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিও আশ্রমান্তরের নিন্দাই করিতেছে। অতএব, জৈমিনি আচার্য মনে করেন যে ঊর্দ্ধরেতা নামে কোনরূপ পৃথক্ আশ্রম নাই ॥৩।৪।১৮

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥৩।৪।১৯

অন্বয়ার্থ ঃ অনুষ্ঠেয়ং (গৃহস্থ- আশ্রমের ন্যায় সন্ন্যাস-আশ্রমও) অবশ্যই অনুষ্ঠেয়; বাদরায়ণঃ — ইহা বাদরায়ণ নামক আচার্য (মনে করেন); সাম্যশ্রুতেঃ—যেহেতু গৃহস্থ-আশ্রম প্রতিপাদক শ্রুতি এবং সন্ন্যাস-আশ্রম প্রতিপাদক শ্রুতি উভয়েই তুল্যরূপে বর্ত্তমান।

সরলার্থ ঃ শ্রুতিতে যেরূপ গৃহস্থাশ্রম প্রতিপাদক বাক্য আছে, সেইরূপই সন্ন্যাস-আশ্রম প্রতিপাদক বাক্যও আছে। অতএব, এ বাক্যও কেবল সন্ন্যাস-আশ্রমের অনুবাদমাত্র বা উল্লেখমাত্র হইতে পারে না। যেমন, গৃহস্থাশ্রম যেরূপ অবশ্য পালনীয় সন্ন্যাসাশ্রমও সেইরূপই পালনীয়। ইহাই বাদরায়ণ নামক আচার্যের মত।

মূল

গৃহস্থাশ্রমবদাশ্রমান্তরমপ্যনুষ্ঠেয়ং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ ? সাম্যশ্রুতেঃ—উপাদেয়তয়াঽভিমত-গৃহস্থাশ্রমসাম্যং হি তেষামপ্যাশ্রমাণাং শ্রূয়তে। 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' ইত্যারভ্য ব্রহ্মসংস্থ-স্তুত্যর্থতয়া সংকীর্ত্তনং গৃহস্থাশ্রমস্যেতরেষাং চ সমানম্। অথ গৃহস্থাশ্রমস্যানুবাদঃ প্রাপ্তৌ সত্যামেব সম্ভবতীতি তস্য প্রাপ্তিরবশ্যাভ্যুপেত্যেতি মতম্; তদিতরেষামপি সমানমন্যত্রাভিনিবেশাৎ*।

ন চ গার্হস্থ্যধর্ম এব "যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানং তপো ব্রহ্মচর্যম্" (ছান্দো ২।২৩।১) ইতি সর্বৈঃ শব্দৈরভিধীয়তে, ব্রহ্মচর্য-তপসোর্গৃহস্থস্যৈব সম্ভবাদিতি যুক্তম্; 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' ইতি ত্রিত্বেন সংগৃহ্য "প্রথমঃ··· দ্বিতীয়ঃ···তৃতীয়ঃ" (ছান্দো ২।২৩।১) ইতি বিভাগবচনানুপপত্তেঃ। অতঃ

অনুবাদ

ভগবান বাদরায়ণ আচার্য মনে করেন যে, গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় আশ্রমান্তরও (সন্ন্যাস-আশ্রমও) অবশ্য অনুষ্ঠেয়; কারণ, শ্রুতি-সাম্য অর্থাৎ যেরূপ অভিমত গৃহস্থাশ্রমের গ্রহণীয়তা প্রতিপাদক শ্রুতি আছে, আশ্রমান্তরের সম্বন্ধেও তদ্রূপ উপাদেয়তা শ্রুতি রহিয়াছে। আবার, 'ত্রয়ো স্কন্ধাঃ' এই হইতে আরম্ভ করিয়া যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির স্তুতিবাদ, তাহা তো গৃহস্থাশ্রম ও আশ্রমান্তর (সন্ন্যাস-আশ্রম) উভয়ের পক্ষেই তুল্য। আর যদি আপনার এইরূপ অভিপ্রায় থাকে যে, সে ক্ষেত্রেও গৃহস্থাশ্রমের উল্লেখটিও অনুবাদ মাত্র। কিন্তু প্রমাণান্তর প্রাপ্ত না হইলে যখন 'অনুবাদ' বলা সম্ভব হয় না, তখন তাহার সম্বন্ধেও প্রমাণ-সিদ্ধত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কোন পক্ষপাত বিনা দেখিতে গেলে তো সে কথা সন্ন্যাসাশ্রমের পক্ষেও সমান।

আর যে ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা, এই দুইটি ধর্ম কেবল গৃহস্থের পক্ষেই সম্ভবপর হয় বলিয়া এই শ্রুতির 'যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য' — এই সমস্ত শব্দে কেবল গৃহস্থাশ্রমের ধর্মই কথিত হইতেছে, আপনারা বলিবেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' এই শ্রুতিতে যে ত্রিত্ববোধক 'ত্রয়ঃ' পদে পূর্বোক্ত তিনটি ধর্মের সংগ্রহ করিয়া 'প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়', এইরূপে বিভাগ করা, তাহাতো আপনার মতে উপপন্নই হইতে পারে না। অতএব,

---

*—কিমন্যাভিনিবেশাৎ — পাঠভেদঃ।

'যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানম্' ইতি গৃহস্থাশ্রম উচ্যতে। অধ্যয়ন-শব্দো বেদাভ্যাসপরঃ। তপঃ শব্দেন বৈখানস-পারিব্রাজ্যয়োর্গ্রহণম্, উভয়োঃ তপঃপ্রধানত্বাৎ। তপঃ শব্দো হি কায়ক্লেশে রূঢ়ঃ; স চ দ্বয়োরপি সমানঃ। ব্রহ্মচারিধর্ম এব ব্রহ্মচর্যশব্দেনাভিধীয়তে। "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইতি পরত্র শ্রূয়মাণো ব্রহ্মসংস্থ-শব্দো যৌগিকঃ সর্বাশ্রমসাধারণঃ; সর্বেষামাশ্রমিণাং ব্রহ্মসংস্থাসম্ভবাৎ।

ব্রহ্মণি সংস্থা-সংস্থিতিঃ ব্রহ্মসংস্থত্বম্; তচ্চ সর্বেষাং সম্ভবত্যেব। ব্রহ্মনিষ্ঠাবিকলাঃ কেবলাশ্রমিণঃ পুণ্যলোকভাজঃ, তেষ্বেব ব্রহ্মনিষ্ঠোঽমৃতত্বভাগ্ ভবতি। তদেতদ্বিস্পষ্টমুক্তং ভগবতা পরাশরেণ—"প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাম্" (বিষ্ণুপুরাণ ১।৬ ৩৪) ইত্যারভ্য "ব্রাহ্মং সন্ন্যাসিনাং স্মৃতম্" (বি-পুঃ ১।৬।৩৭) ইত্যন্তেন বর্ণানামাশ্রমাণাং চ কেবলানাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যন্তং ফলমভিধায়—

বুঝিতে হইবে যে, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান—এই তিনটির দ্বারা কেবল গৃহস্থাশ্রমই উক্ত হইতেছে। এখানে 'অধ্যয়ন' শব্দের তাৎপর্য বেদাধ্যয়নে এবং 'তপঃ' শব্দের তাৎপর্য—বৈখানস (বানপ্রস্থ) ও 'পারিব্রাজ্য' (সন্ন্যাস) এই উভয়ের গ্রহণে, কারণ তপস্যা এতদুভয়েরই প্রধান ধর্ম। 'তপঃ' শব্দটি কায়ক্লেশ-প্রধান কর্মের বোধক, উহা উভয়ের পক্ষেই তুল্য। 'ব্রহ্মচর্য' শব্দেও ব্রহ্মচারীর যে ধর্ম তাহা বুঝাইয়া থাকে। তাহার পর 'ব্রহ্ম-সংস্থ অমৃতত্বই লাভ করেন', এই স্থলে 'ব্রহ্ম-সংস্থ' শব্দটির যৌগিক অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিষয়ে সম্যক্‌রূপে যাহার স্থিতি বা নিষ্ঠা আছে তাহার বোধক। সমস্ত আশ্রমীর পক্ষেই যখন ব্রহ্মসংস্থা বা ব্রহ্মনিষ্ঠা সম্ভব, তখন ঐ শব্দটি সর্বাশ্রম-সাধারণ অর্থাৎ সমস্ত আশ্রমেরই বোধক।

ব্রহ্মবিষয়ে যে সম্যক্ স্থিতি বা ব্রহ্মনিষ্ঠা তাহা সকলের পক্ষেই সম্ভবপর হইলেও যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠাবিহীন, কেবল-আশ্রমমাত্রভাগী, তাহারা শুভলোক লাভের অধিকারী এবং তাহাদের মধ্যে যে ব্রহ্মনিষ্ঠ সে অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হয় (মুক্ত হয়)। এ কথা ভগবান পরাশর অতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণগণের প্রাজাপত্য-লোক লাভ হয়", এই হইতে আরম্ভ করিয়া, 'সন্ন্যাসীগণের ব্রহ্মলোক লাভ হয়' এই পর্যন্ত বাক্যে শুধু বর্ণ ও আশ্রমনিষ্ঠদিগের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পর্যন্ত শেষ ফল বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন;

"একান্তিনঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে।
তেষাং তৎ পরমং স্থানং যদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥" (বি-পুঃ ১।৬।৩৯)
ইতি তেষেব ব্রহ্মনিষ্ঠানাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভিদধতা। অতো গৃহস্থাশ্রম-তুল্যাঃ ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা অপি দৃশ্যন্ত ইতি তেঽপ্যনুষ্ঠেয়াঃ। "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" (ছান্দো ৫।১০।১) ইতি চ 'অরণ্যে' ইতি তপঃপ্রধানাশ্রমপ্রাপ্ত্যপেক্ষত্বাদ্দেবযানবিধানস্য তত্রাপি তৎ-প্রাপ্তিরঙ্গীকরণীয়া ॥৩।৪।১৯

এবং 'যে সমস্ত যোগী একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন ও সর্বদা ব্রহ্মধ্যানে নিরত, তাহাদের সেই সর্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয়, যাহা জ্ঞানিগণ দর্শন করিয়া থাকেন' এই বাক্যে ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের ফল নির্দেশ করিতেছেন। অতএব সর্বসম্মত গৃহস্থাশ্রমের ন্যায়, শাস্ত্রে ঊর্দ্ধরেতারও যখন আশ্রমসদ্ভাব দৃষ্ট হয়, তখন সে আশ্রম ও মানবগণের অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। বিশেষতঃ 'যে চ ইমে অরণ্যে' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'অরণ্য' শব্দটি থাকায়, সেখানেও তপঃ-প্রধান বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমই পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং 'দেবযান' পথ বিধানের জন্য 'সন্ন্যাসাশ্রম' অনুবাদ স্বীকার করিলেও, অনুবাদ মাত্রই যখন প্রমাণান্তর সাপেক্ষ তখন সে বিষয়েও বিধির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। (সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রম অপ্রামাণিক হইতে পারে না।) ৩।৪।১৯

পরামর্শপক্ষে বিধানপক্ষে চ গৃহস্থাশ্রমতুল্যমেষামপ্যনুষ্ঠেয়ত্ব-মিত্যুপপাদ্য বিধিরেবায়মাশ্রমাণাং সর্বেষাম্, নানুবাদ ইত্যুপপাদ-য়িতুমাহ—

ইতিপূর্বে বিধিপক্ষ ও অনুবাদপক্ষ অবলম্বন করিয়া 'ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমের' সদ্ভাব সমর্থিত হইয়াছে। এখন ঐ আশ্রমের 'বিধিবোধকত্ব' সমর্থন করিতেছেন বর্ত্তমান সূত্রে 'বিধির্বা' ইত্যাদি বাক্যে। (এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ ৩।৪।১৮ সূত্রের খণ্ডন।)

বিধির্বা ধারণবৎ ॥৩।৪।২০

অন্বয়ার্থঃ বিধিঃ—বিধানবোধক; বা—নিশ্চয়ই; ধারণবৎ—কর্মকাণ্ডোক্ত ধারণ-শ্রুতির ন্যায়।

সরলার্থঃ ঊর্দ্ধরেতার আশ্রম সদ্ভাববোধক 'ত্রয়ো স্কন্ধাঃ' বাক্যটি বিধিই বটে, অনুবাদ নহে। কর্মকাণ্ডোক্ত 'অগ্নিহোত্র' প্রকরণে, 'উপরিষ্টাৎ দেবেভ্যঃ ধারয়তি'

এই বাক্যে ধারয়তি শব্দটি (বিধি-প্রত্যয় না থাকায়) অনুবাদের অনুরূপ হইলেও, উহা হইতেও যেমন বিধির কল্পনা করিতে হয়, এখানেও তদ্রূপ বিধি কল্পনা করিতে হইবে। কারণ যে বিষয়ে বিধির (কথা) নাই সে বিষয়ের অনুবাদ (অনু—বিধির পরে, বাদ—কথন) কখনই হইতে পারে না। অতএব, আশ্রমান্তর (সন্ন্যাস আশ্রমের) বিধিই আছে বুঝিতে হইবে।

মূল

বা-শব্দোঽবধারণার্থঃ। বিধিরেবায়মাশ্রমাণাম্; ধারণবৎ—যথাদিষ্টাগ্নিহোত্রে "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি" ইত্যত্রানুবাদ-সরূপাদপি বাক্যাদুপরিধারণস্যাপ্রাপ্ত-ত্বাদ্বিধিরাশ্রীয়তে; তদুক্তং শেষলক্ষণে "বিধিস্তু ধারণেঽপূর্বত্বাৎ" (পূর্বমীমাংসা ৩।৪।১৫) ইতি; তথাঽত্রাপ্যপ্রাপ্তত্বাদ্বিধিরেবাশ্রয়ণীয়ঃ।

"ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ; যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা—যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবালো ৪খ) ইতি জাবালানামাশ্রমাবিধমসন্তমিব

অনুবাদ

সূত্রস্থ 'বা' শব্দটি অবধারণবোধক। কর্মকাণ্ডোক্ত 'ধারণের' ন্যায়, এটিও আশ্রমান্তর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিধি। আদিষ্ট অগ্নিহোত্র যাগে যেমন, 'অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ অনুদ্রবেৎ', 'উপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি' বাক্যে 'উপরি-ধারণ' কথাটি অনুবাদের অনুরূপ হইলেও, বিধি না থাকিলে অনুবাদ হইতে পারে না বলিয়া ঐ 'ধারয়তি' পদে বিধি অর্থাৎ 'ধারয়েৎ' (শব্দটি) কল্পনা করিতে হয়। সেইরূপ আলোচ্য স্থলেও 'সন্ন্যাসাশ্রম' সম্বন্ধে বিধি-প্রত্যয় না থাকিলেও বিধি কল্পনা করিতে হইবে, কারণ, প্রমাণান্তরের দ্বারা সিদ্ধ বা প্রাপ্ত না হইলে অনুবাদ কখনই সম্ভবপর হয় না। মীমাংসার 'শেষ-লক্ষণেও' (ক্রিয়ার অঙ্গ-নির্ণয় লক্ষণেও) এই কথা কথিত আছে—'(উদাহৃত 'ধারণ' ক্রিয়াটি) যখন অন্যত্র প্রাপ্ত নহে, তখন ঐ 'ধারণে' বিধির কল্পনা অবশ্য করিতে হইবে।' ইত্যাদি।

এখানে (সন্ন্যাসাশ্রম বিষয়ে) মনে রাখিতে হইবে যে, 'ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী (গৃহস্থ) হইবে, গৃহের পর বনী (বানপ্রস্থাশ্রমী) হইবে, অথবা গৃহ হইতে বন হইবে—যে দিনই বৈরাগ্যের সঞ্চার হইবে, সেইদিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে', এই জাবাল-শ্রুতিতে যদিও স্পষ্ট কথাতেই সন্ন্যাসের বিধি থাকুক,

কৃত্বৈতেষন্যপরেষপি বাক্যেষাশ্রমপ্রাপ্তিরবশ্যাশ্রয়ণীয়েত্যুপপাদিতম্।

এবমাশ্রমান্তরবিধানাৎ ঋণশ্রুতির্যাবজ্জীবশ্রুতিরপবাদশ্রুতিশ্চাবিরক্তবিষয়া এবেতি বেদিতব্যাঃ; অন্যাশ্চ ব্রহ্মবিদঃ কর্মণাম্ আপ্রয়াণাদবশ্যকর্ত্তব্যতাবিধায়িন্যঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ স্বস্বাশ্রমধর্মবিষয়াঃ। অত ঊর্দ্ধরেতঃসু চ ব্রহ্মবিদ্যাবিধানাৎ বিদ্যাতঃ পুরুষার্থ ইতি সিদ্ধম্। ॥৩।৪।২০

তথাপি তাহা যেন নাই মনে করিয়াই, পূর্বোক্ত অন্যার্থবোধক বাক্যসমূহেও আশ্রমান্তরপ্রাপ্তির (সন্ন্যাসাশ্রমপ্রাপ্তির) অবশ্য-স্বীকার্যতা উপপাদন করা হইল।

এইরূপে সন্ন্যাসাশ্রমের সদ্ভাব প্রমাণিত হওয়ায় বুঝিবে হইবে যে, ঋণবোধক শ্রুতি যাবজ্জীব শ্রুতি এবং অপবাদ শ্রুতিও১ নিশ্চয়ই বৈরাগ্যবিহীন লোকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আরও যে সমস্ত শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রে ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে আমরণকাল কর্মানুষ্ঠানের বিধায়ক আছে, বুঝিতে হইবে যে, সে সমস্তও (বৈরাগ্যহীন) গৃহস্থাদি অন্যান্য আশ্রমীয় লোকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ঊর্দ্ধরেতাদের সম্বন্ধেও ব্রহ্মবিদ্যার বিধান থাকায়, প্রমাণিত হইল যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কর্ম হইতে নহে ॥৩।৪।২০

প্রথম—পুরুষার্থাধিকরণ সমাপ্ত।

২—স্তুতিমাত্রাধিকরণম্* (সূত্র ২১, ২২)

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ; নাপূর্বত্বাৎ ॥৩।৪।২১

অন্বয়ার্থঃ (শ্রুতিতে উদ্গীথকে রসতমরূপে যে নির্দেশ তাহা) স্তুতিমাত্রম্—কেবলমাত্র প্রশংসাত্মক; উপাদানাৎ—যেহেতু (যজ্ঞের অঙ্গরূপে উদ্গীথকে গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে) উপাদান বা নির্দেশ রহিয়াছে; ইতি চেৎ—ইহা যদি শঙ্কা হয়; ন—তাহা হইতে পারে না; অপূর্বত্বাৎ—যেহেতু এইরূপ রসতমত্বাদি গুণ এই প্রথম কথিত হইল, অতএব বিধি, অনুবাদ নহে।

১—ঋণ শ্রুতি—'ব্রাহ্মণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দেবঋণ পিতৃঋণ এবং ঋষিঋণ এই ত্রিবিধ ঋণযুক্ত হইয়া জন্ম ধারণ করে'; যাবজ্জীব শ্রুতি—'জীবনকাল অবধি অগ্নিহোত্র হোম করিবে'; অপবাদ শ্রুতি—'যিনি অগ্নি বিসর্জন করেন, তিনি দেবগণের বীর্যহানি করেন', ইত্যাদি।

* অধিকরণ-তাৎপর্য পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সরলার্থ ঃ "স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ……যদুদ্গীথঃ" ছাঃ-শ্রুতিতে এই 'উদ্গীথটি সমস্ত রসের সারতম সর্বোৎকৃষ্ট'; ঐ বাক্যটি কেবল প্রশংসাসূচক বা স্তুতি-মাত্র নয়, কিন্তু বিধি-বাক্যই। কারণ, এই উদ্গীথ বিষয়ে রসতমত্বাদির যে নির্দেশ তাহা এই শ্রুতিবাক্য হইতেই প্রথম জানা যায়, অতএব এই কথাটি অনুবাদ নহে। অতএব, উদ্গীথাদি বিষয়ে রসতমত্বাদি চিন্তাই বিধেয়।

মূল

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে — "স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ" (ছান্দোঃ ১।১।৩) ইত্যেবং জাতীয়কানি বাক্যানি ক্রত্ববয়বভূতোদ্গীথাদি-স্তুতিমাত্রপরাণি, আহোস্বিৎ উদ্গীথাদিষু রসতমাদিদৃষ্টিবিধানার্থানীতি। অত্র প্রতিপাদিতমুপাসন-পরত্বমঙ্গীকৃত্য উপাসনস্য পুরুষার্থত্বেন ক্রতুষূপাদানানিয়ম উক্তঃ। কিং যুক্তম্? স্তুতিমাত্রপরাণীতি। কুতঃ? উদ্গীথাদ্যুপাদানাৎ। ক্রত্বঙ্গভূতানি উদ্গীথাদীন্যুপাদায় তেষাং রসতমাদিত্বং প্রতিপাদিতম্;

অনুবাদ

এখানে বিচার্য বিষয় হইতেছে যে—"সেই ইহাই হইতেছে সমস্ত রসের সারভূত সর্বোৎকৃষ্ট অষ্টম রস, যাহা 'উদ্গীথ' নামেই পরিচিত", এবম্বিধ শ্রুতি-বাক্যগুলি কি ক্রতুর অবয়বরূপী উদ্গীথাদির প্রশংসাবাক্য, অথবা উদ্গীথ প্রভৃতিতে রসতমত্বাদি প্রকৃত দৃষ্টি বিধায়ক? পূর্বেই যখন বলা হইয়াছে, উপাসনাই স্বতন্ত্রভাবে পুরুষার্থসাধক, যজ্ঞেতে উপাসনার অনুষ্ঠানের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নাই, অতএব, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? (পূর্বপক্ষ বলিতেছেন)—স্তুতিপক্ষই; যেহেতু উদ্গীথাদির উল্লেখ রহিয়াছে।

---

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—উদ্গীথাদি সম্বন্ধে রসতমত্বাদি প্রতিপাদক শ্রুতি। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত বাক্য কি উদ্গীথাদির প্রশস্তি-বোধক কেবল স্তুতিমাত্র? অথবা উদ্গীথ প্রভৃতিতে রসতমত্বাদি দৃষ্টির বিধায়ক? (৩) পূর্বপক্ষ—রসতমত্বাদি বোধক বাক্যেও যখন ক্রিয়ার অঙ্গরূপে উদ্গীথাদির উল্লেখ রহিয়াছে, তখন এই উদ্গীথাদির স্তুতিপরত্বই ন্যায়সঙ্গত, (৪) উত্তর—না, ইহার পূর্বে অন্যত্র কোথাও যখন রসতমত্বাদির বিধান দেখা যায় না, অথচ বিধি না থাকিলেও যখন স্তুতিকরণ সম্ভবপর হয় না, তখন এ সমস্ত বাক্য বিধিপরই বটে, কিন্তু স্তুতিপর নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব, উদ্গীথ প্রভৃতিতে রসতমত্বাদি জ্ঞানে উপাসনা করাই যুক্তিযুক্ত।

যথা জুহ্বাদীনাং পৃথিব্যাদিত্বং প্রতিপাদয়তো বচনস্য "ইয়মেব জুহূঃ স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ" ইত্যাদিকস্য তৎস্তুতিমাত্রপরত্বম্, তথেহাপি। তদিদমাশঙ্কতে—স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ—ইতি। উদ্গীথাদ্যুপাদানাৎ তৎস্তুতিমাত্রমেবৈষাং বাক্যানাং বিবক্ষিতমিতি চেৎ, অত্রোত্তরম্—

[সিদ্ধান্তঃ]

নাপূর্বত্বাৎ—ইতি। ন স্তুতিমাত্রত্বমুপপদ্যতে; কুতঃ? অপূর্বত্বাৎ—অপ্রাপ্তত্বাৎ। ন হি উদ্গীথাদয়ো রসতমাদিতয়া প্রমাণান্তরেণ প্রতিপন্নাঃ; যেন তৎ-প্রাশস্ত্যবুদ্ধ্যুৎপত্ত্যর্থং রসতমাদিত্বেনানুদ্যেরন্। ন চ উদ্গীথাদিবিধিরত্র সান্নিহিতঃ; যেন "ইয়মেব জুহূঃ স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ" ইত্যাদিবৎ তদেকবাক্যত্বেন যয়া কয়াচন বিধয়া তৎস্তুতিপরত্বমাশ্রীয়েত। অতঃ ক্রতুবীর্যবত্তরত্বাদিফলসিদ্ধ্যর্থমুদ্গীথাদিষু রসতমাদিদৃষ্টিবিধানমেব ন্যায্যম্ ॥৩।৪।২১

অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞাঙ্গ জুহূ প্রভৃতি পদার্থে পৃথিব্যাদি ভাব প্রতিপাদক "ঐ পৃথিবীই জুহূ, স্বর্গলোক আহবনীয় (হোমাধার)", ইত্যাদি বচন যেমন জুহূ প্রভৃতির বোধক, সেইরূপ এখানেও যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বন করিয়া সেই উদ্গীথাদি সম্বন্ধেই আবার রসতমত্বাদি ভাব প্রতিপাদিত হইতেছে। সূত্রের 'স্তুতিমাত্রম্, উপাদানাদিতি চেৎ', এই অংশে উক্ত আশঙ্কাই প্রকটিত করা হইয়াছে।

(সিদ্ধান্তপক্ষ)—উদ্গীথাদির উল্লেখ থাকায় শ্রুতিগত উক্ত রসতমাদি বাক্যগুলিকে যদি তাহারই স্তুতিবোধক বলিতে ইচ্ছা করেন, তবে তার উত্তরে বলিব যে, 'ন, অপূর্বত্বাৎ'—না, ঐ বাক্যের স্তুতিপরত্ব সঙ্গত হয় না; অপূর্ব বা প্রমাণান্তরে অপ্রাপ্তিই ইহার কারণ, যেহেতু অপর কোন প্রমাণ দ্বারাই উদ্গীথাদিগুলি রসতমাদিরূপে পূর্বে প্রমাণিত হয় নাই, যাহার জন্য কেবল প্রশংসাবাক্য বলিয়া উদ্গীথাদিকে রসতমাদিরূপে 'অনুবাদ' বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আর, উদ্গীথাদিবিষয়ক বিধিও সন্নিহিত নহে যে, "ইয়মেব জুহূঃ, স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ" ইত্যাদির ন্যায় ঐ বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া বিধির সমানার্থবোধক করিয়া যে কোন রকমে সেই বিধির স্তুতিবাচক করা যাইতে পারে। অতএব ক্রতুর বীর্যবত্তরত্বাদি ফল সাধনের জন্য উদ্গীথাদি বিষয়ে রসতমাদি দৃষ্টিবিধানই ন্যায়সঙ্গত, কেবল স্তুতিমাত্র পরত্ব নহে ॥৩।৪।২১

ভাবশব্দাচ্চ ॥৩।৪।২২

অন্বয়ার্থ ঃ ভাবশব্দাৎ চ—"উদ্‌গীথকে উপাসনা করিতে হইবে" এইরূপ স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য হইতেও (উদ্‌গীথের রসতমত্বাদি গুণ স্বীকার্য)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

"উপাসীত" (ছান্দো ১।১।১) ইত্যাদি-ভাবশব্দাচ্চ বিধিপরত্বমেব ন্যায্যম্। বিধি-প্রত্যয়যুক্তো হি ক্রিয়াশব্দো বিধেয়মেব স্বার্থমবগময়তি। তস্মাদুপাসনবিধানার্থা এতাঃ শ্রুতয়ঃ ॥৩।৪।২২

অনুবাদ

বিশেষতঃ, উপাসনা করিবে (উপাসীত) ইত্যাদি শব্দ থাকায়ও ঐ সমস্ত শ্রুতির বিধিপরত্ব হওয়া উচিত; কারণ, (লিঙ্ প্রভৃতি) বিধিপ্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবোধক শব্দে বিধেয় বা অনুষ্ঠেয় বিষয়টিকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। অতএব উপাসনার বিধান করাই পূর্বোক্ত শ্রুতিসমূহের অর্থ, (কিন্তু স্তুতিপ্রকাশক নহে) ॥৩।৪।২২

দ্বিতীয়—স্তুতিমাত্র-অধিকরণ সমাপ্ত।

৩—পারিপ্লবার্থাধিকরণম্ (সূত্র ২৩, ২৪)

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন, বিশেষিতত্বাৎ ॥৩।৪।২৩

অন্বয়ার্থঃ পারিপ্লবার্থা—পরিপ্লবরূপে কথিত; ইতি চেৎ—ইহা যদি বল; ন—না, তাহা হইতে পারে না; বিশেষিতত্বাৎ—যেহেতু বিশেষরূপে নির্দেশ আছে।

সরলার্থ ঃ কোন্ উপাখ্যানগুলি কোন্ সময় বলিতে হইবে, প্রত্যেক যজ্ঞ সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ নির্দেশ আছে। সুতরাং তদ্ভিন্ন উপনিষদের অন্যান্য উপাখ্যানগুলি যজ্ঞের সময় বলিতে হইবে এইরূপ কোন বিশেষ নির্দেশ না থাকায় সেগুলি তত্তৎ বিদ্যার প্রশংসাসূচক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মূল

"প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম"

অনুবাদ

"প্রতর্দন নামক দৈবোদাসি (দিবোদাসের পুত্র) ইন্দ্রের প্রিয় ভবনে

(কৌষী ৩।১) "শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস" (ছান্দো ৬।১।১) ইত্যেবমাদীনি বেদান্তেষ্বাখ্যানানি কিং পারিপ্লবপ্রয়োগার্থানি, উত বিদ্যাবিশেষ-প্রতিপাদনার্থানীতি চিন্তায়াম্—"আখ্যানানি শংসন্তি" ইত্যাখ্যা-নানাং পারিপ্লবে বিনিয়োগাৎ ন বিদ্যাপ্রধানত্বং ন্যায্যমিতি চেৎ—

[সিদ্ধান্তঃ]

ন সর্বাণ্যাখ্যানানি পারিপ্লবপ্রয়োগে বিনিয়োগমর্হন্তি; কুতঃ? বিশেষিতত্বাদ্বিনিয়োগস্য। "আখ্যানানি শংসন্তি" ইত্যুক্ত্বা তত্রৈব "মনুর্বৈবস্বতো রাজা" ইত্যাদিনা মন্বাদীনামাখ্যানানি বিশেষ্যন্তে; অতস্তেষামেব তত্র বিনিয়োগ ইতি গম্যতে। তস্মান্ন সর্বা বেদান্তেষ্বাখ্যানশ্রুতয়ঃ পারিপ্লবপ্রয়োগার্থাঃ; অপি তু বিদ্যা-বিধ্যর্থাঃ ॥৩।৪।২৩

গমন করিয়াছিলেন", "শ্বেতকেতু নামক আরুণের (অরুণের পুত্র) ছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত আখ্যায়িকাগুলি কি 'পারিপ্লব'রূপে১ প্রয়োগের জন্য পঠিত হইয়াছে, অথবা বিশেষ বিশেষ বিদ্যা-রহস্য প্রকাশনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে? এইরূপ চিন্তার তাৎপর্য স্থাপনে বা সংশয় নিরসনে বর্ত্তমান সূত্রটি বলা হইতেছে—

(সিদ্ধান্ত)— 'আখ্যায়িকাসমূহ পাঠ করিবে', এই শ্রুতিতে আখ্যায়িকা-সমূহের পারিপ্লবে বিনিয়োগ দেখিয়া যদি মনে করা যায় যে, ঐ সমস্ত আখ্যায়ি-কার বিদ্যা-প্রকাশনে তাৎপর্য কল্পনা ন্যায়সঙ্গত হয় না, তদুত্তরে বলা হইতেছে —না, সমস্ত আখ্যানই যে পারিপ্লবরূপে বিনিয়োগের উপযোগী তাহা নহে, যেহেতু উহার বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থাই রহিয়াছে। 'আখ্যায়িকাসমূহ পাঠ করিবে', এই কথা বলিয়া সেই প্রকরণেই আবার 'সূর্যবংশে মনু নামে রাজা' ইত্যাদি বাক্যে মনু প্রভৃতির আখ্যায়িকাকেই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সেখানে ঐ সমস্ত আখ্যায়িকারই বিনিয়োগ বা প্রয়োগ, অন্যের প্রয়োগ নহে। অতএব, সমস্ত বেদান্তগত আখ্যান-শ্রুতিসমূহ পারিপ্লব-প্রয়োগের অঙ্গ নহে, পরন্তু বিদ্যারই রহস্য প্রকাশক ॥৩।৪।২৩

---

* পারিপ্লব—এই শব্দটি কর্মকাণ্ডের একটি পারিভাষিক শব্দ। অশ্বমেধ যজ্ঞে পুত্র পরিজন সহিত রাজাকে গল্প শুনাইবার বিধান আছে। এই গল্পগুলিকে (আখ্যা-য়িকাগুলিকে) 'পারিপ্লব' বলে।

তথা চৈকবাক্যোপবন্ধাৎ ॥৩।৪।২৪

অন্বয়ার্থঃ তথা চ—সেইরূপও ; একবাক্যোপবন্ধাৎ—বিদ্যার উদ্দেশ্যের সহিত আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য এক বলিয়াও (এই আখ্যায়িকাগুলি বিদ্যার প্রশংসাসূচক)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃহদাঃ ৪।৫।৬) ইত্যাদিবিধিনৈক-বাক্যতয়োপবন্ধাচ্চ আখ্যানানাং বিদ্যাবিধ্যর্থান্যেব তানীতি গম্যতে ; যথা "সোঽরোদীৎ" (যজু ১।৫।১) ইত্যেবমাদেঃ কর্মবিধ্যর্থত্বম্, ন পারিপ্লবার্থত্বম্ ॥৩।৪।২৪

অনুবাদ

'আত্মাকে দর্শন কর্ত্তব্য' ইত্যাদি বাক্যের সহিত একবাক্যতারূপে সহ-কথিত হওয়ায় বুঝাইতেছে যে, 'সোঽরোদীৎ' (সেই অগ্নি রোদন করিয়াছিলেন) ইত্যাদি আখ্যায়িকাগুলির যেরূপ কর্মবিধির প্রশংসা করাই মুখ্য অর্থ (প্রয়োজন) কিন্তু পারিপ্লবে বিনিয়োগকরণ অর্থ নহে, সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ড বেদান্তের আখ্যায়িকাগুলিও বিদ্যাবিধির প্রশংসার জন্যই বিহিত, কিন্তু পারিপ্লবার্থে নহে ॥৩।৪।২৪

তৃতীয়—পারিপ্লবার্থ-অধিকরণ সমাপ্ত।

৪—অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণম্* (সূত্র ২৫)

অত এব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥৩।৪।২৫

অন্বয়ার্থঃ অতএব চ — (সন্ন্যাস-আশ্রমে যজ্ঞাঙ্গরূপ কেবল বিদ্যার উপদেশ আছে) অতএবও ; অগ্নীন্ধনাদি অনপেক্ষা — অগ্নিস্থাপনপূর্বক অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদির অপেক্ষা নাই।

সরলার্থঃ সন্ন্যাস-আশ্রমে যজ্ঞাঙ্গরূপে কেবল বিদ্যার উপদেশ আছে। অতএব অগ্নিস্থাপনপূর্বক অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদির অপেক্ষা নাই। যজ্ঞাদি কর্ম না করিয়াও তাহার অঙ্গরূপে যে বিদ্যার উপদেশ আছে তাহারা সেই বিদ্যারই অধিকারী।

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—উর্দ্ধরেতার সম্বন্ধীয় যজ্ঞাদিরূপ অঙ্গবিশিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা, (২) সংশয়—উর্দ্ধরেতার যজ্ঞাদি-অঙ্গবিশিষ্ট বিদ্যায় অধিকার আছে কি নাই ? (৩) পূর্বপক্ষ—উর্দ্ধ-

মূল

স্তুতিপ্রসঙ্গাদ্ অবান্তরসঙ্গতি-বিশেষেণার্থদ্বয়ং চিন্তিতম্। বিদ্যাবন্ত ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমিণঃ সম্ভাব্যত্যুক্তম্ — "ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।১৭) ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈঃ। ইদানীমূর্দ্ধরেতসো যজ্ঞাদ্যভাবাৎ তদঙ্গিকা বিদ্যা ন সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা—ইতি।

যত ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমিণো বিদ্যাসম্বন্ধিত্বেন শ্রুত্যা পরিগৃহ্যন্তে—"ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" (ছান্দো ২।২৩।১) "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" (ছান্দো ৫।১০।১) "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" (বৃহদা ৪।৪।২২) "যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি"

অনুবাদ

স্তুতি বা অর্থবাদ বিচারের প্রসঙ্গে, আবশ্যক বোধে, দুইটি বিষয় বিচারিত হইয়াছে। আর 'ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি' (৩।৪।১৭ সূত্র) ইত্যাদি সূত্রে, জ্ঞানী সন্ন্যাসীদেরও আশ্রম-সম্ভাব সমর্থিত হইয়াছে; এখন পুনরায় আশঙ্কা হইতেছে যে, ঊর্দ্ধরেতাদিগের যখন যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তখন যজ্ঞাঙ্গ বিদ্যাতেও তাহাদের অধিকার সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বর্ত্তমান সূত্র কথিত হইতেছে—'অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা' ইত্যাদি।

যেহেতু, 'ব্রহ্ম-সংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন', 'এই যাহারা অরণ্য মধ্যে শ্রদ্ধাকে তপোজ্ঞানে উপাসনা করেন', 'সন্ন্যাসিগণ এই আত্মজ্ঞান লাভের আশায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, যাহার জন্য ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমীগণও (সন্ন্যাসিগণও) বিদ্যাধিকারীরূপে

রেতার যখন যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অধিকার নাই, তখন যজ্ঞাদি অঙ্গবিশিষ্ট বিদ্যাতেও তাহার অধিকার থাকিতে পারে না, (৪) উত্তর—যেহেতু ঊর্দ্ধরেতাও আশ্রমী এবং তাহার সম্বন্ধেও বিদ্যানুশীলন বিহিত আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, কেবল সেই আশ্রমানুযায়ী বিদ্যার ও ধর্মের অনুষ্ঠানে তাহারও অধিকার আছে। তদতিরিক্ত অগ্নি-আধানপূর্বক যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম কেবল তাহাতেই তাহার অধিকার নাই, সুতরাং বিদ্যায় তাহার অধিকার আছে, (৫) নির্ণয়—অতএব ঊর্দ্ধরেতা অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী না হইলেও স্বীয় আশ্রমানুযায়ী কর্মে নিশ্চয়ই অধিকারী, অতএব তাদৃশ কর্মরূপ অঙ্গরূপী বিদ্যাতেও তাহার অধিকার আছে।

(কঠঃ ১।২।১৫) ইত্যাদিকয়া ; অতএবোর্দ্ধরেতঃসু বিদ্যা অগ্নীন্ধনাদ্যন-পেক্ষা। অগ্নীন্ধনম্—অগ্ন্যাধানম্ ; আধানপূর্বকাগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদি-কর্মানপেক্ষা তেষু বিদ্যা ; কেবলস্বাশ্রমবিহিত-কর্মাপেক্ষেত্যর্থঃ।

॥৩।৪।২৫

পরিগৃহীত হইয়াছেন, সেই হেতু ঊর্দ্ধরেতাদিগের বিদ্যানুশীলনে আর অগ্নীন্ধ-নাদিতে অপেক্ষা থাকে না ; অগ্নীন্ধন মানে—অগ্নির আধান অর্থাৎ গ্রহণ ; (গৃহস্থের যেরূপ অগ্নি গ্রহণ করিতে হয়) বিদ্যানুশীলনে তাহাদের সেরূপ আধানপূর্বক অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাসাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় না ; কেবল স্বীয় আশ্রমোক্ত কর্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় মাত্র ॥৩।৪।২৫

চতুর্থ—অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

৫—সর্বাপেক্ষাধিকরণম্* (সূত্র ২৬)

সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥৩।৪।২৬

অন্বয়ার্থঃ সর্বাপেক্ষা চ—(গৃহস্থগণের পক্ষে) যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মের আবশ্যকতাও ; যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ — যেহেতু শ্রুতিতে বিদ্যা অনুশীলনের সহিত যজ্ঞাদিরও উল্লেখ আছে ; অশ্ববৎ—যেরূপ অশ্বচালনায় করা কর্ত্তব্য।

সরলার্থঃ গৃহস্থাশ্রমীদের পক্ষে বিদ্যাসিদ্ধির জন্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াময় যজ্ঞের অপেক্ষা আছে, কারণ শ্রুতিতে এই যজ্ঞাদিকেও বিদ্যার অঙ্গরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে হইলে তদুপযোগী অশ্বের সাজসরঞ্জাম লাগাইতে হয়, এ স্থলেও সেইরূপ বিদ্যাসাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে তৎসহ অগ্নিহোত্রাদি কর্মের আবশ্যতা আছে।

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—বিদ্যানুরক্ত গৃহস্থের কর্মানুষ্ঠান। (২ সংশয়—বিদ্যানুরাগী গৃহস্থের পক্ষেও মুক্তি লাভের জন্য যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান আবশ্যক কিনা? (৩) পূর্বপক্ষ—ঊর্দ্ধরেতার যখন বিদ্যানুশীলনে ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই, তখন গৃহস্থেরও বিদ্যানুশীলনে কর্মের অপেক্ষা না থাকাই উচিত। (৪) উত্তর—না, একথা সত্য নহে, অশ্ব আরোহণ করিতে হইলে আরোহীর যেরূপ অশ্বের উপযোগী বল্গা প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহের আবশ্যক হয়, তদ্রূপ গৃহস্থের পক্ষেও স্বীয় আশ্রমোক্ত কর্মাদি অনুষ্ঠানের আবশ্যক আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব, গৃহস্থের পক্ষে বিদ্যানুশীলন কালেও কর্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক।

মূল

যদি বিদ্যা যজ্ঞাদ্যনপেক্ষৈবামৃতত্বং সাধয়তি, তর্হি গৃহস্থেষ্বপি তদনপেক্ষৈব সাধয়িতুমর্হতি, যজ্ঞাদি তিরপি "বিবিদিষন্তি" (বৃহদাঃ ৪।৪।২২) ইতি শব্দাৎ কর্মণো বেদনাঙ্গতাং ন প্রতিপাদয়তীতি; অত আহ—

[সিদ্ধান্তঃ]

সর্বাপেক্ষা ইতি। আগ্নিহোত্রাদি-সর্বকর্মাপেক্ষৈব বিদ্যা কর্মবৎসু গৃহস্থেষু; কুতঃ? যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" (বৃহদা ৪।৪।২২) ইত্যাদিনা যজ্ঞাদয়ো হি বিদ্যাঙ্গত্বেন শ্রূয়ন্তে। যজ্ঞাদিনা বিবিদিষন্তি বেদিতুমিচ্ছন্তি, যজ্ঞাদিভির্বেদনং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। যজ্ঞাদীনাং জ্ঞানসাধনত্বে সত্যেব যজ্ঞাদিভির্জ্ঞানং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তীতি ব্যপদেশ উপপদ্যতে; যথা অসেচনন-সাধনত্বে সতি অসিনা জিঘাংসতীতি ব্যপদেশঃ। অতো যজ্ঞাদীনাং জ্ঞানসাধনত্বমবগম্যতে।

অনুবাদ

বিদ্যা যদি যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে তো গৃহস্থের সম্বন্ধেও কর্ম-নিরপেক্ষভাবেই মুক্তি সাধন সম্ভব হইতে পারে। এবং যজ্ঞাদিবোধক শ্রুতিও যে 'বিবিদিষন্তি' শব্দের অনুরোধে কর্মের বিদ্যাঙ্গত্ব বা বেদনাঙ্গত্ব প্রতিপাদন করিবে, তাহাও প্রতিপন্ন হইবে না। এই আশঙ্কা দূরীকরণে বলিতেছেন—'সর্বাপেক্ষা' ইত্যাদি সূত্র।

কর্মাধিকারী গৃহস্থগণের পক্ষে বিদ্যা নিশ্চয়ই অগ্নিহোত্রাদি কর্মসাপেক্ষ; যজ্ঞাদি বিষয়ক শ্রুতিই তাহার কারণ। 'ব্রাহ্মণগণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাসক্তির দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানকে বিদ্যারই অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ শ্রুতির অর্থ এই যে, যজ্ঞ প্রভৃতি উপায়ে জানিতে ইচ্ছা করিবেন, অর্থাৎ যজ্ঞাদির সাহায্যে বেদন (উপাসনাত্মক জ্ঞান) লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন। যজ্ঞাদি ক্রিয়া যদি সত্যসত্যই জ্ঞানের সাধন হয় তাহা হইলেই 'যজ্ঞাদি দ্বারা বেদন লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন', এইরূপ উপদেশ করা উপপন্ন হইতে পারে। যেমন, খড়্গ যদি হত্যা কার্যের সাধন হয়, তাহা হইলে 'খড়্গ দ্বারা হিংসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে' বলা সঙ্গত হয়, ইহাও তদ্রূপ। অতএব, এইরূপ উপদেশ হইতে যজ্ঞাদির জ্ঞানসাধনতা প্রমাণিত হইতেছে।

জ্ঞানং চ বাক্যার্থজ্ঞানাদর্থান্তরভূতং ধ্যানোপাসনাদি—শব্দ-বাচ্যং বিশদতম-প্রত্যক্ষতাপন্ন-স্মৃতিরূপং নিরতিশয়প্রিয়ম্ অহরহ-রভ্যাসাধেয়াতিশয়ম্ আ-প্রয়াণাদনুবর্ত্তমানং মোক্ষসাধনমিত্যুক্তম-স্মাভিঃ পূর্বমেব ; বক্ষ্যতি চ "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১) ইত্যাদিনা। এবংরূপং চ ধ্যানমহরহরনুষ্ঠীয়মানৈর্নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্মভিঃ পরমপুরুষারাধনরূপৈঃ পরমপুরুষপ্রসাদদ্বারেণ জায়তে, ইতি যজ্ঞাদিনা বিবিদিষন্তীতি শাস্ত্রেণ প্রতিপাদ্যতে।

অতঃ কর্মবৎসু গৃহস্থেষু যজ্ঞাদিনিত্য-নৈমিত্তিক-সর্বকর্মাপেক্ষা বিদ্যা। অশ্ববৎ—যথা গমনসাধনভূতোঽশ্বঃ স্বপরিকর-বন্ধপরিকর্মা-পেক্ষঃ ; এবং মোক্ষসাধনভূতাঽপি বিদ্যা নিত্যনৈমিত্তিক-কর্মপরি-করাপেক্ষা। তদিদমাহ স্বয়মেব ভগবান্—

"যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥" (গীঃ ১৮।৫)

আর জ্ঞান যে বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে পৃথক্ পদার্থ এবং ধ্যান-উপাসনাদি শব্দবাচ্য, সর্বাধিক প্রিয় ও সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবাপন্ন স্মৃতিস্বরূপ, এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিরন্তরভাবে অহরহঃ অভ্যাসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াই যে মোক্ষসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, সে কথা প্রথম সূত্রেই (৩।৪।১) উক্ত হইয়াছে। পরেও 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' (সূত্র ৪।১।১) ইত্যাদি সূত্রে বলা হইবে। পরম পুরুষার্থ মোক্ষসিদ্ধির উপায়ভূত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের নিরন্তর অনুষ্ঠানের দ্বারা পরম পুরুষ পুরুষোত্তমের অনুগ্রহেই যে তাদৃশ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই 'বিবিদিষন্তি' শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কর্মী গৃহস্থগণের বিদ্যা নিশ্চয়ই যজ্ঞাদি সর্বকর্ম-সাপেক্ষ ; অশ্ব ইহার দৃষ্টান্তস্থল, অর্থাৎ অশ্ব যেমন লোকের গমনসাধন হইয়াও নিজে গমনোপযোগী অন্যান্য কর্মের অপেক্ষা করে, সেইরূপ মোক্ষসাধনভূত বিদ্যাও নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মরূপ পরিকরের সহায়তা অপেক্ষা করে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—'যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কর্ম কখনও পরিত্যাজ্য নহে ; পরন্তু অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কার্য মনীষিগণের পবিত্রতার সাধন।' 'সমস্ত ভূতবর্গ

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥" (গীঃ ১৮।৪৬)
ইতি ॥৩।৪।২৬

যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত, মানব স্বীয় আশ্রমোচিত কর্ম দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।' ইত্যাদি ॥৩।৪।২৬

পঞ্চম—সর্বাপেক্ষাধিকরণ সমাপ্ত।

৬—শমদমাদ্যধিকরণম্* (সূত্র ২৭)

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ, তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥৩।৪।২৭

অন্বয়ার্থঃ তথাপি তু — গৃহস্থাশ্রমী বহিরিন্দ্রিয় ব্যাপারে নিরত থাকিলেও; শমদমাদি-উপেতঃ স্যাৎ—শম দম প্রভৃতি সাধনসম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য; তদ্ বিধেঃ তদ্ অঙ্গতয়া—যেহেতু এই বিধেয় বিদ্যার অঙ্গরূপে; তেষাম্ অপি—এই শমদমাদিও; অবশ্য অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ—অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

সরলার্থঃ গৃহস্থকে যদিও একাগ্রতানাশক বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারে নিরত থাকিতে হয়, তথাপি তাহাকে শম (মনঃসংযম) দম (বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম) প্রভৃতির সাধনা করিতে হইবে। কারণ, বিদ্যার অঙ্গরূপে এই শমদমাদির সাধনও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় বিদ্যাঙ্গ শমদমাদি নিয়মের প্রতিপালন। (২) সংশয়—গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনের প্রয়োজন আছে কিনা? (৩) পূর্বপক্ষ—শমদমাদি নিয়মগুলি যখন কিছু কিছু কর্মানুষ্ঠানের বিরোধী, তখন শমদমাদি প্রতিপালন করা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব হয় না। (৪) উত্তর—না, গৃহস্থেরও শমদমাদি সাধন করিতে হইবে। শমদমাদিও গৃহস্থাশ্রমোক্ত ক্রিয়াবিধির অঙ্গ। (৫) নির্ণয়—অতএব, কর্মানুষ্ঠানে নিরত গৃহস্থও শমদমাদি সাধনে বিভূষিত হইবে।

মূল

গৃহস্থস্য শমদমাদীন্যপি অনুষ্ঠেয়ানি, উত ন; ইতি চিন্তায়াম্—

অনুবাদ

গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনেরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না?

আন্তর-বাহ্যকরণ-ব্যাপাররূপত্বাৎ কর্মানুষ্ঠানস্য, শমদমাদীনাং তদ্বিপরীতরূপত্বাচ্চাননুষ্ঠেয়ানি ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ]

যদ্যপি গৃহস্থঃ করণব্যাপাররূপ-কর্মসু প্রবৃত্তঃ ; তথাপি স বিদ্বান্ শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ ; কুতঃ ? তদঙ্গতয়া তদ্বিধেঃ—বিদ্যাঙ্গতয়া তেষাং বিধেঃ "তস্মাদেবংবিৎ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" (বৃহদাঃ ৪।৪।২৩) ইতি। বিদ্যোৎপত্তেশ্চিত্ত-সমাধানরূপত্বেন দৃষ্টপরিকরত্বাৎ শমাদীনাম্, বিদ্যানিবৃত্তয়ে তেষাং শমাদীনামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাচ্চ—তান্যপ্যনুষ্ঠেয়ানি। ন চ করণব্যাপার-তদ্বিপর্যয়রূপত্বেন কর্মণাং শমদমাদীনাং চ পরস্পরবিরোধঃ, ভিন্ন-বিষয়ত্বাৎ—বিহিতেষু করণব্যাপারঃ, অবিহিতেষু প্রয়োজনশূন্যেষু চ

এই সংশয়স্থলে বলা হইতেছে যে, কর্মানুষ্ঠান যখন বাহ্য ও আভ্যন্তর করণ-ব্যাপারাত্মক, আর শমদমাদি শাসনগুলি যখন ঠিক তাহার বিপরীত, অর্থাৎ অব্যাপারাত্মক, তখন গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধন সম্ভবপর হয় না। এইরূপ অভিমতের সম্ভাবনায় কথিত হইতেছে বর্ত্তমান সূত্র—'শমদমাদি' ইত্যাদি বাক্য।

গৃহস্থ যদিও সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারাত্মক কর্মে নিযুক্ত থাকুক, তথাপি জ্ঞানানুরাগী গৃহস্থ অবশ্যই শমদমাদিসম্পন্ন হইবে, যেহেতু বিদ্যার অঙ্গরূপে অর্থাৎ জ্ঞানের সহায়করূপেই শমদমাদির বিধান হইয়াছে। যথা, 'অতএব এবম্বিধ জ্ঞানী পুরুষ শান্ত (মনঃসংযমরূপ শমগুণান্বিত), দান্ত (বহিরিন্দ্রিয়ের সংজ্ঞারূপ দমগুণান্বিত), উপরত (বিষয়ে নিবৃত্তচিত্ত), তিতিক্ষু (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু) এবং সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া আপনাতে আপনাকে (আত্মস্বরূপ) দর্শন করিবে'। জ্ঞানোৎপত্তি হেতু চিত্ত-সমাধানাত্মক এবং জ্ঞানসাধনে প্রত্যক্ষ-ভাবেও শম প্রভৃতি গুণের উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই হেতু এবং বিদ্যার সমুৎপাদনার্থ শমদমাদি গুণের আবশ্যকতা থাকাতেও এই সকল গুণের অনুষ্ঠানে চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। কর্ম ও শমদমাদি সাধন উভয়ের বিষয় যখন এক নহে—ভিন্ন ভিন্ন, তখন কেবল করণ-ব্যাপার ও তদ্বৈপরীত্য নিবন্ধন কর্ম ও শমদমাদি সাধনের মধ্যে পরস্পর কোনরূপ বিরোধ নাই। বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতেছে কর্মানুষ্ঠান। পক্ষান্তরে নিষিদ্ধ বা নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে নিবৃত্তি হইতেছে উপশম। ইন্দ্রিয়ব্যাপারাত্মক কর্মানুষ্ঠানে

তদুপশম ইতি। ন চ করণব্যাপাররূপ-কর্মসু বর্ত্তমানস্য বাসনাবশাৎ শমাদীনামুপাদেয়ত্বাসম্ভবঃ, বিহিতানাং কর্মণাং পরমপুরুষারাধনতয়া তৎপ্রসাদদ্বারেণ নিখিলবিপরীতবাসনোচ্ছেদহেতুত্বাৎ। অতো গৃহস্থস্য শমদমাদয়োঽপ্যনুষ্ঠেয়াঃ ॥৩।৪।২৭

নিরত ব্যক্তির বা গৃহস্থের জন্মান্তরীণ শুভ সংস্কারবশতঃ শমদমাদির সাধন যে অসম্ভব তাহাও নহে। কারণ শাস্ত্রবিহিত কর্মমাত্রই যখন পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক, তখন ভগবৎ-প্রসন্নতার ফলে যাবতীয় বিপর্যয়-বুদ্ধিই বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই জন্যই গৃহস্থের শমদমাদি-সাধন গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ॥৩।৪।২৭

ষষ্ঠ—শমদমাদি-অধিকরণ সমাপ্ত।

৭—সর্বান্নানুমত্যধিকরণম্* (সূত্র ২৮—৩১)

সর্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।২৮

অন্বয়ার্থঃ প্রাণাত্যয়ে—প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইলে; সর্বান্ন-অনুমতিঃ চ—সর্বপ্রকার অন্ন ভক্ষণের অনুমতিও; তদ্দর্শনাৎ—যেহেতু এইরূপ দেখা যায়।

সরলার্থঃ ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।১০।৩) একটি উপাখ্যানে আছে যে, দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণরক্ষার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানী চাক্রায়ণ ঋষি মাহুতের উচ্ছিষ্ট মাষকলাই ভক্ষণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্ত হইয়া প্রাণরক্ষার পর তিনি আর মাহুতের উচ্ছিষ্ট জল পান করেন নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে অন্নপানাদি বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অবশ্য পালনীয় হইলেও প্রাণরক্ষার জন্য এই বিধিনিষেধ অতিক্রম করা যায়।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য**—

(১) বিষয়—'ন হ বা' ইত্যাদি সর্বান্ন-অনুমতি বিষয়ক শ্রুতি। (২) সংশয়—এই সর্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি কি সর্ব সময়ের জন্য, অথবা আপৎকালের জন্য—যে সময়ে প্রাণবিয়োগের উপক্রম হয় কেবল সেই সময়ের জন্য? (৩) পূর্বপক্ষ—এখানে যখন সময়বিশেষের বিশেষ উল্লেখ নাই, তখন ইহা সর্বসময়ের জন্যই বটে। (৪) উত্তর—না, সর্বসময়ের জন্য নহে, পরন্তু যখন প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয় কেবল সেই সময়ের জন্যই। (৫) নির্ণয়—অতএব, প্রাণোপাসকের পক্ষেও যথেচ্ছ অন্ন ভক্ষণ করিতে নাই।

মূল

বাজিনাং ছন্দোগানাং চ প্রাণবিদ্যায়াং "ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি, নানন্নং পরিগৃহীতং ভবতি" (ছান্দো ৬।১।১৪), "ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" (ছান্দোঃ ৫।২।১) ইতি প্রাণবিদঃ সর্বান্নানুমতিঃ সঙ্কীর্ত্ত্যতে। কিমিয়ং প্রাণবিদ্যানিষ্ঠস্য সর্বান্নানুমতিঃ সর্বদা ? উত প্রাণাত্যয়াপত্তৌ ? ইতি বিশয়ে, বিশেষানুপাদানাৎ সর্বদা,—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ]

'প্রাণাত্যয়ে' ইতি। চ-শব্দোঽবধারণে ; প্রাণাত্যয়াপত্তাবেবেত্যর্থঃ। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ- দৃশ্যতে হি অন্যত্র ব্রহ্মবিদামপি প্রাণাত্যয়াপত্তাবেব সর্বান্নাভ্যনুজ্ঞা, কিং পুনঃ প্রাণবিদঃ। উষস্তিঃ কিল চাক্রায়ণো ব্রহ্মবিদগ্রেসরো মটচীহতেষু কুরুষু দুর্ভিক্ষদূষিতেষু ইভ্যগ্রামে বসন্ অনশনেন প্রাণসংশয়মাপন্নো ব্রহ্মবিদ্যানিষ্পত্তয়ে

অনুবাদ

বাজসনেয়ী এবং ছন্দোগদিগের উপনিষদে প্রাণ-বিদ্যা প্রকরণে প্রাণোপাসকের সর্বান্নভক্ষণাদির অনুমতি আছে। যথা—'এই প্রাণোপাসক অনন্ন (অভক্ষ্য) কিছু ভক্ষণ করেন না, প্রাণোপাসকের নিকট কোন ভোজ্যই অনন্ন (অভক্ষণীয়) হয় না' ইত্যাদি। প্রাণোপাসকের যে, এই সর্বান্ন ভোজনের অনুমোদন, ইহা কি সর্বকালিক অথবা যে সময় প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয়, কেবল সেই সময়ের জন্য—এইরূপ সংশয়ে দেখা যাইতেছে যে, এ বিষয়ে যখন কোন বিশেষ কথা কোথাও নাই, তখন সর্বদার জন্যই অনুমতি বুঝা যাইতেছে। (পূর্বপক্ষীয়) এইরূপ অভিমতের সম্ভাবনায় বর্ত্তমান সূত্র বলা হইতেছে—'প্রাণাত্যয়ে' ইত্যাদি বাক্য।

সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি অবধারণাবোধক। উহার অর্থ 'প্রাণাত্যয়কালে'; কারণ, সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র, ব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষেও যখন কেবল প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা কালেই সর্বান্নভক্ষণের অনুমতি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তদপেক্ষা হীনশক্তি প্রাণোপাসকের কথা আর কি আছে! দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ উষস্তি নামক চাক্রায়ণ ঋষি বজ্রদগ্ধ কুরুদেশ দুর্ভিক্ষপিষ্ট হইলে পর, কোন এক ইভ্যগ্রামে (হস্তিপকবহুল গ্রামে) যাইয়া বাস করিতেছিলেন ; অনশনে যখন জীবনসংশয় দশা উপস্থিত হইল, তখন

প্রাণানামনবসাদমাকঙ্ক্ষমাণঃ ইভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং ভিক্ষমাণস্তেন চ 'উচ্ছিষ্টেভ্যোঽন্যে ন বিদ্যন্তে' ইতি প্রত্যুক্তঃ পুনরপি "এতেষাং মে দেহি" (ছান্দো ১।১০।৩) ইত্যুক্ত্বা তেন চ ইভ্যেন উচ্ছিষ্টেভ্য আদায় দত্তান্ কুল্মাষান্ প্রতিগৃহ্যানুপান-প্রতিগ্রহমিভ্যেনার্থিতঃ "উচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যাৎ" (ছান্দো ১।১০।৩) ইতি বদন্ চাক্রায়ণঃ 'কিমেতে কুল্মাষা অনুচ্ছিষ্টাঃ' ? ইতি ইভ্যেন পর্যনুযুক্তঃ "ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্ কামো ম উদপানম্" ইতি কুল্মাষাখাদনে স্বস্য প্রাণসংশয়াপত্তেস্তাবন্মাত্রখাদনেন ধৃতপ্রাণস্য স্বস্যোচ্ছিষ্টোদকপানং কামকারিতং নিষিদ্ধং স্যাৎ, ইত্যুক্ত্বা স্বখাদিতশেষং জায়ায়ৈ দত্ত্বা তয়া চ রক্ষিতান্ অপরেদ্যুঃ যাজনেনার্জিজীষয়া জিগমিষুঃ পুনরপি প্রাণসংশয়মাপন্নস্তানেব ইভ্যোচ্ছিষ্টান্ স্বোচ্ছিষ্টভূতান্ পর্যুষিতাংশ্চখাদ। অতো ব্রহ্মবিদামপি প্রাণসংশয় এব সর্বান্নানুমতিদর্শনাদত্রা-

---

ব্রহ্মবিদ্যা পরিসমাপ্তির জন্য প্রাণগত অবসাদ নিবৃত্তির ইচ্ছায়, কুল্মাষভক্ষক (কুৎসিত মাষকড়াই ভক্ষণ করিতেছে এমন কোনও) হস্তিপকের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলেন ; হস্তিপক বলিল, 'যাহা আমি খাইতেছি, এতদতিরিক্ত আমার আর নাই'। তখন তিনি সেই উচ্ছিষ্ট কুল্মাষই প্রার্থনা করিলেন, এবং হস্তিপক আপনার উচ্ছিষ্ট সেই কুল্মাষ তাহাকে দান করিল। চাক্রায়ণ সেই কুল্মাষ গ্রহণ করিলে পর, হস্তিপক যখন আপনার উচ্ছিষ্ট জল দিতে চাহিল, তখন চাক্রায়ণ বলিলেন,—না, তাহা হইলে আমাকে উচ্ছিষ্টপায়ী হইতে হইবে। তাহার পর হাস্তপক জিজ্ঞাসা করিল, আমার দেওয়া কুল্মাষগুলি কি উচ্ছিষ্ট নয় ? উত্তরে চাক্রায়ণ বলিলেন, 'আমি যদি এই কুল্মাষ ভক্ষণ না করিতাম তাহা হইলে জীবন ধারণে সমর্থ হইতাম না, সেইজন্য ইহা ভক্ষণ করিয়াছি ; কিন্তু জলপান তো আমার ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ বিলম্বে জলপান করিলেও তো আমার মৃত্যুভয় নাই (সেজন্য তোমার উচ্ছিষ্ট জলপান করা আমার কর্ত্তব্য নহে)। এই বলিয়া নিজের ভুক্তাবশিষ্ট কুল্মাষগুলি পত্নীর জন্য বাসভবনে লইয়া গেলেন। পত্নী সেই সমস্ত কুল্মাষ পর দিবসের জন্য রাখিয়া দিলেন। চাক্রায়ণ পরদিবস যাজন ক্রিয়ার দ্বারা অর্থোপার্জনের অভিলাষে গমন করিলেন। সে সময়েও আবার প্রাণ সংশয়াপন্ন হইয়া হস্তিপকের ও নিজের উচ্ছিষ্ট এবং পর্যুষিত সেই কুল্মাষই ভক্ষণ করিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্গণের পক্ষেও প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে কেবল তখনই সর্বান্ন

বিশেষেণ কীর্ত্তিতমপি প্রাণবিদঃ সর্বান্নীনত্বং প্রাণত্যয়াপত্তাবেবেতি নিশ্চীয়তে ॥৩।৪।২৮

ভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত আছে, সর্বসময়ের জন্য নহে ; অতএব উল্লিখিত শ্রুতিতে সামান্য-আকারে উল্লেখ থাকিলেও প্রাণবিদের যে সর্বান্ন ভক্ষণের অধিকার, তাহা কেবল জীবনের সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেই উপদিষ্ট হইয়াছে, সকল সময়ের জন্য নহে ॥৩।৪।২৮

অবাধাচ্চ ॥৩।৪।২৯

অন্বয়ার্থ ঃ অবাধাৎ চ—(কেবল প্রাণরক্ষার জন্য সর্বান্নভক্ষণ) শ্রুতিবাক্যের আহারশুদ্ধির প্রতিবন্ধক নহে।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" (ছান্দো ৭।২৬।২) ইতি ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তৌ আহারশুদ্ধি-বিধানাবাধাদপি ব্রহ্মবিদাং সর্বান্নীনত্বমাপদ্বিষয়মবগম্যতে। এবং ব্রহ্মবিদামতিশয়িতশক্তীনামপি সর্বান্নীনত্বস্য আপদ্বিষয়ত্বাৎ প্রাণবিদোঽল্পশক্তেঃ সর্বান্নানুমতিরাপদ্-বিষয়েব ॥৩।৪।২৯

অনুবাদ

'আহারের বিশুদ্ধি হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে উপাসনা-বিষয়ক ধ্রুবা স্মৃতি জন্মে', এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যা সমুৎপত্তির জন্য, আহারশুদ্ধির বিধান রহিয়াছে, তাহার সার্থকতা রক্ষার জন্য বুঝা যাইতেছে যে, কেবল আপৎকালেই ব্রহ্মবিদগণের সর্বান্নভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, সর্বসময়ের জন্য নহে ; অতএব, ব্রহ্মবিদ্ অপেক্ষাও অল্পশক্তিসম্পন্ন প্রাণোপাসকের যে সর্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি, তাহা আপৎকাল বিষয়েই বুঝা যাইতেছে ॥৩।৯।২৯

অপি (চ ?) স্মর্যতে ॥৩।৪।৩০

অন্বয়ার্থ ঃ অপি স্মর্যতে—স্মৃতিশাস্ত্রেও এইরূপ দেখা যায়।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

অপি চ, আপদ্বিষয়মেব সর্বান্নীনত্বং ব্রহ্মবিদামন্যেষাং চ স্মর্যতে—

"প্রাণসংশয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ॥ (মনু ১০।১০৪)

ইতি ॥৩।৪।৩০

অনুবাদ

স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্ এবং অন্যান্যের সম্বন্ধে কেবল আপৎ সময়ের জন্যই সর্বান্ন ভক্ষণে অনুমতি রহিয়াছে। যথা—'যে ব্যক্তি প্রাণসংশয় দশায় যে কোন স্থান হইতে অন্নভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি পাপ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, যেমন পদ্মপত্র জল দ্বারা লিপ্ত হয় না ॥৩।৪।৩০

শব্দশ্চাতোঽকামকারে ॥৩।৪।৩১

অন্বয়ার্থ ঃ অতঃ—এই জন্য ; শব্দঃ চ—শ্রুতিবাক্যও ; অকামকারে—(আহার বিষয়ে) স্বেচ্ছাচারিতার নিষেধ করিতেছেন।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

যতো ব্রহ্মবিদামন্যেষাং চ সর্বান্নীনত্বমাপদ্বিষয়মেব ; অতএব সর্বেষামকামকারে শব্দঃ — কামকারস্য প্রতিষেধকঃ শব্দো বর্ত্ততে। অস্তি হি কঠানাং সংহিতায়াং কামকারস্য প্রতিষেধকঃ শব্দঃ "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতি পাপ্মনা নোৎসৃজা ইতি" ইতি। পাপ্মনা সংস্পৃষ্টো ন ভবানীতি মত্বা ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতীত্যর্থঃ ॥৩।৪।৩১

অনুবাদ

যেহেতু ব্রহ্মবিদ্ এবং অন্যান্যের সম্বন্ধে সর্বান্নভক্ষণের অনুমতি কেবল আপৎকালের জন্যই বিহিত, অতএব বুঝিতে হইবে সকলের সম্বন্ধেই যথেচ্ছ ভক্ষণের নিষেধ শব্দ (শ্রুতিতে) রহিয়াছে। কঠসংহিতা বলিতেছেন—'সেই হেতু অর্থাৎ আমি পাপী হইব — মনে করিয়া, ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে না' ইত্যাদি। অর্থাৎ, আমি পাপস্পৃষ্ট না হই যেন, এইরূপ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ সুরাপান হইতে বিরত হইবেন ॥৩।৪।৩১

সপ্তম—সর্বান্নানুমতি অধিকরণ সমাপ্ত।

৮—বিহিতত্বাধিকরণম্* (সূত্র ৩২—৩৩)

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্মাপি ॥৩।৪।৩২

অন্বয়ার্থ ঃ বিহিতত্বাৎ চ—শাস্ত্রে বিধান থাকায়ও ; আশ্রমকর্ম অপি—আশ্রমোচিত কর্মও (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞাদিও অনুষ্ঠেয়)।

সরলার্থ ঃ যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে। শাস্ত্র যখন সর্বপ্রকার আশ্রমীদের জন্যই এই যজ্ঞাদি কর্মের বিধান দিয়াছেন তখন গৃহস্থের পক্ষেও (মোক্ষার্থ বিদ্যা সাধন না করিলেও) এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্তব্য।

মূল

যজ্ঞাদিকর্মাঙ্গিকা ব্রহ্মবিদ্যেত্যুক্তম্ ; তানি চ যজ্ঞাদীনি কর্মাণ্যমুমুক্ষুণা কেবলাশ্রমিণাপ্যনুষ্ঠেয়ানি ? উত ন ? ইতি চিন্তায়াম্, বিদ্যাঙ্গানাং সতাং কেবলাশ্রমশেষত্বে† নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধঃ

অনুবাদ

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, যজ্ঞাদি কর্মসমূহ ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ ; এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, যে লোক মুমুক্ষু নয়, কেবল আশ্রমস্থ মাত্র, তাহাকেও ঐ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতে হইবে কি না ? যজ্ঞাদি কর্মগুলি যখন বিদ্যারই অঙ্গস্বরূপ, তখন ঐ কর্মগুলিকে কেবলই আশ্রম-ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিলে নিত্যানিত্য-সংযোগ-বিরোধ১ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব, যজ্ঞাদি

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—অমুমুক্ষু আশ্রমীর পক্ষে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। (২) সংশয়—অমুমুক্ষু আশ্রমীর পক্ষে যজ্ঞাদি ক্রিয়া অবশ্য অনুষ্ঠেয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—যজ্ঞাদি ক্রিয়া যখন বিদ্যার অঙ্গস্বরূপ, তখন বিদ্যাভিলাষশূন্য অমুমুক্ষুর পক্ষে যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান অনাবশ্যক ; (৪) উত্তর—না, 'যাবজ্জীবন' শ্রুতি যখন আশ্রমী-মাত্রেরই সম্বন্ধে উহার বিধান দিয়াছেন, তখন মুমুক্ষু না হইলেও, আশ্রমীকে তাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব, আশ্রমী-মাত্রকেই যজ্ঞাদি ক্রিয়া-অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কেবল মুমুক্ষুকেই নহে।

†—কেবলাশ্রমিশেষত্বে — পাঠভেদঃ।

১—নিত্যানিত্য-সংযোগ-বিরোধ—একই বিষয়ে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ধর্মের সম্বন্ধ থাকে। যজ্ঞাদি ক্রিয়া যদি বিদ্যাঙ্গ হয়, তাহা হইলে যে লোক অভিলাষী তাহার পক্ষেই যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়, অপরের পক্ষে নহে—ইহা হইল অনিত্য।

প্রসজ্যতে, ইতি যজ্ঞাদীনাং কেবলাশ্রমধর্মত্বং† ন সম্ভবতি ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ]

আশ্রম-কর্মাপি ইতি। আশ্রমস্য কর্মাপি ভবতি। কেবলাশ্রমিণাপি অনুষ্ঠেয়ানীত্যর্থঃ। কুতঃ ? "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" (তৈত্তিঃ ২ অনুঃ) ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ — জীবননিমিত্ততয়া নিত্যবদ্-বিহিতত্বাদিত্যর্থঃ ॥৩।৪।৩২

কর্মগুলি কেবলই আশ্রম-ধর্ম হইতে পারে না।

এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে, বর্ত্তমান সূত্র—'আশ্রম-কর্মাপি' ইত্যাদি।

(সিদ্ধান্ত—) আশ্রমোচিত কর্মেরও সম্ভবপর হয়, অর্থাৎ যাহারা কেবলই আশ্রমাবলম্বী কিন্তু মুমুক্ষু নহে, তাহাদের পক্ষেও যজ্ঞাদি কর্ম-সমূহের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ; কারণ, 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে' ইত্যাদি শ্রুতি বিধান দিয়াছেন ; অতএব, আশ্রমীমাত্রেরই কর্মাধিকার আছে ॥৩।৪।৩২

তথা বিদ্যাঙ্গতয়া চ "তমেতং বেদানুবচনেন" (তৈত্তি ৫, অনুঃ) ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ বিদ্যাশেষতয়াপ্যনুষ্ঠেয়ানীত্যাহ—

সেইরূপ, বিদ্যা-প্রকরণ সম্বন্ধীয় 'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিহিত হওয়ায় বিদ্যাঙ্গরূপেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

আবার সেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াকেই যদি আশ্রম-ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তো উহার নিত্যতা হইয়া পড়িল, ইচ্ছা থাকুক বা না-ই থাকুক, আশ্রমী হইলেই তাহাকে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতেই হইবে।

এখন বিচার্য এই যে, নিত্য-কর্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়, সুতরাং উহা অবশ্য অনুষ্ঠেয় ; অনিত্য-কর্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তার ইচ্ছাধীন, করিতে পারে, না করিতেও পারে ; অতএব, একই ক্রিয়াতে ঐরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের সমাবেশ হইতে পারে না। এখানে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকে বিদ্যাঙ্গ ও আশ্রমাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলে সেই নিত্যানিত্য-সংযোগরূপ দোষ হইয়া পড়ে।

†—কেবলাশ্রমিধর্মত্বং — পাঠভেদঃ।

সহকারিত্বেন চ ॥৩।৪।৩৩

অন্বয়ার্থঃ সহকারিত্বেন চ—(এই সকল যজ্ঞ) বিদ্যার সহকারীরূপেও (নির্দিষ্ট হইয়াছে)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

বিদ্যোৎপত্তিদ্বারেণ বিদ্যাসহকারিতয়াঽপ্যনুষ্ঠেয়ানি। অগ্নিহোত্রাদীনামিব জীবনাধিকার-স্বর্গাধিকারবৎ বিনিয়োগ-পৃথক্ত্বেনোভয়ার্থত্বং ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ ॥৩।৪।৩৩

অনুবাদ

বিদ্যা-সমুৎপাদনে সহায়তা করে বলিয়া, বিদ্যার সহকারী কারণরূপেও যজ্ঞাদি কর্মগুলি অনুষ্ঠানযোগ্য। একই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ যেরূপ যাবজ্জীবন অনুষ্ঠেয়ও হয়, সেইরূপ আবার স্বর্গাদি কামনায়ও সম্পাদিত হয়। সেইরূপ এখানে একই যজ্ঞাদি কর্মের সম্বন্ধেও, প্রয়োগগত পার্থক্য অনুসারে তাহার উভয়ার্থতা অর্থাৎ বিদ্যা-সাধনতা ও আশ্রম-সাধনতা—এই উভয় প্রকার সাধন করাও বিরুদ্ধ হইতেছে না ॥৩।৪।৩৩

তদ্বদেব কর্মান্তরত্বমপি নাস্তীত্যাহ—

এইরূপ কর্মের কর্মান্তরত্বও নাই, অর্থাৎ বিদ্যার্থক কর্ম ও আশ্রমবিহিত কর্ম যে স্বরূপতঃ পৃথক্ পৃথক্ এরূপও হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান সূত্র কথিত হইতেছে—'সর্বথাপি' ইত্যাদি বাক্য।

সর্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥৩।৪।৩৪

অন্বয়ার্থঃ (বিদ্যার উপকারক হিসাবে এবং আশ্রমানুযায়ী কর্ত্তব্যের অঙ্গ হিসাবে) সর্বথা অপি—সর্বপ্রকারেই; তে—যজ্ঞাদি ক্রিয়াসকল; (একঃ) এব—একই; উভয়লিঙ্গাৎ—শ্রুতিতে বিদ্যাঙ্গরূপে এবং আশ্রমাঙ্গরূপে, এই উভয়রূপে উল্লেখ থাকায়।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

সর্বথা—বিদ্যার্থত্বে আশ্রমার্থত্বেঽপি, ত এব যজ্ঞাদয় ইতি প্রতি-

অনুবাদ

সর্বথা—যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিদ্যাঙ্গই হউক, আর আশ্রমাঙ্গই হউক, উভয়

পত্তব্যম্ ; ন কর্মস্বরূপভেদ: ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? উভয়লিঙ্গাৎ — উভয়ত্র শ্রুতৌ যজ্ঞাদিশব্দৈঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্য বিনিয়োগাৎ, কর্মস্বরূপভেদে প্রমাণাভাবাচ্চ ৩।৪।৩৪

প্রকার সেই যজ্ঞাদি কর্ম (স্বরূপতঃ) একই বুঝিতে হইবে, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যেহেতু, উভয় প্রকারই 'লিঙ্গ' (চিহ্ন) দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উভয় স্থানীয় শ্রুতিতেই যজ্ঞাদি শব্দে একরূপতার প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা উভয়স্থানীয় যজ্ঞাদির একরূপতা জ্ঞাপন করিয়া কেবল প্রয়োগাংশে মাত্র পার্থক্য করা হইয়াছে। তদুপরি, উভয়-স্থানীয় কর্মই যে স্বরূপতঃও ভিন্ন, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও দৃষ্ট হয় না ॥৩।৪।৩৪

অনভিভবং চ দর্শয়তি ॥৩।৪।৩৫

অন্বয়ার্থঃ অনভিভবং চ—বিদ্যার সিদ্ধিতে বাধার প্রতিবন্ধকরূপেও ; দর্শয়তি—শ্রুতি নির্দেশ দিতেছেন।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

"ধর্মেণ পাপমপনুদতি" (তৈত্তি-নারঃ ৫, অনুঃ) ইত্যাদিভিশ্চ তানেব যজ্ঞাদিধর্মান্ নির্দিশ্য তৈর্বিদ্যায়া অনভিভবং—পাপকর্মভিরুৎ-পত্তিপ্রতিবন্ধাভাবং দর্শয়তি। অহরহরনুষ্ঠীয়মানৈর্হি যজ্ঞাদিভির্বি-শুদ্ধেঽন্তঃকরণে প্রত্যহং প্রকৃষ্যমাণা বিদ্যোৎপদ্যতে। অতস্ত এবোভয়ত্র যজ্ঞাদয়ঃ ॥৩।৪।৩৫

অনুবাদ

বিশেষতঃ 'ধর্মের দ্বারা পাপ নষ্ট হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই যজ্ঞাদি ধর্মের উল্লেখ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন যে, পাপ কর্মের দ্বারা বিদ্যার উৎপত্তিতেও কোন বাধা ঘটাইতে পারে না। নিরন্তর যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, বিশুদ্ধ চিত্তে প্রত্যহ বিদ্যা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তাহা উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা ও আশ্রম উভয় স্থানেই যজ্ঞাদি কর্ম এক, অভিন্নরূপ ॥৩।৪।৩৫

অষ্টম—বিহিতত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

১—বিধুরাধিকরণম্* (সূত্র ৩৬—৩৯)

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥৩।৪।৩৬

অন্বয়ার্থঃ তু—এই শব্দটি আশঙ্কানিবারক; অন্তরা চ—আশ্রমচতুষ্টয়ের বহির্ভূত 'বিধুর' প্রভৃতি দিগেরও; অপি—নিশ্চয় (ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে); তৎ দৃষ্টেঃ—যেহেতু সেইরূপ দেখা যায়।

সরলার্থঃ যাহারা এই চতুরাশ্রমের বহির্ভূত সেই সকল অনাশ্রমী লোকদেরও নিশ্চয় ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। যেহেতু রৈক্ক ভীষ্ম প্রভৃতি আশ্রমরহিত ব্যক্তিগণের ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়।

মূল

চতুর্ণামাশ্রমিণাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি; বিদ্যাসহকারিণ আশ্রমধর্মা ইতি চোক্তম্। যে পুনরাশ্রমানন্তরা বর্ত্তন্তে বিধুরাদয়ঃ, তেষাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি, ন বা? ইতি বিশয়ে—আশ্রমধর্মেতিকর্ত্তব্যতাকত্বাৎ বিদ্যায়াঃ, অনাশ্রমিণাং চাশ্রমধর্মাভাবাৎ নাস্ত্যধিকারঃ—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

অনুবাদ

পূর্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, চারি আশ্রমের অন্তর্গত সকলেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে এবং আশ্রম-বিহিত ধর্মসমূহও সেই বিদ্যারই সহকারী কারণ। কিন্তু বিধুর১ প্রভৃতি, অর্থাৎ যাহারা কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না? এইরূপ সন্দেহে পাওয়া যাইতেছে যে, বিদ্যা যখন আশ্রম-ধর্মেরই অধীন, এবং অনাশ্রমীদের সঙ্গে যখন কোনরূপ আশ্রম-ধর্মের সম্বন্ধ নাই, তখন বিদ্যাতেও তাহাদের অধিকার নাই। এই শঙ্কা দূরীকরণার্থ বলা হইতেছে—'অন্তরা' ইত্যাদি বাক্য।

---

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—চতুরাশ্রমের বহির্ভূত লোকের সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার চিন্তা; (২) সংশয়—অনাশ্রমীদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মবিদ্যা যখন আশ্রম-ধর্মেরই বিশেষাংশ তখন অনাশ্রমীদিগের তাহাতে অধিকার থাকিতে পারে না। (৪) উত্তর—না, অনাশ্রমীদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে; কারণ, ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (৫) নির্ণয়—অতএব, অনাশ্রমী ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যা লাভে যত্নশীল হইবে।

১—বিধুরাশ্রমী—(চতুরাশ্রমের মধ্যে) যাহার কোন আশ্রম নাই, অর্থাৎ যিনি সপত্নীকও নহেন, সন্ন্যাসীও নহেন।

[সিদ্ধান্তঃ]

'অন্তরা চাপি তু' ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; চ-শব্দোঽবধারণে। অন্তরা বর্ত্তমানানাম্ — অনাশ্রমিণামপি বিদ্যায়ামধিকারোঽস্ত্যেব। কুতঃ? তদ্দৃষ্টেঃ — দৃশ্যতে হি রৈক্ক-ভীষ্ম-সম্বর্ত্তাদীনামনাশ্রমিণামপি ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠত্বম্। ন চাশ্রমধর্মৈরেব বিদ্যানুগ্রহ ইতি শক্যং বক্তুম্, "যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" (বৃহদা ৪।৪।২২) ইতি দানাদীনামাশ্রমেষু অনৈকান্তিকানামপ্যনুগ্রাহকত্বদর্শনাৎ। যথা ঊর্দ্ধরেতঃসু বিদ্যানিষ্ঠত্বদর্শনাদগ্নিহোত্রাদিব্যতিরিক্তৈরেব বিদ্যানুগ্রহঃ ক্রিয়তে; তথাঽনাশ্রমিষ্বপি বিদ্যাদর্শনাৎ আশ্রমানিয়তৈর্জপোপবাস-দান-দেবতারাধনাদিভির্বিদ্যানুগ্রহঃ শক্যতে কর্ত্তুম্ ॥৩।৪।৩৬

'তু' শব্দের প্রয়োগ আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য, এবং 'চ' শব্দটি অবধারণার্থে প্রযুক্ত। 'অন্তরা' —অর্থাৎ চতুরাশ্রমের বাহিরে বর্ত্তমান অনাশ্রমীগণ। এই অনাশ্রমীদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় নিশ্চয় অধিকার আছে। যেহেতু, এই প্রকারই দেখিতে পাওয়া যায়। রৈক্ক, ভীষ্ম, সংবর্ত্ত প্রভৃতি আশ্রমরহিত ব্যক্তিগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। আর, কেবল যে আশ্রম-বিহিত কর্ম দ্বারাই বিদ্যার উপকার হয় তাহা বলিতে পারা যায় না, কারণ, 'যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা (ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে)' ইত্যাদি স্থলে, আশ্রম বিশেষে অনিয়ত দানাদি ধর্মের দ্বারাও বিদ্যার উপকারবোধক শ্রুতি রহিয়াছে। ঊর্দ্ধরেতাদিগের বিদ্যা-নিষ্ঠা দর্শনে যেরূপ আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদি ভিন্ন উপায়েই বিদ্যার উপকার সাধন হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনাশ্রমী ব্যক্তিগণের পক্ষেও বিদ্যা-নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, যে সমস্ত কর্ম আশ্রমের একান্ত অনুগত নহে, যেমন দান, জপ, উপবাস ও দেবতার আরাধনা প্রভৃতি, সে সমস্ত দ্বারাই বিদ্যার উপকার সাধন করা যাইতে পারে ॥৩।৪।৩৬

অপি স্মর্যতে ॥৩।৪।৩৭

অন্বয়ার্থঃ অপি স্মর্যতে—(মনুস্মৃতি প্রভৃতি) স্মৃতিশাস্ত্রও এই কথা বলিতেছেন।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

অপি চ, অনাশ্রমিণামপি জপাদিভিরেব বিদ্যানুগ্রহঃ স্মর্যতে—

অনুবাদ

আরও, আশ্রমবিহীন লোকদিগেরও যে কেবল জপাদির দ্বারাই বিদ্যার

"জপ্যেনাপি চ সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্যাদন্যন্ন বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥" (মনু ২।৮৭) ইতি।
সংসিদ্ধ্যেৎ—জপাদ্যনুগৃহীতয়া বিদ্যয়া সিদ্ধো ভবতীত্যর্থঃ ॥৩।৪।৩৭

উপকার সাধিত হয়, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রেও কথিত আছে। যথা— 'ব্রাহ্মণ কেবল জপ দ্বারাও সংসিদ্ধি লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। লোক আর কিছু করুক বা না-ই করুক, মৈত্র অর্থাৎ সর্বত্র মিত্রভাবাপন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়' ইত্যাদি। 'সংসিদ্ধ্যেৎ' অর্থ—জপ প্রভৃতির দ্বারা অনুগৃহীত (পরিপুষ্ট) বিদ্যার দ্বারা (ব্রাহ্মণ) সিদ্ধ হইয়া থাকেন ॥৩।৪।৩৭

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥৩।৪।৩৮

অন্বয়ার্থ ঃ বিশেষ-অনুগ্রহঃ চ—(তপস্যা প্রভৃতি) অনাশ্রমি-ধর্মবিশেষ দ্বারা উপকার সাধিত হয়।

সরলার্থ ঃ অনুবা দ্রষ্টব্য।

মূল

ন কেবলং ন্যায়-স্মৃতিভ্যাময়মর্থঃ সাধনীয়ঃ; শ্রূয়তে চ অনাশ্রমনিয়তৈর্ধর্মবিশেষৈর্বিদ্যানুগ্রহঃ—"তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যেৎ" (প্রশ্ন ১।১০) ইতি ॥৩।৪।৩৮

অনুবাদ

কেবল যে যুক্তি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যেই এই বিষয়টি সমর্থন করিতে হইবে তাহা নহে; পরন্তু, যে সমস্ত শাস্ত্র আশ্রমানুগত নয় তাদৃশ ধর্মবিশেষের দ্বারাও বিদ্যার যে উপকার সাধিত হয়, সে বিষয়েও শ্রুতি রহিয়াছে। যথা— 'তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মানুসন্ধান করিবে' ইত্যাদি ॥৩।৪।৩৮

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥৩।৪।৩৯

অন্বয়ার্থ ঃ তু—কিন্তু; অতঃ—এই অনাশ্রমীদের অপেক্ষা; ইতরৎ—অন্যটি আশ্রমিটি; জ্যায়ঃ—শ্রেষ্ঠ; লিঙ্গাৎ চ—যেহেতু শাস্ত্রে তদ্‌বোধক প্রমাণ আছে।

সরলার্থ ঃ 'অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ', (ব্রাহ্মণ) একদিনও অনাশ্রমী হইয়া থাকিবে না। এই বাক্য হইতে বুঝা যায় অনাশ্রমী অপেক্ষা আশ্রমীই উত্তম।

মূল

তু-শব্দোঽবধারণে ; অতঃ—অনাশ্রমিত্বাৎ, ইতরৎ—আশ্রমিত্বমেব জ্যায়ঃ ; অনাশ্রমিত্বমাপদ্বিষয়ম্ ; শক্তস্য ত্বাশ্রমিত্বমেবোপাদেয়মিত্যর্থঃ ; ভূয়োধর্মকাল্পধর্মকয়োরতুল্যকার্যত্বাৎ ; লিঙ্গাচ্চ — স্মৃতের্রিত্যর্থঃ। স্মর্যতে চ শক্তং প্রতি আশ্রমস্যোপাদেয়ত্বম্ — "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ" (দ স্মৃঃ ১।১৬) ইত্যাদিনা। নিবৃত্তব্রহ্মচর্যস্য মৃতভার্যস্য চ অবৈরাগ্যে সতি দারালাভঃ আপৎ ॥৩।৪।৩৯

অনুবাদ

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি অবধারণার্থক। ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে অনাশ্রমিত্ব অপেক্ষা (ইতরৎ—অন্য) আশ্রমিত্বই শ্রেষ্ঠ। অভিপ্রায় এই যে, অনাশ্রমী থাকা হইতেছে আপৎ-ধর্ম। সুতরাং সমর্থের পক্ষে আশ্রম-ধর্ম গ্রহণ করাই উচিত। কারণ, অধিক গুণসম্পন্ন (আশ্রমী) আর অল্প গুণসম্পন্ন (অনাশ্রমী) এই দুটি কখনও সমানভাবে কার্যসম্পন্ন করিতে পারে না। তদুপরি, সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে আশ্রম গ্রহণের আবশ্যকতা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে। যথা—'দ্বিজ একদিনও আশ্রম-রহিত হইয়া থাকিবে না' ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে অথবা যে মৃতদার হয়, তাহাদের বৈরাগ্যের অভাব সত্ত্বেও ভার্যা লাভ না হওয়া, তাহাই তাহাদের আপৎ ॥৩।৪।৩৯

নবম—বিধুরাধিকরণ সমাপ্ত।

১০—তদ্ভূতাধিকরণম্* (সূত্র ৪০—৪৩)

তদ্‌ভূতস্য তু নাতদ্‌ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাৎ তদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥৩।৪।৪০

অন্বয়ার্থঃ তু—কিন্তু ; তদ্‌ভূতস্য—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমনিষ্ঠদিগের ; অতদ্‌ভাবঃ চ—আশ্রম ত্যাগ নিষিদ্ধ ; জৈমিনেঃ—ইহা জৈমিনি ঋষির মত ; তদ্রূপ অভাবেভ্যঃ অপি—উক্ত আশ্রমধর্ম ত্যাগের নিষেধবাচক শাস্ত্র হইতেও ; নিয়মাৎ—এই নিয়ম জানা যায় বলিয়া।

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—নৈষ্ঠিকাদি আশ্রম-চ্যুত ব্যক্তিদের বিদ্যাধিকার বিচার ; (২) সংশয়—স্ব স্ব আশ্রমচ্যুত নৈষ্ঠিক প্রভৃতিরও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ

সরলার্থঃ "আচার্যগৃহবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী চিরজীবন গুরুগৃহে বাস করিবেন," "অরণ্যে গমন করিলে (বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে) সেখান হইতে আর ফিরিবে না," "অগ্নি ত্যাগ করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিবে না অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া পুনরায় গৃহস্থ হইবে না,"—এই সব বাক্যে, নৈষ্ঠিক বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমীদের তত্তৎ আশ্রম ত্যাগ নিষিদ্ধ প্রতিপাদিত হইতেছে। ইহা যে কেবল বৈদান্তিকদের সিদ্ধান্ত তাহাই নহে, পরন্তু কর্মমীমাংসক জৈমিনিরও ইহা সিদ্ধান্ত।

মূল

নৈষ্ঠিক-বৈখানস-পরিব্রাজকাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যুতানামপি ব্রহ্ম-বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি, নেতি চিন্তায়াম্—বিধুরাদিবৎ অনাশ্রমৈকান্তে-র্দানাদিভির্বিদ্যানুগ্রহসম্ভবাৎ অস্ত্যধিকারঃ—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ]

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবঃ—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; তদ্ভূতস্য নৈষ্ঠিকাদ্যাশ্রমনিষ্ঠস্য—নাতদ্ভাবঃ অতথাভাবঃ- অনাশ্রমিত্বেনাবস্থানং ন সম্ভবতি; কুতঃ? তদ্রূপাভাবেভ্যো নিয়মাৎ, তদ্রূপাণি—তেষাং

অনুবাদ

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম হইতে যাহারা চ্যুত হন, তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, এইরূপ চিন্তা করিলে মনে হয় যে, পূর্বোক্ত বিধুরাদির ন্যায় তাহাদেরও আশ্রমবিশেষে অ-নিয়মিত দানাদি ধর্ম দ্বারা যখন বিদ্যালাভে সাহায্য হইতে পারে, যখন তাহাদেরও অবশ্যই অধিকার আছে। তদুত্তরে বলা হইতেছে—বর্তমান সূত্র 'তদ্ভূতস্য' ইত্যাদি বাক্য।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্বপক্ষ প্রতিরোধার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তদ্ভূতের, অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, ইহাদের মধ্যে অন্যতম আশ্রমনিষ্ঠ ব্যক্তির অতদ্ভাব অর্থাৎ সেই সেই আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক অবস্থান সম্ভব হয় না, যেহেতু তাহাদের রূপের অভাবের নিয়ম রহিয়াছে। তাহাদের রূপ মানে

—বিধুরাদির ন্যায় আশ্রম-চ্যুতদিগেরও যখন জপাদির দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়, তখন তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। (৪) উত্তর—না, তাহাদের অধিকার থাকিতে পারে না, কারণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও তাহাদের শুদ্ধি হয় না। (৫) নির্ণয়—অতএব, নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমভ্রষ্টদিগের কখনই বিদ্যায় অধিকার হইতে পারে না।

নৈষ্ঠিকাদীনাং রূপাণি বেষাঃ ধর্মা ইত্যর্থঃ; তেষামভাবাঃ তদ্রূপাভাবাঃ; তেভ্যঃ শাস্ত্রৈর্নিয়মাৎ। নৈষ্ঠিকাদ্যাশ্রমপ্রবিষ্টান্ স্বাশ্রমধর্মনিবৃত্তিভ্যো নিযচ্ছন্তি হি শাস্ত্রাণি — "ব্রহ্মচার্যাচার্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্যকুলেঽবসাদয়ন্" (ছান্দোঃ ২।২৩।১) ইতি, "অরণ্যমিয়াৎ ততো ন পুনরেয়াৎ" ইতি সন্ন্যস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ ইতি চ। অতো বিধুরাদিবৎ নৈষ্ঠিকাদীনামনাশ্রমিত্বেনাবস্থানাসম্ভবাৎ ন তানধিকরোতি ব্রহ্মবিদ্যা। 'জৈমিনেরপি' ইত্যবিগানং দর্শয়ন্ উক্তং স্বাভিমতং দ্রঢ়য়তি ॥৩।৪।৪০

—নৈষ্ঠিক প্রভৃতির বেশ ভূষাদি ধর্ম, সে সমুদায়ের অভাব, শাস্ত্র সেই সকল রূপের অভাবের নিয়ম করিয়াছেন; অর্থাৎ সে সমস্ত ত্যাগের নিষেধ করিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ শাস্ত্রবাক্যগুলিও নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমে প্রবিষ্ট লোকদিগের সেই সেই আশ্রম হইতে নিবৃত্তির নিষেধ করিতেছেন — 'আচার্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী) আচার্যকুলেই আপনাকে অবসন্ন করিবে, অর্থাৎ গুরুগৃহেই চিরজীবন বাস করিবে' 'অরণ্যে গমন করিবে, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না', 'অগ্নি ত্যাগ করিয়া পুনর্বার আর তাহা গ্রহণ করিবে না' ইত্যাদি। অতএব, বিধুরাদির ন্যায় নৈষ্ঠিক প্রভৃতির আশ্রমবিরহিতভাবে অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না, কাজেই আশ্রমত্যক্ত ব্যক্তির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার হইতে পারে না। জৈমিনিও সম্মতি প্রদর্শন দ্বারা এই মতের সমর্থন করিয়াছেন ॥৩।৪।৪০

অথ স্যাৎ— নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্যাৎ প্রচ্যুতানাং প্রায়শ্চিত্তাদধিকারঃ সম্ভবতি; অস্তি চ প্রায়শ্চিত্তমধিকারলক্ষণে নিরূপিতম্— "অবকীর্ণিপশুশ্চ তদ্বৎ" (পূ-৬।৮।২২) ইতি। অতঃ প্রচ্যুতব্রহ্মচর্যস্য

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, নৈষ্ঠিক প্রভৃতিও ব্রহ্মচর্যচ্যুত হইলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহাদেরও তো অধিকার সম্ভব হইতে পারে। কারণ, অধিকারীর লক্ষণে তাহাদেরও প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত আছে। যথা—'অবকীর্ণীর[১] (ব্রতভ্রষ্ট) পশুও তদ্রূপ' ইত্যাদি। অতএব, ব্রহ্মচর্য হইতে প্রচ্যুত ব্যক্তিরও

১—অবকীর্ণী—ক্ষত-ব্রত; যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিকব্রত অর্থাৎ যে ব্রত অবলম্বন করিলে আজীবন তাহা পালন করিতে হয়, যদি বুদ্ধিদোষে ত্যাগ করে, যথা—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি দারপরিগ্রহ করে, তাহা হইলে তাহাকে 'অবকীর্ণী' বলে। (ব্রহ্মচারী ব্যক্তি স্ত্রীতে উপগত হইলে 'অবকীর্ণী' হয়)। তিনি গর্দভ পশু-সাধ্য যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইবেন।

প্রায়শ্চিত্তসম্ভবাৎ কৃতপ্রায়শ্চিত্তো ব্রহ্ম-বিদ্যায়ামধিকরিষ্যতীতি। তত্রাহ—

যখন প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবপর, তখন প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহারও ব্রহ্মবিদ্যায় অবশ্যই অধিকার হইতে পারে। তদুত্তরে বর্ত্তমান সূত্র কথিত হইতেছে — 'ন চাধিকারিকম্' ইত্যাদি বাক্য।

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ ॥৩।৪।৪১

অন্বয়ার্থঃ চ—এবং; আধিকারিকম্ অপি চ—জৈমিনীর "অধিকার-লক্ষণে" ব্রতভ্রষ্টদিগের বিষয়ে যে প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে; ন—(পূর্বোক্ত নৈষ্ঠিক আশ্রম-ত্যাগীদের পক্ষে তাহা) প্রযোজ্য নহে; পতনানুমানাৎ—তাহাদের পতনবোধক স্মৃতিবাক্য হইতে; তদ্ অযোগাৎ—প্রায়শ্চিত্তের অসঙ্গতির জন্য।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

অধিকারলক্ষণোক্তমপি প্রায়শ্চিত্তং নৈষ্ঠিকাদীনাং তদ্‌ভ্রষ্টানাং ন সম্ভবতি; কুতঃ? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ—নৈষ্ঠিকাদীনাং প্রচ্যুতানাং পতনস্মৃতেস্তস্য প্রায়শ্চিত্তস্যাসম্ভবাৎ—

"আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্মং যস্তু প্রচ্যবতে দ্বিজঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি, যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা॥"
(আগ্নেয়ঃ ১৬।৫।২৩) ইতি।

অনুবাদ

ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকাদির পক্ষে অধিকার-লক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবপর হয় না। কারণ, তাহাদের পতনবোধক স্মৃতি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তও অসম্ভব। যথা বাক্য—"যে দ্বিজ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যাদি ধর্মে আরোহণ করিয়া (গ্রহণ করিয়া) তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী[১] যাহা দ্বারা বিশুদ্ধ হইতে পারে এরূপ কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না" ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকদের

১—ব্রহ্মচারী দুই প্রকার — নৈষ্ঠিক ও উপকুর্বাণ। যাহারা যথারীতি গুরুগৃহে বাসকরতঃ বেদাধ্যয়ন শেষ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে সমাবর্ত্তন করে অর্থাৎ দার-পরিগ্রহপূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে, তাহারা 'উপকুর্বাণ'; আর যাহারা আজীবন গুরুগৃহে বাস ও তদনুযায়ী নিয়ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেন, তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' কখনও গৃহীত ধর্ম ত্যাগ করিতে পারেন না, করিলে পাতকী হন। সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থও সন্ন্যাসধর্মের অন্তর্গত। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধেও অনুরূপ নিয়ম। এখানে আত্মঘাতী শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকদের পাপ আত্মহত্যারই অনুরূপ গুরুতর। তাহাদের পাপ আজীবন সহচর।

অতোঽধিকারলক্ষণোক্তং প্রায়শ্চিত্তম্ ইতরব্রহ্মচারিবিষয়ম্ ॥৩।৪।৪১

গুরুতর পাতিত্য এবং তন্নিবন্ধন প্রায়শ্চিত্তের অসম্ভবতা জ্ঞাপন করিতেছে। সুতরাং অধিকার-লক্ষণে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে তাহা অপর ব্রহ্মচারীর পক্ষে (উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে) প্রযোজ্য, নৈষ্ঠিকের পক্ষে নহে ॥৩।৪।৪১

উপপূর্বমপীত্যেকে ভাবমশনবৎ তদুক্তম্ ॥৩।৪।৪২

অন্বয়ার্থঃ একে—(ব্রতচ্যুত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের মধ্যে) কেহ কেহ; উপপূর্বম্ অপি — উপপাতক হইলেও (মহাপাতক নহেন); ভাবম্ — (প্রায়শ্চিত্তের) সদ্ভাব আছে; অশনবৎ—(নৈষ্ঠিক এবং উপকুর্বাণ উভয় প্রকার ব্রহ্মচারীর পক্ষেই মধু পানের নিষেধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার ন্যায়); তদুক্তম্—তাহা কথিত আছে।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্যপ্রচ্যবনমুপপূর্বম্—উপপাতকম্, মহাপাতকেষ্বপরিগণিতত্বাৎ, ইতি তত্র প্রায়শ্চিত্তস্য ভাবং বিদ্যমানতামপ্যেকে আচার্যা মন্যন্তে; অশনবৎ—যথা মধ্বশনাদিনিষেধস্তৎপ্রায়শ্চিত্তং চ উপকুর্বাণস্য নৈষ্ঠিকাদীনাং চ সমানম্; তদুক্তং স্মৃতিকারৈঃ "উত্তরেষাং চৈতদবিরোধি" (গৌতঃ ১।৩।৪) ইতি। গুরুকুলবাসিনো যদুক্তম্, তৎ স্বাশ্রমাবিরোধ্যুত্তরেষামপ্যাশ্রমিণাং

অনুবাদ

কোন কোন আচার্য মনে করেন যে, নৈষ্ঠিক প্রভৃতির যে ব্রহ্মচর্য হইতে স্খলন তাহা মহাপাতকের মধ্যে পঠিত না হওয়ায় তাহা উপপাতক। সুতরাং তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয় আছে। 'অশন' ইহার দৃষ্টান্তস্থল; মধুপানের নিষেধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা যেমন উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী উভয়ের পক্ষেই তুল্য, এখানে ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থা। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণও সে কথা বলিয়াছেন; যথা—"যদি বিরোধী না হয় তবে পরবর্ত্তী আশ্রমীদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য" ইত্যাদি। অর্থাৎ গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা যদি নিজ নিজ আশ্রমের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী নৈষ্ঠিকাদির সম্বন্ধেও সম্ভবপর হয়। অতএব, ব্রহ্মচর্য হইতে

ভবতীত্যর্থঃ। তদ্বদিহাপি ব্রহ্মচর্যপ্রচ্যবনে প্রায়শ্চিত্তসম্ভবাৎ ব্রহ্মবিদ্যাযোগ্যতাপ্যস্তি ॥৩।৪।৪২

প্রচ্যুতি ঘটিলেও যখন প্রায়শ্চিত্তের সম্ভাবনা আছে, তখন নিশ্চয় তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যা লাভের যোগ্যতা আছে। (এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ) ॥৩।৪।৪২

বহিস্তূভয়ধাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৩।৪।৪৩

অন্বয়ার্থঃ তু—কিন্তু; উভয়ধা অপি — (উপপাতকই হোক্ আর মহাপাতকই হোক্), উভয় প্রকারই; বহিঃ—ব্রহ্মবিদ্যার বহির্ভূত; স্মৃতেঃ — স্মৃতিবাক্য হইতে; আচারাৎ চ—এবং সাধুদিগের আচরণ হইতে (ইহা বুঝা যায়)।

সরলার্থঃ তু-শব্দ পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিতেছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর এই পতন উপপাতকই হোক্ আর মহাপাতকই হোক্ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ইহারা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারের বহির্ভূত, যেহেতু স্মৃতি বলিতেছেন যে ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই এবং সাধুগণও ইহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করেন।

মূল

তু-শব্দো মতান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; উপপাতকত্বে মহাপাতকত্বেঽপ্যেতে বহির্ভূতা এব ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিভ্যঃ, ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকৃতা ইত্যর্থঃ। কুতঃ? স্মৃতেঃ—পূর্বোক্তাৎ পতনস্মরণাৎ। যদ্যপি কল্মষনির্হরণায় কৈশ্চিদ্বচনৈঃ প্রায়শ্চিত্তাধিকারো বিদ্যতে, তথাপি কর্মাধিকারানুগুণ-শুদ্ধিহেতুপ্রায়শ্চিত্তং ন সম্ভবতি, "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা" (আগ্নেয়ঃ ১৬।৫।২৩) ইতি স্মৃতে-

---

অনুবাদ

তু-সূত্রটি পূর্বসূত্রোক্ত মতবাদের নিষেধাত্মক। নৈষ্ঠিকদিগের ব্রতভঙ্গ উপপাতকই হউক আর মহাপাতকই হউক, উভয় প্রকারেই এই নৈষ্ঠিকধর্ম-ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারের বহির্ভূত। যেহেতু তাহাদের পতনবোধক স্মৃতিবাক্য পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও কোনও কোনও বচনানুসারে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে সত্য, তথাপি তাহাদেরও যাহাতে কর্মাধিকার জন্মিতে পারে সেইরূপ শুদ্ধিজনক প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হয় না। কারণ, "সেই আত্মঘাতী ব্যক্তি যাহার দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না", এইরূপ স্মৃতিবাক্য রহিয়াছে। সদাচার (সাধুর

রিত্যর্থঃ। আচারাচ্চ—শিষ্টা হি নৈষ্ঠিকাদীন্ ভ্রষ্টান্ কৃত-প্রায়শ্চিত্তানপি বর্জ্জয়ন্তি, তেভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাদিকং নোপদিশন্তি; অতস্তেষাং নাস্তি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ ॥৩।৪।৪৩

অনুষ্ঠানও) এ পক্ষে অপর হেতু—ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকগণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সাধুগণ তাহাদিগকে বর্জন করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেন না। এই সমস্ত কারণে বুঝা যায় যে ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদের অধিকার নাই ॥৩।৪।৪৩

দশম—তদ্‌ভূত-অধিকরণ সমাপ্ত।

১১—স্বাম্যধিকরণম্* (সূত্র ৪৪, ৪৫)

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥৩।৪।৪৪

অন্বয়ার্থঃ স্বামিনঃ—যজ্ঞস্বামীর অর্থাৎ যজমানের (যজ্ঞে এবং যজ্ঞাঙ্গ বিদ্যার অধিকার); ফলশ্রুতেঃ—যেহেতু ইহাদেরই ফল প্রাপ্তির কথা শুনা যায়; ইতি আত্রেয়ঃ—ইহা আত্রেয় আচার্য মনে করেন।

সরলার্থঃ আত্রেয় আচার্য মনে করেন যে, যজ্ঞস্বামীর অর্থাৎ যজমানের যজ্ঞে এবং যজ্ঞাঙ্গ বিদ্যায় প্রকৃত অধিকার থাকা উচিত, কারণ ইহারাই ফল ভোগ করে এইরূপ শুনা যায়। (এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।)

মূল

কর্মাঙ্গাশ্রয়াণ্যুদ্গীথাদ্যুপাসনানি কিং যজমানকর্তৃকাণি, উত ঋত্বিক্কর্তৃকাণীতি চিন্তায়াম্ — যজমানকর্তৃকাণীত্যাত্রেয়ো মন্যতে;

অনুবাদ

কর্মাঙ্গ উদ্‌গীথাদি অবলম্বনে বিহিত উপাসনাগুলির কর্তা কে? যজমান্ অথবা ঋত্বিক্ (পুরোহিত)? আত্রেয় মুনি মনে করেন যে, যজমানই ঐ সকল

---

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—কর্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার কর্তা নিরূপণ; (২) সংশয়—এই সকল উপাসনার কর্তা কে? যজমান, না ঋত্বিক্?; (৩) পূর্বপক্ষ—যজমানই যখন ফলভোক্তা তখন তাহাকেই ঐ সমস্ত উপাসনা করিতে হইবে, ঋত্বিক্‌কে করিতে হইবে না। (৪) উত্তর—ঋত্বিক্‌কেই ঐ সমস্ত উপাসনা করিতে হইবে, যেমন কর্মাঙ্গ গোদোহনাদির সম্বন্ধে হইয়া থাকে। (৫) নির্ণয়—অতএব, ঋত্বিক্‌ই যজমান হইয়া ঐ সমস্ত উপাসনা করিবেন।

কুতঃ? ফলশ্রুতেঃ — বেদান্তবিহিতেষু দহরাদ্যুপাসনেষু ফলোপাসনয়োরেকাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ, ইহ চ ক্রতুফলাপ্রতিবন্ধরূপস্যোদ্গীথোপাসনফলস্য যজমানাশ্রয়ত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ। ন চ গোদোহনাদিবদঙ্গাশ্রয়ত্বেন যজমানকর্তৃকত্বাসম্ভবঃ; গোদোহনাদিষু হি অধ্বর্যুকর্তৃকপ্রণয়নাশ্রয়-গোদোহনোপাদানমন্যেনাশক্যম্; ইহ তু উদ্গাতৃকর্তৃকেঽপ্যুদ্গীথে তস্যোদ্গীথাদেঃ রসতমত্বানুসন্ধানং* যজমানেনৈব কর্তুং শক্যতে ॥৩।৪।৪৪

উপাসনার কর্ত্তা (ঋত্বিক্ নহে)। কারণ, ঐরূপই ফলশ্রুতি আছে—বেদান্তশাস্ত্রোক্ত দহরাদি উপাসনাস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়—যিনি উপাসনার কর্ত্তা, তিনিই তৎফলভাগী হন, অর্থাৎ যিনি উপাসনার আশ্রয় ফলের আশ্রয়ও তিনিই। আর এখানেও ক্রতু-ফল প্রাপ্তিতে বাধানিবর্ত্তকরূপ যে ফল তাহা তো যজমানের সম্বন্ধেই বিহিত দেখা যায়। অতএব, যজমানের পক্ষেই উদ্গীথ-উপাসনা কর্ত্তব্য মনে হয়। আর, এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে যজ্ঞাঙ্গ গো-দোহনাদি কর্ম্মগুলি অঙ্গের আশ্রিত বলিয়া যেমন যজমান তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারে না, সেইরূপ এখানেও কর্মাঙ্গ-আশ্রিত উপাসনায় যজমানের অধিকার সম্ভব হয় না। কারণ, কর্মাঙ্গ দোহনাদি স্থলে (ঋত্বিক্-বিশেষ কর্ত্তৃক) যে চরু সম্পাদনের জন্য গো দোহন অধ্যর্যুর কর্ত্তব্য সেই গো-দোহন কার্যটি অন্যের পক্ষে সম্পাদন করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। অথচ এখানে (উদ্গীথ-উপাসনাস্থলে) উদ্গাতা-উদ্গীথাদি ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের কর্ত্তা হইলেও সেই উদ্গীথ প্রভৃতিকে যে রসতমাদিভাবে চিন্তা করা, তাহাতো যজমান দ্বারা অনায়াসেই সম্পাদিত হইতে পারে ॥৩।৪।৪৪

ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

এই অভিমতে উত্তরে বলা হইতেছে বর্ত্তমান সূত্র—'আর্ত্বিজ্যম্' ইত্যাদি বাক্য। (এটি সিদ্ধান্ত পক্ষ।)

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥৩।৪।৪৫

অন্বয়ার্থঃ আর্ত্বিজ্যম্—(অঙ্গের সহিত যজ্ঞ সম্পাদন) ঋত্বিকের বা পুরোহিতের কর্ম; ইতি ঔড়ুলোমিঃ—ঔড়ুলোমি নামক আচার্য ইহা মনে করেন; তস্মৈ—(যেহেতু) এই কর্ম সম্পাদনের জন্য; হি পরিক্রীয়তে—নিশ্চয়ই এই ঋত্বিক্ বা পুরোহিতকে যজমান ক্রয় করিয়া থাকেন।

---

* রসতমাদিত্বানুসন্ধান — পাঠভেদ।

সরলার্থঃ ঔড়ুলোমি নামক আচার্য মনে করেন যে অঙ্গের সহিত যজ্ঞ সম্পাদন ঋত্বিক বা পুরোহিতের কর্ম। কারণ, এই কর্ম সম্পাদনের জন্য নিশ্চয়ই ঋত্বিক্ বা পুরোহিতকে যজমান ক্রয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তাহাকে দক্ষিণা প্রভৃতি দান করিয়া থাকেন। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠান যখন ঋত্বিকেরই করণীয় তখন যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথ উপাসনাদিও সেই ঋত্বিক্ বা পুরোহিতেরই সম্পাদনীয়, যজমানের নহে।

[সিদ্ধান্তঃ]

মূল

আর্ত্বিজ্যম্—ঋত্বিজঃ কর্মোদ্‌গীথাদ্যুপাসনম্, ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্যো মন্যতে; কুতঃ? তস্মৈ হি—প্রয়োজনায় ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে; ফলসাধনভূতস্য সাঙ্গস্য ক্রতোরুপাদানায়েত্যর্থঃ। কর্মবিধিষু "ঋত্বিজো বৃণীতে" (যজুঃ ৬।৩।৭) "ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাং দদাতি" ইতি ঋত্বিক্‌কর্তৃকত্বশাস্ত্রেণ ফলসাধনভূতং সাঙ্গং কর্ম ঋত্বিগ্‌ভিরনুষ্ঠেয়মিত্যবগম্যতে; তদন্তর্গতানি কায়িকানি মানসানি চ কর্মাণি ঋত্বিক্কর্তৃকাণ্যেব; ন চ শক্ত্যশক্তী তস্য নিবন্ধনম্।

যদ্যপ্যুদ্‌গীথাদ্যুপাসনং পুরুষার্থঃ, তথাপি ক্রত্বধিকৃতাধিকারত্বাৎ ক্রতোশ্চ সাঙ্গস্য ঋত্বিক্কর্তৃকত্বাৎ, "যদেব বিদ্যয়া করোতি……তদেব

অনুবাদ

ঔড়ুলোমি আচার্য মনে করেন যে, উদ্‌গীথ উপাসনা আর্ত্বিজ্য (ঋত্বিকেরই কর্ম), যজমানের নহে; কারণ, সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই অর্থাৎ ফলসিদ্ধির উপায়রূপী কর্মের সাঙ্গত্ব সম্পাদনের জন্যই যজমান ঋত্বিক্‌কে ক্রয় করিয়া থাকেন। কর্মকাণ্ডোক্ত—'ঋত্বিক্‌গণকে বরণ করে' 'ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণা প্রদান করে' ইত্যাদি বাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, ফলসাধক কর্ম এবং কর্মাঙ্গ সমুদয় ঋত্বিকগণের অনুষ্ঠেয়। সুতরাং এই সম্পর্কীয় কায়িক ও মানসিক যে সব কর্ম আছে, ঋত্বিক্‌ই সে সমুদয়ের কর্তা (কিন্তু যজমান নহে)। শক্তির সদ্ভাব বা অসদ্ভাব যে ঐ কর্তৃত্বের প্রযোজক তাহা হইতে পারে না।

যদিও উদ্‌গীথাদির উপাসনা পুরুষার্থসাধক হউক, তথাপি উহা যখন ক্রতু-অধিকৃতাধিকৃত (অর্থাৎ ক্রতুতে যাহাদের অধিকার, উদ্‌গীথ-উপাসনাতেও তাহাদেরই অধিকার), প্রধানভূত ক্রতু যখন ঋত্বিকের অনুষ্ঠেয়, 'বিদ্যাসহকারে

বীর্যবত্তরম্" (ছান্দো ১।১।১০) ইতি ঋত্বিক্কর্তৃকক্রিয়োপযোগিত্বেন বিদ্যায়াস্তদেককর্তৃকত্বশ্রবণাৎ ঋত্বিক্কর্তৃকাণ্যেতানি; দহরাদিষূপাসনেষু ঋত্বিক্কর্তৃকত্বাশ্রবণাৎ, "শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি" (পূর্ব-মীমাঃ ৩।৭।১৮) ইতি ন্যায়াচ্চ ফলিকর্তৃকত্বমেব ॥৩।৪।৪৫

যাহা করে তাহাই বীর্যবত্তর হয়', এই শ্রুতিবাক্যে যখন ঐরূপ উপাসনাকে ক্রতুরই উপযোগী বা উপকারসাধক বলিয়া ক্রতুর কর্ত্তাকেই উহার কর্ত্তারূপে নির্দেশ করিয়াছেন এবং দহরাদি উপাসনায়ও যখন ঋত্বিকেরই কর্তৃত্বের নির্দেশ রহিয়াছে, তখন ক্রতুর কর্ত্তা যে ঋত্বিক্ তিনিই উহার কর্ত্তা (যজমান নহে)। বিশেষতঃ 'শাস্ত্রোক্ত ফল-প্রয়োগ কর্ত্তাতেই (কর্মানুষ্ঠাতাতেই) হয়', এই নিয়ম হইতেও জানা যায় যে, ফলভাগী ঋত্বিকেরই (উদ্গীথাদি) উপাসনার কর্তৃত্ব, (যজমানের নহে) ॥৩।৪।৪৫

একাদশ—স্বামী-অধিকরণ সমাপ্ত।

১২—সহকার্যন্তরবিধ্যধিকরণম্* (সূত্র ৪৬—৪৮)

সহকার্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥৩।৪।৪৬

অন্বয়ার্থ ঃ তদ্বতঃ—ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনকারিদিগের পক্ষে; সহকার্যন্তরবিধিঃ—('মৌনবৃত্তি' হইতেছে) সহকারী উপায়দিগের অন্যতম; বিধি-আদিবৎ—যজ্ঞ-দান, শ্রবণ-মননরূপ বিধির ন্যায়; তৃতীয়ং—বৃহদারণ্যকোক্ত 'পাণ্ডিত্য' এবং 'বাল্য' শব্দের পরে তৃতীয় শব্দরূপে 'মৌন' শব্দটির বিধান আছে। পক্ষেণ—যেহেতু প্রকৃষ্ট মননশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে (মুনি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—বিদ্যার্থীদিগের সম্বন্ধে কথিত মৌন—'অথ মুনিঃ' এই শ্রুতি কথিত মৌন; (২) সংশয়—কথিত এই মৌনটি কি বিধি, অথবা অনুবাদ মাত্র? (৩) পূর্বপক্ষ ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নহে; (৪) উত্তর—না, ইহা বিধিই বটে, অনুবাদ নহে, কারণ অন্যত্র কোথাও ইহার বিধান দৃষ্ট হয় না; (৫) নির্ণয়—সুতরাং অপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুবাদ হইতে পারে না।

সরলার্থ ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া বাল্যের ন্যায় সরলতা-যুক্ত হইয়া এবং পাণ্ডিত্যের জন্য বীতস্পৃহ হইয়া মুনি অর্থাৎ মননশীল হইবেন। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্বান্ অর্থাৎ বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির বিদ্যাসিদ্ধির জন্য যজ্ঞাদি বিধি এবং শ্রবণ মননাদি বিধির ন্যায় মৌনবৃত্তিও অপর একটি সহকারী সাধন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের পাণ্ডিত্য বাল্য এবং মৌন—এই তিনটি সাধনই পৃথক্‌ভাবে বিদ্যাসিদ্ধির সহকারীরূপে সিদ্ধ হইতেছে।

মূল

"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিঃ" (বৃহদা ৩।৫।১) ইত্যত্র বাল্য-পাণ্ডিত্যবৎ মৌনমপি বিধীয়তে? উতানুদ্যতে? ইতি বিশয়ে—মৌন-পাণ্ডিত্যশব্দয়োঃ জ্ঞানার্থত্বাৎ, "পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য" (বৃহঃ ৩।৫।১) ইতি বিহিতমেব জ্ঞানম্ 'অথ মুনিঃ' ইত্যনুদ্যতে; বিধিশব্দো ন হ্যত্র শ্রূয়ত ইতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

[সিদ্ধান্তঃ]

সহকার্যন্তরবিধিঃ—ইতি। তদ্বতঃ বিদ্যাবতঃ; বিধ্যাদিবৎ—বিধীয়তে ইতি যজ্ঞাদিঃ সর্বাশ্রমধর্মঃ শমদমাদিশ্চ বিধিশব্দেনোচ্যতে;

অনুবাদ

'অতএব, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্যে ব্যুৎপন্ন হইয়া (বীতস্পৃহ হইয়া) বাল্যে অবস্থান করিবেন, তাহার পর বাল্য ও পাণ্ডিত্য উভয়ই অধিগত হইয়া মুনি (মননশীল) হইবেন', এস্থলে বাল্য ও পাণ্ডিত্যের যেরূপ বিধান, সেইরূপ মৌনেরও বিধান কিনা? এইরূপ সংশয়ে মনে হইতেছে যে, মৌন ও পাণ্ডিত্য উভয় শব্দের অর্থ যখন জ্ঞান, তখন 'পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য' কথায় যে জ্ঞান বিহিত হইয়াছে, 'অথ মুনিঃ' কথায় সেই জ্ঞানেরই কেবল অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র; পুনরায়, এখানে বিধিবোধক কোন শব্দও নাই, (অথ মুনিঃ)—এই শব্দটি মাত্র আছে। এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে বর্ত্তমান সূত্র 'সহকার্যন্তরবিধিঃ' ইত্যাদি।

(সিদ্ধান্ত—) তদ্‌বানের — বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির যজ্ঞাদি বিধির ন্যায় এখানে নিশ্চয়ই 'মৌনেরও' বিধান শ্রুত হয়। 'বিধ্যাদিবৎ' এই 'বিধি' শব্দের অর্থ—যাহা বিহিত হয়। সুতরাং সমস্ত 'বিধি' শব্দে সমস্ত আশ্রম-ধর্ম এবং শমদমাদি সাধনসমুদয়ও বুঝাইতেছে। 'আদি' শব্দে — শ্রবণ ও মনন

আদিশব্দেন শ্রবণ-মননে গৃহ্যেতে। সহকার্যন্তরবিধিরিত্যত্রাপি বিধীয়ত ইতি বিধিঃ, সহকার্যন্তরং বিধিশ্চেতি সহকার্যন্তরবিধিঃ; এতদুক্তং ভবতি—যথা "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন" (বৃহঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিনা "শান্তো দান্তঃ" (বৃহঃ ৪।৪।২৩) ইত্যাদিনা চ সহকারী যজ্ঞাদিঃ শমদমাদিশ্চ বিধীয়তে; যথা চ "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" (বৃহঃ ২।৪।৫) ইতি শ্রবণ-মননে চার্থপ্রাপ্তে বিদ্যা-সহকারিত্বেন গৃহ্যেতে; তথা "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য" (বৃহঃ ৩।৫।১) ইত্যাদিনা পাণ্ডিত্যম্, বাল্যম্, মৌনমিতি ত্রিতয়ং বিদ্যায়াঃ সহকার্যন্তরং বিধীয়তে ইতি।

মৌনং চ পাণ্ডিত্যাদর্থান্তরমিত্যাহ—পক্ষেণেতি। মুনিশব্দস্য পক্ষেণ প্রকৃষ্টমননশীলে ব্যাসাদৌ প্রয়োগদর্শনাৎ মৌনং পাণ্ডিত্য-বাল্যয়োর্দ্বয়োস্তৃতীয়ম্। যদ্যপি "অথ মুনিঃ" (বৃহঃ ৩।৫।১) ইত্যত্র বিধিপ্রত্যয়ো ন শ্রূয়তে; তথাপি মৌনস্যাপ্রাপ্তত্বাৎ বিধেয়ত্বমঙ্গী-করণীয়ম্—অথ মুনিঃ স্যাৎ—ইতি। ইদং চ মৌনং শ্রবণ-প্রতিষ্ঠার্থাৎ

গৃহীত হইতেছে। 'সহকারী-অন্তরবিধি'—এই স্থলেও 'বিধি' অর্থে বিধির বিষয়। 'সহকারী-অন্তর-বিধি' সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হইবে—যাহা বিধি-বিহিত স্বতন্ত্র একটি সাধন। এই কথা বলা হইতেছে যে, 'ব্রাহ্মণগণ বেদবিহিত যজ্ঞ ও দানের দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিবে' ইত্যাদি বাক্যে এবং 'শান্ত ও দান্ত হইয়া' ইত্যাদি বাক্যে যেমন সহকারীরূপে যজ্ঞ ও ক্রিয়া এবং শমদমাদিও বিহিত হইয়াছে, এবং 'শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ' ইত্যাদি বাক্যে যেরূপ শ্রবণ ও মনন বিহিত আছে, সেইরূপ 'তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য' ইত্যাদি বাক্যেও পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌন—এই তিনটি সাধনই পৃথক্‌ভাবে সহকারীরূপে বিহিত হইতেছে। উক্ত শ্রুতির মৌন ও পাণ্ডিত্য যে একই পদার্থ নহে, কিন্তু স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা প্রতিপাদনের জন্য বলিতেছেন—'পক্ষেণ' ইত্যাদি। উত্তমরূপে মননশীল (ধ্যাননিষ্ঠ) ব্যাস প্রভৃতি ঋষিতেও মুনি শব্দের পাক্ষিক ('পক্ষ'রূপে) প্রয়োগ দেখিয়াও বুঝা যায় যে, এই 'মৌন' কেবল তূষ্ণীভাব নহে পরন্তু ইহা হইতেছে—বাল্য ও পাণ্ডিত্য, এই দুটির তুলনায় তৃতীয় স্বতন্ত্র একটি সাধন। যদিও 'অথ মুনিঃ' শব্দে বিধি-প্রত্যয়ের উল্লেখ দেখা যাইতেছে না বটে, তথাপি অন্যত্র কোথাও মৌনের বিধি না থাকায় এই বাক্যেই 'মুনিঃ স্যাৎ' এইরূপ বিধি-কল্পনা করিতে হইবে। 'শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ' এই বাক্যে

মননাদর্থান্তরভূতম্ উপাসনালম্বনস্য পুনঃ পুনঃ সংশীলনং তদ্ভাবনা-রূপম্।

তদেবং বাক্যার্থঃ — ব্রাহ্মণঃ—বিদ্যাবান্ ; পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য—উপাস্যং ব্রহ্মতত্ত্বং পরিশুদ্ধং পরিপূর্ণং চ বিদিত্বা, শ্রবণ-মননাভ্যাম-প্রাপ্তং বেদনং প্রতিলভ্যেত্যর্থঃ ; তচ্চ ভগবদ্ভক্তিসহকৃত-সত্ত্ববিবৃদ্ধি-কৃতম্ ; যথোক্তম্—'নাহং বেদৈঃ' ইত্যারভ্য—'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ··· জ্ঞাতুম্' (গীতা ১১।৫৩,৫৪) ইতি। শ্রুতিশ্চ—"যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" (শ্বেতাঃ ৬।২৩), "নায়মাত্মা প্রবচনেন" (কঠঃ ১।২।২৩) ইত্যাদিকা। 'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ' বাল্যস্বরূপং চানন্তরমেব বক্ষ্যতে ; "বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনি স্যাৎ"—বাল্য-পাণ্ডিত্যে যথাবদুপাদায় পরিশুদ্ধে পরিপূর্ণে ব্রহ্মণি মননশীলো ভবেৎ—নিদিধ্যাসন-রূপবিদ্যা-

---

শ্রুত-অর্থের ধারণা করার জন্য যে, (বিধি-প্রত্যয়যুক্ত) মননের বিধান আছে, এই মনন তাহা হইতে পৃথক্ ; এই মনন হইতেছে—উপাসনার অবলম্বন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চিন্তাধারারূপী সেই উপাস্য পদার্থেরই ভাবনাত্মক।

(অতএব, এই 'মৌন' শব্দে বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ন্যায় বিদ্যার সহকারী তৃতীয় সাধন রূপের বিধান বলিয়া বিধি-বাক্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।)

অতএব, 'বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিঃ' বাক্যে এই অর্থই পর্যবসিত হইতেছে যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য অর্থাৎ বিদ্যা লাভ করিয়া, উপাসনার দ্বারা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া শ্রবণ-মননের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনজাত বেদন (উপাসনালব্ধ) জ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন। সেই বেদনও আবার ভগবদ্বিষয়ক ভক্তিপ্রসূত সত্ত্বগুণের সমুৎকর্ষ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ভগবানও এই কথা বলিয়াছেন—'আমি বেদ ও তপস্যার দ্বারা লভ্য হই না' এই হইতে আরম্ভ করিয়া পরে বলিয়াছেন যে 'কিন্তু আমি একমাত্র অনন্য ভক্তির দ্বারা লভ্য হইয়া থাকি' ইত্যাদি। এই প্রকার শ্রুতিও আছে—'দেবতার প্রতি যাহার পরাভক্তি থাকে', 'কেবল শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না' ইত্যাদি। 'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ', এই 'বাল্য' শব্দগত বাল্যের স্বরূপটি অব্যবহিত পরেই বলা হইবে। 'বাল্য ও পাণ্ডিত্য সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া অনন্তর মুনি হইবেন'। ইহার অর্থ এইরূপ—যথাযথ-রূপে বাল্য ও পাণ্ডিত্য অধিগত হইয়া নিদিধ্যাসনরূপ বিদ্যালাভের জন্য বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মবিষয়ে মননশীল বা চিন্তাপরায়ণ হইবে। এই প্রকারে, বাল্য

বাপ্তয়ে। এবমেব ত্রিতয়োপাদানেন লব্ধবিদ্যো ভবতীত্যাহ—"অমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ" (বৃহঃ ৩।৫।১) ইতি। অমৌনং মৌনেতর-সহকারিকলাপঃ; তং চ মৌনং চ যথাবদুপাদদানো বিদ্যাকাষ্ঠাং তদেকনিষ্পাদ্যাং লভেতেত্যর্থঃ। "স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ" (বৃহঃ ৩।৫।১) ইতি উক্তাদুপায়াৎ কিমন্যোঽপ্যুপায়োঽস্তীতি পৃষ্টে 'যেন স্যাৎ, তেনেদৃশ এব' ইতি — যেন মৌনপর্যন্তেন ব্রাহ্মণঃ স্যাদিত্যুক্তম্, তেনৈবেদৃশঃ স্যাৎ, ন কেনাপ্যন্যেনোপায়েনেতি পরিহৃতম্। অতঃ সর্বেষাশ্রমেষু স্থিতস্য বিদুষো যজ্ঞাদি-স্বাশ্রমধর্মবৎ পাণ্ডিত্যাদিকং মৌন-তৃতীয়ং বিদ্যায়াঃ সহকার্যন্তরং বিধীয়তে।

॥৩।৪।৪৬

পাণ্ডিত্য ও মৌন, এই তিনটির অনুশীলন করিলেই প্রকৃতপক্ষে আত্মবিদ্যা অধিগত হয়; এই কথাই 'অতঃপর, অমৌন ও মৌন, উভয়ই অধিগত হইয়া, তাহার পর ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) হইবেন' এই বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। 'অমৌন' শব্দে—মৌনাতিরিক্ত যাহা কিছু সহকারী সাধন আছে সেই সমস্তই বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি উক্ত মৌন ও অমৌন যথাযথরূপে গ্রহণ করে সে ব্যক্তি ভগবন্নিষ্ঠাত্মক বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতঃপর 'সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আর কিরূপে থাকিবেন?' অর্থাৎ যে তিনটি উপায় কথিত হইল, তদতিরিক্ত অন্য কোনও উপায় গ্রহণ করিতে হইবে কি না? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর, তদুত্তরে বলিলেন—'যেন স্যাৎ, তেন ঈদৃশ এব' অর্থাৎ মৌন পর্যন্ত যে সমস্ত সাধনের সাহায্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে, কেবল সেই সমস্ত সাধনের সাহায্যেই ঈদৃশ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) হইবেন, অপর কোন উপায়ে নহে, এইরূপে সাধনান্তর সদ্ভাবের আশঙ্কাও নিবারিত হইয়াছে। অতএব, বিদ্বান পুরুষ যে কোন আশ্রমে অবস্থিত থাকুন না কেন, তাহাদের সম্বন্ধে আশ্রমোচিত যজ্ঞাদির ন্যায় বাল্য ও পাণ্ডিত্য এবং তদপেক্ষা তৃতীয় মৌন, এই সাধনগুলিরও অনুষ্ঠানের বিধান দেওয়া হইয়াছে ॥৩।৪।৪৬

অথ স্যাৎ—যদি সর্বেষাশ্রমেষু স্থিতানাং বিদুষাং তত্তদাশ্রম-ধর্মসহকারিণী মৌনতৃতীয়সচিবা বিদ্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনমুচ্যতে; কথং

(এইরূপ সিদ্ধান্তে) আপত্তি হইতেছে যে, যদি সমস্ত আশ্রমস্থিত বিদ্বানের সম্বন্ধেই সেই সেই আশ্রম-ধর্মের সহিত বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌন সমন্বিত বিদ্যাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলা হয়, তাহা হইলে ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত

তর্হি ছান্দোগ্যে "অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে" (ছাঃ ৮।১৫।১) ইত্যারভ্য "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইতি যাবদায়ুষং গার্হস্থ্য-ধর্মেণ স্থিতিদর্শনমুপপদ্যতে ? অত আহ—

'সমাবর্ত্তনের পর পবিত্র গৃহাশ্রমে প্রবেশপূর্বক পবিত্র স্থানে' — এই হইতে আরম্ভ করিয়া, 'গৃহপ্রবিষ্ট সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া আয়ুশেষে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসেন না' এই পর্যন্ত বাক্যে যে গৃহস্থাশ্রমের কথা বলা আছে, তাহা উপপন্ন হয় কি প্রকারে ?

এই শঙ্কা নিবারণে বর্ত্তমান সূত্রটি বলা হইতেছে — 'কৃৎস্নভাবাত্তু'।

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥৩।৪।৪৭

অন্বয়ার্থ ঃ কৃৎস্নভাবাৎ—চারিটি আশ্রমেই ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনের অধিকার থাকায় ; তু—কিন্তু ; গৃহিণা—(ছান্দোগ্যোক্ত শ্রুতিবাক্যে) গৃহস্থের বিদ্যা-অধিকারের উল্লেখ ; উপসংহারঃ—সর্ব আশ্রমের অধিকারের উপসংহাররূপ।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি ; কৃৎস্নভাবাৎ — কৃৎস্নেষু ভাবাৎ, কৃৎস্নেষ্বাশ্রমেষু বিদ্যায়াঃ সদ্ভাবাৎ গৃহিণোঽপ্যস্তীতি তেনোপসংহারঃ ; তস্মাৎ সর্বাশ্রমধর্মপ্রদর্শনার্থো গৃহিণোপসংহার ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩।৪।৪৭

অনুবাদ

সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডনার্থ প্রযুক্ত। সমস্ত আশ্রমীরই বিদ্যানুশীলনে অধিকার আছে। সুতরাং গৃহস্থেরও আছে। এইজন্যই ছান্দোগ্য উপনিষদে কেবল গৃহস্থ দ্বারা প্রকরণের উপসংহার করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক আশ্রমীর উল্লেখ না করিয়া উদাহরণস্বরূপ কেবল গৃহস্থাশ্রমীরই উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। উহা হইতেই অন্যান্য আশ্রমীর সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে ॥৩।৪।৪৭

তথৈতস্মিন্নপি বাক্যে "ব্রাহ্মণঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরতি" (বৃহঃ ৩।৫।১) ইতি পারিব্রাজ্যৈকান্তধর্মং প্রতিপাদ্য "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য" ইত্যাদিনা পারিব্রাজ্যধর্মাস্থিতহেতুক-মৌনতৃতীয়-সহকারিবিধানং প্রদর্শনার্থমিত্যাহ—

উল্লিখিত বাক্যের ন্যায় এখানেও বুঝিতে হইবে যে, "ব্রাহ্মণ পুত্রাভিলাষ, ধনাভিলাষ এবং স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তির অভিলাষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ ঐ ত্রিবিধ কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্যা করিবেন"। এখানে সন্ন্যাস-আশ্রমের অব্যভিচারী-ধর্ম ভিক্ষাচর্যার উপদেশ করিয়া তাহার পর 'তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যম্' ইত্যাদি বাক্যে পারিব্রাজ্য ধর্মরক্ষার মূলীভূত বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌন—এই ত্রিবিধ বিদ্যাসহকারী কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও কেবল উদাহরণ মাত্র। এই উক্তি হইতেই অপরাপর সাধনেরও উপাদেয়তা বুঝিয়া লইতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান সূত্র কথিত হইতেছে—'মৌনবৎ' ইত্যাদি বাক্য।

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥৩।৪।৪৮

অন্বয়ার্থঃ মৌনবৎ—(বিদ্যার সহকারীরূপে সন্ন্যাস-আশ্রমে) যেমন মৌনবৃত্তির উপদেশ আছে; ইতরেষাম্ অপি — সেইরূপ অপর তিনটি আশ্রমেরও (যজ্ঞাদি কর্ম বিদ্যার সহকারীরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে); উপদেশাৎ — যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

সর্বৈষণাবিনির্মুক্তস্য ভিক্ষাচরণপূর্বক-মৌনোপদেশঃ সর্বেষামাশ্রমধর্মাণাং প্রদর্শনার্থঃ। কুতঃ? এবংবিধমৌনোপদেশবদিতরেষামাশ্রমিণামপি "ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ" (ছান্দো ২।২৩।১) ইত্যারভ্য "ব্রহ্মসংস্থোঽ-

---

অনুবাদ

সর্ববিধ বাসনাবিহীন একমাত্র সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই ভিক্ষাচরণ ও মৌনব্রতাচরণের যে উপদেশ, বুঝিতে হইবে যে তাহা অপরাপর সমস্ত আশ্রমধর্মের কর্ত্তব্যতা প্রদর্শনের নিদর্শন মাত্র; কারণ 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া

মৃতত্বমেতি" ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপদেশাৎ। উপপাদিতশ্চ পূর্বমেব ব্রহ্ম-সংস্থশব্দঃ সর্বাশ্রমিসাধারণ ইতি। অতঃ সুষ্ঠূক্তং যজ্ঞাদি-সর্বাশ্রম-ধর্মবৎ মৌনতৃতীয়ঃ পাণ্ডিত্যাদিবিদ্যাসহকারিত্বেন বিধীয়ত ইতি।

॥৩।৪।৪৮

'ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি' পর্যন্ত বাক্যে ঈদৃশ মৌনবিধির ন্যায় অপরাপর যে সমস্ত আশ্রমধর্ম আছে, সেই সমুদয়কেও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে। আর 'ব্রহ্মসংস্থ' শব্দটি যে সাধারণতঃ সর্বাশ্রমীরই বোধক, তাহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, আশ্রমানুযায়ী যজ্ঞাদি সমস্ত ধর্মের ন্যায় বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌনকেও যে বিদ্যার সহকারী কারণরূপে বিহিত বলা হইয়াছে, সে কথা বলা সঙ্গতই হইয়াছে ॥৩।৪।৪৮

দ্বাদশ—সহকারী-অন্তরবিধি-অধিকরণ সমাপ্ত।

১৩—অনাবিষ্কারাধিকরণম্* (সূত্র ৪৯)

অনাবিষ্কুর্বন্নন্বয়াৎ ॥৩।৪।৪৯

অন্বয়ার্থ : অনাবিষ্কুর্বন্—নিজের মহিমা প্রকাশ না করিয়া; অন্বয়াৎ—যেহেতু এই গুণের সহিত বিদ্যার নিয়ত সম্বন্ধ।

সরলার্থ : 'বাল্য' শব্দে দম্ভাদিরাহিত্য গুণেরই সম্বন্ধ বুঝাইতেছে, যেহেতু এই গুণের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

মূল

"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইত্যত্র

অনুবাদ

"সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য শেষ করিয়া বাল্যে বালভাবে

---

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ' শ্রুতির 'বাল্য' শব্দের অর্থ। (২) সংশয়—'বাল্য' মানে কি বালকের ন্যায় যথেচ্ছাচারিতা? অথবা বালকের ন্যায় দম্ভাদিরাহিত্য? (৩) পূর্বপক্ষ—এখানে যখন বিশেষভাবে কোন নির্দেশ নাই তখন বালকের সমস্ত কর্মই গ্রহণ করিতে হইবে। (৪) উত্তর—না, যথেচ্ছাচারিতা গ্রহণ করিতে হইবে না, পরন্তু দম্ভাদিরাহিত্যই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, বিদ্বানের পক্ষে যথেচ্ছাচারিতা শ্রুতি ও স্মৃতিতে নিষিদ্ধ আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব এস্থলে বালকের ন্যায় দম্ভ অহংকারাদিরহিত হইবে, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে।

বিদুষা বাল্যমুপাদেয়তয়া শ্রুতম্। বালস্য ভাবঃ কর্ম বা বাল্যম্; বালভাবস্য বয়োঽবস্থাবিশেষস্যানুপাদেয়ত্বাৎ কর্মৈবেহ গৃহ্যতে। তত্র কিং বালস্য কর্ম কামচারাদিকং সর্বং বিদুষোপাদেয়ম্? উত দম্ভাদিরহিতত্বমেব? ইতি বিশয়ে, বিশেষাভাবাৎ সর্বমুপাদেয়ম্; নিয়মশাস্ত্রাণি চ বিশেষবিধিনাঽনেন* বাধ্যন্ত ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ]

অনাবিষ্কুর্বন্নিতি। বালস্য যৎ স্বভাবানাবিষ্কাররূপং কর্ম, তৎ উপাদদানো বর্ত্তেত বিদ্বান্। কুতঃ? অন্বয়াৎ — তস্যৈবান্বয়াৎ। 'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ' ইত্যস্মিন্ বিধৌ তস্যৈব হি অন্বয়সম্ভবঃ; ইতরেষাং বিদ্যাবিরোধিত্বশ্রবণাৎ—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥" (কঠঃ ১।২।২৪)

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" (ছান্দো ৭।২৬।২) ইত্যাদিষু ॥৩।৪।৪৯

অবস্থান করিবেন", এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্বানের বাল-ভাব গ্রহণীয় বলিয়া শ্রুতির উপদেশ আছে। বাল্য মানে—বালকের স্বভাব অথবা কর্ম, উভয়ই হইতে পারে। তন্মধ্যে বয়সে বাল্যাবস্থার ভাব, এইরূপ বাল্যভাব যখন ইচ্ছামাত্রে সম্পাদন করা যাইতে পারে না তখন এ স্থলে 'বাল্য' শব্দে বালকের কর্মই গ্রহণ করিতে হইবে। এ স্থলে 'বাল্যাবস্থায় অবস্থান করিবে' এই বাক্যে বাল্যাবস্থার সমস্ত কর্মই গ্রহণ করিতে হইবে। আর, স্বেচ্ছাচারিতা-নিবারক যে সমস্ত নিয়ম শাস্ত্রে আছে, সেগুলিও এই বিশেষ বিধির দ্বারাই বাধিত হইয়া যাইবে।

এইরূপ অভিমতের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলা হইতেছে—'অনাবিষ্কুর্বন্' ইত্যাদি বাক্য।

বালকের যে স্বভাব অর্থাৎ নিজ দম্ভ প্রকাশ না করা রূপ কর্ম, বিদ্বান কেবল সেই স্বভাবযুক্ত কর্মটিই গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিবেন। কারণ, তাহার সহিতই সম্বন্ধ বা অন্বয় রহিয়াছে। কেন না, যে লোক দুশ্চরিত হইতে অবিরত নয় (অর্থাৎ বিরত), অশান্ত নয়, অসমাহিত নয় এবং অশান্তচিত্তও নয়, সেই লোকই প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা ইহাকে (পরম পুরুষকে) লাভ করে, 'আহারশুদ্ধিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়' ইত্যাদি শাস্ত্রেও বালকোচিত অন্য অন্য কর্মগুলি বিদ্যা-বিরোধী বলিয়া কথিত হওয়ায় 'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ' বাক্যেও কেবল সেই স্বমহিমার অপ্রকাশনরূপ কর্মেরই অন্বয় বা সম্বন্ধ লাভ অভিপ্রায়টি যুক্তিযুক্ত হয় ॥৩।৪।৪৯

ত্রয়োদশ—অনাবিষ্কারাধিকরণ সমাপ্ত।

---

* —বিশেষবিধানেন—পাঠভেদঃ।

১৪—ঐহিকাধিকরণম্* (সূত্র ৫০)

ঐহিকমপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।৫০

অন্বয়ার্থঃ ঐহিকম্—(স্বর্গাদি-প্রাপক বিদ্যার ফলসিদ্ধি) ইহকালেই হইয়া থাকে; অপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধেঃ—অনুষ্ঠিত কর্মের অপর কোন প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকিলে; তদ্দর্শনাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপই দেখা যায়।

সরলার্থঃ শ্রুতিতে আছে যে কর্মাঙ্গরূপ উদ্গীথাদি বিদ্যা কর্মসিদ্ধির প্রতিবন্ধক বিদূরিত করিয়া ফল প্রাপ্তির শক্তি বাড়াইয়া দেয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, স্বর্গাদি ফল লাভের জন্য যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের এবং তৎসিদ্ধিতে প্রতিবন্ধক থাকে। এইজন্য এই সূত্রে বলিতেছেন—অপর কোন বিশেষ কর্ম প্রতিবন্ধকরূপে না থাকিলে ইহকালে বিদ্যার পরক্ষণেই ফলসিদ্ধি হয়। অন্য প্রতিবন্ধক কর্ম থাকিলে এই প্রতিবন্ধক কর্মের ফলপ্রদান শেষ হইলে তৎপরে বিদ্যাজনিত স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়।

মূল

দ্বিবিধা বিদ্যা — অভ্যুদয়ফলা, মুক্তিফলা চ। তত্রাভ্যুদয়ফলা স্বসাধনভূতৈঃ পুণ্যকর্মভিঃ পুণ্যকর্মান্তরমেব উৎপাদয়তে? উতানন্তরম্, কালান্তরে বা? ইত্যনিয়ম ইতি সংশয়ঃ। পূর্বকৃতৈঃ পুণ্যকর্মভিহি

অনুবাদ

বিদ্যা (উপাসনা) সাধারণতঃ দুই প্রকার—একটির ফল—অভ্যুদয় স্বর্গাদি লাভ, আর অপরটির ফল—মুক্তি লাভ। এখন সংশয় এই যে, উভয় প্রকার উপাসনার মধ্যে অভ্যুদয়রূপ ফলসাধক বিদ্যা নিজের সাধনভূত পুণ্য কর্মের দ্বারা কি পুণ্য কর্মোদয়ের পরক্ষণেই উৎপন্ন হয়? অথবা পরক্ষণেও হয়, কালান্তরেও হয়? এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। প্রাক্তন পুণ্য কর্মের ফলে

---

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—অভ্যুদয় ফলসাধক বিদ্যার ফলোৎপত্তির কাল; (২) সংশয়—ঐ বিদ্যা ও তৎফল কি সাধনভূত কর্মনিষ্পত্তির পরক্ষণেই উৎপন্ন হয়? অথবা কালান্তরে উৎপন্ন হয়? (৩) পূর্বপক্ষ—কারণ উপস্থিত থাকিলে যখন কার্যোৎপত্তির বিলম্ব হওয়া উচিত নয়, তখন বিদ্যা সাধনরূপ কর্মের নিষ্পত্তির পরক্ষণেই ফল-নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। (৪) উত্তর—না, এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। যদি প্রতিবন্ধরূপ কোন প্রবল কর্ম না থাকে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই ফল-নিষ্পত্তি হয়, আর প্রতিবন্ধ থাকিলে বিলম্ব হয়। (৫) নির্ণয়—অতএব, বুঝিতে হইবে এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই।

বিদ্বান্ জায়তে ; যথোক্তং ভগবতা—"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন" (গীতা ৭।১৬) ইতি। সাধনে নির্বৃত্তে বিলম্বহেত্বভাবাদনন্তরমেব—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ]

ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—ইতি। ঐহিকম্—অভ্যুদয়ফলমুপাসনম্, অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে — অপ্রস্তুতে—প্রবলকর্মান্তরপ্রতিবন্ধেঽসত্যনন্তরম্, প্রতিবন্ধে সতি তদুত্তরকালম্ — ইত্যনিয়মঃ। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি প্রবলকর্মান্তরেণ কর্মফল-প্রতিবন্ধাভ্যুপগমঃ শ্রুতৌ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্যবত্তরম্" ইত্যুদ্গীথ-বিদ্যাযুক্তস্য কর্মণঃ ফলাপ্রতিবন্ধশ্রবণাৎ ॥৩।৪।৫০

যখন লোক বিদ্বান হয়, এবং ভগবানও যখন বলিয়াছেন যে 'হে, অর্জুন! সুকৃতিসম্পন্ন চতুর্বিধ লোক আমার ভজনা করে' ; বিশেষতঃ কারণ বিদ্যমান সত্ত্বেও যখন কার্যোৎপত্তির বিলম্বের কোন যুক্তি দেখা যায় না, তখন অব্যবহিত পরেই বিদ্যা-ফল উৎপন্ন হয়।

এইরূপ অভিমতের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্র কথিত হইতেছে—'ঐহিকম্ অপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে' ইত্যাদি বাক্য।

প্রবল কর্মান্তররূপ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান না থাকিলেই অভ্যুদয়জনক বিদ্যার ফল ইহলোকে হইয়া থাকে ; আর প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকিলে সেই প্রতিবন্ধক ক্ষয়ের পরে ফল হইয়া থাকে, সুতরাং এ বিষয় কোন নিয়ম নাই। কারণ, সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ; প্রবল কর্মের দ্বারা যে, তদপেক্ষা দুর্বল কর্ম প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা শ্রুতির অনুমোদিত ; শ্রুতি বলিতেছেন —'বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্ সহকারে যে কর্মই করা হয়, তাহাই অধিক বীর্যবান হইয়া থাকে'। এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, উদ্গীথ বিদ্যাযুক্ত কর্মের ফল অপর কোন (বাধাজনক) কর্মের দ্বারা প্রতিহত হয় না। (সুতরাং, এতাদৃশ বিদ্যাফলের কোনরূপ নিয়ম থাকিতে পারে না।) ॥৩।৪।৫০

চতুর্দশ—ঐহিকাধিকরণ সমাপ্ত।

— —

১৫—মুক্তিফলাধিকরণম্* (সূত্র ৫১)

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥ ৩।৪।৫১

অন্বয়ার্থঃ এবং—পূর্বোক্ত স্বর্গাদি ফলের ন্যায়; মুক্তিফল-অনিয়মঃ—মুক্তি-ফলের সম্বন্ধেও নিয়ম এক নহে; তদবস্থা-অবধৃতেঃ—যেহেতু এইরূপ ব্যবস্থা অবধারিত আছে; তদবস্থা-অবধৃতেঃ—এই শব্দটি অধ্যায় সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি।

সরলার্থঃ যে বিদ্যার ফল মুক্তি তাহা উপযুক্ত সাধনার দ্বারা ইহজন্মেই সিদ্ধ হইতে পারে। যদি প্রতিবন্ধক রূপ অন্য কোন কর্ম থাকে তবে সেই কর্মফল ভোগের অন্তে অন্য জন্মে এই বিদ্যার সিদ্ধি হইতে পারে। অতএব স্বর্গাদি অভ্যুদয়রূপ (পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন) ফলদায়ক বিদ্যার ন্যায় মুক্তিফলদায়ক বিদ্যাও যে ইহজন্মেই সিদ্ধ হইবে সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই।

মূল

মুক্তিফলস্যাপ্যুপাসনস্য স্বসাধনভূতৈরতিশয়িতকর্মভিরুৎপত্তৌ এবমেব কালানিয়মঃ, তস্যাপি পূর্ববৎ প্রতিবন্ধাভাব-প্রতিবন্ধ-সমাপ্তিরূপাবস্থাবগতেঃ—অত্রাপি তস্য হেতোঃ সমানত্বাদিত্যর্থঃ।

অনুবাদ

বিদ্যার সাধনরূপী সর্বোৎকৃষ্ট কর্মসমূহের দ্বারা মুক্তিসাধক বিদ্যার উৎপত্তি হইবার পর, তাহার ফলসম্বন্ধেও পূর্বোক্ত (স্বর্গাদি) অভ্যুদয়ফলক বিদ্যাফলেরই মত ফলগত কোন নিয়ম নাই; কারণ, স্বর্গাদি ফলের ন্যায় এই ফলের সম্বন্ধেও প্রতিবন্ধক অভাব ও প্রতিবন্ধক সমাপ্তিরূপ দুইটি অবস্থা অবধারিতই আছে। কারণ, এই প্রতিবন্ধক হেতুটি মুক্তি-ফলের পক্ষেও সমান।

---

* অধিকরণ তাৎপর্য—

(১) বিষয়—মুক্তি-ফলক বিদ্যা ও বিদ্যা-ফলক কাল। (২) সংশয়—বিদ্যা ও তৎফল কি সাধনসমূহ নিষ্পন্ন হইবার পরক্ষণেই হয়? অথবা কালান্তরে হয়? (৩) পূর্বপক্ষ—সাধন উপস্থিত থাকিলে কার্যোৎপত্তিতে বিলম্ব হওয়া অনুচিত; সুতরাং সাধন নিষ্পত্তির পরক্ষণেই ফল নিষ্পত্তি বা মুক্তিলাভ হওয়া উচিত; (৪) উত্তর—না, অভ্যুদয়-ফলক বিদ্যার ন্যায়, মুক্তি-ফলের সম্বন্ধেও কোন নিয়ম নাই—প্রতিবন্ধক থাকিলে বিলম্ব হয়; আর প্রতিবন্ধক না থাকিলে অবিলম্বে হয়। (৫) নির্ণয়—অতএব, মুক্তিলাভ ধ্রুব হইলেও তাহার কাল সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম নাই বুঝিতে হইবে।

সর্বেভ্যঃ কর্মভ্যো মুক্তিফল-বিদ্যাসাধনস্য কর্মণঃ প্রবলত্বাৎ প্রতিবন্ধাসম্ভব ইত্যধিকাশঙ্কা। তত্রাপি ব্রহ্মবিদপচারাণাং পূর্বকৃতানাং প্রবলানাং সম্ভবাৎ প্রতিবন্ধসম্ভব ইতি পরিহারঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়-পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥৩।৪।৫১

এখানে (মুক্তিফল লাভের বিষয়ে) যদি আশঙ্কা হয় যে, মুক্তিফলের সাধক বিদ্যা যে কর্ম হইতে উৎপন্ন হয় সেই কর্ম যখন অন্যান্য কর্ম অপেক্ষা প্রবল, তখন কোন কর্মই তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। এই অভিমত বিষয়ে মীমাংসা এই যে, সে সম্বন্ধেও ব্রহ্মবিদের পূর্বানুষ্ঠিত অপকারী প্রবল কর্ম দ্বারা বাধা হওয়া অসম্ভব হয় না (সেই জন্য এই সূত্রে অতিদেশ করা আবশ্যক হইয়াছে।) অধ্যায় সমাপ্তি জ্ঞাপনের জন্য সূত্রে 'তদবস্থাবধৃতেঃ' কথাটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩।৪।৫১

পঞ্চদশ—মুক্তিফলানিয়মাধিকরণ সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পাদ

১—আবৃত্ত্যধিকরণম্* (সূত্র ১, ২)

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥৪।১।১

অন্বয়ার্থ : (উপাসনার) আবৃত্তিঃ—বারবার অনুষ্ঠান (কর্ত্তব্য); অসকৃৎ উপদেশাৎ—বহুবার অনুষ্ঠানের উপদেশ হেতু।

সরলার্থ : মুক্তিলাভের উপায়রূপে উপদিষ্ট বেদনের বারংবারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ শ্রুতিতে চিন্তাপ্রবাহাত্মক ধ্যানস্বরূপ বেদনের বারংবার অনুষ্ঠানের উপদেশ রহিয়াছে।

মূল

তৃতীয়েঽধ্যায়ে সাধনৈঃ সহ বিদ্যা চিন্তিতা; অথেদানীং বিদ্যাস্বরূপবিশোধনপূর্বকং বিদ্যাফলং চিন্ত্যতে। তত্র "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈত্তি-আনঃ ১); "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বেতাঃ ৩।৮)

অনুবাদ

তৃতীয় অধ্যায়ে বিদ্যা ও তাহার সাধন সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। অতঃপর এই চতুর্থ অধ্যায়ে, বিদ্যার স্বরূপগত সংশয় ভঞ্জনপূর্বক বিদ্যা-ফল সম্বন্ধে চিন্তা করা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে সংশয় এই যে, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন', 'সেই পরম পুরুষকে অবগত হইয়া মৃত্যু-অতিক্রম করে',

---

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিত ব্রহ্ম-চিন্তা; (২) সংশয়—এই চিন্তা কি একবার মাত্র করিতে হয়? অথবা বারংবার করিতে হয়? (৩) পূর্বপক্ষ—একবার করিলেই যখন শাস্ত্রের উক্তি সিদ্ধ হইতে পারে (সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ), তখন আর বারংবার অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। (৪) উত্তর—না, এ কথা হইতে পারে না, শাস্ত্রে যখন বারংবার অনুশীলনের ব্যবস্থা আছে, তখন যতক্ষণে ব্রহ্মচিন্তার ফলোদয় না হয়, ততক্ষণই চিন্তা করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব, ব্রহ্মচিন্তা বারংবারই করিতে হয়, যতক্ষণ না ফললাভ হয়। একবার মাত্র করিয়া ব্রহ্মচিন্তায় বিরত হইলে চলিবে না।

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডকঃ ৩।২।৯) ; "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" (মুণ্ডকঃ ৩।১।৩) ইত্যাদিবেদান্তবাক্যেষু ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনতয়া বিহিতং বেদনং কিং সকৃৎ কৃতমেব শাস্ত্রার্থঃ, উত অসকৃদাবৃত্তমিতি সংশয়ঃ। কিং যুক্তম্? সকৃৎ কৃতমিতি ; 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' ইতি বেদনমাত্রস্যৈব বিধানাৎ অসকৃদাবৃত্তৌ প্রমাণাভাবাৎ। ন চাবঘাতাদিবৎ বেদনস্য ব্রহ্মাপরোক্ষ্যং প্রতি দৃষ্টোপায়ত্বাৎ যাবৎকার্যমাবৃত্তিরিতি শক্যং বক্তুম্ ; বেদনস্য দৃষ্টোপায়ত্বাভাবাৎ। জ্যোতিষ্টোমাদিকর্মাণি বেদান্তবিহিতং চ বেদনং পরমপুরুষারাধনরূপম্ ; আরাধিতাচ্চ

'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন', 'দ্রষ্টা যখন সুবর্ণবর্ণ (পরমাত্মাকে) দর্শন করে' ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে বেদনের (জ্ঞানের) বিধান আছে, একমাত্র সেই 'বেদন' লাভ করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়, অথবা বারংবার অনুশীলন করাই কি অভিপ্রায়? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? তদুত্তরে

পূর্বপক্ষ—

কথিত হইতেছে — একবার মাত্র বেদনের পক্ষই ঠিক। কারণ, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন' ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল বেদনেরই বিধান আছে, (কিন্তু কতবার করিতে হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই)। অধিকন্তু বারংবার জ্ঞানানুশীলন বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই। আর ধান্যাদির অবঘাত প্রভৃতি যেরূপ দৃষ্টোপায়—যতক্ষণ তুষাপনয়ন না হয় ততক্ষণই অবঘাত করিতে হয়, তদ্রূপ উক্ত 'বেদনও' ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি দৃষ্ট উপায়১ বলিয়া, যতক্ষণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলটি সম্পন্ন না হয় ততক্ষণই যে জ্ঞানানুশীলন করিতে হইবে তাহাতো বলিতে পারা যায় না, কারণ, বেদন তো দৃষ্ট-উপায় নহে। জ্যোতিষ্টোম যাগ প্রভৃতি কর্ম ও বেদান্ত-বিহিত জ্ঞান, উভয়েই পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক, আরাধিত পরমপুরুষ হইতেই ধর্ম অর্থ কাম

১—দৃষ্ট-উপায়—সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর সাধন-ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়—(১) দৃষ্ট-সাধন, (২) অদৃষ্ট-সাধন। তন্মধ্যে দৃষ্ট-সাধনের ফল সাধারণ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা যায়, আর অদৃষ্ট-সাধন সাধারণের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষীকৃত হয় না। অদৃষ্ট-সাধন ক্রিয়াগুলি পুণ্য সমুৎপাদনের দ্বারা ফলোৎপাদন করে, এই পুণ্য যেমন কাহারো প্রত্যক্ষীভূত হয় না তাহার ফলও তদ্রূপই। আবার স্বর্গাভিলাষীর কর্তব্য কর্ম 'অশ্বমেধ-যাগ' একটি অদৃষ্ট-সাধন বা অদৃষ্ট-ফল ক্রিয়া ; এই জাতীয় ক্রিয়াগুলি একবার মাত্রই অনুষ্ঠেয়, বারংবার অনুষ্ঠান করিতে হয় না। কিন্তু দৃষ্ট-সাধন 'ধান্য-অবঘাত' প্রভৃতির ন্যায়—যতক্ষণ তুষাপনয়ন না হয় ততক্ষণ অবঘাত করিতে হয়।

পরমপুরুষাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যপুরুষার্থাবাপ্তিরিতি হি "ফলমত উপপত্তেঃ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩৭) ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্। অতো জ্যোতিষ্টোমাদিবৎ যথাশব্দং সকৃৎ কৃতমেব শাস্ত্রার্থঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ]

আবৃত্তিরসকৃৎ — ইতি। অসকৃদাবৃত্তমেব বেদনং শাস্ত্রার্থঃ; কুতঃ? উপদেশাৎ — ধ্যানোপাসনপর্যায়েণ বেদনশব্দেনোপদেশাৎ। তৎপর্যায়ত্বং চ বিদ্ব্যুপাস্তি-ধ্যায়তীনাম্ একস্মিন্ বিষয়ে বেদনোপদেশপরবাক্যেষু প্রয়োগাদবগম্যতে। তথা হি—"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" (ছান্দো ৩।১৮।১) ইত্যুপাসনা উপক্রান্তোঽর্থঃ "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং বেদ" (ছান্দো ৩।১৮।৩) ইতি বিদিনোপসংহ্রিয়তে, তথা" যস্ত্বেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুক্তঃ" (ছান্দো ৪।১।৪) ইত্যুপক্রমে বিদিনোক্তং রৈক্কস্য জ্ঞানম্ "অনু ম এতাং ভগবো

ও মোক্ষ নামক চতুর্বিধ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এ কথা 'ফলমত উপপত্তেঃ' এই সূত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব বিধি অনুসারে জানা যায় যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের ন্যায় বেদনের অনুষ্ঠানও একবার মাত্র করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত, (বারংবার অনুষ্ঠেয় নহে)।

এইরূপ অভিমতের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলা হইতেছে—'আবৃত্তিরসকৃৎ' ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত পক্ষ

পুনঃ পুনঃ বেদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ, (একবার মাত্র অনুশীলন নহে); যেহেতু, ঐরূপই উপদেশ রহিয়াছে, অর্থাৎ ধ্যান ও উপাসনা প্রভৃতি সমানার্থবোধক বিভিন্ন শব্দে একই বেদনের উপদেশ করা হইয়াছে। ধ্যান উপাসনা প্রভৃতি শব্দগুলিও যে বেদনেরই সমানার্থক, তাহা বেদন-উপদেশক বাক্যসমূহ হইতে জানা যাইতেছে। যথা—'মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে' এই বাক্যের উপক্রমে, 'উপাসনা' শব্দে যে অর্থ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, 'যিনি এইরূপ জানেন (বেদন), তিনি কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা শোভা পান এবং তাপ দান করেন'। এখানে আবার, 'বেদন' (বেদ) শব্দে তাহারই উপসংহার করা হইতেছে। 'এইরূপ যিনি তাঁহাকে জানেন এবং তিনি যাঁহাকে জানেন, আমি তাহাকে ইহা বলিলাম', এখানে আবার উপক্রমে ('বিদ' ধাতু) 'বেদ' শব্দের দ্বারা 'রৈক্কের' জ্ঞানের

দেবতাং শাধি, যাং দেবতামুপাস্‌সে” (ছান্দো ৪।২।২) ইত্যুপাসিনোপসংহ্রিয়তে ; তথা “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” (তৈ-আনঃ ১।১) ইত্যাদিবাক্যসমানার্থেষু বাক্যেষু “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” (বৃহঃ ২।৪।৫) ; “ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ” (মুণ্ডকঃ ৩।১।৮) ইত্যাদিষু ধ্যায়তিনা বেদনমভিধীয়তে ; ধ্যানং চ চিন্তনম্ ; চিন্তনং চ স্মৃতিসন্ততিরূপম্, ন স্মৃতিমাত্রম্ ; উপাস্তিরপি তদেকার্থঃ, একাগ্রচিত্তবৃত্তিনৈরন্তর্যে প্রয়োগদর্শনাৎ ; তদুভয়ৈকার্থ্যাৎ অসকৃদাবৃত্তসন্ততস্মৃতিরিহ ‘ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’ “জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ” (শ্বেতাঃ ১।৮) ইত্যাদিষু বেদনাদিশব্দৈরভিধীয়তে ইতি নিশ্চীয়তে ॥৪।১।১

উল্লেখ করিয়া, ‘হে ভগবন্, আপনি যে দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, আমাকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন’, এই উপসংহার বাক্যে আবার উপাসনার্থক ‘উপাস্‌সে’ কথায় তাহারই প্রতি নির্দেশ করা হইতেছে। এই প্রকার ‘ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্’ ইত্যাদি বাক্যের সমানার্থক ‘অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে’, ‘ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া তাহার পর সেই নিষ্কল বস্তুকে দর্শন করেন’ ইত্যাদি বাক্যে আবার ধ্যানার্থক (নিদিধ্যাসিতব্যঃ ও ধ্যায়মানঃ) শব্দে সেই বেদনেরই উল্লেখ করা হইতেছে। ‘ধ্যান’ মানে চিন্তা, এই চিন্তা আবার স্মৃতির বিস্তৃতি বা স্মৃতিধারাস্বরূপ, কিন্তু কেবলই স্মৃতির স্বরূপ নহে। ‘উপাসনা’ অর্থও তাহাই, কেননা একাগ্রচিত্তে নিরন্তরভাবে উৎপন্ন বৃত্তিবিশেষেরও ‘উপাসনা’ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্যান ও উপাসনার মধ্যে পরস্পর অর্থগত সাম্য থাকায় অবধারিত হইতেছে যে, ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন’, ‘দেবকে (পরমাত্মাকে) অবগত হইয়া জীব সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়’, ইত্যাদি স্থলে ‘বেদন’ প্রভৃতি শব্দেও অবিচ্ছেদে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তমান স্মৃতিধারাই অভিহিত হইতেছে। (অতএব, জ্ঞানের আবৃত্তিই শাস্ত্রের অভিমত সিদ্ধান্ত) ॥৪।১।১

লিঙ্গাচ্চ ॥৪।১।২

অন্বয়ার্থঃ লিঙ্গাৎ চ—স্মৃতিবাক্য হইতেও (এইরূপ বুঝা যায়)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

লিঙ্গং—স্মৃতিঃ। স্মৃতেশ্চায়মর্থোঽবগম্যতে। স্মর্যতে হি মোক্ষ সাধনভূতং বেদনং স্মৃতিসন্ততিরূপম্—

"তদ্রূপ-প্রত্যয়ে চৈকা সন্ততিশ্চান্যনিঃস্পৃহা।
তৎ ধ্যানং প্রথমৈঃ ষড়্ভিরঙ্গৈর্নিষ্পাদ্যতে তথা॥"

(বি-পুঃ ৬।৭।৯১) ইতি। তস্মাদসকৃদাবৃত্তমেব বেদনং শাস্ত্রার্থঃ ॥৪।১।২

অনুবাদ

'লিঙ্গ' মানে—স্মৃতিবাক্য। স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও উক্ত প্রকার অর্থই অবধারিত হইতেছে। মোক্ষের সাধনস্বরূপ বেদন যে স্মৃতির ধারারূপী, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। যথা—'সেই ধ্যেয়বস্তুর আকার চিন্তায় নিমগ্ন-চিত্ত যে, সেই আকারেই চিন্তা-প্রবাহ এবং বিষয়ান্তরে স্পৃহার অভাব, তাহার নাম ধ্যান। তাহা প্রাথমিক ছয়টি অঙ্গের (ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি) দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে' ইত্যাদি। অতএব, পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত বেদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ ॥৪।১।২

প্রথম—আবৃত্তি-অধিকরণ সমাপ্ত।

২—আত্মত্বোপাসনাধিকরণম্* (সূত্র ৩)

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥৪।১।৩

অন্বয়ার্থঃ (উপাসনাকালে) তু—কিন্তু; আত্মা ইতি—(ব্রহ্মকে উপাসকের) আত্মারূপে (চিন্তা করিবে); উপগচ্ছন্তি—যেহেতু জীবাত্মা এবং ব্রহ্মের এইরূপ সম্বন্ধই স্বাভাবিক; গ্রাহয়ন্তি চ—শ্রুতিবাক্যও তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

*** অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—ব্রহ্মোপাসনা। (২) সংশয়—ব্রহ্মকে কি উপাসকের (জীবাত্মার) আত্মারূপে উপাসনা করিবে, অথবা ভিন্নরূপে? (৩) পূর্বপক্ষ—ভিন্নরূপে করাই কর্ত্তব্য, কারণ 'অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ' ইত্যাদি ভেদ-নির্দেশ রহিয়াছে। (৪) উত্তর—না, ভিন্নরূপ নহে, পরন্তু উপাসকের (নিজ আত্মার) আত্মারূপেই চিন্তা করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—ব্রহ্মোপাসনা স্থলে উপাসক নিজ আত্মার আত্মারূপে অর্থাৎ পরমাত্মারূপে অভিন্নভাবে ব্রহ্মের চিন্তা করিবেন। (ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত)।

সরলার্থঃ জীবাত্মা যেরূপ দেহের আত্মা ব্রহ্মও সেইরূপ জীবাত্মার আত্মা, এইজন্য উপাসনাকালে ব্রহ্মকে জীবের (দেহবিশিষ্ট জীবাত্মার) আত্মা এবং জীবকে ব্রহ্মের শরীর, এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। কারণ জীব এবং ব্রহ্মের এই শরীর-শরীরী সম্বন্ধই স্বাভাবিক। শ্রুতিও এইরূপ নির্দেশ দিতেছে — 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তঃ', অর্থাৎ যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থান করেন এবং আত্মারও আন্তরবস্তু।

মূল

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে- কিমুপাস্যং ব্রহ্মোপাসিতুরন্যত্বেনোপাস্যম্ ? উতোপাসিতুরাত্মত্বেন — ইতি। কিং যুক্তম্ ? অন্যত্বেনেতি। কুতঃ ? উপাসিতুঃ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরত্বাৎ ব্রহ্মণঃ। অর্থান্তরত্বং চ "অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২২) ; "অধিকোপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৮) ; "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" (ব্রহ্মসূত্র ১।১।১৭) ইত্যাদিষু উপপাদিতম্। যথাবস্থিতং চ ব্রহ্মোপাস্যম্ ; অযথোপাসনে হি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরপ্যযথাভূতা স্যাৎ—"যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" (ছাঃ ৩।১৪।১) ইতি ন্যায়াৎ ; অতোঽন্যত্বেনোপাস্যমিতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

অনুবাদ

এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে এই যে, উপাস্য ব্রহ্মকে কি উপাসক হইতে ভিন্ন বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে, অথবা উপাসকের আত্মা১ অভিন্নরূপেই উপাসনা করিতে হইবে ? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ?

পূর্বপক্ষ— ভিন্নত্ব পক্ষই। কারণ, ব্রহ্মবস্তুটি জীবাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধান্তই ইতিপূর্বেই 'অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ' এবং 'অধিকোপদেশাৎ' ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মের যাহা যথার্থ রূপ, সেই রূপেই তাঁহার চিন্তা করা উচিত। কারণ, উপাস্য বস্তুটিকে যদি অযথার্থভাবে চিন্তা করা হয় তাহা হইলে তো উপাসনার ফলও — ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিও নিশ্চয়ই অযথার্থ বা অসত্য হইবে। কারণ, শ্রুতি-কথিত যুক্তি হইতেছে এই যে, 'পুরুষ ইহলোকে যে ভাবে উপাসনা করেন, এখান হইতে প্রয়াণের পর সেই ভাবই প্রাপ্ত হন' ; অতএব, নিজ হইতে ভিন্নরূপেই উপাস্যের চিন্তা করিবে।

এই অভিমতের উত্তরে কথিত হইতেছে বর্ত্তমান সূত্র — 'আত্মেতি' ইত্যাদি বাক্য।

১—'উপাসকের আত্মা' বলিতে—উপাসককে দেহ ও জীবাত্মাবিশিষ্ট বস্তু বুঝিতে হয়। সুতরাং 'উপাসকের আত্মা' বলিতে বুঝিতে হইবে যে এই জীবাত্মারও আত্মা। পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাটিও সেই অর্থই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

[সিদ্ধান্তঃ]

আত্মেতি তু—ইতি। তু-শব্দোঽবধারণে; উপাসিতুরাত্মেত্যেবোপাস্যম্, উপাসিতা প্রত্যগাত্মা স্বশরীরস্য স্বয়ং যথা আত্মা, তথা স্বাত্মনোঽপি পরং ব্রহ্ম আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যর্থঃ। কুতঃ? এবং হি উপগচ্ছন্তি* পূর্বে উপাসিতারঃ, "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি" ইতি। উপাসিতুরর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম উপাসিতারঃ 'অহম্' ইতি কথমভ্যুপগচ্ছন্তীত্যত্রাহ—গ্রাহয়ন্তি চ—ইতি। ইমমর্থমবিরুদ্ধমুপাসিতৃন্ গ্রাহয়ন্তি শাস্ত্রাণি—তান্ প্রত্যুপপাদয়ন্তীত্যর্থঃ।

"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ" (বৃহঃ মাধ্য ৩।৭।২২) ইতি; তথা "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্" (ছান্দো ৬।৮।৪); "সর্বং খল্বিদং

সূত্রস্থ তু-শব্দটি অবধারণার্থক; উপাসকের (নিজ আত্মার) আত্মস্বরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে। অর্থাৎ উপাসক নিজে যেমন নিজ শরীরের আত্মা, তেমনি পরব্রহ্মকেও এই স্বীয় আত্মার আত্মারূপে উপাসনা করিবে। যেহেতু পূর্ববর্ত্তী উপাসকগণও এই ভাবনা লইয়া উপাসনা করিয়াছেন। যথা—"হে দেবতা, (এখানে 'দেবতা' অর্থ পরমব্রহ্ম) আমি হইতেছি 'তুমি' এবং তুমিও হইতেছ 'আমি"১ ইত্যাদি। আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যখন উপাসক হইতে পৃথক্ বস্তু, তখন উপাসক নিজেকে অহং বা ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করেন কিরূপে? তদুত্তরে কথিত হইতেছে—'গ্রাহয়ন্তি চ' ইত্যাদি। এই সিদ্ধান্তটি যে অপসিদ্ধান্ত নয়, শাস্ত্রও তাহা উপাসকগণকে বুঝাইয়া দিতেছেন বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা। যথা শাস্ত্র—"যিনি আত্মাতে অবস্থিত, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্ এবং আত্মা যাঁহাকে জানে না", "আত্মা যাঁহার শরীর এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মন করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা (পরমাত্মা)"। আবার এইরূপই, "হে সোম্য, জায়মান সমস্ত পদার্থই সৎ হইতে উৎপন্ন, সৎ-এ অবস্থিত এবং সৎ-এই বিলীন হইয়া থাকে, এ সমস্ত জগৎই এতদাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক",

সিদ্ধান্ত—

---

*—এবমভ্যুপগচ্ছন্তি — পাঠভেদঃ।

১—'আমি' হইতেছি তুমি, তুমি হইতেছ 'আমি' — এই ঐক্যভাবটি হইতেছে দেহ-আত্মভাবের ঐক্য, কিন্তু স্বরূপগত ঐক্য নহে।

ব্রহ্ম তজ্জলানিতি” (ছান্দো ৩।১৪।১) ইতি চ সর্বস্য চিদচিদ্বস্তুনঃ তজ্জত্বাৎ তল্লত্বাৎ তদনত্বাৎ তন্নিয়াম্যত্বাৎ তচ্ছরীরত্বাচ্চ সর্বস্যায়-মাত্মা ; অতঃ স ত আত্মা ; অতো যথা প্রত্যগাত্মনঃ স্বশরীরং প্রতি আত্মত্বাৎ ‘দেবোঽহং মনুষ্যোঽহম্’ ইত্যনুসন্ধানম্ ; তথা প্রত্যগাত্ম-নোঽপ্যাত্মত্বাৎ পরমাত্মনঃ ; তস্যাপি ‘অহম্’ ইত্যেবানুসন্ধানং যুক্ত-মিতি। এবং শাস্ত্রৈরুপপাদিতং সর্ববুদ্ধীনাং ব্রহ্মৈকনিষ্ঠত্বেন সর্ব-শব্দানাং ব্রহ্মৈকনিষ্ঠত্বমভ্যুপগচ্ছন্তঃ “ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে” ইতি ব্যতিকরেণ* উক্তবন্তঃ।

এবং চ “অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে—অন্যোঽসাবন্যোঽহম-স্মীতি, ন স বেদ” (বৃহঃ ১।৪।১০) “অকৃৎস্নো হ্যেষঃ, আত্মেত্যেবো-পাসীত” ; “সর্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ” (বৃহদা

‘এই সমস্তই ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে জাত, তাঁহা দ্বারা জীবিত এবং তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে’ ; এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যও বলিতেছেন যে, চেতনা-চেতনাত্মক এই সমস্ত জগৎই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতে বিলীন, তাঁহার দ্বারাই নিয়মিত বা পরিচালিত এবং তাঁহার শরীর ; অতএব, তিনি এই সর্বজগতের আত্মা ; সুতরাং তিনি তোমারও আত্মা। এইজন্যই এই প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা) যেমন স্বীয় শরীরের আত্মা বলিয়া ‘আমি দেবতা, আমি মনুষ্য’ ইত্যাদি আকারকেই নিজেকে চিন্তা করিয়া থাকে, সেইরূপই পরমাত্মাও প্রত্যক্-আত্মার আত্মস্বরূপ ; এই কারণেই ‘অহং’ ভাবেই পরমাত্মার চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত। (এইভাবে) একমাত্র ব্রহ্মেই সমস্ত চিন্তার পর্যবসান হয় বলিয়া, শাস্ত্রে তদ্বোধক সমস্ত শব্দেরই ব্রহ্ম-নিষ্ঠত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রোপপাদিত সেই ব্রহ্মনিষ্ঠা স্বীকার করিয়াই, ‘হে ভগব দেবতে, তুমি হইতেছ আমি এবং আমি হইতেছি তুমি,’ এইরূপে পরস্পর পরস্পরের সমারোপণ দ্বারা সেই তত্ত্বটি নিরূপিত এবং প্রকাশিত করিয়াছেন।

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত যখন এইরূপই স্থির হইল, তখন, যে লোক ‘আমি অন্য, আমার উপাস্য বস্তু অন্য, এইভাবে (নিজ হইতে ভিন্ন ভাবিয়া ব্রহ্মের) অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তিনি প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না’, ‘ইহা অসম্পূর্ণ, অতএব আত্মা বলিয়া উপাসনা করিবে’, ‘যে লোক সর্বপদার্থকে আত্মা হইতে (পরমাত্মা

---

*—ব্যতিহারেণ — পাঠভেদঃ।

৪।৫।৭) ইত্যাত্মত্বাননুসন্ধাননিষেধঃ, "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা" (শ্বেতাঃ ১।৬), ইতি পৃথক্ত্বানুসন্ধানবিধানং চাবিরুদ্ধম্ ; অহমিতি স্বাত্মতয়ানুসন্ধানাৎ অন্যত্বানুসন্ধাননিষেধো রক্ষিতঃ ; স্বশরীরাৎ স্বাত্মনোঽধিকত্বানুসন্ধানবৎ স্বাত্মনোঽপি পরমাত্মনোঽধিকত্বানুসন্ধানাৎ পৃথক্ত্বানুসন্ধানবিধানং চ রক্ষিতম্। অধিকস্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যগাত্মন আত্মত্বাৎ তস্য চ ব্রহ্মশরীরত্বাৎ নিষেধবাক্যে "অকৃৎস্নো হ্যেষঃ" ইত্যুক্তম্। অত উপাসিতুরাত্মত্বেন ব্রহ্মোপাস্যমিতি স্থিতম্ ॥৪।১।৩

হইতে) অতিরিক্ত বলিয়া জানে, সর্ব বস্তু তাহাকে বঞ্চিত করে, অর্থাৎ সে লোক কোন বস্তুরই তত্ত্ব জানে না' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, আত্মাতিরিক্ত আত্মার (পরমাত্ম-বস্তুর) অতিরিক্তরূপে অন্য বস্তুর চিন্তার নিষেধ এবং 'সর্বনিয়ন্তা পৃথক্ (আত্মাতিরিক্ত) পরমাত্মার উপাসনা করিয়া' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে পৃথক্ রূপে আত্মচিন্তার বিধান, উভয়ই অবিরুদ্ধ হইল। অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মা নিজেই জীবাত্মার আত্মস্বরূপ, সুতরাং জীবাত্মা কর্তৃক পরমাত্মাকে নিজ আত্মারূপে চিন্তার জন্য (অর্থাৎ দেহ-দেহী সম্বন্ধজনিত) 'অহংভাবে' চিন্তাটি অর্থাৎ আত্মা এবং পরমাত্মার-বিষয়ে ভেদ-নিষেধ চিন্তা সঙ্গত হয়, আবার পরমাত্মার শরীররূপী নিজ হইতে এই পরমাত্মা (স্বরূপতঃ) পৃথক্ বলিয়া তাঁহাকে পৃথক্‌ভাবে চিন্তা করাও সঙ্গত হয়। উপাসকের দেহ হইতে স্বতন্ত্রভূত হইলেও পরমাত্মা যখন এই জীবেরই (জীবদেহ ও জীবাত্মারই) আত্মস্বরূপ, আবার এই জীবাত্মা যখন সেই ব্রহ্মেরই শরীররূপী, তখন ভেদ-নিষেধক বাক্যে তাহাকে "অকৃৎস্ন' বা অসম্পূর্ণও বলা হইয়াছে। অতএব, উপাসক (জীবাত্মা) নিজ আত্ম-রূপেই (পরমাত্মরূপেই) পরমাত্মার উপাসনা করিবেন — এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থির হইল ॥৪।১।৩

দ্বিতীয়—আত্মত্বোপাসনাধিকরণ সমাপ্ত।

৩—প্রতীকাধিকরণম্* (সূত্র ৪, ৫)

ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥৪।১।৪

অন্বয়ার্থঃ প্রতীকে—(প্রতীক উপাসনার সময়) প্রতীকে (প্রতীকবস্তুর অন্তরাত্মারূপে); ন—চিন্তনীয় নহে; সঃ—(যেহেতু এই প্রতীক) স্বয়ং পরমাত্মা; ন হি—নিশ্চয় নহে।

সরলার্থঃ প্রতীক উপাসনাস্থলে১ মনের (এবং ইন্দ্রাদি অন্যান্য প্রতীকবস্তুর) অন্তর্যামীরূপ ব্রহ্মকে উপাস্যরূপে চিন্তা বা উপাসনা করিবে না। কারণ প্রতীক উপাসনায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মা উপাস্যই নহে কিন্তু পরমাত্মা বা ব্রহ্মবুদ্ধিতে ইন্দ্র মন প্রভৃতি অনাত্ম পদার্থই উপাস্যরূপে উপাসনীয়।

মূল

"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" (ছান্দো ৩।১৮।১); "স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" (ছান্দো ৭।১।৫) ইত্যাদি-প্রতীকোপাসনেষ্বপ্যাত্মত্বানুসন্ধানং কার্যম্, উত ন? ইতি চিন্তায়াং 'মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত' ইতি

অনুবাদ

'মনকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিবে'; 'সেই যে লোক মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে' ইত্যাদি প্রতীক-উপাসনা স্থলেও আত্মারূপে (মনের অন্তঃস্থ পরমাত্মারূপে) চিন্তা করিতে হইবে কি না? এইরূপ সংশয়স্থলে মনে হয় যে,

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—'মনো ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতি-উক্ত প্রতীক-উপাসনা। (২) সংশয়—প্রতীক-আলম্বনকেও আত্মরূপে (পরমাত্মারূপে) চিন্তা করিতে হইবে কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—অন্যান্য উপাসনাতে যখন (অভিন্নরূপে) আত্ম-চিন্তার (পরমাত্ম চিন্তার) ব্যবস্থা আছে, তখন প্রতীক-উপাসনাতেই বা তাহা হইবে না কেন? (৪) উত্তর—না, প্রতীকোপাসনায় যখন পরমাত্মার উপাসনা মুখ্য নহে, (প্রতীক বস্তুটিই উপাস্য), তখন তাহাতে আত্মচিন্তার (পরমাত্ম-চিন্তার) কোন প্রয়োজন নাই। (৫) নির্ণয়—অতএব, কোন প্রতীক-উপাসনাতেই আত্মানুসন্ধান (পরমাত্মা-অনুসন্ধান) বিধেয় নহে।

১ প্রতীক-উপাসনা—ব্রহ্মব্যতিরিক্ত (তত্তৎ বস্তুর অন্তর্যামীরূপ ব্রহ্মবস্তুতে নহে) ইন্দ্র প্রাণ অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তাপূর্বক যে উপাসনা করা হয় তাহাকে প্রতীক-উপাসনা বলে। এই সম্পর্কে ইন্দ্রাদি বস্তুকে প্রতীক বলা হয়।

ব্রহ্মোপাসনত্বসাম্যাৎ ব্রহ্মণশ্চোপাসিতুরাত্মত্বাদাত্মেত্যেবোপাসীতেতি ; এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—ন প্রতীকে ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ]

প্রতীকে নাত্মত্বানুসন্ধানং কার্যম্ ; ন হি সঃ—ন হি উপাসিতুরাত্মা প্রতীকঃ। প্রতীকোপাসনেষু প্রতীক এবোপাস্যঃ, ন ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম তু তত্র দৃষ্টি-বিশেষণমাত্রম্। প্রতীকোপাসনং হি নাম অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যানুসন্ধানম্ ; তত্রোপাস্যস্য প্রতীকস্যোপাসিতুরাত্মত্বাভাবান্ন তথানুসন্ধেয়ম্ ॥৪।১।৪

পূর্বপক্ষ— 'মনো ব্রহ্মেতি উপাসীত' ইত্যাদি উপাসনাতেও যখন ব্রহ্মোপাসনার সহিত সাম্য রহিয়াছে এবং ব্রহ্মও যখন উপাসকেরই আত্মস্বরূপ, তখন সেস্থলেও আত্মস্বরূপেই উপাসনা করা উচিত।

সিদ্ধান্তপক্ষ— এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে বর্ত্তমান সূত্র 'ন প্রতীক' ইত্যাদি বাক্য। প্রতীক-উপাসনায় কিন্তু উপাস্যকে আত্ম-রূপে (পরমাত্মা ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিবে না ; কেননা, প্রতীক বস্তুটি কখনও উপাসকের (উপাসক মানে—উপাসকরূপ দেহবিশিষ্ট জীবাত্মার) আত্মা নহে, অর্থাৎ পরমাত্মা নহে। প্রতীকোপাসনাস্থলে প্রতীক প্রধানতঃ উপাস্য, কিন্তু ব্রহ্ম নহে। সেখানে ব্রহ্ম কেবল উপাসনার দৃষ্টি-বিশেষণভাবে প্রতীক হন মাত্র। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার চিন্তা নাই। প্রতীক-উপাসনা মানে—অব্রহ্মবস্তুতেই (যেমন মনেতেই, ইন্দ্রাদি দেবতাতেই) ব্রহ্ম-দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক চিন্তা করা। এস্থলে প্রতীক বস্তুটিই উপাস্য, কিন্তু সেই প্রতীক বস্তুটি কখনই উপাসকের আত্মা (পরমাত্মা) নহে, পরন্তু তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। অতএব, এই প্রতীকে আত্মা-অনুসন্ধান উচিত নহে ॥৪।১।৪

ননু অত্রাপি ব্রহ্মৈবোপাস্যম্ ; ব্রহ্মণ উপাস্যত্বসম্ভবে মনআদীনামচেতনানামল্পশক্তীনাং চোপাস্যত্বাশ্রয়ণস্যান্যায্যত্বাৎ। অতো মনআদিদৃষ্ট্যা ব্রহ্মৈবোপাস্যমিতি ; অত আহ—

(পূর্বপক্ষ)—প্রতীক-উপাসনাস্থলেও ব্রহ্মই তো উপাস্য ; কারণ, ব্রহ্মের উপাস্যত্ব সম্ভব সত্ত্বে তদপেক্ষা অল্পশক্তি ও অচেতন মন প্রভৃতিকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করা কখনই সমীচীন হইতে পারে না। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মন প্রভৃতি দৃষ্টিতে ব্রহ্মই সেখানে উপাস্য (কিন্তু ব্রহ্মবুদ্ধিতে মন প্রভৃতি উপাস্য নহে)। এতদুত্তরে বক্ষ্যমাণ সূত্র কথিত হইতেছে—'ব্রহ্মদৃষ্টি' ইত্যাদি বাক্য।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥৪।১।৫

অন্বয়ার্থ ঃ (ইন্দ্র প্রাণ সূর্য প্রভৃতি প্রতীক বস্তুকে) ব্রহ্ম-দৃষ্টিঃ—ব্রহ্মরূপে চিন্তা কর্ত্তব্য (ব্রহ্মকে তত্তৎ প্রতীক বুদ্ধিতে নহে); উৎকর্ষাৎ—যেহেতু ব্রহ্ম প্রতীক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

মনআদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিরেব যুক্তা, ন ব্রহ্মণি মনআদিদৃষ্টিঃ; ব্রহ্মণো মনআদিভ্য উৎকর্ষাৎ; তেষাং চ বিপর্যয়াৎ। উৎকৃষ্টে হি রাজনি ভৃত্যদৃষ্টিঃ প্রত্যবায়করী; ভৃত্যে তু রাজদৃষ্টিরভ্যুদয়ায় ॥৪।১।৫

অনুবাদ

মন প্রভৃতি অনাত্ম পদার্থেই ব্রহ্মদৃষ্টি করা সঙ্গত, কিন্তু ব্রহ্মেতে মন প্রভৃতি বুদ্ধি করা সঙ্গত হয় না। কারণ, মন প্রভৃতি বস্তু অপেক্ষা ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট বস্তু; আবার ব্রহ্ম হইতে মনাদি বস্তু অতি হীন। ভৃত্য অপেক্ষা রাজা উৎকৃষ্ট। এইজন্য যেমন রাজাকে ভৃত্যভাবে চিন্তা করা অপরাধজনক, পক্ষান্তরে ভৃত্যকে রাজা বলিয়া জ্ঞান করা মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে; সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অপকৃষ্ট মন প্রভৃতিকে ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে চিন্তা করাই কল্যাণকর হইতে পারে, কিন্তু বিপরীত চিন্তায় কখনই মঙ্গল হইতে পারে না ॥৪।১।৫

তৃতীয়—প্রতীক-অধিকরণ সমাপ্ত।

৪—আদিত্যাদিমত্যধিকরণম্* (সূত্র ৬)

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥৪।১।৬

অন্বয়ার্থ ঃ (উদ্গীথাদি উপাসনাকালে) অঙ্গে—যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি প্রভৃতিতে; আদিত্যাদিমতয়ঃ চ — আদিত্য প্রভৃতিরূপে চিন্তাও (কর্ত্তব্য); উপপত্তেঃ — যেহেতু তাহাই যুক্তিযুক্ত।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—কর্মাঙ্গাশ্রিত উদ্গীথাদি উপাসনা। (২) সংশয়—উদ্গীথ প্রভৃতিতে আদিত্যাদি জ্ঞান, অথবা আদিত্য প্রভৃতিতে উদ্গীথ জ্ঞান, কোন্‌টি যুক্তিযুক্ত? (৩) পূর্বপক্ষ — আদিত্য প্রভৃতিতেই উদ্গীথাদি দৃষ্টি কর্ত্তব্য। (৪) উত্তর—না, কর্মাঙ্গ উদ্গীথ প্রভৃতিতেই আদিত্যাদি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য, কারণ অপকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টিই ন্যায়সঙ্গত। (৫) নির্ণয়—অতএব, কর্মাঙ্গ অপকৃষ্ট উদ্গীথাদি অপকৃষ্ট পদার্থকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদিত্যাদি বুদ্ধিতেই চিন্তা করিতে হইবে।

সরলার্থ ঃ যেহেতু আদিত্য উদ্‌গীথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু, সেইজন্য যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথাদি উপাসনাকালে উদ্‌গীথকে উপাস্য বস্তু আদিত্য বলিয়া চিন্তা করিবে, কিন্তু তদ্বিপরীতরূপে নহে অর্থাৎ আদিত্যকে উদ্‌গীথ বলিয়া নহে।

মূল

"য এবাসৌ তপতি, তমুদ্‌গীথমুপাসীত" (ছাঃ ১।৩।১) ইত্যাদিষু কর্মাঙ্গাশ্রয়েষূপাসনেষু সংশয়ঃ—কিমুদ্‌গীথাদৌ কর্মাঙ্গে আদিত্যাদিদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, উতাদিত্যাদিষূদ্‌গীথাদিদৃষ্টিঃ ? ইতি। উৎকৃষ্টদৃষ্টির্নিকৃষ্টে কর্ত্তব্যেতি ন্যায়াৎ, উদ্‌গীথাদীনাং চ ফলসাধনভূত-কর্মাঙ্গত্বেনাফলেভ্য আদিত্যাদিভ্যঃ উৎকৃষ্টত্বাদাদিত্যাদিষূদ্‌গীথাদিদৃষ্টিঃ; ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ]

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গে — ইতি। চ-শব্দোঽবধারণে; ক্রত্বঙ্গে উদ্‌গীথাদাবাদিত্যাদিদৃষ্টয় এব কার্য্যাঃ; কুতঃ ? উপপত্তেঃ—আদিত্যাদীনামেবোৎকৃষ্টত্বোপপত্তেঃ; আদিত্যাদিদেবতারাধনদ্বারেণ হি কর্মণামপি ফলসাধনত্বম্, অতস্তদ্দৃষ্টিরুদ্‌গীথাদ্যঙ্গে ॥৪।১।৬

অনুবাদ

"এই যিনি তাপ দিতেছেন তাঁহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি কর্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাতে সংশয় হইতেছে যে, কর্মাঙ্গ উদ্‌গীথাদিতেই আদিত্য-দৃষ্টি করিতে হইবে ? অথবা আদিত্য প্রভৃতিতে উদ্‌গীথাদি-দৃষ্টি করিতে হইবে ? (পূর্বপক্ষ)—অপকৃষ্ট বস্তুতেই উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করাই কর্ত্তব্য, এইরূপ পূর্বপ্রদর্শিত ন্যায়ানুসারে এবং ফলসাধনভূত কর্মের অঙ্গরূপে বিহিত হওয়ায়, হীন ফল আদিত্যাদি অপেক্ষা উদ্‌গীথাদির উৎকর্ষনিবন্ধনও আদিত্য প্রভৃতিতেই উদ্‌গীথাদি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। এইরূপ অভিমতের উত্তরে বক্ষ্যমাণ সূত্র কথিত হইতেছে—'আদিত্যাদিমতয়ঃ' ইত্যাদি বাক্য।

সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি অবধারণার্থক, যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথ প্রভৃতিতে আদিত্যাদি জ্ঞানই অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ, এইরূপই উপপন্ন হয়, অর্থাৎ উদ্‌গীথ হইতে আদিত্যের উৎকর্ষই যুক্তিযুক্ত। যেহেতু, আদিত্যাদি দেবতার আরাধনার ফলেই কর্মসমূহ ফলসাধনে সমর্থ হয়, নতুবা হয় না, অতএব, কর্মাঙ্গ উদ্‌গীথ প্রভৃতিতেই আদিত্যাদি দৃষ্টি করিতে হইবে ॥৪।১।৬

চতুর্থ—আদিত্যাদিমত্যধিকরণ সমাপ্ত।

৫—আসীনাধিকরণম্* (সূত্র ৭—১১)

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥৪।১।৭

অন্বয়ার্থ ঃ আসীনঃ—(উপাসনাকালে আসনে) উপবিষ্ট থাকা কর্ত্তব্য ; সম্ভবাৎ —যেহেতু এইরূপ অবস্থায় উপাসনা সম্ভব।

সরলার্থ ঃ আসনে উপবিষ্ট না হইলে চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব হয় না। দণ্ডায়মান বা শয়ান অবস্থায় উপাসনা সম্ভব নহে।

মূল

মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তশাস্ত্রৈর্বিহিতং জ্ঞানং ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যমসকৃদাবৃত্তং সন্ততস্মৃতিরূপমিত্যুক্তম্। তদনুতিষ্ঠন্ আসীনঃ শয়ানস্তিষ্ঠন্ গচ্ছংশ্চ বিশেষাভাবাদনিয়মেনানুতিষ্ঠেৎ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

আসীনঃ — ইতি। আসীন উপাসনমনুতিষ্ঠেৎ। কুতঃ ?

অনুবাদ

ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, ধ্যান ও উপাসনাদি শব্দবাচ্য যে জ্ঞান বেদান্তশাস্ত্রে মুক্তির সাধন বা উপায় বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহা বারংবার অনুষ্ঠেয়, সর্বদা স্মরণ কর্ত্তব্য। তদবস্থায়, অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যখন কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই, তখন শয়ন আসন স্থিতি গতি—ইহার যে কোন অবস্থায়ই উপাসনা করিতে পারা যায়।

এইরূপ অভিমতের উত্তরে বক্ষ্যমাণ সূত্র কথিত হইয়াছে—'আসীনঃ' ইত্যাদি।

আসীন অর্থাৎ আসনবিশেষে বসিয়াই উপাসনা করিবে, যেহেতু, ঐ

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—উপাসনাকালীন উপাসকের অবস্থান ; (২) সংশয়—উপাসক শয়নাদি অবস্থাতে উপাসনা করিবে ? অথবা আসীন হইয়া উপাসনা করিবে ? (৩) পূর্বপক্ষ—শাস্ত্রে যখন এ বিষয়ে বিশেষ উপদেশ নাই, তখন যে কোন অবস্থাতেই উপাসনা করিতে পারা যায় ; (৪) উত্তর — না, উপযুক্ত আসনবিশেষে উপবেশন করিয়াই উপাসনা করিবে, (৫) নির্ণয়—অতএব, উপাসক কোন আসনবিশেষে উপবেশনপূর্বকই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

সম্ভবাৎ — আসীনস্যৈব হ্যেকাগ্রচিত্ততাসম্ভবঃ ; স্থিতি-গত্যোঃ প্রযত্নসাপেক্ষত্বাৎ, শয়নে চ নিদ্রাসম্ভবাৎ। পশ্চার্দ্ধধারণ-প্রযত্ন-নিবৃত্তয়ে সাপাশ্রয়েঃ* আসীনঃ কুর্যাৎ ॥৪।১।৭

অবস্থায় উপাসনা সম্ভব হয়, দণ্ডায়মান থাকা বা গমন করা উভয়ই চেষ্টাসাপেক্ষ, আবার শয়নেও নিদ্রার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আসীন ব্যক্তির পক্ষেই চিত্তের একাগ্রতা সম্ভবপর হয় ; অতএব দেহের নিম্নভাগ ধারণের জন্য যাহাতে চেষ্টা করিতে না হয়, সেই চেষ্টা নিবারণের জন্য কোন আসনবিশেষে উপবেশন-পূর্বকই উপাসনা করিবে ॥৪।১।৭

ধ্যানাচ্চ ॥৪।১।৮

অন্বয়ার্থ ঃ ধ্যানাৎ চ—উপাসনা নিদিধ্যাসনাত্মক অর্থাৎ ধ্যানস্বরূপ বলিয়াও।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।

মূল

"নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃহদা ৪।৫।৬) ইতি ধ্যানরূপত্বাদুপাসনস্য, একাগ্রচিত্ততা অবশ্যম্ভাবিনী। ধ্যানং হি বিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরাব্যবহিতমেকচিন্তনমিত্যুক্তম্ ॥৪।১।৮

অনুবাদ

'নিদিধ্যাসিতব্যঃ' এই শ্রুতি-উক্ত উপাসনা যখন ধ্যানস্বরূপ, তখন তাহাতে চিত্তের একাগ্রতাও অবশ্যম্ভাবিনী ; কারণ, 'ধ্যান' মানে—বিজাতীয় চিন্তার দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হইয়া কেবলমাত্র ধ্যেয়বিষয়েই চিন্তাপ্রবাহ—সে কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে ॥৪।১।৮

অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥৪।১।৯

অন্বয়ার্থ ঃ অচলত্বং অপেক্ষ্য চ—এই নিশ্চলত্ব গুণকে লক্ষ্য করিয়াই (পৃথিবী কর্তৃক ধ্যানের উল্লেখ আছে)।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।

মূল

নিশ্চলত্বং চাপেক্ষ্য পৃথিব্যন্তরিক্ষাদিষু ধ্যান-বাচোযুক্তির্দৃশ্যতে—

অনুবাদ

কেবল নিশ্চলত্ব ধর্মটিকে লক্ষ্য করিয়াও শ্রুতিতে পৃথিবী ও আকাশ

---

*—সাশ্রয়ে — পাঠভেদঃ।

"ধ্যায়তীব পৃথিবী, ধ্যায়তীবান্তরিক্ষম্, ধ্যায়তীব দ্যৌঃ, ধ্যায়ন্তীবাপঃ, ধ্যায়ন্তীব পর্বতাঃ" (ছান্দো ৭।৬।১) ইতি। অতঃ পৃথিবীপর্বতাদিবদেকাগ্রচিত্ততয়া নিশ্চলত্বমুপাসকস্যাসীনস্যৈব সম্ভবেৎ ॥৪।১।৯

প্রভৃতি জড় পদার্থেও ধ্যান শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, আকাশ যেন ধ্যান করিতেছে, দ্যুলোক যেন ধ্যান করিতেছে, জলরাশি যেন ধ্যান করিতেছে, পর্বতসমূহ যেন ধ্যান করিতেছে' ইত্যাদি। অতএব, পৃথিবী ও পর্বতাদির ন্যায় চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা যে নিশ্চলত্ব, তাহা আসনে উপবিষ্ট উপাসকের পক্ষেই সম্ভবপর হয়, অন্যের পক্ষে হয় না ॥৪।১।৯

স্মরন্তি চ ॥৪।১।১০

অন্বয়ার্থঃ স্মরন্তি চ—স্মৃতিশাস্ত্রও (এই কথা বলিতেছেন)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

স্মরন্তি চাসীনস্যৈব ধ্যানম্—

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাৎ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥" (গীতা ৬।১১,১২)

ইতি ॥৪।১।১০

অনুবাদ

গীতাও ধ্যানের উদ্দেশ্যে আসীন অবস্থার কথা বলিতেছেন—'নাতি-উচ্চ, নাতি-নীচ এবং উপরি উপরি বস্ত্র, অজিন (মৃগচর্ম) ও কুশযুক্ত নিজ আসন পবিত্র স্থানে স্থাপনপূর্বক তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সংযত করিয়া এবং মনকে একাগ্র করিয়া আত্মবিশুদ্ধির জন্য যোগানুষ্ঠান করিবে' ইত্যাদি বাক্য ॥৪।১।১০

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥৪।১।১১

অন্বয়ার্থঃ যত্র-একাগ্রতা — যে দেশে বা যে কালে চিত্তের একাগ্রতা হয়; তত্র—সেইখানে (উপাসনা কর্ত্তব্য); অবিশেষাৎ—যেহেতু এতদ্ব্যতীত কোন বিশেষ দেশ এবং কালের উল্লেখ নাই।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

একাগ্রতাতিরিক্ত-দেশকালবিশেষাশ্রবণাৎ একাগ্রতানুকূলো যো দেশঃ কালশ্চ, স এবোপাসনস্য দেশঃ কালশ্চ। "সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে" (শ্বেতা ২।১০) ইতি বচনমেকাগ্রতৈকান্ত-দেশমাহ; ন তু দেশং নিযচ্ছতি, 'মনোঽনুকূলে' ইতি বাক্যশেষাৎ। ॥৪।১।১১

অনুবাদ

উপাসনার প্রকরণে চিত্তের একাগ্রতা ছাড়া দেশ ও কালাদি সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা জানা যায় না; অতএব যেরূপ স্থান ও কাল মনের একাগ্রতা সিদ্ধির অনুকূল হয়, তাহাই উপাসনার উপযুক্ত স্থান ও কাল। 'শর্করা (খোলা) অগ্নি ও বালুকাবর্জিত পবিত্র সমভূমিতে' শ্রুতিগত এই বচনও কেবল একাগ্রতা সিদ্ধির উপযুক্ত স্থানেরই নির্দেশ করিতেছে, কিন্তু কোন দেশবিশেষের নির্দেশ করিতেছে না। কেননা এই বচনেরই শেষাংশে 'মনোনুকূলে' (মনের স্থিরতার উপযোগী) কথা হইতে এইরূপই সিদ্ধান্ত করিতে হয় ॥৪।১।১১

পঞ্চম—আসীন-অধিকরণ সমাপ্ত।

৬—আপ্রয়াণাধিকরণম্* (সূত্র ১২)

আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥৪।১।১২

অন্বয়ার্থঃ আ-প্রয়াণাৎ — মৃত্যুকাল পর্যন্ত (উপাসনার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য); তত্র অপি—শ্রুতিতেও; হি দৃষ্টম্—ইহাই দেখা যায়।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—উপাসনার কাল। (২) সংশয়—আরব্ধ উপাসনা কি একদিনেই সমাপ্ত করিতে হইবে, অথবা যাবজ্জীবন তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে? (৩) পূর্বপক্ষ—এ বিষয়ে যখন কালবিশেষের উল্লেখ নাই, তখন একদিন মাত্র উপাসনা করিলেও

সরলার্থঃ উপাসনার ফলস্বরূপ মোক্ষলাভের জন্য যাবজ্জীবন ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য। যেহেতু শ্রুতিতেও এইরূপ নির্দেশ দিতেছেন। "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১৫।১)—সে যাবজ্জীবন এইভাবে অতিবাহিত করিলে (জীবনান্তে) ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

মূল

তদিদমপবর্গসাধনমুক্তলক্ষণং উপাসনমেকাহ এব সম্পাদ্যম্, উতাপ্রয়াণাৎ প্রত্যহমনুবর্ত্তনীয়ম্? ইতি বিশয়ে — একস্মিন্নেবাহনি শাস্ত্রার্থস্য কৃতত্বাৎ তাবতৈব পরিসমাপনীয়ম্—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ]

আপ্রয়াণাৎ—ইতি। আমরণাদনুবর্ত্তনীয়ম্; কুতঃ? তত্রাপি হি দৃষ্টম্—উপাসনোদ্‌যোগপ্রভৃতি আপ্রয়াণান্মধ্যে যঃ কালঃ, তত্র সর্বত্রাপি দৃষ্টমুপাসনম্ "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" (ছান্দো ৮।১৫।১) ইতি ॥৪।১।১২

অনুবাদ

মুক্তির সাধনরূপ উপাসনার লক্ষণ অভিহিত হইল। উহা কি কেবল একদিন সম্পাদন করিতে হয়, অথবা মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রত্যহ অনুষ্ঠান করিতে হয়? এইরূপ সংশয়ে মনে হয় যে, একদিন মাত্র সম্পাদনে যখন শাস্ত্রের আদেশ পালন করা হয় তখন একদিনেই (একবারেই) উপাসনার শেষ হওয়া উচিত। এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে — 'অপ্রয়াণাৎ' ইত্যাদি বাক্য। মরণকাল অবধি উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কারণ, উপাসনার আরম্ভ হইতে মরণ পর্যন্ত কালে সর্বত্রই উপাসনার উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"সেই উপাসক এইরূপে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করতঃ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন" ॥৪।১।১২

ষষ্ঠ—আপ্রয়াণ-অধিকরণ সমাপ্ত।

শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা হইতে পারে, সুতরাং যাবজ্জীবন উপাসনার প্রয়োজন নাই। (৪) সিদ্ধান্ত—না, শ্রুতিতে যখন যাবজ্জীবন উপাসনার নির্দেশ আছে ('স খল্বেবং····· '), তখন মৃত্যুকাল পর্যন্তই উপাসনা করিতে হয়। (৫) নির্ণয়—অতএব আরব্ধ উপাসনার অনুশীলন যাবজ্জীবন করিবে।

৭—তদধিগমাধিকরণম্* (সূত্র ১৩)

তদধিগম উত্তর-পূর্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ, তদ্ব্যপদেশাৎ ॥৪।১।১৩

অন্বয়ার্থ ঃ তদধিগমে — বিদ্যালাভ সম্পন্ন হইলে ; উত্তরপূর্বাঘয়োঃ অশ্লেষ-বিনাশৌ—তৎপূর্ববর্ত্তী পাপের বিনাশ এবং তদুত্তরকালীন পাপে অসংস্পর্শ হয় ; তদ্ ব্যপদেশাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ নির্দেশ আছে।

সরলার্থ ঃ বিদ্যালাভ সিদ্ধ হইলে পূর্বকালীন পাপের বিনাশ এবং উত্তরকালীন পাপের অসংস্পর্শ হয়, কারণ শ্রুতিতে এইরূপ নির্দেশ আছে। যথা—'তদ্‌যথা পুষ্কর-পলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে' (ছাঃ ৪।১৪।৩), অর্থাৎ পদ্মপত্রে জলের ন্যায় এবম্বিধ জ্ঞানী পুরুষে পাপের সংশ্লেষ হয় না।

মূল

এবং বিদ্যাস্বরূপং বিশোধ্য বিদ্যাফলং চিন্তয়িতুমারভতে ; ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তৌ পুরুষস্যোত্তর-পূর্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ শ্রূয়েতে—"তদ্‌যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছান্দো ৪।১৪।৩) ; "তস্যৈবাত্মা পদবিত্তং বিদিত্বা ন কর্মণা

অনুবাদ

উক্ত প্রকারে, বিদ্যার স্বরূপ-বিষয়ক চিন্তা শেষ করিয়া এখন বিদ্যার ফলবিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে পর উপাসকের পরবর্ত্তী পাপের অশ্লেষ এবং পূর্ববর্ত্তী পাপের বিনাশের কথা শ্রুতিতে দেখা যায়। যথা—"পদ্মপত্রে যেমন জলের সংশ্লেষ হয় না, সেইরূপই এবম্বিধ জ্ঞানী পুরুষেও পাপের সংশ্লেষ হয় না" ; "সেই উপাসকের আত্মা

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বকৃত উপাসকের পাপের বিনাশ ও পরকৃত পাপের অসংস্পর্শ। (২) সংশয়—বিদ্যার ফলস্বরূপ এই পাপের নাশ এবং পাপের অসংস্পর্শ সম্ভবপর হয় কিনা ? (৩) পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মবিদ্যা যখন প্রায়শ্চিত্ত নহে, তখন তাহার দ্বারা পাপের ক্ষয় বা অসংস্পর্শ সম্ভবপর হয় না। (৪) উত্তরপক্ষ—না, এ কথা ঠিক নহে, কারণ শ্রুতি স্বয়ং যখন বিদ্যার যথোক্ত ফল বর্ণনা করিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব জ্ঞানীর বিদ্যাফলে পাপ নাশ ও পাপের অসংশ্লেষ উভয়ই সঙ্গত।

লিপ্যতে পাপকেন" ইত্যুত্তরাঘাশ্লেষঃ, "তদ্‌যথেষীকতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্বে পাপ্‌মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছাঃ ৫।২৪।৩), "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুণ্ডকঃ ২।২।৮) ইতি পূর্বাঘবিনাশঃ। এতাবশ্লেষ-বিনাশৌ বিদ্যাফলভূতাবুপপদ্যেতে, নেতি সংশয়ঃ। কিং যুক্তম্? নোপপদ্যেতে ইতি। কুতঃ? "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি" (ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতিখণ্ড ২৬।৭০) ইত্যাদিশাস্ত্রবিরোধাৎ। অশ্লেষবিনাশব্যপদেশস্তু মোক্ষসাধনভূত-বিদ্যাবিধায়িবাক্যশেষগতঃ কথঞ্চিদ্বিদ্যাস্তুতিপ্রতিপাদনেনাপ্যুপপদ্যতে। ন চ বিদ্যা পূর্বোত্তরাঘয়োঃ প্রায়শ্চিত্ততয়া বিধীয়তে; যেন প্রায়শ্চিত্তেনাঘবিনাশ উচ্যতে। বিদ্যা হি "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈ-আনঃ ১।১) "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডকঃ ৩।২।৯) ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বিধীয়তে। অতো বিদ্যার্থবাদোঽয়মঘবিনাশাশ্লেষব্যপদেশ ইতি;

পদনীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া পাপ কর্মের দ্বারা লিপ্ত হন না", এই সমস্ত শ্রুতি হইতে জ্ঞানলাভের উত্তরকালীন পাপের অশ্লেষও শোনা যায়। তাহার পর "ঈষীকার (শর-তৃণের) তূলা যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে দগ্ধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞেরও সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়"; "সেই সর্বোত্তম ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর জ্ঞানীর সমস্ত কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়" এই সকল শ্রুতিতে জ্ঞানোদয়ে পাপ বিনাশের কথা শোনা যায়। এখন সংশয় হইতেছে যে, বিদ্যার ফলস্বরূপ এই অশ্লেষ ও বিনাশ সম্ভবপর হয় কি না? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত?

পূর্বপক্ষ— সম্ভবপর না হওয়া পক্ষই যুক্তিযুক্ত। কারণ, এইরূপ হইলে, 'অভুক্ত কর্ম শতকোটি কল্পেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না' ইত্যাদি শাস্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। মোক্ষের সাধন স্বরূপ বিদ্যাবিধায়ক বাক্যের শেষাংশভূত এই অশ্লেষ ও বিনাশ বোধক বাক্যগুলির বিদ্যার প্রশংসা বলিয়া প্রতিপাদনের দ্বারাও কোন প্রকারে তাহাদের মর্যাদা রক্ষা করা যাইতে পারে। এই সকল বিদ্যা তো পূর্বাপর কালীন পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে বিহিত হয় নাই যে বিদ্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের বিনাশ বলা হইতেছে। 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন', 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন'—এই সমস্ত শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়রূপেই ব্রহ্ম-বিদ্যা কথিত হইয়াছে। অতএব, এই যে পাপ বিনাশন ও অশ্লেষ কথন, ইহা কেবল বিদ্যার প্রশংসারূপী অর্থবাদ মাত্র।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ]

তদধিগমে—ইতি। বিদ্যাপ্রাপ্তৌ পুরুষস্য বিদ্যামাহাত্ম্যাদুত্তর-পূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশাবুপপদ্যেতে; কুতঃ? এবংবিধং হি বিদ্যা-মাহাত্ম্যমবগম্যতে—"এবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছান্দো ৪।১৪।৩) "এবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছান্দো ৫।২৪।৩) ইত্যাদিব্যপদেশাৎ। ন চ "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতি খণ্ড ২৬।৭০) ইত্যনেন শাস্ত্রেণাস্য বিরোধঃ, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। তদ্ধি কর্মণাং ফলজননসামর্থ্যদ্রাঢ়িমবিষয়ম্; এতত্তু উৎপন্নায়া বিদ্যায়াঃ প্রাক্কৃতানাং পাপ্মনাং ফলজননশক্তিবিনাশসামর্থ্যম্, উৎপৎস্য-মানানাং চ ফলজননশক্ত্যুৎপত্তি-প্রতিবন্ধকরণসামর্থ্যং চ প্রতি-পাদয়তীতি দ্বয়োর্বিষয়ো ভিদ্যতে। যথা অগ্নিজলয়োরৌষ্ণ্য-তন্নি-বারণসামর্থ্যবিষয়য়োর্দ্বয়োঃ প্রমাণয়োরপি বিষয়ভেদাৎ প্রামাণ্যম্,

---

এইরূপ অভিমতের উত্তরে বক্ষ্যমাণ সূত্র কথিত হইতেছে—'তদধিগমে…' ইত্যাদি বাক্য।

সিদ্ধান্ত—

বিদ্যালাভ হইলে পরবিদ্যার প্রভাবেই উপাসকের পূর্বকালীন পাপের বিনাশ ও পরকালীন পাপের অস্পর্শ উপপন্ন হইতেছে। কারণ বক্ষ্যমাণ শ্রুতি হইতে এইরূপই বিদ্যার মহিমা জানা যাইতেছে যে, 'এবম্বিধ জ্ঞানী পুরুষে কোন প্রকার পাপকর্ম স্পর্শ করে না", এই প্রকার, 'ইহার (জ্ঞানীর) সমস্ত পাপও দগ্ধ হইয়া যায়' ইত্যাদি। এইরূপ বলিলে 'অভুক্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না', এই শাস্ত্রবাক্যের সহিত যে বিরোধ হয় তাহাও নহে। কারণ এই বাক্যের বিষয় হইতেছে স্বতন্ত্র—যেহেতু কর্মসমূহের ফলোৎপাদন-সামর্থ্যের দৃঢ়তা সংস্থাপনই ঐ সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়; আর এই শাস্ত্রের বিষয় হইতেছে, উৎপন্ন বিদ্যার পূর্বে অনুষ্ঠিত পাপকর্মের ফলোৎপাদনশক্তির বিনাশে সামর্থ্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মসমূহেরও ফলোৎপাদন-শক্তির বাধাপ্রদানে সামর্থ্য প্রতিপাদন করা। সুতরাং উভয় শাস্ত্রগত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। (বিষয়ের এই ভেদ থাকায় পরস্পরের মধ্যে বিরোধেরও আশংকা হইতে পারে না)। যেমন অগ্নির উষ্ণতা জননে সামর্থ্য, আর জলের উষ্ণতা নিবারণে সামর্থ্য — এইরূপ বিভিন্ন কার্য বিষয়ে শক্তিসম্পন্ন অগ্নি ও জলের বিষয়গত প্রভেদ থাকার জন্য যেমন (তাহাদের শক্তি)

এবমত্রাপীতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ।

অঘস্যাশ্লেষকরণম্—বৈদিককর্মাযোগ্যতাবাসনা-প্রত্যবায়হেতু-শক্ত্যুৎপত্তিপ্রতিবন্ধকরণম্। অঘানি হি কৃতানি পুরুষস্য বৈদিক-কর্মাযোগ্যতাম্, সজাতীয়কর্মান্তরারম্ভরুচিম্, প্রত্যবায়ঞ্চ কুর্বন্তি। অঘস্য বিনাশকরণম্—উৎপন্নায়াস্তচ্ছক্তের্বিনাশকরণম্। শক্তিরূপি পরমপুরুষাপ্রীতিরেব। তদেবং বিদ্যা বেদিতুর্বেদ্যাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপি নিরতিশয়প্রিয়া সতী বেদ্যভূতপরমপুরুষারাধনস্বরূপা পূর্ব-কৃতাঘসঞ্চয়জনিত-পরমপুরুষাপ্রীতিং বিনাশয়তি; সৈব বিদ্যা স্বোৎপত্ত্যুত্তরকালভাব্যঘনিমিত্ত-পরমপুরুষাপ্রীত্যুৎপত্তিং চ প্রতি-বধ্নাতি। তদিদমশ্লেষবচনং প্রামাদিকবিষয়ং মন্তব্যম্; "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ" (কঠ ১২।২।৪) ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈঃ আ-প্রয়াণাদহরহরুৎপদ্য-

---

অপ্রামাণ্য হয় না, সেইরূপ এখানেও বিভিন্ন বিষয়ক শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে কোন বিরোধ বা অপ্রামাণ্য হইতে পারে না।

পাপের অশ্লেষ মানে—বৈদিক কর্মের অনুপযুক্ততা বা অনধিকারের সংস্কার এবং সেই বৈদিক কর্মে প্রত্যবায় উৎপাদন শক্তির প্রতিবন্ধ করা। কেননা পাপ একবার অনুষ্ঠিত হইলে সেই পাপকর্মই লোকের বেদোক্ত কর্মে অনধিকার জন্মায় এবং পাপকর্মানুষ্ঠানেও রুচি এবং বৈদিক কর্মে প্রত্যবায় উৎপাদন করিয়া থাকে। আবার, পাপের বিনাশ করা মানে—উক্ত পাপোৎ-পাদনশক্তির বিনাশসাধন করা। পাপশক্তিও পরমপুরুষ পরমাত্মার প্রতি অপ্রীতি (অনুরাগের অভাব) ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপে বুঝা যাইতেছে যে, উপাসক বিদ্যার প্রভাবেই বিজ্ঞেয় বস্তু পরব্রহ্মকে বিদিত হন; সেই বিজ্ঞেয় পরমপুরুষ ভগবান উপাসকের অত্যন্ত প্রিয়, এজন্য তৎসাধন বিদ্যাও তাহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকে, তখন পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনারূপে পরিণত সেই বিদ্যাই, পূর্বসঞ্চিত পাপসংস্কারের ফলে ভগবানের উপর উপাসকের যে অপ্রীতিভাব ছিল তাহা বিনষ্ট করিয়া দেয় এবং সেই বিদ্যাই আবার আপনার উৎপত্তির পরভাবী পাপের ফলে পরমপুরুষ ভগবানের প্রতি যে অপ্রীতি উৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল তাহাও প্রতিরুদ্ধ করিয়া দেয়। আর এই যে পাপ-সংশ্লেষের কথা, সেই পাপও প্রামাদিক ঘটনার স্থলে বুঝিতে হইবে। কারণ 'যে লোক দুশ্চরিত হইতে অ-বিরত নয় (অর্থাৎ বিরত)' ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে

মানায়া উত্তরোত্তরাতিশয়ভাগিন্যাঃ বিদ্যায়াঃ দুশ্চরিতবিরতিনিষ্পাদ্য-ত্বাবগমাৎ ॥৪।১।১৩

জানা যায় যে, প্রত্যহ উৎপত্তিশীল এবং উত্তরোত্তর উৎকর্ষদায়িনী বিদ্যা কখনই (পাপের হেতুভূত) দুশ্চরিতাদি নিষ্পাদনের সহায় হইতে পারে না ॥৪।১।১৩

সপ্তম—তদধিগম-অধিকরণ সমাপ্ত।

৮—ইতরাধিকরণম্* (সূত্র ১৪)

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥৪।১।১৪

অন্বয়ার্থঃ ইতরস্য অপি—অন্যেরও, (পুণ্যেরও); এবম্—এইরূপ; অসংশ্লেষঃ—অসম্বন্ধ; তু—কিন্তু; পাতে—দেহপাতের পর।

সরলার্থঃ ব্রহ্মবিদ্যা-উপাসকদের দেহপাতের পর পুণ্যেরও বিনাশ হইয়া থাকে। পাপের সহিত পার্থক্য এই যে, পাপের ক্ষয় এবং অসংস্পর্শ হয় দেহের বর্ত্তমানকালেই, কিন্তু পুণ্যের অসম্বন্ধ অর্থাৎ বিনাশ দেহত্যাগের পর।

মূল

উত্তর-পূর্বাঘয়োর্বিদ্যয়া অশ্লেষবিনাশাবুক্তৌ; ইতরস্য—পুণ্য-স্যাপি, এবম্—উক্তেন ন্যায়েনাশ্লেষ-বিনাশৌ বিদ্যয়া স্যাতাম্, বিদ্যা-

অনুবাদ

বিদ্যার প্রভাবে যে (বিদ্যালাভের) পূর্বকালীন এবং উত্তরকালীন পাপ-রাশির যথাক্রমে বিনাশ ও অশ্লেষ হয়—এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন বলা হইতেছে — অপরের (পুণ্যের) সম্বন্ধেও এই প্রকার ব্যবস্থা, অর্থাৎ প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে বিদ্যাপ্রভাবে পুণ্যেরও ক্ষয় এবং অশ্লেষ হইয়া থাকে।

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—বিদ্বানের পুণ্যকর্মের বিনাশ। (২) সংশয়—পাপকর্মের ন্যায় পুণ্য-কর্মেরও বিনাশ হয় কিনা? (৩) পূর্বপক্ষ—পুণ্যকর্ম যখন বিদ্যাফলের বিরোধী নয়, তখন পাপের ন্যায় পুণ্যকর্মেরও বিনাশ হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, পুণ্য-কর্মের ফলও বিদ্যাফল মুক্তির বিরোধী, সুতরাং পাপের ন্যায় তাহারও বিনাশ যুক্তিসঙ্গত। (৫) নির্ণয়—অতএব বিদ্বানের পাপ ও পুণ্য উভয়ই বিনষ্ট হয়, তবে বিশেষত্ব এই যে পাপের বিনাশ হয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু পুণ্যের বিনাশ হয় দেহপাতের পরে।

ফলবিরোধিত্বসামান্যাৎ ব্যপদেশাচ্চ। ভবতি চ ব্যপদেশঃ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে নির্দ্দিশ্য—"সর্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৮।৪।১) ইতি, "তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধূনুতে" (কৌষী ১।৪) ইতি চ। মুমুক্ষোর-নিষ্টফলত্বাৎ সুকৃতস্যাপি পাপ্মশব্দেন ব্যপদেশঃ। সুকৃতস্যাপি শাস্ত্রীয়ত্বাৎ তৎফলস্য কেষাঞ্চিদিষ্টত্বদর্শনাচ্চ বিদ্যয়া অবিরোধশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুমতিদেশঃ।

নন্বু বিদুষোঽপি সেতিকর্ত্তব্যতাকোপাসননির্ব্বর্ত্তয়ে বৃষ্ট্যন্নাদি-ফলানীষ্টান্যেব; কথং তেষাং বিরোধাদ্বিনাশ উচ্যতে? তত্রাহ—"পাতে তু" ইতি। শরীরপাতে তু তেষাং বিনাশঃ; শরীরপাতাদূর্দ্ধং তু বিদ্যানুগুণ-দৃষ্টফলানি সুকৃতানি নশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥৪।১।১৪

কারণ, পাপ যেরূপ বিদ্যাফলের বিরোধী, পুণ্যও তদ্রূপই বিদ্যাফলের বিরোধী, উভয়েই সমধর্মী। এইজন্যই পুণ্য ও পাপের একরূপই নির্দেশ হইয়া থাকে। যথা—সুকৃত (পুণ্য), দুষ্কৃত (পাপ) এতদুভয়ের নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, "এই বিদ্বানের নিকট হইতে সমস্ত পাপ নিবৃত্ত হইয়া যায়" এবং "তখন তিনি পুণ্য ও পাপ উভয়ই পরিত্যাগ করেন" ইত্যাদি। মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট পুণ্যের ফল ইষ্ট বা প্রার্থনীয় নহে। এইজন্য 'পাপ্ম' শব্দে পুণ্যেরও নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়১। পুণ্যকর্মও যখন শাস্ত্রীয় এবং তাহার ফলও যখন কাহারো কাহারো অভীষ্ট সিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বিদ্যার সহিত পুণ্যকর্মের বিরোধ নাই—এইরূপ সন্দেহ কাহারো কাহারো মনে উদয় হইতে পারে। সেই সন্দেহ দূরীকরণে বক্ষ্যমাণ সূত্রের অতিদেশ হইয়াছে—'ইতরস্য' ইত্যাদি বাক্যে।

আপত্তি হইতেছে যে, পূর্বাপর কর্ত্তব্য ক্রিয়া-পদ্ধতির সহিত উপাসনা করিতে হইলে তদুপযোগী বৃষ্টি ও অন্ন প্রভৃতি কর্মফলগুলি তো বিদ্বানেরও অভীষ্ট বা প্রার্থনীয়; সুতরাং বিদ্যাবিরোধী বলিয়া সে সমস্ত পুণ্যকর্মের বিনাশ হইতেছে বলা হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—'পাতে তু', অর্থাৎ বিদ্বানের শরীরপাত হইবার পরে সেই সমস্ত পুণ্যের বিনাশ হয়, অর্থাৎ বিদ্যার উপযোগী ফলসাধক কর্মনিচয় বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৪।১।১৪

অষ্টম—ইতর-অধিকরণ সমাপ্ত।

১—পুণ্যের ফল স্বর্গাদি ভোগের জন্য পুরুষকে আবার সংসারে জন্ম ধারণ করিতে হয়। অতএব, ইহা সংসারবিমুক্তির বিরোধী। এই পুণ্য মুক্তিকামী পুরুষের জন্য প্রার্থনীয় নহে, যেহেতু এই পুণ্য মুক্তিবিরোধী।

৯—অনারব্ধকার্যাধিকরণম্* (সূত্র ১৫)

অনারব্ধকার্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ ॥৪।১।১৫

অন্বয়ার্থঃ পূর্বে—পূর্বোক্ত পুণ্য ও পাপগুলি; অনারব্ধকার্যে — যাহাদের ফল-ভোগ আরম্ভ হয় নাই; এব তু—কেবল সেইগুলিই (ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর নষ্ট হয়); তদবধেঃ—যেহেতু শরীরপাত পর্যন্ত (প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়)।

সরলার্থঃ পূর্বোক্ত পুণ্য পাপগুলি, যাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, কেবল সেইগুলিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর নষ্ট হয়; কারণ শরীরপাত পর্যন্ত প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করিয়া দেহান্তে মুক্তিলাভ হয়।

মূল

ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তেঃ পূর্বোত্তরভাবিনোঃ সুকৃত-দুষ্কৃতয়োরশ্লেষ-বিনাশাবুক্তৌ; ততঃ পূর্বভাবিনোঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কিমবিশেষেণ বিনাশঃ? উত অনারব্ধকার্যয়োরেব? ইতি বিশয়ে "সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছান্দো ৫।২৪।৩) ইতি বিদ্যাফলস্যাবিশেষশ্রবণাৎ বিদ্যোৎ-

অনুবাদ

বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) লাভের পূর্ববর্ত্তী এবং পরভাবী পাপ এবং পুণ্যের বিনাশ হয়—এ কথা বলা হইল। এখন সংশয় হইতেছে যে, পূর্বোৎপন্ন নিখিল পুণ্য-পাপেরই বিনাশ হইয়া যায়? কিংবা যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ অনারব্ধ (অর্থাৎ প্রারব্ধ নয়) কেবল সেই সমস্তেরই বিনাশ হয়? 'সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যালাভের পর সাধারণ-ভাবে বিনাশের উল্লেখ থাকায় এবং বিদ্যোৎপত্তির পরবর্ত্তী

পূর্বপক্ষ—

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—ব্রহ্মবিদ্যা উদয়ের পরে উপাসকের পুণ্য-পাপ নাশ। (২) সংশয়—বিদ্যা-প্রভাবে উপাসকের পূর্বার্জিত সমস্ত পুণ্য পাপই কি বিনষ্ট হয়, অথবা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ আছে? (৩) পূর্বপক্ষ—যখন কোনরূপ বিশেষ শ্রুতি নাই, তখন অবিশেষে সমস্ত পুণ্য-পাপেরই নাশ হইতে পারে। (৪) উত্তর — না, তাহা নহে, পরন্তু যে সমস্ত পুণ্য ও পাপকর্ম ফলদানে প্রস্তুত হয় নাই, কেবল সেই সমস্ত পুণ্য পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যে সমস্ত পুণ্য-পাপের ফল এই দেহে আরব্ধ হইয়াছে সে সমুদয়ের বিনাশ হয় না। (৫) নির্ণয়—যে সমস্ত কর্মফল ভোগ করিবার জন্য দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সমস্ত আরব্ধ কার্যের দাহ হয় না। তদ্ভিন্ন কর্মেরই বিনাশ হইয়া থাকে।

পত্ত্যুত্তরকালভাবিন্যাশ্চ শরীরস্থিতেঃ কুলালচক্র-ভ্রমণাদিবৎ সংস্কার-বশাদপ্যুপপত্তেঃ অবিশেষেণ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ]

"অনারব্ধকার্যে এব তু পূর্বে" ইতি। বিদ্যোৎপত্তেঃ পূর্বে সুকৃতদুষ্কৃতে অনারব্ধকার্যে — অপ্রবৃত্তফলে এব বিদ্যয়া বিনশ্যতঃ, কুতঃ ? তদবধেঃ—"তস্য তাবদেব চিরম্, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে" (ছান্দো ৬।১৪।২) ইতি শরীরপাতবিলম্বাবধিশ্রুতেঃ। ন চ পুণ্যাপুণ্যকর্মজন্য-ভগবৎপ্রীত্যপ্রীতিব্যতিরেকেণ শরীরস্থিতিহেতুভূত-সংস্কারসদ্ভাবে প্রমাণমস্তি ॥৪।১।১৫

শরীরস্থিতিও যখন কুসংস্কারচক্রের ভ্রমণবৎ পূর্বসংস্কারবশেও উপপন্ন হইতে পারে, তখন মনে হয় যে অবিশেষে সমস্ত কর্মই দগ্ধ হইয়া যায়।

এই অভিমতের উত্তরে বক্ষ্যমাণ সূত্র বলা হইতেছে—'অনারব্ধকার্যে…' ইত্যাদি বাক্য।

বিদ্যা-উৎপত্তির পূর্বজাত যে সমস্ত পুণ্যকার্য ও পাপকার্য অনারব্ধ (অর্থাৎ ফল দিতে প্রস্তুত হয় নাই) বিদ্যাপ্রভাবে কেবল সে সমস্তই বিনষ্ট হয় ; (অন্য কর্ম বিনষ্ট হয় না) ; কারণ (শাস্ত্রে) সেইরূপই সীমা নির্দেশ আছে—'যে পর্যন্ত তাহার শরীরপতন না হয়, সেই পর্যন্তই তাহার বিলম্ব (মুক্তিলাভের অপেক্ষা), তাহার পরই সে সৎ-সম্পন্ন হয় (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়)'—এই শরীরপাত অবধির কথা শ্রুতিতে আছে। কিন্তু তাহার শরীর স্থিতির হেতুভূত এবং এই স্থিতিকালে ভগবানের প্রীতি ও অপ্রীতির হেতুভূত যে সকল পুণ্য ও পাপরূপ কর্মের প্রারব্ধ ফল আছে তাহার বিনাশের কোন প্রমাণ নাই। (প্রারব্ধ কর্ম ও ফল বিনষ্ট হইয়া গেলে তখন আর শরীর থাকিবার প্রয়োজন হয় না) ॥৪।১।১৫

সিদ্ধান্ত—

নবম—অনারব্ধকার্য-অধিকরণ সমাপ্ত।

১০—অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণম্* (সূত্র ১৬—১৮)

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥৪।১।১৬

অন্বয়ার্থ ঃ অগ্নিহোত্রাদি — অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম ; তু—কিন্তু ; তৎকার্যায় এব—যে বিদ্যালাভের সহায়কারী তাহা নিশ্চিত ; তদ্দর্শনাৎ — যেহেতু শ্রুতিবাক্যে ইহা দেখা যায়।

সরলার্থ ঃ ইহা সুনিশ্চিত যে, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম বিদ্যালাভের সহায়কারী। কারণ শ্রুতিবাক্যে এইরূপই দেখা যায়।

মূল

"ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ" ইতি বিদ্যাবলাৎ সুকৃতস্যাপ্যসংশ্লেষ উক্তঃ। অগ্নিহোত্রাদীনাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং স্বাশ্রমধর্মাণামপি সুকৃতত্বসামান্যেন তৎফলস্যাশ্লেষাদনিচ্ছতোঽননুষ্ঠানে প্রাপ্ত উচ্যতে—

অনুবাদ

'ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ' এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে জ্ঞানীর পুণ্য-সংশ্লেষ হয় না, অর্থাৎ পুণ্যের সহিতও তাহার সম্বন্ধ থাকে না। (পূর্বপক্ষ)— তদনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, অগ্নিহোত্রাদি যে সমস্ত কর্ম নিত্য নৈমিত্তিকী স্বীয় আশ্রমধর্মরূপে বিহিত আছে, সেই সমস্ত কর্ম যখন পুণ্যজাতীয় তখন সেই সমস্ত কর্মের ফলেরও সংশ্লেষ বা সম্বন্ধ হইতে পারে না। এইজন্য ইচ্ছা না থাকিলে সেই সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান না করিলেও চলে।

এইরূপ অভিমতের উত্তরে বক্ষ্যমাণ সূত্র বলা হইতেছে — 'অগ্নিহোত্রাদি তু····' ইত্যাদি বাক্য।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—জ্ঞানীর পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি কর্মানুষ্ঠান। (২) সংশয়—জ্ঞানীর পক্ষে আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদি কার্য অনুষ্ঠেয় কিনা? (৩) পূর্বপক্ষ—জ্ঞানীর যখন পুণ্য-ফলের সম্বন্ধই হয় না, তখন অকারণ ঐ সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান অনাবশ্যক। (৪) উত্তর—না, জ্ঞানীরও আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ; কারণ ঐ সমস্ত কর্ম জ্ঞানলাভেরই সাহায্য করে, সুতরাং জ্ঞানলাভের জন্যই ঐ সমস্ত কর্ম করিতে হইবে। (৫) নির্ণয় — অতএব, জ্ঞানী পুরুষও বিদ্যাসিদ্ধির জন্য আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিবে।

[সিদ্ধান্তঃ]

"অগ্নিহোত্রাদি তু" ইতি। তু-শব্দঃ সুকৃতান্তরেভ্যো বিশেষণার্থঃ; অগ্নিহোত্রাদ্যাশ্রমধর্মাঃ ফলাশ্লেষাসম্ভবাদনুষ্ঠেয়া এব; তদসম্ভবশ্চ তৎকার্যার্থত্বাৎ তেষাম্; বিদ্যাখ্যকার্যায়ৈব হি বিদুষোঽগ্নিহোত্রাদ্যনুষ্ঠানম্; কথমিদমবগম্যতে? তদ্দর্শনাৎ; দৃশ্যতে হি "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" (বৃহদা ৪।৪।২২) ইত্যাদিনা অগ্নিহোত্রাদীনাং বিদ্যাসাধনত্বম্। বিদ্যায়াশ্চ আপ্রয়াণাদভ্যাসাধেয়াতিশয়ায়া অহরহরুৎপাদ্যত্বাৎ তদুৎপত্ত্যর্থমাশ্রমকর্মাপি অহরহরনুষ্ঠেয়মেব; অন্যথা আশ্রমকর্মলোপে দূষিতান্তঃকরণস্য বিদ্যোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ ॥৪।১।১৬

সিদ্ধান্ত—

অপরাপর পুণ্যকর্ম হইতে অগ্নিহোত্রাদির বিশেষত্ব জ্ঞাপনার্থ সূত্রে 'তু' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। আশ্রমধর্মরূপে বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মের ফলসংযোগ সম্ভবপর হয় না, এইজন্যই সে সমুদয় কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অগ্নিহোত্রাদি কর্মগুলি মুক্তিলাভেরই সাধন বা অনুকূল। এইজন্য পৃথক্ ফলদানে সে সমস্ত কর্মের আর সামর্থ্য নাই। সেই বিদ্যার বা ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ফললাভের জন্যই বিদ্বানেরা অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুতরাং সে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠানে তদতিরিক্ত কোন ফল জন্মে না১। যেহেতু, শ্রুতিতে সেইরূপই দৃষ্ট হয়। যথা—'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বেদচর্চা, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন' ইত্যাদি। আজীবন অনুশীলনের ফলে উৎকর্ষ লাভের জন্য বিদ্যার প্রত্যহই সাধন করিতে হয়; সুতরাং সেই বিদ্যা সমুৎপাদনার্থই প্রত্যহ আশ্রমোচিত কর্মেরও অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন হয়। নচেৎ আশ্রমোচিত কর্ম বিলুপ্ত হওয়ায় যাহার অন্তঃকরণ পাপস্পৃষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ব্যক্তির বিদ্যালাভ হইতে পারে না। অতএব, বিদ্বান ব্যক্তিকেও অবশ্যই আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥৪।১।১৬

১—আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মের প্রধান ফল হইতেছে চিত্তশুদ্ধি। ঐ জাতীয় কর্মের নিরন্তর অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তগত রাগদ্বেষাদি দোষগুলি ক্রমশঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহার পর বিশুদ্ধ চিত্তে আপনা হইতেই জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে। ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত সমুৎপন্ন হইয়া উপাসককে কৃতার্থ করে।

যদি অগ্নিহোত্রাদিসাধুকৃত্যা বিদ্যোৎপত্ত্যর্থাঃ, বিদ্যোৎপত্তেঃ প্রাচীনং চ সুকৃতম্ "যাবৎসম্পাতমুষিত্বা" (ছাঃ ৫।১০।৫) "প্রাপ্যান্তং কর্মণঃ (বৃহদাঃ ৪।৪।৬) ইত্যনুভবেন বিনষ্টম্; ভুক্তশিষ্টং চ প্রারব্ধ-ফলম্; "সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্" ইত্যস্য কো বিষয়ঃ? তত্রাহ—

আচ্ছা, অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্মগুলি যদি বিদ্যা-উৎপত্তির কারণ হইল, আর বিদ্যোদয়ের পূর্বকৃত পুণ্যফল যদি 'কর্মশেষ পর্যন্ত (চন্দ্রলোকে) বাস করিয়া' এবং 'কর্মের অবসান বা সমাপ্তি লাভ করিয়া' ইত্যাদি বচনানুসারে ভোগ দ্বারাই বিনষ্ট হইল, আর ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের ফল যদি বর্ত্তমান দেহেই ভোগ করিতে হইল তাহা হইলে, 'তাহার সুহৃদ্‌গণ সাধুকর্ম গ্রহণ করেন'—এই শ্রুতিবাক্যে কথিত সাধুকর্ম আর বাকী রহিল কোথায়?

তদুত্তরে কথিত হইতেছে বক্ষ্যমাণ সূত্র—'অতোঽন্যাপি' ইত্যাদি।

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥৪।১।১৭

অন্বয়ার্থ: একেষাম্—কোন কোন শাখীরা বলেন; অতঃ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম হইতে; অন্যা অপি হি—পৃথক্ পাপপুণ্যরূপ কর্ম নিশ্চয়ই আছে; উভয়োঃ—যেহেতু উভয় প্রকার বাক্যের উল্লেখ আছে।

সরলার্থ: অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

অতঃ—অগ্নিহোত্রাদি-সাধুকৃত্যায়াঃ বিদ্যোৎপত্ত্যর্থায়াঃ অন্যাপি বিদ্যাধিগমাৎ পূর্বোত্তরয়োরুভয়োরপি পুণ্যকর্মণোঃ প্রবলকর্মপ্রতি-বদ্ধফলা সাধুকৃত্যানন্তা সম্ভবত্যেব; তদ্বিষয়মিদমেকেষাং শাখিনাং বচনম্ "তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্" ইতি; বিদ্যয়া অশ্লেষবিনাশশ্রুতিশ্চ তদ্বিষয়া ॥৪।১।১৭

অনুবাদ

বিদ্যা-উৎপত্তির পূর্বে ও পরে যে সমস্ত পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিদ্যোৎপত্তির সাধনরূপী এই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ভিন্ন আরও অসংখ্য সাধুকর্ম নিশ্চয়ই আছে, যাহাদের ফল অপরাপর প্রবল পুণ্যকর্ম দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া অসমর্থ অবস্থায় রহিয়াছে; কোন কোন শাখায় উক্ত— 'তাহাদের পুত্রগণ ধন গ্রহণ করে এবং সুহৃদ্‌গণ পুণ্যকর্ম গ্রহণ করেন' — এই বচন সেই সব পুণ্যকর্ম বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। আর বিদ্যার প্রভাবে যে অশ্লেষ ও বিনাশ বলা হইয়াছে, তাহার বিষয়ও ঐ সমস্ত কর্মই ॥৪।১।১৭

অনুষ্ঠিতস্যাপি কর্মণঃ ফলপ্রতিবন্ধসম্ভবং পূর্বোক্তং স্মারয়তি—

অনুষ্ঠিত কর্মফলেরও যে প্রতিবন্ধ সম্ভবপর হয়, এই কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এখন সেই কথাই স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন বর্ত্তমান সূত্র—'যদেব বিদ্যয়া' ইত্যাদি।

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥৪।১।১৮

অন্বয়ার্থঃ বিদ্যয়া—বিদ্যাসহকারে; যৎ—যে কর্ম (যজ্ঞ) করা যায়; (তৎ) এব—তাহা নিশ্চয়ই (বীর্যশালী হয়); ইতি—ইহা দ্বারা; হি—নিশ্চিত (হয় যে যজ্ঞাদি বিদ্যার প্রতিবন্ধ-নিবারক)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

"যদেব বিদ্যয়া করোতি……তদেব বীর্যবত্তরম্" (ছান্দো ১।১ ১০) ইত্যুদ্গীথবিদ্যায়াঃ ক্রতুফলাপ্রতিবন্ধফলত্ব-বচনেনানুষ্ঠিতস্যাপি কর্মণঃ ফলপ্রাতবন্ধঃ সূচ্যতে হি। অতো বিদুষোঽনুষ্ঠিত-প্রতিবন্ধফলবিষয়ম্ "সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্" ইতি শাট্যায়নকম্ ॥৪।১।১৮

অনুবাদ

'বিদ্যাসহযোগে যাহাই করা যায়, তাহাই অধিক বীর্যশালী হয়' এই শ্রুতিতে উদ্গীথবিদ্যাকে (উপাসনাকে) যজ্ঞফলের প্রতিবন্ধক-নিবারক বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অনুষ্ঠিত কর্মও কর্মান্তর দ্বারা প্রতিহত হইয়া থাকে। অতএব, বিদ্বান-অনুষ্ঠিত যে সমস্ত কর্মের ফল কর্মান্তর দ্বারা প্রতিহত হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধেই 'সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্' — এই শাট্যায়ন-শ্রুতি উক্ত হইয়াছে ॥৪।১।১৮

দশম—অগ্নিহোত্রাদি-অধিকরণ সমাপ্ত।

১১—ইতরক্ষপণাধিকরণম্* (সূত্র ১৯)

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে ॥৪।১।১৯

অন্বয়ার্থঃ ইতরে—পুণ্য-পাপের ফলভোগরূপ যে সকল কর্ম আরব্ধ হইয়াছে তাহাদের; তু—কিন্তু; ভোগেন ক্ষপয়িত্বা — ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া; অথ—তৎপরে; সম্পদ্যতে—ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।

---

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—জ্ঞানীর প্রারব্ধ-ফলক পুণ্য ও পাপ কর্মের ক্ষয়। (২) সংশয়—উক্ত প্রারব্ধ-ফলক পুণ্য ও পাপ কর্মে ফল হয় কখন? এই দেহের শেষে, অথবা

সরলার্থঃ পুণ্য-পাপের ফলভোগরূপ যে সকল কর্ম আরব্ধ হইয়াছে, তাহাদের ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া তৎপরে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। যথা শ্রুতিবাক্য — 'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে।'

মূল

যয়োঃ পুণ্যপাপয়োরশ্লেষ-বিনাশাবুক্তৌ, তাভ্যামিতরে আরব্ধকার্যে পুণ্যপাপে কিং বিদ্যাযোনি-শরীরাবসানে উত তচ্ছরীরাবসানে শরীরান্তরাবসানে বা ইত্যনিয়মঃ; ইতি সংশয়ে "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" (ছান্দো ৬।১৪।২) ইতি তচ্ছরীর-বিমোক্ষাবসানত্বশ্রবণাৎ তদবসানে; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

অনুবাদ

যে সমস্ত পুণ্য ও পাপকর্মের অশ্লেষ ও বিনাশ উক্ত হইল তদ্ভিন্ন আরও যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ কর্ম নিজ নিজ ফল প্রদানে প্রবৃত্ত (প্রারব্ধ) হইয়াছে সে সমস্ত পুণ্য ও পাপকর্ম কি বিদ্যোৎপত্তির সাধনভূত শরীরের অবসানে বিনষ্ট হয়? কিংবা প্রারব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ যে শরীর লাভ হইবে সেই শরীরপাতের পরে অথবা অন্য কোন শরীরের অবসানে বিনষ্ট হয়? এইরূপ সংশয়স্থলে কথিত হইতেছে—'তাহার সেই পর্যন্তই বিলম্ব, যতক্ষণ না এই দেহ বিনষ্ট হয়, তাহার পর সে বিমুক্তি লাভ করিবে', এই শ্রুতিতে বর্ত্তমান দেহাবসানের কথা থাকায় মনে হয় যে দেহাবসানেই পুণ্য ও পাপের ক্ষয় হয়। (পূর্বপক্ষীয়) এইরূপ অভিমতের উত্তরে বক্ষ্যমাণ সূত্র বলা হইতেছে—'ভোগেন তু' ইত্যাদি বাক্য।

দেহান্তরে? (৩) পূর্বপক্ষ—এ বিষয়ে যখন কোন নিয়ামক শ্রুতি নাই, তখন এই দেহ শেষে কিংবা প্রারব্ধ কর্মফলে লব্ধ শরীরের অবস্থানে কিংবা অন্য কোন দেহান্তরের শেষেও এই কর্মফলের বিনাশ হইতে পারে। (৪) উত্তর—না, প্রারব্ধ-ফলক যে সমস্ত কর্মের ফল ভোগের জন্য যে দেহ আরব্ধ হয়, সেই দেহেই সেই দেহভোগ্য পুণ্য পাপ ভোগের দ্বারা শেষ করিতে হয়। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, অনাদিকাল হইতে জ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত পুণ্য পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বিদ্যার প্রভাবে সেই সমুদয়ের বিনাশ হয়, আর প্রারব্ধ-ফলক কর্মের কেবল ভোগ দ্বারাই শেষ করিতে হয় এবং জ্ঞানের পশ্চাৎকালে যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে সেইগুলির মধ্যে পুণ্যকর্মগুলি জ্ঞানীর সুহৃদ্‌গণ গ্রহণ করে এবং পাপ কর্মগুলি তাহার শত্রুগণ গ্রহণ করে।

ভোগেন তু—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; ইতরে আরব্ধ-কার্যে পুণ্যপাপে স্বারব্ধফলভোগেন ক্ষপয়িত্বা তৎফলভোগসমাপ্ত্যনন্তরং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে; তে চ পুণ্যপাপে একশরীরোপভোগ্যফলে চেৎ, তৎশরীরাবসানে সম্পদ্যতে; অনেকশরীরভোগ্যফলে চেৎ, তদবসানে সম্পদ্যতে। ভোগেনৈব ক্ষপয়িতব্যত্বাদারব্ধফলয়োঃ কর্মণোঃ। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" (ছান্দো ৬।১৪।২) ইতি চ ভোগেন তয়োঃ কর্মণোঃ বিমোক্ষ উচ্যতে; দেহাবধিনিয়মাশ্রবণাৎ। তদেবং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রাগনুষ্ঠিতমভুক্তফলমনারব্ধফলং পুণ্যপাপরূপং কর্ম অনাদিকালসঞ্চিতমনন্তং বিদ্যামাহাত্ম্যাদ্বিনশ্যতি; বিদ্যারম্ভোত্তরকালমনুষ্ঠিতং চ ন শ্লিষ্যতি; তত্র পুণ্যরূপং সর্বং বিদুষঃ সুহৃদো গৃহ্ণন্তি, পাপং চ দ্বিষন্ত ইতি নিরবদ্যম্ ॥৪।১।১৯

অপর যে সমস্ত পুণ্য ও পাপের ফল আরব্ধ হইয়াছে সেই সমস্ত প্রারব্ধ-ফলক পুণ্য ও পাপ কর্ম ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া ফলভোগ সমাপ্ত হইলে পরে বিদ্বান পুরুষ ব্রহ্মসম্পন্ন হন। আর সেই কর্মফল যদি অনেক শরীরে ভোগযোগ্য হয় তাহা হইলে সেই সমস্ত শরীরপাতের পরে (জীব) ব্রহ্মসম্পন্ন হয়। কারণ প্রারব্ধ-ফলক পুণ্য ও পাপকর্ম একমাত্র ভোগের দ্বারাই ক্ষয় করিতে হয়। 'তাহার সেই পর্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহমুক্ত না হয়, তাহার পর সে ব্রহ্ম লাভ করে' —এই শ্রুতিতেও উক্ত ফল সমস্ত (প্রারব্ধ ফল সমস্ত) ভোগেই পুণ্য ও পাপ ক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে, কেননা ঐ শ্রুতিতে দেহাবধি ভোগের অর্থাৎ যতকাল দেহ থাকিবে ততকাল ভোগ হইবে, এইরূপ নিয়মবোধক কোন কথা নাই। অতএব, এইরূপ সিদ্ধান্ত অবধারিত হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা প্রাদুর্ভাবের পূর্বে অনাদিকাল হইতে অনুষ্ঠিত পাপ-পুণ্যরূপ যে সমস্ত কর্ম তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই—'অভুক্ত অবস্থায়' সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই অনন্ত কর্মরাশি ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, আর বিদ্যা উৎপত্তির পশ্চাৎ অনুষ্ঠিত পুণ্য ও পাপ কর্ম বিদ্বানকে স্পর্শ করে না। উক্ত কর্মরাশির মধ্যে পুণ্যকর্ম তাহার সুহৃদ্‌গণ গ্রহণ করে, আর পাপ কর্ম তাহার শত্রুগণ গ্রহণ করে। অতএব, উক্ত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ॥৪।১।১৯

একাদশ—ইতরক্ষপণ-অধিকরণ সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় — দ্বিতীয় পাদ

১—বাগধিকরণম্* (সূত্র ১, ২)

বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥৪।২।১

অন্বয়ার্থ : বাক্—বাগিন্দ্রিয় ; মনসি—মনেতে (মিলিত হয়) ; দর্শনাৎ—যেহেতু ইহাই দেখা যায় ; শব্দাৎ চ—শাস্ত্রও তাহাই বলিতেছেন।

সরলার্থ : ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহত্যাগের সময় প্রথমে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মনেতে সংযুক্ত হয়, কারণ মৃত্যুকালে মনের পূর্বেই যে বাক্ আদি ইন্দ্রিয়ের বিলোপ হয় তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় এবং শ্রুতিও ইহাই বলিতেছেন—'হে সোম্য, এই পুরুষের মৃত্যুকালে তাহার বাক্যও মনেতে মিলিত হয়, মন প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে এবং তেজ আবার পরদেবতায় মিলিত হয়।

মূল

ইদানীং বিদুষো গতিপ্রকারং চিন্তয়িতুমারভতে। প্রথমং তাবদুৎক্রান্তিশ্চিন্ত্যতে। তত্রেদমাম্নায়তে "অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং

অনুবাদ

(এই দ্বিতীয় পাদে বিদ্বানের উৎক্রান্তি-ক্রম বর্ণিত হইতেছে)।

এই অধিকরণে বিদ্বানের গতিপ্রকার (দেহত্যাগের প্রণালী) চিন্তা আরম্ভ করিতেছেন। তদ্বিষয়ে এইরূপ পঠিত আছে যে, 'হে সোম্য, এই পুরুষ যখন প্রয়াণ করে, অর্থাৎ মৃত্যু আসন্ন হয়, তখন তাহার বাক্য মনের সহিত মিলিত হয়, মন প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে, তেজ আবার পরদেবতাতে

---

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—দেহত্যাগকালে মনেতে ইন্দ্রিয় মিলনের শ্রুতি। (২) সংশয়—এখানে বাক্ সম্পত্তির অর্থ কি বাক্-ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির লয়, অথবা সাক্ষাৎ বাক্-ইন্দ্রিয়েরই লয়? (৩) পূর্বপক্ষ—বাগিন্দ্রিয়ের লয় হইতে পারে না, সুতরাং বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তির লয়ই বুঝিতে হইবে। (৪) না, এখানে সম্পত্তির অর্থ লয় নহে, পরন্তু সংযোগ মাত্র, সুতরাং মন বাগিন্দ্রিয়ের উপাদান না হইলেও তাহার সঙ্গে সংযোগলাভে কোন আপত্তি হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—সাক্ষাৎ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরই তৎকালে মনের সঙ্গে সংযোগ বুঝিতে হইবে।

দেবতায়াম্" (ছান্দো ৬।৮।৬) ইতি। অত্র "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (ছান্দো ৬।৮।৬) ইতি বাচো মনসি সম্পত্তিশ্রুতিঃ কিং বাগ্‌বৃত্তিমাত্রবিষয়া? উত বাগ্‌বিষয়া?—ইতি বিশয়ে, বৃত্তিমাত্রবিষয়েতি যুক্তম্; কুতঃ? মনসো বাক্‌প্রকৃতিত্বাভাবাৎ তত্র বাক্‌স্বরূপসম্পত্ত্যসম্ভবাৎ। বাগাদি-বৃত্তীনাং মনোঽধীনত্বেন বৃত্তিসম্পত্তিশ্রুতিঃ কথঞ্চিদুপপদ্যত ইতি; এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

বাঙ্মনসি — ইতি। বাক্‌স্বরূপমেব মনসি সম্পদ্যতে; কুতঃ? দর্শনাৎ — দৃশ্যতে হি বাগিন্দ্রিয়ে উপরতেঽপি মনঃপ্রবৃত্তিঃ। বৃত্তি-মাত্র-সম্পত্ত্যাপি তদুপপদ্যতে ইতি চেৎ; তত্রাহ — শব্দাচ্চেতি। "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" ইতি বাক্‌স্বরূপ-সম্পত্তাবেব হি শব্দঃ; ন বৃত্তিমাত্র-সম্পত্তৌ। ন হি তদানীং বৃত্ত্যুপরমে বাগিন্দ্রিয়ং প্রমাণান্ত-রেণোপলভ্যতে; যেন বৃত্তিমাত্রমেব সম্পদ্যত ইত্যুচ্যেত। যদুক্তম্— মনসো বাক্‌প্রকৃতিত্বাভাবাৎ বাচো মনসি সম্পত্তির্নোপপদ্যতে ইতি;

মিলিত হয়'। (পূর্বপক্ষ)—এখানে সন্দেহ হয় যে, 'বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে' এই শ্রুতিতে যে মনের সহিত বাক্যের সম্মিলনের কথা আছে ইহা কি বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা ব্যাপারের বিলয়বোধক, অথবা বাগিন্দ্রিয়েরই বিলয়বোধক? বাগ্‌-বৃত্তির বিলয়বোধক বলাই যুক্তিযুক্ত। আবার, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার কার্য যখন মনের অধীন তখন বৃত্তি বিলয়নের কথা অন্য কোন প্রকারে উপপন্ন হইতে পারে। এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে বক্ষ্যমাণ সূত্র — 'বাঙ্মনসি' ইত্যাদি বাক্য।

সিদ্ধান্ত— স্বরূপতঃ বাগিন্দ্রিয়ই মনে সম্পন্ন বা মিলিত হইয়া থাকে। কারণ, এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। কেননা বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিরত হইলেও মনের চিন্তা চলিতে থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বলা হয় শুধু বৃত্তি-লয়ের পক্ষেও তো উক্ত প্রত্যক্ষ ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে। তদুত্তরে বলি — যেহেতু তদ্বোধক (স্বরূপতঃ বাগিন্দ্রিয়ের মিলনেরই) শ্রুতি আছে—'বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে', তখন সাক্ষাৎ বাগিন্দ্রিয়েরই বিলয় প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু বাগ্‌-বৃত্তির বিলয় নহে। বিশেষতঃ, মৃত্যু সময়ে মনের বৃত্তি লয় হইলেও যে মন বিদ্যমান থাকে সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, যাহার সাহায্যে বৃত্তিলয়ের কল্পনা করা যাইতে পারে। আরও যে বলা হইয়াছে, মন বাগিন্দ্রিয়ের উপাদান নহে বলিয়া মনেতে বাগিন্দ্রিয়ের বিলয়

তৎ বাঙ্‌মনসি স দ্যতে” ইতি বচনাৎ মনসা বাক্ সংযুজ্যতে, ন তু তত্র লীয়তে ; ইতি পরিহর্ত্তব্যম্ ॥৪।২।১

হইতে পারে না, সে কথাও যুক্তিসহ হয় না। কারণ, শ্রুতি যখন ‘বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে’ বলিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, এখানে ‘সম্পত্তি’ অর্থ—সংযোগ মাত্র, কিন্তু বিলয় বা তদ্ভাবাপত্তি নহে। সুতরাং এইরূপে উক্ত আপত্তিরও পরিহার হইতে পারে ॥৪।২।১

অত এব সর্বাণ্যনু ॥৪।২।২

অন্বয়ার্থ : অতঃ—এই হেতু ; সর্বাণি এব—অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গণই ; অনু—বাগিন্দ্রিয়ের পর লয়প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ : অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

যতো বাচো মনসা সংযোগমাত্রং সম্পত্তিঃ ; ন তু লয়ঃ ; অত এব বাচমনু সর্বেষামিন্দ্রিয়াণাং মনসি সম্পত্তিশ্রুতিরুপপদ্যতে, “তস্মাদুপশান্ততেজাঃ (অ)পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ” (প্রশ্নঃ ৩।৯) ইতি ॥৪।২।২

অনুবাদ

যেহেতু মনের সহিত বাক্যের সম্পত্তি হইতেছে সংযোগ মাত্র, কিন্তু লয় নহে, সেই হেতুই বাগিন্দ্রিয়ের পর—‘সেই হেতু শরীরের উষ্মা বিরত হইলে পর যাহাতে আর পুনর্বার জন্ম না হয়, সেইরূপ মনেতে সম্পদ্যমান (সম্মিলিত) ইন্দ্রিয়গণের সহিত’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে মনেতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সম্মিলনের কথা আছে, তাহাও উপপন্ন (সঙ্গত) হইতেছে ॥৪।২।২

প্রথম — বাগধিকরণ সমাপ্ত।

২—মনোধিকরণম্* (সূত্র ৩)

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥৪।২।৩

অন্বয়ার্থ : তৎ—সেই ; মনঃ—মন ; প্রাণে—প্রাণেতে (মিলিত হয়) ; উত্তরাৎ—পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায়।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—সর্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন (মিলিত) মনের প্রাণেতে সম্পত্তি ; (২) সংশয়—ইহা কি মনের বৃত্তি লয় অথবা সাক্ষাৎ মনেরই লয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রাণ যখন মনের

সরলার্থঃ 'মনঃ প্রাণে' অর্থাৎ মন প্রাণে মিলিত হয়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে বাগাদি ইন্দ্রিয়সংযুক্ত মন প্রাণের সহিত মিলিত হয়।

মূল

তৎ — সর্বেন্দ্রিয়সংযুক্তং মনঃ প্রাণে সম্পদ্যতে — প্রাণেন সংযুজ্যতে ; ন মনোবৃত্তিমাত্রম্। কুতঃ ? উত্তরাৎ — "মনঃ প্রাণে" (ছান্দো ৬।৮।৬) ইতি বাক্যাৎ। অধিকাশঙ্কা তু—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" (ছান্দো ৬।৬।৫) ইতি বচনাৎ মনসোঽন্নপ্রকৃতিত্বমবগম্যতে ; অন্নস্য চ "তা অন্নমসৃজন্ত" (ছান্দো ৬।২।৪) ইত্যন্ময়ত্বং সিদ্ধম্, "আপোময়ঃ প্রাণঃ' ইতি চ অপ্‌প্রকৃতিত্বং প্রাণস্যাবগম্যতে ; অতো 'মনঃ প্রাণে সম্পদ্যতে' ইত্যত্র প্রাণশব্দেন প্রাণপ্রকৃতিভূতা আপো নির্দিশ্য তাসু মনঃসম্পত্তিপ্রতিপাদনে পরম্পরয়া স্বকারণে লয় ইতি সম্পত্তি-বচনমুপপন্নং ভবতি—ইতি।

অনুবাদ

পূর্বপক্ষ— সর্বেন্দ্রিয়যুক্ত সেই মনই আবার প্রাণের সহিত সম্মিলিত হয়, কিন্তু মনের বৃত্তিমাত্রের লয় হয় না। ইহার কারণ—পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্য 'মনঃ প্রাণে'। এখানে বিশেষ আশঙ্কা ছিল এই যে, 'হে সোম্য, মন অন্নময়' — এই শ্রুতি দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অন্নই মনের উপাদান ; আর, 'সেই জলসমূহ অন্ন (পৃথিবী) সৃষ্টি করিল'—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, জল হইতেছে পৃথিবীর প্রকৃতি ; তাহার পর, 'প্রাণ হইতেছে আপোময়' অর্থাৎ জল হইতে উৎপন্ন—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে জলই প্রাণের প্রকৃতি বা উপাদান। অতএব, সন্দেহ হইয়াছিল যে 'মন প্রাণে সম্পন্ন' বাক্যে প্রথমতঃ প্রাণের প্রকৃতিস্বরূপ অর্থাৎ উপাদানস্বরূপ জলের নির্দেশ করিয়া তাহাতে মনের সম্মিলন প্রতিপাদন করায় বোধ হইতেছে—পরম্পরা সম্বন্ধে মনের উপাদান পৃথিবী, পৃথিবীর উপাদান জল, আবার জলের পরিণতি হইতেছে প্রাণ—এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে স্বকারণে লয়ের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপে সম্পত্তিবোধক উক্ত শ্রুতি সঙ্গত হইতেছে।

উপাদান নহে, তখন প্রাণেতে মনের সাক্ষাৎ লয় হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব, বৃত্তিলয়ই সঙ্গত হয়। (৪) উত্তর—এখানে সাক্ষাৎ মনেরই লয় বুঝিতে হইবে, শ্রুতিতে যে, মনকে অন্নময় বলা হইয়াছে তাহার অর্থ মন অন্নের বিকার বা পরিণতি নহে, পরন্তু অন্নের দ্বারা পুষ্টি লাভ করে মাত্র ; (৫) নির্ণয়—অতএব, প্রাণে সাক্ষাৎ মনেরই লয় বা মিলন বুঝিতে হইবে, মনের বৃত্তির নহে।

পরিহারস্তু — "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ" ইতি মনঃপ্রাণয়োরন্নেনাদ্ভিশ্চাপ্যায়নমুচ্যতে, ন তৎপ্রকৃতিত্বম্; আহংকারিকত্বান্মনসঃ, আকাশবিকারত্বাচ্চ প্রাণস্য। প্রাণশব্দেনাপাৎ লক্ষণা চ স্যাৎ, ইতি ॥৪।২।৩

সিদ্ধান্ত— উক্ত আশঙ্কার নিরসন অতঃপর কথিত হইতেছে—হে সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়' এই শ্রুতিতে কেবল অন্ন দ্বারা মনের এবং জল দ্বারা প্রাণের পরিপুষ্টি মাত্র কথিত হইয়াছে, কিন্তু অন্নকে মনের আর জলকে প্রাণের প্রকৃতি বা উপাদান বলিয়া বলা হয় নাই। কারণ, মন হইতেছে অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন (আহঙ্কারিক), আর প্রাণ হইতেছে আকাশ হইতে উৎপন্ন (আকাশ-বিকার অর্থাৎ আকাশ তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন)। সুতরাং মনকে অন্ন-প্রকৃতিক ও প্রাণকে জল-প্রকৃতিক বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ (হে পূর্বপক্ষবাদিন্) আপনাদের পক্ষে প্রাণ শব্দের জল-অর্থে লক্ষণা-বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয়। অন্য উপায় থাকিলে পারতপক্ষে তাহা গ্রহণ করা উচিত নয় ॥৪।২।৩

দ্বিতীয় — মনোধিকরণ সমাপ্ত।

৩—অধ্যক্ষাধিকরণম্* (সূত্র ৪)

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥৪।২।৪

অন্বয়ার্থ ঃ সঃ—সেই প্রাণ; অধ্যক্ষে—দেহের অধিপতি জীবাত্মায় (সংযুক্ত হয়); তৎ উপগমাদিভ্যঃ—যেহেতু তদ্‌বোধক শ্রুতি আছে।

সরলার্থ ঃ ইন্দ্রিয় এবং মন প্রাণেতে মিলিত হইবার পর, তাহারা আবার দেহাধিপতি জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়।

*** অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—'প্রাণঃ তেজসি'—এই শ্রুত্যুক্ত তেজেতে প্রাণের লয়। (২) সংশয়—বাক্ ও মনের ন্যায় প্রাণও কি তেজেই মিলিত হয়? অথবা অন্যত্র হয়? (৩) পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন তেজেই লয়ের কথা আছে তখন তাহাতেই লয় হওয়া সঙ্গত হয়, (৪) উত্তর—না, কেবলই তেজেতে সংযুক্ত হওয়া ঐ শ্রুতির অভিপ্রায় নহে, পরন্তু দেহাধ্যক্ষ জীবাত্মাতে সংযুক্ত হওয়াই উহার অর্থ; অন্য শ্রুতিতেও যেহেতু সেই কথা আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব, প্রাণের ভূতসমূহেই লয় হয়, কেবল তেজেতে লয় হয় না।

মূল

যথা "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে" ইতি বচনানুরোধেন মনঃপ্রাণয়োরেব বাঙ্‌মনসয়োঃ সম্পত্তিঃ, তথা 'প্রাণস্তেজসি' ইতি বচনাৎ তেজস্যেব প্রাণঃ সম্পদ্যতে—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

'সোঽধ্যক্ষে' ইতি। সঃ প্রাণঃ, অধ্যক্ষে করণাধিপে জীবে সম্পদ্যতে। কুতঃ? তদুপগমাদিভ্যঃ—প্রাণস্য জীবোপগমস্তাবৎ শ্রূয়তে—"এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি" (বৃহদা ৪।৩।৩৮) ইতি; তথা জীবেন সহ প্রাণস্যোৎক্রান্তিঃ শ্রূয়তে "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনুৎক্রামতি" (বৃহদা ৪।৪।২) ইতি; প্রতিষ্ঠা চ জীবেন সহ শ্রূয়তে—"কস্মিন্নুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি" (প্রশ্নঃ ৬।৩) ইতি। এবং জীবেন সংযুজ্য তেন সহ তেজঃসম্পত্তিরিহ "প্রাণস্তেজসি" (ছান্দো ৬।৮।৬) ইত্যুচ্যতে;

অনুবাদ

(পূর্বপক্ষ—) 'বাক্য মনেতে সম্পন্ন হয়, মন প্রাণেতে' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যানুসারে যেমন, মন ও প্রাণ উভয়েতেই যথাক্রমে বাক্ ও মনের সম্পত্তি (মিলন) করা হইয়াছে; সেইরূপ, 'প্রাণ তেজেতে সম্পন্ন হয়' এই শ্রুতি অনুসারেও তেজেই প্রাণের সম্পত্তি পাওয়া যাইতে পারে।

এই অভিমতের উত্তরে বক্ষ্যমাণ সূত্র বলা হইতেছে—'সোঽধ্যক্ষে' ইত্যাদি বাক্য।

সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি জীবে সম্পন্ন হয়।

সিদ্ধান্ত—

কারণ, প্রথমতঃ জীবেতেই প্রাণের আশ্রয় লাভের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যথা—'ঠিক এই প্রকারই অন্তঃকালে (অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে) সমস্ত প্রাণ আত্মাতে যায়' এইরূপ, (উৎক্রমণের সময়েও) জীবের সহিত প্রাণসমূহের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতিও শ্রুতিতে শোনা যায়, যথা—'সেই জীব উৎক্রমণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাণই উৎক্রমণ করে'; জীবের সহিত প্রাণসমূহের উৎক্রমণ কথাও শোনা যায়; যথা—'কে উৎক্রমণ করিলে আমি উৎক্রমণ করিব? আর কে থাকিলে আমি (এ দেহে) অবস্থান করিব?' এইরূপ পর্যালোচনা হইতে জানা যায় যে প্রাণ প্রথমে জীবের সহিত সম্মিলিত হয়, পরে তদবস্থায়ই তেজের সহিত মিলিত হয়, ইহাই 'প্রাণস্তেজসি' শ্রুতিতে

যথা যমুনায়াঃ গঙ্গয়া সংযুজ্য সাগরগমনেঽপি 'যমুনা সাগরং গচ্ছতি' ইতি বচো ন বিরুধ্যতে, তদ্বৎ ॥৪।২।৪

প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন যমুনা নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সাগরে যাইলেও যমুনা সাগরে মিলিত হইতেছে বলা বিরুদ্ধ হয় না ইহাও তদ্রূপ ॥৪।২।৪

তৃতীয় অধ্যক্ষাধিকরণ সমাপ্ত।

৪—ভূতাধিকরণম্* (সূত্র ৫, ৬)

ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪।২।৫

অন্বয়ার্থঃ ভূতেষু—(জীবসংযুক্ত প্রাণ) পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতে মিলিত হয়, তৎশ্রুতেঃ—যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি আছে।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

"প্রাণস্তেজসি" (ছান্দো ৬।৮।৬) ইতি জীবসংযুক্তস্য প্রাণস্য তেজসি সম্পত্তিরুক্তা; সা সম্পত্তিঃ কিং তেজোমাত্রে, উত সংহতেষু সর্বেষু ভূতেষু? ইতি বিশয়ে তেজোমাত্রশ্রবণাৎ তেজসি ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

অনুবাদ

'প্রাণ তেজে সম্মিলিত হয়'—এই শ্রুতিতে জীব-সংযুক্ত প্রাণের তেজেতে সম্মিলনের কথা উক্ত আছে; উক্ত সম্মিলন কি তেজেতেই হয়, অথবা সমস্ত ভূতসঙ্ঘেই হয়? এইরূপ সংশয়ে পাওয়া যাইতেছে যে, (পূর্বপক্ষ)—শ্রুতিতে যখন কেবল তেজেরই কথা আছে তখন তেজেই সম্মিলন হওয়া উচিত। তদুত্তরে বলা হইতেছে—'ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ'।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য**—

(১) বিষয়—জীব-সংযুক্ত প্রাণের তেজে লয়—শ্রুতি, 'প্রাণস্তেজসি', (২) সংশয়—কেবল তেজেই প্রাণের লয় হয়? না, ভূতপঞ্চক সংঘাতে হয়? (৩) পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন কেবল তেজেরই উল্লেখ তখন তাহাতে লয় হওয়াই সঙ্গত হয়। (৪) উত্তর—না, কেবল তেজেতেই সংযুক্ত হওয়া শ্রুতির অভিপ্রেত নহে, পরন্তু ভূতসঙ্ঘে সম্মিলিত হওয়াই উহার অর্থ। (৫) নির্ণয়—অতএব, প্রাণের ভূতসমূহে লয়ই শাস্ত্রসম্মত।

'ভূতেষু' ইতি। ভূতেষু সম্পদ্যতে; কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ—"পৃথিবীময় আপোময়ঃ·····তেজোময়ঃ" (বৃহদা ৪।৪।৫) ইতি জীবস্য সঞ্চরতঃ সর্বভূতময়ত্বশ্রুতেঃ ॥৪।২।৫

সিদ্ধান্ত—(জীবসংযুক্ত প্রাণ) ভূতসংঘাতেই সম্মিলিত হয়। যেহেতু সেইরূপই শ্রুতি আছে—'পৃথিবী আপোময়·····তেজোময়' ইত্যাদি শ্রুতিতে সঞ্চরণশীল (দেহ হইতে বহির্গত) জীবের সর্বভূতময়ত্বের নির্দেশ রহিয়াছে। (জীবসংযুক্ত প্রাণ সর্বভূতে সম্বন্ধ না হইলে জীবকে সর্বভূতময় বলা কখনই সম্ভব হইতে পারে না) ॥৪।২।৫

ননু তেজঃপ্রভৃতিষ্বেকৈকস্মিন্ ক্রমেণ সম্পত্তাবপি 'পৃথিবীময়ঃ' ইত্যাদিকা শ্রুতিরুপপদ্যতে; অত আহ—

বেশ, জিজ্ঞাসা করি—তেজ প্রভৃতি ভূতের এক একটিতে ক্রমশঃ সংযুক্ত হইলেও তো 'পৃথিবীময়' ইত্যাদির শ্রুতির অবশ্যই উৎপত্তি (সঙ্গত) হইতে পারে। এই আশংকায় বলিতেছেন—'নৈকস্মিন্·····' ইত্যাদি বাক্য।

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥৪।২।৬

অন্বয়ার্থঃ একস্মিন্—কেবলমাত্র একটিতে (তেজে); ন—(প্রাণের সংযোগ) সম্ভব নহে; দর্শয়তঃ হি—শ্রুতি এবং স্মৃতি তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থঃ সংশ্লিষ্ট শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকটি যখন পঞ্চীকৃত, তখন 'প্রাণ তেজের সহিত মিলিত হইল' এই বাক্যে বুঝিতে হইবে যে, তেজ শব্দে পঞ্চীকৃত তেজই অভিপ্রেত—শুদ্ধ তেজ নহে।

মূল

নৈকস্মিন্, একৈকস্য কার্যাক্ষমত্বাৎ। দর্শয়তো হি অক্ষমত্বং শ্রুতিস্মৃতী—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" (ছান্দো ৬।৩।২,৩) ইতি

অনুবাদ

না, এক একটিতে নয়। কারণ, এক একটির কার্য করিবার ক্ষমতা নাই। বক্ষ্যমাণ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে। যথা—'ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন—এই জীবাত্মকরূপ (আমি) অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক (জগৎকে) নাম ও রূপে প্রকটিত করিব, ভূতগণের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ

নাম-রূপ ব্যাকরণযোগ্যত্বায় ত্রিবৃৎকরণমুপদিশ্যতে—

"নানাবীর্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্তত্তস্তে সংহতিং বিনা।
নাশকুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ॥
সমেত্যান্যোন্য-সংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে॥"

(বি-পুঃ ১।২।৫২,৫৩) ইতি।

অতঃ 'প্রাণস্তেজসি' ইতি তেজঃ শব্দেন ভূতান্তরসংসৃষ্টমেব তেজোঽভিধীয়তে। অতো ভূতেষ্বেব সম্পত্তিঃ ॥৪।২।৬

(ত্রি-আত্মক) করিব'। এই শ্রুতিতে নাম ও রূপে প্রকাশ করিবার যোগ্যতা সম্পাদনের জন্য ত্রিবৃৎকরণের (পরস্পর সংমিশ্রণের) উপদেশ রহিয়াছে।

'পৃথগ্‌ভূত পরস্পরে অমিশ্রিত ভূতসমূহ বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন, এইজন্য তাহারা পরস্পরের সংমিশ্রণ ভিন্ন জাগতিক বস্তু সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না, পরে তাহারা সংমিশ্রণে পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্যন্ত বিশেষাকারে পরিণত হইয়া তাহারাই ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিল। অতএব বুঝিতে হইবে যে, 'প্রাণস্তেজসি' এই শ্রুতি-উক্ত 'তেজ' শব্দ অপরাপর ভূতের সহিত মিলিত (পঞ্চীকৃত) তেজই অভিহিত হইতেছে, শুদ্ধ তেজ নহে। অতএব, ভূতসমষ্টিতেই প্রাণের সম্পত্তি অবধারিত হইল ॥৪।২।৬

চতুর্থ—ভূত-অধিকরণ সমাপ্ত।

৫—আস্ত্যুপক্রমাধিকরণম্* (সূত্র ৭—১৩)

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য ॥৪।২।৭

অন্বয়ার্থঃ আসৃতি-উপক্রমাৎ (প্রাক্)—অর্চিরাদি মার্গে গমনের পূর্বে; সমানা চ—(বিদ্বান এবং অবিদ্বানের পক্ষে প্রাথমিক উৎক্রমণ) সমান; অনুপোষ্য চ—(শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) দগ্ধ না করিয়াই; অমৃতত্বং—ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—বিদ্বানের উৎক্রান্তি। (২) সংশয়—এই উৎক্রমণ কি বিদ্বান ও অবিদ্বান সকলের পক্ষেই সমান, অথবা পার্থক্য আছে? (৩) পূর্বপক্ষ—বিদ্বানের যখন এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ হয়, তখন তাহার পক্ষে আর উৎক্রমণ সম্ভব হইতে

সরলার্থ ঃ এই সূত্রে বলিতেছেন—মৃত্যুর সময় জীবের যতক্ষণ না অর্চিরাদি মার্গে গতি আরম্ভ হয় ততক্ষণ বহির্গমনের প্রস্তুতির জন্য সমস্ত ব্যাপারই সমান, কিন্তু তৎপরে বিদ্বান এবং অবিদ্বান জীবের গতি বিভিন্ন। হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত ১০১টি নাড়ীর মধ্যে একটি নাড়ী (সূর্যনাড়ী) মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে। যে ব্যক্তি সেই নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করেন তিনিই অমৃতত্ব লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে দগ্ধ না করিয়া অর্থাৎ শরীরে থাকিয়াই উপাসনাকালে ব্রহ্মানন্দ-অনুভবরূপ অমৃতত্ব লাভ করেন।

মূল

ইয়মুৎক্রান্তিঃ কিং বিদ্বদবিদুষোঃ সমানা? উত অবিদুষ এব? ইতি চিন্তায়াম্—অবিদুষ এবেতি প্রাপ্তম্। কুতঃ? বিদুষোঽত্রৈবামৃতত্ববচনাদুৎক্রান্ত্যভাবাৎ। বিদুষো হ্যত্রৈবামৃতত্বং শ্রাব্যতে—

"যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥" (কঠঃ ২।৬।১৪) ইতি।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

"সমানা চাস্মৃত্যুপক্রমাৎ" ইতি। বিদুষোঽপি আস্মৃত্যুপক্র-

অনুবাদ

পূর্বে যে উৎক্রান্তির (দেহ হইতে বহির্গমন) কথা বলা হইয়াছে তাহা কি বিদ্বান ও অবিদ্বান উভয়ের পক্ষেই তুল্য? অথবা কেবল অবিদ্বানেরই ঐরূপ হয়? মনে হয় যে ইহা কেবল অবিদ্বানের সম্বন্ধেই। কারণ, বিদ্বানের এইখানেই অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভের কথা আছে। সুতরাং তাহার আর উৎক্রমণ সম্ভব হয় না। বিদ্বানের এই দেহেই অমৃতত্বের কথা স্বয়ং শ্রুতিই বলিতেছেন — 'এই উপাসকের হৃদয়নিহিত সমস্ত বাসনা যখন অপগত হয় তখন মরণশীল উপাসক অমৃত (অমর) হন এবং এই দেহেই ব্রহ্ম লাভ করেন'। এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলিতেছেন—'সমানা চ' ইত্যাদি বাক্য।

স্মৃতির উপক্রম পর্যন্ত (আ-স্মৃতি) উৎক্রমণ প্রণালী বিদ্বানেরও সমান

পারে না; সুতরাং উৎক্রমণ কেবল অবিদ্বানের পক্ষেই। (৪) উত্তর—না, মূর্ধন্য নাড়ীতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্বান ও অবিদ্বান সকলেরই গতি সমান। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, মূর্ধন্য নাড়ীতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্বানকেও অবিদ্বানের ন্যায় উৎক্রমণ করিতে হয়, কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

মাদুৎক্রান্তিঃ সমানা। আস্থত্যুপক্রমাৎ—আগত্যুপক্রমাৎ, নাড়ী-প্রবেশাৎ প্রাগিত্যর্থঃ। বিদুষোঽপি হি নাড়ীবিশেষেণোৎক্রম্য গতিঃ শ্রূয়তে—

"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥"
(কঠঃ ২।৩।১৬) ইতি।

এবং নাড়ীবিশেষেণ গতিশ্রবণাদ্বিদুষোঽপ্যুৎক্রান্তিরবর্জনীয়া; সা চ নাড়ীপ্রবেশাৎ প্রাক্ বিশেষাশ্রবণাৎ সমানা। তৎপ্রবেশদশায়াং চ বিশেষঃ শ্রূয়তে—"তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ" (বৃহদা ৪।৪।২) ইতি। "শতং চৈকা চ হৃদয়স্য" ইত্যনয়া শ্রুত্যৈকার্থ্যান্মূর্দ্ধ্নো নিষ্ক্রমণং বিদ্বদ্বিষয়ম্; ইতরদবিদ্বদ্বিষয়ম্। যদুক্তম্ — বিদুষোঽত্রৈবামৃতত্বং

(অবিদ্বানের গতির তুল্য)। আস্থতি-উপক্রম মানে—অর্চিরাদি মার্গে গমনের পূর্ব পর্যন্ত (মূর্ধণ্য নাড়ী প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত)। বিদ্বান পুরুষ নাড়ীবিশেষ দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া অর্চিরাদি পথে গমন করেন। শ্রুতিতেও আছে—"হৃদয়ের মধ্যে ১০১টি নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটি নাড়ী মস্তক অভিমুখে নির্গত হইয়াছে। যে লোক সেই নাড়ীর দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করেন (উৎক্রমণ করেন) তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন; অপরাপর নাড়ীগুলি অপরাপর লোকে গমনের কারণ হয়" ইত্যাদি। এইরূপ নাড়ীবিশেষের দ্বারায় গতির উল্লেখ থাকায় বিদ্বানের পক্ষেও ঐরূপ উৎক্রমণ অপরিহার্য; উক্ত নাড়ীপথে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত যখন কোন বিশেষ বাক্য নাই তখন বুঝিতে হইবে যে, নাড়ী প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সেই উৎক্রমণ সকলের পক্ষেই সমান। তবে সেই নাড়ীর মধ্যে প্রবেশের কালে কিছু বিশেষ বা পার্থক্য আছে মাত্র। যথা—"(উৎক্রমণের পূর্বে ঐ নাড়ীর অগ্রভাগ আলোকিত হয়)", সেই আলোকের সাহায্যে আত্মা (জীব), চক্ষু হইতে কিংবা মস্তক হইতে কিংবা অন্যান্য শরীর-অবয়ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়" ইত্যাদি। অতএব পূর্বোক্ত 'শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একবাক্যতানুসারে বুঝা যাইতেছে যে, 'মূর্ধা' অর্থাৎ মস্তক হইতে যে নিষ্ক্রমণ, তাহা কেবল বিদ্বানের সম্বন্ধে, আর অন্যান্য শরীর প্রদেশ হইতে যে নিষ্ক্রমণ, তাহা অবিদ্যার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর যে বিদ্বানের ইহলোকেই অমৃতত্ব লাভের শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারও উত্তরে

শ্রাব্যতে—ইতি ; তত্রোচ্যতে — "অমৃতত্বং চানুপোষ্য" ইতি। চ-শব্দোঽবধারণে ; অনুপোষ্য-শরীরেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধমদগ্ধৈব যদমৃতত্বম্—উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশরূপং প্রাপ্যতে ; তদুচ্যতে "যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে" (কঠঃ ২।৩।১৪) ইত্যাদিকয়া শ্রুত্যেত্যর্থঃ। "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইতি চ উপাসনবেলায়াং যো ব্রহ্মানুভবঃ, তদ্বিষয়মিত্য-ভিপ্রায়ঃ ॥৪।২।৭

বলা যাইতেছে যে, 'অমৃতত্বং অনুপোষ্য' ইত্যাদি। 'চ' শব্দটি অবধারণার্থক। 'অনুপোষ্য' —অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে তাহা বিনষ্ট না করিয়াই (এই দেহেই) ; পূর্বতন ও উত্তর পাপের যথাক্রমে বিনাশ ও অশ্লেষে যে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা 'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে' শ্রুতিতে কথিত হইতেছে ; আর উপাসনা সময়ে যে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে তাহা 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে' শ্রুতিতে প্রতিপাদন করা হইতেছে ॥৪।২।৭

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥৪।২।৮

অন্বয়ার্থঃ তৎ—পূর্ব সূত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞের দেহের স্থিতিকালে অমৃতত্ব (উক্ত প্রকারে) ; আ-অপীতেঃ—যেহেতু বেদ বলিতেছেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত ; সংসারব্যপদেশাৎ — শরীরসম্বন্ধের কথন হেতু।

সরলার্থঃ শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া উপাসনার সময় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন, কিন্তু শরীর থাকিতে প্রকৃত ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না।

মূল

অবশ্যং চ তৎ—অমৃতত্বমদগ্ধদেহসম্বন্ধস্যৈবেতিবিজ্ঞেয়ম্। কুতঃ? আ-অপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ — অপীতিঃ — অপ্যয়ঃ, ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ। সা চার্চিরাদিনা মার্গেণ দেশবিশেষং গত্বেতি বক্ষ্যতে। আ তদবস্থা-

---

অনুবাদ

সেই অমৃতত্ব বা মুক্তি যে নিশ্চয়ই অদগ্ধ দেহসম্বন্ধের — অর্থাৎ যাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ নষ্ট হয় নাই তাহার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ 'অপীতি' না হওয়া পর্যন্ত সংসার-অবস্থার উল্লেখ রহিয়াছে। 'অপীতি' মানে—অপ্যয় বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি। সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিও যে 'অর্চিরাদি মার্গে' স্থানবিশেষে গমনের পরে হইয়া থাকে, এ কথা পরে বলা

প্রাপ্তেঃ সংসারঃ দেহসম্বন্ধলক্ষণো হি ব্যপদিশ্যতে—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" (ছান্দো ৬।১৪।২) ইতি, "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" (ছান্দো ৮।১৩।১) ইতি চ ॥৪।২।৮

হইবে। যতক্ষণ সেই স্থানটি প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ দেহসম্বন্ধের জন্য সংসারের সদ্ভাব শ্রুতিতে কথিত আছে। যথা—'তাহার (সেই উপাসকের) সেই পর্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ সে দেহবিমুক্ত না হয়, অনন্তর ব্রহ্মসম্পন্ন হয়' ইত্যাদি। আরো আছে—অশ্ব যেরূপ রোমরাশি কম্পিত করিয়া এবং চন্দ্র যেরূপ রাহুর মুখ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্মল হয়, তদ্রূপ কৃতকৃত্য আমিও নিজ শরীর পরিত্যাগ করিয়া বিমুক্ত আত্মা হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিব ॥৪।২।৮

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥৪।২।৯

অন্বয়ার্থঃ (মৃত্যুকালে) সূক্ষ্মম্—সূক্ষ্ম শরীর (অনুগমন করে) ; প্রমাণতঃ—শ্রুতিপ্রমাণ হইতে ; চ — এবং যুক্তিপ্রমাণ হইতেও ; তথা উপলব্ধেঃ — সেইরূপ উপলব্ধি হয় বলিয়া।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

ইতশ্চ বিদুষোঽপি বন্ধো নাত্র দগ্ধঃ ; যতঃ সূক্ষ্মং শরীরমনুবর্ত্ততে। কুত ইদমবগম্যতে ? প্রমাণতস্তথোপলব্ধেঃ — উপলভ্যতে

অনুবাদ

এই কারণেও বুঝিতে হইবে যে এই দেহ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আত্মার বন্ধন ধ্বংস হয় না, কারণ, সূক্ষ্ম দেহ১ আত্মার অনুগমন করিয়া থাকে। যদি প্রশ্ন হয়, কি করিয়া ইহা জানা যায় ? তদুত্তরে বলি—শ্রুতিই ইহার প্রমাণ।

১—সূক্ষ্ম দেহ—জীবগণের শরীর দুই প্রকার — (১) স্থূল, (২) সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর পঞ্চভূতে নির্মিত, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ শেষ হইলে যে দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ তত্ত্বে নির্মিত—পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। সুখ দুঃখ এবং জ্ঞান ও কর্মের সংস্কারাদি গুণ এই সূক্ষ্ম শরীরে থাকে। এই সূক্ষ্ম দেহ মৃত্যুকালে স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া যায়। প্রাক্তন কর্মানুসারে আবার নূতন দেহে জন্মলাভ করে।

হি দেবযানেন পথা গচ্ছতো বিদুষঃ "তং প্রতিব্রূয়াৎ" (কৌষী ১।২) "সত্যং ব্রূয়াৎ" ইতি চন্দ্রমসা সংবাদবচনেন শরীরসদ্ভাবঃ। অতঃ সূক্ষ্মশরীরমনুবর্ত্ততে ; অতশ্চ বন্ধো ন দগ্ধঃ ॥৪।২।৯

'তাহাকে প্রতিবচনে বলিবে', 'সত্য বলিবে' ইত্যাদি চন্দ্রের সহিত কথোপকথনের উল্লেখ শ্রুতিতে আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, দেবযানপথে চন্দ্রমণ্ডলগামী বিদ্বানেরও শরীর বিদ্যমান থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে সূক্ষ্ম শরীর তাহার অনুগমন করে। সুতরাং এ অবস্থায় তাহার দেহসম্বন্ধ বিনষ্ট হয় না বলিতে হইবে ॥৪।২।৯

নোপমর্দেনাতঃ ॥৪।২।১০

অন্বয়ার্থ : অতঃ—উক্ত কারণে ; উপমর্দেন—দেহে অবস্থানকালে বন্ধনদশায় ধ্বংস ; ন — সম্ভব নহে।

সরলার্থ : অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

অতঃ "যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (কঠঃ ২।৩।১৪) ইতি বচনং ন বন্ধোপমর্দেনামৃতত্বং বদতি ॥৪।২।১০

অনুবাদ

অতএব বুঝিতে হইবে যে 'ইহার (উপাসকের) হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা বাসনা যখন বিনষ্ট হয় ; তাহার পর সেই মরণশীল উপাসক অমর হন এবং এখানেই ব্রহ্মলাভ করেন', এই বচনেও বন্ধন ধ্বংস দ্বারা যে অমৃতত্ব তাহা প্রতিপাদন করিতেছে না ॥৪।২।১০

অস্যৈব চোপপত্তেরূষ্মা ॥৪।২।১১

অন্বয়ার্থ : চ — পুনরায় ; অস্য — এই সূক্ষ্ম শরীরের ; উপপত্তেঃ — সম্ভাবনা থাকে বলিয়া ; ঊষ্মা—মৃত শরীরে উষ্ণতা (উপলব্ধি হয়)।

সরলার্থ : অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

অস্য—সূক্ষ্মশরীরস্য ক্বচিদ্বিদ্যমানত্বোপপত্তের্বিদুষঃ প্রক্রান্তমরণস্য

অনুবাদ

এই সূক্ষ্ম শরীরের বিদ্যমানতা যুক্তিসঙ্গত হয় বলিয়াই মুমূর্ষু বিদ্বানের

মরণাৎ প্রাক্ উষ্মা স্থূলে শরীরে ক্বাচিৎক উপলভ্যতে। ন চ স্থূলস্যৈব শরীরস্যায়মুষ্মা, অন্যত্রানুপলব্ধেঃ। ততশ্চোষ্মণঃ ক্বচিদুপলব্ধির্বিদুষঃ সূক্ষ্মশরীরস্যোৎক্রান্তিনিবন্ধনেতি গম্যতে। তস্মাৎ বিদুষোঽপ্যাস্থত্যুপক্রমাৎ সমানোৎক্রান্তিরিতি সুষ্ঠূক্তম্ ॥৪।২।১১

মৃত্যুর সময়ে কখনো কখনো স্থূল শরীরে উষ্মা (উষ্ণতা) অনুভূত হইয়া থাকে। এই উষ্ণতা যে স্থূল শরীরের ধর্ম তাহাও বলা যায় না। কারণ, সর্বত্র ইহা অনুভূত হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে উষ্মার এই যে সাময়িক উপলব্ধি বিদ্বানের সূক্ষ্ম শরীরের উৎক্রমণই তাহার কারণ। অতএব, নাড়ী প্রবেশের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যে বিদ্বানের গতি-প্রণালী সমান বলা হইয়াছে, ইহা সুসঙ্গতই হয় ॥৪।২।১১

পুনরপি বিদুষ উৎক্রান্তির্ন সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য পরিহ্রিয়তে—

পুনরায়, বিদ্বানের উৎক্রান্তির অসম্ভাবনা শঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন—'প্রতিষেধাৎ' ইত্যাদি বাক্যে।

প্রতিষেধাদিতি চেৎ, ন, শারীরাৎ, স্পষ্টো হ্যেকেষাম্ ॥৪।২।১২

অন্বয়ার্থ ঃ প্রতিষেধাৎ—(কোন শ্রুতিবাক্যে) প্রাণের উৎক্রান্তির নিষেধ থাকায় (সূক্ষ্ম শরীর বহির্গমন করে না) ; ইতি চেৎ—ইহা যদি আশঙ্কা হয় ; ন—তাহা বলিতে পারা যায় না ; (কারণ) একেষাম্ — কোন কোন শাখার শ্রুতিবাক্য ; শারীরাৎ—জীবাত্মা হইতে (প্রাণে যে বিচ্ছেদ হয় না) ; স্পষ্টো হি—(তাহা) স্পষ্টরূপে সুনিশ্চিত করিয়াছেন।

সরলার্থ ঃ যদি বলা যায় 'যে ব্যক্তি নিষ্কাম হয় তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এখানেই সম্যক্ বিলীন হয়', ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্বানের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধ থাকায় এখানেই তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। তদুত্তরে বলি—না, তাহা ঠিক নহে ; কারণ ঐ শ্রুতিতে শরীরাধিপতি জীব হইতে প্রাণের অবিভাগ বলা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু বিদ্বানের উৎক্রমণ নিষেধ করা হয় নাই।

মূল

যদুক্তং বিদুষোঽপ্যুৎক্রান্তিঃ সমানেতি ; তন্নোপপদ্যতে, বিদুষ

অনুবাদ

পূর্বে যে বিদ্বানের উৎক্রমণ প্রণালী (অবিদ্বানের সহিত) সমান বলা হইয়াছে, সে কথা কিন্তু সঙ্গত হইতেছে না, কারণ শ্রুতিতে

পূর্বপক্ষ—

উৎক্রান্তিপ্রতিষেধাৎ। তথা হি—"স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্বপক্রামতি" (বৃহদা ৪।৪।১) ইত্যুপক্রম্য "তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি। তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনুৎক্রামতি" (বৃহদা ৪।৪।২) ইত্যবিদুষ উৎক্রান্তিপ্রকারমভিধায় "অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে" (বৃহদা ৪।৪।৪) ইতি দেহান্তরপরিগ্রহং চাভিধায়—

"প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে॥"

"ইতি তু কাময়মানঃ" (বৃহদা ৪।৪।৬) ইত্যবিদ্বদ্বিষয়ং পরিসমাপ্য—"অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি; ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃহদা ৪।৪।৬) ইতি বিদুষ উৎক্রান্তিঃ প্রতিষিধ্যতে। তথা পূর্বত্র আর্তভাগপ্রশ্নেঽপি বিদুষ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধো দৃশ্যতে—"অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি" (বৃহদা ৩।২।১০) ইতি বিদ্যাংসং প্রস্তুত্য "যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে, উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো ন" ইতি পৃষ্টঃ "নেতি হোবাচ

বিদ্বানের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রুতিতে 'সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি এই সমস্ত তেজোমাত্রা গ্রহণকরতঃ হৃদয়েই গমন করেন', এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন—'আত্মা সেই আলোকের সাহায্যে নিষ্ক্রান্ত হয়, আত্মা উৎক্রমণ করিবার সময় প্রাণও সঙ্গে গমন করে', এইরূপ অবিদ্বানের উৎক্রমণ নির্দেশ করিয়া 'তদপেক্ষা নূতন কল্যাণময় রূপ (দেহ) গ্রহণ করে' — এই বাক্যে অন্য দেহ গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। তাহার পর 'জীব এখানে যাহা কিছু কর্ম করে সেই কর্মের পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় কর্ম করিবার জন্য সেই লোক হইতে ইহলোকে প্রত্যাগমন করে'। এইরূপে অবিদ্বানের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া 'অনন্তর অকাময়মানের কথা—যে ব্যক্তি অকাম অর্থাৎ যাহার কোন কামনা নাই, সমস্ত কাম্য বিষয় যাহার প্রাপ্ত আছে এবং একমাত্র আত্মাতেই যাহার কামনা, তাহার প্রাণ আর উৎক্রান্ত হয় না, তিনি ব্রহ্মই হন, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন'। এখানে তো বিদ্বানের উৎক্রমণ নিষিদ্ধই হইয়াছে। ইহার পূর্বে 'আর্তভাগ' নামক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নেও বিদ্বানের উৎক্রমণের নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—'(বিদ্বান) পুনর্মরণ জয় করেন', এইরূপে প্রসঙ্গ করিয়া তিনি বলিলেন, 'হে যাজ্ঞবল্ক্য! যে সময় এই পুরুষ মৃত হন, তখন তাহার প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হয় অথবা হয় না'? এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য

যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবলীয়ন্তে,* স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে" (বৃহদা ৩।২।১১) ইতি। অতো বিদ্বানিহৈবামৃতত্বং প্রাপ্নোতীতি চেৎ; তন্ন, শারীরাৎ—প্রত্যগাত্মনঃ প্রাণানামুৎক্রান্তির্হ্যত্র প্রতিষিধ্যতে, ন শরীরাৎ; "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" (বৃহদা ৪।৪।৬) ইত্যত্র তচ্ছব্দেন 'অথাকাময়মানঃ' ইতি প্রকৃতঃ শারীর এব পরামৃশ্যতে; নাশ্রুতং শরীরম্।

'তস্য' ইতি ষষ্ঠ্যা প্রাণানাং সম্বন্ধিত্বেন শারীরো নির্দিষ্টঃ, ন তূৎক্রান্ত্যপাদানত্বেন। উৎক্রান্ত্যপাদানং তু শরীরমেবেতি চেৎ; ন, অপাদানাপেক্ষায়ামশ্রুতাচ্ছরীরাৎ সম্বন্ধিতয়া শ্রুতস্যাত্মন এব

বলেন—'না, (প্রাণসমূহ) উৎক্রান্ত হয় না, এইখানেই সম্যক্‌রূপে বিলীন হয়, তখন ঊর্দ্ধশ্বাস হয় এবং (প্রাণসমূহ আত্মার মধ্যে লীন হইলে) সেই জীব বায়ুর দ্বারা পূর্ণ হইয়া মৃত হইয়া শয়ন করে অর্থাৎ মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকে' ইত্যাদি। বিদ্বান এইখানেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

সিদ্ধান্ত—

না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, এস্থলে শরীর (প্রত্যগাত্মা) হইতেই প্রাণের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু শরীর হইতে নহে। 'তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না' এই বাক্যে 'তৎ' শব্দে 'অথ অকাময়ঃ' এই শ্রুতিতে শরীরাধিষ্ঠিত আত্মাই অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু 'অশ্রুত' অর্থাৎ এই শ্রুতিতে অনুক্ত, শরীর নহে। (হে পূর্বপক্ষবাদিন্)! যদি বলেন, 'তস্য' পদের১ ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত প্রাণের সম্বন্ধ হওয়ায় তৎসম্বন্ধীয় শরীরই (জীবাত্মাই) নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু উৎক্রমণের অপাদানরূপে (অর্থাৎ শরীর বা জীবাত্মা হইতে প্রাণের বিচ্ছেদ হয় — এইরূপে) ব্যবহৃত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে শরীরই উৎক্রমণের অপাদান, অর্থাৎ শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রমণ অর্থই প্রকৃত অভিপ্রায়। (অর্থাৎ প্রাণের শরীর হইতে উৎক্রমণ হয় না, উক্ত শ্রুতির ইহা প্রকৃত তাৎপর্য, কিন্তু জীবাত্মা হইতে উৎক্রমণ হয় না তাৎপর্য নহে)। আপনাদের এই অভিমতের উত্তরে আমরা (সিদ্ধান্তপক্ষ) বলি—না, তাহা ঠিক নহে, কেননা, অপাদানের আবশ্যক হইলে শরীর যখন এখানে অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে কোন শব্দে যখন স্পষ্টভাবে

---

*—সমবনীয়ন্তে — পাঠভেদঃ।

১—(এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে কথিত) বৃহদাঃ ৪।৪।৬ শ্রুতি — 'অথাকাময়মানো যোঽকামোনিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি.....' এই শ্রুতিতে 'তস্য' পদটি বিবেচিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাণসমূহ জীবাত্মা হইতে উৎক্রমণ করে না—ইহাই প্রকৃত অর্থ।

সন্নিহিতত্বেনাপাদানতয়াপি গ্রাহ্যত্বাৎ। কিঞ্চ, প্রাণানাং জীবসম্বন্ধি-তয়ৈব প্রজ্ঞাতানাং তৎসম্বন্ধকথনে প্রয়োজনাভাবাৎ সম্বন্ধমাত্র-বাচিন্যা ষষ্ঠ্যা অপাদানমেব বিশেষ ইতি নিশ্চীয়তে; যথা — 'নটস্য শৃণোতি' ইতি।

ন চাত্র বিবদিতব্যম্ — স্পষ্টো হ্যেকেষাং মাধ্যন্দিনানামাম্নায়ে শারীরো জীব এবাপাদানমিতি "যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি। শারীরাৎ প্রাণানামুৎ-ক্রান্তিপ্রসঙ্গাভাবাত্তন্নিষেধো নোপপদ্যত ইতি চেৎ; ন, "তস্য তাবদেব চিরম্" (ছান্দো ৬।১৪।২) ইতি বিদুষঃ শরীরবিয়োগকালে ব্রহ্মসম্পত্তিবচনেন প্রাণানামপি তস্মিন্ কালে শারীরাদ্বিদুষো বিয়োগঃ প্রসজ্যতে; ততশ্চ দেবযানেন পথা ব্রহ্মসম্পত্তির্নোপপদ্যতে ইতি ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—দেবযানেন পথা ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ প্রাগ্ জীবাৎ

শরীরের উল্লেখ নাই অথচ প্রাণসম্বন্ধীরূপে আত্মারই উল্লেখ রহিয়াছে, তখন অশ্রুত শরীর অপেক্ষা সন্নিহিত আত্মার গ্রহণ করাই উচিত। আরও এক কথা—প্রাণ যখন সর্বদাই জীবসম্বন্ধীরূপে (জীবাত্ম-সম্বন্ধীরূপে) পরিজ্ঞাত, তখন তাহার সহিত সম্বন্ধ-কথনের আর কিছুমাত্র প্রয়োজনও হয় না। অতএব এখানে জীবের অপাদানত্ব নির্দেশ করাই সম্বন্ধ-বোধক, ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন বলিয়া অবধারিত হইতেছে। যেমন, 'নটস্য শৃণোতি', অর্থাৎ নট হইতে শ্রবণ করিতেছে, এস্থলে অপাদানে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, এখানেও তদ্রূপ হইয়াছে।

আর এ বিষয়ে বিবাদ করাও উচিত হয় না, কারণ, অন্যের (মাধ্যন্দিন শাখীয় পাঠে শরীর জীবেরই অপাদানত্ব স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে। যথা—'যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম, প্রাণ তাঁহার নিকট হইতে বহির্গত হয় না' ইত্যাদি। যদি আপনারা (পূর্বপক্ষীয়) বলেন, শারীর জীব হইতে যখন কস্মিনকালেও প্রাণের উৎক্রমণের সম্ভাবনা নাই, তখন তাহার নিষেধ করাও উপপন্ন হয় না। তদুত্তরে আমরা বলি — এ আপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, 'তাহার সেই পর্যন্তই বিলম্ব', এই শ্রুতিতে শরীর-বিয়োগের সময়েই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির কথা থাকায় তৎকালেই বিদ্বান জীব প্রাণসমূহের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ সম্ভাবিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলে মৃত্যুর পরে বিদ্বানের দেবযান পথে (গমনপূর্বক) ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথাও অসঙ্গত

বিদুষোঽপি প্রাণা ন বিশ্লিষ্যন্তীত্যুচ্যতে। আর্ত্তভাগপ্রশ্নোঽপি যদা বিদ্বদ্বিষয়ঃ, তদা অয়মেব পরিহারঃ; স ত্ববিদ্বদ্বিষয়ঃ, তত্র প্রশ্ন-প্রতিবচনয়োঃ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গাদর্শনাৎ। তত্র হি গ্রহাতিগ্রহরূপেণেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থস্বভাবঃ, অপামগ্ন্যন্নত্বং ম্রিয়মাণস্য জীবস্য প্রাণাপরিত্যাগঃ, মৃতস্য নামবাচ্য-কীর্ত্ত্যনুবৃত্তিঃ, তস্য চ পুণ্য-পাপানুগুণগতিপ্রাপ্তিরিত্যেতেঽর্থাঃ প্রশ্নপূর্বকং প্রত্যুক্তাঃ; তত্র চ "অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি" (বৃহদা ৩।২।১০) ইতি অপামগ্ন্যন্নত্বজ্ঞানাদগ্নিজয় এব মৃত্যুজয় উচ্যতে; অতো নাত্র বিদুষঃ প্রসঙ্গঃ। অবিদুষস্তু প্রাণানুৎক্রান্তিবচনং স্থূলদেহবৎ প্রাণা ন মুঞ্চন্তি, অপি তু ভূতসূক্ষ্মবজ্জীবং পরিষজ্য গচ্ছন্তি, ইতি প্রতিপাদয়তীতি নিরবদ্যম্ ॥৪।২।১২

হইয়া পড়ে। অতএব, দেবযানপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত বিদ্বান জীবেরও প্রাণসমূহ বিচ্ছিন্ন হয় না, এই অভিপ্রায়ই 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি' শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আবার, পূর্বোদাহৃত 'আর্ত্তভাগের' প্রশ্নও যদি বিদ্বানের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিহারও এইরূপেই করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উক্ত প্রশ্নটি অবিদ্বানের অর্থাৎ জ্ঞানরহিতগণের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, সেখানে প্রশ্ন ও প্রতিবচন—ইহার কোথাও ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে 'গ্রহ' ও 'অতিগ্রহ'রূপে কল্পিত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের স্বভাব এবং জলের অগ্নি-অন্নরূপত্ব, মৃত্যুর সময়ে জীব কর্ত্তৃক প্রাণত্যাগের অভাব, মৃত্যুর পরেও নাম শব্দবাচ্য কীর্ত্তির অনুবৃত্তি বা অনুগমন — এই সমস্ত বিষয়ই প্রশ্নপূর্বক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ সেখানে 'পুনর্মরণ জয় করে' শ্রুতিতে জলের অগ্নিরূপত্ব ও জ্ঞানময়ত্ব জ্ঞানের দ্বারা যে অগ্নিজয় তাহাই মৃত্যুজয় নামে কথিত হইয়াছে। অতএব সেখানে বিদ্বানের প্রসঙ্গই নাই। তবে যে বিদ্যাবিহীন ব্যক্তির প্রাণোৎক্রমণের অভাব কথিত হইয়াছে তাহার অর্থ হইতেছে — প্রাণ যেমন স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ কিন্তু জীবাত্মাকে ত্যাগ করে না। পরন্তু সূক্ষ্ম ভূতের ন্যায় প্রাণ ও জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। এইরূপ অভিপ্রায়ই উক্ত শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছে। সুতরাং বিদ্বান পুরুষবিষয়ে উক্ত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ॥৪।২।১২

স্মর্যতে চ ॥৪।২।১৩

অন্বয়ার্থ ঃ স্মর্যতে চ — স্মৃতিশাস্ত্রও (এই কথাই বলিতেছেন)।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

স্মর্যতে চ বিদুষোঽপি মূর্দ্ধন্যনাড্যোৎক্রান্তিঃ—
"ঊর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্ত্বা সূর্যমণ্ডলম্।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য অধ্যাত্ম প্রঃ, ৩।১৬৭) ইতি ।৪।২।১৩

অনুবাদ

বিদ্বানেরও যে মূর্ধন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ হয় তাহা স্মৃতিশাস্ত্রেও কথিত আছে। যথা—তাহাদের মধ্যে একটিমাত্র নাড়ী ঊর্দ্ধদিকে আছে, যাহা সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে ; তাহার দ্বারা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরাগতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥৪।২।১৩

পঞ্চম — আ-সৃত্যুপক্রম-অধিকরণ সমাপ্ত।

৬—পরসম্পত্ত্যধিকরণম্* (সূত্র ১৪)

তানি পরে তথা হ্যাহ ॥৪।২।১৪

অন্বয়ার্থ ঃ তানি—প্রাণ মন ইন্দ্রিয়গণ ; পরে — পরমাত্মাতে (সংযুক্ত হয়) ; তথা হি—ইহা নিশ্চয় ; আহ—যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন।

সরলার্থ ঃ প্রাণাদি সূক্ষ্ম শরীরের সহিত সংযুক্ত জীবদেহ হইতে নিষ্ক্রমণের পরে পরমাত্মাতে সংযুক্ত হইয়া বিশ্রামলাভ করে। এই বিশ্রামলাভ সুষুপ্তি এবং প্রলয়কালে পরমাত্মার সংযোগে জীবের বিশ্রামের অনুরূপ।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—জীব (জীবাত্মা) সংযুক্ত ভূতগণের 'সম্পত্তি'। (২) সংশয়—জীবাত্মা-সমন্বিত ভূতগণ কি স্বকার্য সম্পাদনার্থ অন্যত্র গমন করে, অথবা পরমাত্মাতেই সম্মিলিত হয়? (৩) পূর্বপক্ষ—পরমাত্মাতে গমন করিলে যখন সুখ দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকে না, তখন অন্যত্র গমন করাই সঙ্গত মনে হয়। (৪) উত্তর—না, জীবসংযুক্ত সেই ভূতগণ পরমাত্মাতেই সংযুক্ত হয়, অন্যত্র গমন করে না, কারণ এ বিষয়ে প্রতিপাদক অন্য শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্বকারণ পরমাত্মাই প্রত্যগাত্মা-সংযুক্ত ভূতগণের উপযুক্ত গন্তব্য স্থান।

মূল

সকরণগ্রামঃ সপ্রাণঃ করণাধ্যক্ষঃ প্রত্যগাত্মা উৎক্রান্তিবেলায়াং তেজঃপ্রভৃতি-ভূতসূক্ষ্মেষু সম্পদ্যত ইত্যুক্তম্; সৈষা সম্পত্তির্বিদুষো ন বিদ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য পরিহৃতম্; তানি পুনর্জ্জীবপরিষক্তানি ভূত-সূক্ষ্মাণি কিং যথাকর্ম যথাবিদ্যং চ স্বকার্যায় গচ্ছন্তি, উত পরমাত্মনি সম্পদ্যন্তে? ইতি বিশয়ে মধ্যে পরমাত্ম-সম্পত্তৌ সুখদুঃখোপভোগ-রূপকার্যাদর্শনাৎ, তদুপভোগানুগুণ্যেন যথাকর্ম যথাবিদ্যং চ গচ্ছন্তি—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

তানি পরে — ইতি। তানি পরস্মিন্নাত্মনি সম্পদ্যন্তে; কুতঃ? তথা হ্যাহ শ্রুতিঃ—"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছান্দো ৬।৮।৬) ইতি। যথাহ শ্রুতিঃ, তদনুগুণং কার্যং কল্প্যমিত্যর্থঃ। সুষুপ্তিপ্রলয়য়োর্যথা পরমাত্ম-সম্পত্ত্যা সুখদুঃখোপভোগায়াসবিশ্রমঃ, তদ্বদিহাপি ॥৪।২।১৪

অনুবাদ

করণাধিপতি প্রত্যগাত্মা (জীব) উৎক্রমণকালে ইন্দ্রিয়গণও প্রাণের সহিত সম্মিলিতভাবে তেজ প্রভৃতি সূক্ষ্মভূতে মিলিত হয়, এ কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে এবং বিদ্বানের পক্ষেও উক্ত প্রকার সম্মিলন সম্ভব কিনা—এই আশঙ্কাও পরিহার করা হইয়াছে। এখন সংশয় এই যে জীব বা প্রত্যগাত্মা-সমন্বিত এই সূক্ষ্ম ভূতসমূহও কি বিদ্যা ও কর্ম অনুসারে ফল প্রদানার্থে সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, অথবা পরমাত্মাতে মিলিত হয়? এখন মধ্যস্থলে পরমাত্মাতে মিলিত হইলে তো সুখ-দুঃখ উপভোগ হইতে পারে না, সুতরাং মনে হয়, সুখ দুঃখ উপভোগের অনুকূলভাবে কর্ম ও বিদ্যা অনুসারেই গমন করিয়া থাকে। এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে—'তানি পরে' ইত্যাদি।

সেই সমস্ত ভূতসূক্ষ্ম পরমাত্মাতেই মিলিত হয়। কেননা শ্রুতি সেইরূপই বলিতেছেন। যথা শ্রুতি — 'তেজ পরদেবতাতে সংযুক্ত হয়' ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে শ্রুতি যেরূপ বলিতেছেন তদনুরূপই কার্য কল্পনা করা উচিত। (মুক্তিলাভের অগ্রেও) সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রত্যগাত্মা (জীব) যেরূপ পরমাত্মা লাভ দ্বারা সুখ-দুঃখ ভোগজনিত নিজ শ্রমের অপনোদন করিয়া থাকে, এখানেও তদ্রূপ ॥৪।২।১৪

ষষ্ঠ—পরসম্পত্তি-অধিকরণ সমাপ্ত।

৭—অবিভাগাধিকরণম্* (সূত্র ১৫)

অবিভাগো বচনাৎ ॥৪।২।১৫

অন্বয়ার্থঃ বচনাৎ—শ্রুতিবাক্য হইতে (জানা যায় যে) ; অবিভাগঃ—অবিভক্তরূপে স্থিতিমাত্র।

সরলার্থঃ পূর্ব সূত্রে বলা হইয়াছে যে জীব পরমাত্মাতে সংযুক্ত হন। এই উক্তি দ্বারা তিনি যে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান তাহা কথিত হইতেছে না, ইহা কেবল অবিভাগমাত্র অর্থাৎ এই সংযুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত প্রভেদ উপলব্ধি হয় না, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ব্যবহারযোগ্যও থাকে না, কিন্তু সত্তা অভিন্ন হইয়া যায় না।

মূল

সেয়ং পরমাত্মনি সম্পত্তিঃ কিং প্রাকৃতলয়বৎ কারণাপত্তিরূপা, উত 'বাঙ্মনসি' (ছান্দো ৬।৮।৬) ইত্যাদিবদবিভাগরূপা ? ইতি চিন্তায়াম্—পরমাত্মনঃ সর্বেষাং যোনিভূতত্বাৎ কারণাপত্তিরূপা — ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

অবিভাগঃ — ইতি। অপৃথগ্ভাবঃ — পৃথগ্ব্যবহারানর্হসংসর্গ

অনুবাদ

এই যে পরমাত্মাতে 'সম্পত্তি'র কথা, ইহা কি প্রাকৃত প্রলয়ের সময় যেরূপ কারণে কার্যসমূহের লয় হয় সেইরূপ, অথবা পূর্বোক্ত 'বাক্ মনে সম্পন্ন হয়' ইত্যাদির ন্যায় কেবল অবিভাগস্বরূপ ? (পূর্বপক্ষ)—এরূপ সন্দেহস্থলে মনে হয় যে পরমাত্মা যখন সকলেরই কারণস্বরূপ, তখন কারণভাবাপত্তি (প্রলয়-ভাবের ন্যায় কারণে লয়ই) হইতেছে 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ। এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে—'অবিভাগ' ইত্যাদি।

'অবিভাগ' মানে—অপৃথক্ভাবে অর্থাৎ পৃথক্রূপে ব্যবহারের অযোগ্য

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—পরমাত্মাতে 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ। (২) সংশয়—'সম্পত্তি' কি তদ্ভাব প্রাপ্তি অথবা সংযোগমাত্র ? (৩) পূর্বপক্ষ—পরমাত্মা যখন সর্বভূতের কারণ তখন তাহাতে বিলীন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। (৪) উত্তর—না, এখানে সম্পত্তি মানে—অবিভাগ বা অপৃথক্ভাবে অবস্থিতি মাত্র। কিন্তু তদ্ভাবাপত্তি নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব, 'তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্' শ্রুতিতেও 'বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে' ক্রিয়ার অধ্যাহার হওয়ায় অবিভাগস্থিতি অর্থই সঙ্গত হয়।

ইত্যর্থঃ। কুতঃ? বচনাৎ—"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইত্যত্রাপি 'বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে' ইত্যতঃ 'সম্পদ্যতে' ইতি বচনস্যানুষঙ্গাৎ, তস্য চ সংসর্গবিশেষবাচিত্বাৎ, অনুষক্তস্যাভিধানবৈরূপ্যে প্রমাণাভাবাৎ, উৎক্রান্তিবেলায়াং কারণাপত্তিপ্রয়োজনাভাবাৎ পুনস্তত্রাব্যক্তাদি-সৃষ্ট্যবচনাচ্চ ॥৪।২।১৫

সম্বন্ধ বিশেষ। শ্রুতিবাক্যই ইহার প্রমাণ। যথা—'তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্' তেজ পরদেবতাতে সম্মিলিত হয়। এই শ্রুতিতেই পূর্বোক্ত 'বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে', এইরূপে 'সম্পদ্যতে' ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই 'সম্পদ্যতে' ক্রিয়ার অর্থ সম্বন্ধবিশেষ মাত্র। কেননা একই বাক্যে পুনর্ব্যবহৃত পদে যে নূতন অন্য প্রকার অর্থ হইতে পারে সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই; বিশেষতঃ উৎক্রমণকালে কারণভাবাপত্তির কোন প্রয়োজনও দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু সেখানে অব্যক্তাদি সৃষ্টিরও উল্লেখ নাই ॥৪।২।১৫

সপ্তম—অবিভাগ-অধিকরণ সমাপ্ত।

৮—তদোকোঽধিকরণম্* (সূত্র ১৬)

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিত-দ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥৪।২।১৬

অন্বয়ার্থঃ তৎ ওকঃ—জীবের হৃদয়রূপ বাসস্থানের; অগ্রজ্বলনং—অগ্রভাগের ঔজ্জ্বল্য; তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ—পরমাত্মা কর্তৃক যাহার বহির্গমন-দ্বার প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যা-সামর্থ্যাৎ—বিদ্যালাভের প্রভাবে; তৎ শেষগতি-অনুস্মৃতিযোগাৎ চ—বিদ্যার ফলরূপ (মৃত্যুকালে) উৎক্রমণ চিন্তার সম্ভাবনা হেতুও; হার্দা-অনুগৃহীতঃ (সন্)—হৃদয়স্থিত পরমাত্মা কর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া; শতাধিকয়া—এক শতের অধিক যে নাড়ী তাহার দ্বারা (ঊর্দ্ধে গমন করে)।

---

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—বিদ্বানের মূর্ধন্য নাড়ী দিয়া নিষ্ক্রমণ। (২) সংশয়—বিদ্বান্ কি ঐ মূর্ধন্য নাড়ীর দ্বারাই নির্গত হন এবং অবিদ্বানেরা অপরাপর নাড়ী দিয়া নির্গত হন, এরূপ কোন নিয়ম আছে কিনা? (৩) পূর্বপক্ষ—নাড়ীর সংখ্যা যখন অনেক এবং অতি সূক্ষ্মতানিবন্ধন পৃথক্ করিয়া মূর্ধন্য নাড়ীটি গ্রহণ করাও যখন দুঃসাধ্য, তখন

সরলার্থ ঃ এই বিদ্বান্ পুরুষ হৃদয়স্থ পরমাত্মার অনুগ্রহভাজন হন এবং বিদ্যার প্রভাবে অন্তিমকালে মুক্তির গতিবিষয়ক চিন্তা সম্ভব হয়। এইজন্য ভগবৎকৃপায় মৃত্যুকালে জীবের বাসস্থান হৃদয়ের উপরিভাগ প্রকাশিত হইলে এই হৃদয়ের উজ্জ্বল দ্বার দ্বারা শতাধিক নাড়ীর মধ্যে ঊর্দ্ধগামী মূর্ধন্য যে নাড়ী, তাহার সাহায্যে অমৃতত্ব লাভ করে।

মূল

এবং গত্যুপক্রমাবধি বিদ্বদবিদুষোঃ সমানাকার উৎক্রান্তি-প্রকার উক্তঃ; ইদানীং বিদুষো বিশেষ উচ্যতে। তত্রেদমাম্নায়তে—

"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥"

(কঠঃ ২।৩।১৬) ইতি।

অনয়া নাড়ীনাং শতাধিকয়া মূর্ধন্যনাড্যৈব বিদুষো গমনম্, অন্যাভি-রেব চাবিদুষো গমনম্—ইত্যয়ং নিয়ম উপপদ্যতে, নেতি সংশয়ঃ। কিং যুক্তম্? নিয়মো নোপপদ্যত ইতি। কুতঃ? নাড়ীনাং

অনুবাদ

এইরূপে গতিচিন্তার প্রারম্ভ হইতে এই অবধি বলা হইয়াছে যে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়েরই উৎক্রমণ-প্রণালী একপ্রকার। এখন বিদ্বানের পক্ষে যাহা বিশেষ আছে তাহা বলা হইতেছে। তদ্বিষয়ে শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে—'হৃদয়ে ১০১টি নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে; সেই নাড়ী দিয়া ঊর্দ্ধগামী ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ (মুক্তিলাভ) করে। অন্যান্য নাড়ীগুলি অন্যান্য স্থানে গমনের উপায়'। এখন সংশয় হয় যে, নাড়ীসমূহের মধ্যে কেবল শতের অধিক যে নাড়ীটি তাহার মধ্য দিয়াই যে বিদ্বানের ঊর্দ্ধগতি হয় এবং অপরাপর নাড়ীপথেই যে অবিদ্বানের গতি হয়—এরূপ কোন নিয়ম করা সম্ভব হয় কি হয় না? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? অনিয়ম পক্ষই

ঐরূপ নিয়ম কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, ঐরূপ নিয়মই সঙ্গত হয়; কারণ, আরাধনায় পরিতুষ্ট ভগবানের অনুগ্রহে বিদ্বান্ পুরুষের উৎক্রমণ সময়ে হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশের সাহায্যে বহু নাড়ীর মধ্য হইতেও ঐ মূর্ধন্য নাড়ীটি নিরূপণ করা বিদ্বানের পক্ষে কঠিন হয় না। (৫) নির্ণয়—অতএব, বিদ্বান কেবল মূর্ধন্য নাড়ী দিয়া নিষ্ক্রান্ত হন এবং অবিদ্বানেরা অন্যান্য নাড়ী-পথ দিয়া বহির্গত হন—ইহাই নিয়ম।

ভূয়স্ত্বাদতিসূক্ষ্মত্বাচ্চ দুর্বিবেচতয়া পুরুষেণোপাদাতুমশক্যত্বাৎ। "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি" ইতি যাদৃচ্ছিকীমুৎক্রান্তিমনুবদতীতি যুক্তমিতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

শতাধিকয়া—ইতি। বিদ্বান্ শতাধিকয়া মূর্ধন্যয়ৈব নাড্যোৎক্রামতি। ন চাস্যাঃ বিদুষো দুর্বিবেচত্বম্; বিদ্বান্ হি পরমপুরুষারাধনভূতাত্যর্থপ্রিয়বিদ্যাসামর্থ্যাদ্বিদ্যাশেষভূততয়া আত্মনোঽত্যর্থপ্রিয়গত্যনুস্মরণযোগাচ্চ প্রসন্নেন হার্দ্দেন পরমপুরুষেণানুগৃহীতো ভবতি; ততশ্চ তদোকঃ — তস্য জীবস্য স্থানং হৃদয়ম্, অগ্রজ্বলনং ভবতি— অগ্রে জ্বলনং প্রকাশনং যস্য, তদিদমগ্রজ্বলনম্। পরমপুরুষপ্রসাদাৎ প্রকাশিতদ্বারো বিদ্বান্ তাং নাড়ীং বিজানাতীতি তয়া বিদুষো গতিরুপপদ্যতে ॥৪।২।১৬

যুক্তিযুক্ত। তাহার কারণ—যেহেতু নাড়ী বহু এবং অতিসূক্ষ্ম, সুতরাং বাছিয়া লওয়া সহজ হয় না। কাজেই পুরুষ ইচ্ছামত উহা গ্রহণও করিতে পারে না। অতএব, "সেই মূর্ধন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণকারী পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন"—এই শ্রুতি আকস্মিক উৎক্রমণের অনুবাদক মাত্র; তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ মতবাদের উত্তরে কথিত হইতেছে—'শতাধিকয়া' ইত্যাদি।

বিদ্বান্ পুরুষ শতাধিক এক মূর্ধন্য নাড়ীর দ্বারাই উৎক্রমণ করেন। এই শতাধিক যে নাড়ীটি তাহা বাছিয়া লওয়া বিদ্বানের পক্ষে যে অসম্ভব তাহাও নহে; কারণ, পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক অত্যন্ত প্রিয় বিদ্যার প্রভাবে এবং ঐরূপ গতিও বিদ্যারই অঙ্গরূপ বলিয়া নিজেরও অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং এই গতি সম্বন্ধেও অনুধ্যান থাকায় বিদ্বান্ পুরুষ সেই হৃদয়নিহিত পরিতুষ্ট পরমপুরুষ ভগবানের অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকেন। তাহার ফলে তখন সেই জীবের ওকঃ (বাসস্থান) হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রজ্বলিত অর্থাৎ প্রকাশমান হইতে থাকে। এইরূপে পরমপুরুষ ভগবানের প্রসাদে দ্বারদেশে প্রকাশিত হইলে পর বিদ্বান্ পুরুষ সেই মূর্ধন্য নাড়ী চিনিতে পারেন। সুতরাং সেই প্রকাশের দ্বারা তাঁহার গতিও সম্ভবপর হয় ॥৪।২।১৬

অষ্টম—তদোকঃ-অধিকরণ সমাপ্ত।

৯—রশ্ম্যনুসারাধিকরণম্* (সূত্র ১৭)

রশ্ম্যনুসারী ॥৪।২।১৭

অন্বয়ার্থ ঃ রশ্মি-অনুসারী — সূর্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া (বিদ্বান্ পুরুষের ঊর্দ্ধে গমন হয়)।

সরলার্থ ঃ দেহত্যাগান্তে সূর্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া বিদ্বান্ পুরুষের ঊর্দ্ধে গমন হয়।

মূল

বিদুষো হৃদয়াৎ শতাধিকয়া মূর্ধন্যনাড্যা নির্গতস্যাদিত্যরশ্মীন্ অনুসৃত্যাদিত্যমণ্ডলগতিঃ শ্রূয়তে — "অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে" (ছান্দো ৮।৬।৫) ইতি। তত্র রশ্ম্যনুসারেণৈবেত্যয়ং গতিনিয়মঃ সম্ভবতি, নেতি চিন্তায়াম্—নিশি-মৃতস্য বিদুষো রশ্ম্যনুসারাসম্ভবাদনিয়মঃ। বচনন্তু পক্ষপ্রাপ্তবিষয়ম্; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

অনুবাদ

শ্রুতিতে শোনা যায় যে একশত নাড়ীর অতিরিক্ত একটী মূর্ধন্য নাড়ী আছে। বিদ্বান্ পুরুষ তাহার দ্বারা নির্গত হইয়া সূর্যরশ্মি অবলম্বনে আদিত্য-মণ্ডলে গমন করেন; যথা শ্রুতি—"বিদ্বান্ পুরুষ যখন এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন তখন আদিত্য-রশ্মির সাহায্যেই ঊর্দ্ধে গমন করেন"। এখানে সংশয় এই যে, 'রশ্মির সাহায্যেই গমন করে' এইরূপ নিয়ম করা সম্ভবপর হয় কিনা, এইরূপ চিন্তা করিলে মনে ভয় হয় যে রাত্রিতে যখন এই রশ্মির সম্বন্ধ থাকে না তখন রাত্রিতে মৃত বিদ্বানের পক্ষে রশ্মি অবলম্বন করাও সম্ভব হয় না। অতএব ঐরূপ নিয়মও হইতে পারে না। সুতরাং শ্রুতিতে যে ঐরূপ নিয়ম কথিত হইয়াছে তাহা হইতেছে—পক্ষ-প্রাপ্ত বিষয়ে অর্থাৎ যাহার ভাগ্যে দিবামৃত্যু ঘটে তাহার পক্ষে ঐরূপ ঘটনাবোধক। এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে—'রশ্ম্যনুসারী' ইত্যাদি বাক্য।

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয় — ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির সূর্যরশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ। (২) সংশয়—বিদ্বানের রশ্মি অবলম্বনে গমন করাই কি নিয়ম? কিংবা অন্য প্রকারেও গমন সম্ভবপর? (৩) পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন নিয়মবোধক কোন কথা নাই তখন ঐরূপ গমনে নিয়ম হইতে পারে না। (৪) উত্তর — না, ঐরূপ গমন করাই নিয়ম; যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ কথাই আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব, রশ্মিপথ অবলম্বনে উৎক্রমণ করাই বিদ্বানের স্বতঃসিদ্ধ।

রশ্ম্যনুসারী—ইতি। রশ্ম্যনুসার্যেব বিদ্বান্ ঊর্দ্ধং গচ্ছতি; কুতঃ? "অথৈতৈরেব রশ্মিভিঃ" ইত্যবধারণাৎ; পাক্ষিকত্বে হ্যেবকারোহনর্থকঃ স্যাৎ। যদুক্তম্—নিশি মৃতস্য রশ্ম্যসম্ভবাৎ রশ্মীননুসৃত্য গমনং নোপপদ্যত ইতি; তন্ন, নিশ্যপি সূর্যরশ্ম্যনুসারঃ সম্ভবতি; লক্ষ্যতে হি নিশ্যপি নিদাঘসময়ে ঊষ্মোপলব্ধ্যা রশ্মিসদ্ভাবঃ; হেমন্তাদৌ তু হিমাভিভবাৎ দুর্দিন ইবোষ্মানুপলম্ভঃ। শ্রূয়তে চ নাড়ীরশ্মীনাং সর্বদান্যোন্যান্বয়ঃ—"তৎ যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমং চামুং চ, এবমেবৈত আদিত্যস্য রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমং চামুং চ—অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ, আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, তেঽমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ" (ছান্দো ৮।৬।২) ইতি। তস্মান্নিশ্যপি রশ্মিসম্ভবান্নিশি মৃতানামপি বিদুষাং রশ্ম্যনুসারেণৈব ব্রহ্মপ্রাপ্তিরস্ত্যেব ॥৪।২।১৭

বিদ্বান্ ব্যক্তি দেহত্যাগের সময় সূর্যরশ্মি অবলম্বনেই ঊর্দ্ধে গমন করিয়া থাকেন; কারণ, শ্রুতিতে 'এই সকল সূর্যরশ্মি সহযোগেই' এইরূপ অবধারণবোধক বাক্য রহিয়াছে। রশ্মির অনুসরণ যদি পাক্ষিক হইত তাহা হইলে শ্রুতিতে 'এব' শব্দের (এতৈরেব) প্রয়োগ অনর্থক হইত। আর যে বলা হইয়াছে রাত্রিতে সূর্যরশ্মি বিদ্যমান না থাকায় রশ্মি অবলম্বন করা সম্ভব হয় না, সে কথাও ঠিক নহে, কারণ, রাত্রিতেও সূর্যরশ্মি অবলম্বনে অনুসরণ সম্ভবপর হয়। গ্রীষ্মকালেও রাত্রিতে উষ্মা অনুভব হইয়া থাকে, তাহা হইতে রাত্রিকালেও সূর্যরশ্মির সদ্ভাব উপলব্ধ হয়। আর হেমন্তাদি ঋতুতে যে রাত্রিকালে উষ্মার উপলব্ধি হয় না তাহার কারণ উষ্মার অভাব নহে, পরন্তু হিমের প্রাবল্য; যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিনে হয়। মেঘাচ্ছন্ন দিনের ন্যায় হেমন্তকালেও প্রবল হিমের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় উষ্মার অনুভব হয় না মাত্র। নাড়ী ও রবির যে পরস্পর সম্বন্ধ সর্বদাই আছে তাহা শ্রুতিতেও আছে—"যেমন বিস্তৃত পথ প্রসারিত হইয়া উভয় গ্রামেই সংযোগ রাখে, সেইরূপ আদিত্য-রশ্মিসমূহও উভয়লোকে—ইহলোকে ও আদিত্যলোকে ব্যাপ্ত থাকে। "(রশ্মিসমূহ) ঐ আদিত্যলোক হইতে বিস্তৃত হইয়া এই নাড়ীসমূহে মিলিত হইয়াছে, আবার নাড়ীসমূহ হইতে বিস্তৃত হইয়া ঐ আদিত্যমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছে" ইত্যাদি। অতএব, রাত্রিতে রশ্মির সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায়, রাত্রিতে মৃত বিদ্বানদিগেরও নিশ্চয় রশ্মি অবলম্বনে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ॥৪।২।১৭

নবম—রশ্ম্যনুসার-অধিকরণ সমাপ্ত।

১০—নিশাধিকরণম্* (সূত্র ১৮)

নিশি নেতি চেন্ন, সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ, দর্শয়তি চ ॥৪।২।১৮

অন্বয়ার্থ ঃ নিশি—(সূর্যরশ্মি থাকে না বলিয়া বিদ্বান্ পুরুষের) রাত্রিতে মৃত্যু হইলে ; ন—সূর্যরশ্মি অবলম্বনে ঊর্দ্ধগতি হয় না ; ইতি চেৎ—ইহা যদি সন্দেহ হয় ; ন—তাহা ঠিক নহে ; সম্বন্ধস্য—এই বিদ্বান্ পুরুষের কর্মসম্বন্ধ ; যাবৎ দেহভাবিত্বাৎ—এই চরম দেহ বিনাশ নাশ না হওয়া পর্যন্ত (থাকে কিন্তু তৎপরে আর থাকে না বলিয়া) ; দর্শয়তি চ—শ্রুতিও এইরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থ ঃ সন্দেহ হইতে পারে যে রাত্রিতে যখন সূর্যরশ্মি থাকে না, তখন বিদ্বান পুরুষের রাত্রিকালে দেহত্যাগ হইলে সূর্যরশ্মি অবলম্বনে যে ঊর্দ্ধগতি তাহা সম্ভব হয় না। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য বলিতেছেন — জীবের ব্রহ্মবিদ্যালাভের পর যেহেতু পুণ্যপাপরূপ সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সেইজন্য ফলভোগ নাই বলিয়া দেহ পতনের পর আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সেইজন্য রাত্রিতে মৃত্যু হইলেও তাঁহার ঊর্দ্ধ গমন ও মুক্তি হইয়া থাকে।

মূল

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে — বিদুষো নিশি মৃতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিরস্তি, নেতি। যদ্যপি নিশায়াং সূর্যরশ্মিসম্ভবাৎ রশ্ম্যনুসারেণ গতির্নিশায়া-

অনুবাদ

এখন বিষয়টি চিন্তা করা যাইতেছে যে, রাত্রিতে মৃত বিদ্বানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় কি-না ?

যদিও রাত্রিতে সূর্যরশ্মি থাকা সম্ভবপর বলিয়া রাত্রিকালেও সূর্যরশ্মি

*** অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—বিদ্বানের রাত্রিকালে মৃত্যুতে উৎক্রমণ চিন্তা। (২) সংশয়—রাত্রিতে মৃত্যু হইলেও মূর্ধন্য নাড়ীপথে উৎক্রমণ হয় কিনা ? (৩) পূর্বপক্ষ—রাত্রিতে যখন সূর্যরশ্মি মোটেই থাকে না, তখন বিদ্বান পুরুষ রাত্রিতে দেহত্যাগ করিলে কখনো তাহার রশ্মিসম্বন্ধ লাভ করা সম্ভব হয় না। (৪) উত্তর—না, সে কথা ঠিক নহে, কারণ, রাত্রিতেও সূক্ষ্মভাবে সূর্যরশ্মি বিদ্যমান থাকে, গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে উষ্মা অনুভবই তাহার প্রমাণ। (৫)—নির্ণয়—অতএব দিবা বা রাত্রি যখনই বিদ্বানের দেহত্যাগ হউক, তখনই রশ্মিযোগে উৎক্রমণ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র বাধা হয় না।

মপি সম্ভবতি; তথাপি নিশামরণস্য শাস্ত্রেষু গর্হিতত্বাৎ পরমপুরুষার্থ-লক্ষণ-ব্রহ্মপ্রাপ্তির্নিশামৃতস্য ন সম্ভবতি। শাস্ত্রেষু দিবামরণং প্রশস্তম্, বিপরীতং নিশামরণম্—

"দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ।
মুমূর্ষতাং প্রশস্তানি বিপরীতং তু গর্হিতম্॥" ইতি।

দিবামরণ-নিশামরণয়োঃ প্রশস্তত্ব-বিপরীতত্বে চোত্তমাধমগতি-হেতুত্বেন স্যাতাম্; অতো নিশি মরণমধোগতিহেতুত্বাৎ ন ব্রহ্মপ্রাপ্তি-হেতুরিতি চেৎ; তন্ন, বিদুষঃ কর্মসম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ। এত-দুক্তং ভবতি—অনারব্ধকার্যাণামধোগতিহেতুভূতানাং কর্মণাং বিদ্যা-সম্বন্ধেনৈব বিনাশাৎ, উত্তরেষাং চ অশ্লেষাৎ প্রারব্ধকার্যস্য চ চরম-দেহাবধিত্বাদ্ বন্ধহেত্বভাবাদ্ বিদুষো নিশামৃতস্যাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ সিদ্ধৈব।

পূর্বপক্ষ— অবলম্বনে গমন সম্ভব হয় সত্য, তথাপি শাস্ত্রে রাত্রি-মরণের নিন্দা থাকায় রাত্রিতে মৃত ব্যক্তির পক্ষে পরমপুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ, শাস্ত্র বলিয়াছেন যে দিবামৃত্যুই প্রশস্ত এবং রাত্রিতে মৃত্যু তাহার বিপরীত অর্থাৎ নিন্দিত। তথা—'দিবাভাগ, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণ (সূর্যের উত্তর দিকে গমনকাল)—এই সমস্ত কাল মুমূর্ষুগণের পক্ষে প্রশস্ত, আর ইহার বিপরীত কাল হইল গর্হিত অর্থাৎ নিন্দিত'। এই যে দিবা-মরণের প্রশস্তি এবং রাত্রি-মরণের নিন্দা, তাহা নিশ্চয়ই গতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষসাধকরূপে হইতে পারে। অতএব, রাত্রিমরণ অধোগতির হেতু বলিয়াই তাহা কখনও ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধক হইতে পারে না।

এই অভিমতের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলা হইতেছে—'নিশি' ইত্যাদি। এ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, বিদ্বানের যে প্রারব্ধ কর্মসম্বন্ধ তাহা যাবৎ-দেহভাবী। এই কথা বলা হইতেছে যে, অধোগতির হেতুভূত

সিদ্ধান্তপক্ষ— যে সমস্ত অনারব্ধ-ফলক কর্ম, সে সমস্তই তো বিদ্যার দ্বারা বিনাশিত হইয়া যায়, বিদ্যোৎপত্তির পরভাবী কর্মগুলির ফল তাহাকে স্পর্শ করে না এবং প্রারব্ধ কর্মসমূহের সম্বন্ধও চরম-দেহ পর্যন্তই স্থায়ী হয়। সুতরাং বন্ধনের কোন কারণ বিদ্যমান না থাকায় বিদ্বান পুরুষ রাত্রিতে মৃত হইলেও তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে আর বাধা থাকে না, অর্থাৎ তাহার

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ – "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে" (ছান্দো ৬।১৪।২) ইতি। 'দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ' ইত্যাদিবচনমবিদ্বদ্বিষয়ম্ ॥৪।২।১৮

ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ "তাহার সেই পর্যন্তই বিলম্ব, যে পর্যন্ত দেহত্যাগ না হয়, তাহার পরই ব্রহ্মলাভ করে"। আবার, 'দিবা চ, শুক্লপক্ষশ্চ' বচনও অবিদ্বানের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৪।২।১৮

দশম—নিশা-অধিকরণ সমাপ্ত।

১১—দক্ষিণায়নাধিকরণম্* (সূত্র ১৯,২০)

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥৪।২।১৯

অন্বয়ার্থ ঃ অতঃ চ—এই কারণেও (কর্মফলের সম্বন্ধের অভাবহেতুও); দক্ষিণে অয়নে অপি—দক্ষিণায়নেও (মৃত্যুতে বিদ্বান পুরুষের ঊর্দ্ধগতি হয়)।

সরলার্থ ঃ বিদ্বান পুরুষের যখন সমস্ত পাপপুণ্যরূপ কর্মফল বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ফলভোগের অভাবে পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় না, তখন দক্ষিণায়নে অর্থাৎ শ্রাবণ মাস হইতে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হইলেও তাহার ঊর্দ্ধগতি হয়।

মূল

নিশি মৃতস্যাপি বিদুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ যো হেতুরুক্তঃ, তত এব

অনুবাদ

ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ রাত্রিতে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—দক্ষিণায়নে মৃত ব্যক্তির ব্রহ্মপ্রাপ্তি-চিন্তা। (২) সংশয়—দক্ষিণায়নে মৃত ব্যক্তিরও ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব হয় কি-না? (৩) পূর্বপক্ষ—দক্ষিণায়নে মৃত্যুর যখন নিন্দা আছে এবং ভীষ্ম প্রভৃতিকেও যখন মৃত্যুর জন্য উত্তরায়নের প্রতীক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে, তখন দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না তাহাই বুঝিতে হইবে। (৪) উত্তর—না, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও ব্রহ্মলাভ করেন, কিন্তু দক্ষিণায়নে মৃত্যুর যে নিন্দা, তাহা জ্ঞানীর পক্ষে নহে, কিন্তু যোগীর পক্ষে; আবার, ভীষ্মাদির যে উক্তরূপ ব্যবহার তাহা দক্ষিণায়নেই প্রশস্ত জ্ঞাপনার্থেই বুঝিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব, জ্ঞানীর মরণে কোন কালবিশেষের উপযোগিতা নাই।

হেতোর্দক্ষিণেঽপ্যয়নে মৃতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ সিদ্ধা। অধিকাশঙ্কা তু "অথ যো দক্ষিণে প্রমীয়তে, পিতৃণামেব মহিমানং গত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং গচ্ছতি" (তৈ-নারঃ ৫২ অনুঃ) ইতি দক্ষিণায়নে মৃতস্য চন্দ্রপ্রাপ্তি-শ্রবণাৎ চন্দ্রং প্রাপ্তানাং চ "তেষাং যদা তৎপর্যবৈত্যথৈত-মেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" (ছান্দো ৫।১০।৫) ইতি পুনরাবৃত্তিশ্রবণাৎ, ভীষ্মাদীনাং চ ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠানামুত্তরায়ণপ্রতীক্ষাদর্শনাৎ দক্ষিণায়নে মৃতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির্ন সম্ভবতি—ইতি।

পরিহারস্তু—অবিদুষাং পিতৃযাণেন পথা চন্দ্রং প্রাপ্তানামেব পুনরাবৃত্তিঃ, বিদুষস্তু চন্দ্রং প্রাপ্তস্যাপি "তস্মাৎ ব্রহ্মণো মহিমানমা-প্নোতি" ইতি বাক্যশেষাৎ, তস্য দক্ষিণায়নমৃতস্য চন্দ্রপ্রাপ্তিঃ ব্রহ্ম প্রপিৎসতো* বিশ্রমহেতুমাত্রমিতি গম্যতে; বাক্যশেষাভাবেঽপি-পূর্বোক্তাদেব বন্ধহেত্বভাবাৎ বিদুষশ্চন্দ্রং প্রাপ্তস্যাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তির-

---

যে হেতুর কথা বলা হইয়াছে, সেই হেতুতেই দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইতেছে।

পূর্বপক্ষ— যাহারা দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করে (বিদ্বান হইলেও) তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। যেহেতু দক্ষিণায়নে মৃত ব্যক্তির চন্দ্রলোক গমনের শ্রুতি আছে, যথা—"আর যে ব্যক্তি দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করে সে ব্যক্তি পিতৃগণের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের সাযুজ্য লাভ করে"। আবার, চন্দ্রগত ব্যক্তিদের 'তেষাং যদা তৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে ইহলোকে প্রত্যাগমনের কথা আছে এবং ব্রহ্মবিদ্যা-পারদর্শী ভীষ্ম প্রভৃতিকেও উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে দেখা যায়। ব্রহ্মবিদ্যাবিহীন যে সমস্ত লোক দক্ষিণায়নে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় কেবল তাহাদেরই পুনরাবৃত্তি হয়, কিন্তু যাহারা বিদ্বান্ তাহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেও 'তাহার পর ব্রহ্মমহিমা প্রাপ্ত হন'—এই শ্রুতি অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বানের যে চন্দ্রপ্রাপ্তি হয় তাহা কেবল ব্রহ্মলোকে যাইবার পথ-প্রবেশ নিবারণের উপায় মাত্র। আর উক্ত শ্রুতিবাক্যটি ছাড়িয়া দিলেও ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির পুনর্বার সংসার-বন্ধনের যখন কোনই হেতু নাই, তখন চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিলেও কিছুতেই তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। তবে যোগবলে

সিদ্ধান্ত—

* প্রেপ্সতো—পাঠভেদঃ।

নিবার্যা। ভীষ্মাদীনাং যোগপ্রভাবাৎ স্বচ্ছন্দমরণানাং ধর্মপ্রবর্ত্তনায়োত্তরায়ণপ্রাশস্ত্যপ্রদর্শনার্থস্তথাবিধাচারঃ ॥৪।২।১৯

স্বেচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম প্রভৃতির যে সেইরূপে উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করা, তাহার উদ্দেশ্য—উত্তরায়ণের প্রাশস্ত্য (প্রশস্ততা) জ্ঞাপন দ্বারা লোকের ধর্মপ্রবৃত্তিকে দৃঢ়তর করা ॥৪।২।১৯

ননু চ বিদুষো মুমূর্ষূন্ প্রতি পুনরাবৃত্তিহেতুত্বেন কালবিশেষবিধির্দৃশ্যতে—

"যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাষা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াঽবর্ত্ততে পুনঃ ॥"

(গীতা ৮।২৩—২৬) ইতি ; তত্রাহ—

ভাল, শাস্ত্রে মুমূর্ষু বিদ্বানেরও পুনরাবৃত্তির হেতুরূপে কালবিশেষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—"হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যোগিগণ যে সময়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি লাভ করেন অর্থাৎ সংসারে পুনঃপ্রবেশ করেন ও করেন না, আমি তোমাকে সেই কালবিশেষের উপদেশ দিতেছি—অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস—এই সমস্ত মার্গে গমনপূর্বক মৃত ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ; আর ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নপথে মৃত যোগিপুরুষ জ্যোতির্ময় চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরাগমন করেন। জগতে এই যে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পথদ্বয়—এই দুটি পথই চিরন্তন। ইহার মধ্যে একটি পথে (উত্তরায়ণ পথে) গমন করিলে আর ফিরিয়া আসে না, অপরটিতে (দক্ষিণায়ন পথে) গমন করিলে পুনরায় প্রত্যাগমন করে" ইত্যাদি।

যোগিনঃ প্রতি স্মর্যেতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥৪।২।২০

অন্বয়ার্থ ঃ যোগিনঃ প্রতি—যোগিদিগের সম্বন্ধে; স্মার্ত্তে স্মর্যেতে — স্মরণ করাইবার জন্য ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; চ—ও; এতে—উক্ত দুটি পদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

সরলার্থ ঃ গীতা (৮।২৩—২৬) প্রভৃতি স্মৃতিতে যে উত্তরায়ণ ও অর্চিরাদি মার্গ এবং দক্ষিণায়ন ও ধূমাদি মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা কেবল যোগিরা যাহাতে এ বিষয়ে স্মরণ রাখিয়া, সেইরূপে দৃঢ়চিত্ত হইয়া যোগের উন্নতিসাধন করেন সেই উদ্দেশ্যে।

মূল

নাত্র মুমুর্ষূন্ প্রতি মরণকালবিশেষোপাদানং স্মর্যতে; অপি তু যোগিনঃ — যোগনিষ্ঠান্ প্রতি, স্মার্ত্তে — স্মৃতিবিষয়ভূতে স্মর্ত্তব্যে দেবযানপিতৃযাণাখ্যে গতী স্মর্যেতে যোগাঙ্গতয়াঽনুদিনং স্মর্ত্তুম্। তথা হি উপসংহারঃ—

"নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥" (গীতা ৮।২৭) ইতি।

অনুবাদ

কালবিশেষে (উত্তরায়ণে ও দক্ষিণায়নে) মৃত্যুই যে পুনরাবৃত্তি অপুনরাবৃত্তির কারণ (কিন্তু বিদ্বান ও অবিদ্বানের নহে) —এই মতবাদের উত্তরে কথিত হইতেছে—'যোগিনঃ' ইত্যাদি বাক্য।

এখানে যে সাধারণতঃ মুমূর্ষুগণেরই মৃত্যুর কালবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নহে; পরন্তু যাহারা যোগী অর্থাৎ যোগে নিষ্ঠাসম্পন্ন, তাহাদের পক্ষে যোগের অঙ্গরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, যোগীকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে উত্তরায়ণে১ দেহত্যাগ করিলে আর সংসারে আসিতে হইবে না, কিন্তু দক্ষিণায়নে১ করিলে অবশ্যই সংসারে আসিতে হইবে। অতএব যাহাতে আর আসিতে না হয় সেইভাবে দৃঢ়চিত্তে যোগের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। গীতায় এই কথার উপসংহারেও এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে—"হে অর্জ্জুন, উক্ত পথদ্বয় জানিলে তখন কোন যোগীই কখনও মোহে পতিত হন না। অতএব তুমিও (এই কথা মনে রাখিয়া) সর্বদা যোগযুক্ত

১—উত্তরায়ণ—সূর্যদেব মকরসংক্রান্তি হইতে যে ছয় মাসকাল উত্তর দিকে গমন করেন তাহাকে বলে উত্তরায়ণ। আবার কর্কট সংক্রান্তি হইতে যে ছয় মাসকাল দক্ষিণ দিকে আগমন করেন তাহা 'দক্ষিণায়ন'। 'দেবযান' ও 'পিতৃযাণ'—এই পথদ্বয়কে 'উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন' পথ বলা হয়।

'অগ্নির্জ্যোতিঃ', 'ধূমো রাত্রিঃ' ইতি দেবযান-পিতৃযাণে প্রত্যভিজ্ঞায়েতে। উপক্রমে চ 'যত্র কালে তু' ইতি কালশব্দঃ কালাভিমানিদেবতাতিবাহিকপরঃ, অগ্ন্যাদেঃ কালত্বাসম্ভবাৎ। অতঃ "তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি বিহিতদেবযানানুস্মৃতিরত্র বিদ্যানিষ্ঠান্ প্রতি বিধীয়তে, ন মুমূর্ষূন্ প্রতি মরণকালবিশেষঃ ॥৪।২।২০

হও" ইত্যাদি। পুনরায়, 'অগ্নির্জ্যোতিঃ', 'ধূমো রাত্রিঃ' কথায় শ্রুতি-উক্ত 'দেবযান' ও 'পিতৃযাণ' পথই বুঝিতে হইবে। উপক্রমে 'যত্রকালে' কথায় 'কাল' শব্দটিও কালাভিমানী দেবতাবোধক; কারণ, অগ্নি ও যমাদি পদার্থের তো কস্মিনকালেও কালরূপে পরিণত হওয়া সম্ভব হয় না। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, 'তেঽর্চিষমভিসংবিশন্তি' (তাহারা অর্চিপ্রাপ্ত হন)—এই শ্রুতিতে যে দেবস্থান পথ বিহিত আছে, বিদ্যানিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সেই পথই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে মাত্র, কিন্তু মুমুর্ষুর মরণোপযুক্ত কালবিশেষের উপদেশ করা হইতেছে না ॥৪।২।২০

একাদশ—দক্ষিণায়ন-অধিকরণ সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় — তৃতীয় পাদ

১—অর্চিরাদ্যধিকরণম্* (সূত্র ১)

অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতে ॥৪।৩।১

অন্বয়ার্থ ঃ অর্চিরাদিনা — অর্চিরাদি মার্গে (মৃত্যুর পর বিদ্বানের গমন) ; তৎ প্রথিতে—যেহেতু বিভিন্ন শ্রুতিতে এই মার্গ ই বিখ্যাত।

সরলার্থ ঃ বিদ্বান পুরুষ মৃত্যুর পর মূর্ধন্য নাড়ী দিয়া শরীর হইতে নিষ্ক্রমণকরতঃ অর্চিরাদি মার্গে গমন করে ; কারণ, বিভিন্ন শ্রুতি এই কথাই বলিতেছেন।

মূল

বিদুষ উৎক্রান্তস্য নাড়ীবিশেষেণ হার্দানুগ্রহাৎ গত্যুপক্রম উক্তঃ। তস্য গচ্ছতো মার্গ ইদানীং নির্ণীয়তে। তত্র শ্রুতিষু মার্গপ্রকারাঃ বহুধা আম্নায়ন্তে ; ছান্দোগ্যে তাবৎ "যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছান্দোঃ ৪।১৪।৩)

অনুবাদ

ইতিপূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি হৃদয়স্থ পরমপুরুষের অনুগ্রহে নাড়ীবিশেষের (মূর্ধন্য নাড়ীর) দ্বারা উৎক্রমণ করেন। এখন এই বিদ্বান পুরুষের ঊর্দ্ধগমনকালীন পথের নিরূপণ করা হইতেছে। তদ্বিষয়ে বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন প্রকার গতির প্রণালী পঠিত আছে। প্রথমতঃ, ছান্দোগ্যে (চতুর্থ অধ্যায়ে) আছে—'পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ এবম্বিধ জ্ঞানী পুরুষেও পাপকর্ম সংলগ্ন হয় না', এইরূপ ভূমিকার পর

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের অর্চিরাদি পথে গতি। (২) সংশয় — বিদ্বানের ঊর্দ্ধগতি কি কেবল অর্চিরাদিপথেই হয়? অথবা অন্য পথেও হয়? (৩) পূর্বপক্ষ— বিভিন্ন শ্রুতিতে যখন বিভিন্ন প্রকার পথের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন কেবল অর্চিরাদি মার্গের গতিই নিয়ম বলা যাইতে পারে না। (৪) উত্তর — না, বিদ্বানের কেবল অর্চিরাদি পথেই গমন করা নিয়ম। বিদ্বানের গুণের উপসংহারের নিয়মানুসারে যে পথেরও প্রকারগত বৈষম্য তাহা পরিহার করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়— অতএব, বুঝিতে হইবে যে বিদ্বানের ঊর্দ্ধগতির জন্য একমাত্র অর্চিরাদি মার্গ ই নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং সর্বশ্রুতিতে অর্চিরাদি পথ একই প্রকার বুঝিতে হইবে।

ইত্যুপক্রম্য ব্রহ্মবিদ্যামুপাদিশ্যায়ায়তে — "অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্বন্তি যদু চ ন, অর্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি, অর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষম্, আপূর্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড়ুদঙ্‌ঙেতি মাসাংস্তান্, মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্, তৎপুরুষোঽমানবঃ। স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ। এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৪।১৫।৫) ইতি। তথাত্রৈবাষ্টমে "অথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে" ইতি। কৌষীতকিনশ্চ দেবযানমার্গমন্যথা অধীয়তে—"স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি, স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স আদিত্যলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকম্" (কৌষীঃ ১, অঃ ৩) ইতি। তথা বৃহদারণ্যকে "য এবমেতদ্বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে, তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি, অর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষম্, আপূর্যমাণপক্ষাৎ যান্

ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, "বন্ধুগণ, যদি এই প্রকার জ্ঞানীর শব্য (শব-কর্ম, দাহাদি) করে বা না-ও করে, তথাপি তিনি অর্চিকেই (জ্যোতিঃকেই) লাভ করেন ; অর্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে আপূর্যমাণ পক্ষ (শুক্লপক্ষ), তাহার পর উত্তরায়ণ ছয় মাস, তাহার পর সংবৎসর, সংবৎসরের পর আদিত্য, আদিত্যের পর চন্দ্র, চন্দ্রের পর বিদ্যুৎলোক প্রাপ্ত হন। সেখানে যে অমানব (মানব-ধর্ম-বিবর্জিত) পুরুষ আছেন, তিনি এই জ্ঞানীকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই 'দেবপথ', ইহাই 'ব্রহ্ম-পথ', যাঁহারা এই পথ লাভ করেন তাঁহারা আর এই মানব-আবর্তে (মনুষ্য-সংসারে) ফিরিয়া আইসেন না, ইত্যাদি।" আবার এই ছান্দোগ্য উপনিষদেরই অষ্টম অধ্যায়ে আছে—"অতঃপর এই সমুদয় রশ্মি দ্বারাই ঊর্দ্ধে গমন করেন ইত্যাদি"। কৌষীতকী ব্রাহ্মণ আবার এই 'দেবযান' পথকেই অন্য প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন—"সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ 'দেবযান' পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন। তিনি বায়ুলোক, তিনি বরুণলোক, তিনি আদিত্যলোক, তিনি ইন্দ্রলোক, তিনি প্রজাপতিলোক, এবং তিনি ব্রহ্মলোকে (আগমন করেন)"। এইরূপ আবার বৃহদারণ্যকেও আছে—"যাঁহারা ইহাকে যথোক্ত প্রকারে জানেন এবং যাঁহারা অরণ্য মধ্যে শ্রদ্ধাকে সত্যজ্ঞানে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চির পর অহঃ, অহঃর পর শুক্লপক্ষ,

ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি, মাসেভ্যো দেবলোকম্, দেবলোকাদাদিত্যম্, আদিত্যাদ্বৈদ্যুতম্, বৈদ্যুতাৎ পুরুষোঽমানবঃ স এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি” (বৃহদা ৬।২।১৫) ইতি। তত্রৈব পুনরন্যথা — “যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খম্, তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে, স আদিত্যমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে, যথা আড়ম্বরস্য খম্, তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে, স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খম্” (বৃহদা ৫।১০।১) ইত্যাদি।

তত্র সংশয়ঃ — কিমচিরাদিরেক এব মার্গ আভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রতিপাদ্যতে? ইতি, তেনৈব ব্রহ্ম গচ্ছতি বিদ্বান্? উত তস্মাদন্যোঽন্যত্র মার্গাঃ? ইতি, তৈর্বা অনেন বেত্যনিয়মঃ? ইতি। কিং যুক্তম্? অনিয়ম ইতি। কুতঃ? অনেকরূপত্বান্নৈরপেক্ষ্যাচ্চেতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে —

শুক্লপক্ষের পর উত্তরায়ণ ছয় মাস, ছয় মাসের পর দেবলোক, দেবলোকের পর আদিত্য, আদিত্যের পর বিদ্যুৎ-লোক প্রাপ্ত হন। বিদ্যুতের পর সেই প্রসিদ্ধ অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান”। সেইখানেই আবার অন্য প্রকারেও বর্ণনা আছে—“বিদ্বান পুরুষ যে সময় ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন তখন তিনি বায়ুতে যান, সেখানে তাঁহার জন্য বায়ু নিজের অঙ্গ শিথিল করেন, অর্থাৎ আপনার শরীরে একটি ছিদ্র করেন—যেমন রথচক্রের ছিদ্র (সেই পরিমাণ), বিদ্বান পুরুষ সেই ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধে গমন করেন, তিনি আদিত্যে উপস্থিত হন, সেই আদিত্যও তাঁহার জন্য একটি পথ করিয়া দেন, যেমন দুন্দুভি বাদ্যের ছিদ্র (তৎপরিমাণ)” ইত্যাদি।

এখন সংশয় এই যে উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রুতিতে অর্চিরাদি মার্গ একই মার্গ প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং বিদ্বান্ পুরুষ কি সেই একই পথে গমন করেন, অথবা ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে যে ভিন্ন ভিন্ন পথ কথিত হইয়াছে, সেই পথেও (গমন করিতে পারেন), তাহার কোন নিয়ম নাই? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত?

অনিয়ম পক্ষই যুক্তিযুক্ত। কারণ, এই সকল শ্রুতি-উক্ত

পূর্বপক্ষ—

পথগুলি যেহেতু একপ্রকার নয় এবং পরস্পর নিরপেক্ষও বটে। এইরূপ মতবাদের উত্তরে বলা হইতেছে—‘অর্চিরাদিনা’ ইত্যাদি।

অর্চিরাদিনা—ইতি। অর্চিরাদিরেক এব মার্গঃ সর্বত্র প্রতিপাদ্যতে, অতোঽর্চিরাদিনৈব গচ্ছতি। কুতঃ? তৎপ্রথিতেঃ—তস্যৈব সর্বত্র প্রথিতেঃ। প্রথিতিঃ—প্রসিদ্ধিঃ, তস্যৈব সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞানাৎ স এব মার্গঃ সর্বত্র ন্যূনাধিকভাবেন প্রতিপাদ্যতে, ইতি বিদ্যাগুণোপসংহারবদন্যত্রোক্তানামন্যত্রোপসংহারঃ ক্রিয়তে। ছান্দোগ্যে তাবদুপকোসলবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং চৈকরূপ এবাম্নায়তে; বাজসনেয়কে চ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং তথৈবার্চিরাদিঃ অল্পান্তরঃ আম্নায়তে; অতস্তত্রাপি স এবেতি প্রতীয়তে। অন্যত্রাপি সর্বত্রাগ্ন্যাদিত্যাদয়ঃ প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে ॥৪।৩।১

সমস্ত শ্রুতিতে অর্চিরাদি একই পথ পাওয়া যাইতেছে; অতএব, বিদ্বান্ পুরুষ একই পথে গমন করিয়া থাকেন; কেননা তাহারই প্রমিতি বা প্রসিদ্ধি রহিয়াছে এবং সেই একই অর্চিরাদি পথ সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে। যখন একই পথ প্রতীত হইতেছে তখন বিভিন্ন শ্রুতিতে একই পথ ন্যূনাধিকভাবে প্রতিপাদিত হইতেছে সত্য, তথাপি বিদ্যা-প্রকরণে যেমন (বিভিন্ন স্থলোক্ত) গুণোপসংহার করা হইয়া থাকে, সেইরূপ এখানেও এক শ্রুতিতে উক্ত বিশেষাংশের অন্যত্র সংগৃহীত করিতে হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'উপকোশল-বিদ্যায়' ও 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায়' একই পথের উল্লেখ রহিয়াছে; বৃহদারণ্যকে ও 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-প্রকরণে' ছান্দোগ্যেরই অনুরূপভাবে অর্চিরাদি মার্গ পঠিত আছে, সামান্যমাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অতএব, সেখানেও সেই একই পথ প্রমাণিত হইতেছে। আবার, অপরাপর সর্বত্রও সেই একই অগ্নি ও আদিত্য প্রভৃতি প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে ॥৪।৩।১

সিদ্ধান্তপক্ষ—

প্রথম—অর্চিরাদি-অধিকরণ সমাপ্ত।

২—বায়ু-অধিকরণম্* (সূত্র ২)

বায়ুমব্দাদবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্ ॥৪।৩।২

অন্বয়ার্থঃ বায়ু—বায়ুকে; অব্দাৎ—বৎসরের পরে; অবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্—(শ্রুতিতে) সামান্যভাবে এবং বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে বলিয়া।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—অর্চিরাদি পথ। (২) সংশয়—অর্চিরাদি পথে সম্বৎসর ও আদিত্যের মধ্যে কোন কোন শ্রুতিতে আছে—বায়ু শব্দ, আবার কোন শ্রুতিতে আছে দেব-

সরলার্থঃ একটি শ্রুতিতে এই অর্চিরাদিমার্গরূপ দেবযানপথের বর্ণনায় সম্বৎসর লোক এবং আদিত্যলোকের মধ্যে দেবলোকের উল্লেখ আছে। অন্য শ্রুতিতে আবার এই দেবলোকের পরিবর্ত্তে বায়ুলোকের উল্লেখ আছে। দেবলোকটির একটি সাধারণ উল্লেখ এবং বায়ুলোক বায়ুদেবতারূপ একটি বিশেষ উল্লেখ; বায়ুও যখন একটি দেবতা বলিয়া পরিগণিত, তখন সম্বৎসর এবং আদিত্যের মধ্যবর্ত্তী লোকটি নিশ্চয়ই বায়ুলোক হইবে।

মূল

অর্চিরাদিনৈব গচ্ছন্তি বিদ্বাংস ইত্যুক্তম্; তত্রার্চিরাদিকে মার্গে ছন্দোগাঃ মাসাদিত্যয়োরন্তরালে সংবৎসরমধীয়তে—"মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্, সংবৎসরাদাদিত্যম্" (ছান্দো ৪।১৫।৫) ইতি। বাজসনেয়িনস্তু—তয়োরেবান্তরালে দেবলোকম্ "মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যম্" (বৃহদা ৬।২।১৫) ইতি। উভয়ত্রাপি মার্গস্যৈকত্বাদুভাবুভয়ত্রোপসংহার্যৌ। তত্র মাসাদূর্দ্ধমভিহিতয়োঃ সংবৎসর-দেবলোকয়োঃ

অনুবাদ

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বিদ্বান পুরুষগণ একমাত্র 'অর্চিরাদি মার্গে'ই গমন করেন; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ছান্দোগ্য উপনিষদ মাস ও আদিত্যের মধ্যস্থলে সম্বৎসরের উল্লেখ করিয়া থাকেন—"মাসের পর সম্বৎসর, সম্বৎসরের পর আদিত্যকে (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)" ইত্যাদি। বাজসনেয়িরা (বৃহদারণ্যক) আবার সেই মাস ও আদিত্যের মধ্যস্থলে 'দেবলোক' শব্দের পাঠ করিয়া থাকেন—'মাসের পর দেবলোক, দেবলোকের পর আদিত্যকে (প্রাপ্ত হন)' ইত্যাদি। উভয় স্থলেই যখন একরূপ পথের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন উভয় শ্রুতিতেই উভয় ধর্ম্মের উপসংহার (সংগ্রহ) করিতে হইবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যদিও উভয় স্থলেই মাসের পর কথিত 'সম্বৎসর' ও 'দেবলোক'

লোক শব্দ; এখন সংশয়—এই দেবলোক ও বায়ুলোক কি এক, না, পৃথক্? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যখন শব্দগত ভেদ রহিয়াছে, তখন এই দুইটি পদার্থ এক নহে, পৃথক্। (৪) উত্তর—না, উভয়েই এক পদার্থ; কারণ, 'দেবলোক' মানে—দেবগণের বাসস্থান, এই যৌগিক অর্থ অনুসারে দেবলোক শব্দেও বায়ুকেই বুঝাইতেছে। (৫) নির্ণয়—অতএব, বুঝিতে হইবে, দেবলোক ও বায়ুলোক একই পদার্থ, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোনও বিরোধ নাই।

পঞ্চম্যাভিহিতস্য শ্রৌতক্রমস্য তুল্যত্বেঽপি "অর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণ-পক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্‌ঙেতি মাসাংস্তান্" (ছান্দো ৪।১৫।৫) ইত্যধিককালানাং ন্যূনকালেভ্য উত্তরোত্তরত্বেন নিবেশদর্শনাৎ সংবৎসরস্যৈব মাসাদনন্তরং বুদ্ধৌ বিপরিবৃত্তেঃ সংবৎসর এব মাসাদূর্দ্ধং নিবেশয়িতব্যঃ ইতি তত ঊর্দ্ধং দেবলোক ইতি নিশ্চীয়তে।

অন্যত্র বাজসনেয়িনঃ "যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে, যথা রথচক্রস্য খম্, তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি" (বৃহদা ৫।১০।১) ইতি আদিত্যাৎ পূর্বং বায়ুমধীয়তে। তত্র কৌষীতকিনস্তু "স এতং দেবযানং পন্থা-নমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকম্" (কৌষী ১।৩) ইত্যগ্নিলোক-শব্দনির্দিষ্টাদর্চিষঃ পরং বায়ুমধীয়তে। তত্র কৌষীতকিনাং পাঠ-ক্রমেণ অর্চিষঃ পরত্বেন প্রাপ্তস্য বায়োঃ — বাজসনেয়িনাম্ "তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি" (বৃহদা ৫।১০।১) ইত্যূর্দ্ধশব্দনির্দিষ্ট-

---

উভয় স্থলেই পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা অভিহিত হওয়ায় শ্রুতির নির্দেশ অনুসারে পারম্পর্য বিদ্যমান রহিয়াছে সত্য, তথাপি "অর্চির পর অহঃ, তাহার পর শুক্লপক্ষ, তাহার পর উত্তরায়ণ ষণ্মাস" — এইরূপে উত্তরোত্তর পূর্বাপেক্ষা দীর্ঘতর কালের নির্দেশ দর্শনে প্রথমতঃ মাসের পর (তদপেক্ষা অধিকতর) সম্বৎসরই বুঝিতে হয়; সুতরাং তদনুসারে মাসের পরে প্রথমে সম্বৎসর, তাহার পর দেবলোকের সন্নিবেশ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অবধারিত হইতেছে।

অন্যত্র বাজসনেয়িরা আবার "পুরুষ (জীব) যে সময়ে ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে প্রথমে বায়ুতে গমন করে, সেখানে বায়ু তাহার জন্য আপনার শরীরে ছিদ্র উৎপাদন করে; যেমন রথচক্রের রন্ধ্র। তিনি সেই ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধে গমন করেন, তিনি আদিত্যে উপস্থিত হন" ইত্যাদি। এইরূপে আদিত্যের পূর্বে বায়ুর উল্লেখ করেন, কিন্তু কৌষীতকীরা আবার "তিনি এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন এবং তিনিই বায়ুলোকে গমন করেন"— এইরূপে 'অগ্নিলোক' শব্দের প্রতিপাদ্য অর্চির পরে বায়ুর পাঠ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কৌষীতকীদিগের পাঠক্রমানুসারে অর্চির পরবর্ত্তী বায়ুর নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে; আর বাজসনেয়িদিগের "তিনি তাহার দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করেন, তিনি আদিত্যে গমন করেন"; এই যে 'ঊর্দ্ধ' শব্দ দ্বারা উৎক্রমণ নির্দিষ্ট

শ্রৌতক্রমেণ পাঠক্রমাদ্‌বলীয়সা আদিত্যাৎ পূর্বং প্রবেশো নিশ্চীয়তে। অত আদিত্যাৎ পূর্বং সংবৎসরাদূর্দ্ধং দেবলোকো বায়ুশ্চ প্রাপ্তৌ।

তত্রেদং চিন্ত্যতে—কিং দেবলোকো বায়ুশ্চার্থান্তরভূতৌ যথেষ্ট-ক্রমেণ বিদ্বানভিগচ্ছেৎ? উত অনর্থান্তরত্বেন সংবৎসরাদূর্দ্ধং দেব-লোকং সন্তং বায়ুমভিগচ্ছেৎ—ইতি। কিং যুক্তম্? ভিন্নার্থত্বম্, প্রসিদ্ধেঃ। ভিন্নার্থত্বে চোর্দ্ধশব্দেন পঞ্চম্যা চোভয়োঃ সংবৎসরাদি-ত্যান্তরালে শ্রুতিক্রমেণ প্রাপ্তত্বাৎ, বিশেষাভাবাচ্চ যথেষ্টম্; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

বায়ুমব্দাৎ—ইতি। বায়ুং সংবৎসরাদূর্দ্ধমভিগচ্ছেৎ। কুতঃ? অবিশেষাবিশেষাভ্যাং বায়োরেব নির্দিষ্টত্বাৎ। দেবলোক-শব্দো হি অবিশেষেণ—সামান্যেন 'দেবানাং লোকঃ' ইত্যনেন রূপেণ বায়ুম-

---

হইয়াছে, ইহা সাক্ষাৎ শ্রুতি-উক্ত ক্রম, সুতরাং পাঠ-ক্রম অপেক্ষাও বলবত্তর। অতএব, তদনুসারে আদিত্যের পূর্বে ও সম্বৎসরের পরে দেবলোক ও বায়ুর সদ্ভাব পাওয়া যাইতেছে।

এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে এই যে, উক্ত 'দেবলোক' ও 'বায়ু' কি দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ? অথবা বিদ্বান্ স্বেচ্ছানুসারে তাহাতে গমন করেন? অথবা একই পদার্থ? সম্বৎসর প্রাপ্তির পর সেই দেবলোক শব্দবাচ্য বায়ুতে গমন করেন?—কোন্‌টি যুক্তিযুক্ত?

পূর্বপক্ষ—ভিন্নার্থত্ব পক্ষই। অর্থাৎ 'দেবলোক' ও 'বায়ু' পৃথক্ পদার্থ, এই পক্ষই যুক্তিযুক্ত। কারণ উভয়ের ভিন্নার্থত্বই প্রসিদ্ধ। এইরূপে দেবলোক ও বায়ু পৃথক্ পদার্থ বলিয়া নিশ্চিত হইলে তখন বুঝিতে হইবে যে উর্দ্ধ শব্দ এবং পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা 'সম্বৎসর' ও 'আদিত্যের' মধ্যস্থলে যখন দেবলোক ও বায়ু উভয়েরও প্রাপ্তি রহিয়াছে, তখন শ্রুতির পাঠক্রম অনুসারে এবং বিশেষোক্তিও কিছু না থাকায় ইচ্ছানুসারে গমন করেন। এইরূপ অভিমতের সম্ভাবনায় কথিত হইতেছে—'বায়ুমব্দাৎ' ইত্যাদি বাক্য।

সিদ্ধান্ত—সম্বৎসরের পর বায়ুতে গমন করেন। কারণ, অবিশেষ বা বিশেষভাবে সর্বত্র একই বায়ু নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেননা, 'দেবলোক' শব্দটি অবিশেষ, অর্থাৎ দেবগণের লোক, এইরূপ সামান্য আকারে উক্ত এইরূপ যৌগিক অর্থে বায়ুকে বুঝাইতেছে; আর তিনি বায়ুতে গমন

ভিধত্তে। "স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র" (বৃহদা ৫।১০।১) ইতি বায়ু-শব্দো বিশেষেণ বায়ুমভিধত্তে। অতো দেবলোক-বায়ুশব্দাভ্যাম্ অবিশেষ-বিশেষাভ্যাং বায়ুরেবাভিধীয়তে, ইতি সংবৎসরাদূর্দ্ধং বায়ুমেবাভিগচ্ছেৎ। কৌষীতকিনাং বায়ুলোকশব্দশ্চাগ্নিলোকশব্দবৎ বায়ুশ্চাসৌ লোকশ্চেতি ব্যুৎপত্ত্যা বায়ুমেবাভিধত্তে। বায়ুশ্চ দেবানামাবাসভূত ইত্যনত্র শ্রূয়তে — "যোঽয়ং পবতে এব দেবানাং গৃহাঃ" ইতি ॥৪।৩।২

করেন, ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ু শব্দে বিশেষভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দেই বায়ুকেই বুঝাইতেছে। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, দেবলোক ও বায়ু শব্দে সামান্যভাবে ও বিশেষ আকারে এক বায়ুকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং সম্বৎসরে গমনের পর (বিদ্বান্) বায়ুতেই গমন করিবে। আর কৌষীতকী শ্রুতির 'বায়ুলোক' শব্দও 'অগ্নিলোক' শব্দের ন্যায়, বায়ু-স্বরূপ লোক— বায়ুর্লোক, এইরূপ সমাস অনুসারে বায়ুকেই বুঝাইতেছে। বায়ু যে দেবগণের আবাসস্থান তাহা অন্য শ্রুতিতেও কথিত আছে। যথা—"যিনি প্রবাহিত হইতেছেন, তিনি দেবগণের গৃহ অর্থাৎ বাসভূমি" ইত্যাদি ॥৪।৩।২

দ্বিতীয়—বায়ু-অধিকরণ সমাপ্ত

৩—বরুণাধিকরণম্* (সূত্র ৩)

তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥৪।৩।৩

অন্বয়ার্থঃ তড়িতঃ অধি — বিদ্যুৎ-লোকের উপরে; বরুণঃ — বরুণলোক; সম্বন্ধাৎ—যেহেতু বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধ সর্বত্র।

সরলার্থঃ তড়িৎ যখন স্বতঃই মেঘমধ্যগত, লোকব্যবহারে এবং বেদেও উক্ত, তখন বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধস্থিতি জানা যাইতেছে; অধিকন্তু পাঠক্রম অপেক্ষা যখন কর্মলব্ধ ক্রমটিও অধিক বলবান, তখন বিদ্যুৎলোকের উপরেই বরুণলোকের সন্নিবেশ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে ইন্দ্রের কথাও বরুণের উপরে ধরিতে হইবে।

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয় — ছান্দোগ্য, বাজসনেয়ক ও কৌষীতকী প্রভৃতি উপনিষদে কথিত অর্চিরাদি মার্গের প্রকার বিষয়ে চিন্তা। (২) সংশয়—বরুণ ইন্দ্র ও প্রজাপতির সন্নিবেশ (অবস্থিতি) কোথায়?—এ সমস্ত কি বিদ্যুতের উপরে, অথবা বায়ুর উপরে?

মূল

কৌষীতকিনাম্ "স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমা-গচ্ছতি, স বায়ুলোকম্, স বরুণলোকম্, স আদিত্যলোকম্, স ইন্দ্রলোকম্, স প্রজাপতিলোকম্, স ব্রহ্মলোকম্" ইত্যত্রাগ্নিলোক-শব্দস্যার্চিঃ পর্যায়ত্বেন প্রাথম্যমবিগীতম্। বায়োশ্চ সংবৎসরাদূর্দ্ধং নিবেশ উক্তঃ, আদিত্যস্যাপ্যত্র প্রাপ্তপাঠক্রমবাধেন "দেবলোকাদা-দিত্যম্ আদিত্যাদ্বৈদ্যুতম্" ইতি বাজসনেয়কোক্ত-শ্রুতিক্রমাৎ দেব-লোকশব্দাভিহিতাৎ বায়োরুপরি নিবেশঃ সিদ্ধঃ।

ইদানীং বরুণেন্দ্রাদিষু চিন্তা — কিমেতে বরুণাদয়ো যথাপাঠং বায়োরুর্দ্ধং নিবেশয়িতব্যাঃ? আহোস্বিৎ বিদ্যুতোঽধি? ইতি বিশয়ে অর্চিঃ প্রভৃতিষু সর্বেষু 'অর্চিষোঽহঃ" ইত্যাদিশ্রুতিক্রমোপরোধাৎ

অনুবাদ

কৌষীতকী শ্রুতি-কথিত "তিনি দেবযানপথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন, তিনিই বায়ুলোকে যান, তিনিই বরুণলোকে যান, তিনিই আদিত্যলোকে যান, তিনিই ইন্দ্রলোকে যান, তিনিই প্রজাপতিলোকে যান এবং তিনিই ব্রহ্মলোকে যান" —এই বাক্যে অগ্নিলোক শব্দ পঠিত আছে; 'অগ্নি' শব্দটি 'অর্চিঃ' শব্দের সমানার্থবোধক, সুতরাং অগ্নি শব্দের প্রাথম্য—প্রাথম্যে কোন সন্দেহ নাই, আর বায়ুকেও সম্বৎসরের উপরে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং আদিত্যের সম্বন্ধেও পাঠানুসারে যেরূপ ক্রমের প্রাপ্তি ছিল তাহাও বাধিত হওয়ার বাজসনেয়ক শ্রুতি-উক্ত "দেবলোকের পর আদিত্য, আদিত্যের পর বিদ্যুৎলোক"—এই ক্রম অনুসরে 'দেবলোক' শব্দবাচ্য বায়ুর উপরই আদিত্যের সন্নিবেশ সিদ্ধ হইতেছে।

এখন চিন্তা হইতেছে — বরুণ প্রভৃতির সম্বন্ধে পাঠক্রমানুসারে এই বরুণাদি লোকগুলিকে কি বায়ুর উপরে সন্নিবেশিত করিতে হইবে, অথবা বিদ্যুতের উপরে? এইরূপ সংশয়স্থলে দেখা যাইতেছে যে, 'অর্চিঃ' প্রভৃতি

---

(৩) পূর্বপক্ষ—'স বায়ুর্লোকং ন বরুণলোকম্' — এই শ্রুতিতে বায়ুলোকের পরে বরুণলোকের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে বায়ুলোকের পরে বরুণলোকের সন্নিবেশ। (৪) উত্তর — না, বায়ুলোকের পরে বরুণলোক নহে, পরন্তু বিদ্যুতের পরেই বুঝিতে হইবে, কারণ, বরুণাধিষ্ঠিত পথের সহিত বিদ্যুতের সম্বন্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ এবং লোকপ্রসিদ্ধ। (৫) নির্ণয়—অতএব বিদ্যুতের পরেই বরুণের সন্নিবেশ যুক্তিযুক্ত।

বিদ্যুতঃ পরস্তাচ্চ "তৎপুরুষোঽমানবঃ, স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি বিদ্যুৎপুরুষস্য ব্রহ্মগময়িতৃত্বশ্রবণাচ্চ সর্বত্রাবকাশাভাবেনাপ্রাপ্তৌ চ উপদেশাবৈয়র্থ্যায়াবশ্যং কস্যচিৎ বাধ্যত্বে পাঠক্রমানুরোধেন বায়োরনন্তরং বরুণো নিবেশয়িতব্যঃ। বায্বাদিত্যয়োঃ ক্রমস্য বাধিতত্বেন ইন্দ্র-প্রজাপতী অপি হ্যত্রৈব নিবেশয়িতব্যৌ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

'তড়িতোঽধি বরুণঃ' ইতি। বরুণস্তাবদ্বিদ্যুত উপরিষ্টান্নিবেশয়িতব্যঃ। কুতঃ ? সম্বন্ধাৎ — মেঘোদরবর্তিত্বাদ্বিদ্যুতো বরুণেন সম্বন্ধো লোক-বেদয়োঃ প্রসিদ্ধঃ। এতদুক্তং ভবতি — বরুণাদীনামুপদেশাবৈয়র্থ্যায় ক্বচিৎ নিবেশয়িতব্যত্বে সতি, পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলীয়স্ত্বাৎ বিদ্যুতোঽধি বরুণো নিবেশয়িতব্যঃ ; ততশ্চ অমানবস্য

সর্বত্র শ্রৌত-ক্রমের উপরোধে এবং বিদ্যুতের উপরে "সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান" — এই শ্রুতিতে বিদ্যুৎ পুরুষের ব্রহ্মলোকনেতৃত্বের উল্লেখ থাকায় বরুণাদি লোকের কোথাও আর সন্নিবেশ হইতে পারে না। কাজেই কৌষীতকী বাক্যোক্ত উপদেশের সার্থকতা রক্ষার জন্যই যথোক্ত লোকসমূহের মধ্যে কোন একটি লোকের শ্রুত্যুক্ত ক্রমকে বাধিত করার প্রয়োজন হইতেছে। এমত অবস্থায় পাঠক্রমের অনুরোধে বায়ুর পরে বরুণের সন্নিবেশ করাই সঙ্গত হইতেছে। আর বায়ু ও আদিত্যের পাঠক্রমের যখন অবশ্যই বাধা দিতে হইবে, তখন ইন্দ্র ও প্রজাপতিলোকের সেখানেই সন্নিবেশ করা যাইতে পারে।

পূর্বপক্ষীয়ের এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে — 'তড়িতোঽধি বরুণঃ' ইত্যাদি বাক্য।

প্রথমতঃ বরুণকে বিদ্যুতের উপরে সন্নিবেশিত করিতে হইবে ; যেহেতু উভয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে—বরুণ সাধারণতঃ মেঘের মধ্যেই অবস্থান করে ;

সিদ্ধান্ত—

আবার বরুণের সঙ্গে বিদ্যুতেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা লোকব্যবহারে এবং বেদেও প্রসিদ্ধ। অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতিতে যখন বরুণাদির উল্লেখ রহিয়াছে তখন কোথাও তাহাদের সন্নিবেশ করিতেই হইবে, নচেৎ শ্রুতির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের সন্নিবেশ করিতে হইলে পাঠক্রম অপেক্ষা অর্থক্রম যখন অধিক বলবান, তখন বিদ্যুতের পরেই বরুণের স্থান দেওয়া উচিত ; কেননা তাহা হইলেই শ্রুতি-উক্ত

গময়িতৃত্বং ব্যবধানসহমিত্যবগম্যতে। তস্য চ ব্যবধানসহত্বাদিন্দ্রা-দেশ্চোপদিষ্টস্যাবশ্যনিবেশয়িতব্যস্য বরুণাদুপরি উপদিষ্টত্বাৎ আগন্তু-নামন্তে নিবেশয়িতব্যত্বাচ্চ বরুণাদুপরি ইন্দ্রাদিনিবেশয়িতব্য ইতি। ॥৪।৩।৩

অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক তত্রত্য বিদ্বানের যে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার কথা আছে তাহার ব্যবধানও দোষাবহ হয় না। আর সেই অমানব পুরুষের দ্বারা ব্রহ্ম-নেতৃত্বের ব্যবধান যখন সহ্য করিতে হইবে. তখন এই শ্রুতি-উপদিষ্ট ইন্দ্রাদি লোকগুলির সার্থকতা রক্ষার জন্যই যখন কোথাও তাহাদের সন্নিবেশ করাও প্রয়োজন, আর বরুণের পরেই যখন উহাদের উপদেশ রহিয়াছে এবং আগন্তুক বিষয়ের সর্বশেষে সন্নিবিষ্ট করাই যখন শাস্ত্রসিদ্ধ নিয়ম, তখন বরুণের পরেই ইন্দ্রাদিলোকের সন্নিবেশ করিতে হইবে ॥৪।৩।৩

তৃতীয়—বরুণ-অধিকরণ সমাপ্ত।

৪—আতিবাহিকাধিকরণম্* (সূত্র ৪, ৫)

আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥৪।৩।৪

অন্বয়ার্থ ঃ আতিবাহিকাঃ — আত্মাবাহক বা পথপ্রদর্শক ; তল্লিঙ্গাৎ— যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ অর্থবোধক চিহ্ন আছে।

সরলার্থ ঃ শ্রুতিতে অগ্নি, দিবস ইত্যাদি শব্দে মৃত পুরুষের আত্মার বহনকারী বা পথপ্রদর্শকরূপ অগ্নি-আদি অভিমানী দেবতাকে বুঝাইতেছে।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—অর্চিরাদি শ্রুত্যুক্ত শব্দনিচয়। (২) সংশয়—ইহারা কি ব্রহ্মলোকে যাইবার পথের চিহ্ন, অথবা ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত অর্চিরাদির অভিমানী আতিবাহিক (পথপ্রদর্শক) দেবতাদিগের বিষয়? (৩) পূর্বপক্ষ—ইহারা মার্গচিহ্ন হওয়া উচিত, কারণ অর্চিরাদি শব্দের ঐরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ। (৪) উত্তর—না, এখানে অর্চিরাদির অর্থ পথের চিহ্নবিশেষ নহে, পরন্তু আতিবাহিক পুরুষ বিশেষ ; কারণ, 'তৎপুরুষোঽমানবঃ' কথায় আতিবাহিক পুরুষের বিষয়ই স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে। (৫) নির্ণয়—অতএব শ্রুতি-উক্ত অর্চিরাদি শব্দে আতিবাহিক দেবতাবিশেষকেই বুঝিতে হইবে, পথের চিহ্ন নহে।

মূল

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে — কিমর্চিরাদয়ো মার্গচিহ্নভূতাঃ? উত ভোগভূময়ঃ? অথবা বিদুষাং ব্রহ্ম প্রেপ্সতামতিবোঢ়ারঃ? ইতি। কিং তাবৎ যুক্তম্? মার্গাচিহ্নভূতা ইতি। কুতঃ? উপদেশস্য তথা-বিধত্বাৎ; দৃশ্যতে হি লোকে গ্রামাদীন্ প্রতি গন্তৃণামেবংবিধো দেশিকৈরুপদেশঃ— "ইতো নিষ্ক্রম্যামুকং বৃক্ষমমুকাং নদীমমুকং চ পর্বতপার্শ্বং গত্বা অমুকং গ্রামং গচ্ছ" ইতি। অথবা, ভোগভূময় এতাঃ স্যুঃ, কালবিশেষতয়া প্রসিদ্ধানামহরাদীনাং মার্গচিহ্নত্বানুপ-পত্তেরন্যস্য চ মার্গচিহ্নভূতস্যৈতেষামনভিধায়কত্বাৎ। ভোগভূমিত্বং চ "অত এব লোকা যদহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরাঃ" (তৈ-নারঃ ৮ অনুঃ) ইত্যহরাদীনাং লোকত্ববচনাদুপপদ্যতে। অত এব চ কৌষীতকিনঃ "অগ্নিলোকমাগচ্ছতি" (কৌষী ১।৩) ইত্যাদিনা লোক-শব্দানুবিধানেনার্চিরাদীন্ পঠন্তীতি; এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

অনুবাদ

এখন এ বিষয়ে চিন্তা করা হইতেছে যে উক্ত 'অর্চিরাদির' অর্থ কি পথের চিহ্ন মাত্র, কিংবা ভোগস্থান? কিংবা ব্রহ্মপ্রাপ্তিকামী পুরুষকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার পথপ্রদর্শক (আতিবাহিকগণ)? ইহার মধ্যে কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত?

পূর্বপক্ষ— ইহারা পথের চিহ্নভূত, এই পক্ষই সমীচীন। কারণ সেইরূপই উপদেশ রহিয়াছে। লোক-ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায় যে গ্রামাদি স্থানবিশেষের উদ্দেশ্যে যাহারা গমন করে তাহাদের প্রতি উপদেষ্টারা এইরূপই উপদেশ করিয়া থাকেন — "এখান হইতে বাহির হইয়া অমুক বৃক্ষ বা অমুক নদী অমুক পর্বতের পার্শ্ব দিয়া অমুক গ্রামে যাইবে" ইত্যাদি। অথবা শ্রুত্যুক্ত স্থানগুলি ভোগস্থানও হইতে পারে। কারণ 'অহঃ' প্রভৃতি পদগুলি কালবিশেষের বোধক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাহার কখনও মার্গ-চিহ্ন হইতে পারে না, (কাজেই এগুলি ভোগস্থান হওয়াই সম্ভব); বিশেষতঃ এই যে "অহঃ, রাত্রি, অর্দ্ধ মাস (শুক্লপক্ষ), মাস, ঋতু ও সম্বৎসর—এ সমস্তই লোক (ভোগস্থান)" — এই শ্রুতিতে 'অহঃ' প্রভৃতিকে লোক-শব্দে অভিহিত করায় ইহাদের ভোগ-ভূমিত্বই উপপন্ন হয়। এইজন্যই কৌষীতকী-শাখীরা 'অগ্নিলোকে আগমন করেন' ইত্যাদি বাক্যে 'লোক' শব্দের সহযোগে 'অর্চিরাদির' (অহঃ প্রভৃতির) উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে—'আতিবাহিকঃ' ইত্যাদি।

"আতিবাহিকাঃ"—ইতি। বিদুষামতিবাহে পরমপুরুষেণ নিযুক্তাঃ আতিবাহিকাঃ দেবতাবিশেষা এতেঽর্চিরাদয়ঃ; কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ—অতিবহনলিঙ্গাৎ। অতিবহনং হি গন্তৃণাং গময়িতৃত্বম্; গময়িতৃত্বং চ "তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইত্যুপসংহারে শ্রূয়মাণং পূর্বেষামপ্যবিশেষশ্রুতানাং স এব সম্বন্ধ ইতি গময়তি। বদন্তি চার্চিরাদয়ঃ শব্দাঃ অর্চিরাদ্যাত্মভূতানভিমানিদেবতাবিশেষান্; 'তং পৃথিব্যব্রবীৎ' ইতিবৎ ॥৪।৩।৪

সিদ্ধান্ত

এই যে অর্চি প্রভৃতি, ইহারা নিশ্চয়ই বিদ্বান পুরুষদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার জন্য পরমপুরুষ ভগবান কর্তৃক নিয়োজিত আতিবাহিক (পথপ্রদর্শক) দেবতাবিশেষ। কারণ অতিবহন-গ্রাহক লক্ষণ দেখা যায়। 'অতিবহন' মানে—যাহারা ব্রহ্মলোকগামী তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া। "সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়"। এই উপসংহার বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে গময়িতৃত্ব (আতিবাহিকত্ব) থাকায় বুঝিতে হইবে যে, অর্চিরাদি সম্বন্ধেও সেই একই (আতিবাহিক) অর্থ স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। আর 'অর্চি' প্রভৃতি শব্দেও অর্চি প্রভৃতির অভিমানী দেবতাবিশেষই প্রতিপাদন করিতেছে। যেমন, শ্রুতিতে 'পৃথিবী অব্রবীৎ'—এই বাক্যে পৃথিবীর অভিমানী দেবতা বলিয়াছিলেন—এই অর্থ বুঝাইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥৪।৩।৪

যদ্যেবং "তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছান্দো ৪।১৫।৫) ইতি বিদ্যুতস্যৈব পুরুষস্য ব্রহ্মগময়িতৃত্বশ্রুতের্বিদ্যুতঃ পরেষাং বরুণাদীনাং কথমাতিবাহিকত্বেনান্বয়ঃ? ইত্যত্রাহ—

(শঙ্কা)—বেশ, যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলেও "সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়"—এই শ্রুতিবাক্যে বুঝা যায় যে কেবল বৈদ্যুতপুরুষই (অমানবরূপে) ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। সুতরাং বিদ্যুতের পরবর্ত্তী বরুণাদির আতিবাহিকত্ব ধর্মসম্বন্ধ কল্পিত হয় কিরূপে?

এই শঙ্কা নিবারণে কথিত হইতেছে—'বৈদ্যুতেনৈব' ইত্যাদি।

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪।৩।৫

অন্বয়ার্থঃ বৈদ্যুতেন—বিদ্যুৎপুরুষ কর্তৃক; এব—নিশ্চয়ই (বিদ্বান পুরুষ ব্রহ্মের নিকট নীত হন); ততঃ তৎ শ্রুতেঃ—যেহেতু শ্রুতিতে বিদ্যুৎ উল্লেখের পরে তৎকর্তৃক মৃত বিদ্বান পুরুষকে ব্রহ্মের নিকট নীত হইবার বাক্য আছে।

সরলার্থ ঃ যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্মের নিকট প্রধান আতিবাহিকরূপে বিদ্যুৎপুরুষকেই নির্দেশ করিয়াছেন। যথা শ্রুতিবাক্য—'স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি' অর্থাৎ সেই আদিত্য পুরুষ মৃত বিদ্বান পুরুষকে ব্রহ্মের নিকট লইয়া যায়। সেইজন্য বুঝিতে হইবে যে বিদ্যুৎরূপ এই অমানব পুরুষই প্রধান আতিবাহিক। বরুণাদি পুরুষেরা বিদ্যুৎ-পুরুষের এই কার্যে সহায়তা করেন।

মূল

ততঃ—বিদ্যুত-উপরি, বৈদ্যুতেন—অমানবেনৈব আতিবাহিকেন বিদুষাম্, আব্রহ্মপ্রাপ্তের্গমনম্। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ "স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি তস্যৈব গময়িতৃত্বশ্রুতেঃ। বরুণাদয়স্তু অনুগ্রাহকা ইতি তেষামপ্যাতিবাহিকত্বেনান্বয়ো বিদ্যত এব ॥৪।৩।৫

অনুবাদ

তাহার পর — বিদ্যুতের পর, ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যুৎপুরুষের (অমানব আতিবাহিক পুরুষের) সাহায্যেই বিদ্বানের গতি চলিতে থাকে; কারণ তদ্বিষয়ে শ্রুতি আছে, 'সেই অমানব পুরুষই লইয়া যায়' — এই শ্রুতিতে কেবল বিদ্যুৎপুরুষেরই আতিবাহিকত্বের উল্লেখ আছে। বরুণ প্রভৃতি পুরুষেরা তাহারই সহায়তা করেন। এইজন্য তাহাদিগেরও নিশ্চয়ই আতি-বাহিকত্ব সম্বন্ধ আছে ॥৪।৩।৫

চতুর্থ— আতিবাহিকত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত।

৫—কার্যাধিকরণম্* (সূত্র ৬—১৫)

কার্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥৪।৩।৬

অন্বয়ার্থ ঃ (অতিবাহিকগণ) কার্যং—কার্য অর্থাৎ সৃষ্ট পুরুষ হিরণ্যগর্ভরূপ কার্য-ব্রহ্মের উপাসকদের ব্রহ্মলোকে লইয়া যান; অস্য গতি উপপত্তেঃ—এই প্রকার উপাসকের উক্তমার্গে গতি সংগত হয়; বাদরিঃ—বাদরি নামক আচার্য এইরূপ মনে করেন।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—'স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইত্যাদি শ্রুতি-উক্ত ব্রহ্মলোকে গমন। (২) সংশয়—যাহারা কার্যব্রহ্মের উপাসক অর্চিরাদিগণ কি কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যায়? অথবা যাহারা পরংব্রহ্মের উপাসক কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যায়? কিংবা অন্য প্রকার? (৩) পূর্বপক্ষ— সর্বব্যাপী পরংব্রহ্ম যখন সকলের নিকটই নিত্যপ্রাপ্ত

সরলার্থ ঃ বাদরি নামক আচার্য মনে করেন যে যাহারা কার্য-ব্রহ্মের (হিরণ্য-গর্ভের) উপাসনা করেন কেবল তাহারাই দেবযান পথে গমন করেন যেহেতু তাহাদেরই গতি সংগত হয়। যাহারা কিন্তু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন তাহাদের গমনের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু তাহাদের প্রাপ্যবস্তু পরমব্রহ্ম সর্বব্যাপী এবং সর্বত্র বিদ্যমান।

মূল

অর্চিরাদিনৈব গচ্ছতি বিদ্বান্; অর্চিরাদিরমানবান্তশ্চ গণঃ আতিবাহিকো বিদ্বাংসং ব্রহ্ম গময়তীত্যুক্তম্। ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—কিময়মর্চিরাদিকো গণঃ কার্যং হিরণ্যগর্ভমুপাসীনান্ নয়তি? উত পরমেব ব্রহ্মোপাসীনান্? অথ পরং ব্রহ্মোপাসীনান্ প্রত্যগাত্মানং ব্রহ্মাত্মকতয়োপাসীনাংশ্চ? ইতি বিশয়ে কার্যমুপাসীনানেব গময়তীতি বাদরিরাচার্যো মন্যতে। কুতঃ? অস্য হিরণ্যগর্ভমুপাসীনস্যৈব গত্যুপপত্তেঃ; ন হি পরিপূর্ণং সর্বজ্ঞং সর্বগতং সর্বাত্মভূতং পরং

অনুবাদ

পূর্বে বলা হইয়াছে, বিদ্বান পুরুষ কেবল অর্চিরাদি পথেই গমন করেন; অর্চি হইতে অমানব পর্যন্ত যে সমস্ত আতিবাহিক আছে, তাহারা বিদ্বানকে ব্রহ্ম সমীপে লইয়া যায়। এখন বিচার্য বিষয় হইতেছে যে, উক্ত অর্চিরাদি আতি-বাহিকগণ কি কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসকদিগকে লইয়া যায়? কিংবা কেবল ব্রহ্ম-উপাসকদিগকে লইয়া যায়? অথবা জীবাত্মাকে ব্রহ্মাত্মকরূপে যাহারা উপাসনা করে তাহাদিগকে লইয়া যায়? এইরূপ সংশয়স্থলে বাদরি নামক আচার্য মনে করেন যে, কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসকদিগকেই লইয়া যায়। কারণ, যিনি কার্যব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারই সম্বন্ধে গতি উপপন্ন হয়, যেহেতু যিনি পরিপূর্ণ সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী সর্বগত সকলের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের

তখন তদুপাসককে তাঁহার কাছে লইয়া যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না; অতএব, কার্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসকদিগকে লইয়া যায়—ইহাই উহার মুখ্য অর্থ। (৪) উত্তর—না, যাহারা পরংব্রহ্মের উপাসক এবং যাহারা কার্যব্রহ্মের উপাসক অর্চিরাদি অতিবাহিকগণ তাহাদের উভয়কেই লইয়া যান। হেতু এই যে ব্রহ্মার লোকে যাইয়া জ্ঞান লাভ করতঃ মুক্ত হন সুতরাং তাহারা আর ফিরিয়া আসেন না; আর যাহারা পরমব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা পরিপূর্ণ পরংব্রহ্মকে লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যান, আর ফিরিয়া আসেন না। (৫) নির্ণয়—অতএব, উক্ত প্রকারে উভয়েরই গতি ও অপুনরাবৃত্তি প্রভৃতি সম্ভব হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, অর্চিরাদিগণ উপরি-উক্ত উভয়কেই লইয়া যান।

ব্রহ্মোপাসীনস্য তৎপ্রাপ্তয়ে দেশান্তরগতিরুপপদ্যতে, প্রাপ্তত্বাদেব; নিত্যপ্রাপ্ত-পরব্রহ্মবিষয়াবিদ্যানিবৃত্তিমাত্রমেব হি পরবিদ্যাকার্যম্। কার্যং তু হিরণ্যগর্ভরূপং ব্রহ্ম উপাসীনস্য পরিচ্ছিন্নদেশবর্তিপ্রাপ্য-প্রাপ্ত্যর্থং গমনমুপপদ্যতে। অতোঽচিরাদিরাতিবাহিকগণস্তমেব নয়তি ॥৪।৩।৬

উপাসনা করেন, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য দেশান্তরে গমন কখনই প্রয়োজন হয় না, যেহেতু তিনি তো নিত্যই ব্রহ্মবস্তু প্রাপ্তই রহিয়াছেন। বিশেষতঃ নিত্যপ্রাপ্ত এই পরং ব্রহ্মের বিষয়ে অজ্ঞানের নিবৃত্তি করাই হইতেছে এই পরাবিদ্যার কার্য। পক্ষান্তরে, হিরণ্যগর্ভ নামক কার্যব্রহ্মের উপাসকের পক্ষেই সীমাবদ্ধ কোন দেশ-বিশেষেই ফল প্রাপ্তির জন্য গমন সঙ্গত হইতে পারে। অতএব অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ সেই কার্যব্রহ্মের উপাসকগণকে লইয়া যায় বুঝিতে হইবে ॥৪।৩।৬

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥৪।৩।৭

অন্বয়ার্থ ঃ বিশেষিতত্বাৎ চ—শ্রুতিতে এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া উল্লেখ আছে বলিয়াও (উক্ত উপাসকদের গমন সঙ্গত)।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

"পুরুষোঽমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি" (বৃহঃ ৬।২।১৫) ইতি লোকশব্দেন বহুবচনেন চ লোকবিশেষবর্তিনং হিরণ্যগর্ভমুপাসীনমেব অমানবো গময়তীতি বিশেষ্যতে। কিঞ্চ, "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" (ছান্দো ৮।১৪।১) ইতি কার্যস্য হিরণ্যগর্ভস্য সমীপগমনমর্চিরাদিনা গতঃ প্রত্যভিসন্ধত্তে ।৪।৩।৭

অনুবাদ

'অমানব পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়'—এই শ্রুতিতে 'লোক' শব্দ দ্বারা এবং তদুত্তরবর্ত্তী বহুবচন দ্বারাও বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে, স্থানবিশেষবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভের উপাসককেই সেই অমানব পুরুষ লইয়া যায়। বিশেষতঃ, 'প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব' এই শ্রুতিতে আবার, অর্চিরাদি পথগামী ব্যক্তি কার্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের সামীপ্য লাভ করিয়া থাকেন, বলা হইতেছে ॥৪।৬।৭

নন্বেবং "তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছান্দো ৪।১৫।৫) ইত্যয়ং নির্দেশো নোপপদ্যতে; হিরণ্যগর্ভ-নয়নে হি 'স এনান্ ব্রহ্মাণং গময়তি' ইতি নির্দেষ্টব্যং স্যাৎ; অত আহ—

(শঙ্কা) বেশ, এইরূপ (ব্রহ্মাবিষয়ক হইলে তো, 'সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্ম সমীপে লইয়া যান'—এই স্থলে ব্রহ্ম শব্দের পুংলিঙ্গ নির্দেশ থাকিত—'ব্রহ্মাণং গময়তি' এইরূপ শব্দে নির্দেশ থাকিত। (অতএব, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সমীপে গমনের তাৎপর্য ঠিক হয় না।)

এই শঙ্কা নিরসনে বলিতেছেন—'সামীপ্যাৎ তু' ইত্যাদি বাক্য।

সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥৪।৩।৮

অন্বয়ার্থ: সামীপ্যাৎ—নিকটে অবস্থান হেতু; তু—কিন্তু; তদ্ব্যপদেশঃ—এস্থলে ব্রহ্ম শব্দে ব্রহ্মার উপদেশ।

সরলার্থ: এখানে কিন্তু ব্রহ্ম শব্দে চতুর্মুখ ব্রহ্মাকেই অভিহিত করা হইয়াছে কারণ তিনি ব্রহ্মের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম প্রথমেই ব্রহ্মাকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মূল

'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি' ইতি হিরণ্যগর্ভস্য প্রথমজত্বেন ব্রহ্ম-সামীপ্যাৎ তস্য ব্রহ্মশব্দেন ব্যপদেশ ইতি গত্যনুপপত্তিবিশেষণা-দিভিরুক্তৈর্হেতুভির্নিশ্চীয়তে ইত্যর্থঃ ॥৪।৩।৮

অনুবাদ

'যিনি প্রথমে ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) সৃষ্টি করেন' এই শ্রুতিতে হিরণ্য-গর্ভকে প্রথমজ বলায়, ব্রহ্মের সহিত তাহার বিশেষ নিকট-সম্বন্ধ বুঝা যাইতেছে; এই কারণেই (এই বিশেষ নিকট সম্বন্ধ হেতুই) তাঁহাকে (ব্রহ্মাকে) ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্ম-শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে, পরব্রহ্ম পক্ষে গতির অনুপপত্তি ও বিশেষোক্তি প্রভৃতি হেতুতে এইরূপ অর্থ ই অবধারিত হইতেছে ॥৪।৩।৮

অথ স্যাৎ — অর্চিরাদিনা হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তৌ "এষ দেবপথো-ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" (ছা ৪।১৫।৬)

(ব্রহ্মার লোকে গমন পক্ষে পুনরায় শঙ্কা) বেশ, এইরূপ হয় হউক্, কিন্তু অর্চিরাদি মার্গে হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্ত হইলে—'ইহা দেবপথ ব্রহ্মপথ, এই পথে যাঁহারা গমন করেন তাহারা আর এই মানবীয় জন্মমরণপ্রবাহে আবর্ত্তিত

"তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" (কঠঃ ২।৩।১৬) ইত্যমৃতত্বপ্রাপ্ত্যপুনরাবৃত্তি-ব্যপদেশো নোপপদ্যতে, হিরণ্যগর্ভস্য কার্যভূতস্য দ্বিপরার্দ্ধকালা-বসানে বিনাশশাস্ত্রাৎ "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" ইতি বচনাৎ হিরণ্যগর্ভং প্রাপ্তস্য পুনরাবৃত্তেরবর্জনীয়ত্বাৎ—ইতি; অত্রাহ—

হন না' এবং 'সেই মূর্দ্ধন্য নাড়ীর দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করিলে অমৃতত্ব লাভ করেন' এই শ্রুতিতে যে অমৃতত্ব প্রাপ্তি ও অপুনরাবৃত্তির কথা আছে, তাহাও তো সঙ্গত হয় না; কারণ, দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত সময় শেষ হইলে কার্য-ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভেরও বিনাশের কথা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে; যথা—'হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মার লোক) প্রভৃতি সমস্ত জগৎই পুনরাবৃত্তিশীল' ইত্যাদি; এতদনুসারে হিরণ্যগর্ভের সমীপে উপস্থিত পুরুষদিগেরও পুনর্বার সংসারে প্রবেশ করা অপরিহার্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

উক্ত শঙ্কার নিরসনে কথিত হইতেছে বর্ত্তমান সূত্র—'কার্যাত্যয়ে' ইত্যাদি বাক্য।

কার্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥৪।৩।৯

অন্বয়ার্থ ঃ অভিধানাৎ—শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায়; কার্যাত্যয়ে—(কল্পান্তে প্রলয়কালে) ব্রহ্মালোকের বিনাশ হইলে; তদ্ অধ্যক্ষেণ—সেই লোকের অধিপতি ব্রহ্মার সহিত; অতঃ—এই লোক হইতে (অধিবাসীগণ); পরম্—পরমব্রহ্মকে (প্রাপ্ত হন)।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

কার্যস্য ব্রহ্মলোকস্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ভেণাধিকারিকে-ণাবসিতাধিকারেণ বিদুষা সহ স্বয়মপি তত্রাধিগতবিদ্যঃ; অতঃ—কার্যাদ্ ব্রহ্মলোকাৎ পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্চিরাদিনা গতস্যামৃতত্ব-

---

অনুবাদ

কার্যে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মলোকের বিনাশ হইলে পরে সেই লোকের অধ্যক্ষ বা অধিপতি হিরণ্যগর্ভেরও অধিকার বা কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়, তখন এই হিরণ্যগর্ভের সহিত এই লোকপ্রাপ্ত পুরুষও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া এই কার্যব্রহ্ম-লোক হইতে পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা—

প্রাপ্ত্যপুনরাবৃত্ত্যভিধানাৎ "তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্বে" (তৈত্তি-নারঃ ১০।২৪) ইতি বচনাচ্চাবগম্যতে ॥৪।৩।৯

অর্চিরাদি মার্গে গত ব্যক্তির অমৃতত্ব প্রাপ্তি ও অপুনরাবৃত্তিবোধক বাক্য হইতে এবং "ব্রহ্মলোকে গত পুরুষগণ হিরণ্যগর্ভের অধিকারাবসানে পরম অমৃত লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন"—এই শ্রুতিবচন হইতেও জানা যাইতেছে ॥৪।৩।৯

স্মৃতেশ্চ ॥৪।৩।১০

অন্বয়ার্থ ঃ স্মৃতেঃ চ—স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও এইরূপ জানা যায়।

সরলার্থ ঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

স্মৃতেশ্চায়মর্থোঽবগম্যতে—

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্"

(কূর্মপু-পূর্বখণ্ড, ১২।২৬৯) ইতি।

অতঃ কার্যমুপাসীনমেবার্চিরাদিকো গণো নয়তীতি বাদরের্মতম্ ॥৪।৩।১০

অনুবাদ

"ব্রহ্মলোকগত বিদ্বান পুরুষ সেখানে জ্ঞানলাভ করেন, প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পর হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে তাহারাও পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন"—এই স্মৃতিবচন অনুসারেও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অবধারিত হইতেছে। অতএব, কার্য-ব্রহ্মের উপাসকদিগকে অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ লইয়া যায়—ইহাই বাদরি আচার্যের অভিমত সিদ্ধান্ত ॥৪।৩।১০

অত্র জৈমিনিঃ পক্ষান্তরপরিগ্রহেণ প্রত্যবতিষ্ঠতে—

(অতঃপর তিনটি সূত্রে—) এ বিষয়ে জৈমিনি নামক আচার্যের স্বতন্ত্র একটি পক্ষ অবলম্বনকরতঃ বর্ত্তমান সূত্র বলিতেছেন—'পরং জৈমিনিঃ' ইত্যাদি বাক্য।

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥৪।৩।১১

অন্বয়ার্থ ঃ পরং—পরমব্রহ্মের উপাসকদিগকে (আতিবাহিকগণ লইয়া যান); জৈমিনিঃ—ইহাই জৈমিনি আচার্যের মত; মুখ্যত্বাৎ—যেহেতু এই অর্থই মুখ্য।

সরলার্থ ঃ জৈমিনি আচার্য মনে করেন যে যাহারা কেবল পরব্রহ্মের উপাসক আতিবাহিকগণ তাহাদেরই দেবযানপথে লইয়া যান। যেহেতু শাস্ত্রবচনে এই অর্থটিই মুখ্য।

মূল

পরং ব্রহ্মোপাসীনান্ অর্চিরাদির্নয়তীতি জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে; কুতঃ? মুখ্যত্বাৎ — "তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি ব্রহ্মশব্দস্য পরস্মিন্নেব ব্রহ্মণি মুখ্যত্বাৎ। প্রমাণান্তরেণ কার্যত্বনিশ্চয়ে সত্যেব হি লাক্ষণিকত্বং যুক্তম্; ন চ গমনানুপপত্তিঃ প্রমাণম্, পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্বগতত্বেঽপি বিদুষো বিশিষ্টদেশগতস্যৈবাবিদ্যানিবৃত্তিশাস্ত্রাৎ। যথা হি বিদ্যোৎপত্তির্বর্ণাশ্রমধর্ম-শৌচাচারদেশকালাদ্যপেক্ষা 'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদিশাস্ত্রাদবগম্যতে, তথা নিঃশেষাবিদ্যা-নিবর্তনরূপ-বিদ্যানিষ্পত্তিরপি বিশিষ্টদেশগতিসাপেক্ষেতি গতিশাস্ত্রা-দবগম্যতে। বিদুষ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধাদি তু পূর্বমেব পরিহৃতম্। যত্তু 'ব্রহ্মলোকান্' ইতি লোকশব্দবহুবচনাভ্যাং বিশেষণাৎ কার্য-

---

অনুবাদ

আচার্য জৈমিনি মনে করেন যে যাহারা পরব্রহ্মের উপাসক, অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যান। কারণ "সেই অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান"। এই 'ব্রহ্ম' শব্দের পরমব্রহ্ম অর্থ ই মুখ্য, (কার্য-ব্রহ্ম অর্থটি গৌণার্থবোধক)। আর কোথাও যদি প্রমাণান্তর দ্বারা 'ব্রহ্ম' শব্দের কার্য-ব্রহ্ম অর্থ নিশ্চিত হয় তাহা হইলেই তাদৃশ স্থলে লক্ষণা করা যুক্তিসঙ্গত হয়, (নতুবা নহে)। আর যে গমনের অনুপপত্তি অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরমব্রহ্মের নিকট গমন করিবার প্রয়োজন হয় না, বলা হইয়াছে— ইহা কখনই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না; কারণ পরমব্রহ্ম সর্বগত বা সর্বব্যাপী হইলেও দেশবিশেষে গমনের পর বিদ্বানের অবিদ্যা-নিবৃত্তির বিধান শাস্ত্রে দেখা যায়। যথা—'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে যেমন বর্ণাশ্রমধর্ম, শৌচ, আচার, দেশ ও কালাদির সহায়তায় বিদ্যা-উৎপত্তির কথা জানা যায়, সেইরূপ বিদ্বানের গতিবোধক শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাও জানা যায় যে, নিঃশেষভাবে অবিদ্যা-নিবৃত্তিরূপ বিদ্যোৎপত্তিতেও স্থানবিশেষে গমনের অপেক্ষা থাকে। আর বিদ্বানের সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত যে উৎক্রমণের নিষেধ প্রভৃতির কথা আছে, পূর্বেই সে সমুদয়ের পরিহার করা হইয়াছে।

আরো যে বলা হইয়াছে— 'ব্রহ্মলোকান্', এই 'লোক' শব্দ ও তদুত্তর

ভূতহিরণ্যগর্ভপ্রতীতিরিতি তদযুক্তম্, 'নিষাদস্থপতিন্যায়েন' ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোক ইতি কর্মধারয়স্যৈব যুক্তত্বাৎ, অর্থস্য চৈকত্বে নিশ্চিতে বহুবচনস্য 'অদিতিঃ পাশান্' (পুঃ মী ৯।৩।৫) ইতিবদুপপত্তেঃ। পরস্য ব্রহ্মণঃ পরিপূর্ণস্য সর্বগতস্য সত্যসংকল্পস্য স্বেচ্ছাপরিকল্পিতাঃ স্বাসাধারণা অপ্রাকৃতাশ্চ লোকা নাত্যন্তায় ন সন্তি, শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণপ্রামাণ্যাৎ ॥৪।৩।১১

বহুবচনের নির্দেশ থাকায় 'ব্রহ্ম' শব্দে এখানে কার্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের প্রতীতি হইতেছে, সে কথাও সঙ্গত হয় না। কেননা 'নিষাদ-স্থপতি'১ শব্দের ন্যায় 'ব্রহ্মলোক' শব্দেরও কর্মধারয় সমাস গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ ব্রহ্ম ও লোক এই দুইটি শব্দের একার্থত্ব যদি নিশ্চিত হয় তাহা হইলে 'অদিতিঃ পাশান্' ইত্যাদি স্থলের ন্যায় এখানেও বহুবচনের সঙ্গতি উপপত্তি হইতে পারে। সর্বব্যাপী সত্যসংকল্প পরিপূর্ণ পরব্রহ্মের কেবলই নিজের জন্য স্ব-ইচ্ছা অনুসারে রচিত অপ্রাকৃত লোকসমূহ যে একেবারেই নাই তাহা বলা যায় না, যেহেতু শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে এ বিষয়ে প্রমাণ রহিয়াছে ॥৪।৩।১১

দর্শনাচ্চ ॥৪।৩।১২

অন্বয়ার্থঃ দর্শনাৎ চ—শ্রুতিতেও (দৃষ্ট হয়)।

সরলার্থঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ মূর্ধন্যনাড্যা নিষ্ক্রম্য দেবযানেন গতস্য পরব্রহ্মপ্রাপ্তিম্—"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছা ৮।৩।৪) ইতি ॥৪।৩।১২

অনুবাদ

"যাহারা মূর্ধন্য নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবযান নাড়ীপথে গমন করে, স্বয়ং শ্রুতিও তাহাদের জ্ঞাপন করিতেছে"। যথা — "এই সম্প্রসাদ (জীব) দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পরজ্যোতি (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রূপে অভিব্যক্ত হয়" ইত্যাদি ॥৪।৩।১২

১—'নিষাদ-স্থপতি' ন্যায়ের তাৎপর্য—নিষাদ মানে হীন জাতিবিশেষ। স্থপতি মানে—রাজা। সুতরাং নিষাদ-স্থপতি শব্দের দুই রকম অর্থ হইতে পারে। (১) নিষাদের স্থপতি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস), (২) নিষাদজাতীয় স্থপতি (কর্মধারয় সমাস)। ব্রহ্ম-লোক শব্দেও কর্মধারয় সমাস গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

যত্তুক্তম্—'প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে' ইত্যর্চিরাদিনা গতস্য কার্যে প্রত্যভিসন্ধির্দৃশ্যত ইতি—তত্রোত্তরম্—

আর পূর্বে যে বলা হইয়াছে—'প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব' ইত্যাদি শ্রুতিতে অর্চিরাদি পথে কার্য-ব্রহ্মে গতি দৃষ্ট হইতেছে ; তদুত্তরে বলিতেছেন—বর্ত্তমান সূত্র 'ন চ কার্যে' ইত্যাদি বাক্য।

ন চ কার্যে প্রত্যভিসন্ধিঃ ॥৪।৩।১৩

অন্বয়ার্থঃ চ কার্যে—কার্য-পুরুষ চতুর্মুখ ব্রহ্মার বিষয়ে ; ন প্রত্যভিসন্ধিঃ—চিন্তা বা উপাসনা নহে।

সরলার্থঃ 'প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব'—এই শ্রুতিবাক্যে প্রজাপতি শব্দ চতুর্মুখ ব্রহ্মার বোধক নহে, কিন্তু নিখিল প্রজাগণের পতি বা পালকরূপ পরমব্রহ্মেরই বোধক। সুতরাং এইরূপ চিন্তা বা উপাসনা চতুর্মুখ ব্রহ্মার বিষয়ে বলা যাইতে পারে না, পরব্রহ্মের বিষয়ে বলা হইয়াছে।

মূল

ন চায়ং প্রত্যভিসন্ধিঃ কার্যে হিরণ্যগর্ভে ; অপি তু পরস্মিন্নেব ব্রহ্মণি ; বাক্যশেষে "যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাম্" ইতি তস্যাভিসন্ধাতুঃ সর্বাবিদ্যাবিমোকপূর্বক-সর্বাত্মভাবাভিসন্ধানাৎ, "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" ইত্যভিসম্ভাব্যস্য ব্রহ্মলোকস্যাকৃতত্বশ্রবণাৎ, সর্ববন্ধবিনির্মোকস্য চ সাক্ষাচ্ছ্রবণাৎ। অতঃ পরমেব

অনুবাদ

উক্ত প্রকার অভিসন্ধি বা চিন্তা যে কার্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ বিষয়ে হয়, তাহাও নহে ; পরন্তু পরমব্রহ্ম বিষয়েই হয়। কারণ এই বাক্যেরই শেষাংশে "আমি ব্রাহ্মণগণের (ব্রহ্মনিষ্ঠগণের) যশঃস্বরূপ হইব" ইত্যাদি স্থলে উক্ত অনুসন্ধানকারীর সম্বন্ধে অবিদ্যা নিবৃত্তিপূর্বক সর্বাত্মভাব প্রাপ্তির ভাবনার কথা রহিয়াছে। তাহার পর "অশ্ব যেরূপ রোমরাশি কম্পিত করিয়া এবং চন্দ্র যেরূপ রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্মল হয়, সেইরূপ আমিও কৃতকৃত্য হইয়া শরীরত্যাগপূর্বক অকৃত (নিত্য) ব্রহ্মলোক লাভ করিব"। এখানে অকৃতত্ববোধক শ্রুতি থাকায় এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্ববিধ বন্ধন বিমোচনেরও উল্লেখ থাকায় পূর্ব শ্রুতি-উক্ত 'প্রজাপতি' শব্দে পরব্রহ্মই বুঝিতে

ব্রহ্মোপাসীনমর্চিরাদিরাতিবাহিকো গণো নয়তীতি জৈমিনের্মতম্ ॥ ৪।৩।১৩

হইবে। অতএব যাহারা পরমব্রহ্মের উপাসক, অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ তাহাদিগকেই লইয়া যায়, ইহাই আচার্য জৈমিনির অভিমত ॥৪।৩।১৩

ইদানীং বাদরায়ণস্তু ভগবান্ স্বমতেন সিদ্ধান্তমাহ —

এখন ভগবান বাদরায়ণ স্বাভিমত সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥৪।৩।১৪

অন্বয়ার্থ ঃ অপ্রতীকালম্বনান্—প্রতীক উপাসক ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্ত উপাসকদিগকে; নয়তি—আতিবাহিকগণ লইয়া যায়; ইতি বাদরায়ণঃ—ইহাই বাদরায়ণ বেদব্যাসের মত; উভয়থা চ—কেবল পরব্রহ্মের উপাসক এবং ব্রহ্মাত্মক আত্মার (জীবাত্মার) উপাসক—এই উভয় প্রকার উপাসকই; দোষাৎ—যেহেতু দোষ হয়; তৎক্রতুঃ চ—'তৎক্রতুন্যায়' অনুসারেও (ইহা সিদ্ধ হয়)।

সরলার্থ ঃ যাহারা কেবল প্রতীকের উপাসনা করে অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ইতর ফললাভাকাঙ্ক্ষায় কার্য-ব্রহ্মের (হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার) এবং ইন্দ্র প্রাণাদি বস্তুর উপাসনা করে তাহারা আতিবাহিকগণ কর্তৃক (অর্চিরাদি মার্গে) নীত হন না। তদ্ব্যতিরিক্ত অপ্রতীক সমস্ত উপাসকদিগকেই আতিবাহিকগণ লইয়া যান। 'তৎক্রতুন্যায়'ও সিদ্ধ করিতেছেন যে উপাসকগণ উপাসনার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হন। যাহারা সর্বকারণ, সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প চিদানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা করে এবং যাহারা জীবাত্মাকে পরমব্রহ্মের শরীররূপে অর্থাৎ পরমব্রহ্মকে জীবাত্মার অন্তরাত্মারূপে চিন্তা করিয়া এই ব্রহ্মাত্মক আত্মপ্রাপ্তির জন্য স্বাত্মোপাসনা করে—ইহারা উভয়েই অপ্রতীক উপাসক। এই উভয় প্রকার উপাসককেই আতিবাহিকগণ লইয়া যান।

মূল

অপ্রতীকালম্বনান্ প্রতীকালম্বনব্যতিরিক্তান্ নয়ত্যর্চিরাদিরাতিবাহিকো গণ ইতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। এতদুক্তং ভবতি—

অনুবাদ

ভগবান বাদরায়ণ (বেদব্যাস) আচার্য মনে করেন যে, যাহারা অ-প্রতীকালম্বন১ অর্থাৎ যাহারা অ-ব্রহ্মবস্তুতে (চিৎ ও অচিৎ বস্তুতে) ব্রহ্ম-

১—অ-প্রতীক-আলম্বন—প্রতীক উপাসনা মানে, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ইতর বস্তুতে (ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, মন প্রভৃতিতে) ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ইতর ফললাভের জন্য শাস্ত্রীয় উপাসনা।

কার্যমুপাসীনান্ নয়তীতি নায়ং পক্ষঃ সম্ভবতি ; পরমেবোপাসীনান্—ইত্যয়মপি নিয়মো নাস্তি ; ন চ প্রতীকালম্বনানপি নয়তি ; অপি তু যে পরং ব্রহ্মোপাসতে, যে চাত্মানং প্রকৃতিবিযুক্তং ব্রহ্মাত্মকমুপাসতে ; তানুভয়বিধান্ নয়তি ; যে তু ব্রহ্মকার্যান্তর্ভূতনামাদিকং বস্তু দেবদত্তাদিষু সিংহাদিদৃষ্টিবৎ ব্রহ্মাদৃষ্ট্যা, কেবলং বা তত্তদ্বস্তু উপাসতে, ন তান্ নয়তি। অতঃ পরং ব্রহ্মোপাসীনান্ আত্মানং চ প্রকৃতিবিযুক্তং ব্রহ্মাত্মকমুপাসীনান্ নয়তি ইতি। কুতঃ? উভয়থা চ দোষাৎ। কার্যমুপাসীনান্ নয়তীতি পক্ষে "অস্মাচ্ছরীরাৎ

ভাবনা আরোপ করিয়া উপাসনা করে না, অর্থাৎ যাহারা 'প্রতীকোপাসক' নহে, কেবল তাহাদিগকেই অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ লইয়া যায়। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আতিবাহিকগণ কেবল কার্য-ব্রহ্মের উপাসকদেরই লইয়া যায় এরূপ কোন নিয়ম নাই ; আবার কেবল পরমব্রহ্মের উপাসকদিগকেই লইয়া যায় এরূপও নিয়ম নাই এবং প্রতীক-উপাসকগণকেও লইয়া যায়, এরূপ নিয়মও হইতে পারে না। পরন্তু যাহারা পরমব্রহ্মের উপাসনা করে এবং যাহারা প্রকৃতি-সম্বন্ধবিমুক্ত আত্মাকে ব্রহ্মাত্মকভাবে উপাসনা করে—সেই উভয় প্রকার উপাসকদিগকেই লইয়া যায়। কিন্তু যাহারা দেবদত্তাদি ব্যক্তিবিশেষের উপরে আরোপিত সিংহ-বুদ্ধির ন্যায় ব্রহ্মসৃষ্ট জগতের অন্তর্ভুক্ত নাম আদি 'প্রাণ' শব্দনির্দিষ্ট যাবৎ বস্তুতে ব্রহ্মভাবনায় অথবা তাহাদের নিজ নিজ স্বরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে (সেইরূপ প্রতীক-উপাসকদিগকে) লইয়া যায় না। অতএব বলিতে হইবে যে, পরমব্রহ্মের উপাসক এবং প্রকৃতি-বিযুক্ত ব্রহ্মাত্মকভাবে আত্মার উপাসক—এই উভয় প্রকার উপাসককেই (আতিবাহিকগণ অর্চিরাদি মার্গে) লইয়া যান। কারণ, তাহা না হইলে উপরোক্ত কার্য-ব্রহ্মের উপাসক এবং পরব্রহ্মের উপাসক- এই উভয় প্রকারেই দোষ হয়। কার্য-ব্রহ্মের উপাসকদিগকে লইয়া যায় বলিলে "এই শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া

ঐ সকল ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি প্রভৃতিতেই (তত্তৎ বস্তুর অন্তর্যামী পরমাত্মাকে নহে) ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্মরূপে চিন্তাপূর্বক যে উপাসনা তাহাকে প্রতীক-উপাসনা বলা হয়। কিন্তু তত্তৎ বস্তুতে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত পরমাত্মার চিন্তাপূর্বক এই সকল ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি পুরুষের উপাসনাকে অথবা কেবল মন প্রভৃতি অচিৎ বস্তু উপাসনাকে প্রতীক-উপাসনা বলা হয় না। সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের উপাসনার ন্যায় এই সকল উপাসনাও পরমব্রহ্মেরই উপাসনা। এইরূপ উপাসনাও অ-প্রতীক উপাসনা।

সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" ইত্যাদিকাঃ শ্রুতয়ঃ প্রকুপ্যেয়ুঃ; পরমেবোপাসীনান্—ইতি নিয়মে "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি" (ছা ৫।১০।১) ইতি পঞ্চাগ্নিবিদোঽর্চিরাদির্গণো নয়তীতি শ্রুতিঃ প্রকুপ্যেৎ। অতঃ উভয়স্মিন্নপি পক্ষে দোষঃ স্যাৎ। তস্মাদুভয়বিধান্ নয়তীতি।

তদেতদাহ—তৎক্রতুশ্চ—ইতি। তৎক্রতুঃ—তথোপাসীনস্তথৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ, "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" (ছান্দো ৩।১৪।১) 'তং যথাযথোপাসতে' ইতি ন্যায়াৎ। পঞ্চাগ্নিবিদোঽপ্যর্চিরাদিনা গতিশ্রবণাৎ অর্চিরাদিনা গতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্ত্য-পুনরাবৃত্তিশ্রবণাচ্চ। অতএব তৎক্রতুন্যায়াৎ প্রকৃতিবিনির্মুক্ত-ব্রহ্মাত্মকাত্মানুসন্ধানং সিদ্ধম্। নামাদিপ্রাণপর্যন্ত-প্রতীকালম্বনানাং তু উভয়বিধশ্রুতিসিদ্ধোপাসনাভাবাৎ অর্চিন্মিশ্রোপাসনে তৎক্রতুন্যায়াচ্চ অর্চিরাদিনা গতির্ব্রহ্মপ্রাপ্তিশ্চ ন বিদ্যতে ॥৪।৩।১৪

পরজ্যোতি পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া স্বীয় রূপে পরিনিষ্পন্ন হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়; আবার পরব্রহ্মের উপাসকদিগকে লইয়া যায় বলিলে, "যাঁহারা প্রত্যগাত্মাকে এইরূপ জানেন এবং যাঁহারা শ্রদ্ধা ও তপোজ্ঞানে (তপঃ শব্দ ব্রহ্মবাচক) উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন"—শ্রুতি যে এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় অভিজ্ঞকে অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ লইয়া যান বলিয়াছেন, তাহাও বিরুদ্ধ হয়। অতএব, উভয়পক্ষেই দোষের সম্ভাবনা হয়; সুতরাং বলিতে হইবে যে উভয়বিধ উপাসককেই লইয়া যায়।

বেদব্যাসের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে—'তৎক্রতুশ্চ' ইত্যাদি। 'তৎক্রতু' মানে—উপাসক উপাসনার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে শ্রুতি—"পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাপরায়ণ হয় এখান হইতে পরলোকে যাইয়াও সেইরূপই হয়" ইত্যাদি এবং "তাঁহাকে যে যেভাবে উপাসনা করে" ইত্যাদি। আবার, পঞ্চাগ্নিবিৎ ব্যক্তিরও অর্চিরাদি মার্গে গতিবোধক শ্রুতি রহিয়াছে এবং অর্চিরাদিমার্গে গত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ব্রহ্মপ্রাপ্তি-বোধক এবং সংসারে পুনঃ প্রবেশের নিষেধক শ্রুতিও আছে। অতএব, 'তৎক্রতু' ন্যায়ানুসারে প্রকৃতিসম্বন্ধ-বিনির্মুক্ত আত্মার ব্রহ্মাত্মকরূপে অনুসন্ধানও প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু যাহারা নাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্যন্ত কোন একটি অব্রহ্ম বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করে, তাহাদের উপাসনা উপরি-উক্ত উভয়বিধ উপাসনার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এবং উপাসনায় জড়পদার্থের সম্বন্ধ থাকায় 'তৎক্রতু' ন্যায়ানুসারে বুঝিতে হইবে যে কেবল তাহাদেরই অর্চিরাদি পথে গমন ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না ॥৪।৩।১৪

উপসংহার—

তমিমং বিশেষং শ্রুতিরেব দর্শয়তীত্যাহ—

স্বয়ং শ্রুতিই এই বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলিতেছেন—

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥৪।৩।১৫

অন্বয়ার্থ ঃ বিশেষম্ চ—পার্থক্যও ; দর্শয়তি—শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থ ঃ যাহারা জড়বস্তু বা অচিৎ মিশ্রিত প্রতীকাদির অথবা কেবলই জড়বস্তুর উপাসনা করে তাহাদের তদনুরূপ পরিমিত ফললাভ হয়, সুতরাং তাহার জন্য আর অর্চিরাদি পথে গমন আবশ্যক হয় না।

মূল

"যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি" (ছান্দো ৭।১।৫) ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ নামাদিপ্রাণপর্যন্তপ্রতীকমুপাসীনানাং গত্যনপেক্ষং পরিমিতফলবিশেষং চ দর্শয়তি ; তস্মাদচিন্মিশ্রং কেবলং বা চিদ্বস্তু ব্রহ্মদৃষ্ট্যা তদ্বিয়োগেন চ য উপাসতে, ন তান্ নয়তি ; অপি তু পরং ব্রহ্মোপাসীনান্ আত্মানং চ প্রকৃতিবিযুক্তং ব্রহ্মাত্মকমুপাসীনানাতিবাহিকো গণো নয়তীতি সিদ্ধম্ ॥৪।৩।১৫

অনুবাদ

বিশেষতঃ, 'নামের যে পর্যন্ত অধিকার, সে অবধি তাহার কামাচার বা স্বাধীন বৃত্তি হইয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, যাহারা নাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্যন্ত (অর্থাৎ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, মন, প্রাণ প্রভৃতি) কোন প্রতীকের উপাসনা করেন, তাহাদের উপাসনা-লভ্য ফল পরিমিত। সুতরাং তাহার জন্য অর্চিরাদি পথে গমনে আবশ্যক হয় না। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, যাহারা ব্রহ্ম বুঝিতে, কিংবা যথাযথরূপে জড়মিশ্রিত চিদ্বস্তু (প্রত্যগাত্মা) অথবা কেবলই জড়বস্তুর উপাসনা করিয়া থাকে, অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ তাহাদিগকে লইয়া যান না। পরন্তু যাহারা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কিংবা প্রত্যগাত্মার অন্তর্যামীরূপে পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন, অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল যে তাহাদিগকে লইয়া যান তাহা প্রমাণিত হইল ॥৪।৩।১৫

পঞ্চম—কার্যাধিকরণ সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় — চতুর্থ পাদ

১—সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণম্* (সূত্র ১—৩)

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন-শব্দাৎ ॥৪।৪।১

অন্বয়ার্থঃ সম্পদ্য—সম্পন্ন হইয়া; আবির্ভাবঃ—আবির্ভূত হয়; স্বেন-শব্দাৎ—শ্রুতিবাক্যের 'স্বেন' শব্দ হইতে (জীবের নিজ স্বাভাবিক রূপের অস্তিত্ব জানা যায়)।

সরলার্থঃ এই সম্প্রসাদ নামক জীব এই শরীর হইতে নির্গত হইয়া পরম-জ্যোতিরূপ পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিজরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়। এই শ্রুতিতে 'স্বেন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে এই মুক্ত জীবের পরমজ্যোতিরূপ পরমব্রহ্ম প্রাপ্তির পর (বদ্ধদশার আবরণ মুক্ত হইয়া) নিজস্ব প্রকৃত নিত্য স্বাভাবিক রূপের আবির্ভাব হয়। ইহা যদি কোন আগন্তুক রূপ হইত তাহা হইলে 'স্বেন' শব্দ প্রয়োগের কোনই আবশ্যকতা হইত না।

মূল

পরং ব্রহ্মোপাসীনানাম্ আত্মানং চ প্রকৃতিবিযুক্তং ব্রহ্মাত্মক-

অনুবাদ

গত তৃতীয় পাদে কথিত হইয়াছে যে যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন, অথবা প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত ব্রহ্মাত্মকরূপে জীবাত্মার উপাসনা

---

* **অধিকরণ তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—মুক্ত অবস্থায় প্রত্যগাত্মার স্বরূপের অভিনিষ্পত্তিবোধক শ্রুতি—'এবমেবৈষ সম্প্রসাদো'; (২) সংশয়—এই স্বরূপ অভিনিষ্পত্তি কথার অর্থ কি? ইহা কি সুখময় কোন অবস্থা বিশেষ প্রাপ্তি? অথবা স্বীয় প্রকৃত রূপের আবির্ভাব? (৩) পূর্বপক্ষ—আত্মার স্বরূপ যখন নিত্য সিদ্ধ, বিশেষতঃ সুষুপ্তি সময়েও যখন আত্মার স্বরূপ-আবির্ভাব হইয়া থাকে, অথচ তাহা কাহারো প্রার্থনীয় অবস্থা নহে, অতএব, স্বরূপাভিনিষ্পত্তি অর্থ—অবস্থা বিশেষ প্রাপ্তিই বটে। (৪) উত্তর—না, সেরূপ অবস্থা বিশেষ অর্থ হইতে পারে না, পরন্তু স্বরূপাভিব্যক্তিই অর্থ; কারণ, আত্মার অপহত-পাপ্মত্ব প্রভৃতি গুণগুলি সংসারি অবস্থায় অবিদ্যা দ্বারায় আবৃত থাকে, ব্রহ্মদর্শনে সেই আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়, তখন স্বতঃসিদ্ধ গুণগুলিরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। (৫) নির্ণয়—অতএব, মুক্তির 'স্বরূপাভিনিষ্পত্তি' মানে—স্বীয় অপহতপাপ্মত্বাদি গুণেরই প্রকাশ, কিন্তু অবস্থাবিশেষ প্রাপ্তি নহে।

মুপাসীনানামর্চিরাদিনা মার্গেণাপুনরাবৃত্তিলক্ষণা গতিরুক্তা। ইদানীং মুক্তানামৈশ্বর্যপ্রকারং চিন্তয়িতুমারভতে। ইদমাম্নায়তে—"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দো ৮।১২।২) ইতি। কিমস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্য দেবাদিরূপবৎ সাধ্যেন রূপেণ সম্বন্ধোঽনেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যতে? উত স্বাভাবিকস্য স্বরূপস্যাবির্ভাবঃ—ইতি সংশয়ে, সাধ্যেন রূপেণ সম্বন্ধ ইতি যুক্তম্। অন্যথা হি অপুরুষার্থাববোধিত্বং মোক্ষশাস্ত্রস্য স্যাৎ, স্বরূপস্য স্বতোঽপুরুষার্থত্বদর্শনাৎ। ন হি সুষুপ্তৌ দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারেষু পরতেষু কেবলস্যাত্মস্বরূপস্য পুরুষার্থসম্বন্ধো দৃশ্যতে; ন চ দুঃখনিবৃত্তিমাত্রং পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্য পুরুষার্থঃ, যেন স্বরূপাবির্ভাব এব মোক্ষঃ

করেন, তাহাদের অর্চিরাদি পথে গতি হয়, আর সংসারে আসিতে হয় না। এখন এই চতুর্থ পাদে, মুক্ত পুরুষগণের ঐশ্বর্য যে কি প্রকার তাহার নিরূপণ আরম্ভ করা হইতেছে।

শ্রুতিতে এইরূপ পঠিত আছে যে, 'এই প্রকারেই এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরঃজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপে আবির্ভূত হন' ইত্যাদি। এখন সংশয় হইবে, উক্ত শ্রুতিবাক্যে কি বর্ত্তমান দেহ হইতে বহির্গমনের পরে জ্যোতিঃপ্রাপ্ত পুরুষের সম্বন্ধে, দেবতা প্রভৃতির যেরূপ রূপ, তদনুরূপ কোন সাধ্য (আগন্তুক) রূপ বিশেষের সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে? অথবা স্বাভাবিক রূপের আবির্ভাব মাত্র প্রতিপাদন করিতেছে?

পূর্বপক্ষ—সাধ্য বা আগন্তুকরূপের সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন করাই যুক্তিযুক্ত। তাহা না হইলে, মোক্ষশাস্ত্রের অপুরুষার্থ-বোধকত্ব অর্থাৎ লোকে যাহা চাহে না, তাহা প্রতিপাদন করায় আনর্থক্য হইয়া পড়ে। কারণ, নিজের স্বরূপ কখনই কাহারও পুরুষার্থ বা প্রার্থনীয় হইতে দেখা যায় না। বিশেষতঃ সুষুপ্তি সময়ে যখন দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, তখন শুদ্ধ আত্মস্বরূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে, কিন্তু সেই শুদ্ধ আত্মস্বরূপ তো কখনো কোন পুরুষেরই প্রার্থনীয় দেখা যায় না। আর পরম জ্যোতিঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির দুঃখ নিবৃত্তিই যে প্রকৃত পুরুষার্থ বা প্রার্থনীয় বিষয় তাহাও নহে। অতএব, জ্যোতিঃপ্রাপ্ত স্বরূপাভিব্যক্তিকেই মোক্ষ বলিতে পারা যায় না।

ইত্যুচ্যেত ; স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য” (তৈঃ আনঃ ৮), “রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি” (তৈত্তি-আনঃ ৭) ইত্যাদিভ্যো মুক্তস্য সুখানন্ত্যশ্রবণাৎ। ন চাপরিচ্ছিন্নানন্দরূপচৈতন্য-মেবাস্য স্বরূপম্, তচ্চ সংসারদশায়ামবিদ্যয়া তিরোহিতং পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্যাবির্ভবতীতি শক্যং বক্তুম্, জ্ঞানস্বরূপস্য তিরো-ধানাসম্ভবাৎ। প্রকাশপর্যায়স্য জ্ঞানস্য তিরোধানং তদ্বিনাশ এবেতি হি পূর্বমেবোক্তম্। ন চ প্রকাশমাত্রস্যানন্দতা সম্ভবতি ; সুখস্বরূপতা হি আনন্দস্বরূপতা ; সুখস্বরূপত্বং চাত্মনোঽনুকূলত্বম্ ; প্রকাশমাত্রা-ত্মবাদিনঃ কস্য প্রকাশোঽনুকূলবেদনীয়ো ভবেদিতি প্রকাশমাত্রাত্ম-বাদিনঃ কথঞ্চিদপ্যানন্দস্বরূপতা দুরুপপাদা। স্বরূপাপত্তিমাত্রে চ সাধ্যে স্বরূপস্য নিত্যনিষ্পন্নত্বাদুপসম্পন্নস্য “স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” (ছান্দো ৮।১২।২) ইতি বচনমনর্থকং স্যাৎ। অতোঽপূর্বেণ সাধ্যেন

কেননা, ‘তাহাই ব্রহ্মের এবং শ্রোত্রিয় নিষ্কাম পুরুষের একটি মাত্র আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়’, ‘রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও মুক্তপুরুষের অনন্ত সুখ সম্ভোগের কথা শোনা যায়। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ চৈতন্যই ইহার (মুক্তের) প্রকৃত স্বরূপ, সংসার-দশায় অবিদ্যার প্রভাবে সেই চিদানন্দ স্বরূপটি আচ্ছাদিত থাকে, তদনন্তর পরম জ্যোতি পরমাত্মাকে লাভ করিলে পর তাহাই পুন প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। কারণ, জ্ঞানই যদি স্বরূপ হয় তাহা হইলে কখনও তাহার তিরোধান সম্ভব হয় না। প্রকাশের পর্যায়বাচী জ্ঞানের তিরোধান যে, তাহার পক্ষে বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ সুখরূপতাই আনন্দরূপতা অর্থাৎ সুখই আনন্দের প্রকৃত স্বরূপ, কিন্তু শুদ্ধ প্রকাশ-স্বরূপ জ্ঞানের কখনই আনন্দরূপত্ব হইতে পারে না। আত্মার প্রতি যে অনুকূল ভাব বা আদর বুদ্ধি তাহাই আত্মার সুখরূপতা, কিন্তু যাহাদের মতে প্রকাশই আত্মার স্বরূপ তাহাদের মতে ঐ প্রকাশ অনুকূল বুদ্ধির বিষয় হইবে কাহার ? সুতরাং আত্মার প্রকাশস্বরূপতা-বাদীর পক্ষে এই আত্মার আনন্দস্বরূপতা উপপাদন করা সহজ হয় না। বিশেষতঃ, জ্যোতিই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলেও সেই স্ব-স্বরূপ জ্যোতির্ময়তা তাহার তো নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং তাহার ‘স্ব-স্বরূপে আবির্ভূত হন’—এই কথা তো অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব বুঝিতে হইবে, যে রূপটি পূর্বে ছিলনা সেই

রূপেণ সম্পদ্যতে। এবং চ 'অভিনিষ্পদ্যতে' ইতি বচনং মুখ্যার্থমেব ভবতি। 'স্বেন রূপেণ' ইত্যপ্যানন্দৈকান্তেন স্বাসাধারণেনাভিনিষ্পদ্যত ইতি সঙ্গচ্ছত ইতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ — ইতি। অয়ং প্রত্যগাত্মাঽর্চিরাদিনা পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য যং দশাবিশেষমাপদ্যতে, স স্বরূপাবির্ভাবরূপঃ; নাপূর্বাকারোৎপত্তিরূপঃ। কুতঃ? স্বেন-শব্দাৎ 'স্বেন রূপেণ' ইতি বিশেষণোপাদানাদিত্যর্থঃ। আগন্তুকবিশেষপরিগ্রহে হি 'স্বেন রূপেণ' ইতি বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ, অবিশেষণেঽপি তস্য স্বকীয়রূপত্বসিদ্ধেঃ।

॥৪।৪।১

রূপটি কোন একটি অভিনব রূপে নিষ্পন্ন হয় (অভি-নিষ্পদ্যতে)। এইরূপ অর্থ করিলে, অভিনিষ্পদ্যতে (সম্যক্‌রূপে নিষ্পন্ন হয়) এ কথারও মুখ্যার্থ রক্ষা পায়। আর, 'স্বেন রূপেণ' কথারও 'ঐকান্তিক আনন্দরূপে অভিব্যক্ত হন' এইরূপ অর্থই সঙ্গত হয়।

পূর্বপক্ষের এইরূপ অভিমতের উত্তরে কথিত হইতেছে বর্ত্তমান সূত্র—'সম্পদ্যাবির্ভাব' ইত্যাদি বাক্য।

এই জীবাত্মা অর্চিরাদি পথে পরজ্যোতি লাভ করিয়া যে অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হয়, তাহা স্বীয় প্রকৃত রূপেরই আবির্ভাব, কিন্তু অভিনব কোন প্রকার আকারবিশেষের উৎপত্তি নহে। কারণ এস্থলে 'স্বেন' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। অর্থাৎ 'রূপ' কথাটির 'স্বেন' বিশেষণই ঐরূপ অর্থের গ্রাহক। অভিনব কোন রূপ গ্রহণ করাই যদি অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তো 'স্বেন রূপেণ' এই কথাটি নিশ্চয় অনর্থক হইয়া পড়িত। কারণ ঐরূপ বিশেষণ প্রয়োগ না করিলেও (এই মুক্ত আত্মার) স্বরূপত্ব সিদ্ধির কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিত না ॥৪।৪।১

সিদ্ধান্ত

যত্তূক্তম্ — স্বরূপস্য নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ "উপসম্পদ্যাভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দো ৮।১২।২) ইতি বচনমনর্থকমিতি, তত্রোত্তরম্—

পূর্বে (পূর্ব সূত্রের পূর্বপক্ষে) বলা হইয়াছে—পুরুষের স্বরূপ যখন স্বতঃসিদ্ধ, তখন তাহার সম্বন্ধে আবার 'উপসম্পদ্য অভিনিষ্পদ্যতে' (পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে আবির্ভূত হন—বলিবার তো কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। তদুত্তরে বক্ষ্যমাণ সূত্র বলিতেছে—'মুক্ত' ইত্যাদি বাক্য।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥৪।৪।২

অন্বয়ার্থঃ মুক্তঃ — মুক্তিপ্রাপ্ত (আবরণমুক্ত); প্রতিজ্ঞানাৎ — (শ্রুতিবাক্যে এই) প্রতিজ্ঞা হেতু।

সরলার্থঃ আত্মার স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ থাকিলেও কর্মজনিত দেহসম্বন্ধের জন্য পরিচ্ছেদের ভ্রম হয়। 'স্বেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই পরিচ্ছেদ-বিমুক্ত স্বরূপাবির্ভাবের কথাই বলা হইয়াছে। 'পুনরায়, তোমাকে আত্মতত্ত্ব বলিতেছি' ইত্যাদি বাক্যে আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করাও শ্রুতিতে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে।

মূল

কর্মসম্বন্ধ-তৎকৃতদেহাদিবিনির্মুক্তঃ স্বাভাবিকরূপেণাবস্থিতোঽত্র 'স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' ইত্যুচ্যতে; অতো নিত্যপ্রাপ্তস্যাপি স্বরূপস্য কর্মরূপাবিদ্যা-তিরোহিতস্য তিরোধান-নিবৃত্তিরত্রাভিনিষ্পত্তি-রুচ্যতে। কুতঃ? প্রতিজ্ঞানাৎ—সা হি প্রতিপাদ্যতয়া প্রতিজ্ঞাতা। কুত ইদমবগম্যতে? "য আত্মা" (ছান্দো ৮।৭।১) ইতি প্রকৃতং প্রত্য-গাত্মানং জাগরিতাদ্যবস্থা-ত্রিতয়বিনির্মুক্তম্, প্রিয়াপ্রিয়-হেতুভূত-কর্মারব্ধ-শরীরবিনির্মুক্তং চ প্রতিপাদয়িতুম্, "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" (ছান্দো ৮।৯।৩) ইতি পুনঃ পুনরুক্ত্বা "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপে-

---

অনুবাদ

জন্মান্তরীন্ কর্মের সহিত সম্বন্ধ ও তজ্জনিত দেহ-সম্বন্ধ, এই উভয় সম্বন্ধ হইতেই বিমুক্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃত রূপে অবস্থিত আত্মার স্বরূপে অবস্থিতিই এই 'স্বেন রূপেণ' শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, আত্মার স্বরূপ নিত্য প্রাপ্ত থাকিলেও প্রাক্তন কর্মময় অবিদ্যার দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। সেই অবিদ্যা নিবৃত্তিই এখানে 'অভিনিষ্পত্তি' পদে অভিহিত হইয়াছে। কারণ এ বিষয় প্রতিপাদনে 'প্রতিজ্ঞা' রহিয়াছে। ইহা জানা যাইতেছে—'যেহেতু প্রথমে যে 'যে আত্মা' এইরূপে প্রস্তাবিত জীবাত্মার উল্লেখ করিয়া, জগৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি — এই অবস্থাত্রয় হইতে বিমুক্ত এবং সুখ দুঃখ ভোগের হেতুভূত কর্মজন্য দেহসম্বন্ধরহিত আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে 'পুনরায়, তোমাকে এই আত্মার কথা বলিব'—এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ সেই একই আত্মার উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলা হইয়াছে যে, "সম্প্রসাদ-সংজ্ঞক জীব এই প্রকারেই এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত

ণাভিনিষ্পদ্যতে (ছান্দো ৮।১২।২) ইত্যভিধানাৎ। অতঃ কর্মণা সম্বদ্ধস্য পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য বন্ধনিবৃত্তিরূপা মুক্তিঃ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্তিরুচ্যতে। স্বরূপাবির্ভাবেঽপ্যভিনিষ্পত্তিশব্দো দৃশ্যতে—'যুক্ত্যায়মর্থো নিষ্পদ্যতে' ইত্যাদিষু ॥৪।৪।২

হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপে অভিব্যক্ত হয়" ইত্যাদি। অতএব, কর্মসম্বদ্ধ জীবের যে পরমাত্মা-লাভে বন্ধন-ছেদরূপ মুক্তি হয় তাহাই 'স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে' শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। আর কেবল স্বরূপ প্রকাশ অর্থেও যে 'অভিনিষ্পত্তি' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহা 'যুক্তির দ্বারা এ বিষয়টি নিষ্পন্ন হয়' ইত্যাদি স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায় ॥৪।৪।২

যচ্চোক্তম্—আত্মস্বরূপস্য সুষুপ্তাবপুরুষার্থত্বদর্শনাৎ স্বরূপাবির্ভাবে মোক্ষশাস্ত্রস্যাপুরুষার্থাববোধিত্বং স্যাদিতি কৃত্বা দেবাদ্যবস্থাবৎ সুখসম্বন্ধবস্থান্তরপ্রাপ্তিরভিনিষ্পত্তিঃ—ইতি। তত্রোত্তরম্—

পূর্বোক্ত সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যায় আপত্তি—আর যে বলা হইয়াছে, সুষুপ্তি সময়েও আত্মার স্বরূপ-আবির্ভাব হইয়া থাকে, কিন্তু তাদৃশ অবস্থা যখন কাহারো প্রার্থনীয় নহে, তখন মোক্ষশাস্ত্রও যদি মুক্তিতে কেবল সেই স্বরূপ আবির্ভাব প্রতিপাদন করিতেছে বলা হয়, তাহা হইলে মোক্ষশাস্ত্র তো অপুরুষার্থবোধক হয় (অর্থাৎ লোকের যাহা প্রার্থনীয় নহে তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে, সুতরাং অনর্থক হইয়া যায়)। অতএব, 'অভিনিষ্পত্তি'ও দেবাদি অবস্থার ন্যায় সুখজনক অবস্থাবিশেষই হইতে পারে।

এই আপত্তির খণ্ডনে বর্ত্তমান সূত্র বলা হইতেছে—'আত্মা প্রকরণাৎ'।

আত্মা প্রকরণাৎ ॥৪।৪।৩

অন্বয়ার্থ ঃ আত্মা—জীবাত্মা ; প্রকরণাৎ—যেহেতু তাহার এই প্রসঙ্গ।

সরলার্থ ঃ পূর্বোদ্ধৃত 'স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে' (ছাঃ ৮।১২।৩) এই বাক্যে 'স্বেন রূপেণ' শব্দে মুক্ত জীবের নিজরূপের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অপহতপাপ্মত্ব সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণগণেরও আবির্ভাব হয় বুঝিতে হইবে ; কারণ ছান্দোগ্যের এই প্রকরণটি জীবাত্ম-প্রকরণ এবং এই প্রকরণের অপর একটি বাক্যে জীবের অপহতপাপ্মত্ব সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণের উল্লেখ আছে।

মূল

স্বরূপেণৈবায়মাত্মা অপহতপাপ্মত্বাদি-সত্যসংকল্পত্বপর্যন্ত-গুণকঃ প্রকরণাদবগম্যতে ; "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-র্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি হি প্রজাপতিবাক্যপ্রক্রমঃ ; ইদং চ প্রকরণং প্রত্যগাত্মবিষয়-মিতি "উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু" (ব্রঃসূঃ ১।৩।১৮) ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্। অতোঽপহতপাপ্মত্বাদিস্বরূপ এবায়মাত্মা সংসারদশায়াং কর্মাখ্যা-বিদ্যয়া তিরোহিতস্বরূপঃ পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্যাবির্ভূতস্বরূপো ভবতি। অতঃ প্রত্যগাত্মনোঽপহতপাপ্মত্বাদয়ঃ স্বাভাবিকা গুণাঃ পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্যাবির্ভবন্তি ; নোৎপদ্যন্তে। যথোক্তং ভগবতা শৌনকেনাপি—

"যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্মণেঃ।
দোষ-প্রহাণান্ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা॥

অনুবাদ

'অপহতপাপ্মত্বাদি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সত্যসংকল্প' পর্যন্ত যে সমস্ত গুণ শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে, আত্মার স্বরূপ সেই সমস্ত গুণবিশিষ্ট বলিয়াই জানা যায়, কারণ, প্রজাপতির (ব্রহ্মার) উপদেশের প্রারম্ভে আছে—"যে আত্মা অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ) এবং জরা মৃত্যু ও শোকরহিত এবং ক্ষুধা ও পিপাসাশূন্য, পুনরায় যিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প" ইত্যাদি। এটি যে জীবাত্মারই প্রকরণ তাহা 'উত্তরাচ্চেৎ আবির্ভূতস্বরূপস্তু' এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব বলিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতিই আত্মার যথার্থ স্বরূপ। সংসারদশায় জন্মান্তরীন কর্ম নামক অবিদ্যার দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত থাকে, শেষে পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে লাভ করিবার পর জীবের সেই স্বাভাবিক রূপটিই আবার আবির্ভূত হইয়া থাকে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যগা-ত্মার (জীবের) স্বভাবসিদ্ধ অপহতপাপ্মত্বাদি গুণনিচয়ই পরজ্যোতিঃ লাভের পর পুনঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু তাহা নূতন উপপন্ন হয় না। ভগবান শৌনকও বলিয়াছেন—"(মলিন দর্পণের) ময়লা প্রক্ষালনে যেমন তাহার প্রভা সমুৎপাদন করা হয় না, (কিন্তু অভিব্যক্ত করা হয় মাত্র), সেইরূপ আত্মগত অনুরাগাদি দোষের অপনয়ন করা হইলেও আত্মার জ্ঞান সমুৎপাদন করা হয় না।

যথোদপানকরণাৎ ক্রিয়তে ন জলাম্বরম্।
সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ॥
তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণাঃ।
প্রকাশ্যন্তে, ন জন্যন্তে; নিত্যা এবাত্মনো হি তে॥"
(বিষ্ণুধর্মে ১০৪।৫৫—৫৭) ইতি।

অতো জ্ঞানানন্দাদিগুণানাং কর্মণা আত্মনি সঙ্কুচিতানাং পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য কর্মস্বরূপবন্ধক্ষয়ে বিকাশরূপাবির্ভাবো নানুপপন্ন ইতি সুষ্ঠূক্তং সম্পদ্যাবির্ভাবঃ—ইতি ॥৪।৪।৩

যেমন জলাশয় খনন করিলে (তৎপ্রতিফলিত) জলাকাশের সৃষ্টি করা হয় না, পরন্তু যাহা সৎ বা যাহা বিদ্যমান আছে তাহারই কেবল অভিব্যক্তি সম্পাদন করা হয় মাত্র; কারণ অসতের (যাহা নাই অর্থাৎ অবিদ্যমান, তাহার) আবার উৎপত্তি হইবে কোথা হইতে? ঠিক এইরূপ আত্মার হেয় বা তুচ্ছ গুণরাশি অপনীত হইলে পর আপনা হইতেই জ্ঞানাদি গুণনিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু নূতন উৎপন্ন হয় না, কারণ ঐ সমস্ত গুণরাশি আত্মার স্বতঃসিদ্ধ।" অতএব, আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান ও আনন্দাদি যে সমস্ত গুণ কর্মের দ্বারা আবৃত হইয়াছিল, পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির পর — কর্মবন্ধন ক্ষয় হইয়া গেলে সেই সমস্ত তিরোহিত গুণেরই বিকাশরূপ আবির্ভাব হওয়া অসঙ্গত হইতেছে না। অতএব, সূত্রকার যে 'সম্পদ্য আবির্ভাবঃ' বলিয়াছেন, সে কথা সুসঙ্গতই হইতেছে ॥৪।৪।৩

প্রথম—সম্পদ্যাবির্ভাব-অধিকরণ সমাপ্ত।

২—অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্* (সূত্র ৪)

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥৪।৪।৪

অন্বয়ার্থঃ অবিভাগেন — (মুক্তপুরুষ পরব্রহ্মকে) অভিন্নরূপে চিন্তা করে; দৃষ্টত্বাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায়।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—মুক্ত আত্মা কর্তৃক পরমব্রহ্মের অনুভূতি। (২) সংশয়—মুক্ত আত্মা পরমাত্মাকে কি আপনা হইতে পৃথক্ বস্তু রূপে অনুভব করেন? কিংবা অপৃথক্‌ভাবে অনুভব করেন? (৩) পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন মুক্ত আত্মার ব্রহ্মসাম্য প্রভৃতির কথা

সরলার্থ : আবির্ভূতস্বরূপ এই মুক্ত আত্মা পরব্রহ্মকে কিভাবে অনুভব করিয়া থাকেন? আত্মা হইতে ভিন্নরূপে, অথবা অভিন্নরূপে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'অবিভাগেন' ইত্যাদি। যাহার অপহতপাপ্মত্বাদি আত্মগুণ আবির্ভূত হইয়াছে, সেই মুক্ত আত্মা পরমব্রহ্মকে আপনার সঙ্গে অবিভক্তরূপে এবং নিজেরও (স্ব-আত্মারও) আত্মারূপে, 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—অব্যতিরিক্ত আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকেন। 'ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্বম্' 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতিতে তদর্থকত্বজনিত সামানাধিকরণ্য বৃত্তির দ্বারা এই অভেদ নির্দেশ শ্রুতিতে দেখা যায়।

মূল

কিময়ং পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নঃ সর্ববন্ধবিনির্মুক্তঃ প্রত্যগাত্মা স্বাত্মানং পরমাত্মনঃ পৃথগ্ভূতমনুভবতি? উত তৎ-প্রকারতয়া তদ-বিভক্তম্? ইতি বিশয়ে, "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (তৈঃ আনঃ ১)।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"
(মুণ্ডক ৩।১।৩)

অনুবাদ

পরজ্যোতিরূপে উপসম্পন্ন সর্ববন্ধন-বিনির্মুক্ত এই প্রত্যগাত্মা পর-জ্যোতিঃ পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে সর্ববিধ বন্ধনবিমুক্ত পদার্থরূপে অনুভব করেন, অথবা পরমাত্মার বিশেষণরূপে (দেহরূপে) পরমাত্মা হইতে অবিভক্তরূপে অনুভব করেন? এই প্রকার সংশয়ে মনে হয় যে "সেই মুক্ত জীব (জীবাত্মা) সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন", "জ্ঞানী পুরুষ যে সময় সুবর্ণ বর্ণ এবং ব্রহ্মারও উৎপত্তিস্থান জগৎ-কর্তা ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, সেই সময় এই বিদ্বান পুরুষ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন (নির্দোষ) হইয়া পরম (সর্বতোভাবে) ব্রহ্মসাম্য লাভ

আছে, তখন মনে হয় পৃথক্ বলিয়াই অনুভব করে, অভিন্নরূপে নহে। (৪) উত্তর—না, পৃথক্‌রূপে অনুভব করে না; পরন্তু জীবাত্মা যখন পরমব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয় তখন অভিন্নভাবেই পরমব্রহ্মের অনুভব করিয়া থাকেন। 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি শ্রুতিও এই অবিভাগ অনুভবে প্রমাণ। (৫) নির্ণয়—মুক্ত পুরুষ, কর্মময় অবিদ্যার নিবৃত্তিতে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগণের অভিব্যক্তি হইলে তৎপরে, অবিভক্ত-রূপেই পরমাত্মার দর্শন করিয়া থাকেন।

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥" (গীতা ১৪।২)
ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিভ্যাং মুক্তস্য পরেণ সাহিত্য-সাম্য-সাধর্ম্যাবগমাৎ পৃথগ্‌ভূতমনুভবতি—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

'অবিভাগেন' ইতি। পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ স্বাত্মানমবিভাগেনানুভবতি মুক্তঃ। কুতঃ? দৃষ্টত্বাৎ — পরব্রহ্মোপসম্পত্ত্যা নিবৃত্তাবিদ্যাতিরোধানস্য যাথাতথ্যেন স্বাত্মনো দৃষ্টত্বাৎ। স্বাত্মনঃ স্বরূপং হি "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃঃ ৪।৫।৪৯), "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্", সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দো ৩।১৪।১); ইত্যাদিসামানাধিকরণ্যনির্দেশৈঃ "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ" (বৃহদা মাধ্য শাখা ৩।৭।২২); "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা" (যঃ অঃ ১।৩।২১)

করিয়া থাকেন", "এবম্বিধ জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহারা আমার (পরমেশ্বরের) সাধর্ম্য (সাম্য) প্রাপ্ত হয়, তাহারা সৃষ্টিকালেও জন্ম ধারণ করে না এবং প্রলয়কালেও দুঃখ অনুভব করে না, অর্থাৎ বিনাশ-দুঃখ অনুভব করে না" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে পরমব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাহিত্য বা সাহচর্য, সাম্য ও সাধর্ম্য মাত্র জানা যায়। সুতরাং পৃথগ্‌ভূত পদার্থরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন। এই সিদ্ধান্তের সম্ভাবনায় বলা হইতেছে বর্ত্তমান সূত্র 'অবিভাগেন' ইত্যাদি শব্দ।

মুক্ত জীব আপনাকে পরমব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, কারণ ঐরূপই দর্শন হইয়া থাকে। পরমব্রহ্মের সন্নিকর্ষ লাভে যাহাদের অবিদ্যার আবরণ অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহারা আপনার আত্মাকে যথাযথভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মার যথার্থ স্বরূপ যে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নয় এবং পরমাত্মার শরীরস্থানীয় বলিয়া তাঁহারই প্রকারভূত (বিশেষণভূত) বা বিশিষ্ট পদার্থের অংশস্বরূপ, তাহা 'অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ' সূত্রে (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২২) এবং "তুমি হইতেছ তিনি', 'এই আত্মা ব্রহ্ম', 'এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক', 'এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম' ইত্যাদি (শরীর-শরীরীরূপে) শ্রুতির সামানাধিকরণ্য নির্দেশে এবং 'যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থিত, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতি

ইত্যাদিভিশ্চ পরমাত্মাত্মকং তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রকারভূতমিতি প্রতিপাদিতম্ — "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ" (শারীঃ ১।৪।২২) ইত্যত্র। অতোঽবিভাগেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যেবানুভবতি। সাম্য-সাধর্ম্য-ব্যপদেশৌ ব্রহ্মপ্রকারভূতস্যৈব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপং তৎসমমিতি দেবাদিপ্রাকৃতরূপপ্রহাণেন ব্রহ্মসমানশুদ্ধিং প্রতিপাদয়তি। সহশ্রুতিস্ত্বেবংভূতস্য প্রত্যগাত্মনঃ প্রকারিণা ব্রহ্মণা সহ তদ্‌গুণানুভবং প্রতিপাদয়তীতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। ব্রহ্মপ্রকারতয়া তদবিভাগোক্তের্হি "সংকল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ" (শারীঃ ৪।৪।৮) ইত্যাদি ন বিরুধ্যতে; "অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ" (শারীঃ ২।১।২২); "অধিকোপদেশাৎ" (শারীঃ ৩।৪।৮) ইত্যাদি চ ॥৪।৪।৪

দ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, অবিভক্তরূপে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই আকারেই অনুভব করিয়া থাকে। আর সাম্য ও সাধর্ম্যাদিবোধক বাক্যও পরমাত্মার বিশেষণীভূত প্রত্যগাত্মার স্বরূপকে পরমাত্মার সম (তৎসম) বলায় (বুঝিতে হইবে যে) প্রকৃতি-কার্য দেবাদি রূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবেরও (জীবাত্মারও) ব্রহ্মেরই তুল্য বিশুদ্ধতা প্রতিপাদন করিতেছে। আর, সাহচর্য-বোধক 'সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' — এই শ্রুতিতেও যথেষ্ট গুণসম্পন্ন প্রকার বা বিশেষণরূপী প্রত্যগাত্মারও প্রকারীভূত ব্রহ্মের সহিত সেই গুণরাশির অনুভব মাত্র প্রতিপাদন করিতেছে। সুতরাং (প্রকার-প্রকারীরূপে) অবিভক্ত অনুভবেও কোন বিরোধ নাই। তাহার পর পরমব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণরূপে অবিভাগবশতঃ 'সংকল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ' ইত্যাদি সূত্রও বিরুদ্ধ হইতেছে না এবং 'অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ', 'অধিকোপদেশাৎ' ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রগত সূত্রের সহিতও কোন বিরোধ হইল না ॥৪।৪।৪

দ্বিতীয়—অবিভাগেন দৃষ্টত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত।

৩—ব্রাহ্মাধিকরণম্* (সূত্র ৫—৭)

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥৪।৪।৫

অন্বয়ার্থঃ ব্রাহ্মেণ—ব্রহ্মসম্বন্ধীরূপে (মুক্ত জীবের আবির্ভাব); জৈমিনিঃ—জৈমিনি নামক আচার্য (ইহা মনে করেন); উপন্যাসাদিভ্যঃ—যেহেতু (শ্রুতিতে) এইরূপ উল্লেখ আছে।

সরলার্থঃ জৈমিনি আচার্য মনে করেন অপহতপাপ্মত্ব সত্যসংকল্পত্ব আদি গুণবিশিষ্ট এবং ব্রহ্মসম্বন্ধীয় যে রূপ তাহাই জীবের প্রকৃত রূপ। মুক্তিকালে এই গুণ-বিশিষ্টরূপেই জীব আবির্ভূত হয়, যেহেতু শ্রুতিতে অপহতপাপ্মত্ব সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণের উল্লেখ পরমব্রহ্ম এবং মুক্ত জীব —এই উভয়ের বিষয়েই দেখা যায়।

মূল

প্রত্যগাত্মনঃ পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য নিবৃত্ত-তিরোধানস্য স্বরূপাবির্ভাব এবেত্যুক্তম্। তত্র যেন স্বরূপেণায়মাবির্ভবতি, তৎ স্বরূপং শ্রুতিবৈবিধ্যাৎ বিচার্যতে — কিমপহতপাপ্মত্বাদিকমেবাস্য স্বরূপমিতি তেন রূপেণায়মাবির্ভবতি? উত বিজ্ঞানমাত্রমেবেতি তেন রূপেণ? অথোভয়োরবিরোধ ইত্যুভয়রূপেণ ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?

অনুবাদ

পূর্ব অধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে পরজ্যোতিঃ পরমব্রহ্মকে প্রাপ্তির পর অবিদ্যার আবরণ অপনীত হইয়া গেলে তখন জীবের স্বীয় রূপ আবির্ভূত হয়। এই সময়ে জীবের স্বরূপটি যে কি প্রকারের, সে সম্বন্ধে বিবিধ শ্রুতি অবলম্বনে বিচার করা হইতেছে। শ্রুত্যুক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি কি (মুক্ত জীবের) স্বরূপ? তখন কি সেইরূপেই মুক্ত জীবের আবির্ভাব হয়? অথবা বিজ্ঞানমাত্রই তাহার স্বরূপ? অথবা বিরোধ না থাকায় উভয়ই তাহার স্বরূপ? উভয়রূপেই মুক্ত জীব আবির্ভূত হয়? তন্মধ্যে কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত?

---

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—মুক্ত জীবের স্বরূপ আবির্ভাব। (২) সংশয়—জীবের স্বাভাবিক রূপ কি অপহতপাপ্মত্বাদি, অথবা শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র? (৩) পূর্বপক্ষ — জৈমিনির মতে অপহতপাপ্মত্বাদি, ঔড়ুলোমীর মতে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। (৪) উত্তর — জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসম্পন্ন, সুতরাং উভয়ই তাহার অবিরুদ্ধ রূপ। (৫) নির্ণয়—অতএব, 'সৈন্ধবঘন দৃষ্টান্ত অনুসারে সৈন্ধবের যেমন লবণরস ভিন্ন রূপ ও পরিমাণাদি আরো গুণ থাকা বিরুদ্ধ হয় না, তেমনি আত্মার সম্বন্ধেও বিজ্ঞানস্বরূপের অতিরিক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ থাকা বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

ব্রাহ্মেণেতি জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে। ব্রাহ্মেণ অপহতপাপ্মত্বাদি-নেত্যর্থঃ। অপহতপাপ্মত্বাদয়ো হি দহরবাক্যে ব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া শ্রুতাঃ। ব্রাহ্মেণেতি কুতোঽবগম্যতে ? উপন্যাসাদিভ্যঃ। উপন্যস্যন্তে হি ব্রহ্মগুণাঃ অপহতপাপ্মত্বাদয়ঃ প্রত্যগাত্মনোঽপি প্রজাপতিবাক্যে "য আত্মাঽপহতপাপ্মা" ইত্যাদিনা 'সত্যসংকল্পঃ' ইত্যন্তেন। আদি-শব্দেন সত্যসংকল্পত্বাদিগুণায়ত্তা জক্ষণাদয়ঃ "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" (ছান্দো ৮।১২।৩) ইত্যাদিবাক্যাবগতা ব্যবহারা গৃহ্যন্তে। অত এভ্যঃ উপন্যাসাদিভ্যঃ প্রত্যগাত্মনো বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্বং ন সম্ভবতীতি জৈমিনের্মতম্ ॥৪।৪।৫

তদুত্তরে জৈমিনি আচার্য বলেন যে, ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অপহতপাপ্মত্বাদি গুণযুক্তরূপে আবির্ভাব; কারণ দহরবিদ্যা-প্রকরণে অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি গুণগুলি ব্রহ্মসম্বন্ধীয় গুণ বলিয়াই পঠিত আছে। প্রকৃতিবিদ্যায় প্রজাপতির উপদেশ-বাক্যে কথিত আছে যে, 'আত্মা অপহতপাপ্মত্ব' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তে সত্যসংকল্পের কথা জীবাত্মার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সূত্রে 'আদি' শব্দটি সত্যসংকল্পত্বাদি গুণের অনুগত 'জক্ষণ', 'ক্রীড়ন্' 'রমমাণঃ' ইত্যাদি শব্দগুলিও শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে। অতএব উক্ত প্রকার হেতুগুলির পর্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে শুদ্ধ বিজ্ঞানই জীবাত্মার স্বরূপ হইতে পারে না ॥৪।৪।৫

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥৪।৪।৬

অন্বয়ার্থ ঃ চিতি—চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মে; তন্মাত্রেণ—কেবল চৈতন্যস্বরূপে (মুক্ত জীবের আবির্ভাব); তদাত্মকত্বাৎ—যেহেতু (জীব) এই চৈতন্যাত্মক; ইতি ঔড়ুলোমিঃ—ঔড়ুলোমি নামক আচার্যের ইহাই মত।

সরলার্থ ঃ শ্রুতি জীবকে 'বিজ্ঞানঘন' অর্থাৎ কেবল জ্ঞান বা চৈতন্যমাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, অতএব ঔড়ুলোমি আচার্য মনে করেন যে চৈতন্যই জীবের প্রকৃত স্বরূপ এবং মুক্তির সময় এই রূপটি আবির্ভূত হইয়া থাকে।

মূল

চৈতন্যমাত্রমেবাস্য স্বরূপমিতি তেন রূপেণাবির্ভবতীত্যৌড়ু-

অনুবাদ

শুদ্ধ চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ; অতএব, সেই চৈতন্যরূপেই তাঁহার স্বরূপ

লোমিরাচার্যো মন্যতে। কুতঃ? তদাত্মকত্বাৎ—তাবন্মাত্রাত্মকত্বাদস্য প্রত্যগাত্মনঃ "স যথা সৈন্ধবঘনোঽন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব এবং বা অরে অয়মাত্মানমন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" (বৃহদা ৪।৫।১৩), 'বিজ্ঞানঘন এব' ইত্যবধারণাৎ বিজ্ঞানমাত্রমেবাস্য স্বরূপমিত্যবগম্যতে। অতোঽস্য গুণান্তরাভাবাৎ 'অপহতপাপ্মা' ইত্যাদয়ঃ শব্দাঃ বিকারসুখদুঃখাদ্যবিদ্যাত্মকধর্মব্যাবৃত্তিপরা ইতি চিতি তন্মাত্ররূপেণাবির্ভাব ইত্যৌড়ুলোমের্মতম্ ॥৪।৪।৬

আবির্ভাব হইয়া থাকে ইহাই আচার্য ঔড়ুলোমির মত। তদাত্মকত্বই ইহার কারণ, অর্থাৎ, যেহেতু একমাত্র চৈতন্যই জীবাত্মার স্বরূপ। 'সৈন্ধব লবণের পিণ্ড যেমন ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্রই লবণরসে পূর্ণ, অরে মৈত্রেয়ি! এই আত্মাও সেইরূপ, অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র কেবল এক বিজ্ঞান-স্বরূপই বটে'—এই শ্রুতিতে 'বিজ্ঞানঘন এব' এইরূপ অবধারণ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, একমাত্র বিজ্ঞানই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। অতএব, ইহার বিজ্ঞানাতিরিক্ত গুণ না থাকায়, (আত্মার গুণরূপে প্রযুক্ত) 'অপহতপাপ্মা' প্রভৃতি শব্দগুলিও কেবল জীবের অবিদ্যাজনিত সুখ দুঃখাদির নিষেধবোধক মাত্র। অতএব, শুদ্ধ চৈতন্যরূপেই (প্রত্যগাত্মার) স্বরূপ-আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা আচার্য ঔড়ুলোমির মত ॥৪।৪।৬

সম্প্রতি ভগবান্ বাদরায়ণঃ স্বমতেন সিদ্ধান্তমাহ—

এখন ভগবান বাদরায়ণ আপনার অভিপ্রায়ানুসারে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥৪।৪।৭

অন্বয়ার্থ ঃ এবম্ অপি—(জীবকে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণযুক্তরূপে এবং) চৈতন্যমাত্র রূপেও; উপন্যাসাৎ—উল্লেখ দ্বারা; পূর্বভাবাৎ—পূর্ববর্তী গুণের উল্লেখের সম্ভব হেতুও; অবিরোধং—বিরোধ হয় না; বাদরায়ণঃ—সূত্রকার বাদরায়ণ বেদব্যাস ইহা মনে করেন।

সরলার্থ ঃ সূত্রকার বাদরায়ণ মনে করেন যে শ্রুতি আত্মাকে 'বিজ্ঞানঘন' বা জ্ঞানাকার চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া এবং অপহতপাপ্মত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এই প্রকার স্বরূপ ও গুণের একত্র সদ্ভাবে কোন বিরোধ নাই। অতএব আত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং নির্দোষ ও কল্যাণগুণযুক্ত।

মূল

এবমপি—বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্বপ্রতিপাদনে সত্যপি, সত্যকামত্বাদীনাং পূর্বোক্তানাং গুণানামবিরোধং বাদরায়ণ আচার্যো মন্যতে। কুতঃ? উপন্যাসাৎ পূর্বভাবাৎ—ঔপনিষদাৎ "য আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছান্দো ৮।৭।১) ইত্যাদ্যুপন্যাসাৎ প্রমাণাৎ পূর্বেষাম্ অপহতপাপ্মত্ব-সত্যকামত্বাদীনামপি ভাবাৎ—বিদ্যমানত্বাৎ। তুল্যপ্রমাণকানামিতরেতরবাধো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ। ন চ বস্তুবিরোধাদপহতপাপ্মত্বাদীনামবিদ্যাপরিকল্পিতত্বং ন্যায্যম্, 'বিশেষাভাবাৎ বিপরীতং কস্মান্ন ভবতি' ইতি ন্যায়াৎ। তুল্যবলত্বে হি অশক্যস্যাবধারণস্যান্যপরত্বমেব ন্যায্যম্।

এবমপ্যবিরোধঃ ইত্যভ্যুপগম্য বদন্—জ্ঞানমাত্রমেবাস্য স্বরূপং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যয়মর্থঃ 'বিজ্ঞানঘন এব' ইত্যাদিভির্ন প্রতি-

---

অনুবাদ

আচার্য বাদরায়ণ মনে করেন যে, শ্রুতিতে আত্মাকে বিজ্ঞানমাত্র স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও পূর্বোক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণের সদ্ভাব, বিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু ঐ স্বরূপের উল্লেখেও পূর্ববর্ত্তী গুণসকলের সদ্ভাব প্রতিপন্ন হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, 'য আত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি গুণের উল্লেখরূপ উপনিষদুক্ত প্রমাণ হইতে পূর্ববর্ত্তী-অপহতপাপ্মত্ব সত্যকামত্বাদি গুণেরও বিদ্যমানতা সিদ্ধ হয়। উভয় প্রমাণই যেখানে তুল্য বলবান, সেখানে একটির সঙ্গে অপরটির বাধা হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না। আর বস্তু-স্বরূপের (বিজ্ঞান স্বরূপের) বিরুদ্ধ বলিয়া অপহতপাপ্মত্ব গুণগুলিকে অবিদ্যাকল্পিত মনে করাও ন্যায়সঙ্গত হয় না। কারণ, কোন পক্ষেই যখন বিশেষ নাই (অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত কিংবা স্বরূপগত গুণ) উভয় পক্ষই তুল্য বলবান, তখন ইহার বিপরীত কল্পনাই বা না হইবে কেন? (অর্থাৎ স্বরূপগত গুণের বিদ্যমানতা বা না হইবে কেন?) অবিদ্যাকল্পনা পক্ষে যখন কোন যুক্তি নাই, পক্ষান্তরে উভয় পক্ষই যখন তুল্যবল তখন তো কোন পক্ষই অবধারণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং এই স্থলে অন্য একটি তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত হয়।

এই সূত্রে 'এবমপি অবিরোধঃ' (এইরূপ হইলেও বিরোধ হয় না) এইরূপ কথনে পর-অভিমত স্বীকার করিয়া লওয়া বলিয়া যদি মনে হয়, অর্থাৎ জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে—ইহাই যদি মনে হয়—তদুত্তরে বলা হইতেছে, 'বিজ্ঞান-ঘন' ইত্যাদি শ্রুতি যে সেই অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে তাহা

পাদ্যত ইতি মন্যতে। কস্তর্হি 'বিজ্ঞানঘন এব' ইত্যবধারণস্যার্থঃ? কৃৎস্নোঽপ্যাত্মা জড়ব্যাবৃত্তস্বপ্রকাশঃ; ন অন্যায়ত্তপ্রকাশঃ স্বল্পোঽপি প্রদেশোঽস্তীত্যয়মর্থো বাক্যাদেব সুব্যক্তঃ—"স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" (বৃহদা ৬।৫।১৩) ইতি।

ন চৈবং প্রত্যগাত্মনো ধর্মিস্বরূপস্য কৃৎস্নস্য বিজ্ঞানঘনত্বেঽপ্যপহতপাপ্মত্বসত্যসংকল্পত্বাদিধর্মসম্বন্ধো বাক্যান্তরাবগতো বিরুধ্যতে; যথা সৈন্ধবঘনস্য কৃৎস্নস্য রসঘনত্বে রসনেন্দ্রিয়াবগতে চক্ষুরাদ্যবগতাঃ রূপ-কাঠিন্যাদয়ো ন বিরুধ্যন্তে। ইদমত্র বাক্য-তাৎপর্যম্ — যথা রসবৎস্বাম্রফলাদিষু ত্বগাদিপ্রদেশভেদেন রসভেদে সত্যপি সৈন্ধবঘনস্য সর্বত্রৈকরসত্বম্, তথা আত্মনোঽপি সর্বত্র বিজ্ঞানস্বরূপত্বম্; স্বপ্রকাশস্বরূপত্বমিত্যর্থঃ ॥৪।৪।৭

নহে। এ বিষয়ে যদি প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে 'বিজ্ঞান ঘনই' (বিজ্ঞান ঘন এব) এই অবধারণার্থক 'এব' শব্দের তাৎপর্য কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—সমস্ত আত্মাটিই জড়-বিলক্ষণ স্বয়ং-প্রকাশ স্বভাব, তাহার এমন অল্পমাত্রও অংশ নাই যাহা (স্বয়ংপ্রকাশ নহে বলিয়া) অপরের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে'। 'ঘন সৈন্ধবপিণ্ড যেরূপ ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্রই একই লবণরসে পূর্ণ, ঠিক তদ্রূপ এই আত্মাও অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র একমাত্র ঘন প্রজ্ঞাই বটে'—এই শ্রুতিবাক্য হইতেও ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

এখানে এরূপও হইতে পারে না যে, প্রত্যগাত্মা (জীব) যদি সর্বতোভাবে প্রজ্ঞান ঘন হয়, তাহা হইলে শ্রুত্যন্তরে যে, তাঁহার অপহতপাপ্মত্ব ও সত্য সঙ্কল্পত্বাদি গুণগণের সদ্ভাব বর্ণিত আছে, তাহা তো বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, সম্পূর্ণ সৈন্ধব পিণ্ডটি জিহ্বা দ্বারা কেবল লবণরসাত্মক অবগত হইলেও যেমন তাহাতে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গাহ্য রূপ এবং কাঠিন্যাদির সদ্ভাব বিরুদ্ধ হয় না, ইহাও তদ্রূপ। এখানে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য এইরূপ—যেমন আম্র আদি ফলের ত্বক্ প্রভৃতি অংশভেদে রসের কিছু কিছু বৈলক্ষণ (পার্থক্য) উপলব্ধি থাকে বটে, কিন্তু তথাপি সৈন্ধবপিণ্ডের সর্বত্র যেমন একই লবণরসের উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মারও একমাত্র বিজ্ঞান স্বরূপত্ব অর্থাৎ স্বপ্রকাশরূপত্বই বিদ্যমান ॥৪।৪।৭

তৃতীয়—ব্রাহ্ম-অধিকরণ সমাপ্ত।

৪- সংকল্পাধিকরণম্* (সূত্র ৮, ৯)

সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪।৪।৮

অন্বয়ার্থঃ (মুক্ত পুরুষের) সঙ্কল্পাৎ—ইচ্ছামাত্রেই (তদনুগুণ ফলপ্রাপ্তি); এব—নিশ্চয়ই ; তৎশ্রুতেঃ—যেহেতু সেইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে।

সরলার্থঃ মুক্ত পুরুষের ইচ্ছামাত্রই তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, অন্য কোন পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। ইহা শ্রুতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয়। তিনি যদি পিতৃলোকের অভিলাষী হন তাহা হইলে ইচ্ছা করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পিতৃগণ আসিয়া উপস্থিত হন।

মূল

মুক্তঃ পরংব্রহ্মোপসম্পদ্য জ্ঞানস্বরূপোঽপহতপাপ্মত্বাদিসত্য-সংকল্পত্ব-পর্যন্তগুণক আবির্ভবতীত্যুক্তম্; তমধিকৃত্য সত্যসংকল্প-ত্বপ্রযুক্তা ব্যবহারাঃ শ্রূয়ন্তে—"স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা" (ছান্দো ৮।১২।৩) ইতি। কিমস্য

অনুবাদ

ইতিপূর্বেও বলা হইয়াছে যে, মুক্তপুরুষ পরমব্রহ্মকে লাভ করিয়া জ্ঞান-স্বরূপ এবং অপহতপাপ্মত্ব হইতে সত্যসংকল্পত্ব পর্যন্ত গুণবিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হন, অর্থাৎ মুক্তপুরুষের ঐ সমস্ত গুণ প্রকাশ পায়। সেই মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেই সত্যসংকল্পত্বজনিত বিবিধ ব্যবহারের কথাও শ্রুতিতে শোনা যায়। যথা—"তিনি সেখানে স্ত্রী, বাহন ও বন্ধুগণের সহিত হাস্য ক্রীড়া ও

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য**—

(১) বিষয়—মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মলোকে জ্ঞাতি প্রভৃতির সহিত ক্রীড়াদি ব্যবহার; (২) সংশয়—জ্ঞাতি প্রভৃতিকে পাইবার জন্য মুক্ত পুরুষকে কি কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয়? অথবা কেবল তাঁহার ইচ্ছামাত্রই তাহার উপস্থিত হয়? (৩) পূর্বপক্ষ—জগতে সত্যসঙ্কল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ রাজা প্রভৃতিকেও যখন চেষ্টা করিতে হয়, তখন মুক্ত পুরুষকেও অবশ্যই এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। (৪) উত্তর—না, মুক্ত পুরুষ যখন সত্যসঙ্কল্প এবং শ্রুতিও যখন তাহার ইচ্ছামাত্রে পিতৃগণের উপস্থিতির কথা বলিতেছেন তখন তাহার জ্ঞাতি প্রভৃতিকে পাইবার জন্য আর কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় না। (৫) নির্ণয়—অতএব, বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষ বিনা চেষ্টায় কেবল ইচ্ছামাত্রেই আপনার অভীষ্ট পাইয়া থাকেন।

জ্ঞাত্যাদিপ্রাপ্তিঃ প্রযত্নান্তরসাপেক্ষা উত পরমপুরুষস্যেব সংকল্পমাত্রাদেব ভবতি? ইতি বিশয়ে, লোকে রাজাদীনাং সত্যসংকল্পত্বেন ব্যবহ্রিয়মাণানাং কার্যনিষ্পাদনে প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্বদর্শনাদস্যাপি তৎসাপেক্ষা—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

'সংকল্পাদেব' ইতি। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছাঃ ৮।২।১) ইতি হি সংকল্পাদেব পিত্রাদীনাং সমুত্থানং শ্রূয়তে। ন চ প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্বাভিধায়ি শ্রুত্যন্তরং দৃশ্যতে, যেনাস্য 'সংকল্পাদেব' ইত্যবধারণস্য 'বিজ্ঞানঘন এব' ইতিবদ্ব্যবস্থাপনং ক্রিয়তে ॥৪।৪।৮

রমণকরতঃ বিহার করেন" ইত্যাদি। এখানে সংশয় হয় যে, এই মুক্ত পুরুষের যে জ্ঞাতি প্রভৃতি প্রাপ্তি, তাহা কি অপর কোন প্রযত্নসাপেক্ষ? অথবা পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁহারও কেবল সংকল্পমাত্রেই সাধ্য? জগতে রাজা প্রভৃতি যাহারা সত্যসংকল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ, দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদের কার্যসম্পাদনেও স্বতন্ত্র প্রযত্নের আবশ্যক হয় (কেবল ইচ্ছামাত্রেই কার্যসিদ্ধি হয় না); অতএব, মুক্তপুরুষের সম্বন্ধেও প্রযত্নের অপেক্ষা আছে।

এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে—'সংকল্পাদেব' ইত্যাদি বাক্য। অর্থাৎ সংকল্পমাত্রই সিদ্ধ হয়। কারণ, তদ্বিষয়ে শ্রুতি রহিয়াছে। যথা শ্রুতি—"তিনি যদি পিতৃলোকের অভিলাষী হন, তাহা হইলে ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার পিতৃগণ সমুপস্থিত হন'। এস্থলে, তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই পিতৃগণের সমুত্থান শ্রুত হইতেছে; পক্ষান্তরে, তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্যও যে, পৃথক্ প্রয়োজন আবশ্যক হয়, এ বিষয়ে এমন কোন শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, যাহার দ্বারা 'বিজ্ঞান ঘন এব' শ্রুতির ন্যায়, এই 'সঙ্কল্পাৎ এব' বাক্যোক্ত অবধারণেরও অন্যরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ॥৪।৪।৮

অত এব চানন্যাধিপতিঃ ॥৪।৪।৯

অন্বয়ার্থ ঃ অতঃ এব চ—এই হেতু নিশ্চয়ই (মুক্ত জীব); অনন্যাধিপতিঃ—অন্য কাহারও অধীন নহেন, তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ।

সরলার্থ ঃ এই সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণের জন্য মুক্ত জীব নিশ্চয়ই অন্য কাহারও অধীন নহেন, তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ। শ্রুতিও বলিতেছেন—"স স্বরাট্ ভবতি" অর্থাৎ তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ।

মূল

যতো মুক্তঃ সত্যসংকল্পঃ ; অত এবানন্যাধিপতিশ্চ। অন্যাধিপতিত্বং হি বিধি-নিষেধযোগ্যত্বম্ ; বিধি-নিষেধযোগ্যত্বে হি প্রতিহতসংকল্পত্বং ভবেৎ ; অতঃ সত্যসংকল্পত্বশ্রুত্যৈবানন্যাধিপতিত্বং চ সিদ্ধম্। অত এব 'স স্বরাড্ ভবতি' ইত্যুচ্যতে ॥৪।৪।৯

অনুবাদ

মুক্ত পুরুষ যেহেতু সত্যসঙ্কল্প, সেইহেতু তিনি অনন্যাধিপতিও বটে, অর্থাৎ তাহার অন্য কোন প্রভু থাকে না। অনন্যাধিপতি অর্থ—বিধি ও নিষেধের অযোগ্য, যেহেতু অপরের বিধি ও নিষেধের পাত্র বা আজ্ঞাবহ হইলে নিশ্চয় তাহার সঙ্কল্প বা ইচ্ছার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অতএব, সত্যসঙ্কল্পত্ব-বোধক শ্রুতির দ্বারাই তাহার অনন্যাধিপতিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই কারণেই 'তিনি স্বরাট্ হন', শ্রুতিতে তাঁহাকে 'স্বতন্ত্র' বলা হইয়াছে ॥৪।৪।৯

চতুর্থ—সঙ্কল্পাধিকরণ সমাপ্ত।

৫—অভাবাধিকরণম্* (সূত্র ১০—১৬)

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥৪।৪।১০

অন্বয়ার্থ : অভাবং—(মুক্ত জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের) অভাব ; হি এবম্—যেহেতু শ্রুতিবাক্যই এই প্রকার ; বাদরিঃ আহ—বাদরি নামক আচার্য বলিয়াছেন।

সরলার্থ : বাদরি নামক আচার্য মনে করেন যে, মুক্ত পুরুষ অশরীরী, তাহার দেহ এবং ইন্দ্রিয় নাই। (মুক্ত জীব অশরীরী হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয় রহিত হন)।

* অধিকরণ-তাৎপর্য—

(১) বিষয়—মুক্ত পুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদির সত্তাব ; (২) সংশয়—মুক্ত পুরুষেরও আমাদের ন্যায় দেহেন্দ্রিয়াদির সত্তাব হয় কি, হয় না? (৩) পূর্বপক্ষ—দেহেন্দ্রিয় থাকিলেই যখন সুখ দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, অথচ মুক্ত পুরুষকে সুখ দুঃখের অতীত বলা হইয়াছে, তখন তাহার দেহেন্দ্রিয়াদির সত্তাব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, মুক্ত পুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদি আছে বটে নাইও বটে, কারণ, তিনি সত্যসঙ্কল্প, ইচ্ছা করিলেই দেহী হইতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলেই দেহরহিতও হইতে পারেন। (৫) নির্ণয়—সুতরাং তাঁহারা সশরীরী ও অশরীরী উভয়ই হইতে পারেন। তবে কর্মভোগের জন্য তাহাদের দেহ ধারণ করিতে হয় না।

মূল

কিং মুক্তস্য দেহেন্দ্রিয়াণি ন সন্তি? উত সন্তি? অথবা যথা-সংকল্পং সন্তি ন সন্তি চ? ইতি বিশয়ে,—শরীরেন্দ্রিয়াণামভাবং বাদরিরাচার্যো মন্যতে। কুতঃ? আহ হেবম্—"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বা ব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছান্দো ৮।১২।১) ইতি শরীরসম্বন্ধে দুঃখস্যাবর্জনীয়ত্বমভিধায় "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে" (ছান্দো ৮।১২।১২) ইতি মুক্তস্যাশরীরত্বং হ্যাহ শ্রুতিঃ ॥৪।৪।১০

অনুবাদ

মুক্ত পুরুষেরও দেহেন্দ্রিয়াদি বিদ্যমান থাকে? কি থাকে না? অথবা তাহাদের ইচ্ছানুসারে থাকে, আবার না-ও থাকে? এইরূপ সংশয়ে আচার্য বাদরি মনে করেন যে, তাহার শরীরেন্দ্রিয় থাকে না। কারণ, শ্রুতিও সেইরূপ বলিতেছেন—'সশরীর ব্যক্তির কখনও সুখ ও দুঃখের অভাব হয় না, আবার অশরীরী ব্যক্তিকে সুখ দুঃখ স্পর্শ করে না। এইভাবে শরীর-সম্বন্ধের সহিত সুখ দুঃখ সম্বন্ধের অপরিহার্যত্ব বলিয়া, 'এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ লাভকরতঃ নিজের স্বাভাবিকরূপে অভিব্যক্ত হন', এখানে আবার মুক্ত পুরুষের শরীরাভাব সুস্পষ্ট প্রতিপাদন করিতেছে ॥৪।৪।১০

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥৪।৪।১১

অন্বয়ার্থঃ ভাবং—(মুক্ত জীবের দেহেন্দ্রিয়ের) সদ্ভাব; জৈমিনিঃ—জৈমিনি আচার্য মনে করেন; বিকল্প-আমননাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে বিভিন্ন প্রকার উক্তি আছে।

সরলার্থঃ জৈমিনি আচার্য মনে করেন যে মুক্ত পুরুষের দেহ ও ইন্দ্রিয় আছে। মুক্ত পুরুষ এক প্রকার হন, দুই প্রকার হন, তিন প্রকার হন, পঞ্চ প্রকার হন, সপ্ত প্রকার হন ইত্যাদি।

মূল

মুক্তস্য শরীরেন্দ্রিয়ভাবং জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে। কুতঃ? বিকল্পামননাৎ—বিবিধঃ কল্পো বিকল্পঃ, বৈবিধ্যমিত্যর্থঃ; "স একধা

অনুবাদ

আচার্য জৈমিনি মুক্ত শরীরেও দেহেন্দ্রিয়ের সদ্ভাব মনে করেন। কারণ, নানা প্রকার বিকল্পেরও উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রুতিতে আছে—'তিনি এক প্রকার

ভবতি ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা” (ছান্দো ৭।২৬।২) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। আত্মন একস্যাচ্ছেদ্যস্যানেকধাভাবাসম্ভবাৎ ত্রিধাভাবাদয়ঃ শরীর-নিবন্ধনা ইত্যবগম্যতে। অশরীরত্ববচনং তু কর্মনিমিত্তশরীরাভাবপরম্; তদেব হি শরীরং প্রিয়াপ্রিয়হেতুঃ ॥৪।৪।১১

হন, তিন প্রকার হন, পঞ্চ প্রকার এবং সপ্ত প্রকার হন' ইত্যাদি। একই আত্মার স্বরূপতঃ অনেকধা হওয়া সম্ভবপর হয় না। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই বিবিধ প্রকার অবস্থাগুলি দেহেন্দ্রিয়াদি ঘটিত; তবে যে তাহাকে অশরীরী বলা হয়, তাহার হেতু তাহার কর্মজনিত দেহের সদ্ভাব থাকে না; কর্মজনিত দেহই লোকের সুখ দুঃখ জন্মাইয়া থাকে, মুক্ত শরীরের দেহে সুখ-দুঃখানুভব থাকে না ॥৪।৪।১১

ভগবাংস্তু বাদরায়ণ স্বমতেন সিদ্ধান্তমাহ—

আচার্য ভগবান বাদরায়ণ সূত্রকার স্বমতে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—'দ্বাদশাহবৎ' ইত্যাদি।

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥৪।৪।১২

অন্বয়ার্থঃ দ্বাদশ-আহবৎ—দ্বাদশ যাগের সদৃশ; উভয়বিধং—(মুক্ত জীব) সশরীর এবং অশরীর উভয় প্রকার; বাদরায়ণঃ—সূত্রকার বাদরায়ণ মনে করেন; অতঃ—যেহেতু (মুক্ত জীব সত্যসঙ্কল্প)।

সরলার্থঃ দ্বাদশাহ যাগ নামে একটি কর্মময় যজ্ঞ আছে, সে বিষয়ে দুই প্রকার বিধান আছে (১) ঐশ্বর্যকামী পুরুষেরা দ্বাদশাহ যাগ করিবে। (২) সন্তানকামী-দিগকে দ্বাদশাহ যাগ করাইবে—এইরূপে একই দ্বাদশাহ যজ্ঞকর্তার ইচ্ছাভেদে উভয় প্রকারেই অনুষ্ঠানের বিধান আছে। সেইরূপ মুক্ত পুরুষ যখন ইচ্ছা করেন শরীর ধারণ করিব তখন তাঁহার শরীর থাকে, আবার যখন ইচ্ছা করেন তখন তিনি অশরীরী হন।

মূল

'সংকল্পাদেব' ইত্যেতদতঃ-শব্দেন পরামৃশ্যতে; অত এব সংকল্পাৎ, উভয়বিধং সশরীরমশরীরং চ মুক্তং ভগবান্ বাদরায়ণো

অনুবাদ

সূত্রস্থ 'অতঃ' শব্দ পূর্বোক্ত 'সঙ্কল্পাৎ এব' কথার অনুসরণে বলিতেছেন—এই হেতুই—সত্যসঙ্কল্পত্ব হেতুই মুক্ত পুরুষকে উভয় প্রকার—সশরীর ও অশরীর

মন্যতে; এবঞ্চোভয়ী শ্রুতিরুপপদ্যতে; দ্বাদশাহবৎ—যথা—"দ্বাদশাহ-মৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ", "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ" ইত্যুপৈতি-যজসিচোদনাভ্যাং সংকল্পভেদেন সত্রমহীনং চ ভবতি ॥৪।৪।১২

বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই 'দ্বাদশাহ যাগের' ন্যায় পূর্ব প্রকার শ্রুতিরই উপপত্তি হইতে পারে। অর্থাৎ "ধনাভিলাষী ব্যক্তি-গণ 'দ্বাদশাহ যাগ' করিবে" এবং "সন্তানার্থীদিগকে 'দ্বাদশাহ যাগ' করাইবে"। এখানে 'উপৈতি' (উপেয়ুঃ) ও যজতি (যাজয়েৎ) ক্রিয়ার দ্বারা বিহিত 'দ্বাদশাহ যাগ' যেমন সঙ্কল্পভেদে উভয়রূপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে (ইহাও তদ্রূপ) ॥৪।৪।১২

যদা শরীরাদ্যুপকরণবত্ত্বম্, তদা তানি শরীরাদ্যুপকরণানি স্বেনৈব সৃষ্টানীতি নাস্তি নিয়মঃ; ইত্যাহ—

মুক্ত পুরুষের ভোগোপকরণ শরীরাদি যখন বিদ্যমানই থাকে, তখন ভোগের জন্য তাহাকেই যে, শরীরাদি সৃষ্টি করিয়া যাইতে হইবে এইরূপ কোন নিয়ম নাই। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন বর্ত্তমান সূত্রটি—'তন্বভাবে' ইত্যাদি।

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥৪।৪।১৩

অন্বয়ার্থঃ তনু-অভাবে—শরীর প্রভৃতি ভোগোপকরণ বস্তুর অভাবে; (মুক্ত জীব) সন্ধ্যবৎ—সুষুপ্তিকালের ন্যায় (ভোগ করিতে সমর্থ); উপপত্তেঃ—যেহেতু এইরূপ সঙ্গত।

সরলার্থঃ মুক্তি সময়ে নিজের দেহাদি বিদ্যমান না থাকিলেও স্বপ্ন সময়ের ন্যায় ভোগ করা সম্ভব হয় বলিয়াই মুক্তপুরুষ সত্যসঙ্কল্প হইলেও কোন বস্তুর সৃষ্টি করেন না। পরন্তু পরমেশ্বরের সৃষ্ট বিবিধ উপকরণ দ্বারাই বিবিধ প্রকার লীলা রস আস্বাদন করিয়া থাকেন।

মূল

স্বেনৈব সৃষ্টতনুপ্রভৃত্যুপকরণাভাবে পরমপুরুষসৃষ্টৈরুপকরণৈ-র্ভোগোপপত্তেঃ সত্যসংকল্পোঽপি স্বয়ং ন সৃজতি। যথা স্বপ্নে—

অনুবাদ

মুক্ত পুরুষ স্বনির্মিত ভোগোপকরণ দেহাদি বিদ্যমান না থাকিলেও, পরম-পুরুষ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট উপকরণ দ্বারাই ভোগ সম্পাদন করা সম্ভব হয় বলিয়া, মুক্তপুরুষ সত্যসঙ্কল্প হইলেও নিজে আর তাহা সৃষ্টি করেন না।

"অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যারভ্য "অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে, স হি কর্ত্তা" (বৃহদা ৬।৩।১০) ইতি "য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামংকামং পুরুষো নির্মিমাণঃ, তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে, তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" (কঠঃ ২।৫।৮) ইতি ঈশ্বরসৃষ্টৈঃ রথাদ্যুপকরণৈর্জীবো ভুঙ্‌ক্তে ; তথা মুক্তোঽপি লীলাপ্রবৃত্তেনেশ্বরেণ সৃষ্টৈঃ পিতৃলোকাদিভির্লীলারসং ভুঙ্‌ক্তে ॥৪।৪।১৩

পরন্তু জীব স্বপ্ন-অবস্থায় যেমন, '(স্বপ্ন সময়ে) রথ, রথ-যোগ অশ্বাদি ও পদার্থ সমূহ সৃষ্টি করেন', এই হইতে আরম্ভ করিয়া, 'ক্ষুদ্র সরোবর, পুষ্করিণী ও নদী-সমূহ সৃষ্টি করেন ; কারণ, সেখানে তিনিই কর্ত্তা', এবং 'জীব সুপ্ত হইলেও যিনি প্রচুর পরিমাণে কাম্য বিষয় সৃষ্টি করিয়া জাগ্রত থাকেন, তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম, এবং তিনিই অমৃত নামে কথিত হন, সমস্ত লোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে ; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না—এই শ্রুত্যুক্ত ঈশ্বর-সৃষ্ট রথাদি উপকরণ (ভোগসাধন) দ্বারা ভোগ করিয়া থাকে ; মুক্ত পুরুষও সেইরূপ লীলাপ্রবৃত্ত পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট পিতৃলোকাদি পদার্থ-দ্বারা ঐশী লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥৪।৪।১৩

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥৪।৪।১৪

অন্বয়ার্থ : ভাবে—(মুক্ত পুরুষের) দেহাদির অস্তিত্বকালে ; জাগ্রৎ বৎ—জাগ্রত বদ্ধ পুরুষের ন্যায় (তিনি ভোগ সম্পন্ন করেন)।

সরলার্থ : মুক্ত জীব যখন সত্যসঙ্কল্প তখন তিনি ইচ্ছা করিলেই ভোগসাধন দেহাদি এবং ভোগোপকরণ পিতৃলোকাদির সৃষ্টি করিয়া জাগ্রত বদ্ধ জীবের মতনই এই লীলারস উপভোগ করিতে পারেন। মুক্ত জীব কখনও বা পরমপুরুষ পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক লীলার্থ মুক্তপুরুষদিগের ভোগের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট পিতৃলোকাদি উপভোগ করিয়া থাকেন কখনও বা সত্যসঙ্কল্পরূপে ভগবানের লীলার পুষ্টির জন্য নিজেরাই পিতৃ-লোকাদি বিষয় সৃষ্টি করিয়া থাকেন, উভয়পক্ষই সঙ্গত হইতে পারে।

মূল

স্বসংকল্পাদেব সৃষ্টতনুপ্রভৃতি-পিতৃলোকাদ্যুপকরণভাবে জাগ্রৎ-

অনুবাদ

স্বীয় ইচ্ছানুসারে নির্মিত ভোগসাধন দেহাদির এবং ভোগোপকরণ পিতৃলোকাদির সদ্ভাবে মুক্তপুরুষও জাগ্রৎ পুরুষের মত লীলারস উপভোগ

পুরুষভোগবৎ মুক্তোঽপি লীলারসং ভুঙ্‌ক্তে; পরমপুরুষোঽপি লীলার্থং দশরথ-বসুদেবাদিপিতৃলোকাদিকমাত্মনঃ সৃষ্ট্বা তৈর্মনুষ্য-ধর্ম-লীলারসং যথা ভুঙ্‌ক্তে; তথা মুক্তানামপি স্বলীলায়ৈ পিতৃ-লোকাদিকং স্বয়মেব সৃজতি কদাচিৎ; কদাচিচ্চ মুক্তাঃ সত্য-সংকল্পত্বাৎ পরমপুরুষলীলান্তর্গতস্বপিতৃলোকাদিকং স্বয়মেব সৃজন্তীতি সর্বমুপপন্নম্ ॥৪।৪।১৪

করিয়া থাকেন। স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবান যেরূপ লীলার্থ দশরথ ও বাসুদেব প্রভৃতিকে আপনা হইতে পিতৃরূপে সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের সাহায্যে মনুষ্যোচিত লীলারস উপভোগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ, নিজ লীলার্থে মুক্তগণও তাঁহাদের পিতৃলোকাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কখনও বা নিজেদের সত্যসঙ্কল্পত্ব নিবন্ধন, পরমপুরুষ ভগবানের লীলার মধ্যেই নিজেদের পিতৃলোকাদি পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব, এ সম্বন্ধে কোন বিষয় অসঙ্গত হইতেছে না ॥৪।৪।১৪

নন্বাত্মাণুপরিমাণ ইত্যুক্তম্; কথমনেকশরীরেষ্বেকস্যাণোরাত্মা-ভিমানসম্ভবঃ? ইত্যত্রাহ—

(শঙ্কা—) পূর্বে আত্মাকে 'অণু-পরিমাণ' বলা হইয়াছে। অতএব, অণুপরিমাণ একই আত্মার যুগপৎ বহু শরীরে অভিমান হয় কি প্রকারে?

তদুত্তরে বলিতেছেন—

প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥৪।৪।১৫

অন্বয়ার্থঃ প্রদীপবৎ—প্রদীপের ন্যায়; আবেশঃ—ব্যাপ্তি; তথাহি দর্শয়তি—(শ্রুতি) সেই প্রকারই প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থঃ প্রদীপ যেমন একস্থানে অবস্থিত থাকিয়া নিজ আলোকের বিস্তার দ্বারা অন্যস্থানে ব্যাপ্ত হয় সেইরূপ একই দেহের এক অংশে অবস্থিত আত্মা নিজ চৈতন্য গুণের দ্বারা দেহের অন্যান্য অংশে প্রবেশ করিয়া অন্য স্থানেও ব্যাপ্ত হইতে পারেন।

মূল

যথা প্রদীপস্যৈকস্যৈকস্মিন্ দেশে বর্ত্তমানস্য স্বপ্রভয়া দেশান্তরা-বেশঃ তথা আত্মনোঽপ্যেকদেহস্থিতস্যৈব স্বপ্রভারূপেণ চৈতন্যেন সর্ব-

অনুবাদ

প্রদীপ যেমন একস্থানে বর্ত্তমান থাকিয়াও স্বীয় প্রভার দ্বারা স্থানান্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ এক দেহে স্থিত আত্মারও, স্বপ্রভাস্থানীয় চৈতন্য

শরীরাবেশো নানুপপন্নঃ ; যথা চৈকস্মিন্নপি দেহে হৃদয়াদ্যেকপ্রদেশ-বর্ত্তিনোঽপি চৈতন্যব্যাপ্ত্যা সর্বস্মিন্ দেহে আত্মাভিমানঃ তদ্বৎ। ইয়ান্ বিশেষঃ—অমুক্তস্য কর্মণা সঙ্কুচিতজ্ঞানস্য দেহান্তরেষু আত্মাভিমানানুগুণা ব্যাপ্তির্ন সম্ভবতি ; মুক্তস্য তু অসঙ্কুচিতজ্ঞানস্য যথাসংকল্পমাত্মাভিমানানুগুণা ব্যাপ্তিঃ 'ইদম্' ইতি গ্রহণানুগুণা চ নানুপপন্না। তথা হি দর্শয়তি—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥" (শ্বেতাঃ ৫।৯)

ইতি। অমুক্তস্য কর্ম নিয়ামকম্ ; মুক্তস্য তু স্বেচ্ছেতি বিশেষঃ ॥৪।৪।১৫

দ্বারা অন্যান্য শরীরে প্রবেশ করা অনুপপন্ন হয় না। যেমন একই দেহের মধ্যে হৃদয় প্রভৃতি প্রদেশ বিশেষে বর্ত্তমান আত্মার চৈতন্যগুণের সম্প্রাসরণ দ্বারা সমস্ত দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। এইমাত্র বিশেষ যে, অমুক্ত অর্থাৎ বদ্ধ পুরুষের জ্ঞান, প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা সঙ্কুচিত হওয়ায়, দেহান্তরে আত্মাভিমানের উপযুক্ত জ্ঞান ব্যাপ্তি সম্ভব হয় না, কিন্তু মুক্ত পুরুষের জ্ঞান অসঙ্কুচিত থাকায়, তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্যত্রও আত্মাভিমানের অনুকূল স্বতন্ত্র-ভাবে বস্তু গ্রহণ করিবার (অর্থাৎ এই বস্তু এই প্রকার) উপযুক্ত জ্ঞান ব্যাপ্তি অনুপপন্ন হয় না। 'শতধা বিভক্ত কেশাগ্রকে পুনশ্চ শতভাগে বিভক্ত করিলে পরিমাণ যাহা হয়, জীব তাহার এক ভাগের তুল্য-পরিমাণ ; সেই জীবই আবার আনন্ত্য লাভেও সমর্থ হয়' ; এই শ্রুতিও উক্ত প্রকার অভিপ্রায়ই প্রদর্শন করিতেছে। মুক্ত ও অমুক্ত পুরুষের মধ্যে বিশেষ এই যে, অমুক্তের নিয়ামক বা পরিচালক হয় কর্ম আর মুক্তের নিয়ামক হয়—তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ॥৪।৪।১৫

ননু পরং ব্রহ্ম প্রাপ্তস্যান্তর-বাহ্যজ্ঞানলোপং দর্শয়তি শ্রুতিঃ—"প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্" (বৃহদা ৬।৩।২১), ইতি ; তৎ কথং মুক্তস্য সার্বজ্ঞ্যমুচ্যতে ? তত্রোত্তরম্—

(পুনরায় শঙ্কা—) জিজ্ঞাসা করি, 'জীব, প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্যক্ আলিঙ্গিত হইয়া, বাহ্য বা অন্তর কোন বিষয়ই জানে না', এই শ্রুতি ব্রহ্ম-প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের বাহ্যান্তর জ্ঞান-বিলোপের কথা প্রকাশ করিতেছেন, তবে আবার, মুক্ত পুরুষের সর্বজ্ঞতা বলা হইতেছে কি প্রকারে ?

তদুত্তরে বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—

স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥৪।৪।১৬

অন্বয়ার্থ ঃ স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোঃ—সুষুপ্তি এবং মরণ অবস্থায় ; অন্যতর-অপেক্ষম্ আবিষ্কৃতং—এই অবস্থাদ্বয়ের একটিকে লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যকে পূর্বোক্ত জ্ঞান বিলোপের কথা বলা হইয়াছে ; হি—ইহা নিশ্চয়।

সরলার্থ ঃ শ্রুতিতে যে বাহ্য এবং আন্তর জ্ঞান বিলোপের কথা আছে তাহা মুক্ত পুরুষের বিষয়ে নহে, কিন্তু সুষুপ্তি ও মরণদশাপন্ন বদ্ধ জীবের বিষয়ে বলা হইয়াছে। আত্মদর্শী মুক্ত পুরুষ সমস্ত বিষয় দর্শন করেন।

মূল

নেদং বচনং মুক্তবিষয়ম্ ; অপি তু স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষম্। স্বাপ্যয়ঃ—সুষুপ্তিঃ ; সম্পত্তিশ্চ মরণম্, "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (ছান্দো ৬।৮।৬) ইত্যারভ্য 'তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্' ইতি বচনাৎ। তয়োশ্চাবস্থয়োঃ প্রাজ্ঞপ্রাপ্তির্নিঃসম্বোধত্বং চ বিদ্যতে ; অতস্তয়োরন্যতরাপেক্ষমিদং বচনম্। সুষুপ্তি-মরণয়োর্নিঃসম্বোধত্বং, মুক্তস্য চ সর্বজ্ঞত্বমাবিষ্কৃতং হি শ্রুত্যা—"নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি" (ছান্দো ৮।১১।২) ইতি সুষুপ্তিবেলায়াং

অনুবাদ

পূর্বোক্ত 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ' ইত্যাদি শ্রুতিটি মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই ; পরন্তু, 'স্বপ্যয়' ও 'সম্পত্তি' অর্থাৎ সুষুপ্তি ও মরণ, এই অবস্থাদ্বয়ের বিষয়ে বলা হইয়াছে। 'বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সংযুক্ত হয়', এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া, বলা হইয়াছে যে, 'তেজ বা শারীর-উষ্মা পরদেবতায় সম্মিলিত হয়', এই সুষুপ্তি ও মরণাবস্থায় জীবের প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ ও সংজ্ঞাহীন ভাব শ্রুতিতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে উক্ত অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই, ঐ কথা বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ সুষুপ্তি ও মরণাবস্থায় সংজ্ঞার অভাব এবং মুক্ত পুরুষের সর্বজ্ঞতার সদ্ভাব স্বয়ং শ্রুতিই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—যথা, 'এই সুষুপ্ত পুরুষ, নিশ্চয় এখন আপনাকে জানিতেছে না যে, 'আমি অমুক', এবং (দৃশ্যমান) এই সকল ভূতনিবহকেও জানিতেছে না, (ঠিক যেন) বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে ; আমি এই অবস্থায় জীবের কিছু মাত্র ভোগ দেখিতেছি না', এইরূপে সুষুপ্তি অবস্থায় সংজ্ঞাহীনতার কথা বলিয়া, সেই বাক্যেই আবার,

নিঃসম্বোধত্বমুক্ত্বা তস্মিন্নেব বাক্যে মুক্তমধিকৃত্য "স বা এষ দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে" (ছান্দো ৮।১২।৫) ইতি সর্বজ্ঞত্বমুচ্যতে। তথা "সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ" (ছান্দো ৭।২৬।২) ইতি চ স্পষ্টমেব সর্বজ্ঞত্বমুচ্যতে। তথা মরণে চ নিঃসম্বোধত্বম্ "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি" (বৃহঃ ৪।৪।১২) ইত্যুক্তম্। বিনশ্যতি ন পশ্যতীত্যর্থঃ। অতঃ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা" (বৃহঃ ৪।৩।২১) ইতি বচনং স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষম্ ॥৪।৪।১৬

মুক্ত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার সর্বজ্ঞতার কথা বলিতেছেন—'সেই এই মুক্ত পুরুষ দিব্য চক্ষু এবং মনের দ্বারা ব্রহ্মলোকবর্ত্তী এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করিতেছেন'। এইরূপ 'আত্মদর্শী পুরুষ সর্ববিষয় দর্শন করেন, সর্বতোভাবে সর্ববিষয় প্রাপ্ত হন'; এখানে তো স্পষ্টভাবেই সর্বজ্ঞতার কথা রহিয়াছে। এইরূপ মরণ সময়েও যে, কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না তাহাও শ্রুতি বলিতেছেন —'এই সমস্ত ভূত হইতে উত্থিত হইয়া আবার সে সমস্তকেই লক্ষ্য করিয়া বিনষ্ট হয়'। উক্ত শ্রুতির 'বিনষ্ট হয়' কথার অভিপ্রায়, 'দর্শন করে না'। অতএব, বুঝিতে হইবে যে 'প্রাজ্ঞেন আত্মনা' (প্রাজ্ঞ পুরুষ কর্তৃক) (বৃহদারণ্যকের) এই শ্রুতিবাক্যটি 'স্বাপ্যয় ও সম্পত্তি' (সুষুপ্তি ও মরণাবস্থা) এই অবস্থাদ্বয় হইতে অন্যতর অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। (কিন্তু মুক্ত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া নহে।) ॥৪।৪।১৬

পঞ্চম—অভাব-অধিকরণ সমাপ্ত।

৬—জগদ্ব্যাপারবর্জ-অধিকরণম্* (সূত্র ১৭—২২)

জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥৪।৪।১৭

অন্বয়ার্থঃ জগদ্ব্যাপারবর্জং—জগৎ সৃষ্টির কার্য ব্যতিরিক্ত (মুক্ত জীবের 'ঈশ্বর-সাম্য'); প্রকরণাৎ—যেহেতু বিভিন্ন শ্রুতির জগৎসৃষ্টি প্রকরণে; অসন্নিহিতত্বাৎ চ—মুক্ত জীবের বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকায়ও।

---

* **অধিকরণ-তাৎপর্য—**

(১) বিষয়—মুক্ত পুরুষের ভোগ বা ঐশ্বর্য চিন্তা; (২) সংশয়—মুক্ত পুরুষের ভোগ কিরূপ? উহা জগৎসৃষ্টি ও তৎপরিচালনাদি রূপ? অথবা কেবল ব্রহ্ম-বিভূতি-

সরলার্থঃ 'জগৎ-ব্যাপার'—এই ব্যাপার শব্দে সৃষ্টি স্থিতি (নিয়মন) এবং সংহার প্রভৃতি কার্য বুঝাইতেছে। এই জগৎ-ব্যাপার রূপ কার্য সম্বন্ধে সৃষ্টি প্রকরণে ব্রহ্মের কথাই আছে, এই মুক্ত জীবের কোন উল্লেখ নাই। মুক্ত জীবের যে ব্রহ্মসাম্য লাভ তাহা সর্বতোভাবে ব্রহ্মসাম্য নহে। এই সাম্যের অর্থ এই যে ব্রহ্ম যেরূপ নিজের বিভূতি অনুভব করেন, মুক্ত পুরুষও সেইরূপই ব্রহ্মের বিভূতি অনুভব করিয়া থাকেন।

মূল

কিং মুক্তস্যৈশ্বর্যং জগৎস্রষ্ট্যাদি পরমপুরুষাসাধারণং সর্বেশ্বরত্বমপি, উত তদ্রহিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মিতি সংশয়ঃ। কিং যুক্তম্? জগদীশ্বরত্বমপীতি। কুতঃ? "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মুণ্ডক ৩।১।৩) ইতি পরমপুরুষেণ পরমসাম্যাপত্তিশ্রুতেঃ, সত্যসংকল্পত্বশ্রুতেশ্চ। ন হি পরমসাম্যসত্যসংকল্পত্বে সর্বেশ্বরাসাধারণজগন্নিয়মনেন বিনোপপদ্যেতে; অতঃ সত্যসংকল্পত্ব-পরমসাম্যো-

---

অনুবাদ

বেশ, মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য হয়—এই কথা বলা হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে পরমেশ্বরের যে, অনন্যসাধারণ প্রভুত্ব আছে, মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্যও কি সেইরূপই? অথবা, তাহার ঐশ্বর্য কেবল পরমপুরুষ ভগবদনুভবের অনুকূল শরীরাদি সৃষ্টিবিষয়ক মাত্র? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত?

জগদীশ্বরত্ব অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ক পক্ষই। কারণ, 'নিরঞ্জন (রাগদ্বেষরহিত) পুরুষ পরম সাম্য লাভ করেন', ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমপুরুষের সহিত আত্যন্তিক সাম্য লাভের কথা রহিয়াছে। এবং শ্রুতিতে মুক্ত পুরুষকে সত্যসঙ্কল্পও বলা হইয়াছে। সর্বেশ্বরের অসাধারণ কার্য যে, জগৎ সৃষ্টি ও তাহার পরিচালনা প্রভৃতি, তাহার অভাবে কখনই পরমসাম্য ও সত্যসঙ্কল্পত্বাদি ধর্ম উপপন্ন হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষ

অনুভবাত্মক মাত্র? (৩) পূর্বপক্ষ—মুক্ত পুরুষ যখন অত্যন্তিকভাবে ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করেন, তখন ব্রহ্মের ন্যায় তাঁহারও জগৎসৃষ্টি ও তাহার নিয়মনাদি কার্যে অধিকার থাকা সম্ভব। (৪) উত্তর—না, জগৎ-সৃষ্টি ও নিয়মনাদি মুক্তের ঐশ্বর্যের বিষয় নহে; কারণ, সৃষ্টি প্রকরণে ব্রহ্মেরই কথা আছে কিন্তু মুক্তের কোন উল্লেখ নাই। তবে তাহার যে ব্রহ্ম-সাম্য তাহার অর্থ—ব্রহ্ম যেরূপ নিজের বিভূতি অনুভব করেন, মুক্ত পুরুষও তদ্রূপ ব্রহ্ম-বিভূতি অনুভব করিয়া থাকেন। (৫) নির্ণয়—অতএব, মুক্তের যে ব্রহ্মসাম্যের কথা আছে, তাহা কেবল ব্রহ্মানুভব ও তদ্বিভূতি-অনুভব বিষয়ে কিন্তু জগৎ-সৃষ্টি প্রভৃতি ঐশ্বরিক ব্যাপার বিষয়ে নহে।

পপত্তয়ে সমস্তজগন্নিয়মনরূপমপি মুক্তস্যৈশ্বর্যমিতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

জগদ্ব্যাপারবর্জম্—ইতি। জগদ্ব্যাপারঃ—নিখিলচেতনাচেতন-স্বরূপস্থিতি-প্রবৃত্তিভেদনিয়মনম্, তদ্বর্জং নিরস্তনিখিলতিরোধানস্য নির্ব্যাজব্রহ্মানুভবরূপং মুক্তস্যৈশ্বর্যম্। কুতঃ? প্রকরণাৎ — নিখিল-জগন্নিয়মনং হি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্যায়ায়তে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন যাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম" (তৈঃ ভৃগু, ১ অনুঃ) ইতি। যদ্যেতন্নিখিলজগন্নিয়মনং মুক্তা-নামপি সাধারণং স্যাৎ, ততশ্চেদং জগদীশ্বরত্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণং ন সঙ্গচ্ছতে; অসাধারণস্য হি লক্ষণত্বম্। তথা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" (ছান্দো ৬।২।১), "ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ,

---

অতএব, মুক্ত পুরুষের সত্যসঙ্কল্পত্ব ও ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্য লাভ উপপাদনের জন্য তাহার সমগ্র জগৎ পরিচালনাদি ঐশ্বর্যও স্বীকার করিতে হইবে।

এইরূপ অভিমতের উত্তরে বলা হইতেছে—'জগৎব্যাপারবর্জম্' ইত্যাদি।

জগৎব্যাপার মানে—চেতনাচেতন সমস্ত জগতের স্থিতি ও কার্য বিভাগের নিয়মন বা পরিচালনা। 'তদ্‌বর্জম্' মানে—তদ্ভিন্ন, অর্থাৎ সর্বতোভাবে অবিদ্যার আবরণ বিনির্মুক্ত মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য হইতেছে—যথাযথরূপে ব্রহ্মানুভব করা। এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ হইতেছে প্রকরণ বা প্রসঙ্গ। পরব্রহ্মের প্রসঙ্গেই নিখিল জগৎ-শাসনের কথা পঠিত আছে। যথা 'এই সমস্ত ভূতবর্গ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালেও যাঁহাতে বিলীন, হইয়া থাকে, তাঁহাকেই বিশেষভাবে জান, তিনিই ব্রহ্ম ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, এই সর্বজগৎ-শাসনকার্যে যদি ঈশ্বরের ন্যায় মুক্ত পুরুষেরও তুল্য অধিকার থাকিত, তাহা হইলে 'জগদীশ্বরত্ব' কথাটি কখনই ব্রহ্মের লক্ষণ মধ্যে সন্নিবেশিত হইত না; কারণ, যাহা অসাধারণ অর্থাৎ অন্যত্র যাহা নাই, তাহাই লক্ষণ হইয়া থাকে। (কিন্তু, জগৎশাসন যদি ঈশ্বর ও মুক্ত, উভয়েরই তুল্য হয় তাহা হইলে জগদীশ্বরত্ব আর ব্রহ্মের লক্ষণ হইবে কিরূপে?) তাহার পর, 'হে সোম্য! অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল তিনি সঙ্কল্প করিলেন—আমি বহু হইব জন্মিব, তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন', 'অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) এই জগৎ এক ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি একাকী

সিদ্ধান্ত

তদেকং সন্ন ব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্ — যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণি* ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি (বৃহদা ৩।৪।১১), "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি, স ইমান্ লোকানসৃজত" (ঐতঃ ১।১), "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্যঃ, স একাকী ন রমেত তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণি" (মহোঃ ১।১) ইত্যাদিষু। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ" (বৃহদা ৫।৭।৩) ইত্যারভ্য "য আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃহ-মাধ্য ৬।৭) ইত্যাদিষু চ নিখিল-জগন্নিয়মনং পরমপুরুষং প্রকৃত্যৈব শ্রূয়তে। অসন্নিহিতত্বাচ্চ— ন চৈতেষু নিখিলজগন্নিয়মনপ্রসঙ্গেষু মুক্তস্য সন্নিধানমস্তি; যেন জগদ্ব্যাপারস্তস্যাপি স্যাৎ ॥৪।৪।১৭

থাকিলেন না, তিনি প্রশস্ত ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করিলেন, যাহারা এই দেব ক্ষত্রিয়—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান'; 'অগ্রে এই জগৎ এক আত্মস্বরূপই ছিল, ক্রিয়াশীল আর কিছুই ছিল না; তিনি সঙ্কল্প করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন', 'একমাত্র নারায়ণই ছিলেন; ব্রহ্মা, ঈশান এই দ্যাবা পৃথিবী, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য ছিল না; তিনি একাকী তৃপ্তি লাভ করিলেন না; তিনি ধ্যানস্থ হইলে পর তাঁহার একটি কন্যা ও দশটি ইন্দ্রিয়' ইত্যাদি (শ্রুতি বাক্যেও সৃষ্টি কার্য একমাত্র ব্রহ্মেরই দেখিতে পাওয়া যায়)। তাহার পর, 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক', এই হইতে আরম্ভ করিয়া, 'যিনি আত্মাতে অবস্থিত' এই পর্যন্ত শ্রুতিবাক্যেও কেবল পরমপুরুষ ভগবানের সম্বন্ধেই জগৎ-শাসন প্রভৃতি কার্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার পর, অসন্নিহিতত্বও অপর কারণ, অর্থাৎ, এই যে সমস্ত জগৎশাসনের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, ইহার কোথাও মুক্তপুরুষের সান্নিধ্য বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই, যাহাতে তাঁহারও জগৎ-শাসনাদি ক্ষমতা কল্পনা করা যাইতে পারে। (অতএব, বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষের জগৎশাসনাদি কার্যে ক্ষমতা নাই) ॥৪।৪।১৭

---

*—দেবত্রা ক্ষত্রাণি—পাঠভেদঃ।

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিক-মণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥৪।৪।১৮

অন্বয়ার্থ : প্রত্যক্ষোপদেশাৎ—শ্রুতির উপদেশ হইতে (জীবের পরমস্বতন্ত্রতা প্রতিপন্ন হয়) ; ইতি চেৎ—ইহা যদি মনে হয় ; (তদুত্তরে বলিতেছেন) ন—তাহা ঠিক নহে ; (এই স্বতন্ত্রতাও পরম স্বতন্ত্র পুরুষ পরমেশ্বর কর্তৃকই প্রদত্ত)। আধিকারিক-মণ্ডলস্থোক্তেঃ—যেমন ব্রহ্মাকে প্রাকৃত ভূমণ্ডলস্থ জগৎসৃষ্টির অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে সেইরূপ।

সরলার্থ : 'মুক্ত জীব স্বরাট্ হন', 'সর্বত্র স্বেচ্ছাবৃত্তিযুক্ত হন' এই প্রকার অর্থ-বোধক কয়েকটি শ্রুতি হইতে সন্দেহ হইতে পারে যে মুক্ত জীবের জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে অধিকার আছে। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, এ সন্দেহ অমূলক কারণ উক্ত প্রকার শ্রুতিতে মুক্ত জীবের যে সমস্ত সম্পদের উল্লেখ আছে তাহা কেবল পরমেশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ভোগস্থানের অধিকারযুক্ত অবস্থাপন্ন পুরুষে প্রযোজ্য, যথা—ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকর্তৃত্ব।

মূল

"স স্বরাড্ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছান্দো ৭।২৫।২), "স ইমান্ লোকান্ — কামান্নী কামরূপ্যনুসংচরন্" (তৈ-ভৃগু ১০।৫) ইতি প্রত্যক্ষেণ — শ্রুত্যা মুক্তস্য জগদ্ব্যাপার উপদিশ্যতে ; অতো ন জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি চেৎ ; তন্ন, আধিকারিক-মণ্ডলস্থোক্তেঃ ; আধিকারিকাঃ—অধিকারেষু নিযুক্তা হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ ; মণ্ডলানি তেষাং লোকাঃ ; তৎস্থাঃ ভোগাঃ মুক্তস্যাকর্মবশ্যস্য

অনুবাদ

যদি বলা যায়—'তিনি স্বরাট্ হন, সমস্ত লোকে (ভোগস্থানে) তাঁহার কামাচার বা যথেচ্ছাচার (স্বাধীন বৃত্তি) হইয়া থাকে', 'সেই মুক্ত পুরুষ স্বেচ্ছানুসারে রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই সমস্ত লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন' ইত্যাদি বাক্য প্রত্যক্ষভাবে শ্রুতিতে জাগতিক কার্যেও মুক্ত পুরুষের অধিকার উপদিষ্ট আছে ; অতএব, তাহার অধিকারকে 'জগৎব্যাপারবর্জম্' বলা যাইতে পারে কিরূপে ? (তদুত্তরে বলা হইতেছে—) না, সে কথা হইতে পারে না ; কারণ, উহা হইতেছে আধিকারিক-মণ্ডলস্থ ভোগের কথা ; 'আধিকারিক' অর্থ —কার্যের অধিকার বিশেষে নিযুক্ত—হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) প্রভৃতি, 'মণ্ডল' মানে—সেই আধিকারিকগণের লোক বা ভোগ-স্থান। সেই সমস্ত লোকে মুক্ত

ভবন্তীত্যয়মর্থঃ "তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছাঃ ৭।২৫।২) ইত্যাদিনোচ্যতে। অকর্মপ্রতিহতজ্ঞানো মুক্তো বিকারলোকান্ ব্রহ্মবিভূতিভূতাননুভূয় যথাকামং তৃপ্যতীত্যর্থঃ। তদেবং বিকারান্তর্বর্ত্তিনঃ আধিকারিক-মণ্ডলস্থান্ সর্বান্ ভোগান্ ব্রহ্মবিভূতিভূতাননুভবতীত্যনেন বাক্যেনোচ্যতে; ন জগদ্ব্যাপারঃ ॥৪।৪।১৮

পুরুষের ভোগসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'তস্য সর্বেষু লোকেষু কামাচারো ভবতি'। ইহার তাৎপর্য এই যে, মুক্ত পুরুষের জ্ঞান শক্তি প্রাক্তন কর্ম বা কর্মবাসনার দ্বারা প্রতিহত হয় না, তখন তিনি বিকারগত অর্থাৎ পরিণামভূত ভিন্ন ভিন্ন লোক ও ব্রহ্ম-মহিমা অনুভব করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, বিকারের অর্থাৎ প্রাকৃত ত্রিগুণের পরিণামের অন্তর্গত আধিকারিক পুরুষদিগের অধিকার-ভুক্ত সমস্ত ভোগস্থানে ব্রহ্ম-মহিমাত্মক নানাবিধ ভোগ তিনি (মুক্ত পুরুষ) অনুভব করিয়া থাকেন, এই অর্থই 'স্বরাট্' শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু জগদ্ব্যাপারে কর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই ॥৪।৪।১৮

যদি সংসারিবৎ মুক্তোঽপি বিকারান্তর্বর্ত্তিনো ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে তর্হি বদ্ধস্যেব মুক্তস্যাপ্যন্তবদেব ভোগ্যজাতমল্পং চ স্যাৎ; তত্রাহ—

এখন আবার (পূর্ব সূত্রের অর্থে) আপত্তি হইতেছে যে, সংসারীর ন্যায় মুক্ত পুরুষকেও যদি বিকারান্তর্গত ভোগ্য বিষয়ই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে বদ্ধ সংসারীর ন্যায় মুক্তেরও ভোগ্য বিষয়গুলি অন্তবান (নাশবান) ও অল্প হইতে পারে কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বিকারাবর্ত্তি' ইত্যাদি বাক্য।

বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি স্থিতিমাহ ॥৪।৪।১৯

অন্বয়ার্থঃ বিকার-অবর্ত্তি—বিকাররহিত, নির্বিকার; চ—নিশ্চয়; তথা হি স্থিতিম্—(শ্রুতি) সেইরূপ অবস্থিতির কথা; আহ—বলিতেছেন।

সরলার্থঃ যিনি কখনও বিকাররূপে বর্ত্তমান থাকেন নাই তিনি বিকারাবর্ত্তি বা নির্বিকার। পরমব্রহ্মই নির্বিকার। এই নির্বিকার পরমব্রহ্মই প্রকৃতপক্ষে মুক্ত পুরুষের ভোগ্য বা অনুভাব্য বিষয়। পরমব্রহ্মকে সর্বতোভাবে অনুভব করিতে হইলে তাহার বিভূতিও অবশ্য অনুভাব্য। সুতরাং মুক্ত পুরুষকে লীলা বিভূতির অন্তর্গত বিকার বা পরিমাণশীল ভোগ্য বিষয়গুলিও অনুভব করিতে হয়। অতএব মুক্ত এবং বদ্ধ এই উভয় প্রকার জীবের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বিকারী বস্তুর ভোগে যথেষ্ট পার্থক্য।

মূল

বিকারে—জন্মাদিকে ন বর্ত্তত ইতি বিকারাবর্ত্তি ; নির্ধূতনিখিল-বিকারং নিখিলহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানং নিরতিশয়ানন্দং পরং ব্রহ্ম সবিভূতিকং সকলকল্যাণগুণমনুভবতি মুক্তঃ। তদ্বিভূত্যন্তর্গতত্বেন বিকারবর্ত্তিনাং লোকানামপি মুক্তভোগ্যত্বম্। তথা হি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি নির্বিকারেঽনবধিকাতিশয়ানন্দে মুক্তস্যানুভবিতৃত্বেন স্থিতিমাহ শ্রুতিঃ—"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি" (তৈ-আন ৭), "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" (ঐ) ইত্যাদিকা। তদ্বিভূতিভূতং চ জগৎ তত্রৈব বর্ত্ততে "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" (কঠঃ ২।৩।৮) ইতি শ্রুতেঃ। অতঃ সবিভূতিকং ব্রহ্মানুভবন্ বিকারান্তর্বর্ত্তিনঃ আধিকারিক-মণ্ডলস্থানপি ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি "সর্বেষু লোকেষু কামচারঃ" (ছান্দো ৭।২৫।২) ইত্যাদিনোচ্যতে ; ন মুক্তস্য জগদ্ব্যাপারঃ ॥৪।৪।১৯

অনুবাদ

'বিকার' মানে—জন্মাদি, যাহা সেই জন্মাদি বিকার সম্পন্ন নহে—জন্মাদি রহিত, তাহাই 'বিকারাবর্ত্তী', অর্থাৎ যিনি সর্বপ্রকার বিকার সংসর্গশূন্য, সর্বপ্রকার হেয়বিরোধী মঙ্গলপ্রবণ এবং সর্বাধিক আনন্দময় ও সকল কল্যাণ-নিধান, মুক্ত পুরুষ সেই পরব্রহ্ম ও তাঁহার বিভূতি নিচয়ের অনুভব করিয়া থাকেন। কাজেই সেই সমস্ত স্থানগুলিও মুক্ত পুরুষের অনুভাব্য হইয়া থাকে। স্বয়ং শ্রুতিও নির্বিকার ও নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মের অনুভবকর্ত্তারূপে মুক্ত পুরুষেরও অবস্থিতি প্রতিপাদন করিতেছেন—"সেই সময় এই মুক্ত পুরুষ অদৃশ্য (দৃষ্টির অগোচর), অনাত্মা (স্থূল-সূক্ষ্ম দেহরহিত), অনিলয়ন (যাহা কোথাও লয় প্রাপ্ত হয় না, তাদৃশ) এই ব্রহ্মে অভয়—সর্বভয় নিবারণ প্রতিষ্ঠা (অবস্থিতি) লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন", "তিনি রসস্বরূপ, এই জীব সেই রস লাভ করিয়া আনন্দিত হয়" ইত্যাদি। পরব্রহ্মের বিভূতি এই দৃশ্যমান জগৎও তাঁহাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে ; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—"সমস্ত জগৎই তাঁহার আশ্রিত, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না"। অতএব, মুক্ত পুরুষ বিভূতির সহিত ব্রহ্মকে অনুভব করিতে যে বিকারান্তর্গত আধিকারিক মণ্ডলস্থিত ভোগ্য বস্তুনিচয়কেও ভোগ বা অনুভব করিয়া থাকেন, তাহাই 'সর্বেষু লোকেষু কামাচারঃ' শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু মুক্ত পুরুষের জগদ্ব্যাপার প্রতিপাদিত হয় নাই ॥৪।৪।১৯

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥৪।৪।২০

অন্বয়ার্থ ঃ এবম্ — জগদ্ব্যাপার ঈশ্বরের অধীন এই বিষয় ; প্রত্যক্ষ-অনুমানে চ — শ্রুতি এবং স্মৃতিও ; দর্শয়তঃ—প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থ ঃ নিখিল জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে এবং তাহার নিয়মন ও পরিচালনা ব্যাপারে যে কর্তৃত্ব তাহা শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রমাণ করিয়াছেন।

মূল

অস্য প্রত্যগাত্মনো মুক্তস্য নিয়াম্যভূতস্য নিয়ন্তৃভূতপরমপুরুষাসাধারণং জগদ্ব্যাপাররূপং নিয়মনং ন সম্ভবতীত্যুক্তম্ ; নিখিলজগন্নিয়মনরূপো ব্যাপারঃ পরমপুরুষাসাধারণ ইতি দর্শয়তঃ শ্রুতিস্মৃতী—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" (তৈ-আনঃ ৮) ইতি, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" (বৃহঃ ৩।৮।৯) ইত্যাদিঃ ; তথা "এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" (বৃহদা ৪।৪।২২) ইতি চ শ্রুতিঃ।

স্মৃতিরপি—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধি পরিবর্ত্ততে ॥" (গীতা ৯।১০) ইতি,

অনুবাদ

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, জগতের শাসনকর্তা পরমেশ্বরের অসাধারণ ধর্ম যে শাসনকার্য, তাহা নিয়াম্য বা শাসনাধীন মুক্ত জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না। নিখিল জগৎ-শাসনরূপ ব্যাপারটি যে পরমপুরুষ পরমব্রহ্মেরই অসাধারণ ধর্ম, তাহা শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রও প্রতিপাদন করিতেছে। যথা শ্রুতি —"ইঁহার ভয়ে সূর্য উদিত হইতেছে এবং ইঁহারই ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে, অর্থাৎ নিজ নিজ কার্যে রত রহিয়াছে", "হে গার্গি, এই অক্ষর বা কূটস্থ ব্রহ্মের শাসনেই সূর্য ও চন্দ্র বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ পড়িয়া যাইতেছে না" ইত্যাদি। আবার শ্রুতি — "ইনিই সকলের ঈশ্বর, ভূতগণের অধিপতি বা পালক, এবং ইনিই এই জগতের সাঙ্কর্য নিবারণের সেতুস্বরূপ" ইত্যাদি। স্মৃতিও বলিতেছেন—"হে কৌন্তেয় (অর্জুন), প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় এই চরাচর জগৎ প্রসব করিতেছে",

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীতা ১০।৪২) ইতি চ।

তথা মুক্তস্য সত্যসংকল্পত্বাদিপূর্বকস্যাপ্যানন্দস্য পরমপুরুষ এব হেতুরিতি শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ—"এষ হ্যেবানন্দয়াতি"—

"মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥" (গীতা ১৪।২৬, ২৭) ইতি।

যদ্যপি অপহতপাপ্মত্বাদিঃ সত্যসংকল্পত্বপর্যন্তো গুণগণঃ প্রত্যগাত্মনঃ স্বাভাবিক এবাবির্ভূতঃ, তথাপি তস্য তথাবিধত্বমেব পরমপুরুষায়ত্তম্; তস্য নিত্যস্থিতিশ্চ তদায়ত্তা; পরমপুরুষস্যৈতন্নিত্যতায়াঃ নিত্যেষ্টত্বাৎ নিত্যতয়া বর্ত্তত ইতি ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ। এবমেব পরমপুরুষ-ভোগোপকরণস্য লীলোপকরণস্য চ নিত্যতয়া শাস্ত্রাবগতস্য পরম-পুরুষস্য নিত্যেষ্টত্বাদেব তথাঽবস্থানমস্তীতি শাস্ত্রাদবগম্যতে; অতো মুক্তস্য সত্যসংকল্পত্বং পরমপুরুষ-সাম্যং চ জগদ্ব্যাপারবর্জম্॥৪।৪।২০

"এই কারণেই জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং আমার একাংশেই এই সমগ্র জগৎ স্থিত রহিয়াছে" ইত্যাদি। এইরূপ মুক্ত পুরুষের যে সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্মের সহিত আনন্দেরও আবির্ভাব হয় তাহার হেতুও স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবানই বটেন। শ্রুতি ও স্মৃতি এই কথাই বলিতেছেন। যথা—'ইনিই (ব্রহ্মই) আনন্দিত করেন' (শ্রুতি), "যে জন অব্যভিচারী বা অনন্য ভক্তি-সহকারে আমার আরাধনা করে, সেই পুরুষ এই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হন"। আমিই মৃত্যুহীন নিত্য এবং অব্যয় (জ্ঞানসঙ্কোচ-রহিত), ব্রহ্ম শব্দবাচ্য পরিশুদ্ধ আত্মবস্তুর প্রতিষ্ঠা বা ধারক ও প্রাপক। যদিও জীবের অপহতপাপ্মত্ব হইতে সত্যসংকল্পত্ব পর্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ গুণরাশিই মুক্ত দশায় প্রকটিত হয় সত্য, তথাপি তাহার তাদৃশ গুণবত্তা পরমেশ্বরেরই আয়ত্তা-ধীন এবং মুক্ত জীবের যে তথাবিধ গুণগণেরও নিত্যতা তাহা পরমেশ্বরেরই নিত্য অভীষ্ট, সুতরাং তথাবিধ গুণ ও স্থিতি নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও কোন বিরোধ হয় না। আর শাস্ত্রে পরমপুরুষ ভগবানের ভোগোপকরণ ও লীলা-সাধনের যে নিত্যতা জানা যায় বুঝিতে হইবে যে এই নিত্যতাও তাঁহারই অভিপ্রেত বলিয়া সেইভাবে নিত্য বর্ত্তমান থাকে। অতএব, মুক্ত পুরুষের যে সত্যসংকল্পত্বগুণে পরমপুরুষের সাম্য, তাহা জগৎ-সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে নহে, তাহা হইতে পৃথক্ বিষয়ে বুঝিতে হইবে॥৪।৪।২০

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥৪।৪।২১

অন্বয়ার্থঃ ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ চ—শ্রুতিতে কেবল ভোগাংশে (মুক্ত জীবের ব্রহ্মের সহিত) সাম্য নির্দেশ থাকার জন্যও ; (বুঝা যায় যে মুক্ত জীবের জগদ্ব্যাপারে কোন কর্তৃত্ব নাই)।

সরলার্থঃ শ্রুতি বলিতেছেন—মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্যবস্তু ভোগ করিয়া থাকেন ইত্যাদি। অতএব কেবলমাত্র ভোগের অংশেই ব্রহ্মের সহিত মুক্ত জীবের সাম্য শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব, জগদ্ব্যাপারাদি কার্যে মুক্ত জীবের কোন অধিকার নাই।

মূল

ব্রহ্ম যাথাত্ম্যানুভবরূপভোগমাত্রে মুক্তস্য ব্রহ্মসাম্যপ্রতিপাদনাচ্চ লিঙ্গাৎ জগদ্ব্যাপারবর্জমিত্যবগম্যতে "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (তৈ-আন ১) ইতি। অতো মুক্তস্য পরমপুরুষ-সাম্যং সত্যসংকল্পত্বং চ পরমপুরুষাসাধারণনিখিলজগন্নিয়মনশ্রুত্যা-নুগুণ্যেন বর্ণনীয়মিতি জগদ্ব্যাপারবর্জমেব মুক্তৈশ্বর্যম্ ॥৪।৪।২১

অনুবাদ

'মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য ভোগ করিয়া থাকেন' এই শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মের যথাযথ ভাবের অনুভবরূপ ভোগেই ব্রহ্ম-সাম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা (ব্রহ্মের) যে জগদ্ব্যাপাররূপ কার্য তাহার ভিন্নত্বই জানা যাইতেছে। অতএব, পরমপুরুষ ভগবানের অসাধারণ কার্য নিখিল জগৎ শাসনের প্রতিপাদক শ্রুতি অনুসারেই মুক্ত পুরুষের সত্যসংকল্পত্বও পরমপুরুষের সহিত সাম্য কথার অর্থ করিতে হইবে। সুতরাং জগদ্ব্যাপার ভিন্ন অপর বিষয়েই মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য বুঝিতে হইবে ॥৪।৪।২১

যদি পরমপুরুষায়ত্তং মুক্তৈশ্বর্যম্, তর্হি তস্য স্বতন্ত্রত্বেন তৎ-সংকল্পাৎ মুক্তস্য পুনরাবৃত্তিসম্ভবাশঙ্কেত্যত্রাহ—

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য যদি পরমেশ্বরেরই অধীন হয় তাহা হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে মুক্ত পুরুষেরও পুনর্বার সংসারে প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে। তদুত্তরে বর্ত্তমান সূত্র কথিত হইতেছে—'অনাবৃত্তি' ইত্যাদি।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥৪।৪।২২

অন্বয়ার্থঃ অনাবৃত্তিঃ—মুক্ত জীবের সংসারে পুনরাগমনের অভাব; শব্দাৎ—শ্রুতি-প্রমাণ হেতু (বুঝা যায়); অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ—অধ্যায় পরিসমাপ্তির জন্য পুনরায় উল্লেখ।

সরলার্থঃ মুক্ত জীবকে পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয় না, সে বিষয়ে শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য প্রমাণ দিতেছেন। যথা—'ন চ পুনরাবর্ত্ততে', অর্থাৎ মুক্ত জীবকে পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না।

মূল

যথা নিখিলহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানো জগজ্জন্মাদিকারণং সমস্তবস্তুবিলক্ষণঃ সর্বজ্ঞঃ সত্যসংকল্পঃ আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিঃ পরমকারুণিকো নিরস্তসমাভ্যধিকসম্ভাবনঃ পরব্রহ্মাভিধানঃ পরমপুরুষোঽস্তীতি শব্দাদবগম্যতে; এবমহরহরনুষ্ঠীয়মান-বর্ণাশ্রমধর্মানুগৃহীত-তদুপাসনরূপতৎসমারাধনপ্রীতঃ উপাসীনান্ অনাদিকালপ্রবৃত্তানন্তদুস্তরকর্মসঞ্চয়রূপাবিদ্যাং বিনিবর্ত্ত্য স্বযাথাত্ম্যানুভবরূপানবধিকাতিশয়ানন্দং প্রাপয্য পুনর্নাবর্ত্তয়তীত্যপি শব্দাদেবাবগম্যতে; শব্দশ্চ — "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্ম-লোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে" (ছাঃ ৮।১৫।১) ইত্যাদিকঃ। তথা চ

অনুবাদ

সর্ববিধ হেয়গুণের বিপরীত কল্যাণগুণের আকর, জগৎসৃষ্টির কারণরূপী সর্ববস্তু-বিলক্ষণ, সর্বজ্ঞ সত্যসংকল্প, আশ্রিত-বাৎসল্য-গুণসাগর, পরম দয়ালু, তাঁহার সাম্য বা আধিক্যরহিত — সেই পরমব্রহ্ম পরমপুরুষের অস্তিত্ব যেমন একমাত্র শব্দ হইতে অর্থাৎ শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় ও জানা যায়, সেইরূপ যাহারা নিরন্তর বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনারূপ আরাধনা করে, তাহাদের সেই আরাধনায় পরিতুষ্ট ভগবান নিজেই তাহাদের অনাদিকালের সঞ্চিত অনন্ত অপার কর্মরাশিরূপ অবদ্য অপনীত করিয়া, এবং স্বীয় যথার্থ তত্ত্ব-অনুভবে পরমানন্দ প্রদান করিয়া সেই উপাসকদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইয়া থাকেন, সংসারে আর ফিরাইয়া দেন না — তাহা শাস্ত্র হইতে জানা যায়। যথা শ্রুতিঃ—"তিনি এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করেন, সেখান হইতে আর প্রত্যাগমন করেন না" ইত্যাদি।

ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—

"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥" ইতি।

(গীতা ৮।১৫, ১৬)

ন চোচ্ছিন্নকর্মবন্ধস্যাসঙ্কুচিতজ্ঞানস্য পরমব্রহ্মানুভবৈকস্বভাবস্য তদেকপ্রিয়স্যানবধিকাতিশয়ানন্দং ব্রহ্ম অনুভবতোঽন্যাপেক্ষা-তদর্থারম্ভাদ্যসম্ভবাৎ পুনরাবৃত্তিশঙ্কা। ন চ পরমপুরুষঃ সত্যসংকল্পোঽত্যর্থপ্রিয়ং জ্ঞানিনং লব্ধ্বা কদাচিদাবর্ত্তয়িষ্যতি; য এবমাহ—

"প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্॥
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্।
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে॥

গীতায় ভগবান স্বয়ং এই কথাই বলিয়াছেন—"যে সমস্ত মহাত্মা পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহারা এই দুঃখস্থানে আর জন্মগ্রহণ করে না। হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মার লোক) হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎই পুনরাবৃত্তিশীল, কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না" ইত্যাদি। বিশেষতঃ যাহার কর্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, জ্ঞানসঙ্কোচ বা জ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হইয়াছে এবং পরমব্রহ্মের অনুভব যাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে, নিরতিশয় আনন্দ অনুভবকারী ভগবৎপ্রিয় সেই মুক্ত পুরুষের অপেক্ষণীয় অন্য কোন বিষয় না থাকায় তজ্জন্য কোনও কর্মারম্ভও সম্ভবপর হয় না; সুতরাং (তাহার কর্মফলেরও উৎপত্তি হয় না। অতএব), তাহার আর পুনরাবৃত্তিরও সম্ভাবনা হয় না। আর ইহাও কখনো সম্ভব হয় না যে যখন ভগবান (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র) নিজে বলিয়াছেন, "আমি জ্ঞানী পুরুষদিগের অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীপুরুষও আমার প্রিয়, ইহারা (এই চতুর্বিধ আমার ভজনকারী) সকলেই উদার মহাত্মা; তন্মধ্যে জ্ঞানীকে কিন্তু আমি আত্মা বলিয়া মনে করি, কারণ আমাতে একাগ্রচিত্ত সেই জ্ঞানী আমাকেই সর্বোত্তম গন্তব্য স্থান বলিয়া (আমাকেই) ধরিয়া আছে"; "বহু জন্মের পর (মদ্বিষয়ে সম্যক্) জ্ঞানলাভ

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥" (গীতা ৭।১৭-১৯) ইতি। সূত্রাভ্যাসঃ শাস্ত্রপরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি; ইতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥

॥৪।৪।২২

শাস্ত্রং চ পরিসমাপ্তম্ ॥

করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" "বাসুদেবকেই সমস্ত প্রাপ্য ও প্রাপক অর্থাৎ তিনিই আমার স্থিতি ও প্রবৃত্তির নিয়ামক বলিয়া মনে করে — সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ" ইত্যাদি। সত্যসংকল্প সেই পরমপুরুষ ভগবান যে আপনার একান্ত প্রিয় জ্ঞানীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে আবার কখনও ফিরাইয়া দিবেন —সংসারে পাঠাইবেন, তাহা তো কিছুতেই মনে করা যায় না।

শাস্ত্র-সমাপ্তি জ্ঞাপনার্থ সূত্রটির দ্বিরুক্তি হইয়াছে। অতএব সমস্ত কথাই সুসঙ্গত হইল ॥৪।৪।২২

ষষ্ঠ—জগদ্ব্যাপারবর্জ-অধিকরণ সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় — চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ।

ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে—

ব্রহ্মবস্তু, তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার জগৎকারণত্ব, সগুণত্ব এবং সর্বান্তরাত্মত্ব। জীবের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ।

তৃতীয় অধ্যায়ে—

জীবের ব্রহ্মলাভের উপায়রূপী উপাসনা বা ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় এবং তাহার সাধন-প্রণালী।

চতুর্থ অধ্যায়ে—

ব্রহ্মবিদ্যার ফল এবং মোক্ষ সম্বন্ধের বিচার ও নিরূপণ।

শ্রীরামানুজ-দর্শনের রূপরেখা

(বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)

রামানুজ-দর্শনের সার সিদ্ধান্ত হইতেছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। ইহার মর্মার্থ এই যে, 'ব্রহ্ম' হইতেছেন 'বিশিষ্ট' বস্তু অর্থাৎ চেতন (জীবাত্মা) ও অচেতন (জড়)-বিশিষ্ট বস্তু ;'অদ্বৈত'—অদ্বয় তত্ত্ব। ইহার সম্মিলিত অর্থ—চেতন ও অচেতন, এই দুইটি বিভিন্ন তত্ত্ববিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন অদ্বয় বস্তু।

এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদটি রামানুজের উদ্ভাবন নহে। রামানুজের পূর্ববর্ত্তী বৃত্তিকার ভগবান বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড় ভারুচি গুহদেব প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণ, শঠকোপ প্রভৃতি আড়্বারগণ, নাথমুনি, যামুনমুনি প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণ সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই সমর্থন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। অতএব, এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদটি অতি প্রাচীন এবং আচার্য রামানুজ সেই মতটিকে নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস (রামায়ণ, মহাভারত) এবং পুরাণেও (বিশেষভাবে বিষ্ণুপুরাণে) ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে মৌলিক তত্ত্ব তিনটি — (১) চিৎতত্ত্ব (জীবাত্মা), (২) অচিৎতত্ত্ব (জড়বস্তু) এবং (৩) ব্রহ্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব ; অর্থাৎ 'চিদচিদীশ্বর' এই তত্ত্বত্রয়।

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ॥

(শ্বেতাঃ ১।৭)

রামানুজ মতে—

অক্ষর পরব্রহ্ম বলিতে — চিৎ, অচিৎ এবং ব্রহ্ম — এই তিনটি তত্ত্বের সমন্বয় বুঝায়। এই তিনটি পৃথক্ তত্ত্বের ভেদ জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মবিদ্ পুরুষগণ সংসারসম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়েন। এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বের প্রত্যেকটি সত্য, অনাদি ও নিত্য।

'যো মাং অজং অনাদিং বেত্তি……।' (গীতা ১০।৩)

'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।' (গীতা ১৩।১৯)

শঙ্কর মতে — ব্রহ্মই সত্য, কিন্তু জগৎ মিথ্যা। আবার জীব অন্য বস্তু নহে, তিনি ব্রহ্মই। তিনি অবিদ্যা-অধ্যস্ত ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'।

(১) পরমব্রহ্ম

পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ঈশ্বর (ভগবান)—এই শব্দগুলি সমপর্যায়বাচক।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি কথ্যতে॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১।২।১১)

এই ব্রহ্ম স্বরূপে হইতেছেন — সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ।

'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তি ২।১।১)

'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' (তৈত্তি ৬।১)

তিনি আবার অশেষ কল্যাণগুণসম্পন্ন, নিখিল দোষ বিবর্জিত। তাঁহার বিষয়ে কথিত 'নির্গুণ' শব্দের অর্থ প্রাকৃত গুণ-রাহিত্য।

'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ' (তৈত্তি আন ৮।৪)

'এষ অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো
বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ' (ছাঃ ৮।৭।১)

সমস্ত কল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র।
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে॥ (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৪,৮৫)

তিনি সত্যকামত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি অশেষ কল্যাণগুণগণের আধার, এবং

পাপ-জরা মৃত্যু শোক প্রভৃতি দোষ বিবর্জিত। তিনি শ্রেষ্ঠদিগেরও শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম বা অধম সকলেরই নিয়ামক বা ঈশ্বর।

জগৎসৃষ্টির নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ এবং সহকারীকারণ সমস্তই তিনি।

'তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়' (ছাঃ ৬।২।৩)

—তিনি ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব, জন্ম লইব।

'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ;
তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।' (তৈত্তি আন ৬)

ব্রহ্ম তাহা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরোক্ষবস্তু এবং অপরোক্ষবস্তু হইলেন।

স্রষ্টা সৃজতি স্বাত্মানং বিষ্ণুঃ স এব সৃজ্যঃ স চ স্বর্গকর্তা। (বিঃ পুঃ ১।২।৭০)

'জ্ঞানশক্ত্যাদিবিশিষ্ট সন্ সহকারীকারণম্' অর্থাৎ জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি গুণের বলে ব্রহ্ম জগতের সহকারী-কারণও বটেন।

ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরাকার বটেন, কিন্তু তিনি রূপবিশিষ্ট সাকার বস্তু। তিনি অপ্রাকৃত, শুদ্ধসত্ত্বময় জ্যোতির্ময় দিব্যবিগ্রহবান্।

'মনোময় প্রাণ-শরীরঃ ভারূপঃ' (ছাঃ ৩।১৪।২)

কেবল পরিশুদ্ধ মনের দ্বারা গ্রাহ্য, প্রাণের ধারক অত্যন্ত জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল দিব্যরূপ।

'য হ্যেষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশঃ আপ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ তদ্ যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবাক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এব সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিতঃ।' (ছাঃ)

এই যে আদিত্যমণ্ডল মধ্যে হিরণ্ময় পুরুষ দেখা যাইতেছে ইহার শ্মশ্রু সুবর্ণময়, কেশ সুবর্ণময় এবং নখাগ্র হইতে কেশ পর্যন্ত সমস্তই সুবর্ণময়; ইহার চক্ষু দুটি পুণ্ডরীকের ন্যায় অরুণবর্ণ। তাঁহার নাম 'উৎ', কারণ তিনি সমস্ত পাপের ঊর্দ্ধে নিষ্পাপ।

'তদ্যোতদেব স্বাভিমতানুরূপ একরূপাচিন্ত্য-দিব্যাদ্ভুত-নিত্যনিরবদ্য-নিরতিশয় ঔজ্জ্বল্য-সৌন্দর্য-সৌকুমার্য-লাবণ্য-যৌবনাদি অনন্তগুণনিধি-দিব্যরূপ-মপি স্বাভাবিকমপি অস্তি।' (রামানুজ শ্রীভাষ্য)

এই পরংব্রহ্ম হইতেছেন নারায়ণ—

নারায়ণঃ পরংব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ
নারায়ণঃ পরং জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ। (তৈঃ নাঃ ১৩।৩)

'বিষ্ণোঃ সকাশাৎ উদ্ভূতং জগৎ।'

'আলোচ্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।

ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা।' (নৃঃ পুঃ ১৮।৩৪)

'তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিসর্বতোমুখৈঃ।

তত্ত্বমেকো মহাযোগী হরিঃ নারায়ণঃ পরঃ॥' (মহাভা ৩৪৭।৮৩)

(২) চিৎবস্তু—জীবাত্মা

জীবাত্মা স্বরূপতঃ চিৎস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ।

'এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিরূপ সম্পদ্য স্বেনরূপেন অভিনিষ্পদ্যতে। (ছাঃ উঃ ৮।৩।৪)

এই সম্প্রসাদ (বদ্ধজীব) মুক্তির সময় এই শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরমজ্যোতির্ময় নিজ স্বাভাবিক রূপে আবির্ভূত হন।

'যত্র অয়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি বিজ্ঞানঘনঃ।'

যেখানে (নিত্যধামে) এই পুরুষ (জীব) জ্যোতিরূপে এবং বিজ্ঞানরূপে আবির্ভূত হন।

'সুখমহম্ স্বাপ্সম্'—(সুষুপ্তি হইতে উত্থিত জীব) আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম— এইরূপে সুষুপ্তিকালে জীবাত্মার সুখিত্ব অনুভব শোনা যায়।

জীবাত্মা অনন্তসংখ্যক। নিত্য, মুক্ত, ও বদ্ধ ভেদে তিন প্রকার।

'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং'। (কঠ ৫।১৩।১)

'যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ'

যেখানে প্রথমাবধি সাধ্যগণ (নিত্যজীবগণ) অবস্থান করেন।

'এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়···স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে।' (ছাঃ ৮।৩।৪)

এই সম্প্রসাদ (বদ্ধজীব) মুক্তির সময় এই শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া (মুক্ত হইয়া) নিজ স্বাভাবিক রূপে আবির্ভূত হন।

'অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।

দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ॥

(কঠঃ উঃ ১।২।৫)

(স্ব স্ব কর্মজনিত) অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হইয়া বর্ত্তমান, স্বরূপতঃ ধীর হইয়াও পণ্ডিতাভিমানী, কাম ক্রোধাদিতে পরিপূর্ণ, মূঢ় বিষয়াসক্ত এবং তাহাতেই আনন্দ লাভের আশায় পূর্ণ অন্ধসদৃশ—বদ্ধজীব নিজ নিজ পূর্বকর্মানুগুণ

বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃত দেহবিশিষ্ট। এই সকল জীবাত্মা অণুপরিমাণ নিত্য এবং সদা একরূপ।

'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।' (শ্বেতা ৫।৯)

'অজো নিত্যো শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো'। (গীতা ২।২০)

অগ্নির সহিত অগ্নির স্ফুলিঙ্গের যেরূপ সম্বন্ধ, সূর্যের সহিত তাহার কিরণের যেরূপ সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত জীবেরও সেইরূপ সম্বন্ধ।

'অনন্যা রাঘবেনাহং ভাস্করেণ প্রভা যথা।'

(সীতার বচন—বাল্মীকি রামায়ণ)

মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মা শুদ্ধসত্ত্ব দেহ লাভ করিয়া মুক্তধামে ব্রহ্মানন্দ লাভে ধন্য হন এবং সর্ববিধ ভয়বিনির্মুক্ত হন।

মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হয়—ইহা শঙ্করের মত।

'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।'

এই জীবাত্মা জ্ঞানগুণবিশিষ্ট, ঈশ্বরের নিয়াম্য, ধার্য এবং 'শেষ'বস্তু অর্থাৎ একান্ত পরতন্ত্র দাস। 'এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ' (প্রশ্ন-উঃ ৪।৯)।

'আত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ'। (বিঃপুঃ)

দ্যৌ স চন্দ্রার্কনক্ষত্রা খং দিশোভূর্মহোদধিঃ।

বাসুদেবস্য বীর্যেন বিধৃতানি মহাত্মনঃ॥ (বিপুঃ)

'ভগবচ্ছেশোভূতোঽয়ং অনন্যার্হোঽচিতঃ পরঃ।'

'যথেষ্টং বিনিয়োগার্হঃ 'শেষ'শব্দেন কথ্যতে।

ঈশ্বরেণ জগৎ সর্বং যথেষ্টং বিনিযুজ্যতে॥' (নারদ পঞ্চরাত্র)

ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারের বস্তু 'শেষ' পদবাচ্য। (চিৎ এবং অচিৎবিশিষ্ট) এই সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের যথেচ্ছা ব্যবহারের উপযুক্ত 'শেষ'বস্তু।

'দাসভূতাঃ স্বতঃ সর্বে হ্যাত্মানঃ পরমাত্মনঃ।

নান্যথা লক্ষণং তেষাং বন্ধে মোক্ষে চ বিদ্যতে॥' (ঈশ্বরসংহিতা)

(৩) অচিৎ বস্তু — জড়বস্তু

অচিৎ বস্তু—ইহা জ্ঞানরহিত নিত্যবস্তু এবং পরিণামশীল। কিন্তু মিথ্যা নহে। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ — এই গুণত্রয়যুক্ত। শুদ্ধসত্ত্ব (অপ্রাকৃত বস্তু), মিশ্রসত্ত্ব (প্রাকৃত বস্তু) এবং সত্ত্বশূন্য (কাল) ভেদে ইহা তিন প্রকার।

রজঃ ও তমোগুণরহিত কেবলমাত্র সত্ত্বগুণযুক্ত 'শুদ্ধসত্ত্ব অচিৎ বস্তু'

নিত্যধামে ঈশ্বরের উপভোগের পরিকর এবং নিত্য ও মুক্ত জীবের ভগবৎ-সেবার সহায়ক অপ্রাকৃত বস্তু। ভগবৎ-ইচ্ছামাত্রেই তৎক্ষণাৎ বিনা আয়াসে অট্টালিকা বিমান প্রভৃতি শ্রীভগবানের ভোগোপকরণরূপে পরিণামের উপযোগী অত্যন্ত প্রকাশমান বস্তু।

'পঞ্চশক্তিময়ে দিব্যে শুদ্ধসত্ত্বে সুখাকরে।'

'অতর্ক্যানলদীপ্তং তৎস্থানং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।'

'সত্ত্বশূন্য অচিৎ বস্তু'—'কাল', এই লীলাবিভূতিতে ঈশ্বর কর্তৃক লীলার ক্রীড়াপরিকর। নিত্যধামে বা ত্রিপাদ বিভূতিতে এই কালের প্রভাব নাই।

'ন যত্র কালঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্।'

'মিশ্রসত্ত্ব অচিৎ'—সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ—এই গুণত্রয়যুক্ত অচিৎ বস্তু; প্রকৃতি অবিদ্যা এবং মায়া ইহার নামান্তর; পরিণামশীল বা বিকারী বলিয়া প্রকৃতি, জ্ঞানবিরোধী বলিয়া 'অবিদ্যা' এবং বিচিত্র সৃষ্টিকারী বলিয়া 'মায়া' নামে অভিহিত। ইহা বিচিত্র জগৎসৃষ্টির উপাদানভূত বস্তু এবং বদ্ধ জীবের কর্মফল ভোগের জন্য বিবিধ ভোগ্যবস্তুরও উপাদানভূত। এই প্রাকৃত গুণত্রয় কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সমস্ত বদ্ধ জীবই অবশভাবে যাবৎ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

প্রলয়কালে—এই প্রকৃতি সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জগৎকারণ ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করে। সূক্ষ্মদশায় ত্রিগুণের সাম্যজনিত ইহা নিষ্ক্রিয় থাকে। এই সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে 'মূল প্রকৃতি' বলা হয়। এই নাম ও রূপবিহীন অবস্থায় ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া এই সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে 'অসৎ' (অবিদ্যমান) আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। 'অসদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' (ছাঃ ৬।২।৩)। এই সূক্ষ্ম অবস্থাপন্ন প্রকৃতি 'অব্যক্ত' বা 'তমঃ' পদবাচ্য। প্রলয়কালে এই অবস্থায় এই 'তমঃ' পরদেবতা ব্রহ্মে লীন থাকে। 'তমঃ পরে দেবে একী ভবতি' (শ্রুতিঃ) এই প্রলয়কালে অণু-স্বরূপ জীবাত্মাও ব্রহ্মে বিলীন থাকে। 'পুরুষশ্চ উভাবেতে লীয়তে পরমাত্মনি' (বি-পুঃ ৬।৪।৩৮); সর্বকালেই একরূপ অব্যয়-স্বরূপ বলিয়া প্রলয়কালেও ইহা পরিণামরহিতই থাকে, এই প্রলয়কালে জ্ঞানগুণক জীবাত্মার জ্ঞানের অত্যন্ত সঙ্কোচ হয়। এইজন্য এই অবস্থাকে জীবাত্মার সুপ্ত অবস্থা বা সূক্ষ্ম অবস্থা বলা হয়। পুনরায়, সৃষ্টির কাল উপস্থিত হইলে, শ্রীহরি পরিণামশীলা প্রকৃতি এবং অব্যয় পুরুষের ভিতরে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করতঃ ইহাদের সাম্যাবস্থা বিক্ষুব্ধ করিলেন।

'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।
ক্ষোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ॥' (বিঃপুঃ)

তিনি স্থূলরূপে বিদ্যমান প্রকৃতির মধ্যে জীবাত্মাকে প্রবেশ করাইয়া তন্মধ্যে নিজেও প্রবিষ্ট হইয়া সেই চিদচিদাত্মক বস্তুকে রূপবিশিষ্ট করিয়া প্রকটিত করেন। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানি" (ছাঃ ৬।৩।২)। তখন ঈশ্বরেচ্ছায় জীবের নিজ নিজ কর্মানুগুণ তাহার এই সঙ্কুচিত জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার ন্যূনাধিক প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রলয়কালে চিদচিদ্‌বিশিষ্ট সূক্ষ্ম অবস্থাকে জগতের 'কারণাবস্থা' এবং সৃষ্টি-কালীন স্থূল দশাকে জগতের 'কার্যাবস্থা' বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মাত্মক এই চিদচিদ্‌বস্তু কার্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতে পরিণত হইয়াছে। উর্ণনাভ (মাকড়সা) যেমন নিজ উদর হইতে জাল সৃষ্টি করিয়া পুনরায় তাহা গ্রাস করিয়া উদরসাৎ করে, সেইরূপ সৃষ্টিকালে এই অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া শ্রীহরি পুনরায় প্রলয়কালে নিজেই নিজমধ্যে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উর্ণনাভর্যথা সৃষ্ট্বা স্বয়ং তদ্‌গ্রসতে পুনঃ।
তৎ সৃষ্ট্বেদমখিলং স্বয়ং তদ্‌গ্রসতে হরিঃ ॥ (বিঃপুঃ)

সূক্ষ্ম চিদচিদ্বিশিষ্ট কারণবস্তু ব্রহ্মই স্থূল চিদচিদ্বিশিষ্ট হইয়া কার্যরূপ স্থূল জগৎরূপে পরিণত হন বলিয়া কারণরূপী ব্রহ্ম এবং কার্যরূপী জগৎ অভিন্ন পদার্থ। এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বটি সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য করিবার জন্য শ্রুতি 'মৃত্তিকার' একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। 'সোম্য, একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' (ছা ৬।১।৪) অর্থাৎ 'হে সোম্য, একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুকে জানা যায়। ঘট প্রভৃতি মৃত্তিকারচিত পদার্থ মাত্রই বাক্য দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যবহারযোগ্য নাম মাত্র। (সেই ব্যবহারযোগ্য বস্তুর) মৃত্তিকাই সত্য। এই মৃত্তিকার দৃষ্টান্তের ন্যায়, সূক্ষ্ম অবস্থাপন্ন জগৎও (প্রকৃতি ও আত্মাবিশিষ্ট অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎবিশিষ্ট) কারণরূপ ব্রহ্মই কার্যরূপ জগৎ অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা (নাম ও রূপের দ্বারা) নির্দিষ্ট ব্যবহারোপযোগী নামান্তর মাত্র। সুতরাং কার্যরূপ জগৎ, কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু নহে– অভিন্ন। মৃত্তিকার দৃষ্টান্তের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ঘটাদি উৎপাদনের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার এবং উপাদানকারণ মৃত্তিকা, কিন্তু জগতের উৎপত্তিতে নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই ব্রহ্ম।

ইতিপূর্বে আলোচনার দ্বারায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে হস্তপদাদিযুক্ত প্রাকৃত (পাঞ্চভৌতিক) মনুষ্যাদি বিভিন্ন দেহ যেরূপ তাহাদের অন্তর্বর্ত্তী জীবাত্মার শরীর, সেইরূপ এই সকল দেহ এবং তন্মধ্যস্থিত দেহধারী জীবাত্মা, এই দুইটিই পরমাত্মা পরমব্রহ্মের শরীর এবং তদন্তঃস্থিত পরমাত্মা তাহাদের শরীরী। অর্থাৎ স্থূল বা কার্যাবস্থাপন্ন চিদচিৎরূপ এই জগতের সহিত তাহার অন্তঃস্থিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরী সম্বন্ধ। এইরূপই প্রলয়কালীন সূক্ষ্ম বা কারণাবস্থাপন্ন এই চিদচিদ্ বস্তুর সমষ্টিও পরমাত্মার শরীররূপ এবং পরমাত্মা (ব্রহ্ম) তাহাদের শরীরী। অতএব, সূক্ষ্ম এবং স্থূল সর্ব অবস্থাতেই অচিৎবস্তু এবং চিৎ-বস্তুর সহিত পরমাত্মার (ব্রহ্মের) শরীর-শরীরী সম্বন্ধ বা বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধ। বিদ্যমান। সুতরাং এ সম্বন্ধ নিত্য এবং অপৃথক্‌সিদ্ধ অর্থাৎ এ সম্বন্ধ কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন নহে। এইরূপ শরীরীরূপে ব্রহ্ম যাবৎ চিৎ ও অচিৎ বস্তুর ব্যাপক, ধারক, পোষক ও নিয়ামক। এই নিত্য অপৃথক্‌সিদ্ধ সম্বন্ধহেতুই চেতন জীবকে এবং অচেতন জগৎকে ব্রহ্মের 'তনু', 'অংশ', 'শক্তি', 'বিভূতি' ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্……যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীং অন্তরো যময়তি' (বৃহদাঃ, কাণ্বশাখা ৩।৭।৩); 'য আত্মনি তিষ্ঠন্……যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানং অন্তরো যময়তি স তে অন্তর্যাম্যমৃতঃ' (বৃহদাঃ, মাধ্যন্দিনী শাখা)।

'যৎকিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন তজ্জাতেন বৈ দ্বিজ
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎ সর্বং বৈ হরেস্তনুঃ। (বিঃপুঃ ১।২২।৫৬)
'পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ।' (বিঃপুঃ ১।২।৫৫)

'মমৈবাংশ জীবলোকে'; 'ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। ……জীবভূতং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ'। (গীতা ১০।১৯,২০)

পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে নিম্নলিখিত উপসংহারটি সুসিদ্ধ হয়—

(প্রলয়কালে) সূক্ষ্ম অবস্থায় স্থিত জগতে এবং (সৃষ্টিকালে) স্থূলরূপে পরিণত পরিদৃশ্যমাণ এই জগতে (চিৎ ও অচিৎবিশিষ্ট) যত কিছু বস্তু আছে তৎসমস্তই পরমাত্মা পরমব্রহ্মাত্মক বা ঈশ্বরাত্মক। এই চিৎ বস্তু (জীবাত্মা) অচিৎ বস্তু (প্রকৃতি) এবং ঈশ্বর (পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম) স্বরূপতঃ তিনটি পৃথক্ তত্ত্ব হইলেও অপৃথক্‌সিদ্ধ দেহ-দেহীরূপে (বিশেষ্য-বিশেষণরূপে) প্রকৃতপক্ষে সংঘাতরূপে একই বস্তু অর্থাৎ চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপ অদ্বৈত বস্তু। এইজন্য যাবৎ চিৎবস্তু ও অচিৎবস্তুবাচক শব্দসমূহ ব্রহ্মেরও বোধক হইয়া থাকে।

শব্দসমূহের এইরূপ ব্যবহারকে পণ্ডিতগণ 'সামানাধিকরণ্যবৃত্তি'* বলিয়া থাকেন। ('সামানাধিকরণ্য বৃত্তির দ্বারা বিভিন্ন শব্দের এইরূপ অর্থবোধ সংঘটিত হইয়া থাকে)।

এই তাৎপর্য সুস্পষ্ট করিবার জন্য, শাস্ত্র লৌকিক দৃষ্টান্ত দিতেছেন। যথা, লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়, 'জ্ঞানী দেবদত্ত আসিতেছেন' বলিলে, যেমন দেবদত্ত শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে অচেতন শরীরের বোধক হইলেও অপৃথক্-সিদ্ধ বিশেষণ বলিয়া প্রকৃতপক্ষে শরীরী চেতন জীবাত্মাকেই বুঝাইতেছে, যেহেতু তাহা না হইলে 'জ্ঞানী' এবং 'আসিতেছেন' এই চৈতন্যবোধক শব্দের কোন সার্থকতা থাকে না।

পৃথক্ করা যায় না বলিয়া জীবের শরীর যেরূপ জীবাত্মার অপৃথক্সিদ্ধ বিশেষণ, সেইরূপ জীবাত্মা এবং তাহার শরীর উভয়েই আবার পরমাত্মার শরীর, অতএব তাঁহার অপৃথক্সিদ্ধ বিশেষণ। অতএব, জীবদেহের বোধক যাবৎ শব্দ যেমন উক্ত 'সামানাধিকরণ্য বৃত্তির' দ্বারা তত্তৎ জীবাত্মার বোধক হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার জীবাত্মার বোধক যাবৎ শব্দ এবং তত্তৎ অচেতন শরীরের বোধক যাবৎ শব্দসমূহও সর্বশরীরী পরমচেতন পরমব্রহ্মেরও বোধক হইয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে, এই সামানাধিকরণ্য বৃত্তির সামর্থ্যের জন্যই জীবাত্মা এবং তত্তৎ দেহবোধক যাবৎ শব্দ পরমব্রহ্মেতে পর্যবসিত হইয়া থাকে।

যুক্তির দ্বারা যেমন প্রতিপন্ন হইল যে স্থূল ও সূক্ষ্ম যাবৎ পদার্থই চিদচিৎবিশিষ্ট পরম ব্রহ্মরূপী, সেইরূপ শব্দগত উক্ত সামানাধিকরণ্য বৃত্তির সামর্থ্যের দ্বারা শাস্ত্রবাক্যও প্রতিপাদন করিতেছেন যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম যাবৎ পদার্থই চিদচিদ্-বিশিষ্ট পরম ব্রহ্মে পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ যাবৎ পদার্থই চিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপী অদ্বৈত ব্রহ্ম।

---

* 'ভিন্নভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্ অর্থে বৃত্তিঃ—সামানাধিকরণ্যম্' তাৎপর্য এই যে—'ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক (প্রবৃত্তিবোধক বা নিমিত্তবোধক) শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসমূহের প্রতিপাদক হইয়াও যখন একটি বস্তুর প্রতিপাদক রূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তখন এই সমস্ত শব্দকে সমানাধিকরণ শব্দ বা পদ বলা হয়। এই সকল শব্দের এই প্রকার অর্থবোধক সামর্থ্যকে 'সামানাধিকরণ্য বৃত্তি' বলা হয়। এই পদসমূহ বিশেষণবাচী বা বিশেষণস্থানীয়। সামানাধিকরণ্য ব্যবহারস্থলে ইহারা একটি বিশেষ্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে।

চেতন ও অচেতন সমস্ত বস্তুই, (শরীরীরূপ) ব্রহ্মের শরীররূপী, অতএব তাঁহার অপৃথক্সিদ্ধ বিশেষণ। সুতরাং চেতন ও অচেতন যাবৎ বস্তুবাচক শব্দসমূহ নিজেকে প্রতিপাদন করিয়া ইহাদের বিশেষ্য ব্রহ্মকেও প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

এই সামানাধিকরণ্যবৃত্তির দ্বারাই শ্রুতি স্মৃতি পুরাণবাক্যের স্থলে স্থলে বিরোধের আভাস পরিহৃত হইয়া একার্থবোধকতা সম্পাদিত হইয়া যায় এবং সর্ব তত্ত্বের তাৎপর্যটি যাবৎ চিৎবস্তু এবং অচিৎবস্তুবিশিষ্ট ব্রহ্মবস্তুতে পর্যবসিত হয়। **ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত।** এস্থলে সামানাধিকরণ্যবৃত্তি প্রয়োগের প্রধান অবলম্বন হইতেছে যাবৎ বস্তুর সহিত পরমাত্মার দেহ-আত্মা সম্বন্ধ (শরীর-শরীরী বা বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ)।

শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র, ইতিহাস পুরাণাদির বচনও সামানাধিকরণ্যবৃত্তির দ্বারা রামানুজের এই বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ততে যে সমর্থিত হইয়াছে তাহা অতঃপর প্রদর্শিত হইতেছে।

একই তত্ত্বের নির্ণয়ে বিভিন্ন শ্রুতির কতকগুলি বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যথা—ছান্দোগ্য বলিতেছেন — 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মবস্তু। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো', হে শ্বেতকেতো! তুমিই সেই ব্রহ্ম। আবার শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন— 'প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ' অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি বা অচিৎ তত্ত্ব), ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) এবং এতদুভয়ের পতি ব্রহ্মবস্তু, ইহারা তিনটি পৃথক্ তত্ত্ব।

বিভিন্ন মতবাদ স্থাপনের জন্য কিন্তু কোন কোন শ্রুতিবাক্যকে পরিত্যাগ করিয়া অথবা কোন কোন শ্রুতিকে পারমার্থিক স্বীকার করিয়া অপরগুলিকে অপরমার্থিক বা ব্যবহারিক বলিয়া অভিহিত করার প্রয়োজন হয় না; কারণ 'যথাভূতবাদী হি শাস্ত্রম্'। অপৌরুষেয় বেদের কোন অংশ যে পরিহারযোগ্য অথবা অপরমার্থিক — এইরূপ কল্পনার প্রয়োজনও হয় না।

চিৎ, অচিৎ এবং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর —এই পদার্থত্রয়ের যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয়ে রামানুজ শ্রুতিসমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

(১) ভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি — অর্থাৎ যে সকল শ্রুতি চিৎ অচিৎ এবং ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

'পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা'

'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা'

'চিৎ অচিৎ এবং ঈশ্বরকে তিনটি পৃথক্ তত্ত্বকে বিদিত হইয়া' ইত্যাদি।

(২) অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি, অর্থাৎ যে সকল শ্রুতি উক্ত তিনটি তত্ত্বকে অভেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদি।

(৩) পুনরায় অন্য স্থলে, কোন কোন শ্রুতি চিৎ এবং অচিৎ তত্ত্বকে ব্রহ্মের শরীররূপে উল্লেখ করিয়া এবং ব্রহ্মকে তাহাদের অন্তর্যামী আত্মা বা শরীরীরূপে এবং তদবস্থায় তাহাদের স্থিতি প্রবৃত্তির নিয়ামকরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্'

'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্···যস্ত পৃথিবী শরীরং
যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি···'
'যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্···যস্যাত্মা শরীরং
য আত্মানমন্তরো যময়তি স তে অন্তর্যামী অমৃতঃ।' ইত্যাদি।

এই সকল শ্রুতি 'ঘটক শ্রুতি' নামে অভিহিত হইয়াছে।

উক্ত তিন প্রকার শ্রুতিবাক্য বিচার করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় প্রথমতঃ—চিৎ (জীবাত্মা) অচিৎ (প্রকৃতি) ও ব্রহ্ম, এই তিনটি তত্ত্ব স্বরূপতঃ পৃথক্; দ্বিতীয়তঃ—সমষ্টিগত এই তিনটি তত্ত্ব অভিন্ন; তৃতীয়তঃ—এই অভেদ নির্দেশের কারণ যে কি তাহা তৃতীয় প্রকার শ্রুতিবাক্যগুলিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সকল শ্রুতি চিৎ ও অচিৎ বস্তুকে ব্রহ্মের শরীররূপে নির্দেশ করিয়া শরীর-শরীরী বা অপৃথক্‌সিদ্ধ বিশেষণ বিশেষ্যরূপে প্রতিপাদন করিয়া 'সামানাধিকরণ্য বৃত্তির' দ্বারা সমষ্টিগত উক্ত তত্ত্বত্রয়ের অভিন্নত্ব সংঘটন করিয়াছেন।

কোন কোন শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন—ব্রহ্ম ভূতত্রয় (পঞ্চভূত) সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে জীবের সহিত জীবাত্মকরূপে প্রবেশ করিয়া সৎ (পরোক্ষ বস্তুরূপে) এবং ত্যৎ (অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বস্তুরূপে) প্রকট হইলেন।
যথা শ্রুতি—'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।'
'হন্তাহমিমা তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য সৎ চ ত্যৎ চাভবৎ।'
(ছা ৬।৩।২)

বেদান্তদর্শনও (ব্রহ্মসূত্রও) বিভিন্ন এই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা—'নেতরো অনুপপত্তে' (১।১।৭) ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মবস্তু হইতে জীবকে পৃথক্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পুনরায়, 'অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ' (১।৪।২২) 'প্রকাশাদিবচ্চ নৈবং পরঃ'। (২।৩।৪৫) ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে, পরমাত্মা অন্তর্যামীরূপে জীবমধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া অপৃথক্‌সিদ্ধরূপে শরীর-শরীরী সম্বন্ধের জন্য এবং ২।৩।৪৫ সূত্রে আদিত্যাদির সহিত প্রকাশাদির ন্যায় ধর্মী-ধর্ম সম্বন্ধের জন্য জীববাচক শব্দ ব্রহ্মকেও বুঝাইয়া থাকে।

ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি বচন সহেতু বর্ণনার দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তকে

আরও সুস্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা—

'বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্।
স্থিতিসংযমকর্ত্তাঽসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ॥ (বিঃ পুঃ ১।১।৩১)

জীব ও জড়বিশিষ্ট এই জগৎ বিষ্ণু হইতেই সৃষ্ট এবং বিষ্ণুতেই অবস্থিত, বিষ্ণুই এই জগতের স্থিতিকর্ত্তা ও নিয়ামক। এই জন্য 'জগৎ' বিষ্ণুপদবাচ্য।

ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত দিব্য চক্ষুর দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—আপনাকে সর্ববস্তুর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত দেখিতেছি, এই জন্যই আপনি সর্ববস্তুরই বাচক।

'সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।' (গীতা ১১।৪০)

বিষ্ণু পুরাণ পুনরায় বলিতেছেন—

জগৎ সর্বং শরীরং তে স্থৈর্যং তে বসুধাতলং॥
জ্যোতিংষী বিষ্ণু ভুর্বনানি বিষ্ণুর্বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ।
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্বং যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য॥ (বিঃপুঃ ২।১২।৩৯)

এই বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তটি অন্য পুরাণেও অতিশয় সুস্পষ্টরূপে সমর্থিত রহিয়াছে।

'আসীদগ্রে সদেকস্তু স চ নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
জীবৈঃ সূক্ষ্মপ্রকৃত্যা চ বিশিষ্টত্বং তু কারণম্॥ (বরাহ পুঃ অঃ ১৬)

সৃষ্টি অগ্রে (প্রলয়কালে) একমাত্র সৎবস্তু ছিলেন তিনি নারায়ণ। তিনি তখন জীব এবং সূক্ষ্ম প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া কারণরূপে অবস্থান করিতেছিলেন।

'চিদচিৎ প্রকৃতি দ্বৈধা বিশেষণতয়া হরৌ।
তদ্বিশিষ্টং পরং ব্রহ্ম শ্রুতিরাহ মহামতে॥ (নারদ পঞ্চরাত্র)
'গুণিনস্তু গুণো যদ্বৎ গুণাদেব গুণী যথা।
এবং বিশিষ্টাদ্বৈতং হি শ্রুতিস্মৃত্যুদিত নৃপ॥
(বৃহৎ ব্রহ্মসংহিতা ৪।৯।৩)

হে নৃপ, গুণীর গুণ যেরূপ তত্ত্ব এবং গুণ হইতে গুণীর যে পার্থক্য সেইরূপ চিদচিদ্ এবং ঈশ্বরতত্ত্বটি বিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্ব এবং এই সিদ্ধান্তটি শ্রুতি স্মৃতির দ্বারা প্রতিপাদিত।

শ্রীভাষ্যে শ্রীমৎ রামানুজাচার্য সমগ্র শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস (রামায়ণ মহাভারত) পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র মন্থন করিয়া, শাস্ত্রানুগত গম্ভীর এবং সুনিপুণ যুক্তি তর্কের দ্বারা এই বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মোক্ষ লাভের উপায় সম্বন্ধে রামানুজের সিদ্ধান্ত—

মুমুক্ষু জীবের পক্ষে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয় জ্ঞান অত্যাবশ্যক। ভগবৎকৃপায় সাধুসঙ্গ দ্বারা গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশে এই তত্ত্বত্রয় জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জীব উপলব্ধি করিতে পারে যে, সমস্ত হেয়গুণ বিবর্জিত অনন্ত কল্যাণগুণময় পরমাত্মা পরমেশ্বরই তাহার ধারক পোষক নিয়ামক এবং নিরুপাধিক শেষী বা স্বামী। একমাত্র তিনিই তাঁহার বশ্য জীবকে এই সংসার হইতে মুক্তি দিতে সমর্থ। তখন এই মুমুক্ষু জীব বুঝিতে পারে যে, নিরুপাধিক স্বামী এই পরমেশ্বরে প্রীতি বা ভক্তি তাঁহার সন্তোষের কারণ এবং এই ভগবৎ-সন্তোষই জীবের মুক্তির একমাত্র উপায়। এই ভক্তির দ্বারা ক্রমশঃ আরও উপলব্ধি হয় যে, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরিক্ত এই ভক্তিসাধনাও জীবের পক্ষে অতি দুষ্কর, এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে তখন সে ঈশ্বরচরণে শরণাগতি অবলম্বন করে।

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'

এই শ্রুতিবাক্যটি উক্ত সিদ্ধান্তটি সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছে। (মুণ্ড ৩।২।৩)